১৯৯৮ সালের শ্রেষ্ঠ ডাচ/ফ্লেমিশ গ্রন্থের পুরস্কার বিজয়ী

# মার্সেল মোরিং

# ইন ব্যাবিলন

অনুবাদ : শওকত হোসেন

বাংলাবুক.অর্গ

পূর্ব নেদারল্যান্ডসের স্মরণকালের তীব্রতম তুষার-ঝড়ে পরলোকগত চাচা হারম্যানের তুষার-ঢাকা পরিত্যক্ত বাড়িতে আটকা পড়ে গেছে নাথান হল্যান্ডার আর তার ভাস্তি নিনা। ঝড় থামার অপেক্ষায় থাকার সময়টুকুতে ওরা পূর্বপুরুষদের কাহিনী গ্রন্থিত করতে শুরু করে: নিখুঁত ঘড়ি-নির্মাতা এক পরিবার, যারা সপ্তদশ শতকে পূর্ব ইউরোপ থেকে নেদারল্যান্ডসে এসেছিল এবং তারপর ১৯৩৯-এ পাড়ি জমায় আমেরিকায়।

এই চমৎকার সরস মহাকাব্যিক উপন্যাসে মার্সেল মোরিং মানুষের অগ্রগতি আর বিস্তারের দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং পুরনো পৃথিবী থেকে নতুন পৃথিবীতে তার আগমন ও প্রস্থানের অসাধারণ অথচ একেবারেই মানবিক কাহিনী তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন, সব বাধা সত্ত্বেও, নিজের বাড়ি ও মাতৃভূমির প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষার দিকটি।

www.BanglaBook.org

ডাচ-জার্মান সীমান্তবর্তী শিল্পনগরী এনশেড-এ ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন মার্সেল মোরিং এবং সেখানে মান্টেসরি প্রাইমারি স্কুলে পাঠ নেন। ষাট দশকের শেষ নাগাদ তাঁর পরিবার উত্তরে ছোট শহর অ্যাসেন-এ পাড়ি জমায়। এখানে তিনি মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করেন এবং ডাচ সাহিত্যে দুবছর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তের বছর বয়সেই যেহেতু লেখক হবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আরও পড়াশোনা করার কারণ খুঁজে পান নি তিনি। এই বছরগুলোয় বেশ কিছু নাটক রচনা করেন তিনি। এরপর বান্ধবীকে নিয়ে নেদারল্যান্ডসের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বিশ্বের বৃহত্তম হারবার রটারডামে পাড়ি জমান তিনি। ১৯৯০ সালে মার্সেল মোরিং তাঁর প্রথম উপন্যাস *মেন্ডেল এরফেনিস* প্রকাশ করেন যা সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *হেট গ্রেটে ভারল্যাজেন* (**দ্য গ্রেট লংগিঙ**) বুকার পুরস্কারের সমতুল্য ডাচ একেও (AKO) পুরস্কার অর্জন করে। কেবল নেদারল্যান্ডসেই **দ্য গ্রেট লংগিঙ**-এর লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়। মোরিং-এর তৃতীয় গ্রন্থটি একটি উপন্যাসিকা: **বেদারফ্ ইজ ডি ওয়েগ ভ্যান অ্যালেন্ড্রিস (ডিকে ইজ দ্য ওয়ে অভ অল ফ্লেশ)** এবং তারপর পাঁচশো পৃষ্ঠার উপন্যাস: **ইন ব্যাবিলন**। বই দুটি গোল্ডেন আউলস এবং ১৯৯৮ সালের শ্রেষ্ঠ ডাচ/ফ্লেমিশ গ্রন্থের জন্যে ফ্লেমিশ পুরস্কার অর্জন করে।

অনুবাদক **শওকত হোসেন**-এর জন্ম চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরে। বাবার চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জেলায় কেটেছে বাল্য ও কৈশোর। বই পড়ার নেশা পেয়েছেন বইপ্রেমী মায়ের কল্যাণে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টারস করেছেন তিনি। রানওয়ে জিরো এইট-এর মাধ্যমে আকস্মিকভাবেই লেখালেখি শুরু।



www.BanglaBook.org

'মার্সেল মোরিং নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা কল্পনানির্ভর ও সংবেদী লেখক।'

**–পল বাইন্ডিং, টিএলএস**

'এই উপন্যাসের সুবাদে মোরিং তাঁর সময়ের ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের কাতারভুক্ত হলেন।'

**–ডি ওয়েল্ট**

'ইন ব্যাবিলন বিরল সৃষ্টি : বাস্তবিক বুদ্ধিদীপ্ত দার্শনিক উপন্যাস, যার মাঝে রয়েছে এক অসাধারণ কাহিনী।'

**–আমাযন.কম**

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার


মার্টিন কূমেন, *হেট কোনিনরিক ভ্যান ডি ন্যাখট, ওয়েটেনশ্যাপেলিকে* উইটগে-ভারি, আমস্টারডাম ১৯৭৮

রিচার্ড রোডস্, *দ্য মেকিং অভ দ্য অ্যাটমিক বম্ব*, টাচস্টোন (সাইমন অ্যান্ড শুস্টার), নিউ ইয়র্ক ১৯৯৫

জন এলসি, এট অল, *দ্য ডে আফটার ট্রিনিটি* (সিডি-রম), ভয়েজার, নিউ ইয়র্ক ১৯৯৫

*ক্রিটিকাল মাস* (সিডি-রম), করবিস, ওয়াশিংটন ১৯৯৬

মাইকেল বি.স্টফ, জোনাথন এফ. ফ্যান্টন এবং আর. হল উইলিয়ামস্ (সম্পা) *দ্য ম্যানহাটান প্রজেক্ট*, টেম্পল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ফিলাডেলফিয়া

ডন ই. বিয়ের, *দ্য ম্যানহাটান প্রজেক্ট*, ফ্যাঙ্কলিন ওয়াটস্, নিউ ইয়র্ক ১৯৯১

জে. সি. এইচ. ক্লস, আর মি. ফুক্স-ম্যানস্ফিল্ড এবং আই শফার (সম্পা), *গেশিডেনিশ ভ্যান ডি জোডেন ইন নেদারল্যান্ড*, ব্যালান্স, আমস্টারডাম ১৯৯৫

সীজ যেভেনবার্জেন, *টোয়েন যিজ উইট রটারড্যাম ভারট্রোকেন*, ওয়াভার্স, যেউল

নাথান পিটার লেভিনসন, *ডার মেসিয়াস*, ক্রেউয্ ভারলাগ জিমনহ্, স্টুটগার্ট ১৯৯৪

রিডার্চ পি. ফিনম্যান, *শিওরলি ইউ আর জোকিং, মিস্টার ফিনম্যান*! ভিনটেজ, লন্ডন ১৯৯২

র‍্যাবাই ডক্টর এইচ. ফ্রীডম্যান, *মিদ্রাশ রাব্বাহ্*, দ্য সঞ্চিনো প্রেস, লন্ডন / নিউ ইয়র্ক ১৯৮৩

লুডো ভ্যান এক, *হেট বোয়েক ডার কেম্পেন*, ক্রিটাক, ল্যুভেন, ১৯৭৯

হিউ প্রাইস, *টাইম'স্ অ্যারো অ্যান্ড আর্কিমিডিস পয়েন্ট*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক / অক্সফোর্ড ১৯৯৬

# ইন ব্যাবিলন

# IN BABYLON

Marcel Moring

১৯৯৮ সালের শ্রেষ্ঠ ডাচ/ফ্লেমিশ গ্রন্থের পুরস্কার বিজয়ী

# ইন ব্যাবিলন

## মার্সেল মোরিং

অনুবাদ শওকত হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সন্দেশ

ISBN-984-8088-94-6

ইন ব্যাবিলন

মার্সেল মোরিং

অনুবাদ শওকত হোসেন

In Babylon by Marcel Möring
Copyright © 1997 Marcel Möring and J.M. Meulenhoff bv, Amsterdam
Original Dutch title In Babylon

অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০০৫

প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৫

***প্রচ্ছদ:*** ধ্রুব এষ

***সন্দেশ***, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
***লুৎফর রহমান চৌধুরী*** কর্তৃক প্রকাশিত
কম্পোজ: ***সোহেল কম্পিউটার*** ৫৬ বড় মগবাজার (কাজী হাউস), ঢাকা-১২১৭
কামাল প্রিন্টিং প্রেস: ১৫২ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক: ***বুক ক্লাব*** ৫৩ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ ।

Website www.sandeshgroup.com

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনও অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৩২৫.০০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

*অনুবাদকের উৎসর্গ*

ছোট বোন
সায়েমা শারমিনকে

# সূচিক্রম

## *প্রথম পর্ব*

পর্যটক ১১
সাউরক্রাউট ২০
ঈশ্বর একজন আছেন ৩৮
কোটয্কার ৪৫
কে ওখানে? ৫৩
দুধ ও মাখনের দেশ ৮৪
যেনো ১৪১

## *দ্বিতীয় পর্ব*

রওনা হলাম (মধ্যখানে) ১৫১
থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র ১৬৮
লাক্রিমা ক্রিস্টি ২০৬
টাওয়ার ২৩৫
অদল বদল ২৪০
এটা জার্মানি ২৬৪

## *তৃতীয় / চতুর্থ পর্ব*

শাস্তি ২৮৩
একটি রূপকথা ২৯০
অনেকদিন আগে, অনেক দূরে ৩০৪
পিতা ও পুত্রগণ ৩১৫
গভীর, গভীরতর ৩৩০

## *পঞ্চম পর্ব*

আগন্তুক ৩৭৫

---

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

'গাছের শেকড় আছে, ইহুদিদের আছে পা।'

***আইজ্যাক ডয়েশটচার***

'আমাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "প্রগতি"। এর কোনও বৈশিষ্ট্যের সমৃদ্ধির চেয়ে বরং প্রগতি হচ্ছে এর ধরণ। মূলত এটা নির্মাণ করে। জটিলতর কাঠামো নির্মাণের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত। এবং এমনকি স্পষ্টতারও সন্ধান করা হয় এলক্ষ্যেই, উদ্দেশ্য হিসাবে নয়। কিন্তু আমার কাছে, বিপরীতক্রমে, স্পষ্টতা, প্রাঞ্জলতা নিজের দিক হতেই মূল্যবান।

'আমি কোনও অট্টালিকা নির্মাণে আগ্রহী নই, যতটা আগ্রহী সম্ভাব্য অট্টালিকাসমূহের একটা প্রাঞ্জল ধারণা লাভে।'

***লুডভিগ উইটগেনস্টেইন***, *কালচার অ্যান্ড ভ্যালু*

# প্রথম পর্ব

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

# পর্যটক

শেষবার আমি যখন আঙ্কল হারম্যানকে দেখি, ছজন লোকের মাঝে হোটেল মেফিসের সবচেয়ে সুন্দর রুমের কিংসাইজ বিছানায় শুয়ে ছিল ও: হোটেল ম্যানেজার, একজন ডাক্তার, কড়-কড় শব্দ তোলা ওয়াকি-টকিঅলা দুজন পুলিস অফিসার, একটা মেয়ে যার বয়স কোনওমতেই আঠারর বেশি হবে না আর আমি। ব্যাপারটা কতখানি সরাসরি সামাল দেয়া যায় তা নিয়ে দুই পুলিস অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করছিল ম্যানেজার, বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে মৃদু বিতৃষ্ণার চোখে দেখছিল আঙ্কলকে। কিছুই করছিলাম না আমি। মাঝরাত কেবল পেরিয়ে গেছে। লম্বা হয়ে শুয়ে আছে হারম্যান, তার ফর্শা শরীর কৃশ, টানটান, দোমড়ানো শাদা ক্যাটাফাল্কে পড়ে ছিল। নগ্ন এবং মৃত।

একজন মেয়ে মানুষের জন্যে বলেছিল ও। মেয়েটা এসেছিল, এবং এর দেড় ঘণ্টা পরে তার জীবন হানি ঘটে। আমি যখন হাজির হলাম সেখানে, অল্পবয়সী হুকার, ছোটখাট ব্লন্ডি, এলোমেলো মাথার চুল, ছেলেমানুষের মত রঙকরা ঠোঁট, সুবিশাল হোটেল-রাইটিং টেবিলের পাশে রাখা চামড়ার শাদা চেয়ারগুলোর একটায় জবুথুবু হয়ে বসেছিল। কার্পেটের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বিড়বিড় করছিল সে। বিশাল খাটের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে হারম্যান, তার পিউবিক হেয়ার তখনও চকচক করছে মানে ভালোবাসার রসে, ক্লাউনের সরে যাওয়া নাকের মত চোপসানো শিশ্নের মাঝামাঝি গড়িয়ে নেমে এসেছে একটা কনডম। তার ফ্যাকাশে বয়স্ক শরীর, রোদেপোড়া চেহারা, মাথাভর্তি চুল, লম্বা কিঞ্চিৎ বাঁকানো নাক দেখে যুদ্ধে নিহত কোনও সৈনিকের কথা মনে পড়ে গেল, যেন এখানে অবিন্যস্ত বেদীতে শুইয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।

ওই রুমের মাঝে দাঁড়িয়ে বহুদিন আগে কণ্ঠে তিক্ততার ছোঁয়া নিয়ে বলা যেনোর কথাটা ভাবলাম আমি, পারিবারিক ইতিবৃত্ত একটা গ্রাফে বসাতে পার তুমি, ওপর-নিচে, ওপর-নিচে ওঠানামা করা একটা রেখা; বোকে সম্পদ গড়ে তোলে, বংশধররা তা থেকে ফায়দা লোটে, আর তৃতীয় প্রজন্ম সব শেষ করে দেয়। তারপর পরিবার কার্ভের সর্বনিম্ন বিন্দুতে ফিরে যায়, আবার শুরু করে ওপরে ওঠার প্রয়াস। লাভ

BanglaBook.org

আর ক্ষতির, সম্পদ আর দারিদ্র্যের, উত্থান আর পতনের এক সীমাহীন চক্র। আমাদের পরিবারের কথা বাদ দিয়ে, বলেছিল যেনো, সেটা আবার সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যাপার। আমাদের পরিবারকে বড়জোর কোনও রেইলওয়ে টাইম টেব্‌লের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারেঃ একজন বিদায় নিচ্ছে, সে চলার পথে থাকতে থাকতেই ফিরে আসছে আরেকজন, সে যখন প্রত্যাবর্তন নিয়ে ব্যস্ত, অন্যরা সেসময় নতুন কোনও যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'স্বাভাবিক পরিবারগুলো শত শত বছর ধরে একই জায়গায় থাকে,' বলেছে যেনো। 'যদি কখনও জায়গা বদলায়, সেটা ঐতিহাসিক একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আর আমাদের পরিবারের বেলায় মাত্র আধ-প্রজন্ম পরেও যদি আমরা নতুন জীবনের বদলে অবকাশের সঙ্গে স্যুটকেসকে মেলাই, সেটাই হবে ঐতিহাসিক ব্যাপার।'

'ঠিক,' বলল ডাক্তার, খোদ নিহতের চেয়ে খুব বেশি হবে না তার বয়স। 'চলো, কাজ শুরু করা যাক।' রাইটিং টেবিলের ওপর ব্যাগ রাখল সে, খুলল ওটা, তারপর হাঁ করা চামড়ার মুখে হাত ঢুকিয়ে একটা চশমার খাপ বের করে আনল। চশমাটা তার চেহারায় দক্ষতার একটা ছাপ এনে দিল, হেম সেলাই করতে উদ্যত কোনও দর্জি'র মত। বিছানার দিকে এগিয়ে গেল সে, নিজের বসার সুবিধার জন্যে লাশটা ঠেলে সরিয়ে দিল, তারপর শুরু করল খোঁচাখুঁচি। তারপর মৃত মানুষটার ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে কী ঘটেছে জানতে চাইল সে। এখনও চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা মেয়েটার দিকে তাকালাম আমি। আমার দৃষ্টি টের পেল যেন সে, মুখ তুলল। দারুণ বিষণ্ন দেখাল তাকে। 'ডাক্তার জানতে চাইছে অস্বাভাবিক কোনও কিছু লক্ষ্য করেছ কিনা তুমি।' মাথা নাড়ল সে। 'তো?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার। 'কিছুই না,' বললাম আমি। 'কিছুই লক্ষ্য করে নি সে।' ভুরু কোঁচকাল ডাক্তার। 'বলতে চাইছে এমনিই টেঁসে গেছে সে?' আমি আবার মেঝের দিকে চোখ ফেরালাম। কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার, চশমা খুলে ফেলল। রুমের সর্বত্র ঘুরে বেড়াল তার দৃষ্টি। তারপর মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল সে। মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় চশমা নাচাতে নাচাতে জানতে চাইল, 'ওর সঙ্গে কী করছিলে তুমি?' হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে দরজার দিকে ছুটে গেল মেয়েটা। বাথরুমে চাপা বমি করার আওয়াজ পেলাম আমরা চারজন।

রাত একটা নাগাদ আমরা চারজন বেরিয়ে এলাম বাইরে, চাঁদের আলোয় আলোকিত হোটেলের দরজায়। নিঃশব্দে আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল একটা শবযান। প্যাটিওর আশপাশে দাঁড়ানো লম্বা লম্বা ওক গাছের পাতায় আলোড়ন তুলছে মৃদু হাওয়া। দূর থেকে বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। ডাক্তার আর হোটেল ম্যানেজার বেডপোস্টের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া এক লোকের প্রসঙ্গে গল্প করছে; আমি আর মেয়েটা তাকিয়ে দেখলাম নুড়ি পাথরের মেঘ উড়িয়ে রাস্তায় বাঁক নেয়া পুলিসের গাড়িটা। পরস্পরকে বিদায় জানাল ডাক্তার আর ম্যানেজার। একা হয়ে গেলাম আমরা। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনতে লাগলাম আমরা। আইভস্ বলে মনে হল।

BanglaBook.org

'মনে হয় ওভাবে মরতে ভালই লেগেছে ওর,' বললাম আমি। 'হোটেলে, পাশে একজন তরুণীকে নিয়ে।'

আবার বমি করা শুরু করল মেয়েটা।

শহরের আধো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে, বহু বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত আমি ভাবলাম, ভবিষ্যতের কথা, একদিন যা আমার সামনে বিছানো ছিল আর আজ, আজ আমি বুড়িয়ে যাওয়ার পর, ক্ষয়ে যাওয়ার পর, পড়ে গেছে পেছনে।

'পর্যটক ছিল ও,' বললাম আমি।

আমার দিকে ফিরল মেয়েটা, মুখ খুলল সে। একপাশের গালে লেপ্টে গেছে গাঢ় লিপস্টিক, ফলে গোটা চেহারাটা কেমন যেন বেমানান লাগছে। দ্রুত নি:শ্বাস ফেলছে সে, ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে। বেসবল জ্যাকেট পরা অবস্থায়ও কাঁপছে।

'আমরা সবাই-ই পর্যটক ছিলাম,' বললাম আমি।

ঘাড় ফিরিয়ে নিল সে, ফাঁকা রাস্তা আর লম্বা গাছগুলোর নিচে ঝুলন্ত স্থির হলদে বাতিগুলোর দিকে তাকাল। আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে, দেখলাম আমি, ত্রস্ত শঙ্কিত দৃষ্টি তার চোখে, যেন দুর্বোধ্য কোনও সাইকোপ্যাথের সঙ্গে নিজেকে আবিষ্কার করেছে, এখন বুঝে উঠতে পারছে না কোনটা ভাল হবে: চলে যাওয়া নাকি থাকা, সাড়া দেয়া নাকি অগ্রাহ্য করা।

ম্লান নীল একটা আভা ঘিরে রেখেছে চাঁদকে। গাছের ডগাগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে মৃদু হাওয়া। যেন আঙ্কল হারম্যানের মরদেহটা রাতের গায়ে মিশে গেছে, ভাবলাম আমি, এবং এবার চূড়ান্ত বিষয়গুলোর ফায়সালা হয়ে গেছে, ফলে ওর জীবনের অবশেষ বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সন্তোষের শেষ নি:শ্বাসের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চিরদিনের মত, আপন পথে।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে, আঙ্কল হারম্যান যেখানে মারা গেছে সেই হোটেলের বাইরে... ঠিক ওই মুহূর্তে সম্ভবত গত বিশ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত নিজেকে দেখলাম আমি, সেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা ইমেজটা, আমার জীবনের গোলকধাঁধা থেকে জেগে উঠেছে যেটা, যে জীবন ভীড়ের মাঝে একটা চেহারা মাত্র, যাকে কেউ চেনে না, কিন্তু তারপরেও যে আছে, একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী, সময়ের একজন ছন্নছাড়া।

BanglaBook.org

লাল, কমলা হলুদ পাঁপড়িঅলা কোনও ফুলের মত কোমল আগুন জ্বলছে হার্থে, দোল খাচ্ছে বাতাসে। একটা চেয়ারের থাবার মত মেহগনি পায়া অগ্নিশিখা থেকে উঁকি দিচ্ছে, যেনবা কাঠের কোনও পশু উৎসর্গ করেছি আমরা।

'ঘুমিয়ে গেছ?'

পাশে চোখ ফিরিয়ে নিনার দিকে তাকালাম আমি। আমার পাশেই বিরাট আর্মচেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে ও। একটা স্লিপিংব্যাগের ওপর

বসেছে, ওর লম্বা লাল চুল নিচে নেমে এসেছে। দুহাতের তালুর ওপর ঝুঁকে আছে ও।

'না, ঘুমাচ্ছি না। কিন্তু ঘুমাতে পারলেই ভাল হত। আজকের মত এতটা বুড়োটে আর কখনও মনে হয় নি নিজেকে।'

মাথা দোলাল ও। 'কী ভাবছিলে তুমি?'

'তেমন কিছু না।'

'আহা, এন। আগামী কয়েকটা দিন যদি আমাদের এখানে বরফের মাঝে আটকা পড়ে থাকতেই হয়, তুমি রহস্যময় মানুষ হয়ে থাক, চাইব না আমি। তুমি তোমার *ডেকামেরন* শেষ কর। *ক্যান্টারবেরি টেলস্* শোনাও আমাকে। তুমি একজন রূপকথা লিখিয়ে। আমাকে আনন্দ দাও।'

'রূপকথা শুনতে চাও তুমি?'

'হয়ত পরে। এখন আমি আসলে জানতে চাই কী ভাবছিলে তুমি।'

'ভাবছিলাম আঙ্কল হারম্যানের কথা। হঠাৎ শেষবার ওকে দেখার কথা মনে পড়ে গেল।'

'সেটা কবে?'

'যখন ও মারা গেল।'

'ও, আচ্ছা।'

'হায়, ঈশ্বর, সময় কীভাবে বদলে গেছে। তুমি বললে: ও আচ্ছা। আমার জন্যে... ব্যাপারটা বেদনাদায়ক, এটা বলতে পারি।'

'ষাট পেরিয়ে যাবার পর? আমি ভেবেছি ষাটে পা দেয়ার পর তোমরা পুরুষরা সঙ্গম আর ওপরে ওঠা ছাড়া আর কিছুই কর না।'

'ওরা, নিস। আমি নই। আমি হয়ত করতে চাইতাম। কিন্তু আমি হল্যান্ডার যে। নাথান হল্যান্ডার। একজন সম্মানিত ব্যক্তি। ছুরি-কাঁটাচামচ দিয়ে খাবার খাই, ওয়াইনের গ্লাস স্টেমে ধরি। কখনও সঙ্গম করে বেড়াই না বা ড্রাগস্ নিই না।'

'আঙ্কল, দয়া করে "নিস" ডাকাটা বাদ দেবে? ধূসর উলের স্কার্ট আর ভাল জুতোর মত শোনায়।'

দুজনই হাসলাম আমরা।

'কিন্তু তুমি কখনও...

'ওহ্, নিশ্চয়ই। হ্যাশ। অনেকদিন আগে। আমার স্টাইল নয়। আমি নিয়ন্ত্রণে থাকতে পছন্দ করি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'দিনে-দু-গ্লাস-ওয়াইন-আর-পাঁচটা-সিগারেট খাওয়া লোক।'

'হ্যাঁ, তাই।'

'আর তেমন গরম সেক্সও নয়?'

'নিনা! আমি তোমার আঙ্কল। মাত্র ষাটে পা দিয়েছি। বুড়ো মানুষদের এধরনের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই।'

BanglaBook.org

'বুড়ো মানুষ... তুমি বুড়ো নও। অজকাল ষাট বছর আর এমন কি? এখনও দারুণ আছ তুমি।'

'ধন্যবাদ। তোমার মুখে আমি বুড়ো নই শোনার জন্যেই নিজেকে বুড়ো বলেছি।'

'সেজন্যেই বললাম আমি।'

'নাহ্, খুব রোমাঞ্চকর সেক্স লাইফ ছিল না আমার। অন্তত আঙ্কল হারম্যানের তুলনায় ঢের কম রোমাঞ্চকর।'

আগুনের দিকে তাকাল নিনা। মিটমিট করে জ্বলছে এখন। উঠে দাঁড়ালাম আমি, আরও কয়েকটা চেয়ারের পায়া আর পিয়ানোলিডের একটা টুকরা ছুড়ে দিলাম ওতে। আমি আবার জায়গায় ফিরে বসার পর ও বলল, 'সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ানোর ফলে আমার তো ধারণা ছিল সব বন্দরেই একজন করে সুইটহার্ট ছিল তোমার।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'গত ষাট বছরে কী শিখেছি তোমাকে বলছি আমি। যদি সত্যি কাউকে ঝটপট বিছানায় নিতে চাও, কখনও তার সঙ্গে আলাপ শুরু করবে না। আমি করেছি। আমার ভুল হয়েছে, আমি ভেবেছি অন্তত কথাবার্তা চালিয়ে নেয়ার জন্যে পরস্পরকে আরও জেনে নেয়া উচিত। আমি বেডরুমের নবে হাত রাখতে রাখতে আমার আশপাশের মেয়েগুলো আরও বেশি কথা বলতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আমি বন্ধু হয়ে গেছি, প্রেমিক নই।'

মাথা দোলাল ও, যেন বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। 'তাহলে ঐ পাগলাটে পরিবারের তুমিই একমাত্র লোক যে যথেষ্ট পায় নি।'

'ওহ্, ঠিক তা বলছি না...

'হারম্যান কলগার্লদের নিয়ে করেছে কাজটা।'

'একবার। একবারই এক কলগার্লের সঙ্গে কাজটা করেছে বলে জানি আমরা, সেটা সোফি মারা যাবার পর। আমার ধারণা সারাজীবন সোফির প্রতি বিশ্বস্ত ছিল।'

'যেন খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। ভাইয়ের বউয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'যেনো... বললাম। 'আমরা জানি অন্তত একবার কাজটা করেছে ও। ইয়ে... মানে... সেক্স বোঝাচ্ছি। তুমি তার প্রমাণ।'

'যেনো,' বলল ও। তিক্ততার টান পড়ল ওর জিহ্বায়। ' ওর ওপরই সতেজ হয়ে উঠেছিল যেনো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি।

'ম্যান্নি।'

'আমার বাবা নিঃসন্দেহে... সক্রিয় ছিল,' বললাম আমি, 'কিন্তু সেটা কেবল সোফির সঙ্গে ওর ডিভোর্স হবার পর। অন্যদিকে যেনো প্রায় নিশ্চিতভাবেই কুমারী অবস্থায় মারা গিয়েছে।'

'খ্যাপার দল,' উপসংহার টানল নিনা।

'আর তুমি? বাকি পরিবারকে সেক্সের বিচারে পরিচিত করার পর এখন তোমার ব্যাপারটা বলো।'

BanglaBook.org

'অল্পবয়সী একটা মেয়েকে তোমার মত বয়স্ক কেউ এমন প্রশ্ন করছে, কল্পনা করে দেখ...

হেসে উঠলাম আমরা।

নিনার দিকে তাকালাম আমি। ছায়ারা লাফালাফি করছে ওর চেহারার ওপর। আগুনের আলোয় ওর ফ্যাকাশে ত্বকে উষ্ণ, গোলাপি আভা ফুটে উঠেছে। ওর কোঁকড়ানো লাল চুলও আগুনের মত লাগছে, আরবীয় নকশা আর ফুলের মালার মত আকাবাঁকা পাহাড়ী ঝর্না যেন। নিনা? না, ও যা পেতে চায় তার নাগাল পেতে কখনওই সমস্যা হবার কথা নয় ওর। নিজের মেয়েকে আকর্ষণীয়া তরুণীতে রূপান্তরিত হতে দেখে সন্তুষ্ট পিতার দৃষ্টি নিয়ে নিনাকে দেখলাম আমি: বুদ্ধিমতি, চোখা, সুবেশি এবং সৎবংশিয়া। এমনকি এখনও, ওয়ার্ডরোবে আমাদের খুঁজে পাওয়া পুরনো পোশাকে: ওর শরীরের তুলনায় ঢের বড়, চামড়ার বেল্ট দিয়ে কোমরের সঙ্গে এঁটে রাখা করডুরয় ট্রাউজারস, গায়ে জ্যাকেট, ওটার হাত চার ভাঁজে গোঁটানো, পায়ে ভারি উলের মোজায় এমনকি এখনও ওকে অনেকটা নলাকৃতি লাল-চুল সুন্দরীর মত মনে হচ্ছে, যার জন্যে প্রি-রাফাইটরা পাগল ছিল। ওর হালকা গোল ঠোঁটে টাটকা রঙ লাগানো হয়েছে। হনুর হাড়ের ওপর রুজের একটা প্রলেপ। ওর চোখের সবুজ যেন খাঁটি এনামেল।

'আমাদের খেতে হবে,' বললাম আমি। 'আমি যাচ্ছি একটা কিছু রান্না করে নিচ্ছি।'

'রান্না?'

'সেকথাই বলেছি। প্রচুর খাবার আছে। আগামী বিশ্বযুদ্ধ পার করে দেয়ার মত যথেষ্ট।'

ফাঁকা চোখে আমার দিকে তাকাল ও।

'আমি দেখাচ্ছি তোমাকে,' বললাম আমি, 'কিন্তু কথা দিতে হবে ভয় পাবে না তুমি।'

একটা ক্যান্ডেলেব্রা তুলে নিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। পাথুরে-ঠাণ্ডা হলঘরে নিমেষে আমাদের জামাকাপড়ের উষ্ণতা উবে গেল। শিউরে উঠল নিনা, পিঠে ওর হাতের ছোঁয়া পেলাম আমি, এবং যদিও বসে থাকতে থাকতে বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম, দ্রুত সেলারের দরজার উদ্দেশে পা চালালাম আমি। সিঁড়ির গোড়ায় দোতলার হলওয়ের অন্ধকারে ছায়ারা ছুটে গেল। সোফা, চেয়ার, টেবিল, একটা ওয়ার্ডরোব, আলো ভেসে বেড়ানোর সময় এখানে-ওখানে ভেসে উঠছে আসবাবপত্রের ফুসকুরি, মিলিয়ে যাচ্ছে আবার। দ্রুত আমার পাশে চলে এল নিনা, এত জোরে বাহু চেপে ধরল যে জিভে প্রায় কামড় দেয়ার যোগাড় হল আমার। তারপর সেলারের দরজা খুললাম আমি, ওর আগে আগে ছোট ছোট সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। আমার পা কংক্রিটের মেঝে স্পর্শ করার পর থামলাম, ও এগিয়ে আসার অপেক্ষা করলাম। ক্যান্ডেলেব্রা উঁচু করে ধরে আলোর হাতে বাকি দায়িত্বটুকু ছেড়ে দিলাম। সিঁড়ি বেয়ে মাঝামাঝি নেমে এসেছে নিনা, কিন্তু শেষ পদক্ষেপে যেন চিরদিন লেগে গেল। যেন হঠাৎ করেই স্লো-মোশনে নড়াচড়া শুরু

BanglaBook.org

করেছে ও। এক হাতে মুখ চেপে ধরল ও, আরেক হাত দিয়ে আঙ্কল হারম্যানের জ্যাকেটের কলার জাপ্টে ধরে হতবিহ্বল নীরবতায় চারপাশে নজর বোলাল।

'সাউরক্রাউট,' বললাম আমি। 'সাউরক্রাউটে কোনও আপত্তি আছে তোমার?' মাথা নাড়ল ও। ওকে ক্যান্ডেলেব্রাটা দিয়ে রসদপত্রের শেলফগুলো পাশ কাটিয়ে এগোলাম, বীফ সসেজের একটা টিন, শুকনো অ্যাপেলের একটা ব্যাগ, কনডেনসড্ মিল্ক, স্টকের একটা জার, আলু, সাউরক্রাউটের একটা প্যাকেট, মসলা, সরিষা, একটুকরো চৌকো মাংস আর এক বোতল পিনোট গ্রিস তুলে নিলাম।

'কি... এখনও চারপাশে নজর বোলাচ্ছে ও। 'এসব কি?' ক্যান আর জারের উঁচু দেয়ালের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে মোমের আলো। 'হায় ঈশ্বর। এখানে দেখছি এত খাবার যে... যে...

'আগামী বিশ্বযুদ্ধ কাটিয়ে দেয়া যাবে,' বললাম আমি।

'গোঁড়া কোনও মজুতদার ছিল নাকি সে?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'না। সেলারে বরাবরই পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার মওজুত থাকে, তবে অস্বাভাবিক কিছু না। এসব কোত্থেকে এসেছে বা কবে শেলফগুলো ভরানো হয়েছে তার কোনও ধারণা নেই আমার।'

একটা র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল নিনা, একটা টিন হাতে নিল। মোমের আলোয় ঘোরাল ওটা, চোখ কুঁচকে রেখেছে। এবার আরেকটা টিন নিল। একটা গ্লাস জার, একটা বাক্স, পেস্তাভর্তি একটা ব্যাগ। 'এক বছর, কিংবা দেড় বছর হবে বলে আমার ধারণা। তার বেশি না। টিন আর জার দু-তিন বছরের শেলফের আয়ু থাকে।' আমার হাতে একটা মটরশুটির টিন দিয়ে ওটার নিচের তারিখ দেখাল। আরও অন্তত দু-বছর ওগুলো খাবার উপযুক্ত থাকবে। 'কফি দেখে সবচেয়ে ভাল করে বোঝা যাবে। ধর। এই প্যাকেটটা আরও তিনমাস ভাল থাকবে। তার মানে হয়ত এক বছরেরও বেশি সময় আগে কেনা হয়েছে এটা।'

'স্মার্ট গার্ল,' বললাম আমি।

টিনটা আবার জায়গামত রেখে নিরাসক্ত চেহারায় আমার দিকে তাকাল ও।

'চলো, আমার মনে হয় ওপরতলায় ফেরা দরকার আমাদের,' বললাম আমি। 'বড্ড ঠাণ্ডা এখানে। কিচেনে আগুন জ্বলানো আছে।' দরজা খুললাম আমি, আগে যেতে দিলাম ওকে। মোমের আলোর গোলকটা সামনে ধরে রেখে কিচেনে ঢুকল ও। ওখানে বিকেলে আমার আগেই জ্বালিয়ে রাখা 'অ্যাগা'র আরামদায়ক আলোয় উপাদানগুলো সাজাতে শুরু করলাম। নিনার হাতে একটা ছুরি দিয়ে আলুর খোসা খসাতে বললাম, ওদিকে একটা বেকিং ডিশে সাজালাম আপেলগুলো, নিজের জন্যে এক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে নিলাম। তারপর ডিশটা আভেনের কুসুম গরম অভ্যন্তরে চালান করে দিলাম।

'কী হচ্ছে, নাথান?' কিছুক্ষণ পরে জানতে চাইল ও।

একটা বড়সড় পটে দু-এক ইঞ্চি গভীর পানি নিয়ে স্টোভে বসালাম ওটা।

'কী বলতে চাচ্ছ? এই বাড়িটা? ব্যারিকেড? রসদের কথা? আমি জানি না। আমার কোনও ধারণা নেই। আরও বড় কথা হল: এসব কেমন করে এখানে এল তা

BanglaBook.org

ভেবেও বের করতে পারছি না।' বড় সাইজের একটা ছুরি দিয়ে শুকনো মাংস কেটে ছোট ছোট পল্লা করলাম আমি। মাংসের টুকররোটা কাঠের বীমের মত শক্ত, খেতে ব্রেসাওলার মত লাগল, ইটালিয়ানরা ওদের ষাঁড়ের শুকনো ফিলেটকে এনামেই ডাকে।

'মিসেস স্যান্ডার্স?'

আঙ্কল হারম্যানের অনুপস্থিতিতে বাড়িঘর দেখা-শোনা করে মিসেস স্যান্ডার্স, আর ও থাকলে হাউসকীপারের ভুমিকা পালন করে।

'সে কেন মাথা ঘামাতে যাবে? পাঁচ বছর আগে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে আঙ্কল হারম্যান। এর মাঝে একবারও এখানে আসি নি আমি। তাছাড়া, আগে যখন এখানে আসা-যাওয়া ছিল আমাদের, আঙ্কল হারম্যান সবকিছুই টাটকা কেনার ব্যবস্থা করত।'

আলুগুলো আমার হাতে দিয়ে কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল নিনা।

আলুগুলো চারটা করে টুকরো করে প্যানে ছুড়ে দিলাম, তারপর সাউরক্রাউট দিয়ে ঢেকে দিলাম।

কিচেনের জানালার ওধারে অন্ধকার আকাশের দিকে নীরবে চেয়ে রইলাম আমরা। ক্ষণে ক্ষণে তুষারের মেঘ জানালার কাঁচে এসে মাথা ঠুকছে, যেন কেউ মাদার হোলে খেলছে আর পালকের বালিশ ঝাঁকাচ্ছে।

পানি উতরাতে শুরু করল। থাইম, লবন আর রোজমেরি মেশালাম আমি, তারপর প্যানটাকে স্টোভের এমন জায়গায় বসালাম যেন সাউরক্রাউট আস্তে আস্তে সেদ্ধ হতে পারে।

'আমার ভাল ঠেকছে না,' বলল নিনা, 'একদমই ভাল ঠেকছে না।'

সাউরক্রাউটের ওপর বেশ খানিকটা পিনোট গ্রিস অর স্টক জারের সবটুকু ঢেলে সম্পূর্ণ জিনিসটা শুকনো আপেলে ঢেকে দিলাম।

'আমি লক্ষ্য করেছি।'

আস্তে আস্তে গন্ধে ভরে উঠতে লাগল কিচেন। ওয়াইনের গন্ধ-মাখা ধোঁয়া ঢাকনার কিনারা গলে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। জানালার কাঁচে ফোঁটা ফোঁটা বাষ্প জমতে লাগল। একটা কাঁটাচামচ দিয়ে আলুগুলো খোঁচালাম আমি: ফালি করা মাংস যোগ করার সময় হয়েছে এবার। একটা কেবিনেটে পাওয়া মার্বল চকিং বোর্ড থেকে মাংসগুলো ঢেলে দিয়ে সাউরক্রাউটের সঙ্গে ভাল করে মেশালাম। বিশাল কাবার্ডটার নিচের দিকে নির্ধারিত জায়গায়ই একটা ছোট সসপ্যান ছিল। সসেজের পুরো টিন ওটায় খালি করে ব্যাক বার্নারে বসিয়ে দিলাম ওটা। কনডেনস্ড মিল্কের ক্যান খুলে উঁচু-চামচ ভর্তি সর্ষে মেশালাম (শেলফগুলো যেই ভর্তি করে থাকুক না কেন, নিশ্চয়ই ওগুলোর স্বাদ জানা ছিল তার: কোলম্যান'স ওটা) একসঙ্গে মেশালাম সবকিছু। বেশ খানিকটা ওয়াইন, প্যান থেকে এক চামচ কুকিং লিকুইড। নেড়ে চেড়ে স্বাদ চাখলাম আমি।

BanglaBook.org

জানালাগুলো বাষ্পে ঢেকে গেছে। স্টোভ থেকে দূরবর্তীগুলো এরই মধ্যে জমাট বাঁধতে চলেছে। কাবার্ড থেকে দুটো প্লেট বের করলাম আমি, সিঙ্কে নামিয়ে রাখলাম, স্টোভের পেছন দিকে রাখা কেতলি থেকে গরম পানি ঢাললাম ওগুলোর ওপর।

'এটাই আমার জীবনের গল্প,' বলল নিনা। 'একটা পোড়ো বাড়িতে একজন রূপকথা লিখিয়ের সঙ্গে বরফের মাঝে আটকা পড়ে গেছি আমি। নিজের উন্মাদ আঙ্কলের জীবনী লিখছে সে। মানুষটা এখন সাউরক্রাউট আর আলু রাঁধছে। আমার মা ঠিকই বলেছিল। আমার কপালে সুখ নেই।'

'অবস্থা আরও খারাপও হতে পারত,' বললাম। 'আমি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারতাম। তাহলে আগামী কয়েকটা দিন কী করতে তুমি? আমার লেজার পড়তে?'

'কী বলতে চাও: তখন কী করতাম আমি?'

প্লেট থেকে পানি ফেলে কাবার্ড থেকে একটা ডিশটাওয়েল বের করে মুছতে শুরু করলাম ওগুলো। টাওয়েল থেকে কেমন যেন বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে, হাওয়ায় মেলে দেয়া দরকার।

'এখন আমরা এখানে আটকা পড়ে যাওয়ার সুবাদে আঙ্কল হারম্যানের জীবনী পড়ার প্রচুর সময় পাবে।'

বড় করে শ্বাস ফেলল ও।

স্টোভের পাশের বাস্কেট থেকে কিছু লাকড়ি নিয়ে অ্যাগায় ছুড়ে দিলাম আমি।

'কয়েকদিন টিকে থাকার মত যথেষ্ট কাঠ আছে তো আমাদের?'

মাথা দোলালাম আমি। 'খাওয়া শেষ করার পর আরও কাঠতে হবে, কিন্তু ব্যারিকেডটা এত বড় যে, বহুদিন টিকবে ওটা।'

গম্ভীর চেহারায় আমার দিকে তাকাল ও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# সাউরক্রাউট

শীতকালে হাজির হয়েছিলাম আমরা, গোটা শীতকাল পার করে দেয়ার জন্যে। সেদিন সকালে অ্যারাইভাল হলে গেইটের পেছনে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়েছিল নিনা, আধা-আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে বাম হাতে নিজের শরীর জড়িয়ে রেখেছিল, অন্য হাতটা উঁচু করে দোলচ্ছিল; ওর দীর্ঘ গাঢ় লাল কোঁকড়া চুল গাঢ় নীল কোটের ওপর যেন মশালের মত জ্বলছিল।

'এন,' আমার গালে ঠাণ্ডা ঠোঁটজোড়া ঘষে বলল ও।

'এন,' জবাব দিয়েছি আমি।

গাড়িতে উষ্ণতা ঠিক করার জন্যে খানিকটা সামনে ঝুঁকে ও জানতে চাইল আমার যাত্রাটা আনন্দদায়ক ছিল কিনা; আমার কি একবারও মনে হয় নি দারুণ শীত পড়েছে, শূন্যের পনের ডিগ্রি নিচে তাপমাত্রা... আসার সময় আরও তুষারপাতের খবর শুনেছি কিনা আমি? গাড়িটাকে মোটরওয়েতে তুলে আনল ও, চোখের কোণ দিয়ে একটা ডেলিভারি ভ্যানের ক্রোমিয়াম হাসি উদয় হতে দেখলাম আমি। কিছু না ভেবেই আসনে স্যাঁৎ করে হেলান দিয়ে দিলাম। হুইল সোজা করে নিল নিনা, ভ্যানটা অল্পের জন্যে সংঘর্ষ এড়িয়ে সাঁই করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার পর নাক সিঁটকাল। হর্ন বাজাতে বাজাতে বামদিকের লেইনে চলে গেল ভ্যানটা।

'ট্রলস্,' বিড়বিড় করে বলল নিনা।

আমরা যতই ভেতর দিকে এগিয়ে চললাম আশপাশের জগৎ ততই শাদা হয়ে উঠল। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা, একজোড়া স্নোপ্লাউ আমাদের সামনে সামনে এগিয়ে চলেছে। মাঝ-রাস্তায় কফি খাবার জন্যে একটা তুষার-ঢাকা পেট্রল স্টেশনে থামলাম আমরা, লরি ড্রাইভারে গিজগিজ করছিল জায়গাটা, টোব্যাকো টানছিল ওরা আর যার যার বসকে টেলিফোন করে জেনে নিচ্ছিল এখন কী করবে। এরপর এমন দাপটের সঙ্গে প্রবল বেগে তুষারপাত শুরু হয়ে গেল যে রাস্তা আর জমিনের পার্থক্য করাই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। জমাট বেঁধে স্তূপ হয়ে উঠল তুষার, শাদা হয়ে যাওয়া এলাকায় ভারি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। নিনা আর আমি সামনে ঝুঁকে ঘূর্ণিপাকের ভেতর দিয়ে তাকালাম।

BanglaBook.org

তিন ঘণ্টারও বেশি সময় পর গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছলাম আমরা। অসহায়ভাবে উঁচু-নিচু কান্ট্রি-রোডে নাচতে নাচতে এগোল গাড়িটা। অনড় বসে রইল নিনা, একটা হাতে শক্ত করে হুইল ধরে রেখেছে, অন্যহাত গিয়ারস্টিকের ওপর, চোখ সরু, দিগন্তে স্থির করে রেখেছে। ঘণ্টায় বিশ মাইলেরও কম গতিতে এগোচ্ছিলাম আমরা। ওর চুল এমন প্রবলভাবে উড়ছিল, কড়কড় করে আগুন জ্বলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম যেন আমি। ওর ফ্যাকাশে ত্বক যে কোনও সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ফর্শা দেখাচ্ছিল।

'আরও মিনিট পনেরর মত লাগবে।'

মাথা দোলাল নিনা। ডানদিকে হুইল ঘোরাল ও। একটা সাইড-রোডে উঠে এল গাড়ি।

'আমি ধোঁয়া গিললে আপত্তি আছে?'

'মোটেই না। মানে, ওগুলো যদি নোংরা সিগারগুলোর একটা না হয়।'

'ওটা আঙ্কল হারম্যানের কাজ, ডিয়ার গার্ল। কিন্তু নোংরা সিগার ছিল না ওগুলো। ও কেবল পার্টাগ্রাস রোমিও-ই-জুলিয়েট্টা খেত।'

'শুকনো পাতার স্তূপে আগুন জ্বালানো হত।'

হাসলাম আমি।

'এখনও অমন কর তুমি, বিশ্বাসই হচ্ছে না,' আমি আমার বেলজিয়ান সিগার ধরিয়ে আমার জানালার দিকে ধোঁয়া ওগড়ানোর পর বলল ও।

'এই বয়সে আর বাদ দেয়ার জো নেই। এমনিতেও অবশ্য অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

আড়চোখে আমার দিকে তাকাল ও।

'ষাট,' বললাম আমি। 'চলতি শতাব্দীর সঙ্গে আমিও শেষ হয়ে যাব।'

ভুরু কোঁচকাল নিনা।

'আমরা বিংশ শতাব্দীকে বিদায় জানানোর সময় আমার বয়স হবে পঁয়ষট্টি।'

শাদা ময়দান আর রাস্তার পিকচার বুকের দিকে তাকিয়ে সিগার টেনে চললাম আমি। একটু পর পরই অগভীর কোনও উপত্যকায় নেমে যাচ্ছি আমরা আর সামনে যে উর্বর ঢালের জন্যে এলাকাটা বিখ্যাত, *এককারস্* বিছিয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছি, এখন একেবারে শাদা, অবিরাম ঝরে-পড়া তুষারের নিচে মসৃণ ঢেউ।

'অ্যাই, ঠাট্টা কর নি তো?'

একপাশে তাকালাম আমি। 'শতাব্দী নিয়ে কিনা সেকথা বলতে চাইছ?'

মাথা নাড়ল ও। 'টেলিফোনে কথাটা বলেছিলে, আঙ্কল হারম্যানের জীবনীটা বেশি করে পারিবারিক ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।'

ঠাণ্ডা দরজার পাল্লায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করলাম আমি। তারপরও আমাদের পাশ কাটিয়ে সরে যাওয়া শাদা রঙ যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। সিগারে আবার টান দিয়ে জানালা বরাবর ধোঁয়া ছাড়লাম। বুঝতে পারছি পুরোপুরি আগ্রহী

BanglaBook.org

হয়ে উঠেছে নিনা, কেবল পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে নয়, আমার রচিত জিনিসেও। আমার লেখা সমস্ত কিছু পড়ে এমন একমাত্র হল্যান্ডার ও। গত কত বছর ধরে এমনকি আমার ইউরোপিয়ান এইজেন্টেরও কাজ করে আসছে ও। ওর প্রয়াসের ফলেই আমার রূপকথাগুলো নতুন জীবন পেয়েছে। ওগুলোর বেশ কয়েকটা সিডি-রম হিসাবে বেরিয়েছে, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান টেলিভিশন স্টেশনগুলোর একটা গ্রুপ দল বেঁধেছে। বত্রিশ পর্বের সিরিজ করতে যাচ্ছে ওরা, ওদিকে চেক রিপাবলিকের একজন পরিচালক *কাই*-এর চলচ্চিত্র স্বত্ব কিনে নিয়েছে। একরাতে আঙ্কল হারম্যানের ম্যানহাটান অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে ফোন করেছিল সে, সবিস্ময়ে শুনে গেছি আমি। *কাই*-কে বাস্তব কাহিনী হিসাবে চিত্রায়িত করতে চায় সে। 'এসো, ভুলে যাই যে রূপকথা কল্পরাজ্যের সম্পত্তি,' বলেছে সে। 'ওগুলোকে আমাদের সীমাবদ্ধ বাস্তবতার সম্প্রসারণ হিসাবে ধরে নেয়া যাক।' রূপকথার লেখক হিসাবে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ঘুরে বেড়ানোর সময় একমাত্র সে-ই প্রথম আমার রচনাকে সিরিয়াসলি নেয়ার মত বিষয় বলে আখ্যায়িত করল।

নিনার দিকে তাকালাম আমি। 'একটা পারিবারিক ইতিহাস। *প্রায়* পারিবারিক ইতিহাস।'

'কিন্তু এর পেছনে এত খাটুনি দিচ্ছ কেন? পঞ্চাশ পৃষ্ঠাই তো যথেষ্ট ছিল।'

'মনে হয় হারম্যানের ছোট পরিকল্পনা কাজ দিয়েছে।'

আবার চোখ সরু করে উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে বাইরে তাকাল ও। শহরের এত দূরে রাস্তায় বালি ফেলা হয় না, অন্তত এখন আর ফেলা হচ্ছে না। কয়েক মাইল পেছনেও রাস্তাটা যেখানে শাদা পটভূমিতে কালো নদীর মত এঁকে বেঁকে এগোচ্ছিল, এখন সেটা সবরকম বৈশিষ্ট্য হারানো ল্যান্ডস্কেপে একটা দাগ ছাড়া আর কিছুই না।

'কিসের ছোট পরিকল্পনা?'

ওকে বললাম আমি। হারম্যানের উইলের অন্যতম শর্ত হচ্ছে বাড়িটার বিনিময়ে তার একটা জীবনী লিখে দিতে হবে, সেটাই ছিল আমাকে রূপকথার রাজ্য থেকে সরিয়ে আনার চূড়ান্ত প্রয়াস। আমার রচনাকে আগাগোড়া মেধার অপচয় মনে করেছে ও। সারা জীবন ধরে আমাকে বদলানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছে। 'এবার, পঞ্চাশ বছর পর সত্যিই সেটা পেরেছে ও। ভুয়া কোনও জীবনী চালিয়ে দিতে পারব না আমি। আবার একটা আসল জীবনী লিখছি, নিজেকে সেভাবেও কল্পনা করতে পারছি না। *দ্য লাইফ অ্যান্ড ওঅর্কস অভ হারম্যান হল্যান্ডার*... না। যেমন করেই হোক আমাকে সবকিছু তুলে ধরতে হবে। গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড আঙ্কল চেইম থেকে শুরু করে ঠিক আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত। আমাযনে ইন্ডিয়ান এক গোত্রের মাঝে নিজেকে আবিষ্কারকারী সেই ইংরেজ অভিযাত্রীর গল্পের মত। কখনও শাদা কোনও মানুষের দেখা পায় নি ওরা। সে আর তার সফরসঙ্গীরা রাজকীয় সংবর্ধনা পায় এবং সে-রাতে আগুনের পাশে গোত্রের সোরসারার তার জাতির কাহিনী শোনায় ওদের। এক কুমারী থেকে ঈশ্বরের প্রথম ইন্ডিয়ানকে সৃষ্টি করার মুহূর্ত থেকে শুরু করে তিনজন শাদা চামড়ার লাল-চুল ইংলিশ ম্যানের গ্রামে পা রাখার মুহূর্ত পর্যন্ত।

BanglaBook.org

'দ্য ক্রিয়েশন অভ দ্য ওঅর্ল্ড, অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট গোজ উইদ ইট। বাই নাথান হল্যান্ডার।'

'অনেকটা এই রকম কিছু।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিনা।

রাস্তার একটা দীর্ঘ শ্লথ ঢলের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছি আমরা, এখন আবার ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছি, আসলে পাহাড় নয় ওটা। তুষারে ভারি হয়ে ওঠা কনিফার, সংকীর্ণ রাস্তার দুপাশে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পর পরই স্কিড বাড়ছে গাড়িটা। ওটাকে আবার আগের রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে পিছু হটতে হচ্ছে নিনাকে। গাছপালা আরও নিবিড় হয়ে উঠল, সংকীর্ণ হয়ে গেছে রাস্তাটা। অবশেষে রাস্তা বলতে অবশিষ্ট রইল কেবল লম্বা শাদা ফারের নিবিড় ঝোপের ভেতর সুড়ঙ্গের মত একটা পথ। বাম থেকে ডানে বেঁকে গেছে ওটা, গাড়িটা বাম দিক থেকে ডান দিকে পিছলে যাচ্ছে। একপাশে নজর চালালাম আমি, এবং একটা ঝলকের মত গাছপালার মাঝে ভূতের দেখা পেলাম। গাছের ডগার ওপর দিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত এগোচ্ছে ওরা। আঙ্কল চেইম, ম্যাগনাস, হারম্যান, ম্যান্নি যেনো। নিবিড় শাদা বনের ভেতর দিয়ে নেকড়ের পালের মত ছুটছে ওরা। আরও একবার বাঁক নিল রাস্তা, মোচড় খেল গাড়িটা, গুঙিয়ে উঠে একটা বাঁকে ঢুকে পড়ল ওটা। ধীর গতিতে এগোচ্ছি যেন আমরা, কারণ ইতিহাসের ভারে ভারি হয়ে গেছি, যেন গোটা পরিবার সত্যি সত্যিই গাছপালার কিনারা বরাবর ছুটছে আর ওদের কাহিনীর ভার এসে পড়েছে পেছনের বাম্পারে।

'শিট।'

ভোঁতা একটা শব্দ তুলে গাড়িটা একটা স্নোড্রিফটের দিকে ধেয়ে গেল। তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। আমাদের চারপাশে তুষার উড়ল। উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপারগুলো কাঁচের ওপর জমাট বাঁধা তুষারের আস্তরণের ভেতর থেকে মাথা বের করে দিল। দরজা খুলে বাইরে নজর চালাল নিনা। তারপর আমুদে চেহারায় ফিরল আমার দিকে। 'আমরা আটকা পড়ে গেছি।'

আমি আমার দিকের গ্লাস একটু নামিয়ে ভাসমান পর্দা ভেদ করে আশপাশে নজর চালানোর চেষ্টা করলাম। 'এদিকে এমন প্রবল তুষারপাত হওয়ার কথা না।'

'ঠিক, কিন্তু তুষারপাত হলে নিমেষে সপ্তদশ শতকের শীতের ল্যান্ডস্কেপের দেখা মেলে।'

'এখন কী করব আমরা?'

'একমাত্র যে কাজটি করতে পারি,' বলল নিনা, 'সেটা হচ্ছে হাঁটা।'

'আমাদের বের করা যাবে বলে মনে কর না?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি, কিন্তু তেমন একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'আমি ধাক্কা দিচ্ছি।'

বেরিয়ে এলাম আমি। গাড়ি স্টার্ট দিল নিনা, রিভার্স গিয়ার দিল, তারপর আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়ল। বনেটের ওপর ঝুঁকে পড়লাম আমি। তুষারে সাঁইসাঁই ঘুরল

BanglaBook.org

চাকাগুলো, আস্তে পিছলে পেছনে এগোল গাড়িটা। গাড়িটাকে ও পথের মাঝখানে প্রায় তিরিশ ফুটের মত পেছনে নিয়ে যাবার পর ঘুরে ওর জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে সামনে ঝুঁকলাম আমি। নিনা ওর জানালার কাঁচ নামিয়ে হাসতে শুরু করল। 'অদ্ভুত লাগছে তোমাকে।'

'বাকি রাস্তাটা বরং হেঁটে এগোই আমরা,' আমি বললাম। 'ওই ঢালটা পার হতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। আমার মনে হচ্ছে পাহাড়ের ওপর দিকে অবস্থা আরও খারাপই হবে।'

'আমাদের মালপত্র কী করব?'

'আমিই নিতে পারব, মাত্র একটা ব্যাগই তো।'

গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। বুট থেকে আমার স্যুটকেস বের করে নিলাম, তারপর টো-রোপও নিলাম। ওটার একমাথা নিনার কোমরে বাঁধলাম, অন্য মাথা বাঁধলাম নিজের কোমরে। বাম ভুরু নাচাল ও, কিন্তু বলল না কিছু।

তুষার পড়েই চলল। তুষার পড়ছে তো পড়ছেই। আনুমানিক ষাট ফুটের মত এগানোর পর যখন পেছনে তাকালাম আমরা, গাড়িটা তখন বলতে গেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওটা উঁচু শাদা পাড়ের গায়ে কোনওমতে চোখে পড়া একটা ফুসকুরির মত হয়ে যাবে।

আমরা যেখানে আটকা পড়েছি সেখান থেকে ওপর দিকে উঠে গেছে রাস্তাটা, বাম দিকে বাঁক নিয়েছে। পথ হিসাবে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে, কারণ দুপাশে সার বাঁধা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ঠিক কোথায় আছি বা আরও কতটা পথ আমাদের হাঁটতে হবে সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না আবার। হাঁটু পর্যন্ত গভীর তুষার ভেঙে এগিয়ে চললাম আমরা, আমাদের লম্বা কোট, পিচ্ছিল জুতো আর তীক্ষ্ণ শব্দে বয়ে চলা তুষার ঝড় শ্লথ করে দিচ্ছিল চলার গতি। খানিক পর পর নিনা দড়িতে টান দিচ্ছে টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, ও আবার সামনে বাড়ার পর ইশারা দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।

আধ ঘণ্টার মত হাঁটার পর অদৃশ্য হয়ে গেল পথটা। তুষারের পাকখাওয়া শাদা ভোর্টেক্সের মাঝে আধা-দৃশ্যমান বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, শাটার লাগানো লাইব্রেরি আর হান্টিং রুম উইন্ডোগুলোর পেছনে ঘুমে বিভোর।

'বেশ, পৌঁছে গেছি আমরা... ' বলল নিনা, তুষার-ঢাকা কোটের ভেতর নুয়ে পড়েছে ওর কাঁধ। ঝড় যেন খানিকটা থিতিয়ে এসেছে বলে মনে হল, ধীর গতিতে পুরু তুষার পড়ছে, ক্রিমের মত শাদা তুলতুলে তুষার এমন সহজ ভঙ্গিতে ভেসে ভেসে নিচে নেমে আসছে যেন ওরা বলছে আমাদের তাড়াহুড়ো করার কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি। আমাদের সময়ের কোনও ঘাটতি নেই। বাড়িটার দিকে তাকালাম আমি, ভেতরে যেন কোনও কিছুর আলোড়ন অনুভব করলাম।

যদিও আমার কাঁধে পুরু হয়ে তুষার জমে উঠেছে আর একটানা ঝরে পড়া তুষার দৃষ্টিশক্তি প্রায় ছিনিয়ে নেয়ার অবস্থা করেছে, তারপরও আমার ভাবনা নিমেষে

BanglaBook.org

ওই বাড়িকে ঘিরে রাখা স্মৃতির হ্রদে হারিয়ে গেল এবং শাদা, শাদা আর আরও শাদার বদলে গত গ্রীষ্মে আমরা যখন এখানে একসঙ্গে সবাই ছুটি কাটিয়েছিলাম সেইসময় বাগানে পাতা লম্বা টেবিলটা দেখতে পেলাম: লম্বা ঘাসের ওপর ঝুলে পড়েছে টেবিল ক্লথ, এখানে-ওখানে মদের বোতল, অর্ধেক খালি, অর্ধেক ভর্তি, ডিশ আর ব্রেড বাস্কেটের মাঝে যোয়ে'র ছড়িয়ে দেয়া ফুল, টেবিলের চারপাশে পাতা খালি চেয়ারগুলোর মৃদু বিভ্রান্তি। বাগানের পেছন দিকে যেল্ডা আর আমাদের মা, সোফি ব্যাডমিন্টন খেলছে। গার্ডেন-সিটে গভীর ঘুমে নিমগ্ন যেনো, বুদ্ধের মত হাসি মুখে; যোয়ে আর আলেকজান্ডার–তখন আলেকজান্ডারই ছিল বলেই এখনও আমার ধারণা–গোধূলির কোমল আলোয় লনের সীমানা বরাবর যেখানে বনের শুরু হয়েছে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। ওয়াইনের গ্লাসের ওপর বনবন করে উড়ছে ডাশ মৌমাছি, আকাশের অনেক অনেক ওপরে সোয়ালোর দল থ্রিপ ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে; রেজিন আর শুকানো কাঠের গন্ধ নেমে আসছে গাছের ডগা থেকে।

'তুমি কী ভাবছ আমি বলছি তোমাকে,' বলল আঙ্কল হারম্যান। ধূসর-নীল সিগারের ধোঁয়া ওগড়াচ্ছে ও, একটা রোমিও-ই-জুলিয়েট্টা, তীব্র সুগন্ধে আমার মাথা পাক খেয়ে ওঠার যোগাড় হল। 'তুমি ভাবছ, সত্যিই যদি সবসময় ব্যাপারটা এমন হত।'

লাল-টাইলের বারান্দায় পাশাপাশি বসে আছি আমরা, আমাদের মাঝখানে আইসবাকেট আর বোতলসহ একটা টেবিল।

'সত্যিই যদি সব সময় ব্যাপারটা এমন হত, একথাই ভাবছিলে তুমি। একটা সেন্টিমেন্টাল বাস্টার্ড তুমি। একটু রোদ, খানিকটা মদ, বাগানে পরিবারের উপস্থিতি আর অমনি তুমি ভাবছ: *উনে ডিমানশে আ লা ক্যাম্পেইন*। তোমাকে চিনি আমি।' সিগারে টান দিল সে। 'মিসেস স্যান্ডার্স কোথায়?'

ঘাড় ফিরিয়ে ভেতরে নজর চালালাম আমি। 'কোনও ধারণা নেই।'

'তুমি কি এখানে থেকে কাজ করার চিন্তা করছ?'

প্রিটযেল আকৃতির একটা ধোঁয়ার রিঙ আকাশে ভাসল, আমাদের চেয়ে বেশ দূরে সরে যাবার পর মিলিয়ে গেল।

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'যদি তোমার কোনও অসুবিধা না থাকে।'

'খামোকা চাবিটা হাতে পাও নি তুমি। যদি মুখে কলুপ এটে থাকতে পার, এমনকি একটা গোপন কথাও বলতে পারি আমি... '

যোয়ে আর আলেকজান্ডার হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ফরাশি কোনও চলচ্চিত্রের দুটি চরিত্রের মত লাগছে ওদের। লম্বা শাদা লিনেনের পোশাক পরে আছে আমার বোন, আলেকজান্ডারের পরনে ক্রিম-রঙা স্যুট, মাথায় দোমড়ানো স্ট্র-হ্যাট। এখনও হাত ধরাধরি করে হাঁটছে ওরা। *মেলিপ্যাঙ্গে* চাকরি করে যোয়ে। এখন যদি অমন পোশাক পারে থাকে ও, তুমি নিশ্চিত থাকতে পার আগামী বছর সামার-ইন-দ্য ফ্রেঞ্চ-কান্ট্রি সাইড চেহারার ঢল বয়ে যাবে।

BanglaBook.org

'কেবল বলতে যেয়ো না যে তুমি এনগেজড্,' বলল আঙ্কল হারম্যান। 'যদি তা বল, সোজা সেলারে নেমে যাব আমি, সবাই বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকব।'

'আমরা এনগেজড্,' বলল যোয়ে।

'*উনে ডিমানশে আ লা ক্যাম্পেইন,*' বললাম আমি। 'আর বেশি কিছু বলার দরকার আছে আমার?'

জিজ্ঞাসু চোখে যোয়ের দিকে তাকাল আলেকজান্ডার।

'মিসেস স্যান্ডার্স আবার গেল কোথায়?'

ইশারা করল যোয়ে। ঘাড় ফেরাল আঙ্কল হারম্যান, মহিলাকে ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লাফিয়ে উঠল। 'গুড গুড, ওম্যান, আর কখনও অমন চোরের মত আসবে না আমার কাছে।' বাম ভুরু নামাল মিসেস স্যান্ডার্স। 'এনগেজমেন্ট কেক!' বলল আঙ্কল হারম্যান। 'এনগেজমেন্ট কেকের সময় হয়েছে!' হাসতে শুরু করল যোয়ে। মুখ খুলল আলেকজান্ডার, আঙ্কল হারম্যানের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল আমার দিকে, এবং আবার যোয়ের দিকে, তারপর মুখ বন্ধ করে ফেলল।

মিসেস স্যান্ডার্স টেবিল পরিষ্কার করে বিশাল কেক, কফি, প্লেইট আর কাপ সাজানোর পর যেনোকে ডাকতে গেলাম আমি। কুশনের মেঘের ভেতর তখনও গার্ডেন সিটে শুয়ে ছিল সে। আপেল গাছের পাতা গলে নেমে আসছে রোদের আলো। ছোট ছোট হলদে পাতায় ঢেকে আছে ওর শরীর। 'ছোট বেলায় চিতাবাঘের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে ও,' কিছু সময় দাঁড়িয়ে ওকে জরিপ করার পর বললাম আমি। চোখ মেলল যেনো। ঠাণ্ডা চোখে জরিপ করল আমাকে। 'কাব্বালিস্ট হিসাবে অনেক বেশি কাব্যিক তুমি, এন,' বলল সে। মুহূর্তের জন্যে আবার চোখ বন্ধ করল ও, যেন বা ভেসে দূরে সরে যাচ্ছে। আমি যেন ওকে একটা কাগজের নৌকায় শুয়ে থাকতে দেখলাম, সন্ধ্যার আলোয় নিটোল হ্রদের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। 'কেক রেডি হয়ে গেছে,' বললাম আমি। মৃদু ঘোঁৎ করে উঠল যেনো। 'আবার কি তার সময় হল?' খুব খুব আস্তে চোখ খুলল সে, প্রায় ঈর্ষা জেগে উঠল আমার মনে।

টেবিলে ইতিমধ্যে কফি ঢালা হয়ে গেছে। চেয়ারে আধাআধি ঘুরে বসল যেল্ডা, ইশারা করল যেনোকে। যেনো ওর পাশে গিয়ে বসল, কানে কানে কি যেন বলল, হেসে উঠল যেল্ডা। একমাত্র ও-ই যেল্ডাকে হাসাতে পারে। আঙ্কল হারম্যান একবার বলেছিল যে যেল্ডার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি হচ্ছে একটা ইহুদি ঘরে নান হয়ে জন্ম নিয়েছে সে।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে কেক নাইফ দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আঙ্কল হারম্যান, 'হল্যান্ডার্স!' যেন ঐতিহ্যবাহী উৎসর্গ করতে যাচ্ছে ও। 'আবার এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি, প্রত্যেক গ্রীষ্মেই যেমনটা হয়ে থাকি। এই তো এনগেজমেন্ট কেক...

প্রত্যেক গ্রীষ্মেই যেমন,' বললাম আমি।

BanglaBook.org

আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসল যেল্ডা।

'প্রত্যেক গ্রীষ্মে যেমনটা হয়ে থাকি,' নিশ্চিত করল আঙ্কল হারম্যান। 'কিন্তু কেন, এই প্রশ্ন জাগবে তোমার মনে, যেনো, আজকের দিনটা আর দশটা দিনের চেয়ে আলাদা কেন?'

'কেন আমার মনে প্রশ্ন জাগবে?'

'কারণ তুমিই সবচেয়ে কমবয়সী, নির্বোধ কোথাকার!' যোয়ের দিকে তাকাল যেনো, যেন ধন্যবাদ দিতে চায় ওকে।

'আর সবদিনের চেয়ে আজকের দিনটা আলাদা, কারণ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিতে যাচ্ছি আমি। এক: বাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছি।'

আমাদের কেউই একথা শোনার জন্যে তৈরি ছিল না। কুঁকড়ে গেল আমার মা, ডান হাতটা বুকের ওপর রাখা, মুখ সামান্য হাঁ হয়ে আছে। মনোযোগের সঙ্গে আঙ্কল হারম্যানের দিকে তাকাল যেল্ডা। চোখ সরু করে ফেলল যেনো। ডানে তাকালাম আমি, তারপর আকাশের দিকে চোখ ফেরালাম। অস্তাচলগামী সূর্যের মরা আলো পরশ বোলাচ্ছে আঙ্কল হারম্যানের শাদা চুলে, 'দ্য আইনস্টাইন হেলো,' আমার বাবা যেমনটা বলত একে।

'এ জায়গাটা দেখাশোনা করার মত বয়স আর নেই আমার,' বলল সে, 'এবং সেকারণেই: দুনম্বর কথা, নাথানকে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি আমি, কেবল পিতৃভূমিরই নয়... ' উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল সবাই। কি যেন বলল যেনো, বুঝতে পারলাম না আমি। 'বরং... শ্রোতাদের চুপ করানোর জন্যে এক হাত উঁচু করে ইশারা করল সে, বাড়িটার দায়িত্বটুকু। মানে, যদি ও দায়িত্ব নিতে রাজি থাকে। তোমাদের প্রত্যেকে যেকোনও সময় এখানে এসে থাকার অধিকার পাবে।'

আবার উল্লাস শুরু হয়ে গেল। একটা পেশিও নাড়ল না আঙ্কল হারম্যান। ছুরি নাচাল ও। নীরবতা নেমে আসার পর আবার মুখ খুলল। 'এবার আমরা কেক কাটব, ট্র্যাডিশনাল এনগেজমেন্ট কেক, এটাই শেষ আশা করে। এবং সবশেষে: তোমাদের সবার উদ্দেশে বাবার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা। সুখী দম্পতির উদ্দেশে!'

কেকে ছুরি চালাল ও, ছ'ভাগ করল ওটাকে, এত দৃঢ়তার সঙ্গে যেন আসলেই উৎসর্গের কোনও পশুকে জবাই করছে বলে মনে হল।

পরে, সূর্য পুরোপুরি ডুবে যাবার পর, লাইব্রেরিতে বসলাম আমরা সবাই, আঙ্কল হারম্যান, সোফি আর আমি। অন্যরা, যোয়ে আর আলেকজান্ডার, যেনো আর মিসেস স্যান্ডার্স আছে কিচেনে, আমার বোন আর ভাইয়েরা মদ খাচ্ছে ওখানে; আর হাউসকীপার রুটি আর পনির কেটে দিচ্ছে যেনোকে। যদিও দিনটা বেশ উত্তপ্ত ছিল, আগেই আমাকে আগুন জ্বালাতে বলে রেখেছিল আঙ্কল হারম্যান, বিরাট চেস্টারফিল্ডটাকে হার্থের কাছে সরিয়ে নিতেও বলেছিল। 'বইয়ের জন্যে আগুন উপকারী,' বলেছে ও, 'যতক্ষণ বেশি কাছে না যাচ্ছে।' অগ্নিশিখার আভা আলো-আঁধারির লাল কম্পমান বৃত্তে ঘিরে রেখেছে আমাদের।

'চমৎকার একটা দিন গেল,' বলল সোফি।

BanglaBook.org

'আজকের মত একটা দিন কাটানোর পর মনে সুখ নিয়ে মরা যায়,' বলল আঙ্কল হারম্যান।

'আমি আসলে কয়েকটা কাজ সেরে রাখার চেষ্টা করার কথা ভাবছিলাম,' বললাম আমি। 'শেষবারের মত এক গ্লাস ওয়াইন, এক কাপ কফি...

'ঠিক একারণেই বাড়িটার দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি আমি,' বলল আঙ্কল হারম্যান। 'এমন একটা ক্যালভিনিস্টিক বাস্টার্ড তুমি।'

'বাড়িটার *দায়িত্ব* ওকে দিয়ে যাচ্ছ,' বলল সোফি।

'দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি ওকে। কিন্তু আমি মারা যাবার পর বাড়িটা ওর হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে একমাত্র ওরই বাড়িটা কাজে লাগবে। তাছাড়া, এত এত বই কোথায় রাখবে ও?'

আগুন থেকে আঙ্কলের দিকে গেল আমার চোখ। বুঝতে পারছি, আমার মুখ ঝুলে পড়েছে।

'বাড়িটা তুমি পাচ্ছ, এন।'

একটা কিছু বলতে চাইলাম আমি, কিন্তু আমতা আমতা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না।

'হারম্যান, এরকম একটা বাড়ির দেখাশোনা কেমন করে করবে ও? ও তো নিজেকেই কোনওমতে টানছে।'

হাতের গ্লাস উঁচু করল আঙ্কল হারম্যান, ওয়াইনে ভাসা লাল স্ফুলিঙ্গের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। 'আমার চিরদিনের বিশ্বাস হচ্ছে, ক্ষুধার্ত লোককেই রুটি দেয়া উচিত, কিন্তু মাখনটুকু ওকেই যোগাড় করতে হবে। চেষ্টাকে জাগিয়ে দাও।'

উদ্বিগ্ন অভিব্যক্তি নিয়ে আমার দিকে তাকাল মা।

'সোফি,' বলল আঙ্কল হারম্যান, 'তুমি যদি অন্যদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে থাক... আমি নিশ্চিত, কারণটা বুঝতে পারবে ওরা। আর যদি না পারে, বুঝতে হবে যেমনটা থাকা দরকার ছিল পরিবারের প্রতি তেমন বিশ্বস্ত নয় ওরা। তাছাড়া... চেয়ারে সোজা হয়ে বসে এক ঢোক ওয়াইন খেল ও। 'বিনিময়ে নাথানকে আমার জন্যে একটা কাজ করতে হবে।'

একটাও শব্দও উচ্চারণ না করে ওর দিকে তাকালাম আমি। আগুনের ঝিলিকে ওর শাদা চুলের কুণ্ডলী হালকা লাল আভা পেয়েছে। ওর কিঞ্চিৎ বাঁকানো নাক ঠোঁটের মত উঁচু হয়ে আছে, আর গোঁয়ার চেহারা দরাজ হাসিতে কুঁচকে গেছে। খুব বেশি লম্বা নয় আঙ্কল হারম্যান। বড়জোর পাঁচ ফুট আট, কিন্তু মাঝে মাঝে, যেমন এখন লাগছে, প্রায় দ্বিগুণ মনে হয় ওর আকার। সম্ভবত কর্কশ টুইডের জ্যাকেটের সাইড এলবো প্যাচেসের কারণে, কিংবা ওর ধীর-এমফ্যাটিক নড়াচড়া, কিংবা অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দরুণ এমন মনে হতে পারে। আঙ্কল হারম্যানের কথা বলার ঢঙ দেখলে মনে হবে যেন আজকের দিন আর যুগ বা এধরনের কোনও কিছুর যৌক্তিক ইতিবাচক দৃষ্টিকোণের বৈধতার ব্যাপারে রায় ঘোষণা করতে যাচ্ছে ও, সেটা এমনকি বোতল খোলার পর ওটার কর্ক পাশে

BanglaBook.org

নামিয়ে রাখতে বলার সময়ও। অল্প যে কয়েকটা উপলক্ষ্যে ওর সঙ্গী হবার সুযোগ হয়েছে ওর লেকচার সফরে, ডেমাগগ হিসাবে ওর প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়েছি আমি। প্রথমবারের মত বুঝতে পেরেছি কেন আমাদের কালের মহান ব্যক্তিরা এমনভাবে ওর সঙ্গে কথা বলে আর ওর কথা শোনে যেন ও ওদের সম পর্যায়ের।

'বাড়িটা,' বলল হারম্যান, 'বনে বানানো মামুলি সুন্দর একটা বাড়িমাত্র নয়। আর এই লাইব্রেরিটা... ' আমাদের চারপাশে দাঁড়ানো বই-ঠাসা দেয়াল দেখানোর জন্যে হাত নেড়ে ইশারা করল ও... 'মামুলি লাইব্রেরি নয়। এটা বেলাভূমিতে আঁকা একটা রেখা। একটা সীমারেখা। একটা ব্ল্যাক হোল যার ভেতর দিয়ে অন্য মাত্রাকে পরিচালনা করতে পারি।'

'হারম্যান... ' আমি বললাম।

'এরচেয়ে কম কিছু নয়।'

'ঠিক আছে।'

'না: ঠিক নেই। আমি কি আবোলতাবোল বকছি? এটা। এটা। এটা। নাও! এটা তোমার অন্যজগতে যাবার জাহাজ। এখনও জান না তুমি, কিন্তু জানতে পাবে।' গ্লাস শেষ করে টলমল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ও। 'মানে, যদি তুমিও একইরকম মশলায় বানানো হয়ে থাক... হাসিতে ঢাকা পড়ল ওর কণ্ঠস্বর, কিচেন থেকে আসছে অওয়াজটা। 'শোন,' ডান হাত তুলে বলল ও, 'ওরা মজা করছে। ভাল। খুব ভাল।' জ্যাকেটের পকেটে টোকা মারল ও, নিজের চেয়ারের পাশে টেবিলের দিকে নজর চালাল। এবার সোফির ওপর স্থির হল ওর দৃষ্টি। তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়াল সোফি। 'এসো,' বলল হারম্যান, 'আমরা সবাই হাসি। এভাবে, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, গ্যাস চেম্বারের দিকে। সবকিছু চমৎকার।' সোফির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ও, আগুনের আভার আওতার বাইরে অন্ধকারে পা রাখল ওরা। আমার কাঁধে টোকা দিল ও, 'হ্যাঁ। হাসো। কিন্তু হাসিটা আসছে কোত্থেকে আর যাচ্ছেই বা কোথায় মনে রেখ। কখনও ভুলে যেয়ো না... ' নিজের বক্তব্যের নাটকীয় প্রভাব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে একটু থামল ও ' আমরা এখনও ঘড়ি-নির্মাতা পরিবার!'

গোধূলির অন্ধকারে দ্রুত এগিয়ে গেল ওরা। কাঁধের ওপর দিয়ে আমার দিকে দ্বিধামেশানো দৃষ্টিতে তাকাল মা, কিন্তু জবাবে আমি হাসতেই ভুরু কোঁচকাল।

তো, আপনমনে কথা বলতে বলতে, বেশ মাতাল অবস্থায় আমার মায়ের বাহুতে হেলান দিয়ে, যেন আদৌ আমার আঙ্কল নয়, ওর ব্রাদার-ইন-ল নয়, বরং এক প্রবীণ ক্যাসানোভা, অবশেষে সেই নারীর সঙ্গ পেয়েছে যার সঙ্গে জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়ে দেবে, আঙ্কল হারম্যান লাইব্রেরি ছেড়ে বেরিয়ে গেল, আর কখনও ফিরবে না বলে; আর পেছনে পড়ে রইলাম আমি, তাকিয়ে রইলাম ধীরে ধীরে কাঁপতে থাকা আগুনের দিকে, বইগুলোর ব্যাপারে কষ্টকরভাবে সজাগ, ওগুলো যেন মৃদু স্বরে ফিসফিস করছে, 'তুমি এখন পুরোপুরি আমাদের। তুমি, আমরা আর এই বাড়ি। আমরা কখনও তোমাকে যেতে দেব না।'

BanglaBook.org

পরদিন সকালে যখন বিদায় নিলাম, সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল মিসেস স্যান্ডার্স, শাদা চুনকাম করা সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে। একটা হাত কোমরে রাখা তার, অন্য হাতটা মাথার ওপর আধাআধি ওঠানো, কিন্তু হাত নাড়ছিল না সে। ওর উদ্দেশে হাত নেড়ে আমার স্যুটকেসটা কাঁধে তুলে নিই আমি, তারপর রাস্তা ধরে এগোলাম গাছপালার দিকে, পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ানো বাস আমার গন্তব্য। বনের কিনারায় পৌঁছার পর শেষবারের মত পেছনে তাকালাম আমি। আবার ঘরে ফিরে গেছে মিসেস স্যান্ডার্স। দোতলার জানালার শাটার বন্ধ, সকালের রোদ ঠেকানোর জন্যে লাইব্রেরির পর্দা টানিয়ে দেয়া হয়েছে। অগাস্ট মাসের শেষ দিকের আলোয় বাড়িটাকে মনে হল যেন কোনও দানবের মাথা, পাহাড়টা যার শরীর, যেটা বেয়ে নামছি আমি এখন। আমি টাইটানকে দেখতে পেলাম, দুহাতে হাঁটুজোড়া জড়িয়ে ধরে উবু হয়ে বসে আছে, শত শত বছর ধরে ঘুমে বিভোর। মস্, ঘাস, ঝোপ এবং সবশেষে গাছপালা গজিয়ে উঠেছে তার সারা শরীরে। কিন্তু একদিন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্তপ্রবাহ টের পাবে সে, মাটির নিচে নড়ে উঠবে ওর দেহ। ঝাঁকি খাবে গাছ-পালা, এবং হিউমাস আর বনের মাটি দুফাঁক হয়ে যাবে। শরীরের পেশী ঠিক করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে সে, তারপর পুবের অলস নির্মল ল্যান্ডস্কেপের দিকে নজর চালাবে, তরঙ্গায়িত কৃষি জমি, চওড়া পাতাঅলা গাছে ভরা ঢাল, আগাছায় ছাওয়া কিনারা আর দুই রাস্তার সঙ্গমস্থলে দাঁড়ানো ঝিমধরা গ্রামগুলো দেখবে।

'এই তো এসে গেছি আমরা... ' বাড়িটা দৃষ্টিসীমায় আসার পর বলেছিল নিনা।

আমাদের চারপাশে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করছে তুষার ঝড়। প্রবল বেগে উড়ছে নিনার চুল, কেবল ওর ফ্যাকাশে চেহারা আর মাঝে মাঝে চেহারার অংশবিশেষ লাল অগ্নিশিখার ধারার ভেতর চোখে পড়ছে।

'এটাই,' বললাম আমি।

মচমচ শব্দ তুলে প্রবেশপথের দিকে এগোলাম আমি, একটা সিঁড়ির চূড়ায় সবুজ রঙের একটা দরজা, তুষারের আড়ালে সিঁড়িটাকে একটা ঢেউয়ের মত মনে হচ্ছে মাত্র। পকেট থেকে বিরাট চাবিটা বের করে তালার ফোকরে ঢোকালাম।

হল ঘরে তুষারের আলোয় ধূসর হয়ে আছে পরিবেশ, শূন্যতার বাসি গন্ধ লাফিয়ে তেড়ে এল আমাদের দিকে। সামনে ঝুঁকলাম আমি, নিনার কোমরে বাঁধা দড়িটা খুলতে শুরু করলাম। এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়লাম, আড়ষ্ট ঠাণ্ডা আঙ্গুলে টানতে লাগলাম দড়িটা। হাতে ফুঁ দিয়ে গিঁট খোলার চেষ্টা চালালাম। তুষারে ভেঙে সংগ্রাম করে আসার সময় শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে ওটা। একটুও নড়ল না নিনা। একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। কিছুক্ষণ পর আমি যখন এভাবে হাতড়ানোর জন্যে ক্ষমা চাইব বলে চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম আমার দিকে সধৈর্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ও। ওকে মুক্ত করতে করতে আরও কয়েকটা মিনিট পার হয়ে গেল। মনে হল নিজেকেই মুক্ত করলাম যেন। ওর শরীরের উষ্ণতা কোট থেকে বেরিয়ে এসে আমার চারপাশে ভেসে বেড়াতে লাগল। অমন ছিপছিপে একটা

BanglaBook.org

মেয়ের শরীরে এত উষ্ণতা দেখে অবাক লাগল আমার। যেন আগুন ধরে গেছে ওর গায়ে, যেন ওর লাল চুল দেখে আমার অগ্নিশিখার কথা মনে পড়ে যাওয়াটা কোনও কাকতালীয় ব্যাপার নয়, বরং ওর মাঝে তোলপাড় তোলা দৃশ্যমান উত্তাপে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি, দড়িটা এখনও আমার হাতে, যেন কোনও জল্লাদ হঠাৎ করে দায়িত্ব পালনের দৃঢ় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে। রক্তশূন্যতায় ভোগা কোনও দেবদূতের মত হেসে উঠল নিনা।

শাদা-কালো মার্বল টাইল বসানো মেঝেয় দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, নীরবে চারপাশে চোখ বোলালাম। গোধূলির আলো ভাঁপের মত ঝুলছে আমাদের আশপাশে, আমাদের কোট থেকে ঝরে পড়া তুষারের টুকরোগুলো মেঝেয় পড়ে আছে, গলছে না। কয়েক কদম সামনে এগোলাম আমি। 'ব্লুবিয়ার্ড'স ক্যাসেলে স্বাগতম, নিনোচকা।' স্থান, আমাদের উপস্থিতি, আর বর্তমান মুহূর্তটাকে নির্ধারণকারী সমস্ত কিছুকে বোঝানোর জন্যে আমার নাটকীয় ভঙ্গীকে অনুসরণ করল ও। আমার হাতখানা মাথার ওপর কোথাও থামামাত্র চেহারা স্থির হয়ে গেল ওর।

ওপরে সিঁড়ি যেখানটায় শেষ হয়েছে, দোতলা থেকে নেমে আসা সিঁড়ি আঁকাবাঁকা কাঠ আর স্ক্রলওয়ার্কের ঝর্নার মত নেমে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে কাঠ আর গদির জমাট বাঁধা জলোচ্ছ্বাসের মত। ক্যাবিনেট, চেয়ার আর ল্যাম্পে গাদাগাদি হয়ে আছে ল্যান্ডিংটা। বড়সড় একটা সোফা, একটা লিনেন কাবার্ড, বাগানের দিকে বসানো বেডরুমে পাতা লাল প্লাশ সোফা, সেক্রেটেয়ার, একটা সাইডবোর্ড, চেয়ার-চেয়ার-চেয়ার দেখতে পেলাম আমি। আরও ভাল করে দেখার জন্যে আরেক পা এগোলাম। তুষারের একটা দলার ওপর পড়ল আমার ডান পা, পিচ্ছিল মার্বেলে হড়কে গেল পা-টা। দুহাত হাওয়ায় মেলে দিয়ে চিৎপটান হয়ে পড়ার সময় হাওয়ায় কালো একটা কিছুকে ছুটে আসতে দেখলাম আমি। আমার হাতের নিচে সেঁধিয়ে গেল নিনার হাত, ধীর গতিতে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লাম আমরা দুজন। কেবল তারপর, নিনার অর্ধ-আলিঙ্গনে থাকা অবস্থায়, আমার চোখ তখনও সিলিংয়ের দিকে, দেখতে পেলাম, অবিচলভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে পিয়ানোটা। কালো সার্বভৌমত্ব নিয়ে নির্বিকারভাবে, ঝকঝক করা ঢাকনাটা কিঞ্চিৎ খোলা, ঢাকনার ওপাশে সিঁড়ি ঘরের আধো-অন্ধকারে দেখা যায় কি যায় না, কিন্তু ওগুলো আছে জানি আমি, শাদা আর কালো চাবির দাঁত কেলিয়ে থাকা সারি, মিউজিক বিস্টের পচা দাঁত।

'কি... ' বলল নিনা, 'ওটা... আবার... কী?'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম আমরা, বেরিয়ে থাকা আসবাবের দিকে তাকালাম, ইবোনি মেঘের মত ঝুলে থাকা পিয়ানোটা, দালির একটা চিত্রকর্ম যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।

মাথা নাড়লাম আমি।

ছাড়া-ছাড়া আলোয় দুটো দড়ির আবছা রেখা দেখতে পেলাম আমি, পিয়ানোর দুপাশে বাঁধা রয়েছে ওগুলো, ওটার পেছনে সিলিংয়ের একটা হুকের দিকে অদৃশ্য

BanglaBook.org

হয়ে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উপরে উঠলাম আমি, ইনস্ট্রুমেন্টটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম, দুটো আসবাবের মাঝখানের ফোকর দিয়ে তাকালাম। দড়িগুলো সিঁড়ি ঘরের দেয়াল ঘেঁষে চলে গেছে এবং ব্যারিকেডের সামনের দিক গঠনকারী একটা ফার্নিচারের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়েছে। সাইডবোর্ড বা চেয়ার কিংবা লিনেন কাবার্ডের যেকোনওটায় টান পড়লেই হুড়মুড় করে নেমে আসবে পিয়ানোটা, ওটার নিচে দাঁড়ানো যে কাউকে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে দেবে।

ফাঁদ, ভাবলাম আমি, এটা একটা ফাঁদ। সবকিছু এমন নিখুঁতভাবে একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে রাখা হয়েছে যে আগে বাড়ার জন্যে কোনও কিছু সরানো একেবারেই অসম্ভব। আমরা ব্যারিকেড পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে সবার আগে পিয়ানোটার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। অপ্রত্যাশিতভাবে ওটার ঝুপ করে নেমে আসা ঠেকানোর আর কোনও উপায় নেই। কেউ একজন নিশ্চয়ই এক এক করে সমস্ত ইন্টেরিয়র সিঁড়িঘরে নিয়ে গেছে। এবং ধীরে ধীরে, পরিকল্পিতভাবে, নতুন করে সাজিয়েছে ওগুলো। নিশ্চয়ই এমন কেউ যে আঙ্কল হারম্যানকে চেনে কিন্তু যার মতলব সুবিধার নয়। সাইডবোর্ডের ওপর তর্জনী বোলালাম আমি।

'আমরা বরং একটু বসি,' বললাম। এখনও ব্যারিকেডের দিকে তাকিয়ে আছে নিনা। হাত ধরে হান্টিং রুমে নিয়ে এলাম ওকে, বিছানাটাকেই চেয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে বললাম।

বাড়ির সামনের দিকের শাটারগুলো বন্ধ, হান্টিং রুমটা এমন গাঢ় অন্ধকার যে বিশাল ফোর-পোস্টার খাটটাকে, আঙ্কল হারম্যান যেখানে শুতো, ছায়ার মধ্যে নিরেট একটা ব্লকের মত মনে হচ্ছে।

'এন,' ওর দূরাগত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'সিঁড়ির মাথার ওপর কী ছিল ওটা?'

'জানি না। বছর পাঁচেকের মধ্যে এখানে আসা হয় নি আমার।'

'কেন?'

'কেন এত আবর্জনা?'

'কেন এতদিন এখানে আসা হয় নি তোমার?'

চারপাশে নজর বোলালাম আমি, প্রাণহীন, ধূসর আসবাবপত্রগুলোর দিকে তাকালাম। 'এখন আর আগের মত নেই এটা,' বললাম আমি। 'আর এটার মালিকানা পাওয়ার আগ পর্যন্ত আসতে মনও চায় নি। জীবনীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এখন। এখন অনুমতি পাবার যোগ্যতা পেয়েছি।'

চুপ করে রইল ও।

অন্ধকারাচ্ছন্ন রুমে নজর চালালাম আমি। 'ওখানে ওটা যাই হয়ে থাকুক, খুব বেশিদিন ধরে নেই।' একটা সিগারেট ধরালাম আমি, ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়লাম। 'আসবাবের গায়ে খুব বেশি ধুলো জমে নি। কেউ একজন ছিল এখানে... মিসেস স্যান্ডার্স হতে পারে না। অতসব জিনিস টেনে নেয়ার মত শক্তি ওর নেই...

'তাহলে কে? কোনও চোর?'

BanglaBook.org

'জানি না। তালাটা অক্ষত ছিল। পেছন দিক দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে... কিন্তু কেন? একজন চোর ব্যারিকেড বানাতে যাবে কেন?'

সিগারেটের কোণাচে ছাই বাম হাতের তালু কাপের মত করে তার ওপর ধরে ফেললাম আমি, নজর চালালাম চারপাশে।

'ফায়ারপ্লেস,' বলল নিনা।

'কি?'

'ফায়ারপ্লেসে ফেলতে পার ওটা।'

হার্থের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, কালচে গহ্বরে ছুড়ে দিলাম ছাইটুকু। 'শোন। এখানে থাক তুমি। আমি পেছন দিকটা পরখ করে আসছি। এই ফাঁকে কিছু লাকড়ি যোগাড় করে আনার চেষ্টা করব। এখানে যদি আমরা আগুন জ্বালাতে না পারি, ঠাণ্ডায় জমে মারা পড়ব।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল ও। 'আমাকে ফিরে যেতে হবে,' বলল ও।

'পারবে না।'

'কাউকে খবর দাও।'

'ফোন নেই এখানে।'

মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল ও। চেহারা অভিব্যক্তিহীন। 'আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতেই হবে।'

'গাড়িটা খুঁজেই পাবে না, আর যদি পাও-ও, এতক্ষণে হয়ত বরফের নিচে চাপা পড়ে গেছে ওটা।'

রুম থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। দরজার ফোকর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম আগের মতই বসে আছে ও, নিশ্চল, বিশাল ফোর-পোস্টার খাটের ওপর। নিজের পায়ের দিকে মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে, যেন ওখানে এমন কিছু দেখতে পেয়েছে যা ওকে ছাড়ছে না।

বাড়িটায় যেন অডিটোরিয়ামের গন্ধ। কিচেনটা তল্লাশি করলাম, তারপর কিচেনের জানালা থেকে শেডঅলা শাদা লন জরিপ করলাম, বাগানের মালি যন্ত্রপাতি রাখ ওখানে। জানালার চৌকাঠে ঝোলানো থার্মোমিটারে দেখা যাচ্ছে তাপমাত্রা শূন্যের সতের ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে। এখানে নির্ঘাৎ শূন্যের পাঁচ ডিগ্রি নিচে ছিল তাপমাত্রা। বাড়ির পেছন দিকের কোনও দরজাই ভাঙা হয় নি, কোনও জানালাও শিকার হয় নি আক্রমণের। লাইব্রেরিতে গেলাম আমি, ক্ষীণ আলোয় বইয়ের বন্যার দিকে তাকালাম। শাটারগুলো লাগানো, জানালাগুলো অক্ষত আছে বলেই মনে হল। আবার কিচেনে ফিরে আসার পর সেলারে যাবার দরজাটা খুললাম। দরজার পেছনে এসে সিঁড়ির ওপর একটা পা রেখে লাইটের সুইচ হাতড়ালাম অযথা। পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্স বের করলাম এবার, একটা কাঠি জ্বালিয়ে অপসৃয়মান অন্ধকারে আগে বাড়লাম। আস্তে আস্তে দৃষ্টিসীমায় দেখা দিল মেঝেটা, তারপর দেয়াল, গ্লাস আর টিন, টিন ক্যান, গ্লাস জার, বোতলভর্তি

BanglaBook.org

দেয়াল, রসদ বোঝাই শেলফ, একটা লাল মোটা এডাম, একটা স্মোকড চীজ, শুকনো মাংস, চিনি, লবণ, পেঁয়াজ, শুকনো আপেল, রসুনের একটা মালা, ক্র্যাকার, ক্যানডিড ফ্রুট, টয়লেট পেপার, ডিটারজেন্ট বোতলঅলা বড় সড় একটা কার্ডবোর্ড বক্স, সাবানের বার, টুথপেস্টের অস্পষ্ট টিউব, বার্নার আর অবিচ্ছিন্ন যোগ্য যন্ত্রাংশসহ বার্নার আর দুই বোতল ক্যালর গ্যাস আর বেশ কিছু মোমবাতি। নিবু নিবু দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় তাকিয়ে রইলাম আমি। সুপার মার্কেটের বাইরে কোথাও একসঙ্গে এত খাবার কখনও দেখি নি।

দেশলাইটা ফেলে দিলাম আমি, অন্ধকার হয়ে গেল সব। সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম, হাঁটুর ওপর কনুই, হাতজোড়া ভাঁজ করা, শীতল অন্ধকারকে চারপাশে ভিড় করার সুযোগ করে দিলাম, ঠাণ্ডা মিষ্টি গন্ধটা মনে পড়ল আমার।

আঙ্কল হারম্যান কখনওই এত মজুদ রাখত না, কারণ একেক বারে তিনমাসের বেশি সময় কখনও এবাড়িতে কাটায় নি ও। আর এখানে থাকলেও মিসেস স্যান্ডার্সকে তার নির্দেশ দেয়া ছিল, যতদূর সম্ভব টাটকা খাবারের ব্যবস্থা করতে হত। এখন শেলফ্‌গুলো মালে ঠাসা।

'হারম্যান,' বললাম আমি। 'আঙ্কল, কী হচ্ছে এখানে?'

আরেকটা দেশলাই জ্বাললাম আমি, উঠে দাঁড়ালাম, পা চালালাম আবার। ভল্টেড সেলারটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে গোটা বাড়ি সমান, অর্ধবৃত্তকার প্যাসেজওয়েঅলা শাদা পলেস্তারা দেয়া দেয়ালে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন রুমে বিভক্ত। প্রথম রুমটা, আসল হল রুমের নিচে অনেকটা সেন্ট্রাল হলের মত, একসময় বলতে গেলে শূন্য শেলফে ভর্তি ছিল। এখন সেখানে ঠাসাঠাসি অবস্থা। মোমবাতির প্যাকেট খুলে গোটাকতক পকেটে ঠাসলাম আমি। আরেকটা ধরিয়ে কাঁপা-কাঁপা আলোয় মেইনহলের বাম দিকের ভল্টটা পরখ করলাম। প্রায় অর্ধেকটা জায়গা দখল করে রেখেছে আলুর একটা পাহাড়, তিনটা পার্টিশন দিয়ে একসঙ্গে রাখা হয়েছে ওগুলো। এর সঙ্গে আরও আছে: টিন ক্যান, বেকড্ বিনের গ্লাস জার, গাজর, কিডনিবীনস্, কর্ন, রেড ক্যাবেজ, বীট, সাউরক্রাউট, র‍্যাভোলি, মেসিডোইন, মাশরুমের আচার, শ্যামন, টুনা, সারডিন, কর্নড্ বীফ, ক্যানড্ ব্রাই আর ক্যামেমবার্ট, শুকনো আপেল, কনডেনসড্ মিল্ক, পাউডারড্ এগ, চিকেন স্যুপ, স্টক, কাঁচা মটরশুটি, ক্যানডিড ফ্রুট, ডাল সসে রাখা হেরিং। এছাড়াও আরও রয়েছে: চালের প্যাকেট, প্যাস্তা, পটেটো স্টার্চ, ময়দা, করিয়েন্ডারের জার, ডিল, থাইম, রোজম্যারি, মারিওরাম, মরিচ, ওরিজানো, আদার গুঁড়ো, শুকনো মরিচ, ক্যাপারস, হর্সরেডিস, পেস্তো। প্রবেশপথের ডানদিকের ভল্টটা, ওটা ওয়াইন সেলার বলেই মনে আছে। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত বোঝাই, দেয়ালে এতটুকু জায়গা খালি নেই। পুরু শাদাটে ধূসর মাকড়শার জালের টুকরো, সূক্ষ্ম ধূলি, ছাইয়ের মত মসৃণ। এখানে কোনও সেলার-বুক নেই, কিন্তু রসদ খুঁজে পেতে কারও অসুবিধা হবার কথা নয়। সমস্ত কিছু সযত্নে সাজানো হয়েছে, বামদিকে শাদা, ডানদিকে লাল, উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে

BanglaBook.org

আবার আলাদা করে রাখা (ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি), প্রদেশ অনুযায়ী (বরডিঅ, বারগান্ডি, ইত্যাদি, ইত্যাদি) অঞ্চল (সেইন্ট-এমিলিয়ান, মেডক, পোমেরল, শ্যাবলিস, মারগঅ) এবং বছর।

সিঁড়ির গোড়ায় একটা ব্যারিকেড আর আনবিক যুদ্ধে টিকে থাকবার মত রসদ-পত্রে বোঝাই একটা সেলার। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না মিসেস স্যান্ডার্স একাই এত সব জিনিস বাড়ি বয়ে এনেছে। কেনই বা তা করতে যাবে সে? আঙ্কল হারম্যানের আসার কথাই নেই, আর আমিও বহুদিন ধরে আসি না এখানে। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে যে ব্যাপারটা তা হচ্ছে এতসব জিনিস মওজুত করা দেখে মনে হচ্ছে যেন এমন কোনও ঘটনার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে যা এখনও ঘটে নি। ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, এক রুম থেকে আরেক রুমে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। জার আর ক্যানগুলো, নিখুঁতভাবে সারি বেধে সাজানো, চিনির প্যাকেট, একটার পর একটা, যেন করিৎকর্মা কোনও শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট বোঝাই করেছে এসব। এই বিপুল পরিমাণ খাবারের কোনও অংশ কখনও স্পর্শ করা হয়েছে কিনা বুঝে উঠতে পারলাম না আমি। আবার সিঁড়ির কাছে ফিরে আসার পর, আমি যা দেখতে পেলাম, এর আগে কোনও একবার এখানে বেড়াতে আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসা পুরনো ট্রানজিস্টর রেডিওটা। শেষ ধাপের পেছনে পড়ে আছে ওটা, মাকড়শার ঝালে আধা ঢাকা পড়ে গেছে। ওটার সুইচ অন করলাম আমি, ফাঁপা ইথারের মৃদু শব্দ কানে এল। ওটা বগলদাবা করে মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ওপরে উঠে এলাম আমি।

কিচেনে এসে এরিয়েলটাকে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ঘোরানোর পাশাপাশি বিরাট ডায়ালটাকে ঘুরিয়ে চললাম যতক্ষণ না কণ্ঠস্বর কানে এল। স্থানীয় স্টেশন ওটা। রেডিওটাকে কাউন্টারের ওপর রেখে বকবকানি শুনলাম আমি। মিনিট দু-এক বাদে ক্ষণস্থায়ী বাজনার পর ভরাট পুরুষ গলা শোনা গেল। 'রেডিও ইস্ট থেকে বলছি, চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। আমরা আপনাদের সেবায় আছি। টেলিফোন করে আমাদের জানান ঝড়টা কেমন উপভোগ করছেন।' এরপর একজন পুরুষ ও নারীর গলার আওয়াজ পেলাম আমি, পালা করে আটকে পড়া কিংবা শ্রোতাদের সঙ্গে উত্তেজনাকর কোনও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে ইচ্ছুক লোকজনের ফোনকলের উত্তর দিয়ে চলল ওরা। একটা পেট্রল স্টেশনে আটকা পড়া দুজন লোক ফোনে জানাল যে আগের দিন রাত থেকে ওরা কফি মেশিনের কফি, সফট্ ড্রিঙ্কস্ আর চকোলেট বার খেয়ে বেঁচে আছে। রুটি আর পনিরের জন্যে আঁইটাই করছে ওদের মন। পুলিসের এক মুখপাত্র জানাল যে গোটা গ্রামাঞ্চল বাইরের জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। লোকালয়ের বাইরে আটকা পড়েছে বা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে সারি সারি ট্রাক। সবাইকে গাড়ি না চালানোর পরামর্শ দেয়া হল। এরপর এয়ারপোর্ট থেকে ওয়েদারম্যানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দিনভর এবং সম্ভবত রাতেও তুষারপাত অব্যাহত থাকবে, বলল সে, আর আপাতত

BanglaBook.org

তাপমাত্রা শূন্যের পনের ডিগ্রির নিচে অপরিবর্তিত থাকবে। রাতে স্থানীয় তাপমাত্রা শূন্যের পঁচিশ ডিগ্রি নিচে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করল সে। কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে অন্তহীন তুষারের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। লাকড়ির ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।

বাইরে আকার পেতে থাকা দিগন্তহীন জগতে তুষার ঝড় শোঁ-শোঁ গর্জন করে যাচ্ছে। হাঁটু পর্যন্ত গভীর তুষারে দাঁড়িয়ে আছি আমি। শাদা হয়ে গেছে গাছগুলো, পুরু তুষারের আড়ালে আকাশটা এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে ওপরে তাকানোই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাতাসের ঝাপ্টায় বারান্দার দেয়ালের গায়ে অন্তত তিন ফুট উঁচু হয়ে তুষার জমেছে। যেখানে লগ থাকার কথা, সব সময়ই যেখানে থাকে, কিচেনের পেছনের লীন-টুতে আমি কেবল স-হর্স আর একটা খালি বাদামি বেতের বাস্কেট খুঁজে পেলাম।

বাড়ির ডান পাশে মালির ছোট শেডের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। কোনও লাকড়ি নেই ওখানে, কিন্তু যন্ত্রপাতি খুঁজে পেলাম, বারল্যাপে মোড়ানো একটা কুড়াল, একজোড়া রেইক্, একটা নিড়ানি, আর একটা শোভেল, একটা গ্রিন্ডস্টোন, একটা খালি কাঠের ক্রেট, এককালে ফুলের বাল্ব ছিল ওটায়। তলার দিকে এখনও পেঁয়াজের মত পল্লা লেগে আছে। ক্রেট আর কুড়ালটা তুলে নিলাম আমি, ফিরে এলাম তুষারের মাঝে, কিচেনের দিকে। বারান্দায় আশ্রয় নেয়ার জন্য অল্প সময়ের জন্যে থামলাম। প্রবল তুষারের ঝাপ্টায় অন্ধ হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আমি ভাবলাম কী করা যেতে পারে। একটা গাছ কেটে শুইয়ে দেব? কাঁচা কাঠ শুকিয়ে জ্বলার উপযোগি হওয়ার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাহলে? বাতাসে পাক খাচ্ছে শাদা ঘূর্ণি, ঝরে পড়া তুষারকে আবার ঝাপ্টা মেরে শূন্যে তুলে নিচ্ছে দমকা হাওয়া, কোণায় কোণায় নতুন করে স্তূপ তৈরি হচ্ছে এখন। কুড়ালটা শক্ত করে বগলের নিচে চেপে ধরে ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি।

কিচেনে এসে কুড়ালটা কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রেখে ওটার ব্লেডের ঠাণ্ডা ঝিলিকের দিকে তাকালাম। আবার ওটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালাম। এবার মোমবাতিটা জ্বালালাম আবার, কুড়াল বগলদাবা করে নিনার খোঁজে বেরোলাম।

'আমি এসেছি...

হান্টিং রুমের দরজার পাল্লা আন্দাজ হাত খানেক ফাঁক করে ফোকরের ভেতর নজর চালালাম। কোনও সাড়া নেই। দরজাটা আরেকটু খুললাম। 'ধারা ফিরে-ছে-এ-এ...

হান্টিং রুম খালি। হলুদাভ মোমবাতির আলো দেয়াল আর বিছানার ওপর ভেসে বেড়াল। নিনা যেখানে বসেছিল বিছানার চাদর সেখানে কুঁচকে আছে, কিন্তু ওকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। সম্ভবত আমি সেলারে যাবার পরপরই বেরিয়ে গেছে ও।

কোনও কিছু না বলে কেন চলে গেল ও? কী কারণে চুপিচুপি প্রায় অচেনা অজানা বনের ভেতর দিয়ে বরফ শীতল বাতাসের ভেতর নিজের গাড়ির দিকে ফিরে

BanglaBook.org

যেতে পারে ও? ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নেভালাম আমি, কুড়ালটা বিছানার ওপর রেখে বেরিয়ে এলাম হলে। দরজায় দাঁড়িয়ে সরাসরি মুখের ওপর বাতাসের ঝাপ্টা খেয়ে তুষার ঢাকা সিঁড়ির দিকে তাকালাম। কোনও পায়ের ছাপ চোখে পড়ছে না। কোটটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম, তারপর দরজা আটকে রাস্তা বরাবর হেঁটে এগোলাম বনের দিকে।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে শ্বেত-তুফানের মাঝে টুঁড়ে বেড়ালাম আমি। যদিও গাছপালার মাঝে হাওয়ার ঝাপ্টা কম, নিনার পায়ের ছাপ মিলিয়ে গেছে। আমরা যেখানে গাড়ি রেখে গিয়েছিলাম সেখানে যাবার পরই কেবল ওর উপস্থিতির প্রথম চিহ্ন দেখতে পেলাম। দেখা গেল রাস্তা ঢেকে রাখা শাদা তুষারের পর্দার নিচে পেছনে এসে ঘুরে পিছলাতে পিছলাতে পাহাড়ের নিচের দিকে নেমে যাওয়া গাড়ির ট্র্যাক চকচক করছে।

ফেরার সময় আমার পাজোড়া অসাড় হয়ে গেল। যেন আমার জুতোজোড়া সিমেন্টে ঠাসা। প্রত্যেকবার পা ফেলার সময় ভোঁতা একটা শব্দ কানে আসছে আমার, যেন কিছু একটা সবেগে পড়ছে। লাকড়ি খুঁজে এনে আগুন জ্বালানোর জন্যে নিনাকে একা রেখে গিয়েছিলাম আমি, ঈশ্বর জানেন তার প্রয়োজন ছিল আমাদের, কিন্তু এখন, তুষার ভেঙে আমার তৃতীয় যাত্রায়, আমার কাফ আর পা তৃতীয়বারের মত ভিজে যাওয়ার পর, এমন একটা জায়গায় পৌঁছতে শুরু করেছি যেখানে ঠাণ্ডা বোধ করে না কেউ, বরং আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আমার পায়ের আঙুল, হাতের আঙুল কিংবা কান জমে গেলে হারাতে হবে ওগুলো। পায়ে হেঁটে সভ্য জগতে পৌঁছার কোনও আশা নেই আমার, সবার আগে নিজেকে উষ্ণ করে নিতে হবে।

শেষ দূরত্বটুকু দৌড়াতে শুরু করলাম আমি, প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়ার দশা হল। এগোলাম বাড়ির দিকে। বিস্তৃত শাদা লনে এক মুহূর্তের জন্যে নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে গেলাম আমি। কালো পোশাকের ছোট একটা অবয়বকে শাদার ভেতর দিয়ে পথ করে আগে বাড়তে দেখলাম। তুষারের ঘূর্ণিপাকে অনড় দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। আর গভীরে থাকা ছোট মানুষটা দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে এবং দৌড়াচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# ঈশ্বর একজন আছেন

লাইব্রেরিতে আগুনের পাশে কোলের ওপর প্লেট রেখে খেয়ে নিলাম আমরা। পিনোট গ্রিস একেবারে নিখুঁত সেলার-তাপমাত্রায় ছিল, গ্রীষ্মের ময়দানের মত দারুণ সুবাসিত। সাউরক্রাউট ধোঁয়া-ওঠা গরম, কিন্তু আমরা এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে গোগ্রাসে খেয়ে ফেললাম।

'সরষের সস আর আপেল দিয়ে সাউরক্রাউট,' খানিক পরে বলল নিনা। 'এই প্রথম আমার জন্যে রান্না করলে তুমি।'

'ঠিকই বলেছ হয়ত।'

ওয়াইনে চুমুক দিল ও, কিঞ্চিৎ চোখ কোঁচকাল। 'দারুণ জিনিস। তোমার যে এই গুণ আছে জানা ছিল না।'

কৃতজ্ঞতার ঢঙে মাথা নোয়ালাম আমি। 'ছোটবেলায় গোটা পরিবারের জন্যে রান্না করতাম আমি। সোফি কাজটা ভাল পারত বলে মনে হয় নি আমার।'

'কথাটা কি সত্যি?'

'মানে কাজটা ভাল পারত কিনা ও? ওহ্, ঠিকই ছিল ও। আসলে সময়ের কারণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। সারা সপ্তাহ জুড়ে যদি তোমাকে রান্নাবান্না করতে হয়, তাহলে আর মজা থাকে না।'

'কিন্তু তুমিও রোজ রান্না করেছ। এইমাত্র তো বললে।'

'আমার জন্যে ব্যাপারটা আলাদা ছিল। রান্না করতাম যাতে রূপকথা বানাতে পারি।'

আঙ্কল হারম্যানের একটা চলমান বুককেসের ওপর প্লেট নামিয়ে রেখেছে নিনা, ওয়াইনের গ্লাস ধরে রেখেছে হাতে। 'এবার মনে হয় আমাদের এখানে আসার কারণ বলার সময় হয়েছে তোমার,' বলল ও।

'আমাদের এখানে আসার কারণ? আমাকে লিফট্ দেয়ার পর ফিরে যেতে পার নি। যদিও পালিয়ে যাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছ। আমি এখানে, কারণ... '

'আবার সেই পুরনো আঙ্কল হারম্যানের গল্প শুনিয়ো না। কি ঘটছে এখানে?'

'আমি জানি না, নিনা। কোনও ধারণাই নেই।'

'তাহলে অন্য কিছু জিজ্ঞেস করি তোমাকে। পানি ভর্তি কাপ নিয়ে কী করছিলে তুমি? কী বলছিলে?'

BanglaBook.org

খেতে বসার আগে আমি একটা কাপে পানি ভরে হাতে ঢেলেছিলাম, তিনবার ডানহাতের ওপর, তিনবার বামহাতে। 'হাত ধোয়া আর খাবার দোয়া,' বললাম আমি। 'ইহুদি আচার।'

'শুনি নি কখনও। তুমি ধার্মিক, জানা ছিল না আমার।'

'ধার্মিক... আমি ধার্মিক নই। আমি একজন স্কেপটিক।'

বিরক্ত দেখাল ওকে। 'তাহলে কী বলছ তুমি? প্রার্থনা কর অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না?'

'বারাকাহ্, দোয়া, প্রার্থনা নয়। এটা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা।'

'যাই হোক। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব সাইকেলে বসে ভ্রূম-ভ্রূম শব্দ করার মত।'

'তো?'

'তো এটা অর্থহীন। অযৌক্তিক।'

কাঁধ ঝাকালাম আমি। 'সেক্সও অর্থহীন আর অযৌক্তিক। প্রজন্মের টিকে থাকার জন্যে তো আসলে...

'নাথান, চুপ কর। বিশ্বাসই যদি না কর তাহলে ওসব করার মানে কী?'

'কারণ আমি বিশ্বাস করায় বিশ্বাসী না। তাকেই আমি অর্থহীন বলি। কিন্তু আচার, হাত ধোয়া, রুটি আর মদের ওপর বেরাখোট, শত শত বছর ধরে ওসব উচ্চারণ করে আসছি আমরা। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জন করে না ওগুলো। আমরা ওসব উচ্চারণ করি কেবল উচ্চারণ করতে চাই বলেই। এটা একটা এক্সারসাইজ।'

'এক্সারসাইজ?'

'আত্ম-দর্শনের। নম্রতার। দুর্জ্ঞেয়তার। রুটি নিয়ে যখন বারাকাহ্ উচ্চারণ কর তুমি, আমাদের প্রতিদিনের রুটি আসলেই যে অলৌকিক ব্যাপার সেকথাই মনে কর। ওটা নিজে বানাও নি তুমি। তুমি জমিন চাষ কর নি। বীজ বপন কর নি, ফসল তোল নি। গম গুঁড়ো কর নি তুমি, ময়দা দিয়ে রুটি বেক কর নি। কিন্তু জিনিসটা আছে।'

'ওটার জন্যে খেটেছ তুমি। কিনেছ?'

'কিন্তু তারপরও এটা এক অলৌকিক ঘটনা। অন্যান্য দেশের লোকজনও এর জন্যে খাটে, কিন্তু পায় না ওরা।'

'তুমি একজন বিশ্বাসী।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'আমি অবিশ্বাসী, আপাদমস্তক। ধর্মের সবরকম ধরনকে অবিশ্বাস করি আমি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জগতের অসাধারণত্ব দেখি না আমি।'

'জগৎটা তো অস্তিত্ববান।'

'এবং জগৎ অসাধারণও। এমন সফিসটিকেটেড একটা... মেশিন। এত অসংখ্য মানুষ। এত সব টেকনোলজি। এত রকম কাঠামো আর রূপ।' ইতস্তত করলাম আমি। 'এমন জটিল একটা জিনিস হিসাবে বিস্ময়কর চমৎকারভাবে চলছে এটা।'

সামনে ঝুঁকে খালি বাসনগুলো স্তূপ করলাম আমি। 'এখুনি আসছি।'

BanglaBook.org

মাথা দোলাল নিনা। চেয়ারে গুটিশুটি মেরে শুয়ে রইল ও, একপাশ হার্থ থেকে আসা আভায় কমলা দেখাচ্ছে, অন্যপাশ ডুবে আছে ছায়ায়।

কিচেনে আভেনের মুখের ফোকরের ম্লান আলো বাদে আর কোনও আলো নেই, চোখ সয়ে আসতে আসতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছি, এমন সময় কি যেন একটা জানালার পাশ দিয়ে সাঁই করে সরে গেল। জমে গেলাম আমি। অনুসন্ধানী চোখে সিঙ্কের ওপরের কালো বর্গক্ষেত্রটার দিকে তাকালাম। আজকের দিনের প্রথম বারের মত কোথায় আছি উপলব্ধি করলাম আমি: বনের মাঝে নিবিড় বনানিতে ছাওয়া একটা পাহাড়চূড়ায় একটা সুবিশাল হান্টিং লজে, পল্লী এলাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে যেন অশুভ কোনও রূপকথা থেকে সরাসরি তুলে আনা হয়েছে পাহাড়টাকে। পাখি বোধ হয়, ভাবলাম আমি, কোনও পাখি জানালার পাশ দিয়ে উড়ে গেছে। প্লেটগুলো ড্রেইনিং বোর্ডের ওপর নামিয়ে রাখলাম। তারপর হান্টিং রুমে ঢুকলাম বিশাল পাথুরে হার্থে আগুন জ্বালব বলে। নিনা ফিরে না এলে আমি হয়ত নিজেকে স্লিপিং ব্যাগে মুড়ে লাইব্রেরির ফায়ার প্লেসের সামনের চেয়ারে বসে রাত কাটিয়ে দিতাম।

'আমাদের কাঠ ফুরিয়ে আসছে,' ফিরে আসার পর বলল নিনা। 'কালো টুকরোগুলোর কয়েকটা এখনও আছে, কিন্তু খুব বেশি নয়। কিন্তু সে যাকগে, কালো জিনিসটা আসলে কি শুনি?'

'পিয়ানো।'

'পি... পিয়ানোর কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওর চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম আমি। চেয়ার, কাবার্ড আর টেবিলের ব্যারিকেডের সামনে প্রহরীর মত সিঁড়ির ওপর ঝুঁলে থাকা কালো জিনিসটা ওর মনে ছাপ ফেলে দিয়েছে গভীরভাবে। 'হায় ঈশ্বর, ওটা নামালে কেমন করে?'

'পড়তে দিয়েছি,' বললাম আমি। 'দড়ি কেটে দিয়ে পড়তে দিয়েছি।'

'ওয়াও... ' ওর চোখজোড়া চকচক করে উঠল। 'কেন যে তখন ছিলাম না।'

'হ্যাঁ। জান না কি মিস করেছ।'

দারুণ দর্শনীয় একটা ব্যাপার ছিল। অন্য যেকোনও পরিস্থিতিতে ওটা যদি অত হিম ঠাণ্ডা না হত, আর যদি আমার স্বাধীন ইচ্ছায় ঘটত, হয়ত ঠিক ঠিক উপভোগ করতাম।

নিনার খোঁজ করা বাদ দেয়ার পর আহত হরিণের মত টলমল পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলতে শুরু করলাম আমি। আগুন। শব্দটা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে লাগল। চেয়ারের পায়া আঁকড়ে ধরে মেঝের দিকে ছুড়ে দিতে লাগলাম ওগুলো। হলের পাথুরে মেঝেয় পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওগুলোর একটা, আরেকটা মেহগনি খুরের ওপর তরুণ এঁড়ে

BanglaBook.org

বাছুরের মত কয়েকবার লাফালাফি করে চুরমার হয়ে গেল। ওটাকে অনুসরণ করল একটা হ্যাটস্ট্যান্ড, একটা স্টুল আর একটা সাইডবোর্ডের ড্রয়ারগুলো।

সাইডবোর্ডটাই দোতলায় যাবার পথ আটকে রাখা আসবাবগুলোর মধ্যে প্রথম ছিল, একটা মোটাসোটা চৌকো জিনিস, চার ড্রয়ার সমান উঁচু, প্রাচীন ওক কাঠের রট-ব্রাস হ্যান্ডলঅলা। অ্যান্টিকস্ সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই আমার, কিন্তু দেখে মনে হল ডাচ, উনিশ শতকের গোড়ার দিকের জিনিস। সাইডবোর্ডের ওপরে ছিল একটা ছোট লাল সোফা, কাঠের ছোট ছোট পায়া পর্যন্ত প্লাশে ঢাকা ওটা। ওটার আসনে আগেই নিচে ছুড়ে দেয়া চেয়ারের পায়ার ছাপ পড়েছে। এটা-ওটা বিভিন্ন জিনিস আসন আর টেবিলের ওপরে ছড়িয়ে আছে: একটা পেন্ডুলাম ঘড়ি, ফ্রেমে বাঁধাই করা ফটোগ্রাফের একটা স্তূপ (আঙ্কল হারম্যান আর এনরিকো ফার্মি, আমেরিকায় যাত্রারত জাহাজে আমাদের পরিবার, সোফি, মলি, আমার প্রথম স্ত্রী)। সাইডবোর্ডের বামদিকে আমার পথ আটকে রেখেছে একটা সেক্রেটেয়ার, এবং ওটার ওপরে একটা কাঠের কলোনিয়াল স্টাইল ডেক-চেয়ার, চামড়ার সবুজ গদি মোড়া ওটার আসন। ডান দিকের জায়গাটুকু আমার চেয়েও লম্বা একটা মেহগনি চায়না কেবিনেটে পুরোপুরি আটকানো; পুরোপুরি টাটকা গোবরের মত রঙ আর চেহারা। ডেকচেয়ারটা তুলে নিয়ে রেইলিংয়ের ওপর দিয়ে ছুড়ে মারলাম আমি। মুহূর্তের জন্যে আমার মনে ভাবনা খেলে যে, অ্যান্টিক্সের একটা সংগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি, যেগুলো অসম্ভব যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করা হয় নি কেবল, বরং অসম্ভব মূল্যবানও, আর আমি চেয়ার, কাবার্ড আর অন্যান্য জিনিসপত্রকে কেবল ওগুলোর কাঠের দামে বিচার করছি।

পরবর্তী করণীয় স্থির করতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল আমার। ব্যারিকেডটা প্রতিবন্ধকের চেয়ে বরং ধাঁধা বিশেষও। সোফাটা সরালে লিনেন কাবার্ডের কাছে যাবার রাস্তা পাব আমি, দরজার পাল্লায় বাড়ি মেরে, সাইড প্যানেলে আঘাত দিয়ে বাকি জিনিস ফেলে দিতে পারব। তাহলে দড়ি কেটে দেয়া যাবে, পিয়ানোটা কাউকে আঘাত না দিয়েই সোজা নিচে গিয়ে পড়বে। সামনে হাত বাড়িয়ে শক্ত করে সোফার একটা পায়া ধরলাম, টান দিলাম সাবধানে, সোফার নিচের সাইডবোর্ডটা গুঙিয়ে উঠল। পিয়ানোটার দিকে চোখ তুলে তাকালাম যখন, দেখলাম কালো ল্যাকুয়ারের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে আলো ভেসে আসছে। নড়তে শুরু করল সাইডবোর্ডটা। সাইডবোর্ডটা পিয়ানোর ওপরে থাকা দরকার, ওটাকে ধরে রাখার জন্যে সাইডবোর্ডের প্রয়োজন সোফাটার।

হেঁটে নিচে নামলাম আমি, কাঠের টুকরো-টাকরা জড়ো করে কিচেনে নিয়ে গেলাম, অ্যাগায় আগুন জ্বেলে বাইরে গেলাম।

আরও প্রবল বেগে তুষারপাত হচ্ছিল তখন। হাতড়ে হাতড়ে মালির শেডে যেতে হল আমাকে। এখানে, ক্লান্ত, ঠাণ্ডায় হিম, ভেজা শরীরে যন্ত্রপাতি হাতড়ালাম আমি। একটা রেইক, একটা নিড়ানি, একটা শোভেল বেছে নিলাম, গ্রিন্ডস্টোনটা সোজা করে বসিয়ে ধারকরার দিকে নিড়ানির ফলাটা রাখলাম। কয়েক মিনিট পর ছুরির

BanglaBook.org

মত ধারাল হয়ে গেল ওটা। একটা বারল্যাপ স্যাকে হাতুড়ি, শিজেল, একজোড়া পিনশার, গোটা দুই স্ক্রু ড্রাইভার ঢোকালাম, বাছাই করা যন্ত্রপাতি বগলের নিচে চেপে আবার ফিরতি পথ ধরলাম।

আমার ভাগ্য ভাল, শেডটা কিচেন ডোর থেকে মাত্র শখানেক গজ দূরে, কিন্তু আমি অত বেশি ক্লান্ত ছিলাম না যে পথের দিশা হারিয়ে ফেলব, কিন্তু এমন অল্প দূরত্বেও অন্য যে কেউ মারাত্মক সমস্যায় পড়ে যেত। বরফ শীতল হাওয়া চাকা চাকা তুষার খাবলে তুলে বাড়ির পেছন দিকের উঁচু স্তূপের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যদি এভাবে তুষারপাত চলতে থাকে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার পক্ষে এদিকের দরজা খোলা আর সম্ভব হবে না। একটা বাধের ভেতর দিয়ে পথ তৈরি করার জন্যে জানালা গলে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি বুঝতে পারছিলাম, তুষারের গভীরতা অন্তত দুই ফুট, জায়গায় জায়গায় বাতাসের ঝাপ্টায় যেখানে তুষার উড়ে গেছে, তার চেয়েও বেশি, শোভেলটা ঠিক জরুরি হয়ে দাঁড়াবে।

আবার ভেতরে এসে সিঁড়ির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে সাইডবোর্ড আর সোফায় চাপলাম আমি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোনওমতে তাল সামলে নিড়ানিটা ওঠালাম। এখনও রাত নেমে আসে নি। কিন্তু হলে ঘন হয়ে এসেছে গোধূলির অন্ধকার, ফলে দড়ি দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। দীর্ঘ সময় পর ব্লেডটাকে জায়গামত বসাতে পারলাম আমি। বাম দিকের দড়িটা কাটলে, আমার দিক থেকে সবচেয়ে দূরে যেটা, পিয়ানোর ডানপাশটা নেমে আসবে। সিঁড়ির ওপর আমার ঠিক পাশেই পড়বে ওটা কিংবা ওটার ভারে, বাম দিকের দড়িটা শক্ত হয়ে চেপে বসবে, পিয়ানোটা ঝুলে থাকবে ওখানে, অন্তত কিছু সময়ের জন্যে। তারপর অন্য দড়িটা কেটে পিয়ানোটাকে সিঁড়ির ওপর পড়ার ব্যবস্থা করতে পারব। নিড়ানিটাকে ওপর দিকে ঠেলে দিয়ে কাটার ভঙ্গি শুরু করলাম আমি। ফলাটা এতই ধারাল যে, প্রায় এক পোচেই দড়িটাকে কেটে ফেলল। প্রচণ্ড শব্দ হল একটা, কাঠের গোঙানি, টান পড়ায় ককিয়ে উঠল দড়িটা। কিন্তু পিয়ানোটা স্রেফ ঝুলে রইল না। সবেগে ডান দিকে ছুটে গেল ওটা, মনে হল স্থির হয়ে এসেছে, এবং তারপর প্রবল একটা টানে ফিরে আসতে শুরু করল আবার। ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য, বিরাট চকচকে কালো ইনস্ট্রুমেন্টটা মাথার ওপর সিলিং থেকে দোল খাচ্ছে সামনে-পেছনে। সশব্দে ককাচ্ছে দড়িটা, পিয়ানো স্ট্রিংয়ের বাদন হালকাভাবে কানে এল। অবশেষে নড়তে শুরু করল ব্যরিকেডটা। নড়ে উঠল সাইডবোর্ড। ককিয়ে উঠল কাঠ, আরও কাঠ পাশ কাটাল, তারপর নানান জিনিস ধীর গতিতে বিচ্ছিন্ন হবার বেঢপ আওয়াজ উঠল। অন্য দড়িটার দিকে তাক করলাম আমি নিড়ানিটা। লম্বা করে একটা শ্বাস নিয়ে হাতলে চাপ বাড়ালাম। আচমকা, কী ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই, আকাশ থেকে সবেগে নামতে শুরু করে দিল একটা কৃষ্ণ জানোয়ার। একপাশে কাৎ হয়ে গেলাম আমি, আঁকড়ে ধরলাম সোফাটা, ওটাও উল্টে পড়ার উপক্রম হয়েছে। নিড়ানিটা ছেড়ে দিলাম আমি। ভেঙে পড়া কাঠের গর্জন, পূর্ণাঙ্গ সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার মত সংঘর্ষের শব্দ

BanglaBook.org

সেলারের দিকে ছুটে গেল। গোটা বাড়িটা শব্দে ভরে উঠল, দেয়াল থেকে দেয়ালে ছুটে গেল পিয়ানোর সুর, শূন্যে ওঠা কাঠের টুকরোগুলো আবার নিচে নেমে এল।

পুরো একটা মিনিট পর নীরবতার গমগমানি আবার হলের দখল বুঝে নিল। নিচের পাথুরে মেঝেটাকে সাউথ সী আইল্যান্ড বীচে জাহাজডুবির দৃশ্যের মত লাগছে। ফেটে চৌচির হয়ে গেছে পিয়ানোটা। কেবল হার্প আর লিডটা পতনের ধাক্কা সামলে অক্ষত রয়ে গেছে। বাকিটুকু হাতের তালু বা বাহুর মত ছোট ছোট টুকরো হয়ে মার্বল টাইলসের ওপর ছড়িয়ে আছে। রেইকটা শক্ত করে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম আমি, আবর্জনা পরিষ্কার করতে শুরু করলাম। নামার পথে পিয়ানোর গড়ানোর চিহ্ন দেখলাম। ব্যানিস্টারকে আঘাত করেছে ওটা, এক টুকরো কাঠ কুঁদে তুলেছে, তারপর সিঁড়ির ওপর পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সিঁড়িটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ বুঝি একটা ট্যাঙ্ক চালিয়ে দোতলা থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছে।

নিচে এসে পিয়ানো লিডটা তুলে নিলাম আমি। সিঁড়ির গায়ে ওটাকে ঠেস দিয়ে রেখে শক্ত হাতে কুড়াল ধরলাম, কাঠ কেটে ছোট ছোট ফালি করলাম যাতে পা দিয়ে আঘাত করে আরও ছোট টুকরো করা যায়। কাজটা শেষ হবার পর কাঠগুলোকে লাইব্রেরি আর কিচেনের মধ্যে ভাগ করলাম। লাইব্রেরি হার্থে দোমড়ানো খবর কাগজ, একটা ভাঙা ক্রেটের অবশিষ্টাংশ, একটা ড্রয়ারের তলা থেকে পাওয়া কাঠের পাল্লা দিয়ে আগুন জ্বালালাম আমি। তীক্ষ্ণ শব্দে চিমনি বেয়ে বাতাস নেমে এসে সামনের দরজায় টান লাগাল, খিড়কি লাগানো অবস্থায় প্রবল শব্দ তুলল ওটা। পিয়ানোর অপেক্ষাকৃত বড় টুকরো কাগজ আর কাঠের কুঁচির ওপর সাজিয়ে দেশলাই জ্বালালাম। চিমনির বাতাস খবরকাগজের বাড়ন্ত আগুনটাকে কাঠের কুঁচির ভেতর দিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় টুকরোগুলোর কাছে টেনে নিয়ে গেল।

লাইব্রেরি আর হান্টিং রুমের হার্থগুলো, ইটালিয়ান মার্বলের তৈরি সবুজ মঞ্চবিশেষ, বসার মত যথেষ্ট গভীর। ওই হার্থগুলোয় বিরাট করে আগুন জ্বালাতে পারবে তুমি। আমিও হয়ত ঠিক তাই করতাম যদি জানা না থাকত যে আঙ্কল হারম্যানও পঞ্চাশের দশকে এখানে শীতকালে কাটাতে এসে একই ভুল করেছিল। প্রচণ্ড উত্তাপে জমাট ফ্লুতে বিস্ফোরণ ঘটায়। ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করার জন্যে প্যাশের গ্রাম থেকে লোক আনাতে হয়েছিল ওদের।

আবার যখন কিচেনে ফিরে এলাম আমি, মোটামুটি স্বস্তি বোধ করছি। বিরাট স্টোভের আগুন মারাত্মক ঠাণ্ডা ভাব হটিয়ে দিয়েছে। মালির শেডে পাওয়া বাস্কেটটা তুলে নিলাম আমি, সেলারে এসে কয়েক বোতল ওয়াইন, এক বাক্স ক্র্যাকার্স, পনির আর মাখনের একটা করে টুকরো, গুঁড়ো দুধের একটা টিন, মশলার জার, একটা কফি পট আর ছাকনি, লবণ, চিনি, একমুঠো মোমবাতি দিয়ে ভরলাম ওটা। লাইব্রেরিতে এসে আগুনের সামনে বসে খেলাম। সামনের খিড়কি আটকানো দরজার আওয়াজ পাচ্ছি এখনও। আমার মাথার ওপর, যেখানে চিমনির ভেতর

BanglaBook.org

বাঁশির মত শব্দ তুলছে বাতাস, নিচু আবেদনের গোঙানি শোনা গেল। আমি ভাবলাম বাড়ির চারপাশে তুষার পাক খাচ্ছে, জানালার আশপাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে তারপর থিতু হচ্ছে, ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে স্তূপটা। পিয়ানোর ঢাকনাটার বাকি অংশটুকু আগুনে ঠেসে দিলাম। অগ্নিশিখা কালো কাঠের স্বাদ নিচ্ছে, দেখতে লাগলাম। ল্যাকুয়েরটা কড়কড় আওয়াজ করছে। এখানে কাঠের টুকরোর ওপর নাচছে ছোট ছোট নীল শিখা। তারপর একটা টুকরোয় ছুড়ে দিচ্ছে আগুনটা, তারপর আরেকটা, আরেকটা। উপভোগ্য উষ্ণতা বিলোচ্ছে। ভারি, পর্দাগুলো টেনে দিলাম আমি, ক্র্যাকার আর পনির দিয়ে সাজানো প্লেটটা কোণে রাখলাম, এক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে নিলাম, বরফ শীতল নেব্বিওলো ডি'অ্যালবা। অগ্নিশিখার আভায় আলোকিত হয়ে উঠেছে রুমটা। ম্যান্টলপিসের দুপাশেই মোমবাতি দাঁড়িয়ে আছে, অন্যগুলো এখানে-ওখানে কাবার্ডের ওপর। আস্তে আস্তে উষ্ণ হয়ে উঠতে লাগলাম আমি। শরীরের গিঁটগুলো শিথিল হয়ে এল, হাঁটুর কাঠ-কাঠ অনুভূতি মিলিয়ে গেল।

পাঁচটার দিকে চলে গেছে নিনা। এখন প্রায় সাতটা বাজে। ঘরের ভেতর প্রায় তিন ঘণ্টার মত ব্যয় করেছি আমি। দারুণ ক্লান্ত বোধ করছি। ঠাণ্ডা, লাকড়িগুলো চেরার পরিশ্রম কাহিল করে দিয়েছে আমাকে। আগুনের পাশে বসে থাকতে থাকতে চোখজোড়া ঝাপসা হয়ে এল আমার, ক্লান্তির ধাতব একটা অনুভূতি গ্রাস করে নিল আমায়। ম্যান্টলপিসের ওপরের সবুজ মার্বল স্ক্রোলগুলোকে আলোকিত করে তুলেছে অগ্নিশিখা। হার্থটাকে বেরুনোর দরজা বলে মনে হচ্ছে। দরজার ওপাশে কালি ঢাকা চিমনির দেয়াল দেখতে পাচ্ছি, আগুনের নাগালের বাইরে রয়ে যাওয়া ফ্যাকাশে জায়গাগুলো আর কালচে ছোপগুলো, যেখানকার ইটের কাজ মলিন ফাঁপা ভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। আগুন বিড়বিড় করছে, দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ তুলছে। হলে বাতাসের ধাক্কায় সামনে-পেছনে করতে থাকা সদর দরজার আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি। চোখ বন্ধ করে গত কয়েক মাস ধরে রচনা করছিলাম যে রূপকথাটা সেটার কথা ভাবতে লাগলাম। যেন আমার মাথার ভেতরে একটা কিছু উল্টে পড়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# কোটয্কার

পাঁচটা ঘেঁয়ো মুরগি, ইয়াঙ্কেল ডেভিডোভিটয্ের হাড় জিরজিরে গরু, আর চামড়া ব্যবসায়ী শ্লোইমি ক্রিয়েস্কির বাড়ির পেছনের আবর্জনার স্তূপের বিকট গন্ধ পাশ কাটিয়ে যে যেতে পারবে কোট্যকার শুলের ঝুলে পড়া দরজার দৃশ্য দেখার সুযোগ পাবে সে। আধোয়া কোনও থালাবাসন মোছার ন্যাকড়ার মত ছেঁড়াফাটা চামড়ার কব্জার সঙ্গে লটকে আছে ওটা, রঙের একটা পোচের জন্যে আকুতি জানাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে সামান্য যত্নের জন্যে, হয়ত একটা বা দুটো পেরেকও চাইছে। দরজার চারপাশে শুলের দেয়ালগুলো পরস্পরকে ঠেকা দিয়ে রাখার সংগ্রাম করছে। ইটের ফাঁকে ফাঁকে চুন-বালির আস্তরণ খরখরে হয়ে গেছে, দুমড়ে গেছে, বীমের খুটিতে মরচে ধরেছে, উঁচু জানালাগুলো কালো হয়ে গেছে শ্যাওলায়। কিন্তু তারপরও তার আঙুল দরজার হাতল স্পর্শ করার আগেই, কাঠে ঝুলছে নাকের সর্দির একটা দলা, এমনকি যে চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে বিধ্বস্ত ইটের স্তূপটা এখনও কাজ করছে কিনা ভেবে বের করার চেষ্টা করার সময়, তার কানজোড়া মর্নিং সার্ভিসের মৃদু গান আর কোমল কণ্ঠস্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে, তার নাকে বই, ক্যানডিড আদা, ধোঁয়া ওঠা অয়েল ল্যাম্প আর রেব্বির স্ত্রীর টেবিল-চেয়ার পলিশ করার মোমের গন্ধ, সংক্ষেপে, গোটা শুলের গন্ধ টোকা দেবে।

যা আমাদের রেব্বি, দ্য রেব বা সহজ কথায় মেনাচেম মেন্ডেল, কোটয্কার জিউরি গঠনকারী বর্ণাঢ্য ক্রুর আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক নেতার প্রসঙ্গে নিয়ে আসছে। তিরিশ বছর আগে কাইশা থেকে এখানে এসেছে সে এবং সেই থেকে দীর্ঘ তিরিশ বছর কোট্যক-এর র‍্যাবাই হিসাবে আছে, এর গত দশ বছর সে কাটিয়ে দিয়েছে একেবারে নির্জনতায়, নিজের স্টাডির বিরামহীন, স্বআরোপিত নির্জনবাসে। তার অনুসারীরা শেষ যেবার তার কথা শুনেছে সেও সাত বছর আগের কথা, ভয়ঙ্কর, বোধের অতীত একটা চিৎকার। শ্লোইম ক্রিয়েস্কি ছিল এই বিস্ফোরণের কারণ। দুর্গন্ধময় শ্লোইম, শুয়োরের পেশাব, পচা বাকলের গন্ধের মাঝে ঘুরে বেড়ানোর নিয়তি নিয়ে আসা শ্লোইম, যে কিনা নীরবতাময় বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল রেবকে জিজ্ঞেস করবে বলে পাউরুটির টুকরোর মাখন লাগানো দিক মাটিতে পড়লে কী হয় এবং সোজাসাপ্টা তাকে বলে দেয়া হয়েছে সে একটা 'পচা

BanglaBook.org

শুয়োরের দুধ'। কোট্‌য্‌কার ইহুদিরা আবার খুবই কৌতূহলী বলে মেনাচেম মেন্ডেলের শেষ রেকর্ডেড কথাগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়, ভাবা হয়, ওজন নেয়া হয়। আলোয় তুলে ধরা হল, চোষা হল, চিবোনো হল, যতক্ষণ না এক দীর্ঘ রাতের শেষে ইয়াঙ্কেল ডেভিডোভিট্‌য স্টাডি হাউসের মাঝখানের লম্বা কাঠের টেবিলের ওপর হাত দিয়ে আঘাত করে গর্জন ছাড়ল, 'কিন্তু শ্লোইম আসলেই একটা পচা শুয়োরের দুধ!' ওতে দারুণ আহত শ্লোইম লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ইয়েঙ্কেলের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে উঠল, তার গায়ের গন্ধ একটু অস্বাভাবিকই হতে পারে, কিন্তু তার কোটয্‌কের চামড়া ব্যবসায়ী শ্লোইম ক্রিয়েস্কির অন্তত এমন কোনও মেয়ে নেই যে কিনা কটা চুলঅলা ভূঁড়িদার পোলাক পেলেই নির্লজ্জের মত ফষ্টিনষ্টি করে গোটা গ্রামকে বেইজ্জতি করবে এবং সে বুকে হাত রেখে কসম খেয়ে বলতে পারে যে সে শ্লোইম ক্রিয়েস্কি 'এখানকার কোনও একজনের মত' কখনও নিরীহ কোনও গরুকে দুধ দুইয়ে শুকিয়ে ফেলবে না, এ কথায় ইয়াঙ্কেল কাধ ঝাঁকিয়ে বলল, তার সমস্যা তার নিজের ব্যাপার এমনকি যদি, ঈশ্বর না করুন, তার গরুটা মারাও যায়, এক বিশেষ 'চামড়া ব্যবসায়ী'র জন্যে পণ্য হবার চেয়ে ঢের ভাল আছে। সেদিন থেকে শ্লোইম ক্রিয়েস্কি আর ইয়াঙ্কেল ডেভিডোভিটযের মধ্যকার নীরবতা রেব মেনাচেম মেন্ডেলকে ঘিরে রাগী নীরবতার মতই গভীর হয়ে আছে। এবং হয়ত অমনই হয়ে থাকত, যদি না বিশ্বজগতের প্রতিপালক তাঁর অপরিমেয় প্রজ্ঞায় স্থির করতেন যে শ্লোইমের কনিষ্ঠ ছেলে মেন্ডেল ডেভিটোভিটযের উচ্ছৃঙ্খল মেয়েগুলোর একটার প্রেমে পড়বে।

কাঠুরের সামনে লুটিয়ে পড়া পচা ওকের মতই রিভকার প্রেমে পড়ে গেল মেন্ডেল। অল্প বয়স তার, বড়জোর আঠার, এবং এই বয়সের বেশিরভাগ ছেলের মতই এই পাগলের মত ঘুরে চলা পৃথিবীতে কোনও ছন্দ বা কারণের খোঁজে নিমগ্ন। কোটয্‌কের আশপাশের নুয়ে পড়া ওকের মাথার ওপর দিয়ে ভেসে বেড়ায় ওর অনুসন্ধানী দৃষ্টি এবং মাঝে মাঝে, শরৎ আর বসন্তে, তবে এখন শরৎ চলছে, মেন্ডেল বুঝতে পারে তার বুকটা দারুণ লাফাচ্ছে, চিৎকার করে গান গেয়ে ওঠার ইচ্ছাটাকে দমন করতে হল ওকে। তাই বলে গান গাওয়া বা চেঁচানো (কোটযকেতে দুটোর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই)-কে অস্বাভাবিক মনে করা হত তা নয়, বরং উল্টো, মুখ ফস্কে কী বেরিয়ে যায় ভেবে শঙ্কিত মেন্ডেল। বুকের মাঝে তুমুল একটা আলোড়ন চলছিল ওর যেটাকে দমন করাই ভাল হবে বলে ভাবল ও।

শরতের এক সকালে রোজকার মত বাকলের বোঝা নিয়ে ওঅর্কিমুখী রাস্তা বরাবর ওঅটারিং প্লেসে হাজির হল মেন্ডেল। ভোর থেকে চলার ওপর ছিল সে, এখন সূর্য উঠে যাওয়ায় আকাশের রঙ পিঙ্গল থেকে লাল, তারপর কমলা রঙ নিয়েছে যখন, সে ভাবল, রুটি আর পানি খেয়ে একটু বিশ্রাম নেয়ার সময় হয়েছে। একটা ওক গাছের নিচে ঝপ করে বোঝাটা নামিয়ে রাখল সে, হাতের আঁজলা ভরে পানি তুলে খাবার পর বাকলের বস্তাটার গায়ে হেলান দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন

BanglaBook.org

দেখতে শুরু করল সে। ওঅর্কশপের পেছনে চামড়ার স্তূপ নিয়ে স্বপ্ন। উঠে ওর দিকে দৌড়ে আসতে শুরু করেছে ওগুলো। নাচছে। পড়ে গেল ও, ওকে ঘিরে নাচতে শুরু করল ওগুলো, কিন্তু পরক্ষণে জেগে উঠে দেখল সাতজন তরুণী ঘিরে রেখেছে ওকে, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে ওরা। প্রথমে চোখ বন্ধ করে ফেলল ও, কারণ ওর মনে হল নির্ঘাৎ ডিব্বুকদের কবলে পড়েছে, এবং ওর পার্থিব জীবনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে; কিন্তু তারপরই বুঝতে পারল ওদের চেহারা, অন্তত অল্প কয়েকজনের হলেও, চেনা চেনা ঠেকেছে।

'তোমার বাবা শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করো!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েগুলোর একজন।

চোখ মেলল মেন্ডেল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রিভকা ডেভিডোভিটয্। শুলে নারী মহলে একবার বা দুবার ওকে দেখেছে ও, কাঠের গ্র্যাটিংয়ের আড়ালে আবছা একটা অবয়ব।

'আর তোমার বাবা যখন জানবে আমার সঙ্গে কথা বলেছ তুমি... ' বলল মেন্ডেল, কিন্তু কী ঘটতে পারে ভেবে বের করতে পারল না ও। কারণ ওর মনে হল যেন রিভকা ডেভিডোভিটযের ঝলমলে চোখজোড়া টেনে দাঁড় করিয়ে ফেলছে ওকে।

'কী হবে তখন?'

ঢোক গিলল মেন্ডেল। মুখ খুলে দুর্বোধ্য একটা শব্দ উচ্চারণ করল ও।

হাসতে হাসতে চলে গেল মেয়েগুলো। সবার শেষে রিভকা। মেয়েটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল মেন্ডেল। পেছনে তাকাল মেয়েটা, বিষাদময় হাসি দিল ছেলেটা। রিভকা হাত নাড়াল। আবার বাকলের বান্ডিলের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল মেন্ডেল, চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল।

মেন্ডেল আর রিভকার দেখা হল এবং কোনও আশ্চর্যজনক উপায়ে পরস্পরের জন্যে সৃষ্ট তরুণ-তরুণীরা যেমন চায়, ওরাও বারবার পরস্পরের সঙ্গ কামনা করতে লাগল আর আকর্ষণীয়ভাবে অনাকর্ষণীয় কায়দায় মিলিত হয়ে চলল। ওঅটারিং প্লেস, শুলের বাইরে, আরন মিনস্কির বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা করল ওরা। তারপর যখন বসন্ত এসে বিদায় নিল, এবং গ্রীষ্ম পার হল, পেরিয়ে গেল আরেকটা বছর, গোটা গ্রাম, ওদের বাবারা বাদে, জেনে গেল যে ওরা দুজন প্রেম করছে।

ইয়োম কিপ্পুর, যে সময় লোকে অন্যদের পাপ আর কুকর্ম ক্ষমা করে দেয়, নিজেদের পাপের অনুশোচনা করে, যখন কোটয্কের দরিদ্র ইহুদিরা নিজেদের আগের চেয়ে নগণ্য মনে করে, সেই পর্যন্ত চলল ব্যাপারটা। এমনি মহা পবিত্র দিনে কোটয্কের পুরুষরা চাদর মুড়ি দিয়ে শুলে বসে গম্ভীরভাবে চিন্তা করে কী ঘটেছে ওদের জীবনে এবং অন্যদের প্রতি কী করেছে ওরা। ইয়েকেল ডেভিডোভিটয্ ওদের মাঝে ছিল, শ্লোইম ক্রিয়েস্কির সঙ্গে নিজের বিবাদের কথা ভাবছিল সে। দীর্ঘ সময় চিন্তা-ভাবনা করার পর যখন উল্টোদিকে বসা মানুষটার সঙ্গে তার নীরবতা অপরাধপূর্ণ মনে বিকট চেহারা নিল, সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। শ্লোইমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমিই হতভাগ্য শুয়োরের দুধ, শ্লোইম, আমাকে মাফ করো।'

BanglaBook.org

কিন্তু শ্লোইম, শরীরে শুয়োরের পেশাব, গাছের বাকল আর পচা চামড়ার গন্ধ জড়িয়ে আছে সেই ছোটবেলা থেকেই– তার বাবাও চামড়া-ব্যবসায়ী ছিল– অপমানের কথা ভুলতে পারল না। লফিয়ে উঠে দাঁড়ল সে, ইয়াঙ্কেলের বুকে তর্জনী দিয়ে খোঁচা মেরে চিৎকার করে বলে উঠল যে তার কাছে যার অস্তিত্বই নেই তাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই আসে না। ইয়াঙ্কেলের মনটা পাপবোধের রুদ্ধশ্বাস কালো মেঘে ঢেকে ছিল, দুহাত জড়ো করে মাথা নিচু করল সে। প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে তখন শ্লোইম, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ওদের চারপাশে জমায়েত লোকদের ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আরন মিনস্কির কণ্ঠস্বর ওটা। 'এসব ছেলেমানুষী নখরামি রাখ!' চিৎকার করে বলল সে। 'তোমাদের ছেলে-মেয়েরা যেখানে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রেম করে বেড়াচ্ছে সেখানে তোমরা দুজন এমনকি মিটমাট পর্যন্ত করতে পারছ না!' শ্লোইমকে দেখে মনে হল যেন এক শোভেলভর্তি জ্বলন্ত অঙ্গার গিলে ফেলেছে। একটা নড়বড়ে বেঞ্চে ধপ করে বসে পড়ল সে, বাতাসের জন্যে আঁইটাঁই করছে, মাথা নাড়তে নাড়তে জানতে চাইল কথাটা আসলেই সত্যি কিনা, যে তার ছেলে উড়ন্ত তুষারের মত নিষ্পাপ মেন্ডেল ডেভিডোভিটয্ ডাইনীগুলোর একটার সঙ্গে প্রেম করছে, এবং সেটা কোন জন...

শেষ বিকেল পর্যন্ত অব্যাহত রইল শুলের হট্টগোল, তারপর মাঝরাত পর্যন্ত পৌঁছুল, তারপর পরিশ্রান্ত শ্লোইম আর বিধ্বস্ত ইয়াঙ্কেল রেব্বের স্টাডির সামনে হাজির হল, এমনভাবে এগোচ্ছে ওরা যেন দুটো ছেলে জেনে গেছে আপেল চুরির অপরাধে সাজা দেয়া হবে ওদের। দীর্ঘ সময় নীরবতা বজায় রইল, অবশেষে আধ কদম, পুরো কদমও নয় এমনকি, সামনে বাড়ল ইয়াঙ্কেল, মৃদু স্বরে ফিসফিস করে রেবের নাম ধরে ডাকল। দশ বছর আগে মেনাচেম মেন্ডেলকে গ্রাস করে নেয়া রুমটার অভ্যন্তর নীরব রইল। 'রেব,' আবার ডাকল ইয়াঙ্কেল। কিছুই ঘটল না। ক্লান্তি আর উদ্বেগে চোখের নিচে পুঁটুলি তৈরি হয়েছে শ্লোইমের, ধাক্কা মেরে ইয়াঙ্কেলকে একপাশে সরিয়ে কবাটে বাড়ি মারল। ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল সে। 'দরজা খোল, পোকায় খাওয়া ঝোপ, পচা মাটি, ফিতেকৃমি কোথাকার... হতবাক চেহারায় ওর দিকে তাকিয়ে রইল ইয়াঙ্কেল। দরজার ওপাশ থেকে ধীর পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। ঝেড়ে দৌড় লাগাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল ইয়াঙ্কেল, কিন্তু শ্লোইমের হাত খামচে ধরল তার কাপোক কোট। আস্তে করে কবাট খুলে গেল, রেব মেনাচেম মেন্ডেলের আমুদে চেহারা উদয় হল।

'কি বললে তুমি, শ্লোইম?'

'বাঁদরের পাছা, ময়লা পুরনো জুতোর ফিতা, এক টুকরো...

ইয়াঙ্কেলের দিকে তাকাল রেব মেনাচেম মেন্ডেল, তারপর শ্লোইমের দিকে ঘাড় কাৎ করে জানতে চাইল, 'ওর হয়েছে কী?'

মেনাচেম মেন্ডেল শ্লোইমকে একটা 'বিশেষ নামে' ডাকার পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনা তাকে বলল ইয়াঙ্কেল, সে নিজে কী বলেছে তাও জানাল, সেই থেকে ওরা

BanglaBook.org

পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে নি জানাল, কিন্তু ওদের ছেলে-মেয়েরা এখন প্রেম করছে এবং যেহেতু আজ ইয়োম কিপ্পুর, সে, ইয়াঙ্কেল আপোস করতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্লোইম রাজি হয় নি; আর আরন মিনস্কি ওদের বলেছে জলের মুখেই পানি শোধরাবার ব্যবস্থা করা উচিত, তাই ওরা ভেবেছে...

আর এটাই সেই মুখ,' বলল মেনাচেস মেন্ডেল।

মাথা দোলাল ইয়াঙ্কেল।

সেদিন শেষ সকালে ইয়াঙ্কেল ডেভিডোভিটয্ আর শ্লোইম ক্রিয়েস্কি যখন শুল থেকে বেরিয়ে এল, একদল লোক নীরবে অপেক্ষা করছিল তখন ওদের জন্যে। বিয়ের পর থেকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে হতে এখন গ্রামের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে আরন মিনস্কি, সামনে পা বাড়াল সে, ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল, 'নু, ইয়াঙ্কেল আর শ্লোইম?' কিন্তু মাথা নাড়ল ইয়াঙ্কেল, সোজা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, ওদিকে শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রাইল শ্লোইম, হতবিহ্বল চেহারা; তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে রাস্তা বরাবর হাঁটা দিল।

কোটয্ক-এ দিনের পর দিন পেরিয়ে গেল, তারপর ডিসেম্বর ছোট হয়ে এল ক্রমশ, এবং চানুকাহ্র প্রস্তুতি নেয়া হল। শীতের দীর্ঘ বিষণ্নতা দূর করে এই উৎসব, গাছপালায় অনিবার্য পাতা আর ফুল ফোটার আশা জাগায়, দিকহারা মানুষ অধীর হয়ে শীতের হিম রাতে আশ্রয় খোঁজ করে আর যেমন দূরে আলো দেখে উজ্জীবিত হয় তেমনি এই উৎসব ইহুদি বছরকে উজ্জ্বল করে তোলে। ইয়াঙ্কেল ডেভিডোভিটযের বাড়িতে চাঙা হয়ে উঠেছে উচ্ছ্বলতা। আভেনে বাদামী রঙ ধারণ করছে কুগেল, চকচকে মেনোরাহ্ দাঁড়িয়ে আছে টেবিলে। স্ত্রী আর মা মেয়ের ঘেরাওয়ের মধ্য পরিবার-প্রধান মোমবাতি জ্বালল। মেনোরাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে বেড়ে ওঠা অগ্নিশিখার দিকে তাকাল ইয়াঙ্কেল যতক্ষণ না ওটা থেকে ধোঁয়া বেরুনো বন্ধ হচ্ছে, তারপর রিভকার দিকে ফিরল ও। 'সময় হয়েছে,' বলল সে, 'মেন্ডেল ক্রিয়েস্কি আর তোমার ব্যাপারে কথা বলার।' কান খাড়া করে ফেলল রিভকা। তার ভাবনা সত্যি হয়ে থাকলে কোটয্কের সবাই গত দুমাস ধরে যে কথা শোনার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছে অবশেষে সেকথা শুনবে ও।

'আমি আর শ্লোইম ক্রিয়েস্কি রেবের ওখানে থাকতে,' শুরু করল ইয়াঙ্কেল, লাফাতে থাকা মোমবাতির শিখার দিকে চলে গেল তার চোখ। মাথা নেড়ে টেবিলের মাথার কাছের চেয়ারে বসে পড়ল ও। আটজন মেয়ে সম্মানের সঙ্গে অনুসরণ করল তাকে।

'নিজেদের একটা রুমে আবিষ্কার করলাম আমরা যেখানে বই টাল দিয়ে রাখা। টেবিলের ওপর, চেয়ারে, মেঝেয়। দেয়াল বরাবর রাখা বুককেসগুলো ছাদ ছুঁয়েছে সোজা। বই, পত্রিকা, যেদিকেই তাকাও না কেন। রেব দুটো চেয়ার খালি করে আমাদের বসার আমন্ত্রণ জানাল; তারপর আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল সে। ওর পেছনে একটা অয়েল ল্যাম্প ছিল। আলোটা যেন টালিদ-এর মত ঘিরে ধরেছিল

BanglaBook.org

তাকে। "তাহলে উৎস খুঁজতে এসেছ তোমরা?" খানিকটা অপরাধীর মত মাথা দোলাল শ্লোইম। রুমের ভেতরটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার অবিরাম খিস্তি খেউর বন্ধ হয়ে গেছে। "বেশ, তাহলে," বলল রেব, "এইটাই উৎস।"'

রিভকার দিকে তাকাল ইয়াঙ্কেল।

'দুজন মানুষের প্রেমে বাধা দেয়া যায় না, রিভকা। এমনকি আমি আর শ্লোইম যদি রেবের সঙ্গে দেখা নাও করতাম, মেন্ডেল ক্রিয়েস্কি আর তোমাকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হত। এমনকি মাত্র একটা গরুর গরীব মালিক আর গন্ধঅলা চামড়ার ব্যবসায়ীও এটুকু বোঝে।'

চোখজোড়া বড় বড় করে তাকাল রিভকা।

'রেব যা বলেছে তার সঙ্গে তোমাদের দুজনের কিংবা শ্লোইম আর আমার মধ্যকার অর্থহীন নীরবতার কিংবা অন্য কোনও মামুলি বিষয়েরও সম্পর্ক নেই। "একটা মানুষকে দশ বছরের নীরবতা থেকে টেনে বের করার অবিধার," বলল রেব, "কোত্থেকে পেয়েছ তোমরা?" আমরা মাথা নোয়ালাম। গলা পরিষ্কার করে নিল শ্লোইম। "তুমি এখনও আমাদের রেব," বলল সে। মাথা নাড়ল মেনাচেম মেন্ডেল। "দশ বছর ধরে তোমাদের রেব নই আমি। রেব একজন শিক্ষক, সাধু নয়। তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি একটা পাঁঠা।" নিশ্চয়ই তাল হারিয়ে ফেলেছে, ভাবলাম আমি। সে বলল, "তোমরা কি পবিত্র পাঁঠার গল্পটা জান?" মাথা দোলালাম আমরা।

ইয়াঙ্কেল তার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকা আটটা চেহারার দিকে পালা করে তাকাল, উত্তেজনায় চকচক করছে ওগুলো। 'গল্পটা তোমরাও জান। এক বুড়ো এক শীতের রাতে বাড়ির পথ ধরেছিল, তুষারপাত হচ্ছিল তখন, প্রবল হাওয়া বইছিল, রাস্তাঘাট বলতে গেছে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। টানা ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর দম নেয়ার জন্যে থামল সে। কাঁধের ওপর রাখা ব্যাগটা হাতড়াতে গিয়ে বুঝতে পরল টোব্যাকোবক্সটা হারিয়ে ফেলেছে। চুল ধরে টানাটানি শুরু করে দিল সে, বুকে চাপড় মারতে লাগল। হায় হায়, চেঁচিয়ে উঠল সে, আমার টোব্যাকোবক্স! এইখানে তুষারে পথ হারিয়ে ফেলেছি আমি, এখন আবার আমার টোব্যাকোবক্সটাও নেই হয়ে গেছে! মাথা নাড়তে নাড়তে তুষারের ওপর লুটিয়ে পড়ল সে। মৃত্যু নিকটবর্তী টের পেয়ে লুটিয়ে পড়া ক্লান্ত ঘোড়ার মত দুহাতে মাথা রেখে বসে রইল। আচমকা দূরাগত ভারী গুমগুম শব্দ শুনতে পেল সে, খোদ পৃথিবীটাই কাঁপছে যেন। গাছপালা কাঁপতে লাগল, উঁচু ডালের তুষার কাঁপতে লাগল, শব্দে ভরে উঠল রাতের অন্ধকার। চোখ তুলে তাকিয়ে বুড়ো দেখল তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে পবিত্র পাঁঠা। বিরাট। এত বড় পাঁঠা জীবনে দেখে নি সে। ওটার বাঁকানো কালো শিঙজোড়া তারা স্পর্শ করেছে। লোকটা দুহাতে চোখ ঢেকে প্রার্থনা শুরু করে দিল। কিন্তু পবিত্র পাঁঠা মাথা নুইয়ে বলল: নতুন একটা টোব্যাকোবক্সের জন্যে তোমার দরকার মত আমার শিঙ কেটে নাও। বিস্ময়ে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো তার ছুরি বের

BanglaBook.org

করে বিরাট শিঙ থেকে একটা টুকরো কেটে নিল। জানোয়ারটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাকি পথ দৌড়ে বাড়ি পৌঁছে গেল সে। অবশ্যই ওর কথা বিশ্বাস করল না কেউ, কিন্তু তখন থেকেই টোব্যাকোবক্সটা সে খুললেই লোকজন তাকে ঘিরে ধরে চেঁচিয়ে উঠত: আরে তামাকের গন্ধটা দারুণ না! ওটা পেলে কোথায় শুনি?'

শূন্যে নজর চালাল ইয়াঙ্কেল। 'গল্পের বাকিটুকু জানা ছিল আমার আর শ্লোইমের: কিছুদিন পর সবাই টোব্যাকোবক্সের জন্যে শিঙের টুকরো পেতে পাঁঠার কাছে যেতে শুরু করল, যতক্ষণ না পাঁঠা শিঙবিহীন অবস্থায় পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হল। কিন্তু মেনাচেম মেন্ডেল বলল: "আমিই সেই পাঠা। তোমরা টোব্যাকোবক্স বানাবার জন্যে আমার শিঙ কেটে নিয়েছ, ওই বাক্সের তামাক আমাকে দেখা সেই প্রথম লোকটার তামাকের মতই দারুণ গন্ধ ছড়াবে। কিন্তু কেউ কি কখনও জানতে চেয়েছে গন্ধটা কোত্থেকে আসছে? কেউ না। তোমরা খোঁজ কর, শিকার কর, পরীক্ষা কর। তোমরা ভাব: পাঁঠা খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই কষ্ট সইতে হবে। কিংবা: খুবই বিনয়ী হতে হবে। কিংবা তোমরা পাঁঠার সমস্ত কথা, সমস্ত নড়াচড়া অর্থ বের কর আর ভাব: জগৎ সামগ্রিক, একটা আরেকটার সঙ্গে সম্পর্কিত, অথবা তোমরা ভাব যে পাঁঠার দর্শনলাভ বিরল ভাগ্যের ব্যাপার। সবই বাজে কথা। আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি: গন্ধটা আসছে কোত্থেকে, কিসের তৈরি ওটা?" আমি আর শ্লোইম কাঁধ ঝাকালাম। "আমি বলছি তোমাদের," বলল রেব। "গন্ধটা পাঁঠার শরীর থেকে আসে না, ওটার শিঙ থেকে আসে না, পাঁঠার সঙ্গে বুড়ো মানুষটার সাক্ষাতের সঙ্গে এর কোনওই সম্পর্ক নেই। গন্ধটা আমাদের ভেতরে, আমরা যেমন সেরকম গন্ধই ছড়ায়।" মাথা নাড়ল শ্লোইম। "বুঝতে পারলাম না আমি," বলল সে, "আমাদের কেন অমন গন্ধ বের হয় না, কিংবা– তারপর আমার দিকে তাকাল সে, "কেন কারও শরীর থেকে পচা চামড়ার গন্ধ ছাড়া অন্য কোনও গন্ধ বেরোয় না?" বড়সড় একটা টেবিলের পেছনের একটা চেয়ার থেকে বইয়ের একটা স্তূপ ওঠাল রেব, মেঝেয় নামিয়ে রাখল ওগুলো। বসে অয়েল ল্যাম্পের আলোর দিকে তাকাল সে। "তার একমাত্র কারণ, শ্লোইম, আমরা শুধু গন্ধ পাই বলে ভাবি। আমরা কোনও চামড়া ব্যবসায়ীর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় কিসের গন্ধ পাই? শুয়োরের পেশাব, গাছের বাকল, পচা চামড়ার গন্ধ। শ্লোইম ক্রিয়েস্কির কাছে গেলেও একই গন্ধ পাই আমরা, কারণ সে আর তার বাবা আর তার বাবার বাবা, শুয়োরের পেশাব, গাছের বাকল আর পচতে থাকা চামড়ার গন্ধের ভেতর জীবন কাটিয়েছে, কিন্তু আমরা কি শ্লোইমের গন্ধ পাই? আমরা কি ওর যাপিত জীবনের গন্ধ পাই? ওর আত্মার গন্ধ পাই কি আমরা? না, আমরা কেবল ওর চারপাশের যা আছে, ও যা হাতে ধরে থাকে, উঠায়ে ও যেসব জিনিস ছড়িয়ে রাখে সেসবের গন্ধ পাই। স্বয়ং শ্লোইমের গন্ধ, যা স্বর্গীয় আর দারুচিনির মত সুবাসিত, ঢেকে থাকে আমাদের দিকে ধেয়ে আসা ভিন্ন জিনিসে। আর আমরা তাকে মেনে নিই, ঠিক যেমনটা মেনে নিই চোখের সামনে জগতের ঘূর্ণন, কিন্তু আসলে যা

BanglaBook.org

দেখতে পাই না। ঠিক যেমন আমরা প্রত্যেকটা বিচ্ছিন্ন চিৎকার কানখাড়া করে শোনার প্রয়াস পাই, আসলে শুনতে পাই না।" সোজা সামনে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করল রেব। "গোপন কথাটা হল," বলল সে, "গন্ধ শোঁকা নয়, শোনা নয়, দেখা নয়, এবং তারপর যখন মনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তখন হৃদয় উন্মুক্ত করে জগৎকে নতুন করে নেয়া, নতুন করে দেখা, নতুন করে শোনা, নতুন করে গন্ধ নেয়া।"'

রিভকার দিকে তাকাল ইয়াঙ্কেল। বড় করে ঢোক গিলল মেয়েটা।

'রিভকা,' বলল সে, 'দেখে যেমন মনে হয় কাউকে সে নামে কখনও ডাকবে না। তার আসল কণ্ঠস্বর শোনার চেষ্টা করবে, আসল গন্ধ নেবে, আসল চেহারা দেখবে।'

মাথা দোলাল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, আরেকটা কথা,' স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল ইয়াঙ্কেল, 'কুগেল পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# কে ওখানে?

জেগে উঠলাম যখন, আগুনটা নিভে গিয়ে জ্বলন্ত কয়লার স্তূপে পরিণত হয়েছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে অবশিষ্টাংশের ওপর কাঠ চাপতে শুরু করলাম। হার্থের তলায় লাল গনগনে কয়লায় এখনও প্রচুর তাপ রয়ে গেছে। কাঠের নতুন স্তূপের ভেতর থেকে আভা বের করে আনছে চিমনি, পাঁচ মিনিট বাদে আরও একবার দাউদাউ করে জ্বলন্ত আগুনের আলোয় লাল হয়ে উঠল রুমটা। আগুনটাকে নিচু করে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু টানটা এত প্রবল যে সামান্য উস্কানিতেই চিমনির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে আগুনের লকলকে শিখা। হলে এখনও আওয়াজ করছে দরজার কবাট। কাঠের বড় বড় কয়েকটা টুকরো তুলে নিয়ে দরজাটা ভাল করে আটকানোর জন্যে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এলাম। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বন্ধ শাটার আর টানানো পর্দার কারণে গাঢ় হয়ে আছে লাইব্রেরির আধো অন্ধকার, ফলে বাইরে কতটা অন্ধকার আন্দাজ করতে পারি নি আমি। এখানে হলে দরজার মাথার ওপরের জানালার ওধারে আকাশ কালচে-ধূসর রূপ নিয়েছে। অশুভ, ভোঁতা গর্জন প্রতিধ্বনি তুলছে। খুব কাছাকাছি থাকায় মনে হল বুঝি খোদ বাতাসের হাতের মুঠি আছে, আর দরজায় আঘাত হানছে, ভেতরে ঢুকতে দেয়ার দাবী জানাচ্ছে। কেন জানি না, চোখ তুলে ব্যারিকেডের দিকে তাকালাম আমি। কোনও কিছু, স্বচ্ছ কোনও প্রেতাত্মা, ছেঁড়াফাটা রোব পরা কোনও বুনো অপচ্ছায়ার মাথাভর্তি লম্বা কালো চুল দেখব বলে মনে করি নি। তারপরও দোতলার দিকে আকৃষ্ট হল আমার দৃষ্টি। তারপরই একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। অনেক দূর থেকে আসছে শব্দটা, চাপা। এমন একটা কণ্ঠস্বর যার চিৎকার করার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে, অথচ তারপরও চিৎকার করছে। সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেললাম আমি, দরজার দিকে দৌড়ে গিয়ে চাবি ঘোরালাম।

ঘূর্ণিহাওয়া তুষার আর ঠাণ্ডা ধেয়ে এল ভেতরে, আমার হাত থেকে আলগা করে ফেলল দরজার নব। পেছন দিকে ধাক্কা খেলাম আমি। হিমশীতল হাওয়া টান বসাল আমার কাপড়-চোপড়ে, মাথার চারপাশে ঘুরতে লাগল তুষার কণা; বাতাসের গর্জন, আর্তনাদ আর শোঁ-শোঁ আর বিলাপ ছাড়া আর কিছুই কানে এল না আমার। ঠিক যখন দরজার পেছনে পা এনে কবাট আটকাতে যাব, একটা কালো ছায়া ঢুকে পড়ল ভেতরে।

BanglaBook.org

লুটিয়ে পড়া পাখির মত মার্বল-ফ্লোরে পড়ে আছে নিনা। নড়ছে না ও। ওর ঠোঁটজোড়ায় নীল ভাব আর ওর চেহারা জ্যাকেট আর পায়ে জমে থাকা তুষারের মতই শাদা। পায়ে জুতো নেই ওর, গোড়ালির সঙ্গে ঝুলছে ছেঁড়াখোঁড়া মোজা। ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে লাইব্রেরিতে নিয়ে এলাম আমি, হার্থের সামনে আর্মচেয়ারে নামিয়ে রাখলাম। তারপর দৌড়ে হান্টিং রুমে চলে এলাম। এখানে, বড় লিনেন কাবার্ডে ঠাণ্ডা হিমরাতে বাইরে বসে থাকার সময় আঙ্কল হারম্যান যে স্লিপিং ব্যাগে গা মুড়ে রাখত সেটার খোঁজ পেলাম। মথবলের গন্ধ বের হচ্ছে ওটা থেকে। ফের লাইব্রেরিতে এসে নিনার গা থেকে কোট খুলে নিলাম আমি, ওকে পালকের খামে ঢুকিয়ে দিলাম। নড়ে নি ও, এমনকি কেঁপেও উঠল না। আরও কাঠ আগুনে ছুঁড়ে দিলাম আমি, একটা মোমবাতি তুলে নিয়ে ছুটে গেলাম কিচেনে। ওখানে বাইরের দরজাটা ঠেলা মেরে খুলে পারকুলেটরটা ভরে নিলাম তুষারে, স্টোভের ওপর চাপিয়ে দিলাম ওটা তারপর। পানি টগবগ করে ফুটতে শুরু করলে জানালা দিয়ে বাইরে নজর চালালাম। মাঝেমাঝে বিরামহীন তুফানে সাময়িক বিরতি পড়ছে, চাঁদের আলোয় বাগানটাকে নীলাভ ঝলক মারতে দেখা যাচ্ছে তখন। কিন্তু তারপরই আবার খাবলে তুষার তুলে নিচ্ছে দমকা বাতাস, ছুড়ে দিচ্ছে কিচেনের দিকে, লনের ওপরের কৃষ্ণ গর্তটা শাদা হয়ে যাচ্ছে। সিঙ্কের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে অন্ধকারে চোখ চালালাম আমি। জানালার নিচে আর গার্ডেন-হাউসের গায়ে জমা তুষার অন্তত তিনফুট উঁচু হয়ে গেছে এতক্ষণে।

পারকুলেটরের পানি বাদামি হয়ে এল। মাগ, চামচ, চিনি বের করলাম আমি, তারপর চলে এলাম হান্টিং রুমে। কাবার্ডে আঙ্কল হারম্যানের পোশাকগুলো চমৎকারভাবে গোছানো, এমন কারও অপেক্ষা করছে যে আর কোনওদিনই ফিরে আসবে না। একটা করডুরয় ট্রাউজার্স, একটা জ্যাকেট, ভারী উলের মোজা, আর একটা জাম্পার বেছে নিলাম আমি। তারপর কাপড়গুলো বগলদাবা করে গরম কফির মাগগুলো হাতে নিয়ে লাইব্রেরিতে ফিরে এলাম। কেবিনেটে, আঙ্কল হারম্যান যেখানে লিকার রাখত, এক বোতল আইরিশ হুইস্কি পেলাম। কফিতে বেশ অনেকখানি ঢেলে দিলাম। আগুনের পাশের চেয়ারে বসে আছে নিনা, চিবুক পর্যন্ত তুলে দিয়েছে স্লিপিং ব্যাগটা। ওর চোখজোড়া খোলা, সশব্দে বাড়ি খাচ্ছে দাঁতের পাটি। মাগটা ওর মুখের কাছে ধরে চুমুক দিতে সাহায্য করলাম।

ও হাজির হওয়ার পর চিন্তা করার ফুরসত পাই নি বললেই হয়। এবার প্রথম প্রশ্নগুলো বেরিয়ে আসতে শুরু করল। কীভাবে, কেন? যদি আমি শুনতে না পেতাম কী অবস্থা হত ওর? টেবিলের ওপর আমার আধ-খাওয়া খাবারের পাশে কফির মাগটা নামিয়ে রেখে ভাল করে তাকালাম ওর দিকে।

'ঠাণ্ডা। আমি। ভেবেছিলাম। আমি। মারা যাচ্ছি,' বলল ও।

ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলাম আমি, স্লিপিং ব্যাগের যিপার খুলে ওর পাজোড়া নিজের দিকে টেনে বের করলাম। 'এই মোজাগুলো খুলে ফেলতে হবে।'

BanglaBook.org

শিথিল অসাড় অর্ধবৃত্তের আকারে ওর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে আছে, চোখের পাতার জ্বলজ্বলে সবুজের মাঝে চোখের তারাগুলো যেন গভীর গর্ত।

আমি ওর স্কার্টের নিচে হাত গলিয়ে প্যান্টিহোস ধরে এমন জোরে টান লাগালাম যে চেয়ার থেকে পিছলে পড়ে যাবার অবস্থা হল ওর। দুর্বলভাবে পা চালাল ও, নড়েচড়ে আবার চেয়ারে ঠিক হয়ে বসল।

'নিজে নিজে এগুলো পড়তে পারবে তুমি?' বললাম আমি। আঙ্কল হারম্যানের কাপড়গুলো বাড়িয়ে ধরলাম।

'হ্যাঁ,' বলল ও। 'হ্যাঁ।' কাঁপতে কাঁপতে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। ট্রাউজার্স পরে টেনে ওপরে ওঠাল।

'শার্টটা বরং খুলে ফেল।'

মাথা দোলাল ও।

'কোটটাও।'

পোশাক-আশাক পাল্টে টাটকা কফি আর হুইস্কির মাগ হাতে ও আবার চেয়ারে বসার পর ওর পাজোড়া ধরলাম আমি। ওর ডান পাটা আমার জাম্পারের নিচে নগ্ন চামড়ার ওপর চেপে ধরলাম, মালিশ করতে শুরু করলাম বাম পাটা। যেন বরফের একটা ব্লক মালিশ করছি। আমার জাম্পারের নিচের পা-টা এত বেশি ঠাণ্ডা যে মনে হল আমার চামড়া পুড়ে যাবে। মাথা পেছনে এলিয়ে দিল নিনা, চোখ বন্ধ করল।

খানিক বাদে ওকে চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করলাম আমি, ওর জায়গা দখল করলাম। ওকে টেনে নিজের কোলে বসিয়ে স্লিপিং ব্যাগটা দুজনের পায়ের ওপর টেনে নিলাম, শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। ঠাণ্ডা, অসাড়, কোনও ম্যানিকুইনের মত আমার কোলে বসে রইল ও। ওর দেহ উষ্ণতা ফিরে পেল যখন, আর হুইস্কির প্রভাব কাজ করতে শুরু করার পর শিথিল হয়ে এল ওর শরীর।

ওর গালে রঙ ফিরে আসতে আসতে আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। স্বেদবিন্দু জমে উঠল ওর কপালে, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়া থেমে গেছে। স্লিপিং ব্যাগ থেকে ওর গায়ের সুবাস উঠে আসছে। ভেজা চুল শুকাতে শুরু করেছে, গাঢ়, ভেজা গোছাগুলো ক্রমশ হালকা হয়ে এল। নড়েচড়ে ওর নিচ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি, আবার স্লিপিং ব্যাগে মুড়ে দিলাম ওকে, আগুন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তারপর। গর্ব করার মত একটা আগুন, বড় বড় কাঠের টুকরো পুড়ে চলেছে একটানা, তীব্র তাপ বিলোচ্ছে। লাইব্রেরির হার্থের কমলা-লাল আভায় কালো ছায়ারা নাচছে।

'কী আছে এতে?' ওকে টাটকা কফি এনে দিয়ে ওর পাশের চেয়ারে বসার পর জানতে চাইল ও।

'আমারটায় কফি; তোমারটায় কফি আর হুইস্কি।'

ঝিম ধরা হাসি দিল ও। ওর গালদুটো এখন চকচক করছে, চোখজোড়া কিঞ্চিৎ ভেজা ভেজা; চিকচিক করছে ওগুলো। 'পারব না', বলল ও। 'মাতাল হয়ে যাব।'

BanglaBook.org

আমার চেয়ারের পাশ থেকে প্লেটটা তুলে নিলাম আমি, ওর জন্যে কয়েকটা ক্র্যাকার আর পনির সাজিয়ে দিলাম। দীর্ঘ সময় অভূক্ত কারও মত গ্রোগ্রাসে ওগুলো খেয়ে ফেলল ও।

'ভেবেছিলাম আমাকে রেপ করতে যাচ্ছ বুঝি,' মুখভর্তি খাবার নিয়ে বলল ও।

জ্যাকেট পকেট থেকে সিগারেট বের করে দুঠোঁটের মাঝখানে ঝোলালাম একটা। 'আমি সব সময়ই আমার শিকারকে উষ্ণ হয়ে ওঠার সুযোগ দিই। আমি নেক্রোফিলিয়াক নই।'

'একটা সিগারেট। সিগারেট না খেলে চলছে না।'

বিচলিত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর, অ্যালকোহল ওকে নিয়ন্ত্রণের নোঙর থেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। আমার দিকে ঝুঁকে এল ও, মুখের দিকে তাকাল। একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলাম ওকে, আমার চোখের ওপর স্থির হওয়ার প্রয়াসরত তীক্ষ্ণ কালো চোখের তারাগুলোকে এড়িয়ে গেলাম। ফাটা চামড়ার ওপর আবার এলিয়ে পড়ল ও, ধোঁয়া ওগড়াল।

'কেন ফিরে এলে তুমি?'

যেন আমার প্রশ্নের মানে ধরতে পারে নি ও। ডানহাত তুলে সিগারেটে টান দিল। নিজেকে ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে ফেলে মাথা নাড়ল। সারা শরীরে একটা কাঁপুনি বয়ে গেল ওর। 'পাহাড়ের প্রায় নিচে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি। একটা তুষার-প্রাচীরে ঢুকে পড়েছিলাম।'

'হেঁটে উঠে এসেছ? গোটা পথ, একেবারে চূড়া অবধি?'

ঘড়ির দিকে তাকাল ও। 'আটটা বেজে গেছে?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'গাড়ি চালিয়ে চলে গিয়েছিলাম আর তারপর... কি বলবে একে... পায়ে হেঁটে আবার ফিরে এসেছি। এত... দেরি হবার তো কথা নয়।'

'এখানে আসতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লেগেছে তোমার।'

পিছলে মেঝেয় পড়ে যাওয়া স্লিপিং ব্যাগটা তুলল ও, জড়িয়ে নল চারপাশে। 'আরও কম। প্রথমে গাড়িটা ঘোরানোর চেষ্টা করেছি আমি। অন্তত আধা ঘণ্টা ধরে এঞ্জিন চালিয়েছি, কিন্তু ওটাকে তুষারের ভেতর থেকে বের করে আনতে পারি নি।' সোজা সামনের দিকে তাকাল ও। অগ্নিশিখার আলোয় আভা বিলোচ্ছে ওর মাথার চুল। 'প্রথমে নড়ে উঠলেও আবার আটকা পড়ে গেল ওটা। কিছুক্ষণ গাড়ির ভেতরেই বসে রইলাম আমি, এঞ্জিন চালু ছিল তখনও। গরম থাকার জন্যে। কিন্তু তারপর বেরিয়ে এসে ফিরতি পথ ধরেছি। বারবার পড়ে যাচ্ছিলাম। সারাক্ষণ। এত জোরে বাতাস বইছিল যে গাছপালার ভেতর থাকতে বাধ্য হয়েছি আমি। পথ হারিয়ে ফেললে জমে মরে যাব ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম।' সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে এমনভাবে ধোঁয়া টেনে নিল যেন খাঁটি অক্সিজেন। তুষারঢাকা পথে ওর যাত্রা স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি। আলো ক্রমশ গোধূলির অন্ধকারে রূপ নিচ্ছে, পথের

BanglaBook.org

দুপাশের গাছের দেয়াল আর তুষার ঝড়ের শীতল ঘূর্ণি। আমাকে ওই যাত্রার ফলাফল সম্পর্কে বাজি ধরতে হলে কখনওই ওর পক্ষে টাকা রাখতাম না আমি।

'আর তারপর এখানে পৌঁছলাম আমি, সত্যিকার অর্থেই বাড়ি মারতে থাকলাম দরজার গায়ে, কিন্তু তুমি খোল নি!'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

মাথা নাড়ল ও। 'আরেকটা সিগারেট পাওয়া যাবে?'

জ্যাকেট হাতড়ে হাতড়ে আরেকটা সিগারেট খুঁজে বের করলাম আমি। 'এগুলো হিসাব করে খেতে হবে আমাদের। বিশটা বাকি আছে আর। যার মানে দিনে পাঁচটা খেতে পারব না আমরা।'

'তুমি জান, এমনিতে আমি সিগারেট খাই না।'

'এমনিতে... ' ওকে একটা সিগারেট দিয়ে ধরিয়ে দিলাম। ড্রিঙ্ক করতে করতে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

'পাঁচটা। পাঁচটা বলে কি বোঝাতে চাইছ? আমরা এখানে পাঁচদিন থাকতে যাচ্ছি বলে মনে করছ তুমি?'

মাথা দোলালাম। 'সম্ভবত। অন্ততপক্ষে তিনদিন। আজ বিকেলে রেডিওতে শুনেছি কথাটা। মামুলি তুষার ঝড় নয় এটা, জাতীয় বিপর্যয়। গোটা গ্রাম সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। লোকজন তাদের গাড়ি, উইকএন্ড কটেজ আর সার্ভিস স্টেশনে আটকা পড়ে গেছে। স্নোপ্লাউগুলো এত আগে পাহাড় বেয়ে আসবে না। আদৌ যদি আসে কখনও। আমাদের এখানে থাকার কথা কেউ জানে না। পাঁচ বছর ধরে, পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে খালি পড়ে আছে এ-বাড়ি। কেন খোঁজই বা করতে যাবে ওরা। এত জায়গা থাকতে এখানেই বা কেন?'

'তাহলে...

'তাহলে আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা করতে হবে। আর রেশন। আর প্লট। আর...

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

'যতক্ষণ এখানে আছি আমরা আর এমন ঠাণ্ডা বজায় থাকছে আমাদেরকে কাঠ যোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে।' উঠে দাঁড়ালাম আমি, হার্থে ব্লুই-টুয়েন্টি ফিফ্থ-এর আরেকটা টুকরা ছুড়ে দিলাম আগুনে। 'অবকাশের উল্টো ব্যাপার হতে যাচ্ছে।'

'কেন,' বলল নিনা, 'আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তোমার খারাপ লাগছে না?

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি, বোতলটা তুলে নিয়ে আমাদের গ্লাসগুলো ভরে নিলাম। একটা চকচকে গাঢ় বাদামী চেয়ারের পায়া চাটছে আগুনের জিহ্বা, মনে হচ্ছে বুঝি এই প্রতিমা বিরোধিতা নিয়ে, আঙ্কল হারম্যানের 'পারিবারিক উত্তরাধিকারের' বহ্নি উৎসবের বিরুদ্ধে রসিকতা করছে আমার সঙ্গে। আগুন থেকে মৃদু হিসহিস শব্দ ভেসে এল, জ্বলে উঠল কাঠটা।

BanglaBook.org

'এসো, একটা রফা করা যাক,' বললাম আমি, নাচতে থাকা আগুনের দিকে লেপ্টে আছে আমার চোখ। 'আজ বিকেলে বেরিয়ে যাবার কারণ বলবে তুমি আর আমি আঙ্কল হারম্যানের জীবনের আমার ভাষ্য বলব তোমাকে।'

চুপ করে রইল ও।

'কিংবা আগামী কটা দিন আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা না বলেই কাটিয়ে দিতে পারি।'

'তোমার ধারণা এখানে তামাশা করতে এসেছি আমি?'

'না, এখানে তামাশা করতে এসেছ বলে মনে হয় না আমার। সেজন্যে অন্য কোথাওই যেতে তুমি।'

হার্থের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়ার জোর চেষ্টা চালালাম, কিন্তু পারলাম না। আগুনের ঠিক কেন্দ্রে একটা গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। আমার চারপাশে রুমটা লাল হয়ে গেছে। রঙিন আভার ভেতর দিয়ে কালো একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে। সুড়ঙ্গ বরাবর তাকালাম আমি এবং দেখতে পেলাম, বেশ দূরে, কি যেন চকচক করে চলছে। একটা ফুটকির চেয়ে বড় নয়। সুড়ঙের দেয়ালটা আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে শুরু করল। লাল রঙটা মলিন হয়ে এল, দ্রুত থেকে দ্রুত বেগে ছুটছে দেয়ালগুলো, অবশেষে সরে গেল ওগুলো, এবং সুড়ঙের শেষমাথার আধো আলোর দিকে তাকিয়ে থাকার সময় একটা কিছু আকার নিতে শুরু করল। চোখ সরু করে একটু সামনে ঝুঁকলাম আমি। টের পেলাম আমার শরীরটা একপাশে সরতে শুরু করেছে, যেন আমার একটা অংশ পড়ে যেতে চাইছে আর একটা অংশ চাইছে না।

অবশেষে যখন চোখ তুলে তাকালাম, শূন্যে তাকিয়ে আছে নিনা। অ্যালাবাস্টার স্ট্যাচুর মত স্থির বসে আছে ও। পূর্ণ নৈ:শব্দ, এমনকি ওর চোখজোড়ার চিকচিক ভাবও উবে গেছে। অধূমপায়ীর মত আনাড়ি ঢঙে সিগারেটের ধোঁয়া ওগড়াচ্ছে ও।

'দুঃখ,' একবার বলেছিল যেনো, 'সবচেয়ে বিধ্বংসী মানবীয় আবেগ। তুমি তখনই দুঃখ বোধ কর যখন আর কিছু করার থাকে না। কোনও কিছু যদি আবার ঠিক করা যেত দুঃখের প্রশ্ন আসত না তাহলে। বিষাদ হতে পারে, বা অপরাধ বোধ। কিন্তু দুঃখ নয়, দুঃখ দিয়ে আমি বোঝাতে চাইছি ঘটনার অপরিবর্তনীয়তাকে নিয়ে শোক।'

আমি আমার মাগ তুলে নিলাম। কফির কালো আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চুমুক দেয়ার সময় সুড়ঙের ইমেজটা আবার ফিরে এল। কাপ নামিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস নিলাম। কফির গন্ধের সঙ্গে সুড়ঙের শেষ প্রান্তে কি আছে তার ভয়ের অনুভূতির মিলেমিশে গেল। সিগারেটের দিকে হাত বাড়ালাম আমি, প্যাক থেকে বের করে নিলাম একটা। ওটা ধরানোর জন্যে ছোট দেশলাইয়ের শিখাটা তুলে আনার সময় কাঁপতে থাকল আমার হাত। আমাকে দেখছিল নিনা। দেশলাই কাঠিটা নিভে যেতেই ওটা হার্থে ছুড়ে দিয়ে আরেকটা ধরালাম। নিনার দিকে তাকালাম। না, ওর দিকে নয়; ও যা তার দিকে।

'শোন,' বললাম আমি। 'যদি বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে, কাঠ যোগাড়ের সময় হয়েছে এখন। আমি যাচ্ছি, ওই ব্যারিকেডের অংশবিশেষ নামিয়ে আনছি।'

BanglaBook.org

'ব্যার–' সিঁড়ির মাথায় সেই আসবাবের স্তূপের কথা মনে পড়ল ওর। 'আমি এখান থেকে বেরুতে চাই,' বলল ও।

এরই মধ্যে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছি আমি। 'ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে, নিনা, যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে, বেশ কয়েক দিন সময় নিতে পারে।'

মৃদু গুঙিয়ে উঠল ও। 'এখানে ফোন নেই। গাড়ি আটকা পড়ে গেছে। কী আছে আমাদের হাতে?'

'কিছু না। পানি নেই, ইলেক্ট্রিসিটি নেই। এমনকি গ্যাস পর্যন্ত নেই। আমরা শীতকালের রবিনসন ক্রুসো।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, তখনও মেঝেয় পড়ে থাকা মোজাগুলো পরতে শুরু করল। 'জুতো হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

'কাল একটা ছাগল ধরে নতুন একজোড়া বানিয়ে দেব।

'খুবই মজার।'

আমি হাসলাম, 'আঙ্কল হারম্যান আমার একজোড়া হাইকিং বুট ব্যবহার করত। এখানে কোথাও আছে ওগুলো। তুমি দুজোড়া মোজা পরলে ওগুলো লেগে যাবে। ওর পাজোড়া খুব বেশি বড় ছিল না।'

'হলে তো কোনও বাতি নেই, তাই না? কোনও ফ্ল্যাশলাইট আছে?'

'আমার জানামতে নেই।'

'ঠিক কী কারণে ইলেক্ট্রিসিটি নেই এখানে?'

'বেশ কয়েক বছর আগে কাটিয়ে দিয়েছি আমি।'

মাথা নাড়ল নিনা। 'তুমি যদি এখানে নাই থাক, কিছু যদি ব্যবহার না করো, তাহলেও তো কোনও খরচও হয় না।'

চুপ করে রইলাম আমি। সহসা সেলারে দেখা ক্যালর গ্যাস বার্নারটার কথা মনে পড়ে গেল। খুব বেশি আলো দেবে না ওটা, কিন্তু মোমবাতির চেয়েও তো ভাল হবে। নিনা ওটা ধরে রাখলে আমি ব্যারিকেডের আলগা অংশ মুচড়ে বের করে নিচে ছুড়ে দিতে পারব।

'কোনও ল্যাম্প ফিক্সচার আছে?' আমার পরিকল্পনার কথা বলতেই জানতে চাইল ও। চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এল।

'কোনও কী?'

'ক্যাম্পিংয়ে গেলে এ ধরনের বার্নার ব্যবহার করা হয়। একটা ল্যাম্প-ফিক্সচার জুড়ে দিলেই ল্যান্টার্নের ব্যবস্থা হয়ে যায়।'

'জানি না। আমি দেখি নি কখনও।'

নিনা ক্যান্ডেলেব্রাটা তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করল। হলে আমরা মোট চারজন। আমাদের বাম দিকে সিঁড়ির গায়ে আর উঁচু শাদা দেয়ালে বিরাট বেখাপ্পা ছায়াগুলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। নিনা শিউরে উঠল, টের পেলাম। 'এটাকে সত্যিই পোড়ো বাড়ির মত লাগছে,' বলল ও, 'এখন শুধু আমাদের দরকার গোটা দুই জ্বলন্ত মশাল আর ভূতুড়ে অরগান মিউজিক।'

BanglaBook.org

'কিংবা ক্লজিটে একটা লাশ।'

'অ্যাই! চুপ করবে?'

'লাশকে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই কোনও,' বললাম আমি। 'জীবিতরাই অনেক বেশি খারাপ।'

'ঈশ্বর। তুমি আসলেই মানুষকে স্বস্তি দিতে জান, তাই না?'

গ্যাস ক্যানিস্টারের বাক্সে একটা প্রশস্ত গ্লাস টিউব আর এক ধরনের সলতে-অলা একটা বার্নারের খোঁজ পেল নিনা। 'এটাই,' বলল ও। 'এটা বোতলের সঙ্গে জুড়ে দাও, তারপর...

' আলো জ্বলে উঠবে।'

আমাকে একটু জরিপ করল ও, হেসে ফেলল তারপর।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে ল্যাম্পটা গ্যাস ক্যানিস্টারের সঙ্গে জুড়ে দিলাম। মোমবাতি উঁচু করে ধরে রেখে আমাকে নির্দেশনা দিল নিনা। ক্যানিস্টার সিঁড়ির ওপর রেখে গ্যাস ছেড়ে একটা দেশলাই ছোঁয়ালাম। জ্বলতে শুরু করল বার্নারটা, আমাদের চারপাশে চোখ ধাঁধানো শাদা আলো বিলোতে লাগল। 'কি আরামপ্রদ না,' বললাম আমি। 'হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল কেন ক্যাম্পিং কখনও ভাল লাগে নি আমার।' মোমবাতিগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ক্যান্ডেলেব্রা মেঝেয় নামিয়ে রাখল নিনা, তারপর আমাদের সদ্য বানানো ল্যান্টার্নটা তুলে নিল। আমি হাতিয়ার, কুড়াল আর ধারাল কাস্তেটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। সিলিং, উজ্জ্বল আলোকিত সিঁড়িঘর আর ব্যারিকেডের ফুটোর ওপর দিয়ে ভেসে চলল আমার ছায়া। নিনা যখন এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল, কালো অবয়বটা ছুটে গেল হলের এক পাশে।

'কি করতে যাচ্ছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মনে হয় বামদিকে যাওয়া উচিত আমাদের।'

'বাম দিকে কী?'

'দুটো বেডরুম, দুটো বাথরুম। আমার বেডরুম আর বাথরুম।' চেয়ার আর টেবিলের স্তূপের দিকে তাকালাম আমি। 'আর ওটা।'

'খুব বেশি কাঠ নেই,' বলল ও।

'না। বেডরুমের ওপর ভরসা করছি আমি। যদি একটা রুমেও যেতে পারি আর একটা খাট কাটা যায়...

'কাঠ যোগাড় করার আর কোনও উপায় নেই? এত সুন্দর সব জিনিস ছিল এখানে। এগুলোর কিছুই কি বাঁচাতে পারি না আমরা?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। এখানে বড্ড ঠাণ্ডা। আগে আমাদের নিজেদের কথা চিন্তা করতে হবে। ওই চমৎকার জিনিসগুলো নিচের তলায় নামাতে শুরু করলে আগুনটা আর জ্বালিয়ে রাখা যাবে না। আর একমাত্র উপায় হচ্ছে লাইব্রেরিটা পুড়িয়ে দেয়া।'

আমার দিকে তাকাল নিনা। 'আঙ্কল হারম্যানের লাইব্রেরি।'

BanglaBook.org

'এবং আমার,' বললাম আমি। 'এবং যেনোর।'

অন্ধকার হয়ে গেল ওর চেহারা।

আগে বেড়ে বেডরুমগুলো পথ আটকে রাখা স্তূপ থেকে একটা চেয়ার টেনে নিলাম আমি। ল্যান্টার্ন হাতে আমার পেছন পেছন এল নিনা। আমাদের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে ছায়াগুলো, চেয়ার, কাবার্ড আর অন্যান্য ফার্নিচারের ফাঁকে ফাঁকে কালো কালো ছোপ লাফিয়ে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ও আমার পাশে দাঁড়ানোর পর একটা চেয়ার উঁচু করলাম আমি, সরু পায়ার ওপর একটা ভঙুর জিনিস। নিচে ছুড়ে দিলাম ওটা। মার্বল সিঁড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হল ওটার, নিচের অন্ধকারে থেকে কাঠ ভেঙে চুরমার হওয়ার শব্দ ভেসে এল।

'কী ওটা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল নিনা।

দূর থেকে ক্ষীণ খসখসানি শব্দ ভেসে আসছে। 'একটা প্রতিধ্বনি,' বললাম আমি, 'প্রতিধ্বনিটা হল...

আরও কাছে এল খসখস শব্দটা।

*'কে ওখানে?'*

আমরা দুজনই ঝুপ করে বসে পড়লাম। ল্যান্টার্নটা শব্দ তুলে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। আকস্মিক অন্ধকারে দ্বিতীয় বারের মত কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেলাম, অন্ধকার আর দূরবর্তী কোনও গভীরতা থেকে আসা কণ্ঠস্বর।

'কে?'

সাগরের মত গমগমে শব্দ।

*'নাথান ?'*

আমার মাথার ভেতর হৃৎপিণ্ডটা বিস্ফোরিত হল। পাক খেয়ে উঠে সিঁড়ির ওপরের শূন্যতায় পা রাখলাম। পড়ে যেতে শুরু করলাম আমি, ধরার জন্যে একটা কিছু খুঁজল আমার ডানহাত। ফাঁকায় হাতড়াল আমার আঙুলগুলো, একসময় যেখানে সাইডবোর্ড ছিল কিন্তু কিছুই পেল না। তারপর নিনার হাত পেলাম আমি। আমার শার্টের হাতা জাপ্টে ধরে টেনে তুলল ও আমাকে।

*'কে ওখানে?'*

নিনার চুলের গন্ধ পাচ্ছিলাম আমি। দারুচিনি, ভাবলাম।

'নাথান, ঈশ্বরের দোহাই... কি...

*'কে ?'*

'কী?' চেঁচালাম আমি।

*'নাথান?'*

পড়ে যাবার সময় কানে যেমন বাতাসের শব্দ পাওয়া তেমনি গমগমে শব্দ আর...

পাশে নিনা কাঁপছে, বুঝতে পারছি আমি। 'যেনোর?'

*'কে ওখানে?'*

'আমি স্বস্তি বোধ করলাম। ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখলাম। 'শোন,' বললাম।

BanglaBook.org

'*কে ?*'

'একটা টেপ,' বললাম আমি।

খসখসানি।

'*নাথান ?*'

'একটা... ঈশ্বর... একটা... টেপ। যেনো।' সজোরে শ্বাস টানছে নিনা, ঘনঘন। আমার জ্যাকেট ছেড়ে দিয়ে পেছনে হেলল ও। কাঠের ভোঁতা গোঙানি শুনতে পেলাম।

'*কে ওখানে?*'

উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। বেশ খানিকক্ষণ পর খুঁজে পেলাম বার্নারটা: হিম মার্বলের ওপর হাতড়াতে হল, বেরিয়ে যাওয়া গ্যাসের শব্দ শুনতে হল। বাল্ব বন্ধ করে ল্যান্টার্নটা পরখ করলাম– কাঁচ ফেটে গেছে, ট্যাঙ্ক ট্যাপ খেয়ে গেছে। সরু করে গ্যাস বের হতে দিয়ে দেশলাই জ্বালালাম আমি। জ্বলে উঠল শাদা আলো। আমার মাথার বেশ ওপরে এখনও বিকৃত কণ্ঠে ভাঙাভাঙা বাক্যগুলো উচ্চারিত হতে শুনতে পেলাম, *কে ওখানে*। *কে*। *নাথান*।

নিনার কাছে যখন ফিরে গেলাম, ওর নাকের পাশে অশ্রুর একটা চকচকে শামুকের চলার পথের মত রেখা দেখতে পেলাম। ওর বাহুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি, কিন্তু সরে গেল ও। লম্বা, ঋজু দেখাল ওর পিঠ। ল্যান্টার্ন নামিয়ে রেখে হিংস্র ভঙ্গিতে টেবিল চেয়ার নিচে ছুড়ে ফেলতে শুরু করলাম আমি।

আধ-ঘণ্টা ধরে, পৌনে এক ঘণ্টা ধরে কাজটা করে চললাম এবং পুরো সময়টা অন্য জগৎ থেকে উচ্চারিত যেনোর প্রশ্নগুলো শুনে গেলাম। কাঠ ভাঙার শব্দে কণ্ঠস্বরটা যদি খানিক পর পর চাপা না পড়ত আমি হয়ত পালিয়ে যেতাম কিংবা অন্ধ আক্রোশে কুড়ালটা আঁকড়ে ধরে চেয়ারের পায়া আর হাতলের জটলায় ঝাঁপিয়ে পড়তাম। টেপ রেকর্ডারটা না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত পাগলের মত কুপিয়ে যেতাম।

আমরা আবার যখন লাইব্রেরিতে ফিরে এলাম– কিচেনের স্টোভে আর হান্টিং রুমের আগুনে আরও কাঠ ঠেসে দিলাম আমি– কিছুক্ষণের জন্যে হার্থের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম দুজনে।

'টেপটা কতক্ষণ ধরে চলবে?'

'কোনও ধারণা নেই,' বললাম আমি। 'ব্যাটারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্রেফ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'এন? কী হচ্ছে এখানে?'

আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করলাম ছোটবেলায় আমাকে কখনও এ নামে ডেকেছে কিনা ও। এন। আমাদের পরিবারের সবাই-ই ডাকত, ডাকে, যদিও আমি কারণটা জানতে পারি নি কখনও। যোয়ে বা যেল্ডা বা যেনোকে কেউ কখনও যি বলে ডাকে নি।

'তুমি বলো আমাকে,' বললাম আমি।

জবাব দিল না ও। কেবল ওর চোখজোড়ার সবুজাভ-নীল ঝিলিক, সম্পূর্ণ স্থির চেহারা আর ওটাকে ঘিরে লাল কুণ্ডলী দেখা গেল।

BanglaBook.org

'আমি জানি না,' বললাম আমি। 'এ বাড়িটাকে আর চিনে উঠতে পারছি না আমি।' ওর দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখলাম। 'আমরা যেন একশো বছর ঘুমিয়ে থাকার পর জেগে উঠেছি, চারপাশে তাকিয়ে পরিচিত জিনিস দেখছি, কিন্তু সবই অন্যরকম, এতটাই অন্যরকম যে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি আদৌ ওগুলো আমার চেনা কিনা।'

নীরবতা নেমে এল। ক্ষণে ক্ষণে হার্থে শব্দ করে ফাটছে একটা কাঠ, কিংবা জ্বলন্ত স্তূপটা ঢুশ শব্দে কুকড়ে যাচ্ছে।

'টেপটা ওখানে গেল কি করে?'

'আমি আসলেই জানি না। ব্যাপার কি? তোমার ধারণা এটা আমার কাণ্ড? নাথান হল্যান্ডারের মিস্ট্রি উইকএন্ড?'

'একটা ফিল্ম,' বলল ও। কণ্ঠ একটু নামাল ও: 'অতীতের রহস্য অনুসন্ধান করছে সে, কিন্তু অতীত আবিষ্কৃত হতে চাইছে না। শিগগিরই আসছে, আপনার প্রিয় প্রেক্ষাগৃহে: নাথান হল্যান্ডার, দ্য মুভি।'

'অভিনয়ে...

'নাথান হল্যান্ডারের ভুমিকায় ডাস্টিন হফম্যান।'

'আমি তার চেয়ে দ্বিগুণ সাইজের।'

'বেশ, তাহলে জ্যাক নিকোলসন।'

'আমার ভুরুজোড়া অ্যাক্রোবেটিক নয়। তাছাড়া, সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে প্রেমের ব্যাপার থাকতে হবে।'

কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল ও। 'আমি কোনও লাল-চুল অভিনেত্রীকে চিনি না।'

'বহু আছে,' বললাম আমি। 'নিকোল কিডম্যান। লুসিলিবল। একটু বেশ্যা টাইপের চেহারা কিন্তু খুবই কমনীয় লালচুলো নায়িকাটিও আছে, *হোটেল নিউ হ্যাম্পশায়ার* এর ফিল্ম ভার্সানে দেখেছিলাম একবার। সুন্দরী একজন ইটালিয়ান মহিলাও আছে। ঠিক তোমার মত চুল, লাল কোঁকড়া চুলের ধারা। কি যেন নাম? ডোমেনিকা... টারকোভস্কির ছবিতে অভিনয় করেছিল, এক পর্যায়ে পোশাকের বোতাম খুলতে শুরু করে দেয়, ওর অসাধারণ অ্যালাব্যাস্টার ব্রেস্ট বেরিয়ে পড়ে। মাই গড।' আগুনের দিকে তাকালাম আমি।

'মনে হয় প্রেমের ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া দরকার আমাদের। আমার অসাধারণ অ্যালাব্যাস্টার বুক নেই আর তোমার ভুরুজোড়াও নাচে না। এসো, অন্য কিছু করা যাক।'

'কিসের কথা ভাবছ?'

'তুমি কিছু ভাবছ না?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি।

নীরব হয়ে রইলাম দুজনেই। 'রূপকথা লিখিয়ে জানে না,' বলল নিনা। বসে পড়ল ও, ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকাল। কৃশ হাসলাম আমি। পাজোড়া পাছার নিচে

BanglaBook.org

নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ও। তারপর আমার দিকে ফেরাল ওর মুখ, নিদ্রালু বেড়ালের মত চোখজোড়া সরু হয়ে এসেছে ওর। ও বলল: 'আমি আশা করেছিলাম এ নিয়ে অন্তত একটা রূপকথা আমাকে শোনাবে তুমি।'

'আমি ভাবলাম আমরা এখানে কেন সেটাই জানতে চাও তুমি।'

'তুষারের কথা ভাবতে চাই না আমি। ওই টেপটার কথা মাথায় রাখতে চাই না। কিংবা ব্যারিকেডের কথা। বা খাবার-দাবারের কথা।' চোখজোড়া আস্তে আস্তে এত বড় করে তাকাল ও যে আমি ওর কথার গুরুত্ব অবহেলা করতে পারলাম না। 'আবার যেনোর প্রসঙ্গেও কথা বলতে চাই না আমি। আমাকে আঙ্কল হারম্যানের জীবনী পড়ে শোনানোর এটা একটা বিরাট সুযোগ বল নি তুমি?'

'জোরে জোরে? আমি ভেবেছিলাম তোমার হাতে পাণ্ডুলিপিটা তুলে দেব। বিরাট কাহিনী এটা।'

মৃদু হাসল ও।

'লম্বাও বটে।'

মাথা দোলাল ও।

'গোটাটাই আসা আর যাওয়া নিয়ে, আর যেনো...

আগুনের দিকে চলে গেল নিনার দৃষ্টি।

আর অ্যাটমিক বম্ব আর...

'কি বললে?'

'অ্যাটমিক বম্ব,' বললাম আমি। 'এ সম্পর্কে জানা আছে আমার।'

'অ্যাটমিক বম্ব... কথাটা আর দশজন যেভাবে বলত সেভাবেই বলেছ তুমি: গাড়ি সম্পর্কে যা জানার সবাই জানি আমি। কিংবা ফুটবল। এমনকি বই।'

ওয়াইনের প্রভাব টের পাচ্ছি আমি, হার্থের আভা।

'তুমি কি এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই চালিয়ে যাবে? তোমাকে আগেও বলেছি: তুমি তোমার *ডেকামেরন* শেষ কর, আমাকে *ক্যান্টারবারি টেলস* শোনাও। অসংক্ষেপিত। গল্পের ভাণ্ডারের কথা শুনিয়েছ আমাকে, কিন্তু এখন পর্যন্ত 'শিগগিরই আসছে' ছাড়া আর কিছুই শুনি নি। দয়া করে শুরু কর। ভাল কথা, শুরুটা হয়েছে কীভাবে?'

'সূচনা,' বললাম আমি। চেয়ারের পেছনে রিডিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম, আমার ব্যাগটা খুললাম। এক সপ্তাহ আগে প্রিন্ট বের করা কাগজের প্যাকেটটা ঠাণ্ডা ঠেকল, যেন ওটা আমার জিনিস নয়।

'আরও ওয়াইন নিয়ে আসব?'

মাথা দোলালাম। সূচনা। কোলের ওপর পাণ্ডুলিপি রেখে বসলাম, তাকালাম আগুনের দিকে।

এই তো আমি, ভাবলাম, একজন রূপকথা লিখিয়ে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত একটা স্মৃতি, যদিও উনিশ শো তিরিশের মাঝামাঝি সময়ে আমার জন্ম। এক উদ্ভাবকের ছেলে, একজন পদার্থবিদের ছেলে ছিল যে, এক ঘড়ি-নির্মাতার ছেলে

BanglaBook.org

ছিল যে, যার পূর্বপুরুষেরা সবাই ছিল ঘড়ি-নির্মাতা, সেই টাইমপিস আবিষ্কার হওয়ার সময় থেকেই। হারম্যান হল্যান্ডার, দ্য হারম্যান হল্যান্ডারের ভাইপো, ভাইপো এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী। যেনো হল্যান্ডার, দ্য যেনো হল্যান্ডারের ভাই। এক ব্যর্থ চিত্রশিল্পীর– আমার মা– ছেলে, দুজন বোনের ভাই, যাদের একজন সারাজীবন ঝরে পড়া চেরি ফুলের মত অস্থিরতায় কাটিয়ে দিয়েছে আর অন্যজন জন্ম নিয়েছিল নানের আত্মা আর এক ইহুদি বম্বশেলের শরীর নিয়ে। আমাদের পরিবারের মধ্যে একমাত্র আমিই স্বাভাবিক মানুষ, নিনার কথা বাদ দিলে, এখনও জীবিত যে। আমি মারা যাবার পর আর হল্যান্ডারদের অস্তিত্ব থাকবে না। বড় স্বস্তির ব্যাপার হবে সেটা। শত শত বছর ধরে ভ্রমণের পর অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছানো। কিছুই অর্জিত হয় নি, তবু শেষ পর্যন্ত, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক, শান্তি।

এটা, ভাবলাম আমি, শতাব্দীর শেষ লগ্ন– একহাত দরজার হাতল, আমার অন্য হাতটা বাতির সুইচের ওপর। চারপাশে নজর চালিয়ে রুমটা দেখলাম আমি। শিগগিরই বাতি নিভিয়ে দেব আমি, দরজাটা আটকে দেব পেছনে, হলে পা রাখব, খুলব সামনের ভারি দরজা, চৌকাঠ পেরিয়ে বাড়ি ছেড়ে যলে যাব।

সূচনা। আমার কাটানো শতাব্দীর অংশে যা যা দেখেছি আর আমার বাবা-মা এবং আমার আঙ্কলরা, যখন বেঁচে ছিল, শতাব্দীর সেই সময় সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি। আমাকে চেনে না, এমন কেউ মনে করবে গত কয়েক শো বছর সম্পর্কে মূল্যবান কিছু বলার থাকলে যেখানে যখন থাকার দরকার সেখানে হাজির হবার মত মানুষ আমি। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। যে দেশে আমি জীবন কাটিয়েছি আর যে জগতে আমি বেড়ে উঠেছি সেখানকার লোকজন–আমার মত লোকজন–সম্পর্কে আমার চেয়ে কম ওয়াকিবহাল আর কেউ নেই। এই জীবন আমার কাছে একটা রহস্য। আমি চোখ বন্ধ করে আমার *আমাদের* ইতিহাসের নিউজ রীল চালু করে দিলাম– বন্দর ছেড়ে চলে যাওয়া স্টিমারের ইমেজ (সুদূর সেই অতীতের জাহাজের ছবি শাদা কালোয় কেন মনে করছি আমি?), মরুভূমিতে নিওন সাইনের ঝলক,অ্যালার্ম ক্লর্কের মিকি মাউসের অন্ধকারে চকচক-করা কাঁটার আভা, *ব্রডওয়ে মেলোডিতে* জিন কেলি আর কোনও দানবের মাথার মত একটা বাড়ি, আমি চোখ বন্ধ করলাম, কিন্তু এমন কিছুই দেখলাম না যা আমার মাঝে আলোর সূক্ষ্মতম স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। এই শতাব্দী, এই জীবন, আমার পরিবারের ইতিহাস, এসব কিছু আমাকে পাশ কাটিয়ে গেছে আর টাইমস্কয়্যারের মধ্যখানে বিরাট বিস্ময় নিয়ে পড়ে থাকা কোনও ইঁদুরের মত ফেলে রেখে গেছে।

সূচনা। আঙ্কল চেইম একবার বলেছিল, 'সূচনা? কোনও সূচনা নেই। আমরা ঘড়ি-নির্মাতা। ঘড়ি-নির্মাতাদের একটা বিরাট পরিবার। সময়ের মানুষ। সময়ের কোনও সূচনা নেই।'

আমি যদি কোনও কিছু সম্পর্কে জানি সেটা হচ্ছে এর সূচনা। যদিও আঙ্কল হারম্যান এ বিষয়ে একমত পোষণ করত না।

BanglaBook.org

'কী এটা?' একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে। আমার একটা বই নিয়ে খুলেছিল সে। 'এটা কী একটা সূচনা? "মিলারের মেয়ের প্রেমে পড়েছে কাই এবং মিলারের মেয়েও ওকে ভালোবাসে, কিন্তু একদিন কাই'র ভালবাসা হারিয়ে গেল। বরাবরের মত তরুণী স্ত্রীর দিকে তাকাল সে, কিন্তু ওর চুল খড়ের মত, ওর চোখজোড়া ঘোলাটে ধূসর নুড়ি পাথর, ওর চামড়া আধোয়া লিনেন। কাই জানে আসলে তা নয়, কিন্তু ওভাবেই ওকে দেখল সে। নিজের ভালোবাসার খোঁজে বেরুনোর সিদ্ধান্ত নিল কাই।" এটা কেমন ধরনের আবর্জনা। একটা বাক্যেই ভালোবাসার শুরু আর শেষ? বিকাশটা কোথায়?'

সব সময় যেভাবে জবাব দিই তাই দিলাম আমি। (কারণ প্রশ্নটা তার আগের বছর এবং এর আগের বছরও একই ছিল): 'একজন পুরুষ আর নারীর মধ্যকার ভালোবাসা হারিয়ে যাওয়ার কারণ কেন ব্যাখ্যা করতে হবে আমাকে? বিশ্ব সাহিত্যের অর্ধেক অংশই এখন এ সম্পর্কিত। আমি অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে ভাবিত।'

'কোন ব্যাপারগুলো?'

'অস্পষ্ট বিষয়গুলো।'

'কি রকম অস্পষ্ট?'

এই পর্যায়ে আঙ্কল হারম্যান সব সময় মাথার চুল টানতে শুরু করত। (একবার, আমার বয়স যখন সতের, আমার চুলও টানতে শুরু করেছিল, কিন্তু পরে এ নিয়ে ওর এত দু:খ হয়েছিল ওর যে আমাকে শহরে নিয়ে গিয়ে আমার ইচ্ছামত বই কিনতে দিয়েছে।)

অস্পষ্টতা পছন্দ করত না আঙ্কল হারম্যান। সারা জীবন অসাধারণভাবে অস্পষ্ট জিনিস স্পষ্ট করার জন্যে কাজ করে গেছে সে, এবং সেই প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সব রকম শিল্পকর্মকে, এমনকি আমার তুচ্ছ ধরনটিকেও, আত্মদর্শন লাভের আদর্শ উপায় ধরে নিয়েছে। সেই দর্শনের মূল সবকিছু অস্পষ্ট, এমন ধারণায় পর্যবসিত হবার কথা নয়।

কিন্তু আসলে তাই। 'অনেক অনেক দিন আগে... এবং 'তারপর তারা সুখে জীবন কাটাতে লাগল'র মাঝখানে রূপকথা বিস্তৃত হয় এবং যদিও মনে হতে পারে যে পাঠক বা শ্রোতা প্রথম ও শেষ বাক্যের মধ্যবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দিয়ে বাহিত হচ্ছে, কিন্তু আসলে এই কেবল দুটো বাক্যই উদ্দেশ্য সাধন করে। 'অনেক অনেক দিন আগে... এবং 'তারপর তারা সুখে জীবন কাটাতে লাগল' আমরা যেমন করে জগৎকে দেখি তারই প্রতিফলন ঘটায়: অস্পষ্ট সূচনাসহ একটা ঘটনা হিসাবে এবং আপাত এক অস্পষ্ট সমাপ্তি। ওগুলোর মাঝেই আমাদের গল্প, আমাদের সীমাবদ্ধতা; এবং যদিও সমস্ত রূপকথাই সবকিছু প্রকাশিত হবার জাদুকরি মুহূর্তে পৌঁছার জন্যে নানান ঘটনার বুননের চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা বরাবর সচেতন থাকি যে আমরা যা পড়েছি বা শুনেছি তা ইতিমধ্যে যা দর্শনীয় বা পাঠ্য তাই, অস্পষ্ট কোনও কিছুর উপস্থাপন।

BanglaBook.org

কোলের ওপর পাণ্ডুলিপির ভার অনুভব করলাম আমি। আঙ্কল হারম্যানের কাহিনী, গোটা পরিবারের কাহিনী, প্রস্থানের ইতিহাস।

আমার মনে একটা গ্রুপ পোর্ট্রেট আছে। বামে, আঙ্কল হারম্যান: ওর শাদা চুল চারপাশে খাড়া খাড়া হয়ে আছে, চোখজোড়া কয়লার মত কালো, মাইকার মত চকচক করছে। হারম্যানের বয়স পঁচাশি বছর। নগ্ন ও, সদ্য রান্নাকরা স্ক্যাগাটির মত শাদা, পিউবিক হেয়ার চিকচিক করছে। (এই একটা জিনিস যেন ভুলতে পারি না আমি।) তারপর আমার বাবা ইম্যানুয়েল হল্যান্ডার: ওঅল্টার ম্যাথু আর বিলি ওয়াইল্ডারের একটা মিশেল। একটা বিং ক্রসবি স্ট্র-হ্যাট পরে আছে ও, পরনের ট্রাউজারস্ মাপে একটু খাট, ফলে ওর শাদা স্পোর্টস সক্স দেখা যাচ্ছে, এবং তার নিচে হাস্যকর জিম শূ। শার্টটা গোঁজে নি ও। ম্যান্নি, এ নামে ডাকাই পছন্দ ছিল ওর, একাত্তর বছরের। ওর ডান কানের পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা পেন্সিলের গোড়া। সহজেই চেখে পড়ে ওটা, কারণ হ্যাটের নিচ থেকে উঁকি মারছে না কোনও চুলের গোছা। আমাদের পরিবারে ম্যান্নিই একমাত্র লোক যার চুল না পেকে মাথায় টাক পড়ে গেছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড আঙ্কল, আঙ্কল চেইম, যদিও এই উপাধিটা পুরোপুরি সঠিক নয়। ১৬০৩ সালে জন্ম ওর এবং দুঃখকষ্টে ১৬৪৮ সালে মারা যায়। চেইমের হাতে, ডানহাতে, কি যেন ধরা, কিন্তু সেটা কী বলা কঠিন। বিচিত্র ধরনের পোশাক পরা ছোট খাট গড়নের একজন মানুষ: জীর্ণ জুতো, ট্রাউজারস্ মেরামত করা জরুরি হয়ে পড়েছে, বুড়ো কুকুরের মত একটা কোট। চেইমের ভাইপো ম্যাগনাস দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে। ঋজু গড়ন, ছিপছিপে, সতর্ক, আনুমানিক পঁচিশ বছর বয়স। ওর পিঠে একটা কাঠের চেস্ট ঝোলানো। চেস্টে আছে ক্লক মেকার'স্ টুল আর একটা ছোট পেন্ডুলাম ক্লক। এরপর রয়েছি আমি, নাথান হল্যান্ডার যাকে আঙ্কল হারম্যান ছাড়া আর বাকি সবাই 'এন' ডাকে। এককালে খাড়া খাড়া কালো চুল-অলা ছোট বালক ছিলাম আমি, হামাগুড়ি দিতাম, বয়সের তুলনায় ছোট, ক্ষীণ, ছোট ছেলেরা যেমন হয়। এখানে, এই পোর্ট্রেটে, একজন বলিষ্ঠ পুরুষ আমি। ছয় ফুট লম্বা। তীক্ষ্ণ চেহারা, গভীরে বসা দুটো চোখ, চেহারাটা সময় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়ে গিয়ে কুঁচকে গেছে। দীর্ঘ হাত-পা, মাথাটা কিঞ্চিৎ সামনে নোয়ানো, সবসময়ই কারও দিকে ঝুঁকে পড়ে শুনছে। মাথার চুল, খাড়া খাড়া এবং ধূসর, জমাট ঘাসের একটা অবিন্যস্ত থোকা। আমার পাশে, একদম ডানে, যেনো। এখানে ও ম্যাগনাসের সমবয়সী: শেষবার ওর সঙ্গে কথা বলার সময় ঠিক এ বয়সের ছিল ও। ওর চুলে মৃদু তামাটে ঝিলিক, এমনটা আর কখনও দেখি নি আমি। ওর চোখজোড়া যেন আমার সামনেই বসে আছে ও, এতই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি: বড় বড় বাদামী চোখ, মস-সবুজ ফুটকিঅলা, রোদ পড়লে কাদাময় পুকুরের পানির নিচে জলজ গাছের মত ঝিলিক মেরে ওঠে। ওর চামড়া মোমবাতির হালকা ঝিলিক, ঠোঁটজোড়া কিঞ্চিৎ উত্তেজিত।

আমার গ্রুপ পোর্ট্রেট।

BanglaBook.org

আমি এটার নাম দিয়েছি 'ট্রাভেলার্স'। কারণ আমরা তাই ছিলাম। আমাদের প্রত্যেকেই। পুব থেকে এসেছি আমরা, ঘুরতে ঘুরত পশ্চিমে গেছি। আঙ্কল চেইম আর ওর ভাইপো ম্যাগনাস, আমার সবচেয়ে দূরবর্তী পূর্বপুরুষ বর্তমান পোল্যান্ড আর লিথুয়ানিয়ার সীমান্তবর্তী একটা অঞ্চলে বাস করত। ওখানে নিবিড় আদিম জঙ্গলে, যেখানে তখন বাইসন চরে বেড়াত আর নেকড়ে ও ভালুকের দল গ্রাম গ্রামান্তরে সফরকারীদের ওপর হামলা চালাতে ওৎ পেতে থাকত, ঘড়ি বানাত ওরা। যখনই আমার দাদা, আমার আঙ্কল হারম্যান, বা আমার বাবা ইম্যানুয়েল এখানে আমাদের উপস্থিতির ব্যাখ্যা বা যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইত, বলত: 'আমাদের সবাই ঘড়ি-নির্মাতা। পর্যটক। পুব থেকে এসেছি, পশ্চিমে যাত্রা পথে।' যেন বলতে চায় পুব হচ্ছে কোনও ধরনের কিংবদন্তীর জন্মস্থান, আমাদের বংশধারার জরায়ু, আর পশ্চিম, আমাদের পাশ্চাত্য, আমাদের গন্তব্য যে দিকে কখনও ইচ্ছায় কখনও অনিহায় এগিয়ে গেছি আমরা। পর্যটক। আঙ্কল চেইম রাতের রাজ্যের ভেতর দিয়ে অতীত থেকে বর্তমানে এসেছে, এবং পরে, ওর ভাইপোর সঙ্গে চলেছে। ম্যাগনাস পুব ছেড়ে হল্যান্ডের খোঁজে একুশ বছর ধরে গোটা ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়েছে। আঙ্কল হারম্যান আমাদের, বাবা, মা, আমার বোন আর আমাকে, প্রাচীন ইউরোপ থেকে পথ দেখিয়ে নতুন বিশ্বে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু কখনও সফর বন্ধ করে নি। ম্যান্নি আমাদের আমেরিকার পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিমে পৌঁছে দিয়েছে, ইতিহাসের প্রান্ত থেকে একেবারে কেন্দ্র বিন্দুতে। আমার নিজের কখনও ঘরবাড়ি ছিল না, আর আমার ছোট ভাই যেনো নিজেকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে নিয়েছে চিরতরে।

ওরা সবাই এখন মৃত। ওরা সবাই, যাদের চিনতাম, ভালোবাসতাম। আঙ্কল চেইম আর ওর দুর্বোধ্য ভাইপো ম্যাগনাস। যদিও আমার জন্ম নেয়ার আগেই প্রায় তিন শতাব্দীর ইতিহাসে পরিণত হয়ে গেছে ওরা। একমাত্র ওরাই এখনও আছে আমার সঙ্গে।

রাতের বেলা কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠতাম আমি, চিৎকার এত স্পষ্ট আর কাছাকাছি বলে মনে হত যে আমি বিছানায় উঠে বসার দীর্ঘক্ষণ পরেও প্রতিধ্বনি উঠত মাথার ভেতর। 'নাথান?' আমার নাম, একেবারে দিবালোকের মত পরিষ্কার। '*নাথান*!' কিন্তু যতবারই ঝাঁকি খেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে চারপাশে তাকিয়েছি, বাতি জ্বেলেছি, বা জ্বালাই নি কখনও কিছুই দেখতে পাই নি। বহুদিন ধরে আমার মনে হয়েছিল অন্ধকার আর ঘুমের কালো জলের ওপর থেকে বুঝি ঈশ্বরই ডাকেন আমাকে। মনে ওইরকম সম্ভাবনা বহনকারী মানুষ আমি।

দশ বছর বয়স হবার আগে ওই নিশিডাকগুলোর কারণ ধরতে পারি নি আমি। নিউ মেক্সিকোতে পাহাড়ের চূড়ায় একটা ক্যাম্পে থাকতাম আমরা। আমাদের গাদাগাদি করা কাঠের বাড়িতে যেনোর সঙ্গে একটা রুম ভাগাভাগি করতাম আমি, ওর বয়স তখন সবে এক বছর।

কর্কশ একটা শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আমি। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি আমার বিছানার পায়ের কাছে এক বুড়ো বসে আছে। পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আকাশে,

BanglaBook.org

ওটার নীলাভ আলো মরুভূমির কঠিন জমিন থেকে ঠিকরে এসে পর্দাবিহীন জানালা গলে ঢুকে পড়েছে আমার রুমে। বুড়ো মানুষটার এক পাশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দেখলাম একটা জীর্ণ কালো স্যুট পরে আছে সে। কিঞ্চিৎ বেঁকে আছে ওর পিঠ। কি যেন ঝিলিক মারছে ওর চোখে, একটা ছোট চকচকে টিউব, কোলের দিকে তাক করে রাখা।

'বাহ্,' বলল সে, আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই চাঁদের আলোর একটা ঝলক ওর দাঁড়িভর্তি গালের ওপর এসে পড়ল। চওড়া হাসি দিল সে, ভুরু নাচাল। চোখ থেকে টিউবটা পড়ে যাচ্ছে দেখেই ধরে ফেলল ওটা। 'বেশি অন্ধকার। চোখের সামনে হাত আনলেও দেখা যায় না। তোমার ঘড়িটা চমৎকার।' আমার নাইট টেবিলের দিকে নজর ফেরাল সে। একপাশে তাকালাম আমি, মিকি মাউসের সবুজ আলোকোজ্জ্বল কাঁটাগুলোর দিকে।

তার পরিচয় জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হল না আমার। তাকেও বলতে হল না। কোনও সন্দেহ নেই, গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড-আঙ্কল চেইম।

'কেমন আছ, মাই বয়?'

'চমৎকার,' বললাম আমি। 'ধন্যবাদ।'

'ম্যাগনাস আসে নি এখনও?'

'না,' বললাম আমি। 'দেখি নি ওকে।'

'অল্পবয়সী ছেলেপিলে,' চোখ টিপল সে। একই সঙ্গে হাসার কারণে তার চেহারা নীলচে শাদা কাগজের দলার মত হয়ে গেল, বলীরেখা আর ছায়ার একটা পিণ্ড।

অপসৃয়মান অন্ধকারে নড়াচড়ার শব্দ হল। দেয়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল এক চারণের প্রেতাত্মা। মুহূর্তের জন্যে মনে হল বুঝি একটা বুনো পথ থেকে উদয় হয়েছে সে এবং চোখের পলকে ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

'নাম নিতে যা দেরি... ' বলল আঙ্কল চেইম।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাথা চুলকাল ম্যাগনাস।

ঠোঁটে ঠোঁট চাপল আঙ্কল চেইম, মাথা নাড়ল, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। 'অল্পবয়সী ছেলে,' বলল আবার।

'আমার বয়সও কম, জান তুমি,' বললাম আমি।

আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। 'তুমি' বলল সে, 'সবচেয়ে বড়।' ম্যাগনাসের দিকে ফিরে মুখ তুলে তাকাল এবার। 'তোমাদের দুজনের কি আগেই পরিচয় হয়েছে?'

একটা ফিশলাইনের নিচে ল্যাম্পের নিচে ঝুলন্ত একটা বাইপ্লেনের প্রপেলার ঘোরাতে ব্যস্ত ম্যাগনাস চমকে উঠল। 'নাথান, তাই না?'

মাথা দোলালাম আমি।

'ম্যাগনাস লেভাই,' বলল সে, 'এখন হল্যান্ডার নামে পরিচিত হচ্ছি।'

শব্দ করে হাসল আঙ্কল চেইম।

BanglaBook.org

এখন বিছানায় সোজা হয়ে বসে আছি আমি, আমার মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে, ঘুমের জন্যে চেহারা ফ্যাকাশে।

'কী দেখছ?' জানতে চাইল আঙ্কল চেইম।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি এবং বুঝলাম এখনও একই জায়গায় বসে আছি বটে, কিন্তু একই সময়ে, রুমে দাঁড়িয়ে নিজের দিকেও তাকিয়ে আছি। 'ওটা কি আমি?' জানতে চাইলাম। বিছানার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম ছোট ছেলেটা চোখ ডলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছে। উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে যেনো, ঘুমে বিভোর।

'সময়ে সময়ে এমন হয়,' বলল আঙ্কল চেইম। 'একদিন এর একটা নাম খুঁজে বার করবে ওরা। ভিয়েনা থেকে আসা জোকার নিশ্চয়ই এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে।'

'ফ্রয়েডকে জোকার বলা কেবল অন্যায়ই নয়, তার মহান অবদানকেও অস্বীকার করা...

'ওহ, ম্যাগনাস, চুপ কর।'

'দুঃখিত।'

এই তো নিজের রুমে আমার মহাবিশ্বকে নির্মাণকারী জিনিসপত্রের মাঝখানে রয়েছি আমি, আমার বাবার বানানো রাবার-ব্র্যান্ড উইন্ড-আপ মটরঅলা এয়ার প্লেন, রেডিওঅ্যাকটিভ কাঁটাঅলা মিকি মাউস অ্যালার্ম ক্লক, দুটো ফসিলাইজড সি-আর্চিন, বই ভর্তি একটা কাবার্ড, পৃথিবীর একটা মানচিত্র যেটার ওপর ক্ষুদে ক্ষুদে ফ্ল্যাগ দিয়ে মিত্র বাহিনীর অগ্রযাত্রার ট্র্যাক রাখছি আমি, এখানে আছি আমি এবং নিজেই দুজন এবং আমার সঙ্গে আছে তিনশো বছর ধরে মৃত পূর্বপুরুষ।

'দুভাবে ব্যাপারটা নিয়ে এগোতে পারি আমরা,' বলল আঙ্কল চেইম। চোখ থেকে পড়ে যাওয়া কপার টিউবটা নাড়াচাড়া করছে ও। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে গড়াচ্ছে ওটা, গোড়া থেকে নিচে যাচ্ছে এবং আবার গোড়ায় ফিরে আসছে। ওটা ওপরে ওঠামাত্রই আপন অক্ষে ঘূর্ণি খেয়ে গড়িয়ে ফের নিচে নেমে যাচ্ছে। ওটার শরীর থেকে ঠিকরে যাচ্ছে উষ্ণ হলদে আলো, মনে হচ্ছে তরল তারা তার আঙুলের মাঝখানে ভাসছে। 'ব্যাপারটা কী সেটা স্থির করব আমরা আর তুমি আমাদের এ সম্পর্কে তোমার ধারণার কথা বলবে। কিংবা আমরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে ভান করতে পারি এটা একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'আঙ্কল,' বলল ম্যাগনাস, 'আমি নাক গলাতে চাই না...

'তুমি কি কখনও লক্ষ্য করেছ, নাথান, যে যারা সবসময় নাক গলাতে চায় তারা শুরুই করে নাক গলাতে চাই না কথাটা দিয়ে?'

কিন্তু শুরুতেই ছেলেটাকে যদি বলতাম আমরা এখানে কেমন করে এলাম, সেটা বোধ হয় ভাল হত।'

মাথাটা এক পাশে কাত করে প্রত্যাশার চোখে আমার দিকে তাকাল আঙ্কল চেইম।

BanglaBook.org

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি।

'তোমার কি ধারণা পাগল হয়ে গেছ?'

'না,' বললাম আমি।

'অন্যরা একে স্বাভাবিক ভাববে মনে কর?'

মাথা নাড়লাম আমি।

'তাহলে ঠিক আছে,' বলল আঙ্কল চেইম। 'এটা দেখেছ?'

আমি প্রথমবারের মত সামনে বেড়ে দেখলাম, আমি ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময় কী নিয়ে কাজ করছিল সে। ওর বাম হাতের তালুতে একটা পকেট ওঅচ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। আমি আরও কাছে এসে টুকরা-টাকরার জটলার দিকে তাকালাম। চুলের মত সরু এক গোছা তার একটা ক্ষুদে পাতলা চাকতির ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আছে।

'বেশি প্যাঁচানো হয়ে গেছে। বরাবরই এমনটা হয়। সময়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়ে থাকে ওরা, ফলে এমনভাবে ঘড়িতে দম দিতে থাকে যেন ধোয়া কাপড় চিপছে।'

আঙ্কল চেইমের হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ল ম্যাগনাস। 'একটা অ্যানাক্রোনিজম,' বলল সে। 'এটা একটা ওয়েস্ট-কোট পকেট ওঅচ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের।'

আমার দিকে ফিরে আঙ্কল চেইম বলল, 'এসব জিনিসের ব্যাপারে ম্যাগনাস খুব সজাগ।'

'অ্যানাচিজম...

'অ্যানাক্রোনিজম,' বলল ম্যাগনাস। 'কোনও কিছুর ভুল সময়ে দেখা দেয়া...

'আমাদের মত,' বলল আঙ্কল চেইম।

'যেমন ধর,' বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল ম্যাগনাস, 'তুমি যদি অষ্টাদশ শতাব্দী নিয়ে কোন গল্প পড়ার সময় সেখানে গাড়ির কথা থাকে।'

'অ্যানাক্রোনিজম,' বললাম আমি।

'একদম ঠিক,' বলল ম্যাগনাস। 'একদিক দিয়ে আমরা দুজনও, আঙ্কল চেইম যেমনটা বলল।'

'নির্ভর করে কীভাবে দেখছ তুমি তার ওপর,' বলল আঙ্কল চেইম।

'তোমরা এখানে কেন এসেছ?'

ঘড়িসহ ঝট করে হাতটা বন্ধ করে ফেলল আঙ্কল চেইম। চেহারায় চওড়া একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল সে। 'ইয়ে,' বলল তারপর।

'সাহায্য করতে,' বলল ম্যাগনাস।

'বাহ্,' বলল আঙ্কল চেইম।

'কীভাবে সবকিছুর শুরু তোমাকে সেটা জানাতে আর...

'হুম্,' বলল আঙ্কল চেইম।

BanglaBook.org

'আঙ্কল হারম্যানের ছোট বেলায়ও হাজির ছিলাম আমরা,' বলল ম্যাগনাস।

'হারম্যান,' বলল আঙ্কল চেইম। 'আমাকে হারম্যানের কথা বলো না।'

'কিন্তু হারম্যান আমাদের চায় নি।'

'হারম্যান,' বলল আঙ্কল চেইম, 'বিশ্বাস করে চিমটি কাটা গেলেই কেবল কোনও কিছুর অস্তিত্ব আছে।'

সশব্দে হেসে উঠল ম্যাগনাস। 'তোমার আঙ্কল হারম্যান, যা ভাবে তা বিশ্বাস করে, কিন্তু যা বিশ্বাস করে সেটা ভাবে না।'

মাথা নাড়ল আঙ্কল চেইম।

'কথাটা সত্যি না?' প্রশ্ন করল ম্যাগনাস।

'কী?'

'হারম্যান কেবল যা ভাবে তাই বিশ্বাস করে কিন্তু যা বিশ্বাস করে সেটা ভাবে না... '

মুঠি খুলে ঘড়ির দিকে তাকাল আঙ্কল চেইম। 'আমি অতটা দার্শনিক নই,' বলল সে। আমার দিকে ফিরল, ওর সামনে দাঁড়ানো 'আমার' দিকে, বিছানায় বসে থাকা ছোট ছেলেটির দিকে নয়, চাদরে হাত ফেলে রেখে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে যে। 'আমরা এখানে কারণ আমরা এখানে।'

'আহ্। ওল্ড টেস্টামেন্ট!'

আঙুল মেলে দিল আঙ্কল চেইম। তামাটে রঙের ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে পড়তে লাগল ঘড়িটা। 'কি বলতে চাও, ওল্ড টেস্টামেন্ট মানে?'

'ঈশ্বর নিজেকে ওভাবেই ডাকে: আমি এখানে কারণ আমি এখানে।'

'ম্যাগনাস। ভাইপো। ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ডাকেন নিজেকে– আমি যা আমি তাই। যার মানে এও হতে পারে: আমি এখানে কারণ আমি এখানে। অথবা: আমি যে আমি সে-ই।'

'হ্যাঁ, ম্যাগনাস।' মাথা নাড়ল সে। গলন্ত ঘড়ির শেষ কটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে গেল।

'অ্যানাক্রোনিজম সম্পর্কে বল,' আমাকে বলল ম্যাগনাস, আঙ্কল চেইমের হাতের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল।

'আমাদের তাড়াতাড়ি করা দরকার। দিন হয়ে এল প্রায়। নাথান?'

ওর দিকে তাকালাম আমি, এখন যাকে বলব অতিরিক্ত কল্পনা মেশানো শিশুর সারল্য নিয়ে। হেসে আমার মাথায় হাত রাখল আঙ্কল চেইম।

কাছে সরে এল ম্যাগনাস। 'কি বলতে চেয়েছিলে, নাথান?'

আমার দিকে তাকিয়ে রইল আঙ্কল চেইম। ওর চোখজোড়া ছোট হয়ে আসতে দেখলাম আমি, তারপরই আবার বড় আর কোমল হয়ে গেল। মাথা নাড়ল ও। 'জীবন কী?' বিড়বিড় করতে শুনলাম ওকে। 'কী একটা জগৎ।' ওর পাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে মাথা দোলাতে লাগল ম্যাগনাস। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেঝের দিকে চোখ

BanglaBook.org

ফেরাল আঙ্কল চেইম। ওখানে কী দেখছে দেখব বলে যেই চোখ ফেরাতে যাব, সোজা হয়ে গেল সে, আবার আগের মত দোমড়ানো দলা হয়ে গেল ওর চেহারা, হাসি আর ভাঁজের সমাহার।

'প্রথম ছেলে সন্তান নিয়ে আমরা কি করি জান তো?'

ভুরু কোঁচকালাম আমি।

'তোরাহ্ বলছে, প্রথম ছেলে সন্তান ঈশ্বরের সম্পত্তি। তুমি জান এটা। পড়েছ তুমি।'

মাথা দোলালাম আমি।

'কিন্তু বাবা-মারা মূল্য পরিশোধ করে তাদের বাচ্চাদের রেখে দিতে পারে। বাবাকে পাঁচ শেকেল পাঁচটা রূপার রিকয্ডালার দিতে হয়। দায় মিটে যায় তার, তাকে আর কখনও প্রথম ছেলে সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় না।'

'আমাদের পরিবারে,' বলল ম্যাগনাস, যথার্থ গম্ভীর দেখাল ওর চেহারা, 'সেটা কখনও ঘটে নি। আমাদের পরিবারে ঈশ্বরের পাওনা না মেটানোটাই ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়ায়।'

'সম্ভবত,' আঙ্কল চেইম আমার মাথার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে রুমের আধো আলোয় কোথায় যেন তাকাল। 'আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ একজন বেশি কিপ্টে ছিল, কিংবা ভুলে গিয়েছিল, কিংবা এমনও হতে পারে, বড় বেশি গোঁয়ার ছিল সে। আমাদের গোটা পরিবারটাই গোঁয়ার, নাথান। যেসব ইহুদিরা বলে: হ্যাঁ, তবে...

'সে যাই হোক, আমরা কাজটা করি না,' বলল ম্যাগনাস, 'এবং তার মানে আমরা, হল্যান্ডার পরিবারের প্রথম ছেলে সন্তানেরা...

'লেভাই, আমরা লেভাইও, প্রিস্ট...

'হল্যান্ডার বাড়ির প্রথম ছেলে সন্তানেরা পরিবারেরও নয় আবার নিজেদেরও নয়।'

'তারা... দ্বিধা করল আঙ্কল চেইম। কাঁধ ঝাঁকাল ও, ম্যাগনাসের দিকে তাকাল, তারপর ভুরু নাচিয়ে আমার দিকে ঝুঁকল 'ঈশ্বরের... সম্পত্তি।'

প্রত্যাশার দৃষ্টি চোখে নিয়ে আমার দিকে তাকাল ম্যাগনাস। ঘাড় ফিরিয়ে বিছানায় বসা ছোট ছেলেটার দিকে তাকালাম আমি। ওকে দেখে মনে হল ওখানে নেই এমন কেউ ও।

'ঠিকাছে,' বললাম আমি।

আমার কাঁধে দুই হাত রাখল আঙ্কল চেইম, তারপর ধপ করে হাঁটু গেড়ে বসল যাতে ওর চেহারা আমার চেহারার সমান্তরালে পৌঁছে। 'নাথান,' বলল ও, 'নাথান। "ঠিকাছে" বলো না। কথাটা "ঠিকাছে" নয়। এটা আভিজাত্য নয়। কোনও অধিকার নয়। বড় জোর মারাত্মক সন্দেহজনক সুবিধা। তুমি ফিরে যেতে পার। গিয়ে বাবাকে বলতে পার মূল্য শোধের জন্যে। এর কি মানে বুঝতে পারবে না সে, কিন্তু

BanglaBook.org

অনুরোধ জানালে তোমার জন্যে কাজটা করবে। এটা সম্ভব, অনুমতি আছে। চিন্তা করে দেখ।' ওর চেহারা শাদাটে-ধূসর হলদে কুয়াশা। ওর নিঃশ্বাসের গন্ধ পেলাম আমি, থাইমের একটা ঝাপ্টা।

'ঠিকাছে,' একটু পর বললাম আমি।

মাথা নাড়ল আঙ্কল চেইম।

সরসর করে সরে এল ম্যাগনাস। এখন এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে ওরা, মনে হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কেটের তলায় শুয়ে আছি আমি; বিছানায় তৈরি করা গর্তটা ছাড়া আর কোনও কিছু দেখছি না, শুনছি না, গন্ধ পাচ্ছি না। ম্যাগনাস খড়ের মত, টাটকা খড়। 'তুমি যদি তাই স্থির কর, আমরা আবার ফিরে আসব,' বলল ম্যাগনাস।

'আমরা ফিরে আসব,' বলল আঙ্কল চেইম।

আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। থাইম, খড়ের গন্ধ আর ওদের শরীরের উষ্ণতায় চোখ বুঝলাম আমি, আমার মাথা আর কাঁধে ওদের পালকের মত স্পর্শ, আর...

'নাঙ্কল,' আঙ্কল চেইমের উদ্দেশে বললাম আমি।

'হ্যাঁ, বাছা,' বলল ও।

'অতীত দেখতে পাও তুমি?'

'হ্যাঁ।'

চাঁদের সামনে একটুকরো মেঘ এসে পড়ল। অন্ধকার হয়ে এল রুমটা, তারপর আবার আলোকিত, আগের চেয়ে বেশি আলোকিত। সকাল হয়ে এসেছে প্রায়।

'আর ভবিষ্যৎ?'

দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করল।

'হ্যাঁ,' বলল ম্যাগনাস, 'ভবিষ্যৎ দেখতে পাই আমরা। কিন্তু আমরা যা দেখি সেটা ঠিক কিনা বলতে পারি না।'

'ঠিকাছে,' বললাম আমি। 'ঠিকাছে।' ওদের শরীর থেকে আসা উষ্ণতা এত তীব্র যে মনে হল ঘুমের কাগজের নৌকায় দূরে ভেসে যাচ্ছি আমি।

'ঈশ্বর,' বলল আঙ্কল চাইম, 'এই বাচ্চাটা কেন?'

'শ্‌শ্‌,' বলল ম্যাগনাস। 'ঠিকাছে। ও ঠিক আছে।'

আমি ঘুমের অতলে পৌঁছার ঠিক আগে, আমার শরীর অসাড় হয়ে যাবার পূর্বক্ষণে আঙ্কল চেইমকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনলাম, 'ওহ্‌, ম্যাগনাস... '

এমন নয় যে আমার মাঝে ঈশ্বরের কোনও ইমেজ ছিল। এমন না যে ঈশ্বর জাতীয় কোনও কিছুতে বিশ্বাস ছিল আমার। আমি ছেলেবেলায় ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়েছি মরু-পথিকের তৃষ্ণা আর উপবাসরত প্রায়শ্চিত্তকারীর ক্ষুধা নিয়ে। রাতে, পাহাড়টা যখন মখমল অন্ধকারে ঢেকে যেত, কোনও হাওয়া নেই, কথা নেই, ছাদের ওপর মাঝে মধ্যে গিরগিটির ছুটে যাওয়া, মরুভূমিতে পাথরের কড়কড় শব্দ, রাতে বিছানায় শুয়ে মিকি মাউসের সবুজ কাঁটাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আমার

BanglaBook.org

অ্যালার্ম ক্লকের সময় ধরে রাখত ওগুলো। আর আমার বেডরুমের ভেতর দিয়ে যেনো আর আমার বিছানার মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায়, ওল্ড টেস্টামেন্টের ক্যারাভানগুলো ম্যামরে থেকে কানানে যেত। কাঠের মেঝে ঢেকে রাখা ইন্ডিয়ান 'রাগে' দেবদূতের সঙ্গে লড়তেন জ্যাকব আর নিজের কূপে শুয়ে তারা-জ্বলা-রাতের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। গল্পগুলো বিশ্বাস করেছি আমি। গল্পে বিশ্বাসী ছিলাম আমি। ঈশ্বর আছেন কি নেই সেই প্রশ্নে আগ্রহ জাগে নি আমার। ঈশ্বর ছিলেন আমার চিন্তার একেবারে শেষ স্তরে।

পর্যটক পরিবার, কিন্তু তারপরেও আঙ্কল চেইম আর ম্যাগনাসের সঙ্গে রোজ রাতে কোথায় গেছি কাউকে বলি নি আমি। এমনিতেই যতেষ্ট গোলমেলে ছিল জীবন। আমাদের সম্পূর্ণ অজানা কি নিয়ে যেন দিনরাত খাটত ম্যান্নি। ঘরে ফেরার পর টেবিলের ওপরই ঘুমিয়ে পড়ত ও। দিনের বেলায় মিস্টার ফিনম্যানের ক্যালকুলেটরগুলোয় অন্যান্য গিন্নীদের সঙ্গে কাজ করত সোফি; আর আমার বোনেরা, যোয়ে আর যেল্ডা, এমন একটা বয়সে পৌঁছেছিল যখন ওরা কিশোরী থেকে নারীতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং কার্যত অগম্য ছিল। তো চুপচাপ থাকতাম আমি। চুপচাপ থাকতাম আর শুনে যেতাম। শুনতে শুনতে অতীত, বর্তমান, এখানে-ওখানে, বাস্তবতা-ফ্যান্টাসির পার্থক্য ভুলে গেলাম। খুব খারাপ ছিল না সেটা। পরে, অনেক পরে, ভিন্ন সময়ে থাকবার ব্যাপারটাকে পেশায় পরিণত করব আমি, কিন্তু বাচ্চা হিসাবে যেখানে আমার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না কেউ, এমন একটা পরিবেশে স্বাপ্নিক হিসাবে পরিচিত হওয়াটা খুব খারাপ ছিল না।

তো একজন রূপকথা লেখকে পরিণত হলাম আমি, শুধুমাত্র গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড আঙ্কল চেইম আর কাজিন ম্যাগনাসের কারণে। হাতে হাত রেখে আমরা গল্পের বনে ঘুরে বেড়িয়েছি। 'জগৎকে উপলব্ধি করার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে,' একবার বলেছিল ম্যাগনাস, 'গল্প বলা। বিজ্ঞান,' বলেছে ম্যাগনাস, 'তোমাকে কেবল শেখায় কোনও কিছু কীভাবে কাজ করে। গল্প তোমাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।'

পরিবারের একমাত্র যে মানুষটি আমার বেছে নেয়া পেশার বিরোধিতা করেছিল সে হচ্ছে আঙ্কল হারম্যান। আমি কী হতে চাই সেটা প্রথমবারের মত শোনার মুহূর্তটির কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। হল্যান্ডের ঘটনা সেটা।

আমার বয়স প্রায় পনের। বেড়াতে আসা হারম্যান আমার মাকে, তার ভাইয়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল আমার জন্যে স্কুলের ব্যবস্থা করতে পেরেছে কিনা।

'ছয় বছর বয়স থেকেই স্কুলে যাচ্ছে ও,' জবাব দিয়েছিল সোফি।

'ইউনিভার্সিটি,' বলল হারম্যান। 'ছেলেটার কী নিয়ে পড়া উচিত সেটা ভেবেছ?'

ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকায় সোফি। 'হারম্যান,' বলল ও, 'কী পড়া উচিত সেটা ছেলেরাই স্থির করে। কাকে বিয়ে করবে, তাও।'

শেষের এই মন্তব্যে আঙ্কল হারম্যানের চেহারা একটু লাল হয়ে গেল। আমার দিকে ফিরে আমি কি ভাবছি জানতে চাইল সে। বললাম কিছুই ভাবছি না।

BanglaBook.org

'তুমি একা নও,' বলল সে। 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: বড় হয়ে কী হতে চাও তুমি?'

'রূপকথার লেখক।'

সান লাউঞ্জে বসেছিলাম আমরা। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময় চলছে তখন। দরজাগুলো খোলা, বাগান থেকে ভেসে আসছিল দেরিতে নীড় ছাড়া পাখিদের গান, দেরিতে বেরুনো অন্য পাখিদের নিজেদের অবস্থান জানাচ্ছিল।

'রূপকথার লেখক,' বলল আঙ্কল হারম্যান।

'রূপকথার লেখক,' বললাম আমি।

'বিশ্বজগতের প্রতিপালক,' বলল আঙ্কল হারম্যান।

'রূপকথা ভালই লিখতে পারি আমি,' বললাম।

'ঠিক কীভাবে কাজটা করতে চাচ্ছ?'

'কোনটা?'

'রূপকথার লেখক হওয়া! এখানে কী নিয়ে কথা বলছি আমরা?' প্রসঙ্গটা একটু যেন খেপিয়ে তুলল ওকে। নিজের বেতের চেয়ারের হাতলে হাত দিয়ে জোরাল বাড়ি মারল ও, ঠোঁটজোড়া চেপে বসল পরস্পরের সঙ্গে।

মায়ের দিকে তাকালাম আমি।

'এন,' উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আঙ্কল হারম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল সোফি, 'আমার মনে হচ্ছে এখন তোমার ওকে কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও সেটা বলা উচিত।'

'ওহ্,' বললাম আমি।

চোখ বন্ধ করল আঙ্কল হারম্যান, চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে দিল। গভীর, ধীর গতির শ্বাস নিল। দীর্ঘ সময় পর আবার সোজা হয়ে বসল ও এবং আরও লম্বা সময় পেরিয়ে যাবার পর চোখ মেলে ক্লান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে,' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল ও, 'কি নিয়ে পড়াশোনা করার কথা ভাবছ তুমি, নাথান? ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছ তো?'

'রূপকথার লেখক হবার জন্যে? মনে হয় না অমন কিছুর অস্তিত্ব আছে,' বললাম।

'না, অবশ্যই তার অস্তিত্ব নেই।' চিৎকার করে উঠল ও।

'হারম্যান,' বলল সোফি। ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মুখটা বেঁকে গেছে ওর। 'ঠিক মত ব্যবহার করতে না পারলে নিজের বড় বাড়িতে ফিরে যাও যাতে কর্তার ভূমিকা পালন করতে পার।'

আঙ্কল হারম্যান মাথা নুইয়ে দোলাল। সংক্ষিপ্ত নীরবতা বিরাজ করল, তারপর আবার যখন আমার দিকে তাকাল ও মনে হল যেন প্রথমবারের মত আমাকে দেখছে। সোফির পেইন্টিং স্টুলের ওপর ঘুরলাম আমি, ইযেলের একটা চারকোল স্কেচের দিকে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলাম। 'নাথান,' অবশেষে বলল ও। 'যা করার সেটা তোমাকে করতেই হবে, তবে যাই কর না কেন ঠিক মত করো। মানে,

BanglaBook.org

বলতে চাইছি স্রেফ আঁচড়ে বেড়িয়ে কাজ হয় কিনা দেখতে যেয়ো না। নিজের পড়াশোনার লাইনটা ঠিক করে নাও, নিজের ট্রেইনিংয়ের কথা ভাব, যাতে করে বিভিন্ন রকম দক্ষতা থেকে বেছে নিতে পার, আকস্মিক কোনও ব্যাপার নয়, মানে...'

'প্রতিভা, সোফ, হচ্ছে আসলে সত্যিই কিছু করতে চায় এমন কারও জন্যে অভিশাপ। প্রতিভার চেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা আর হতে পারে না। স্টেডেলিকে প্রদর্শনী করার বদলে হতাশাগ্রস্ত গৃহীনিদের ছবি আঁকার তালিম দিচ্ছ কেন তুমি? তোমার যা আছে সেটা হল প্রতিভা।'

সোফি এমন একটা অভিব্যক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকাল যা কিনা 'ফ্রিয-ড্রাই' শব্দটায় এক নতুন অর্থ যোগাল।

আঙ্কল হারম্যান কিসের কথা বলছে বুঝতে পারি নি আমি। আমার রূপকথা লেখক হতে চাইবার কারণ আমি বুঝতে পেরেছি কাজটা আমি পারি। এর চেয়ে বেশি আর কী চায় ও? আগে আমাকে সেটা ভুলে যেতে হবে যাতে করে আবার কাজটা করতে চাইব?

একথাটা ভাবার সময় আস্তে আস্তে আঙ্কল হারম্যানের বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে শুরু করলাম আমি।

সম্ভবত সেটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমি কেবল একথাই শিখলাম না যে তুমি যদি সত্যিই কিছু আবিষ্কার করতে চাও তাহলে প্রতিভায় বিশ্বাস রাখা চলবে না, বরং এটাও জানলাম আমি একটা জীবন-দর্শন বেছে নিয়েছি যেটা আঙ্কল হারম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি হতেও পারে নাও হতে পারে, কিন্তু সেটাকে নিয়ে অবশ্যই চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

সুতরাং আমি আমার রূপকথাগুলো লিখে গেলাম আর যতই লিখলাম ততই আঙ্কল হারম্যনের অদ্ভুত প্যারাডক্সটা গভীরে শক্তভাবে স্থান করে নিল। আমার আঠার বছর বয়স হতে কোনও কিছুই আর করতে পারি নি আমি। যদি শপিং লিস্ট বানাতে হত– গৃহস্থালীর কাজগুলোকে ভাগ করা হয়েছিল, আমি ছিলাম কুক–কিচেনে বসে মাখন, পনির আর ডিমের সঠিক পরম্পরা স্থির করতে গিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিতাম। সে বছর আমরা বলতে গেলে ওমলেট, লাল সস দিয়ে পেস্তা ছাড়া আর কিছুই খাই নি। ততদিনে রূপকথা লেখা বাদ দিয়েছি আমি। আমি রাঁধতাম, স্টোভের ওপর চাপানো প্যানের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, সস টগবগ করে ফুটত, ডিম বসে যেত, আস্তে আস্তে তেতে ওঠা অলিভ অয়েলে রসুন ভাঁজির নীলাভ ধোঁয়া উঠে আসত আর তখন আমার ভেতরে কথারা মাইল-সমান ক্যারাভান তৈরি করত, আমার লেখকসত্তার মরুপ্রান্তরে পথ চলত তা।

আসল কথা, শেষ-মেষ ফলাফলটা যে ভাল হয়েছে, আঙ্কল চেইমের কাছে আমি ঋণী। একরাতে আমি আমার রুমে বসে পড়ছিলাম, হঠাৎ বুক কেস থেকে বেরিয়ে এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়াল ও।

'কাব্বালা... ' খানিক বাদে রুদ্ধশ্বাসে বলল আমাকে।

BanglaBook.org

'*যোহার*,' বললাম আমি।

'নিষিদ্ধ,' বলল আঙ্কল চেইম। 'চল্লিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত।'

আমি আমার কটা চোখজোড়া ডলে মাথা নোয়ালাম। 'নাঙ্কল,' বললাম আমি। 'আমিই সবার বড়, বলো নি একবার?'

আমার কোলে রাখা বইটা থেকে জোর করে নিজেকে আলগা করে নিয়ে, আমার দিকে তাকাল ও। 'ভাল স্মরণ শক্তি,' বলল সে। 'আশীর্বাদ হতে পারে। আবার অভিশাপও।'

বইটা বন্ধ করলাম আমি, চেয়ারের পিঠে ডুবে যেতে দিলাম মাথাটাকে। 'জানি, নাঙ্কল, জানি। কিন্তু শক্তিটা আছে এবং এব্যাপারে কিছুই আমার করার নেই।'

'মাথাটা,' বলল ও। 'অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। কাব্বালার বেলায় সবসময় ঢেকে রাখতে হয়। সব সময়।'

মাথা দোলালাম আমি।

আঙ্কল চেইম অপেক্ষা করল, এই ফাঁকে আমি উঠে দাঁড়িয়ে জিউইশ বইয়ের শেলফ থেকে আমার ইয়ারমুলকে-টা নিলাম।

'ভাল,' বলল সে। 'কিন্তু এবার: কেন?'

'কাব্বালা কেন?' কাঁধ ঝাঁকালাম। 'আমি হয়ত স্রেফ আলোকপ্রাপ্তির পথ খুঁজছি।' বুঝলাম একটু যেন তিক্ত শোনাল আমার কণ্ঠস্বর। আঙ্কল চেইমও ধরতে পারল সেটা।

'লিখ, বাছা। পড়ো না। লিখ।'

আমাদের পেছনে হোঁচট খাওয়ার শব্দ হল। আমরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলাম আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাগনাস।

'এখনও জেগে আছ,' বলল সে।

হাত দুটো মেলে দিলাম আমি।

আমাদের দিকে এগিয়ে এল সে। আঙ্কল চেইমের ঠিক পাশে এসে দাঁড়ানোর পর চট করে একবার আমার কোলে রাখা বইটার দিকে নজর চালাল। ঠোঁট চাপল সে, নিজের আঙ্কলের দিকে তাকাল।

'লিখ,' আবার বলল চেইম। 'একজন লেখক লিখে, পড়ে না।'

'রাঁধে, খায়ও,' বললাম আমি।

মাথা নাড়ল আঙ্কল চেইম। 'উপোস না থাকার জন্যে। স্বাদ চাখার জন্যে। শিখবার জন্যে। সন্ধ্যায় সময় কাটানোর জন্যে নয়।'

'এখন আর লিখতে পারছে না ও,' বলল ম্যাগনাস। 'প্রকৃত লেখার তালাশ করছে।'

'নেই সেটা,' বলল আঙ্কল চেইম। 'স্রেফ কাহিনী।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ম্যাগনাস। 'ফ্লবার্ট বলেছে...

BanglaBook.org

'শাহ্। সেটা তোমার আমলের পরে, ম্যাগনাম। ওর আগে। নাথানকে কেবল নিজেকে নিয়েই ভাবতে হবে। কাজ করতে হবে ওকে, চিন্তা নয়। শোন। দুজন লোক এক শহর থেকে আরেক শহরে রওনা দিয়েছে। এমনিই দেখা হয়ে গেল। একজন ধনী। আরেকজন গরীব। সান্ধ্য প্রার্থনার সময় হল এবং ওদের একজন স্মৃতি থেকে *শেমোনা এসরেই* পাঠ করল। দীর্ঘ। বেশ দীর্ঘ। অন্য লোকটা হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখল। বর্ণমালা আবৃত্তি করল। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি দিল প্রথমজন: "একে প্রার্থনা বলছ তুমি, মুর্খ, নির্বোধ কোথাকার?" অন্য লোকটা বলল: "আমি প্রার্থনা করতে জানি না, তাই ঈশ্বরের কাছে বর্ণমালা পাঠিয়েছি, তিনি ওগুলো থেকে প্রার্থনা তৈরি করবেন।" সে রাতে মারাত্মক রকম অসুস্থ হয়ে পড়ল প্রথমজন। যেন তার জান বেরিয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের উদ্দেশে চিৎকার করল সে: "কী করেছি আমি যে আমার এমন হল?" একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, বলছে: "কারণ আমার সেবককে তাচ্ছিল্য করেছ।" অসুস্থজন বলল, "কিন্তু সে তো এমনকি প্রার্থনা করতেই জানে না।" কণ্ঠটা: "ভুল হয়েছে তোমার: প্রার্থনা করতে জানে ও, কারণ অন্তর থেকে তা করেছে। তুমি শব্দ আর বাক্যগুলো জান, কিন্তু তোমার সব মুখে-মুখে, অন্তরে নয়"।'

ঠিক বলেছে ও, ভাবলাম আমি। অনুপ্রেরণাটুকুও গুরুত্বপূর্ণ।

তো কাব্বালার মধ্যে দিয়ে ঘুরপথে, আর কোনও কিছু করার নেই বলে ওটা পড়তাম আমি, আমার পুরনো গল্পগুলো খুঁজে বের করে আবার কাজে লেগে পড়লাম আমি। দুবছর পর আমার প্রথম রূপকথার সংকলনটি প্রকাশিত হল।

সূচনা।

অসংখ্য সূচনা রয়েছে।

অনেক সূচনা?

অনেক সূচনা।

ছটি। ছটিই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। ছটিই আলাদা আলাদা সময়ে। এবং আমাদের ইতিহাস পরিষ্কারভাবে বোঝার সুবিধার জন্যে আমাকে একই সময়ে সবগুলো বলতে হবে।

আঙ্কল চেইমের সূচনার সূত্রপাত ১৬৪৮ এর বসন্তে, তার ভাইপো ম্যাগনাসেরটা একই বছর শরতে। আমার বাবার শুরু ১৯২৯-এর মধ্য গ্রীষ্মরাতে। আঙ্কল হারম্যানের সূচনাকে আমি স্থান দেব ১৯৪৫-এ, বসন্তকালে। ওর সমাপ্তিতে শুরু করে যেনো, ১৯৬৮-তে আর আমি সবে শুরু করেছি, আজ সকালে। সমতল থেকে দূরে, চারপাশে চোখ ধাঁধানো তুষার, পিয়ার একটা শাদা কাটাফালক্, আর পর্যটকরা এলোমেলোভাবে এগোচ্ছে, বাতাসে ওড়া পর্দার ভেতর দিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে পথ বের করে নিচ্ছে। এটা হল্যান্ড, কিন্তু হাওয়াটা সাইবেরিয়ান আর তুষার সেই সুদূরবর্তী মেরুঅঞ্চলের। ঠাণ্ডা, বাছারা আমার, বুনো এলাকায় পথ হারিয়ে ফেলা অভিযাত্রীদের নিয়ে ভয়াবহ স্বপ্নের মত শীতল। রোআল্ড অ্যামুন্ডসেন পায়ে হেঁটে দক্ষিণ মেরু যাচ্ছে। ডিরিজিবলসহ আটকা পড়ে গেছে নোবিল। স্কট আর তার ক্ষুধার্ত জমে যাওয়া লোকজন মৃত্যুর প্রহর গুনছে। বাতাসে শরীর এলিয়ে

BanglaBook.org

দিলাম আমরা, গলার কাছে ধরে রেখেছি আমাদের কোট, তুষার ঝড়ের ভেতর দিয়ে সংগ্রাম করে এগোচ্ছি। এসো, আমরা যাচ্ছি। সূচনায়।

'এটা কি ধরনের বোতল জানি না আমি,' বলল নিনা, 'কিন্তু দেখতে দারুণ লাগছে।'

আমার চেয়ারটা যেন আচমকা সামনের দিকে তেড়ে গেল, রোলার-কোস্টারের কারে বসা কারও মত, রেইলসের চূড়ায় দীর্ঘ প্রলম্বিত নিশ্চল মুহূর্ত এবং পরক্ষণেই হঠাৎ, ব্যাঙ! নামতে শুরু করেছে সে। আমার সারা শরীরে একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ল, এতই প্রবল যে দৌড়ে আমার পাশে চলে এল নিনা। ভাসমান তুষারস্তরের একটা ল্যান্ডস্কেপের মত আমার পায়ের চারপাশে পড়ে রইল পাণ্ডুলিপিটা।

'এন?' আমার কাঁধে হাত রেখে সামনে ঝুঁকে পড়ল ও, আমার মুখের খুব কাছে ওর মুখটা। 'কি ব্যাপার? সব ঠিক আছে?'

'হাহ্?' কথা বলতে পারলাম না আমি। বুকের মধ্যে দম আটকে গেছে। চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে দিলাম আমি। 'হ্যাঁ,' বললাম। 'ভাবনায় ডুবে গিয়েছিলাম। আমি...

'মুহূর্তের জন্যে মনে হল ঘুমাচ্ছ তুমি,' বোতলটা আমাদের দুজনের চেয়ারের মাঝখানের টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ও, আবার সামনে উবু হয়ে বসল তারপর। 'এখানে বসেছিলে তুমি, একেবারে নিঃসাড়,' কাগজগুলো জড়ো করতে লাগল, 'কিন্তু চোখজোড়া খোলা দেখতে পাচ্ছিলাম, তো...

'অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম।' আঙ্কল চেইম, ম্যাগনাস, হারম্যান, যেনো... আমার মনের ভেতর প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল ওরা, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। 'বহু, বহু দূরে।' চোখ বন্ধ করে গভীর শ্বাস টানলাম আমি। 'এখন ফিরে এসেছি।' আবার চোখ মেলে তাকানোর পর বললাম।

'এন?' পাণ্ডুলিপিটা মুহূর্তের জন্যে বাদ রেখে আমার উরুর ওপর হাত রাখল ও। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল আমার দিকে। 'আগে কখনও এরকম হয়েছে তোমার?'

'আমি একজন রূপকথা লেখক,' বললাম আমি। 'বহুদূরে চলে যাওয়াই আমার কারবার।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নিনা। 'তোমরা হল্যান্ডাররা কেন কখনও সোজা জবাব দিতে পার না?'

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছ তুমি।' কাগজের স্তূপের দিকে হাত বাড়ালাম আমি, পৃষ্ঠাগুলো ঠিক মত সাজিয়ে নিতে শুরু করলাম। যখন ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম পায়ের ওপর পা তুলে হাত দুটো ভাঁজ করে বসে আছে নিনা। 'আমি দুঃখিত। হ্যাঁ, আগেও এরকম হয়েছে আমার। কিন্তু দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। যদিও এর সুবিধাও আছে।' ওর আনা বোতলটা তুলে লেবেলের দিকে তাকালাম।

BanglaBook.org

'কি রকম সুবিধা?'

'মাঝেমাঝে কোনও গল্পে হারিয়ে যাই আমি।'

'কি ধরনের গল্প?'

'রূপকথা।'

আমার দিকে এমন কোনও ল্যাব টেকনিশিয়ানের অভিব্যক্তি নিয়ে তাকাল যেন এ জিনিসই টেস্টটিউব থেকে বেরিয়ে এসেছে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তুমি কি বলতে চাইছ যে... ঘোরে হারিয়ে যাও আর তারপর রূপকথা স্বপ্নে দেখ?'

'দিবাস্বপ্ন।'

'দিবাস্বপ্ন।'

মাথা দোলালাম।

'ওগুলো পাও কোথায় সবসময় ভেবেছি আমি। ভগ্যিস যে বিবাহিত নও।'

'কী?'

'বিয়ে, জান না? একটা মেয়েকে?'

'বলতে চাইছ আমি মোটেও সঙ্গী হবার মত স্বামী হতে পারতাম না?'

'সঙ্গী হবার মত...,' বলল ও। 'না, বলতে চাইছি অর্ধেক সময়ই স্রেফ অচেতন থাক তুমি।'

'এটা কোথায় পেয়েছ?' বোতলটা উঁচু করলাম আমি।

'সেলারে। দীর্ঘ সময় ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি আমি। একেবারে নিচের দিকে কোথাও ছিল ওটা।'

বোতলটা ধুলোয় ধূসর হয়ে গেছে, কিন্তু নিমেষে চিনতে পেরেছি আমি। জন্মদিনে একবার আঙ্কল হারম্যানকে দিয়েছিলাম, লাল অ্যালেক্স করটন।

'কর্কস্ক্রুটা এখনও কিচেনে আছে।'

'আমি আনছি গিয়ে।'

দরজায় পৌঁছে গেছে ও, ডাকলাম ওকে। 'একা একা ভয় লাগছে না তোমার?'

'নিশ্চয়ই লাগছে, কিন্তু সেটা নিয়ে ভেবে ফায়দা নেই খুব একটা। তাছাড়া ওই সেলারে এই মাত্র আধ ঘণ্টার মত কাটিয়ে এসেছি। এরই মধ্যে পরীক্ষায় টিকে গেছি।'

আমি ভেবেছিলাম পাঁচ মিনিটের জন্যেও ছিল না ও। আধ ঘণ্টা। আমার চেতনার আধাঘণ্টা হারিয়ে ফেলেছি আমি। যেন কেউ একজন একটা সুইচ টিপেছে আর আমি 'বর্তমান' থেকে অদৃশ্য হয়ে আমার পরিবারের অতীতে হারিয়ে গেছি। জীবিত আর মৃতদের জগতের মধ্যবর্তী লাইনটা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে, ভাবলাম আমি।

নিনা কর্কস্ক্রু নিয়ে আসার পর বোতলের সীল কেটে ফেললাম আমি, বললাম, 'এই ওয়াইনটা প্রায় বিশ বছর আগের। এতদিনে হয়ত সেরা অবস্থা পেরিয়ে এসেছি। দ্য হোয়াইট... মেটাল স্পাইরালটা গলায় পাঁচতে শুরু করলাম আমি।

BanglaBook.org

হোয়াইট বিখ্যাত। অন্যতম সেরা... কর্কটা শক্ত হয়ে এঁটে বসল। হোয়াইট ওয়াইন। আমি শুনেছি, পঞ্চম চার্লস খেত এটা।' অটুট খুলে এল ওটা। বোতলটা দীর্ঘদিন র‍্যাকে পড়ে থাকার কারণে কর্কের ওপর কিছু জমাট বেঁধেছিল, কিন্তু কোনও ক্রিস্টাল দেখলাম না আমি। একটা গ্লাস তুলে নিলাম আমি, ঢাললাম ওতে। বোতলের গলার পেছনে একটা মোমবাতির আলো। ওয়াইনটা গাঢ় লাল রঙের, ঘোলাটে কোনও ছাপই নেই। গ্লাসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তরলটুকুর দিকে তাকালাম আমি, নিনার দৃষ্টি টের পেলাম। সামনে ঝুঁকে গন্ধ শুঁকলাম। তারপর সাবধানে চুমুক দিলাম একটা। দূরে কোথাও একটা জঙ্গল মাথা জাগাল, কাটার মত প্রচুর কাঠ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা গল্পের কথা ভাবলাম আমি, টলস্টয়ের লেখা 'ব্লুবেরিজ'। সুবাস আর সৌরভের ধীরে পাক খাওয়ার মধ্যে পরিষ্কার স্বাদ পেলাম আমি: ব্লুবেরিজ।

'ঈশ্বর একজন আছেন,' বললাম আমি।

'এন,' বলল ও, 'তুমি গোঙাচ্ছ।'

আঙ্কল হারম্যানের চমৎকার রুচি ছিল, তার ভাইয়ের একেবারে উল্টো, যদিও সর্ষে আর ডিল চিপস দেয়া কর্নড বীফ, স্যান্ডউইচ আর বাডওয়াইযারের বড়সড় এক গ্লাসের প্রতি ম্যান্নির পক্ষপাতিত্বকে অবশ্যই প্রশংসা করতে পারি আমি। পার্থক্যটা হল, ওয়াইন খেতে খেতে ভাবলাম আমি, একটা রুচিবোধের রয়েছে গভীর সমৃদ্ধি, আর অন্যটা, অনেক বেশি উপরিতলের। যখন একেবারে মূলে হাত দাও তুমি, ভাবলাম, সেটা সম্ভবত আমেরিকা আর ইউরোপের মধ্যকার পার্থক্য। আমরা গভীরে পৌঁছার সংগ্রামে অভ্যস্ত এবং একবার পৌঁছতে পারলে, আমাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসের খোঁজ করি। আমেরিকানরা সেই গভীরতাকে নিয়ে গেছে চূড়ায় এবং উপরিতল সৃষ্টি করেছে সেটা, আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ আর ঢের জটিল। মুহূর্তের জন্যে আমি ভাবলাম আমার বেলায় কী মানে হতে পারে এর, এদুটো সংস্কৃতিরই সৃষ্টি।

'টেপটা এখনও চলছে।'

'অবাক হই নি আমি।'

'আগুনে আরও কাঠ দেব নাকি?'

'প্লিজ। কিন্তু সাবধান।'

কয়েকটা টুকরা নিয়ে হার্থের জ্বলন্ত স্তূপে যোগ করল ও।

'এবার,' আবার বসার পর বলল ও। 'গল্পটা?'

'কি শুনতে চাও তুমি? সবকিছু, একদম শুরু থেকে, নাকি আমি কিছু বেছে নেব বলে চাইবে?'

'নিজের সম্পর্কে কিছু বলো তাহলে। সেটাই কি ঠিক হবে না?'

'আসলে আমার পরিবারের গল্পে আমার কোনও ভূমিকা নেই। আমি ছিলাম, ব্যস। এটা আমার দ্বিতীয় প্রতিভা: আমি সবসময় আছি।'

BanglaBook.org

'তাহলে কোথায় ছিলে সেটা বলো আমাকে।'

'ধরা যাক, অ্যাটমিক বম্ব।'

আমার দিকে তাকাল ও, দৃষ্টি বিনিময় হতেই ওর চোখে সন্দেহ জেগে উঠতে দেখলাম।

'হাস্যকর শোনাচ্ছে, জানি, কিন্তু প্রথম টেস্ট এক্সপ্লোশনের সময় হাজির ছিলাম আমি।'

'জাপানে?'

'না, সেটা প্রথম ছিল না। আলামোগোদোর কাছে, নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে।'

'ঠিকাছে,' বলল ও। 'ধরে নেয়া যাক... না, তোমার কথা বিশ্বাস করছি, কিন্তু... একেবারে গোড়া থেকে শুরু করবে?'

'মুশকিল হল, এই পরিবারে শুরুটা যে কোত্থেকে জানবার উপায় নেই...

'কোথাও,' বলল ও, এবার বেশ জোরে। 'কোথাও থেকে, যেকোনও জায়গা থেকে শুরু করো, তারপর ক্রমে সামনে অগ্রসর হও। ক্রনোলোজিক্যালি। এই আগেপিছে লাফানো মাথা খারাপ করে দিচ্ছে আমার।'

ওয়াইন খেলাম আমি, টলস্টয়ের ব্লুবেরিজ ভুলে যাবার চেষ্টা করলাম। মাথা নিচু করে ওর চেয়ারে গুটিশুটি মেরে বসে আছে নিনা, ওর ঘন লাল চুল চেহারার চারপাশে আর কাঁধের ওপর হুডের মত লুটিয়ে আছে। আমাদের গ্লাসগুলো পূর্ণ করলাম আমি, খালি করলাম আমরা। আরেকটা সিগারেট শেষ করলাম আমরা। বাইরে প্রবল বাতাস শাটার জাপ্টে ধরল, বাড়ি বরাবর হাত চালাল, ফাটল, ফোকর খুঁজছে, ভেতরে ঢোকার রাস্তা বের করতে চাইছে। অস্থির কোনও আত্মার মত বিলাপ করছে, গোঙাচ্ছে, আমরা যেন কোনও গুহায় বসে আছি বলে মনে হচ্ছে: গল্প বলিয়ে আর তার গোত্রের সর্বশেষ সদস্য, আগুন এবং শেষ মেষ নিজেরাও, ভস্মে পরিণত হবার অপেক্ষা করছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# দুধ আর মাখনের দেশ

শুরুটা হয়েছিল গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড আঙ্কল চেইম লেভাই আর ওর ভাইপো ম্যাগনাসকে নিয়ে। আঙ্কল চেইম ছিল ঘড়ি-নির্মাতা, সেই পোলান্ড থেকে পিঠে টুলবক্স ঝুলিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছিল ম্যাগনাস, লো-ল্যান্ডসে নিজের জন্যে নতুন একটা জীবন গড়ে তুলবে বলে। আমার গ্রেট-গ্র্যান্ড ফাদার, ঘড়ি-নির্মাতা ছিল সেও, আর আমার পদার্থবিদ দাদা এই বলে গর্ববোধ করত যে আমাদের পরিবারের পুরুষরা ঘড়ি নির্মাণের সেই প্রগৈতিহাসিক কাল থেকেই সময়ের মানুষ ছিল সবাই। আমার গ্র্যান্ড ফাদার যখনই কথাটা তুলে ধরত আর নিজের যুক্তির পক্ষে ওজন দেয়ার চেষ্টা করত ম্যাগনাসকে হাজির করত সে। আঙ্কল চেইমের কাছ থেকে বিদ্যাটা শেখে ম্যাগনাস লেভাই। আঙ্কল চেইম ছিল পেন্ডুলাম-ক্লকের উদ্ভাবক, এই আবিষ্কার সপ্তদশ শতকের লিথ্যুয়ানিয়ায় এত অকিঞ্চিৎকর আলোড়ন তোলে যে আঙ্কল চেইম জিনিসটা ওর ওঅর্ক বেঞ্চের নিচে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, তারপর ভুলে গেছে ওটার কথা এবং দ্রুত বিস্মৃত হয়েছে নিজেকেও। আঙ্কল হারম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী পেন্ডুলাম-ক্লকটা হচ্ছে ভুল জায়গায় ভুল সময়ে পারিবারিক প্রতিভা দেখা দেয়ার প্রথম উদাহরণ।

আমরা ঘড়ি-নির্মাতা ছিলাম এমনকি এমন একটা সময়ে যখন সময়টা ছিল এক বিরল পণ্য। অগোছাল ছিন্ন পোশাকের টিংকাররা পিঠে ঝোলানো চেস্টে ঘড়ি নিয়ে শহর থেকে গ্রামে আবার গ্রাম থেকে শহরে ঘুরে বেড়াত, একটা ক্যানভাসে তাদের যন্ত্রপাতি মোড়ানো থাকত। সবসময়ই চলার ওপর থাকত, আর সর্বক্ষণ দেয়াল ঘড়ির ঘণ্টাগুলো টুং টাং বাজত, ম্যান্টেল ক্লকের রডসের মৃদু বাজনা, পকেট ওঅচের চিকেচিকচিকেচিক শোনা যেত। পিঠে সময় বয়ে বেড়াত ওরা। ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলত সময়। সময়ের ওপরই টিকে ছিল ওরা। এবং কারও কারও বেলায়, সময়ের কারণেই মারা গেছে ওরা। দূরবর্তী এক পত্রপুরুষ পুবে কোথাও স্তেপ অঞ্চলের প্রান্তবর্তী এক প্রাদেশিক রাজধানীতে একটা স্টিপ্‌ল ক্লক সরিয়েছিল। ঘড়ির কাজ বেড়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্যভাবে। কয়েক মিনিট পরপরই পোয়া ঘণ্টার সুরেলা ধ্বনি বা ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার জোরাল আওয়াজ শোনা যেত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্মিথ স্ট্রাইকিং মেকানিজমের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস পেয়েছিল, কিন্তু

BanglaBook.org

একটা পুরনো গ্যানিস্যাক দিয়ে আওয়াজ চাপা দেয়ার চেয়ে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। ঘড়ি-নির্মাতা হাজির হতে হতে পিটিয়ে পিণ্ড বানিয়ে ফেলা হয়েছিল তাকে। গোটা গ্রামে (এক কালা সেক্সটন বাদে) কেউ টানা দুদিন ঘুমোতে পারে নি। নারী, পুরুষ, শিশু এমনকি জন্তু-জানোয়ারের চোখের নিচে পুটুলি সৃষ্টি হয়েছে, পরস্পরের উদ্দেশ্যে দাঁত খিচিয়েছে, ধমক দিয়েছে। সুখের সংসার ভাঙার উপক্রম পর্যন্ত হল, বহু মহিলা ভিন্ন গ্রামে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে পালিয়ে গেল। গরুগুলো দুধ দেয়া বন্ধ করে দিল। আশপাশে কয়েক মাইল এলাকার মধ্যে একটা পাখি পর্যন্ত চোখে পড়ে নি।

কর্কশ-কণ্ঠের এক প্রবীণ গ্রামবাসী স্বাগত জানাল ঘড়ি-নির্মাতাকে। করমর্দন করল ওরা, এক গ্লাস করে চা খেল, আর বুড়ো লোকটার চিৎকার করে বলা ঘটনাটা শুনল সে। তারপর কানজোড়া মোম ঠেসে বন্ধ করে টাওয়ারে উঠে গেল সে। ওর সঙ্গে উঠল স্মিথও। কিন্তু ওরা চূড়ায় পৌঁছার পর থামানো গেল না ঘড়িটাকে। আবার নিচে নেমে এল ওরা দুজন, প্রবীণ গ্রামবাসীর কাছে গিয়ে সমস্যাটা কোথায় জানাল তাকে। 'আমাদেরকে স্রেফ অপেক্ষা করতে হবে,' বলল ঘড়ি নির্মাতা, 'দম শেষ না হওয়া পর্যন্ত।' প্রবীণ গ্রামবাসী মাথা নেড়ে বলল সেটা সম্ভব নয়। আগামীকাল বার্ষিক মেলা শুরু হচ্ছে এবং তার আগেই যদি ঘড়িটা বন্ধ না হয় ব্যবসায়ীরা স্রেফ পালিয়ে যাবে। গ্রামটা এর আয়ের এমন একটা বিরাট অংশ হারাবে যার দরুণ তাদের পক্ষে আর আগামী বছর বীজ বপনের ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হবে না। স্মিথের দিকে তাকাল ঘড়ি-নির্মাতা, হাত ছড়িয়ে দিল, তারপর আবার উঠে গেল টাওয়ারে। ওখানে, ঘড়ি আর ক্ল্যাপারের মাঝখানে মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তার।

আঙ্কল চেইম স্বল্পভাষী মানুষ। নিজের ছোট কাঠের বাড়িতে বসে আছে ও, টাইমপিসগুলো মেরামত করল আর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ইতিহাস,' তরুণ ম্যাগনাসকে বলল সে, 'হচ্ছে ঘড়ির মত। তোমার মনে হবে দেরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাঁটাগুলো সবসময়ই একই বৃত্তে ঘুরে বেড়ায়। আজ যেটা সবার ওপরে, আগামীকাল তা একদম নিচে।' ম্যাগনাস, প্রায়ই বনের সীমানায় দাঁড়ানো বাড়িটায় ওকে দেখতে আসে, ওর কাজে সাহায্য করে, কিংবা বিছানার তলা থেকে বের করে এনে পুরনো বইগুলোর পাতা ওল্টায়, ঘোড়সওয়াররা সবেগে ধেয়ে যাবার সময় কাপড় ধোয়ার একটা বাস্কেট হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে কস্যাকদের একটা দল চেইমের স্ত্রীর মাথাটা গর্দান থেকে নামিয়ে দেয়ায় কী ঘটেছিল সেকথা ভাববে ম্যাগনাস। বনের অপর প্রান্তের একটা গ্রামের কথাও ভাবল যেটা একদিন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল– পুড়ে ছাই হয়ে মিশে গিয়েছে মাটির সঙ্গে।

বনের কিনারায় দাঁড়ানো গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকা নড়বড়ে কাঠের বাড়িতে যখনই আঙ্কলের সঙ্গে থাকে ম্যাগনাস, ওকে দরজার পাশে ভাঙা বেঞ্চে বসিয়ে অতীতের কথা বলে, ধূসর কাঠের মেঝেয় পায়চারি করে বেড়ায় ও, ঘড়িগুলো তুলে নেয়, এখান থেকে সেখান থেকে স্ক্রু তুলে জানালার নিচে পাতা

BanglaBook.org

টেবিলের অসংখ্য ড্রয়ার বা বাক্সগুলোর কোনওটায় রেখে দেয়। গোবরের মত চকচকে পুরনো বেঞ্চে বসে শুনে যায় ম্যাগনাস। লাইমে শাদা হয়ে যাওয়া গ্লাস থেকে চা খায় ওরা।

বুড়ো মানুষটা ওকে সেইসব দিনের কথা শোনায় যখন কোস্যাকদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না, সবকিছু ছিল সবুজ, গ্রামের ঠিক বাইরে সূর্যমুখী ফুলের মাঠ ভরে থাকত। তোমার বাহুর মত মোটা সবুজ ডালে চাকার মত বিরাট মাথায়, এবং ওই মাথাগুলোয় তোমাকে সূর্যের একেবারে মধ্যিখানে প্রায় শুষে নেয়ার মত কালো স্পাইরাল... শুনতে শুনতে ম্যাগনাস ভাবল: এসবই নস্টালজিয়া, হারিয়ে যাওয়া সময়ের জন্য দুঃখ।

গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড আঙ্কলের প্রিয় গল্পটি ঘটেছিল এমন এক সময়ে যখন ছোট বালকটি ছিল ও, উত্তরের এক শহরের নদী বন্দরে থাকত। কুয়েতে মোটামুটি মানের একটা বাসার মালিক ছিল ওর বাবা-মা। বাড়ির পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়া ঠেলা-গাড়ির চলার পথের শেষ মাথায়, যেখানে গভীর গর্তজোড়া ডানে মোড় নিয়ে বিশাল জঙ্গলের প্রথম বিক্ষিপ্ত আগাছার আড়ালে হারিয়ে গেছে, সেখানে গরুর গোয়ালের মত দেখতে একটা কাঠামো আছে। এক কাঠুরে তার তিন মেয়েকে নিয়ে থাকত সেখানে। ওই অদ্ভুত দর্শন বাড়িটার পেছনে বনের ভেতরই দিনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিত চেইম, যেখানে সে আর তিন মেয়ের মধ্যে বড়টি নানারকম বিপদসঙ্কুল অ্যাডভেঞ্চার ভেবে বার করত।

'খুব বেশি বড় ছিল না বনটা,' বলল সে। 'হয়ত দুদিনের চক্কর, কিন্তু তোমার বয়স যখন দশ তখন অমন একটা জঙ্গলে সপ্তাহ খানেক ঘুরে বেড়ানো যায়, মনে করতে পার ভিন্ন কোনও দেশে আছ। সাধারণত আমরা ঘোড়ার পিঠে বিপজ্জনক অভিযানে নামার ভান করতাম, কার্পেথিয়ানস পেরিয়ে লিথ্যুয়ানিয়ার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। খুব ভোরে ভোরে ফ্রেইডির কাছে যেতাম আমি, কিচেন থেকে একটা ন্যাপস্যাক ভরতাম রসদপত্রে: কিছু রুটি, পনির, এক বোতল পানি। তারপর আমরা আমাদের ঘোড়ায় চেপে বসে, মিথ্যা মিথ্যা ঘোড়া– স্রেফ ভান করতাম আমরা– রওনা হয়ে যেতাম। প্রথমে ফায়ারব্রেকের ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ, কিন্তু অচিরেই গাছপালার মাঝে এসে পড়তাম আমরা, অন্ধকার আর নীরব জায়গা। এমনিতে সাপারের আগে আর ঘরে ফিরতাম না; অন্ধকার ঘনিয়ে আসত তখন। খুব বেশি কথা বলেছি, এমন মনে পড়ে না আমার। একটানা এগিয়ে যেতাম, ঘোড়াগুলো ঢাল বেয়ে নামার সময় বিশেষ সাবধান থাকতাম আমরা। এত মজা করেছি। কিন্তু বনের সবচেয়ে দারুণ বিষয়টা ছিল জমিন পরিষ্কার করা।

'সামারের শেষ নাগাদ,' বলল চেইম, 'বনে যেতাম আমরা সবাই। কাঠুরে, ফ্রেইডি আর ওর বোনেরা এবং আমি ঝোপের লাকড়ি যোগাড় করার পেছনে সারাদিন পার করে দিতাম। রোগা গাছপালা কেটে নামাতাম, গ্রন্থিল শাখাগুলো ছেঁটে দিতাম, রাস্তা পরিষ্কার করতাম... বিকেলে পথের ঠিক পাশে, খোলা মাঠে

BanglaBook.org

খাওয়া সারতাম, আর সন্ধ্যায়, আমাদের কাজ শেষ হবার পর, ওখানে ক্রশউড বয়ে এনে বড় করে আগুন জ্বালাতাম। ভুলে যেয়ো না, ততক্ষণে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করত। সেপ্টেম্বরের শেষ। দিনের বেলায় সূর্যটা উজ্জ্বল আলো বিলোত বটে, কিন্তু বিকেলে ঠাণ্ডা হয়ে আসত সব। ব্ল্যাঙ্কেটে শরীর জড়িয়ে নিতাম আমরা। আমি আর কাঠুরে মিলে একটা ক্যাম্পফায়্যার বানাতাম। প্রথমে ছোট ছোট ডালপালায় ঢাকা, শুকনো পাতার একটা স্তূপ, তারপর ডালপালা দিয়ে বানানো এক ধরনের উইগওঅম; আর তার উপর ভারি গ্রন্থিল বাহুর মত মোটা এবং প্রায়শ কাঁচা ডালপালা। খানিকক্ষণের মধ্যে কাঠের একটা বিরাট 'কোন' পেয়ে যেতাম আমরা। নিচের দিকে একটা ছোট মুখ রেখে দিতাম যেখান দিয়ে শুকনো জ্বলন্ত শাখা ঢোকানো থাকে। ভেতর থেকে বাইরে জ্বলতে থাকত ক্যাম্পফায়্যারটা, ছোট থেকে বড় হত, শুকনো থেকে ভেজা। সাধারণত অল্প সময়ের মধ্যেই বড়সড় একটা আগুন পেয়ে যেতাম আমরা, ছাইয়ের মধ্যে আলু সেদ্ধ করে নিতাম। আমাদের মাথার ওপর, আর জঙ্গলের ভেতরে, ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আসত, আগুনের আলোয় উজ্জ্বল খোলা জায়গাটায় বসে থাকতাম আমরা। গাছপালার মাঝে নাচত ছায়ারা। আগুনের স্ফুলিঙ্গ লাফিয়ে গাছের ডগা অবদি উঠে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ত। মাঝেমাঝে একটু একটু ভয় লাগত আমাদের। কাঠি দিয়ে আলু গেঁথে ছাইয়ের মধ্যে ঠেসে ধরার সময় ভূতের গল্প শোনাত আমাদের কাঠুরে। দৃশ্যটা যদি দেখতে তুমি।'

একথাটাই সবসময় বলে ও, আঙ্কল চেইম: 'দৃশ্যটা যদি দেখতে তুমি।'

অন্যান্য জিনিস দেখেছে ম্যাগনাস। একদিন ও আঙ্কল চেইমের বাড়ি পৌঁছে দেখল বাড়িটা যেখানে ছিল সেখানে পোড়া কাঠের জ্বলন্ত কয়লার একটা গোড়াঅলা ফাঁকা জায়গায় পড়ে আছে। ঘড়ি-নির্মাতার চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আধপোড়া কাঠের টুকরোগুলোর মাঝখানে গোড়ালি পর্যন্ত গভীর ভেজা ছাই ভেঙে হাঁটাহাঁটি করল ম্যাগনাস, কিন্তু ছোট বাড়িটাকে মনে আনার মত কিছুই পেল না ও। বেঞ্চটা উধাও হয়ে গেছে, টেবিল, পুরনো বই-পুস্তকসহ নড়বড়ে কাঠের খাট... একটা কাঠি তুলে নিয়ে কালচে আবর্জনা খোঁচাল সে। ঠিক বিদায় নিতে যাবে যখন, হঠাৎ দেখল পোড়া ঝাড়ে একটা ওক গাছের নিচে কি যেন পড়ে আছে। চেইমের ইনস্ট্রুমেন্ট কিট, প্রত্যন্ত গ্রাম আর শহরে ঘড়ি মেরামত করার জন্যে দেশময় ঘুরে বেড়ানোর সময় যে চেস্টটা পিঠে বয়ে বেড়াত সে। একপাশে ছুড়ে ফেলা হয়েছে ওটা, ঝোপে গিয়ে পড়েছে, তারপর আর মনে রাখে নি কেউ। চেস্টটা নিজের পিঠে ঝোলাল ম্যাগনাস এবং আপন যাত্রার সূচনা করল।

'কস্যাকরা,' কী ঘটেছিল একবার জানতে চাওয়ায় বলেছে আঙ্কল চেইম। 'কস্যাকদের ব্যাপারে সাবধান, মাই বয়।'

'এখন আর কস্যাকরা নেই,' বললাম আমি। 'এখানে নেই।'

'কস্যাকরা সবসময়ই থাকে।'

এটা আমেরিকা, যেখানে ইতিমধ্যে বাস করছি আমরা, যে দেশে লোকজন ডলার বিল দিয়ে ল্যাম্প জ্বালায় বলে আঙ্কল চেইমের ধারণা, যেখানে কেউ আলু খায় না।

BanglaBook.org

'কস্যাক আর আলু,' বলল আঙ্কল চেইম। আলুর প্রতি নিজের বিতৃষ্ণা নিশ্চিত করার জন্যে গান গাইল সে:

*যুনটিক– বুলবিস,*
*মনটিক– বুলবিস,*
*ডিনস্টিক উন মিটভোখ– বুলবিস,*
*ডোনারশটিক উন ফ্রেইটিক– বুলবিস,*
*শেইবস ইন আ নোভেনি:*
*– আ বুলবে– কুগেলে!*
*যুনটিক– ভেইটার বুলবিস.*

রোববার, আলু। সোমবার, আলু। মঙ্গলবার আর বুধবার, আলু। বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার, আলু। কিন্তু সাব্বাথে, বিশেষ খাবার: আলুর পুডিং। রোববার, আরও আলু।

'স্রেফ খাবারটাই ওই দেশ ছাড়ার কারণ হিসাবে যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল আমার বেলায়,' একবার বলেছিল আঙ্কল চেইম। আমি ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে তাহলে তাকে 'হল্যান্ডার টপ লিস্ট অভ টেরিব্‌ল রিজনস্ টু মেইক ড্রাস্টিক ডিসিশনস্'-এর একজন যোগ্য প্রার্থী বানিয়ে দিত সেটা।

'পাহ্!' বলল ও, 'তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে তুলনা করো না, টাই পরতে চায় নি বলে ইউরোপ ছেড়েছিল ও। কিংবা ম্যাগনাস, গোঁফ ছাড়া স্ত্রীর খোঁজ করছিল বলে দেশ ছেড়েছে।'

একথাই বলেছিল ম্যাগনাস যে, ওদের এলাকার সব মহিলাই ছিল গোঁফধারী। 'গোঁফ আর রোমশ পা।' কথাটা ভেবেই শিউরে উঠেছে সে। আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়েছে আঙ্কল চেইম, তার বাম ভুরুটা নামানো। 'রোমশ পা? তুমি আবার পা দেখলে কবে?' এখন প্রায় তিনশো বছর ধরে আধ্যাত্মিক জগতের বাসিন্দা ম্যাগনাস কোনও তরুণীর মত রক্তিম হয়ে গেল। 'নু, ম্যাগনাস, ভাস্তে। ওই এলাকার কোথায় পা দেখলে তুমি?' গোঁফ নিয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল ম্যাগনাস, নিশ্চয়ই আগে কোথাও দেখেছে সে *ওগুলো*, তুমি শুধু ধারণা করতে পার... ওর আঙ্কলের ভুরু অবিচলভাবে নামানো রইল, দীর্ঘ সময় পর দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে। অবশেষে আমার দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

কিন্তু রোমশ পা বা ওপরের ঠোঁটের কোনওটাই ম্যাগনাসের বিদায়ের কারণ নয়। কারণটা ছিল কস্যাকদের শেষ হামলা, আঙ্কল চেইমের বাড়িটা পুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায় যখন। ওখানে, কালো মুখের ভেতর পোকায় খাওয়া দাঁতের মত, কাঠের টুকরো আর পোড়া খড়ের স্তূপে, শক্ত করে বেল্ট বাঁধে সে, পট্টিতে গেরো দেয়, তারপর বেরিয়ে পড়ে।

সেটা ছিল ১৬৪৮ সাল।

BanglaBook.org

ম্যাগনাস লেভাই, এ-নামেই পরিচিত ছিল ও তখনও, একুশ বছরেরও বেশি সময় যাত্রা শেষে লো-ল্যান্ডসের সবচেয়ে পুবের অংশে পৌঁছায়। এবং সেখানেই রয়ে যায় সে। সেটা তার ক্লান্তির জন্যে নয়, যদিও ক্লান্ত ছিল ও, কিংবা পথ চলে বিরক্ত বলেও নয়, বিরক্তও হয়ে পড়েছিল ও, বরং এক হাটবারে একটা শহরে পৌঁছেছিল বলে। রক্তিম আপেল, হাতের মুঠির মত পেল্লায় সাইজের পিয়ার, কামানের গোলার মত বাঁধাকপি আর পশমী কাপড়ের মোটা বান্ডিল দেখতে দেখতে স্টল থেকে স্টলে ঘুরে বেড়াল সে। পরিবেশে পরিতৃপ্তির আভাস পেল ও, এবং টের পেল ওর ভেতরে একটা কিছু আস্তে আস্তে পাক খেয়ে থিতু হয়ে যাচ্ছে; শোয়ার জায়গা খুঁজে পাবার পর কুকুররা যেমন করে। অচেনা এই অনুভূতিটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করল ম্যাগনাস, কিন্তু সেটা এতই জোরাল, গ্রাস করে নিল প্রায়। একজন কাপড় ব্যবসায়ীর ডাকে চমকে উঠল ও।

'কী বিক্রি করছ তুমি, ফ্রেন্ড?'

লোকটার প্রশ্ন কোনওমতে বুঝতে পারল ও, কারণ যে আঞ্চলিক টানে কথা বলেছে সে সেটাকে আসার পথে শেখা প্ল্যাটডয়েশের মত লাগল।

'*উহ্‌রেন।*'

'ঘড়ি?'

মাথা দোলাল ম্যাগনাস।

ইশারায় ওকে কাছে ডাকল লোকটা, তারপর ইশারায় বলল যে ওই কাঠের চেস্টে কি আছে জানতে চায় সে। চেস্টটা ব্যবসায়ীর স্টলে নামিয়ে খুলল ম্যাগনাস। চমৎকারভাবে সাজিয়ে রাখা যন্ত্রপাতির মাঝখানে ঝুলছে ওর তৈরি ছোট পেন্ডুলাম ঘড়িটা। লোকটা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সমীহের সঙ্গে মাথা দোলাল।

'শোন,' বলল সে। আবার ম্যাগনাসের দিকে তাকাল, মাথাটা সামান্য কাত হয়ে আছে। জানতে চাইল, '*ডয়েশ ?*'

'*ডয়েশ?*' মাথা নাড়ল ম্যাগনাস। '*ওয়েইটার ওস্টলিচ। পোলেন।*'

'*পোল...*

আরও একবার মাথা নাড়ল ম্যাগনাস। '*ডা গিউওহস্ট। নিখ্‌ট পোল্যাক।*'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্যবসায়ী, পেন্ডুলাম-ঘড়িটার দিকে ইঙ্গিত করল। '*উইভিয়েল ?*'

দাম বলল ম্যাগনাম, স্টলের অন্যপাশের লোকটা দ্রুত হিসাব কষতে শুরু করল। আবার ঠোঁটে ঠোঁট চাপল সে।

ইতিমধ্যে কৌতূহলী একদল দর্শক জড়ো হয়েছে ওদের চারপাশে। লোকে ব্যবসায়ীর কাছে জানতে চাইল পথিক কোত্থেকে এসেছে আর ব্যবসায়ী, হঠাৎ করে নিজেকে যার সত্যিকারের কসমোপলিটান বলে মনে হচ্ছিল, ঘটনাটা খুলে বলল ওদের। ওরা যাতে ভাল করে দেখতে পায়, সেজন্যে ম্যাগনাস যেই পেন্ডুলাম ঘড়িটাকে চেস্ট থেকে বের করতে গেল, দর্শকদের মেঘটা ভাগ হয়ে গেল। ওদের ছেড়ে দেয়া ফাঁক দিয়ে এগিয়ে এল এক মহিলা আর তার সঙ্গী। কিছুই লক্ষ্য করে

BanglaBook.org

নি ম্যাগনাস, ঘড়িটাকে বাজানোর কাজে ব্যস্ত ছিল ও। রডসের সুরেলা আওয়াজ আর ফ্রেইডির সবসময় গাওয়া গানের প্রথম চারটে কলি বেজে উঠল পরিষ্কার বাসন্তী পরিবেশে। মাসের পর মাস ধরে এগারটা তামার রডকে সঠিক দৈর্ঘ্যে আনার চেষ্টা চালিয়ে গেছে ও যাতে ওগুলো সঠিক সুর তোলে এবং তারও আগে অনেকগুলো মাস অমানুষিক পরিশ্রম করেছে একটা মেকানিজম বের করতে যেন ক্ষুদে হাতুড়িগুলো ঠিক মেজাজে এবং পর্যায়ক্রমে রডে আঘাত করে। ছোট ঘড়িটার দিকে স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে রইল ও। ব্যবসায়ীকে গভীরভাবে মাথা নোয়াতে দেখার আগ পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন খেয়াল করল না ও। প্রথমে হাসল ও, মাথা নোয়ানোটাকে প্রশংসা আর শ্রদ্ধার ইঙ্গিত ভেবে, কিন্তু নীরবতা বজায় থাকায় আর সবাই নজর ফিরিয়ে নিয়েছে বলে মনে হওয়ায় একপাশে তাকাল ও। ওর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মধ্যরাতের মত নীল পোশাক পরা এক তরুণী। তার কাঁধে জড়ানো রয়েছে কালো ক্রচেটেড শঅল। শাদা লেস ক্যাপ পরা একটা দাসী রয়েছে তার সঙ্গে।

'কি গান ওটা?'

গভীর একজোড়া চোখ তার, পলিশ করা, চকচকে ওঅলনাট-রঙা, কোঁকড়া কালো চুল, মাথার পেছনে পনিটেইল করে বাঁধা।

তোতলাতে তোতলাতে এমন কিছু বলল ও যেটা নিজেই বুঝল না।

'ডয়েশ?' জানতে চাইল মেয়েটা।

ঘড়ি-নির্মাতা কোত্থেকে এসেছে ব্যাখ্যা করল ব্যবসায়ী। তারপর ম্যাগনাস জানাল যে বিশ বছর ধরে চলার ওপর আছে ও এবং ঘড়ি মেরামত করতে করতে পোল্যান্ড, বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়া পার হয়ে এসেছে। একটা শহরে এমনকি মেয়রের জন্যে টাইমপিসও বানিয়ে দিয়েছে।

ও কথা শেষ করার পর তরুণী জানতে চাইল পেন্ডুলাম ঘড়ির জন্যে কত দাম চাইছে ও। টাইমপিসের দিকে তাকাল ম্যাগনাস। ঢালু পাশগুলো যেন কোনও মেয়ের কোমরের বাঁক, কাঠের রঙটা... আগের দামের মোটামুটি অর্ধেক দাম বলল ও এবার।

'কী?' চেঁচিয়ে উঠল বণিক। 'তুমি আমাকে বললে...

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ হারাতে দিয়েছে, বুঝতে পারল ম্যাগনাস, এখন ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবে সবাই। পেন্ডুলাম ঘড়িটা তুলে আবার নিজের কাঠের ট্রাভেলিং কেইসে ঢুকিয়ে রাখল ও। বিষণ্ন হাসি দিল, কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর, আরও দুর্বোধ্য জার্মানে এমন কিছু (যদি তা সম্ভব হয়ে থাকে) বলল, ওর অদ্ভুত আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্যে বলা। কাজের মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল তরুণী, কি যেন বলল তার কানে কানে। তারপর ম্যাগনাসের উদ্দেশে মাথা দোলাল, বণিককে দুগজ শাদা লিনেন মাপতে বলল।

দর্শকদের দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। চেস্টটা পিঠে চাপাল ম্যাগনাস। দুটো স্টলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে বাজার চত্বরের মাঝখানে দাঁড়ানো বিরাট চার্চটার দিকে এগিয়ে গেল। ওখানে, বাট্রেসের ছায়ায়, পচনশীল সব্জি আর বাসি মাছের গন্ধের

BanglaBook.org

ভেতর নিজের সঙ্গে সিরিয়াস আলাপ সারল ও। কেমন করে এমন বোকামি করল? একজোড়া সুন্দর চোখের ফাঁদে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিল? খরচই উঠে আসবে না এমন একটা দামে রিসেলে বিক্রির কথা ভাব তো... একটা অচেনা দেশে এসেছ তুমি, ম্যাগনাস লেভাই। মুখ বুজে শুনতে হবে তোমাকে, গলাবাজি আর মিইয়ে যাওয়া চলবে না। ও চার্চ পাশ কাটিয়ে যাবার পর আবার চেহারা দেখাল সূর্য এবং বসন্তের পরিষ্কার আলোয় চার্চের চত্বর থেকে বেরিয়ে দাগপড়া কাঁচের জানালাঅলা দুটো বিরাট শাদা বাড়ির মাঝখানের গলিপথে ঢুকে পড়ল। কাঁচের ওপাশে শাদা আর নীল পটে গাছের সারি দেখতে পেল ও। ওগুলোয় বড় বড় আপেলের সমান লাল ফুল ফুটে আছে। পশ্চিম যাত্রায় বহু কিছুই দেখেছে ও: নানান সমৃদ্ধ এলাকায় পা পড়েছে ওর, কিন্তু এমন প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি আর কোথাও দেখে নি, এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও চোখে পড়ে নি, আর কোথাও এখানকার মত দরজার নব এমন চকচক করতে দেখে নি। শাদা বাড়িগুলোর ওপাশে দুধারে সুন্দর করে ছাঁটা গাছ আর সুবিন্যস্ত ফুলের কেয়ারিঅলা একটা কোব্‌লস্টোন স্ট্রিট রয়েছে। ছোট ছোট ওই গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় একটা মেয়ের পায়ের ক্লিক-ক্ল্যাক শব্দ শুনতে পেল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই কাজের মেয়েটাকে দেখতে পেল, স্কার্ট উঁচু করে ধরে দৌড়ে আসছে ওর দিকে।

মেয়েটা ওর কাছে আসার পর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। হাঁপাচ্ছে। তাকে ধাতস্থ হওয়ার সুযোগ দিল ও, বন্ধুসুলভ ভাব দেখানোর চেষ্টা করল। সহজ হল না সেটা, কারণ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও। মেয়েটাকে হাটে ওর পাশে দাঁড়ানো সেই তরুণীর সঙ্গে দেখা কাজের মেয়ে বলে চিনতে পেরেছে। ওর মনে হল মেয়েটা বলতে এসেছে অশোভন আচরণ করেছে ও এবং এখন ওকে শহরছাড়া করবে সে। আগেও এমনটি ঘটেছে ওর কপালে, এক প্রুসিয়ান গ্রামের কোথাও। ভুলটা কোথায় ছিল ঠিক আবিষ্কার করতে পারে নি ও, কিন্তু সেটা যাই হয়ে থাকুক, সে কারণে প্রায় জেলে ঢোকানোর যোগাড় হয়েছিল।

'আমার মিস্ট্রেস জানতে চেয়েছে দয়া করে ওর বাবার বাড়ির ঘড়ি মেরামত করতে পারবে কিনা তুমি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেয়েটা।

মেয়েটা কী বলছে ঠিক না বুঝেই তার দিকে তাকিয়ে রইল ও। মেয়েটা অল্পবয়সী, হয়ত আঠার বা উনিশ বছর হবে বয়স, ওকে মোটেই বিপজ্জনক বা অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে না তার কাছে। কিন্তু তাতেও মনে স্বস্তি পেল না ও। '*ইচ গেহ্ ওয়েইটার*,' বলল ও। '*অ্যান্ডেরে স্ট্যডট্। মিউব গেহেন*।'

কাজের মেয়েটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। 'তোমাকে পুষিয়ে দেবে ওরা,' বলল সে। 'ও চাইছে তুমি যেন আস, স্যার। তোমার ঘড়িটা ও দেখেছে।'

অহংকার হচ্ছে দুটো মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয়া সূর্যের মত। ম্যাগনাস স্বীকৃতির বোধগম্য উষ্ণতা অনুভব করল।

'*ডাই ডেইম ইস্ট নাইখ্‌ট বোসে?*' জানতে চাইল ও।

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল কাজের মেয়েটা। 'আজ সন্ধ্যা সাতটায় আসতে পার,' বলল সে। ওকে ঠিকানা বাতলে দিল সে, তিনবার পুনরাবৃত্তি করাল ওকে দিয়ে। যে কেউ, বলল সে, চিনিয়ে দিতে পারবে ওকে। ওর মনিবের বাড়ি সবার চেনা।

সে দিনের বাকি সময়টুকু শহরময় ঘুরে বেড়াল ম্যাগনাস। দোকানে দোকানে ঢুঁ মারল, কফি হাউসগুলোর খোলা দরজায় উঁকি মারল আর দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে ঘেসো মাঠের ওপর দিয়ে ছোট বাচ্চাদের নিয়ে মায়েদের হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য দেখল। পুকুরের পার বরাবর চলছে হাঁসের ঝাঁক। একটা টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে হরিণ, মাথার ওপর সহজ ভঙ্গিতে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা জে-বার্ড। সব কিছু ছোট খাট, পরিষ্কার এবং স্থির। এক রূপকথার রাজ্যে হাজির হয়েছে ম্যাগনাস।

সেরাতে পুবের ছোট শহরে জীবন সঙ্গীনির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ম্যাগনাসের। তার নাম রেবেকা গানস্ এবং এক স্বচ্ছল গরু-ব্যবসায়ীর মেয়ে সে। সদ্য-ঝরা তুষারের ওপর দিয়ে হাঁটা বেড়ালের মত গ্রেট মার্কট-এর পেছনের বাড়িটার কাছাকাছি হাজির হল লাজুক ঘড়ি-নির্মাতা। ব্রকেড চেয়ারে বসার সাহস হল না ওর, শক্ত হাতে ট্রাভেলিং কেসটা ধরে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল যে শেষ পর্যন্ত তরুণী জিজ্ঞেস করেই বসল ওটা আদৌ নামিয়ে রাখবে কিনা ও। কোথায়? ভাবল ম্যাগনাস, চকচকে কাঠের মেঝেঅলা উঁচু ছাদের রুমটার চারপাশে নজর বোলাল ও। ওর দিকে এগিয়ে এল মেয়েটা, চেস্টটা তুলে নিল, চাকা আর যন্ত্রপাতির ওজনে মোটেই কুঁকড়ে গেল না সে, রূপালি নকশাঅলা মার্বল হার্থের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল ওটা। গম্ভীর নিরাসক্ত চেহারায় ওর দিকে তাকাল সে, ঘণ্টা বাজিয়ে মেইডকে তলব করল।

সেরাতে বাড়ির সবগুলো ঘড়ি পরীক্ষা করল ও এবং কাজটা করার সময় এত পাতলা কাপ থেকে চা খেল যে অয়েল ল্যাম্পের আলো দেখা যাচ্ছিল ওগুলোর ভেতর দিয়ে; এমন চমৎকার মিইয়ে যাওয়া মিষ্টি আলমন্ড কার্ল খেল যা কিনা ওর শূন্য পাকস্থলীতে প্রজাপতির মত ডানা ঝাপ্টাতে লাগল। ঘণ্টা দু-এক বাদে যখন বিদায় নিল ও, মাথাটাকে ওই বিস্কুটগুলোর মতই হালকা মনে হতে লাগল ওর।

'জনম নির্বোধের মত চোখ,' বলল আঙ্কল চেইম। 'প্রেমে পড়েছ। প্রেমে পড়েছ? সম্মোহিত হয়ে গেছ!'

যা হোক, এমনটাই মনে হয়েছিল তখন। ম্যাগনাস জানত ঠিক কখন ঘটেছে ব্যাপারটা। বাজারে নয়, সেখানে ও 'মেয়েটার দর্শনে ঘায়েল হয়ে' গিয়েছিল বলে যেমনটা একবার বলেছে ও। ওই বাড়িতে থাকার সময়ও নয়, যখন ওই অস্থির কুকিতে কামড় বসাতে বসাতে টিপটের নিচে মোমবাতির আলোর ঝিলিক দেখছিল ও। টেবিলের ওপর সামনে ছোট ব্ল্যাক-ল্যাকুয়ার্ড ঘড়িটা রাখার সময়ও নয়। 'সালোমন কোস্টারে, হেগে,' গ্লাস-ডোরের পেছনে একটা রূপার পাতে লেখা ছিল। ওর পাশে দাঁড়িয়েছিল তরুণী, এবং ও নড়াচড়া পরীক্ষা করার সময় মনোযোগ দিয়ে দেখেছে। ও যতদূর বুঝতে পেরেছে, পেন্ডুলাম ওটা, ওই প্রযুক্তির অন্যতম প্রাথমিক

BanglaBook.org

প্রয়োগ। তিনটা প্রশ্ন করে ও, ঘড়িটা যে দশ বছর আগের, ওটা পেন্ডুলাম ঘড়িটার আবিষ্কার নির্দিষ্ট এক হাইজিনের তত্ত্বের ভিত্তিতে নির্মিত, এসব জানার জন্যে যথেষ্ট ছিল তা। ঠিক ওই মুহূর্তে ম্যাগনাস বুঝতে পারে পনের বছর আগেই ঠিক এই জিনিসটাই আবিষ্কার করেছে আঙ্কল চেইম। তরুণ ম্যাগনাস চোখ তুলে ল্যাম্পলাইটের গোধূলির দিকে তাকাল তারপর দৃষ্টি সরে যেতে দিল। সবই অযথা। আঙ্কল চেইম যে ঘড়িটা জার্মান ফরেস্টার ফলশ্‌কে ওকে কাউন্ট ওটাকে 'একটা অশুভ আবর্জনার টুকরো' বলে আখ্যায়িত করেছে এবং বাড়িতে রাখতে চায় নি জানানোর পর, মাথা নাড়তে নাড়তে ওর ওঅর্ক বেঞ্চের নিচে ছুড়ে দিয়ে ছিল। বিশেষ কোনও যুগ খেয়াল বশতঃ দুজন কিংবা আরও বেশি মানুষকে একই জিনিস উদ্ভাবনের সুযোগ দেয়, কিন্তু যেকোনও একটাকেই টেনে নেয় বুকে। আঙ্কল চেইমকে যদি মিস্টার হাইজেনের বদলে আবিষ্কারের কৃতিত্বটুকু দেয়া হত, চেইম ও ম্যাগনাসের ইতিহাস, হয়ত এমনকি গোটা মহাদেশের ইতিহাসই অন্য দিকে মোড় নিত। এবং তারপর রুমের চারপাশে ওর চোখের যাত্রা শেষ হওয়ার পর মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি হল। অয়েল ল্যাম্প একপাশ থেকে আলোকিত করে রেখেছিল ওদের এবং অন্ধকারে ছোট ছোট তারা দেখতে পেল ও, মেয়েটার পাঁপড়ির পর্দা, চোয়ালের কোমল অথচ স্পষ্ট রেখা; ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল ও, কিন্তু পারল না। মেয়েটার বেঁধে রাখা চুলের গোছা জুলফির কাছে গোঁয়ারের মত বেঁকে আছে, আলগা কয়েকটা গোছা এসে পড়েছে বাম চোখের ওপর এবং কী করবে বুঝে ওঠার আগেই ওর হাত এগিয়ে গেল আপন পথে... তখনই ঘটল ব্যাপারটা। হাসির একটা ছায়া ওর চেহারায় লুকোচুরি খেলে গেল (কেবল ঠোঁটজোড়ায় না, শহরময় ঘুরে বেড়ানোর সময়, সেরাতের কথা মনে পড়েছে ওর, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছে, হাসিটা স্রেফ ওর ঠোঁটের ওপর দিয়ে ভেসে যায় নি, বরং সম্পূর্ণ চেহারায় ছিল, হাসির সেই... স্মৃতি, শোনা যায় কি যায় না এমন একটা 'হ্যাঁ,' একটা 'অবস্থা যদি ভিন্ন রকম হত... ') এবং হাতজোড়া মুঠি হয়ে গেছে টের পেয়েছে ও, এত আস্তে যেন কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল ওভাবে এবং পিছু ডাকল ওটাকে (ধর! ধর, অসভ্য হাত! নামাও।') এবং হাতটা নিজের মুখের দিকে ফিরে এল– ততক্ষণে ঘামে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে ওর ঘাড়– আচমকা হাতটা পূর্ণ বেগে ধেয়ে এল ওর দিকেই। এরপর কেবল মনে আছে, মেঝেয় শুয়ে আছে ও। নিজের কানে নিজেই ঘুসি বসিয়েছে ও। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল বটে মহিলা, কিন্তু দু সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যেই মেয়েটাকে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়তে দেখে স্বস্তি বোধ করল ও।

বাইরে, বসন্তের চাঁদের আলোয়, এক গলি থেকে আরেক গলিতে ঘুরে বেড়ানোর সময়, কাদায় গড়াগড়ি যাওয়া শুয়োরের মত আপন গ্লানিতে হাবুডুবু খেল ও।

'ভালোবাসার ইতিহাস। এ নিয়ে ঢাউস একটা বই লিখে ফেল। রাজা। রাজকুমার। আব্রাহাম আর সারাহ, আহ্... সলোমন আর শেবার রানী। ডেভিড আর

BanglaBook.org

বাথশেবা। আর নিজের কান ফাটিয়ে দেয়া লোকটার ওপর একটা আলাদা চ্যাপ্টার,' বলেছে আঙ্কল চেইম। এবং 'সমস্ত কিছুই সে রোমশ পা-কে ভয় পায় বলে। বাহ্!'

সকাল হতে হতে শহরময় অন্তত তিনবার চক্কর দেয়া হয়ে গেল ম্যাগনাসের এবং যে গ্রামে বেড়ে উঠেছে সেটার মতই চেনা হয়ে গেল ওটা। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, বাজার-চত্বর, শিকার এলাকা; সবকিছুই বিশ্বস্ত ঘড়ির চলার মত। রুটির দোকান থেকে রুটি কিনল ও, বাটারকাপে ঠাসা একটা নালার কিনারে বসে খেল ওটা। কুয়াশা বিদায় নিল ময়দান থেকে, শব্দতোলা ঘণ্টার মত পরিষ্কার নীল আকাশে উড়াল দিল পাখির দল। গোবরের গন্ধ মাটি ছেড়ে উঠে এসে খোঁচা মারল ওর নাকে। কাঁধের জোয়ালে দুটো কাঠের বাকেট ঝুলিয়ে হাজির হল এক গোয়ালিনী, মাখনবিহীন রুটি চিবোতে দেখল ওকে। বাকেটগুলো নামিয়ে রেখে দুধের ভেতর থেকে একটা ডিপার বের করে এক চুমুক খেতে দিল ওকে। চলার পথে শেখা মিশ্র ভাষায় তাকে ধন্যবাদ জানাল ও। আগে বাড়ার সময় পুরুষের মত হাসতে লাগল গোয়ালিনী। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল ও, বড় বড় স্ট্রাইপের স্কার্টের আড়ালে চওড়া কোমর, বিশাল নিতম্ব, গোলাকার পরিপূর্ণ বাহু। দুধ আর মাখনের একটা দেশ। ওর খাওয়া দুধটুকু মাখনে প্রায় হলুদ হয়ে ছিল। কৃষক নয় ও, কিন্তু সাধারণ যেকারও পক্ষেই এখানকার ঘাস কত রসাল আর নরম বোঝা সহজ।

মাঝ সকাল নাগাদ বণিক বাড়ির ঘণ্টার দড়ি টান দিল ও। কাজের মেয়েটা ঢুকতে দিল ওকে। মাগে করে ওকে দুধ দিল সে আর মাখন লাগানো এক টুকরো বাদামী রুটি প্লেটে করে রাখল ওর পাশে। দুধটুকু গরম আর মিষ্টি। বাদামি টুকরোটার নাম *কোয়েক*, মৌরির মত স্বাদ লাগল। খাওয়া শেষ হলে পার্লারে নিয়ে যাওয়া হল ওকে– কিন্তু কেউ ছিল না ওখানে। টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে, ঢেকে দেয়া হয়েছে একটা কর্কশ লিনেন কাপড়ে। এগিয়ে গিয়ে কাজের মেয়ের তদারকিতে আগেই দেখা ঘড়িটা বের করে আনল ও, কাজে লেগে গেল তারপর। যদিও ঘড়িগুলোর আকার ওর পরিচিত ঘড়ির চেয়ে ভিন্ন ছিল, কিন্তু কাজের সঙ্গে পরিচয় ছিল ওর, এবং দুপুর নাগাদ চারটে ঘড়ির দুটোই পরিষ্কার করে তেল দিয়ে ফেলল ও। তারপর কাজের মেয়েটা ডাকতে এল ওকে। কিচেনে, হৃষ্টপুষ্ট বাবুর্চি পটের জিনিস নাড়ছিল, রুটি আর মাখন দেয়া হল ওকে। শেষ ঘড়িটা বন্ধ করার পর তবেই বাড়ির মালেকান হাজির হল। একটা ট্রে-তে করে টি-পট বাটার বিস্কুটের নীল-শাদা একটা প্লেট আর পোরসেলিনের একটা খুদে টাওয়ার নিয়ে তাকে অনুসরণ করল কাজের মেয়েটা। টেবিল পরিষ্কার করে ফেলল ম্যাগনাস, নিজের যন্ত্রপাতিও সাফ করল, গুছিয়ে নিল চেস্টটা। গোটা সময়টা গম্ভীর চেহারায় মেয়েটা জরিপ করল ওকে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে ওকে বসাল আবার।

'নু,' বলল মেয়েটা। '*লোমির রেড্‌ন।*'

'নাও। কথা বলা যাক।'

BanglaBook.org

রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল কাজের মেয়েটা। মুখটাকে গাড়ি-ঘরের মত করে সবিস্ময়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাগনাস।

কথা বলল ওরা। কথা বলল টি-পটের সরু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা সুবাসিত চায়ের মত, ওদের দাঁতের নিচে দুমড়ে যাওয়া আর আঙুলের ডগায় মাখনের পর্দা রেখে যাওয়া বিস্কুটের মত। জানালার পাল্লাগুলো ধূসর, তারপর নীল এবং অবশেষে বেগুনী হওয়া পর্যন্ত কথা বলে গেল ওরা। কথা বলল ওরা, এবং তা ছিল, পরে যেমন বলবে ম্যাগনাস, ওরা যেন একই সময়ে শূন্য হয়ে আবার পরিপূর্ণ হচ্ছিল।

তারপর হাজির হল বণিক।

'একটা দাড়ি,' বহু শতাব্দী পর বলেছে ম্যাগনাস, 'মৌমাছির ঝাঁকের মত। চুলভর্তি একটা মাথা– আমার হবু শ্বশুর ছিল সে, কিন্তু এছাড়া তাকে বর্ণনা করার আর কোনও উপায় নেই, আমি দুঃখিত– ডাইনির ঝাড়ুর মত চুল-ভর্তি একটা মাথা। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কেবল থেমেই যায় নি: খাঁচার মধ্যেই ছিল না ওটা।'

'বেকি,' বলেছিল দানবটা। ('একটা দানব, নাথান,' বলে ম্যাগনাস। 'আমি এমনকি জানতামই না যে ইহুদিরা এমন বিশাল হতে পারে। গলার আওয়াজ ওঅর্কির বিরাট ঘড়িটার মত।') 'বেকি, বাড়িতে মেহমান আছে জানতাম না আমি।'

'*টাটেলি*,' বলল মেয়েটা। 'এ-ই ঘড়ি-নির্মাতা।'

চেয়ার উল্টে ফেলে লাফিয়ে উঠেছিল ম্যাগনাস, জুতোর গোড়ালি মিলিয়ে (জার্মানিতে শিখেছিল সে) কোমরের থেকে ঝুঁকে পড়েছে সামনে, চিৎকার করে বলল, 'অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, ইয়োর গ্রেস, ম্যাগনাস লেভাই।' সেই সঙ্গে ভাবল, *টাটেলি?* ছোট বাবা?

বৃষ্টির শব্দের মত হাসল বেকি আর ওর বাবা: গভীর জলদগম্ভীর বজ্রের গর্জনের মত বাবা আর মখমল মাঠে বসন্তের ধারার মত মেয়েটা।

একজন ঘড়ি-নির্মাতাই, যদিও চলার ওপরই ছিল ও এবং পার্থিব সমস্ত জিনিস পিঠে ঝোলানো চেস্টে বয়ে বেড়াচ্ছে, রেবেকা গানসের জন্যে যথেষ্ট ছিল। ওর বাবা মেইয়ার, একজন গবাদি পশুর ব্যবসায়ী, খুব সামান্য থেকে শুরু করেছিল। সে জানত যে, আশপাশের দেশসমূহের এবং এমনকি লো-ল্যান্ডসের কোনও কোনও অংশের ইহুদিরা তাদের স্থানীয় প্রশাসকদের সহানুভূতিশীল আচরণের কল্যাণে টিকে আছে। উত্তরে ছিল সে, যেখানে কোনও শহরে তিনটার বেশি ইহুদি পরিবারকে থাকার অনুমতি দেয়া হয় না, যেখানে ইহুদিদের কেবল কসাই, ট্যানার বা ফোরিওয়ালার পেশা গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয় এবং তাদের সিনাগগ নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয় না। এ অঞ্চলের, বিশেষ করে সমৃদ্ধ পশ্চিমের সহনশীলতা তাকে ধণী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছে, কিন্তু নিজের সামান্য থেকে শুরু করার কথা কখনও বিস্মৃত হয় নি সে।

সে কারণেই, যদিও ম্যাগনাস দরিদ্র এবং চালচুলোহীন, মেইয়ার গানস্ তার মেয়ের পাণিপ্রার্থী ছেলেটার চরিত্রটুকু দেখেছে, ওর অবস্থান বা বিত্ত দেখতে যায়

BanglaBook.org

নি। ম্যাগনাসের অন্তরের দিকে তাকিয়েছে সে, সন্ধান করেছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর উদ্যমী চেতনা। নিজের আবিষ্কারে খুশি হয়েছে সে।

দু মাস পর ওরা পশ্চিম হল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করার সময় দম্পতিকে সালোমন কোস্টারের ঘড়িটা আর রূপার অলঙ্কারে যৌতুক দেয়া হল। রটারড্যামে মেইয়ার গানসের এক শস্য ব্যবসায়ী কাজিন একটা বাড়ি খুঁজে পেতে সাহায্য করল ওদের। স্বয়ং বিপত্নীক– রেবেকার মা ওর জন্মের অল্পদিন পরেই জ্বরে ভুগে মারা যায়– পুবে রয়ে যায়। খোয়া যাওয়া হাতের মতই বোধ করবে ও, তারপরও মেয়ের সুখ আর সমৃদ্ধি কামনা করেছে, যা, তার মতে পশ্চিমেই ভাল মেলে। এক নতুন জীবন শুরু করে ম্যাগনাস এবং যেন এখানে থাকতে কতটা আগ্রহী বোঝানোর জন্যেই নামটা হল্যান্ডারে বদলে নেয় ও। ওই তরতাজা ঘাস, ননীপূর্ণ দুধ আর সোনালি হলুদ পনিরের দেশের প্রতি আন্তরিক প্রীতি বোঝানোর এর চেয়ে ভাল কোনও উপায় জানা ছিল না ওর।

একটা ছেলে হল ওদের, ওরা যার নাম রাখল চেইম। ঘড়ি-নির্মাতা হল সে, যিপোরাহ্ লেইব নামের একটা মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হল। লেইব মেয়েটাকে বিয়ে করল ছেলেটা। ওদেরও একটা ছেলে হল, নানা মেইয়ারের নামে ওর নাম রাখল ওর। জন্মের বড়জোর তিন বছর পরেই অতিভোজনের দরুণ মারা গেল সে। চেইম ভাবল ছেলের যে নাম রাখা উচিত ছিল সেটা না রেখে মহাবিশ্বের প্রভুকে খেপিয়ে দিয়েছে সে, তো, সাত বছর পর, যখন আরেকটা ছেলে হল, তার নাম রাখা হল হেইম্যান, চেইমের ডাচ সংস্করণ, যার মানে 'প্রাণ'। স্বাস্থ্যবান আর শক্তিশালী ছেলেটা বাবার মত ঘড়ি-নির্মাতায় পরিণত হল। পরিবারের আর সব পুরুষের মতই দেরিতে বিয়ে করল সে। শাভা গ্রোয়েনকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করল। ওদের বয়স যখন প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, একটা ছেলে হল মেয়েটার, যার নাম রাখল ওরা হেইম্যান। লেনাহ্ আরেন্ডকে বিয়ে করল সে এবং ওদের সম্পর্কের সুবাদেও একটা ছেলের জন্ম হল: তৃতীয় হেইম্যান। রেবেকা ভ্যান আমেরনজেনকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করল সে, চতুর্থ হেইম্যান উপহার দিল সে। চতুর্থ হেইম্যান আর তার স্ত্রী এস্থার ডি জঙয়ের তেতাল্লিশ বছর বয়সে একটা বাচ্চা হল। একটা ছেলে: পঞ্চম হেইম্যান। হল্যান্ডার পরিবারের ওই উত্তরসূরী, একজন ঘড়ি-নির্মাতা, বিয়ে করল অল্প বয়সেই। তেইশ বছর বয়সে চব্বিশ বছর বয়স্কা আনা ব্লুমের সঙ্গে পরিচয় হল ওর, আনার পঁচিশ বছর বয়সে, ওরা সন্তান পাওয়ার আনন্দ ভোগ করল: ষষ্ঠ হেইম্যান।

সময়ের স্রোত (ম্যাগনাসের ভাষায়) হল্যান্ডারদের পশ্চিমে রটাড্যামে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল– উত্তর সাগরীয় উপকূলীয় দ্রুত বর্ধনশীল বাণিজ্য-শহরটিতে এবং ওখানেই যেন শেষ-মেষ শান্তির স্বর্গে গিয়ে হাজির হয় ওরা। হেইম্যানদের সাতটি প্রজন্ম (যদি চেইম নামের প্রথম জনকে হিসাবে ধরি আমরা) ওখানেই বড় হয়। ম্যাগনাস ও রেবেকা ওদের সন্তানের সন্তান জন্ম দেখে গিয়েছিল, কিন্তু ওরা বুঝতে

BanglaBook.org

পারে তরুণ প্রজন্ম পরিবারের নগণ্য অতীত নিয়ে কুণ্ঠিত, ম্যাগনাসের পুরনো ওঅর্ক-কোট, রেবেকার দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা কাঠের চেস্ট আর ম্যাটযো, শুকনো ফল আর বাদামের মোটামুটি মানের ব্যবসা যেটা ইহুদি পল্লীর একটা ছোট দোকানে বন্ধু শূনটের সঙ্গে চালাত ও, এসবের কারণে বিব্রতও।

'ব্যাপারটা এভাবেই ঘটে,' বলল ম্যাগনাস, আমার দাদা, সবশেষ হেইম্যান হল্যান্ডারের পশ্চিমে যাত্রা ব্যাখ্যা করার ঢঙে। 'এক টুকরো পাথর, এক চিলতে দড়ি একটা জীর্ণ কোট নিয়ে শুরু কর তুমি, তারপর এমন একটা বাড়ি গড়ে তোল যাতে তোমার বাচ্চাদের মাথার ওপর একটা ছাদ, বসবাস করার নিরাপদ একটা জায়গা থাকে, কিন্তু বড় হবার পর ওরা বলে এসো, বাবা, ওই পাথর, দড়ি আর ওই পুরনো কোটটা ছুড়ে ফেল। সবাই একটা বাড়ি পেতে চায়, কিন্তু কেউই ওটার আগের সব দুঃখের কথা মনে করতে চায় না।'

ধারার শেষ হেইম্যান স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিল সারাহ ভ্যান ভ্লাইজকে। ঘড়ি বানানোর পেশায় বাবার উত্তরাধিকারী হয় নি সে, তার বদলে পদার্থ বিজ্ঞানে পড়াশোনা করে লেইডেনের একজন প্রফেসরে পরিণত হল। ওর বাবা-মা একটা জুয়েলারি শপ আর বিখ্যাত একটা মেরামতির দোকান দিয়ে যায় ওকে, সেই সঙ্গে ডক্টোরাল ডিগ্রি নেয়ার জন্যে যথেষ্ট টাকা। হেইম্যান সম্মানিত, যদিও ব্যতিক্রম নয়, পদার্থবিদ হয়ে উঠল। তার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল সেতু নির্মাণের স্ট্যান্ডার্ড ফর্মূলা আবিষ্কার। পদার্থবিদ্যা যখন ক্রমবর্ধমানহারে গবেষণামূলক হয়ে উঠছে, এমন একটা সময়ে গবেষক নয় বরং এঞ্জিনিয়ারই ছিল সে, চিন্তাবিদের চেয়ে বরং বেশিমাত্রায় ঘড়ি-নির্মাতা।

তো ম্যাগনাস আর রেবেকা–সূচিত পরিবারের আটটি প্রজন্মের জন্ম হয়েছিল রটারড্যামে। ওখানেই বসবাস করেছে ওরা, সমৃদ্ধ হয়েছে, প্রার্থনা করেছে, গান গেয়েছে এবং মারা গেছে। জেলেদের গ্রামটাকে বেড়ে উঠে হল্যান্ডের দ্বিতীয় বাণিজ্যিক নগরী হতে দেখেছে ওরা এবং শেষ পর্যন্ত– নিউউই ওয়াটারওয়েগ খনন হওয়ার পর আরেকজন ইহুদি– পিনকফস– রটারডেমসে হ্যান্ডেলসভেরেনিগিং প্রতিষ্ঠা করে এবং ফেইনূর্ডে হারবার নির্মাণ করে–বিশ্বের বৃহত্তম হারবার। ওরা, হল্যান্ডাররা, নগরীর মতই সমৃদ্ধি অর্জন করে, এবং নগরীর মতই, পশ্চিমে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, যা ছিল পুরোপুরি নতুন আর আধুনিক। একসঙ্গে নিজেদের বিশ্বের কাছে মেলে ধরল ওরা, কিন্তু তারপরও হল্যান্ডের জমিনে গভীর এবং দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বোধ করেছে। ১৯৩৯ সালে অষ্টম ও নবম প্রজন্ম রটারড্যাম থেকে ওদের নিউ ইয়র্কে পৌঁছে দেয়া জাহাজে ডেকে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ওদের বিদায়টা ছিল একটা জায়গা ছেড়ে যাবার চেয়েও বেশি কিছু। এটা ছিল পথ চলার নতুন সূচনা, পৃথিবীর মাটিতে শিকড় ছড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া জায়গার সঙ্গে বিচ্ছেদ। ঠিক ওদের মত একটা নগরী হারানো, আমস্টারডামের বিপরীতে যেটা কিনা ইহুদির প্রতি সহানুভূতির কথা কখনও ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে নি, কিন্তু

BanglaBook.org

তারপরও অনেক বেশি সহিষ্ণু ছিল। রটারড্যাম ওদের হৃদয়ে স্থাপন করে নিয়েছিল এবং তার আলিঙ্গন কামনা করত ওরা। পথ চলাটা ছিল হল্যান্ডার পরিবারের বরাবরের অভ্যাস, তবু আট প্রজন্ম ধরে, ম্যাগনাসের ছেলে চেইম থেকে শুরু করে সর্বশেষ হেইম্যান পর্যন্ত রটারড্যামার ছিল ওরা, জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে। কোথায় শুরু করেছিল ভুলে গিয়েছিল ওরা।

১৬৪৮ সালই ছিল সেই সময় যখন ম্যাগনাস পিঠের ওপর ওর প্যাকটা ঝুলিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় এবং যেখানে জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং মারা যাবে বলে মনে করা হয়েছিল, সেই অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। একুশ বছর পর লো-ল্যান্ডসে পৌঁছায় ও।

'পোল্যান্ড থেকে হল্যান্ডে হেঁটে যেতে একুশ বছর লাগল?' যাত্রার দৈর্ঘ্যে হতবাক হয়ে একবার ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'পথ হারিয়ে ফেলেছিল ও,' বলেছে আঙ্কল চেইম। 'হল্যান্ডে যাচ্ছে, জানত না। জানত, পশ্চিমে যাচ্ছে। ভুল দিকে বাঁক নিয়েছিল।'

'আমি... সবকিছু অন্যরকম ছিল তখন,' বলেছে ম্যাগনাস।

'তা বুঝি। কিন্তু একুশ বছর?'

'ম্যাগনাস,' বলল আঙ্কল চেইম। 'সুপ্রিয় ভাইপো আমার। অকর্মা বয় স্কাউট।'

তো একুশ বছর চলার ওপর ছিল ম্যাগনাস এবং গোটা সময়টায় ও কী করে বেড়িয়েছে ঠিকমত জানে না কেউ। নিজের মুখে অবশ্য বলেছে এখানে-ওখানে টুকটাক কাজ করেছে, কিছুদিন ইতিউতি থেকে কাটিয়েছে, পশ্চিমে যাচ্ছে ভেবে দক্ষিণে মোড় নিয়েছে। একটা যাত্রা... তোমাকে যদি রুট আঁকতে হয়, উলের গেল্লায় শেষ হবে কাজটা।

আড়াইশো বছর পর, রটারড্যামে, মিলিত হয় আমার বাবা-মা।

'বিশ্বজগতের প্রভু, তুমি তাঁকে বিশ্বাস করো বা না কর,' আঙ্কল হারম্যানের ভাষ্য ছিল এই, '১৯২৭ সালে, বা ঈশ্বর জানেন, হয়তবা সৃষ্টির সূচনা লগ্নে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আলো আর অন্ধকারকে কাছাকাছি আনবেন এবং সেটা করবেন একটা বিয়ের আদলে। সেকারণেই– মনোযোগ দিয়ে শোন!– মিড সামারনাইটের আতশবাজি খেলার সময় তোমার বাবা-মাকে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কেউ কেউ একে বলবে সৌভাগ্য, যারা ভালো বোঝে তারা বলবে দুর্ভাগ্য। অন্যরা (একথা দিয়ে নিজেকেই বুঝিয়েছে আঙ্কল হারম্যান) একে বলবে বিপর্যয়। এক ঘড়ি-নির্মাতা ও পদার্থবিদের পরিবারের সন্তান সে, মেয়েটা পয়সাঅলা ঘরের। প্রতিশ্রুতিশীল এঞ্জিনিয়ার ছিল সে, আর মেয়েটা জীবন তাকে বুঝে ওঠার আগেই জীবনকে স্থির করে নিয়েছিল। তোমার বাবা তার দাদার ছায়ায় জীবন কাটিয়েছে, যে কিনা পদার্থবিদ্যাকে সবকিছুর ওপর স্থান দিয়েছে। অথচ মেয়েটা মনে করত পদার্থবিদ্যা চাকার পুনর্আবিষ্কার ছাড়া আর কিছু নয়। মহিলা ছিল এক স্বাধীন সত্তা।'

গল্পের মাঝে সেটিংয়ে মোটামুটি মনোযোগ দেয়ার একটা ঝোঁক ছিল আঙ্কল হারম্যানের, বিশেষ কোনও ঘটনার পটভূমি। হয়ত সোসিওলজিস্টদের বেলায় এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখা যায়। ব্যাপারটা যাই হয়ে থাকুক: পতনের নিজস্ব ভাষ্য সে প্রথমবার আমাকে বলার পর থেকেই আমাদের পরিবারের নিয়তিকে শতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে যোগ করার কায়দাটা আমাকে মুগ্ধ করেছে, বিশেষ করে তার কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হওয়ায়।

সেটা ছিল মিডসামার নাইট, ১৯২৯ (১৯২৭ নয়, তারিখের বেলায় আঙ্কল হারম্যান খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়); পার্কের মাথার ওপর বিস্ফোরিত হচ্ছিল আতশবাজি, তারপর লাল হলুদ, সবুজ আর নীল স্ফুলিঙ্গের ক্রিসেনথিমামের আদলে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আতশবাজির আলোর ঝলকে আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো দর্শক আর পথচারীদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লম্বা লম্বা ওক আর চেস্টনাট গাছগুলোকে অন্য যেকোনও সময়ের চেয়ে চমৎকার দেখাচ্ছিল। পার্কের সীমানায় ছোট শাদা ইনে'র বাইরে হাতে বিয়রের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে ছিল লোকজন, ওদের অন্য হাতের বুড়ো আঙুল ওয়েইস্ট কোটের পকেটে আটকানো; পা কিঞ্চিৎ ফাঁক করে রাখা। ওদের বাহুতে ঝুলে আছে মহিলারা, কিংবা পরস্পর কানে কানে কথা বলছে। প্রত্যেকবার পটকা ফাটতেই অন্ধকারে শাদা হয়ে ঝলসে উঠছে ওদের পোশাক।

'হল্যান্ডার! হল্যান্ডার!' কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল। আতশবাজির প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দের নিচে প্রায় চাপা পড়ে গেল তার গলার আওয়াজ, কিন্তু আমার বাবা শুনতে পেল, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। কাছে দাঁড়ানো একটা মেয়ের একই রকম অনুসন্ধানী দৃষ্টির মুখোমুখি হল ও। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, সরে গেল, খোঁজ অব্যাহত রাখল।

'হল্যান্ডার!'

আরও একবার আমার বাবা আর তরুণী পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর ভুরু কোঁচকাল তরুণী, শেষবারের মত পেছনে তাকাল একবার, সোজা এগিয়ে এল বাবার কাছে।

'আমার নাম হল্যান্ডার,' বলল আমার মা। ওর কণ্ঠস্বরে, পরে আমাদের বলেছে বাবা, ঘৃণার ছোঁয়া ছিল। যেন ও বোঝাতে চেয়েছে: *আমার* নামে *তুমি* সাড়া দিচ্ছ কেন?

'আমারও,' বলল বাবা।

'হাস্যকর তো,' বলল মা। (ততদিনে সোস্যালিস্ট হয়ে গেছে ও, বুর্জোয়া আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করতে শিখে নিয়েছে। তার জায়গা দখল করেছিল এক ধরনের সোজাসাপ্টা ভাব যা বেশিরভার মানুষকেই লজ্জায় ফেলে দেয়।)

'ইম্যানুয়েল হল্যান্ডার,' আহত স্বরে বলল আমার বাবা। 'তোমার সঙ্গে পারিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

মা মাথা নেড়ে হাতজোড়া আড়াআড়িভাবে ধরল।

এই সময় ওদের দিকে এগিয়ে এল একজন লোক। পূর্ণ, ডিম্বাকৃতি চেহারায় বড় বড় বাদামী চোখ তার। ছোট ছোট করে ছাটা কোঁকড়া চুল আর গোল ধাতব চশমার

BanglaBook.org

কারণে আসল বয়সের চেয়ে তরুণ দেখাল তাঁকে। 'হল্যান্ডার,' বলল সে। এতক্ষণে আমার মায়ের খেয়াল হল যে তার সারনেমটাকে জার্মান একসেন্টে উচ্চারণ করা হচ্ছে। '*উই গেহ্‌ট'স?* লোকটার উদ্দেশে আলতো করে মাথা নোয়াল বাবা, মার সঙ্গে তার পরিচয় দিল ও, 'মিস্টার পল এহরেনফেস্ট।'

'তুমি বিবাহিত জানা ছিল না আমার, হল্যান্ডার,' বলল এহরেনফেস্ট।

জমিনে সজোরে ডান পা ঠুকল মা। (সবসময় ডান পা। যেনো একবার জিজ্ঞেস করেছিল কেন কখনও বাম পা ব্যবহার করে না ও, পরবর্তী কয়েক দিন কথাটা বিহ্বল করে রেখেছিল ওকে; এ যেন লম্বা দাড়িঅলা কোনও লোককে জিজ্ঞেস করা, সে দাড়ি ব্ল্যাঙ্কেটের ওপরে নাকি নিচে রেখে ঘুমায়)। জমিনে পা ঠুকল মা, আতশবাজির ঝিলিক ফুটে উঠতে দিল চোখের তারায়। 'এ লোকের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই,' বলল ও। দ্বিধান্বিত চেহারায় ওর দিকে তাকিয়ে রইল এহরেনফেস্ট।

'স্রেফ আমার সামনে এসে কথা বলতে শুরু করেছে সে,' ব্যাখ্যা দিল বাবা, সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহ ছিল না ওর।

আবার মাটিতে পা ঠুকল মা। 'কী সাহস!' চেঁচিয়ে বলল ও। ডান হাত উঁচু করে সশব্দে ঘুসি বসিয়ে দিল বাবার কানে।

বাবার সহকর্মী ছিল এহরেনফেস্ট, বিগত সতের বছর ধরে ইউনিভার্সিটি অভ লেইডেনে লেকচার দিয়ে আসছিল সে, আলোর ফুটকি ভরা অন্ধকারে মাকে উধাও হয়ে যেতে দেখল সে।

হেইম্যান ও সারাহ্ হল্যান্ডার, আমার দাদা-দাদী, ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা দানরত বিদেশী প্রফেসরদের সঙ্গে বরাবরই সুসম্পর্ক বজায় রাখত। লেইডেনে তিনমাস থাকার সময় তরুণ এনরিকো ফার্মি আমাদের পরিবারের একজনের মতই ছিল। ইটালিয়ান খাবারে সারাহ্‌কে আগ্রহী করে তুলেছিল সে, কিন্তু ওকে রান্না করে খাইয়ে নয়, বরং তার মায়ের রান্না করা মনোরম সব খাবারের বর্ণনা দিয়ে। হঠাৎ করে স্ত্রীর এরকম বিলাসী খাবারে উৎসাহী হয়ে ওঠাটা হেইম্যানের একেবারেই পছন্দ হয় নি, সে বলেছিল বেশিদিন থাকবে না ফার্মি সুতরাং তাকে খুশি করার চেষ্টা চালানোর কোনও দরকার নেই: ডাচ জাতীয় খাবারই (আলু, বেশি করে সেদ্ধ সব্জি আর আঁশঅলা মাংস) যথেষ্ট। কিন্তু সারাহ্‌র কাছে সেটা কোনও ব্যাপার ছিল না। ফার্মির সমবয়সী ছিল তখন আঙ্কল হারম্যান, তার সঙ্গে প্রচুর সময় কাটিয়েছে, বলেছে যে এনরিকোর মত একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে মায়ের রান্নার গল্প বলার আবেগ দেখে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল ওর মা। এভাবেই, বলেছে আঙ্কল হারম্যান, স্মরণীয় হতে চেয়েছিল সারাহ্। (এবং হয়েছেও। হারম্যানের মতে, ওর মায়ের মত করে কেউ কখনও চিকেন রোস্ট করে নি, সোনালি হলুদ, মচমচে ক্রাস্টসহ এবং রসাল, নিচে গরম মাংস। ওর কেক, বলেছে সে, এতই মজাদার ছিল যে একবার কিচেনে, ও একটা মোচা ক্রিম কেকের কিনারা বরাবর আঙুল চালাতে গিয়ে গোটা ওয়্যাগন হুইলই পলিশ করে তবে থেমেছিল। এর ফলে সারারাত বদহজমে ভুগতে হয়েছে ওকে, তিনদিন ঘরে বন্দী হয়েছিল।)

BanglaBook.org

হল্যান্ডার ভাইদের চেয়ে বয়স্ক ছিল এহরেনফেস্ট। সেরাতে, পার্কে আতশবাজি জ্বলার সময় উনপঞ্চাশ বছর বয়স ছিল ওর, পেশাগত জীবনের সবচেয়ে তুঙ্গ অবস্থায় এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতে, 'আমাদের পেশায় আমাদের জানা সেরা শিক্ষক' ছিল। ইম্যানুয়েলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল সে, বুঝে উঠতে পারল না ভুলটা কোথায় হয়েছে তার। তার মেজবানের ছেলে একজনের সঙ্গে 'ফ্র হল্যান্ডার' হিসাবে তার পরিচয় করিয়ে দিল আর তারপর তরুণী রেগেমেগে চলে গেল। ডাচ সৌজন্য বোধ মারাত্মকরকম জটিল হতে পারে।

'এক্সিকিউজ মি, মিস্টার এহরেনফেস্ট,' বলল বাবা। 'একটা ভুল শোধরাতে হবে আমাকে। বোকার মত একটা ভুল করে ফেলেছি আমি।' হাত বাড়িয়ে মায়ের সুতি পোশাকের পেছন পেছন দৌড়াতে শুরু করল ও, হলদে আগুনের বৃষ্টির নিচে ফেলে রেখে গেল এহরেনফেস্টকে, এক ভুল বোঝাবুঝির শিকার, যার সমাধান কখনও হবে না। এর অল্পদিন পরেই, জার্মানির ঘটনা প্রবাহে শোকাক্রান্ত হয়ে নিজের প্রাণ কেড়ে নেয় সে।

'আবার দেখা হয় ওদের,' বলল আঙ্কল হারম্যান, 'তোমার বাবা আর হবু মায়ের। আইসক্রিমঅলার ঠেলার কাছে, পার্কের পুব পাশের মাঠে। আমিও দাঁড়িয়ে ছিলাম ওখানে। দেখলাম ম্যান্নি একটা মেয়ের হাত জাপ্টে ধরেছে। দারুণ বিস্মিত হয়েছিলাম আমি। ও কখনওই তেমন একটা মেয়ে-ঘেঁষা ছিল না। মেয়েটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে কি যেন বলল– ভাল কিছু নয়, দূর থেকে এটা অন্তত পরিষ্কার বোঝা গেছে। হাত নেড়ে কথা বলতে শুরু করে দিল ম্যান্নি, আধপাক ঘুরে অন্ধকারে রেস্তরাঁর দিকে ইঙ্গিত করল, কথা চালিয়েই গেল অবিরাম। প্রথমে ভাবলাম: ম্যান্নির যে গার্লফ্রেন্ড আছে তাই জানতাম না, তারপর মনে হল: ওর এত পুরনো গার্ল ফ্রেন্ড আছে যে এরই মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছে জানা ছিল না আমার।'

যতটা সম্ভব চোখ বাঁচিয়ে ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল আঙ্কল হারম্যান, কিন্তু দশ কদম সামনে যাবার আগেই অন্ধকারে তার নাম উচ্চারিত হল।

'হারম্যান হল্যান্ডার! কোথায় তুমি?'

চোখ তুলে তাকাল বাবা। চোখ তুলে তাকাল মা। মাথা নামিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার চেষ্টা করল হারম্যান।

'একটা মেয়ে,' বলল সে। 'স্রেফ ধরে নাও: একটা মেয়েকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম আমি।'

'বাবার একজন সহকর্মীর স্ত্রী ও,' বলল বাবা। 'হারম্যানের সঙ্গে টক্কর ছিল তার। হয়ত উত্তেজনাকর ছোটখাট খেলা হিসাবে ওর পিছে লেগেছিল, কিন্তু হারম্যানের মজা লোটা শেষ হয়ে যাবার পর তার শুরু হয়েছিল কেবল। পুরো জায়গাটায় ওকে তাড়া করে বেড়িয়েছে সে! আমার ধারণা হারম্যান বা মহিলার স্বামীর চেয়ে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে তোমার দাদাই বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।' এরপর আমার বাবা সব সময়ই মুহূর্তের জন্যে চুপ মেরে থেকে উপসংহারে পৌঁছাত: 'চমৎকার মহিলা। সত্যিকারের সুন্দরী।'

BanglaBook.org

ঠিক এভাবেই আমার বাবা আর মায়ের পাশেই হারম্যান আর ওর মেয়ে বন্ধুটি, একজন লুকানোর চেষ্টা করছিল, অন্যজন তাড়া করছে, গিয়ে হাজির হল। গভীর শ্বাস নিয়ে হারম্যান বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই... ' আমার মায়ের দিকে তাকাল সে। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সোফি হল্যান্ডার।' হারম্যানের সঙ্গের মেয়েটাকে বিস্মিত দেখাল। 'তোমার যে বোন আছে জানা ছিল না, হারম্যান।'

'না... ' বলল বাবা।

'ওহ্, ক্ষমা কর,' বলল মহিলা। 'তোমার স্ত্রী...

'মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব,' বলল মা। এদিক ওদিক তাকাল ও, তারপর একটা পোস্টের ওপর এলিয়ে পড়ল।

আলো আর অন্ধকার, বলল আঙ্কল হারম্যান, কিন্তু সে বোঝাতে চাইল: তার আলো, তার অন্ধকার। পার্কে সেরাতে আমার মায়ের প্রেমে পড়ল বাবা (মা, বরাবরের মতই আলাদা, তখনও বাবার প্রেমে পড়ে নি), কিন্তু আঙ্কল হারম্যানের মনে হল ওর পায়ের নিচের মাটি নড়ে গেছে। সোফির প্রতি অনুভূতির ক্ষেত্রে হল্যান্ডার ভাইদের পার্থক্যটা ছিল এখানেই। একজন প্রেমে পড়ল, যেমন করে বহুজনই প্রেমে পড়ে, অন্যজন তার মন হারিয়ে ফেলল। প্রথম কয়েক মাস সবকিছুই চলল চমৎকারভাবে। ওরা তিনজন একসঙ্গে প্রচুর সময় কাটাতে লাগল, ফলে অচিরেই ওদের আলাদা কল্পনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে ওরা গাছপালার নিচ দিয়ে বিনেনওয়েগ হয়ে হোবোকেন পেরিয়ে যেত। যোকার'স পার্কের মাটিতে বসে উত্তপ্ত রাজনৈতিক আলোচনায় মেতে উঠত (মানে, হারম্যান আর সোফি মাতত; ইম্যানুয়েল ইতিমধ্যে গাছের টুকরো ডালপালা আর হারম্যানের পাই ক্লিনারস দিয়ে একটা কিছু বানিয়ে ফেলত) কিংবা বুমপিজের তীর বরাবর হাঁটতে হাঁটতে শ্লথতোয়া প্রশস্ত নদীটাকে দেখত, উল্টোপাশের উইলহেলমিনেকেডের দিকে তাকাত যেখানে আমেরিকা-গামী বিশাল সব জাহাজ ঘাটে ভিড়ত আর নোঙর তুলে চলে যেত এবং প্রায়শই যেগুলো ইমিগ্র্যান্টসে গিজগিজ করত।

আবার বাবা আর আঙ্কলই শুধু মহিলাকে পেতে আগ্রহী একমাত্র যুবক ছিল না। সোফি ছিল সত্যিকারের আকর্ষণীয়া নারী। সুন্দরী, অহঙ্কারী আর এমন এক পরিবারের মেয়ে যারা ধনী স্টকব্রোকার ও ব্যবসায়ী। রাজনীতিতে জড়িত ছিল সোফি, ছোটবেলা থেকেই সোস্যালিস্ট আন্দোলনে জড়িত, যে কাজের জন্যে ওর পরিবার কখনও খুশি ছিল না। ('কী করতে চাইছ তুমি?' মেয়েকে রেডদের সঙ্গে দেখা গেছে, সহকর্মীদের একজনের মুখে এ সংবাদ শোনার পর বাবা জিজ্ঞেস করেছিল তাকে। 'আমাদের টাকা দিয়েই গরীব বানাবে আমাদের?' শান্ত কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিয়েছিল ও, সেটা এমন বিশ্বাসযোগ্য রকম অলঙ্কারপূর্ণ ছিল যে মাসখানেক পর ওর বাবা স্বয়ং একটা সভায় যোগ দেয় এবং তারও ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে যোগদান করে দলে)। যদিও ওর বামপন্থী ঝোঁক পরিবারের অসাধারণ খ্যাতির প্রতি কলঙ্কের মত ছিল, সোফি হল্যান্ডারকে বহু পরিবারই সুযোগ্যা পাত্রী বলে বিবেচনা করত। অবশ্যই ছবি আঁকত সে, কিন্তু

BanglaBook.org

একজন যুবতীর অবকাশ কাটানোর নিষ্কলঙ্ক উপায় ওটা। বেশিরভাগ মায়েরাই নিশ্চিত ছিল যে এইসব অদ্ভুত প্রবণতা, সমাজতান্ত্রিক বুলি আর ওর ছবি আঁকাআঁকি একবার ওদের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবার পর বাচ্চাকাচ্চা হলেই বিদায় নেবে। সোফি দ্বিমত পোষণ করেছে। সিরিয়াসভাবে নেয়া কাজই করেছে ও। ওর সমাজতন্ত্রী হওয়ার কারণ আব্রাহাম, জ্যাকব আর ইসাকের ঈশ্বরকে জগতের কোনও মঙ্গল সাধন করতে দেখে নি। ছবি আঁকে... কারণ সে শিল্পী। ওকে যদি বিয়ে করতে হয়– এবং যে সময়ে হল্যান্ডার ভাইদের সঙ্গে ওর পরিচয় হয় তখন এই ব্যাপারটা আদৌ ঘটবে এমন কোনও সম্ভাবনাই ছিল না– ছেলেটাকে এমন হতে হবে যে তাকে সমান মর্যাদা দেবে এবং মেয়েদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, মেয়েদের নিজস্ব কাজ এবং সবচেয়ে বড় কথা, তার আলাদা নিজস্ব জীবন থাকাটাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেবে।

তো তরুণ হল্যান্ডারদের দুজনই এই একগুঁয়ে মহিলার সঙ্গে প্রেম করল এবং হারম্যান স্থির করে দিল কাকে পছন্দ করবে সে।

'আমার জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত ছিল,' পরে বলেছে হারম্যান, 'যখন মুখ বুজে থাকাই শ্রেয় ছিল আমার জন্যে। এটা তেমনি একটা সময়। আমি যদি অমন উদ্ধত সবজান্তা না হতাম, মনে যা আসে তাই হড়বড় করে বলে না দিতাম, ওকে পেতাম আমিই।'

'যদি,' আমি বলি। 'এই পরিবারের সবতাতেই "যদি"। ম্যান্নি বলে: যদি আমি ড্রিল নয় এমন কোনও ড্রিল দিয়ে বাজিমাৎ করতে পারতাম, মারাত্মক পয়সাঅলা হয়ে যেতাম। যেল্ডা বলে: স্রেফ যদি যেনোর দেখভাল করতে পারতাম, যা ঘটেছে কখনও ঘটতে পারত না সেটা। যেনো বলে... এক মিনিট দাঁড়াও: ওকে পেতে? ওকে কখনও পাওয়া যাবে এই চিন্তাটাতেই ভুল হয়েছে তোমার।'

বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য কি যেন বলল সে, আঙ্কল হারম্যান, দিগন্তে স্থির হয়েছিল ওর চোখজোড়া।

'কথাটা হচ্ছে,' খানিক বাদে বলল সে, 'গোটা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, অনেকের চেয়ে ঢের বেশি লোকজনের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু তোমার মায়ের মত কারও দেখা পাই নি কখনও।'

'ধন্যবাদ।'

ঘন ভুরুজোড়া তীব্রভাবে কুঁচকে আমার দিকে তাকাল সে। 'কথাটা কি তোমার কাছে বেঠিক মনে হচ্ছে, নাথান?'

মাথা নাড়লাম আমি। বাবা আর আঙ্কলের মধ্যে কী তীব্র লড়াই হয়েছিল জানি আমি। জানি আঙ্কল হারম্যান কেমন করে পরাস্ত হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যায় ক্যাফে লূস-এ বসেছিলাম আমরা। জার্মানির পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছিল সোফি আর হারম্যান, যেখানে ওয়েইমার রিপাবলিক খান-খান হয়ে যাচ্ছিল। হারম্যান মাত্র হাত তুলে আরও দুগ্লাস বিয়ার আর 'লেডির জন্যে' চায়ের ফরমাশ দিতে গিয়ে বলল: 'মানুষই সৃষ্টির আবর্জনা।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল সোফি।

BanglaBook.org

'সৃষ্টির বর্জ্য পদার্থ,' বলল হারম্যান, আস্তে আস্তে নিজের উপমার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল সে। 'নির্বোধ, স্বার্থপর আর অন্তস্তলে খারাপ। এমন এক প্রাণী যে নিজেকে নীতিবান মনে করে কিন্তু তথাকথিত "সৎ" কাজকে জায়েজ করতে কিংবা "প্রয়োজনীয় খারাপ কাজ" কে জায়েজ করার স্বার্থেই নৈতিকতাকে ব্যবহার করে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর, আমি বলব, ওজিনিস ছাড়াই ভাল থাকব আমরা।'

'কোন জিনিস?' জিজ্ঞেস করল সোফি, হতবাক।

'মানব জাতি,' বলল হারম্যান। এবং একই সঙ্গে ওয়েইটারকে ফরমাশও দিল সে।

'কেমন করে,' বলল সোফি, 'সমাজতন্ত্রী হতে পারবে যদি তুমি মানুষের ভালত্বেই বিশ্বাস না কর?

'ডিয়ার গার্ল,' বলল হারম্যান, 'সমাজতন্ত্র, তুমি আর তোমার ফ্যানাটিকাল বন্ধুরা যা মনে করো তার উল্টো, কোনও সারোগেট ধর্ম নয়। এটা সামাজিক বৈষম্যের সমাধানের একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।'

'ডিয়ার গার্ল?' নাক সিঁটকাল সোফি।

'আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রান্সপোর্টেশন,' বলল ইম্যানুয়েল। 'এবার বিশ্বাস করার মত একটা কিছু পাওয়া গেছে।'

সোফি আর হারম্যান দুজনই তাকাল ওর দিকে, তারপর আবার পরস্পরের দিকে ফিরল। সোফি বলল, 'ডিয়ার গার্ল? আমাকে কী মনে করেছ তুমি, হারম্যান হল্যান্ডার? কোনও রোমান্টিক ক্ষুদে নির্বোধ যে বাড়তি শক্তি খরচ করার জন্যে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে দৌড়ে বেড়ায়?'

'বেশির ভাগ লোকই একে বলবে দান।'

'কী, এত বড় আস্পর্ধা... ' ঠিক ওই মুহূর্তে হারম্যানকে আখ্যায়িত করার মত কোনও শব্দ ভেবে বের করতে পারল না সোফি।

'হিসাবে মারাত্মক ভুল হয়েছিল সেটা। আমি মনে করেছিলাম একটা সামাজিক জীবনের সন্ধান করতে গিয়ে সেবাকাজে জড়িয়ে পড়েছে, কারণ সেটা তার চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে গেছে।'

'কিন্তু সোফি তেমন ছিল না।'

মাথা নেড়েছে ও। 'না। সমাজতন্ত্র ছিল ওর ধরন... যে পথে বিশ্বকে আরও উন্নত করা যাবে বলে আশা করেছিল ও।'

'তাহলে তা সারোগেট ধর্মই *ছিল*।'

আমার দিকে ইঙ্গিত করল একটা আঙুল। 'কিন্তু ওখানেই ভুলটা হয়েছে আমার। আমি এর মধ্যে আন্তরিকতা লক্ষ্য করি নি। আমি নাস্তিক ছিলাম। এমন কোনও ধর্মও নেই যাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। আর সোফি ছিল সত্যিকার বিশ্বাসী। স্রেফ বিংশ শতাব্দীর সংস্কারটা বেছে নিয়েছিল সে।'

পরবর্তী বছরগুলোয় এ নিয়ে একটা নিবন্ধ লিখেছে সে, 'প্রগতিশীল চিন্তার ধারা,' যেখানে সে তোরাহ্ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পয়গম্বর এবং নানান মেসিয়ানিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছার একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা বর্ণনা

BanglaBook.org

দিয়েছে। তার কথায়, এটা এমন একটা বিকাশ যার মূলে রয়েছে 'মঙ্গলজনক নয়' এমন একটা জগতের প্রতি আদিম বিস্ময় এবং যা জগৎকে উন্নততর করে তোলার ক্রমবর্ধমানহারে প্রায়োগিক ও বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতির দিকে পরিচালিত করেছে। সমাজতন্ত্র হল, আমার দাদা হয়ত বলত, সেই বিকাশের সর্বোচ্চ বিন্দু।

আগাগোড়া আলোচনার বাইরে ছিল ইম্যানুয়েল। অদ্ভুত, গোলাকার ক্যাফের জানালার ধারে বসে বাইরে ট্রাফিকের দিকে তাকিয়েছিল সে, মনে মনে এমন একটা বিশ্বের কল্পনা করছিল যেখানে সব রকম পরিবর্তন আন্ডারগ্রাউন্ড; মানুষজন কমপ্রেসড এয়ারে পরিচালিত স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপসুলসে সাঁই-সাঁই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সময়ে সময়ে তার দুর্বোধ্যতার ঝোঁক আমাদের ইতিহাসের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, কিন্তু সেরাতে নতুন, ছোট আর উন্নত মেশিন নিয়ে তার ভাবনা ছিল আমাদের পরিবারের সূচনা।

'ইম্যানুয়েল,' বলেছিল মা, যখন আমার নিজের বয়স মোটামুটি বিশ বছর, 'হয়ত স্বামী হিসাবে অপদার্থ, কিন্তু ওকেই আমার প্রয়োজন ছিল।'

'কারণ ও অপদার্থ স্বামী,' বলেছি আমি।

মাথা নেড়েছিল ও। 'না, কারণ ও জানত শূন্য থেকে শুরু করার মানে কী আর শূন্য থেকে একটা কিছু সৃষ্টিও করতে পারত। আর কারণ ও জানত, কখনও সেটা না ভেবেই, যে কিছু সৃষ্টি করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টির আবেগ জানত ও। যে লোক নিজের কাজের প্রতি পূর্ণ দরদ দিতে পারে, এন, একই রকম কাজে নিয়োজিত অন্য যেকারও প্রতিও পূর্ণ শ্রদ্ধা বোধ করে সে। হারম্যান স্রষ্টা নয়। সে...

'ডিসেক্টর। অ্যানালিস্ট। এটাকে সিন্থেসিস আর অ্যানালিসিসের পার্থক্য মনে কর?'

'হ্যাঁ।'

তো বাবাকে অতীত কালে বর্ণনা করে, কারণ বহুদিন আগেই তাকে স্রষ্টা হিসাবে দেখা বন্ধ করে দিয়েছিল সে, আমার মা ওর চূড়ান্ত পছন্দের পক্ষে সাফাই গেয়েছে– এমন একজন পুরুষের প্রতি যার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল নাট আর বোল্ট এবং আরও ছোট খাট জিনিসের প্রতি।

ইম্যানুয়েল হল্যান্ডার প্রগতির জন্যে কাজ করেছে এবং প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু প্রগতি ওর কাছে কোনও ধর্মীয় ধারণা ছিল না, তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর বেলায় যেমনটা ছিল। এঞ্জিনিয়ার ছিল ও এবং জানত প্রত্যেকটা যন্ত্রই শুরু হয় জীর্ণ প্রটোটাইপের চেহারায়, পেপার ক্লিপ আর দড়ি দিয়ে জুড়ে, কিন্তু আস্তে আস্তে, একটু একটু করে উন্নত হয়। তার ভুল ছিল এটা ধরে নেয়া যে জগৎও ভিন্ন কিছু নয়: সম্ভবত এক বিশাল, দারুণ রকম জটিল মেশিন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এটাকে আরও উন্নত করা যাবে না। একটু বেশি সময় নিচ্ছে, এই যা।

BanglaBook.org

ইম্যানুয়েলের চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রগতি হল জিনিসপত্র ছোট করে বানানোর কৌশল; এবং উপলব্ধিটা কখন উদয় হয়েছিল পরিষ্কার মনে করতে পারত ও।

রটারড্যামে হবোকেনের কাছাকাছি কোথাও বিনেনওয়েগ বরাবর হাঁটার সময়, গ্রীষ্মের সূর্যের উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো রোদে ভেসে যাচ্ছিল ওটা, ওর বাবাকে প্রফেসর লেরেনটযের সঙ্গে আলোচনা করতে শোনে ও। 'স্মলার, হল্যান্ডার,' বলল নোবেল প্রাইজ লরেট। 'স্মলারই ভবিষ্যৎ।' মাঠের কিনারায় জন্মানো গাছপালার নিচে হাঁটছিল ওরা, কালো স্যুট পরা দুই ভদ্রলোক আর ছোট ছেলেটা– নী-ব্রিচেস পরা আমার বাবা। টারেটঅলা লম্বা লম্বা বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে মহিলাদের যাওয়া দেখছিল ও। মিষ্টি একটা সুবাস আসছিল ঘাস থেকে। অন্য দুটো ছেলের সঙ্গে ছোটাছুটি করছে হারম্যান আর দূরে একটা ল্যাপ ডগ ওটার চেয়ে তিনগুন বড় সাইজের একটা জার্মান শেফার্ডের উদ্দেশ্যে নাক সিঁটকাচ্ছিল।

সেরাতে, প্রফেসর বাড়ি ফিরে যাবার পর ওর বাবা যখন স্টাডিতে যাচ্ছে, ইম্যানুয়েল জিজ্ঞেস করল 'স্মলার-টা কে?'

'স্মলার-টা?'

'মিস্টার স্মলার। যে আবার ভবিষ্যৎ।'

হেইম্যন হল্যান্ডার সশব্দে হেসে ছেলের চুলে হাত বুলিয়ে দিল। 'মিস্টার স্মলার নয়, ম্যানুয়েল। প্রফেসর বলতে চেয়েছে ছোট করে জিনিস বানানোর ওপরই ভবিষ্যৎ নিহিত। ও বোঝাতে চেয়েছে এখন আমরা সব ধরনের জিনিস আবিষ্কার করতে পারি, কিন্তু সবই বড় বড় আর খুব বেশি শক্তির দাবী করে। আদি ইন্টারনাল-কম্বাসশন এঞ্জিন এমন বিরাট আর ভারি ছিল যে স্রেফ চালু থাকার জন্যে ওগুলো নিজেদের ওপরই বিপুল পরিমাণ শক্তি খরচ করত। কেবল ছোট হবার পরেই আমরা ওগুলোকে নৌকা আর গাড়িতে ব্যবহার করতে পারছি। প্রফেসর লরেনটয্ একথাই বুঝিয়েছে। তার মতে সবকিছুই ছোট করা যাবে। ছোট থেকে ছোট, আরও ছোট। ছোট থেকেই বোঝা যায় যে জিনিস উন্নত হচ্ছে।'

'ছোটতর,' পরে, অনেক বছর পর বলেছিল বাবা, 'এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এটা মিনিয়েচারাইয়েশনের যুগ। কেউ কেউ বলে যোগাযোগ। কিন্তু যোগাযোগ তখনই লাভজনক হবে যখন আমরা এমন ছোট ছোট যন্ত্রপাতি বানানোর উপায় খুঁজে বের করতে পারব সাধারণ ভোক্তারা যা ব্যবহার করতে পারবে। মিনিয়েচারাইয়েশন হচ্ছে প্রগতির লক্ষণ।'

সে জন্যেই স্কলারের বদলে উদ্ভাবকে পরিণত হয়েছিল বাবা, কেননা ছোট আকারের জিনিস তৈরি নিয়ে মোহমুগ্ধ হয়ে ছিল সে, ওগুলোর কাজের ধারা নিয়ে নয়।

'আমি,' একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আঙ্কল হারম্যান, 'ম্যান্নিকে আমার সঙ্গে আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্যে এত কসরত কেন করেছি বলে মনে কর? হ্যাঁ, আমরা ভাই ছিলাম। চমৎকার উত্তর।' (আমি এমনকি ওকে কোনও জবাবই দিই নি) 'কিন্তু *অতটা* ঘনিষ্ঠ ছিলাম না আমরা। হয়ত আমার মনে হয়েছিল দূর-দেশ

BanglaBook.org

আমেরিকায় আমার জন্যে সান্ত্বনাদায়ক হবে সেটা। চমৎকার। কিন্তু তাতে পুরোপুরি বোঝা যাবে না কেন রাতের পর রাত ওর কাছে গিয়ে সোফিকেও যেতে রাজি করানোর চেষ্টা চালিয়েছি। বেশ? ধারণা করতে পার কিছু?'

ধারণা করার প্রয়োজন ছিল না আমার। আঙ্কল হারম্যান যখন এভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত সব উত্তরের তালিকা বানিয়ে বাদ দিয়ে প্রশ্ন করে আমার ধারণা জানতে চাইত, এটা পরিষ্কার হয়ে যেত যে একমাত্র ওরই কোনও ধারণা থাকা সম্ভবপর।

'তোমাদের বাবাকে সঙ্গে চেয়েছি,' বলেছিল আঙ্কল হারম্যান, 'কারণ আমি বুঝেছি, জানতাম, একটা কিছু করবে ও। কেমন করে তা জানলাম আমি, ভাবছ তুমি।'

মোটেই ভাবছিলাম না (আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আঙ্কল হারম্যানই আমার হয়ে ভাবে, কিন্তু প্রবল বেগে মাথা দোলালাম আমি, কারণ দারুণ কৌতূহলী ছিলাম।)

'তোমার বাবার,' বলল আঙ্কল হারম্যান, 'যদি মেরামতের কাজে অতটা ঝোঁক না থাকত তার সময়ের অন্যতম মহান পদার্থবিদ হতে পারত। ওর মনটা ছিল অতুলনীয়। কিন্তু!' উঁচু হয়ে হাওয়ায় উঠে গেল বুড়ো হাড় জিরজিরে আঙুল। 'আমি এটা বলছি না যে সচেতনভাবে মৌলিক, কিংবা অসাধারণ রকম মেধাবী ও। না। তোমার বাবা কখনও ভাবে না। সেজন্যেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পেরেছে ও।'

ভাবে না বলেই কি কারও পক্ষে মহান পদার্থবিদ হওয়া সম্ভব? আঙ্কল হারম্যান সেরকমই মনে করে: 'শ্লিমান ট্রয় কিংবা যাই হয়ে থাকুক, আবিষ্কার করেছে, কারণ ঠিক কোথায় ওটা খুঁজতে হবে স্বপ্নে দেখেছিল সে। আইনস্টাইন ধরে নিয়েছেন যে ভাল একটা প্রমাণই অনন্য। ফার্মিকে বলা হত "দ্য কোয়ান্টাম-এঞ্জিনিয়ার" কারণ সে– ভুলবশত, বলতে পারি আমি– তাকে সৌখিন মেধাবী মেকানিক বলে গণ্য করা হয়েছিল, কিন্তু ভাবুক হিসাবে অতি জঘন্য। লিও স্যিলার্ড, মনে করে দেখ, সেই লিকলিকে ছোট মানুষটা? স্যিলার্ডের প্রথম সাফল্য ছিল রেফ্রিজারেটরসের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও একটা জিনিসের প্যাটেন্ট বের করে নেয়া।'

এসব যদি সত্যি হয়ে থাকে, এবং সত্যি বলেই মনে হচ্ছে, তাহলে আমার বাবা আসলেই বিরাট সব কাজ করেছে হয়ত। কারণ বাবা কদাচিৎ নিজের কাজ নিয়ে চিন্তা করেছে, আর যদি করেও থাকে, তাহলে অনিবার্যভাবে তা অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রপাতি আর উদ্ভাবনে পর্যবসিত হয়েছে যার জন্যে পরে অনুশোচনা হয়েছে ওর।

'অন্য কথায়,' বলল আঙ্কল হারম্যান, 'তুমি জিনিয়াসকে শৃঙ্খল মনের প্রমাণ হিসাবে ধরে নিতে পার, কিন্তু অমন একটা মন স্রেফ আরও গভীরে লুকিয়ে থাকা একটা কিছুর প্রতিফলন, এবং সেই "একটা কিছু" হচ্ছে নাথান, নিখাদ বিশৃঙ্খলা: অশুভ আশঙ্কা, স্বপ্ন, শৃঙ্খলা আরোপ করার মানবীয় প্রবণতা, কিংবা সেটা দেখা যখন হয়ত তার অস্তিত্বই নেই। তোমার বাবা, সব সময়ই মনে হয়েছে আমার, ওর মনের বিশৃঙ্খল অবস্থার কাম্য ব্যবহার করতে পারত, যদি সে নিজের কাজ নিয়ে আদৌ না ভাবত আর পরিণাম নিয়ে তারচেয়ে বেশি উদ্বেগে না ভুগত।'

BanglaBook.org

কিন্তু বাবা, সংকট মুহূর্তে, ঠিক উল্টো কাজটি করেছে: কাজকে খেলা হিসাবে নিয়েছিল ও আর বিরল সেই সময়গুলোয় যখন একে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে ঐতিহাসিক মাত্রার বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে।

ওই মানুষটা, একজন উদ্ভাবক যে চিন্তাভাবনা করত না এবং সম্পূর্ণ আয়ত্তে না আসা তত্ত্ব ও ভুলভাবে শোনা মন্তব্যের ওপর নির্ভর করত: আর ওই মহিলাটি, যার মেসিয়ানিজমের ক্ষেত্রে একটা প্রতিভা ছিল কিন্তু বেছে নিয়েছিল সমাজতন্ত্র, ওই দুজন সমান গুণধর, ইম্যানুয়েল আর সোফি, একত্রিত হয়েছিল এবং বিয়ে করেছে।

অনধিক একজন সন্তান জন্ম দেয়া হল্যান্ডারদের দীর্ঘ ধারার পরে এবং সবসময় একমাত্র ছেলেটি নাম রাখা হয়েছে হারম্যান– ইম্যানুয়েল আর সোফি এমন একটা সংসারে বিস্ফোরিত হল যা ছিল একাধিক দিক থেকে সীমাছাড়া। বিয়ের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে জন্ম নিল যোয়ে, দুবছর পর যেল্ডা, তার দুবছর বাদে আমি এবং সবশেষে নয় বছর পরে, প্রায় বিস্মৃত হয়েছে এমন কিছুর স্মারক হিসাবেই যেন, যেনো।

ম্যান্নি, তখনও যাকে ইম্যানুয়েল ডাকা হচ্ছে, একটা ক্রেন ফ্যাক্টরিতে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ড্রাফটস্‌ম্যান হিসাবে কাজ করে জীবিকা অর্জন করছিল। যদিও বাড়ির পেছন দিকের একটা শেডে ছোট একটা ওঅর্ক শপ বানিয়েছিল সে, নতুন কোনও জিনিস আর উদ্ভাবন করে নি। ন্যাপি, বাকেট কাউন্টার, স্টোভ আর বাচ্চাদের বিছানার মাঝে ছুটোছুটি করে বেরিয়েছে সোফি। পার্টি মিটিং তখন অতীতের বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছে। রাতে বাচ্চারা যখন শেষ-মেষ ঘুমিয়ে পড়ত, চোখ খোলা রাখাই দায় হয়ে পড়ত ওর জন্যে। ছবি আঁকার সরঞ্জাম তুলে রাখার আগে সযত্নে পরিষ্কার করেছিল ও, একটা কাবার্ডে পড়ে থেকে ধূলি সঞ্চয় করে চলল ওগুলো, যোয়ে আর যেল্ডার পুতুল এবং আমার গাড়ি ও নৌকার মাঝখানে।

কেউ সেভাবে সুখী ছিল না আবার কেউই লক্ষ্যণীয়ভাবে অসুখী ছিল না। বাড়ির ভেতরে দাউ দাউ জ্বলেছে হার্থ, রঙিন গ্লাস-টি লাইট উষ্ণ লাল আভা বিলোত, শুক্রবারে চলত চালাহ্‌ আর চিকেন স্যুপ, নববর্ষের দিনে অ্যাপ্‌ল ফ্রিটারস্‌ বানাত ম্যান্নি আর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে যখন সারাদেশে জেঁকে বসত গ্রীষ্মকাল, তরুণ পরিবারটি রোববারগুলো কাটিয়ে দিন নূর্ডলি বীচে। প্রায় প্রতিবারই সঙ্গে যেত হারম্যান। ম্যান্নি প্রায়ই বলত যে একজনের দামে দুজন পুরুষ লাভ করেছে সোফি।

কিন্তু, বাইরে ঘনিয়ে আসছিল অন্ধকার। ১৯৩৮ এর নিউ ইয়ার্স ইভ এক নীরব উৎসব। যথারীতি অ্যাপ্‌ল ফ্রিটারস্‌ ছিল, একটা বিরাট প্ল্যাটারে করে হারম্যান আর ম্যান্নির বাবা-মায়েদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল, এমনকি আতশবাজিও পুড়েছে, কিন্তু অল্পদিন আগে জার্মানীতে ঝড় তোলা, *ক্রিস্টালনাখটের* স্মৃতি তখনও টাটকা ছিল ওদের মনে। মাঝরাতের ঠিক পরপর হারম্যান, ইমানুয়েল এবং ওদের বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশ থেকে ঝরে পড়া আগুনের তীর দেখছিল। ওরা তিনজনই সিগারেট খাচ্ছিল, পুরনো বছরকে বিদায় জানাচ্ছিল ওরা। যদিও ওদের কারুরই অসন্তুষ্ট হবার হবার মত কোনও কারণ ছিল না, সিগারগুলো যেন বিস্বাদ

BanglaBook.org

ঠেকছিল আর আতশবাজির খেলাটাকে মনে হয়েছে ভাঙা কাঁচের জলাধারে জ্বলন্ত জার্মান সিনাগগগুলোর প্রতিফলনের মত।

কয়েক মাস পরে, এক রোববার সন্ধ্যায় হেইম্যান ও সারাহ্‌র বাড়িতে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত হল। পার্লারে শীতের গোধূলি ঝুলছে। একমাত্র আলো জ্বলছিল আঙ্কল হারম্যানের পাশেই স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্প। কোলের ওপর আধাখোলা সংবাদপত্র খুলে বসেছিল ও, অনেক আগেই পড়া বাদ দিয়েছে ওটা। ব্যাকরুমে টি-লাইটের তারাগুলো ঝিলমিল করছিল, বিশাল গোল টেবিলের ওপর ভাসছিল ঝাড় বাতির ফ্যাকাশে হলদে মেঘ। সোফি আর ওর শাশুড়ি বসে আছে, টেবিল ক্লথের ওপর দিয়ে শাদা কাগজের পাতা আগে পিছে টানাটানি করছে। টেবিলের নিচে যোয়ে আর যেল্ডা ওদের একটা ঝগড়ার ফয়সালা করাচ্ছে পুতুলদের দিয়ে। রেডিও থেকে ভয়াবহ একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। শুনে মনে হচ্ছে যেন ভেতরে কোবল্ড আছে, ক্ষুদে হিংস্র জানোয়ার শীর্ণ ছোট ছোট পায়ে লাফালাফি করছে, ফোঁস-ফোঁস করছে ক্রোধে। কয়েক মিনিট পরপরই কমেডিয়ার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ শোরগোলে পরিণত হচ্ছে আর তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা কথাকে কামড়ে দিচ্ছে নোম। যেন সসেজের লম্বা একটা দড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছে সে, আর বারবার উচ্চস্বরে ক্রোধান্ধ চিৎকার ছেড়ে একটা কামড় বসাচ্ছে।

বাইরে শেষ শীতের বৃষ্টি ঝরা শুরু হয়েছে। জানলার কাঁচ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানি, আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে তা। হেইম্যান হল্যান্ডার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সাইড বোর্ডের ল্যাম্প জ্বালল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকাল একবার। এরই মধ্যে রাস্তায় বান ডেকেছে। এমন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে যে গাটারের পানি দেখে মনে হচ্ছে টগবগ করে ফুটছে বুঝি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বসে পড়ল হেইম্যান।

কমেডিয়ার চা-রঙ লিনেনের পেছনে কোবল্ড চরম স্বরে পৌঁছেছে। এখন আর তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুচ্ছে না, সসেজও নয়, বরং কর্কশ কালচে-ধূসর ছাই। ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে যাচ্ছে তার গলা, সবচেয়ে কালো ওয়ারে কাটা পড়ছে, এবড়োখেবড়ো টুকরা ছিটাচ্ছে। তারপর, আধা আলোকিত রুমে প্রশংসা ধ্বনির একটা ঢেউ জেগে উঠতে শুরু করল, চূড়ান্ত পর্বে ফেটে পড়ল নোম, ঘর্ষণ, পেষা আর কড়মড় শব্দের এক কলোরাচুরা আর...

'এক হাস্যকর বেঁটে লোকই হিটলার,' বলল হল্যান্ডার সিনিয়র। সামনে ঝুঁকে রেডিওর আইভরি-রঙ অফ-বাটনে চাপ দিল। আবার হেলান দিল, পাদুটো একটু ফাঁক করে রাখল, ম্লান সবুজ চোখজোড়া কোঁচকাল। টেবিল ল্যাম্প ওর টাকপড়া চাঁদি আলোকিত করে তুলেছে, সেই সঙ্গে চাঁদির চারপাশের শাদা চুলের স্তবকটিকেও। ওয়েইস্ট কোটের পকেটে বুড়ো আঙুল দুটো গুঁজে মাথা নাড়ল সে।

'কথাগুলো যদি আদৌ সত্যি হত,' বলল আঙ্কল হারম্যান।

BanglaBook.org

'কোন কথা?'

'আমি বলেছি: যদি আসলেই হাস্যকর বেঁটে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু না হত।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল দাদা। একপাশে ঝুঁকে ওর পাশের ছোট টেবিলে রাখা র‍্যাক থেকে একটা বাঁকানো পাইপ তুলে নিল। 'কী বলতে চাও: আর কিছু না হত?' টেবিলের ওপর হাত বোলাল ও, টোব্যাকো পাউচটা পেল, চামড়ার মায্‌লে পাইপের বাউলটা লাগাল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আঙ্কল হারম্যান, খবরের কাগজটাকে কয়েক ভাঁজ করল। মাথা তুলে ওর দিকে তাকাল দাদা, বাম ভুরুটা সামান্য উঁচু হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইল হারম্যান, তারপর কাগজটার কথা খেয়াল হল ওর। আবার ওটার পাতা খুলে তারপর পাতা আবার ভাঁজ করতে করতে বলল, 'হাস্যকর চিড়িয়াটা একটা জলোচ্ছ্বাসের মাথার আবর্জনা, সবার আগে তীরে আছড়ে পড়া জঞ্জাল...

পাইপ ধরাল বুড়ো, ধোঁয়ার রিঙের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'কল্পনা করো না,' আবার উদয় হবার পর বলল সে। 'বিশ্লেষণ কর! ইমেজ কেবল ইস্যুটাকে অস্পষ্ট করে তুলবে।'

অবতারকে ঘৃণা করে, বছরের পর বছর ধরে মানুষের চালানো অশুভ সাধনার ফলে সৃষ্টি হওয়া একটা দানব...

'ইমেজ, গল্প... আমার দাদার মাথাকে ঘিরে রাখা মেঘমালা বলল, 'ঠিক তোমার ছদ্ম-বিজ্ঞানের মত, যেটা পড়ছ বল তুমি।'

'সব নতুন বিজ্ঞানই ছদ্ম-বিজ্ঞান,' বলল হারম্যান।

পত্রিকাটা চেয়ারে আসনের ওপর নামিয়ে রাখল ও, হাতজোড়া পকেটে ঢোকাল, চোখ নামাল মেঝের দিকে। 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'বৃষ্টি পড়ছে।'

'বাবা!' চেঁচিয়ে উঠল আঙ্কল হারম্যান। 'আমার কথা শোন! চলে যাচ্ছি! চলে যাচ্ছি! দেশ ছেড়ে। সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও যার আছে সে-ই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

স্লাইডিং ডোরের মাঝখানে হাজির হল দাদী। পেছনে আলো থাকায় তাকে তিনটা গাঢ় ডিম্বাকৃতি কাঠামোর মিশেল মনে হল। বড়টি একেবারে নিচে, তারপর অপেক্ষাকৃত ছোটটি এবং সবার ওপরে ক্ষুদ্রতমটি। 'হারম্যান, আমার ঘরে চেঁচামেচি বরদাশত করব না আমি।'

'মামা, এক মিনিটের জন্যে একটু এসো।'

'ব্যস্ত আমি।'

'মামা... ডায়মন্ড কাটারের উন্নতি পরে করলেও বলবে। তোমাকে জরুরি একটা কথা বলবার আছে আমার।'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, হারম্যান,' বলল দাদা, 'ওই লোকজনের সঙ্গে লেখাপড়া করা সত্ত্বেও তোমার আদবকায়দা খুব একটা উন্নত হয় নি।'

BanglaBook.org

'আমাদের হতচ্ছাড়া গোটা পরিবারের একমাত্র আমিই বুঝতে পেরেছিলাম যে ইউরোপে একটা ডুবন্ত জাহাজ,' পরে, অনেক বছর পর বলবে হারম্যান। 'সেই ১৯৩৯ সালের মার্চে জার্মানি যখন চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করল; তখনই ওদের আমার সঙ্গে আসতে বলেছিলাম। কাকুতি-মিনতি করেছি যাবার জন্যে, ভয় দেখিয়েছি ওদের...

আমি জবাব দিয়েছিলাম– ওর হোটেলের লবিতে বসেছিলাম আমরা, আবার স্টেটস থেকে এসেছিল সে– আমি জবাব দিয়েছিলাম যে সেটা জানা আছে আমার। হাজার হোক, ওখানে ছিলাম আমি।

'নাথান,' চা ঢালার জন্যে সামনে ঝুঁকে বলল হারম্যান, 'বুঝতে পারছি তোমার কল্পনা কোনও বাধা মানে না এবং ও-দিয়েই পেট চালাও তুমি, কিন্তু আমি যে ঘটনার কথা বলছি সেটা ঘটেছে তোমার একেবারে ছোট বেলায়। বাচ্চা ছিলে তুমি।'

'চার। সাড়ে চার বছর। সাড়ে চার বছর বয়স ছিল আমার। দুধ ছাড়া।'

'দারুণ বোকামি।'

'বোকামি? কি ঘটেছিল ঠিক ঠিক জানি আমি। পূর্ণ বিবরণ শুনতে চাও?'

'চায়ের কথা বলেছি। দুধ ট্যানিনকে নাকচ করে দেয়।'

'মুখের ভেতর চামচ-ভর্তি গরম মাখন নেয়া হয়েছে বলে মনে হয়।'

চা ঢালল হারম্যান, বিস্কুটের প্লেটটা দায়সারাভাবে ঠেলে দিল আমার দিকে, আমি কোনও বিস্টুট না নেয়ায় নিজেই বেছে নিল নিজের জন্যে। প্লেটটা খালি না হওয়া পর্যন্ত ওর সামনেই রয়ে যাবে।

'চমৎকার,' জাম্পার থেকে বিস্কুটের গুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল সে। 'চমৎকার, এই এই সময়ে কি কি হয়েছিল জানা আছে তোমার। অভিনন্দন। নিখুঁত স্মরণশক্তি তোমার। আশীর্বাদপ্রাপ্ত তুমি। কিন্তু আমি রেজিস্ট্রেশনের কথা বলছি না। অন্তর্দৃষ্টি, এটাই আসল।'

' আমার স্পষ্ট মনে আছে দাদা ঠিক এই কথাটাই বলেছিল।'

'জেসাস,' মুখ ভেঙচে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল আঙ্কল হারম্যান। 'এ যে অসুস্থ। আসলে একটা অভিশাপ।' আরেক মুঠ বাটার বিস্কুট তুলে নিল সে, আনমনে চিবুতে শুরু করল। 'বিশ্লেষণ,' বলল সে, 'বিশ্লেষণ, ইমেজ নয়।'

'কল্পনাও নয়।'

'কল্পনা নয়... সেটাও। বিশ্বজগতের প্রভু! কোনও কল্পনা নয়, ঠিক একথাই বলেছিল সে!'

চা শেষ করলাম আমরা, আঙ্কল হারম্যানের সঙ্গে করে নিয়ে আসা ফার্স্ট ফ্ল্যাশ দার্জিলিং চা, হোটেল ম্যানেজারকে নিরাপদ হেফাজতে রাখবার জন্যে দিয়েছিল ও। সূক্ষ্ম, সুবাসিত ব্লেন্ড চুমুকে চুমুকে হিমালয় পর্বতমালার অন্তহীন ঢালের ওপর দীর্ঘ রঙ ঝলমলে পোশাকে ঘুরে বেড়ানো নুয়ে পড়া পাতা-কুড়ানিদের ছবি জাগিয়ে তোলে মনের পর্দায়।

BanglaBook.org

ঠিকই বলেছে আঙ্কল হারম্যান। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাস, বাবা-মাকে দেশ ত্যাগের কথা জানিয়েছে সে, যদিও ওরা রয়ে যায়। মুখের ওপর হেসে উঠেছিল ওর বাবা, আধ-সেদ্ধ তরকারী বলে গালও দিয়েছে। 'জার্মানি আর চার পরাশক্তি চেকোস্লোভাকিয়া ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে।' বলেছে ও, 'এর কারণ বিতর্কিত এলাকা ওটা। ওই আগ্রাসনের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।' জবাবে হারম্যান বলে, হিটলার ইহুদিদের অধিকার হতে বঞ্চিত করছে আর সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের আটক করছে, কানেই তোলে নি সে। রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, হারম্যান, একজন পুরুষ, বালকের চেয়ে বড় বলে মনেই হয় না, ওর বাবা-মায়ের প্রাণের জন্যে আবেদন জানিয়েছে। অন্ধকার হয়ে আসা পার্লারে তার বর্ণনা করা আতঙ্কের কথাগুলো প্রেতাত্মার মত হাজির হয়েছিল। টিউটোনিক হোর্ডস্, যেমনটা আখ্যায়িত করেছে সে, ওর বাবার পাইপের ধোঁয়া থেকে উদয় হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং নতুন প্রেতাত্মা অনুসরণ করেছে তাদের এবং পালাক্রমে ফের অদৃশ্য হয়েছে এবং আরও ভয়ের বিষয় দখল করেছে তাদের জায়গা। অ্যাপোক্যালিপটিক ইমেজের তীব্র ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করেছে ও। ওখানে, ডাচ সিটিং রুমের মৃদু আলোয়, রেমব্র্যান্ডট আর হ্যান্স আর হেডা আর ভারমীরের আলোয়, ওর নীরব বাবা-মা জরিপ করেছে ওকে, আর যোয়ে, যেল্ডা, মা আর আমিও জরিপ করেছি ওকে, সে তার দানবগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে আর ক্রমাগত কথা বলে গেছে, ওল্ড টেস্টামেন্টের কোনও পয়গম্বরের আবেগময় বক্তৃতায় হারিয়ে গেছে ও। ও যদি ডান হাত তুলে গম্ভীর আবেদনের সুরে বলে উঠত: 'নিশ্চয়ই, ইসরায়েলের ঈশ্বরের নামে, যার নাম ওয়ান, আমি তোমাদের বলছি: এমন একদিন আসবে যখন তোমরা আর তোমাদের পথে হাঁটতে পারবে না, প্রত্যেক বাঁকে বুনো জানোয়ারের মত শিকার করে বেড়াতে হবে তোমাদের আর যদি পড়শীর কাছে সান্ত্বনা খুঁজতে যাও, তোমার সঙ্গে বেঈমানি করবে সে, তোমাকে চিনবে না। অমন দিন আসবেই। সূর্য উঠবে, সূর্য অস্ত যাবে আর দিনের আলোয় পিঁপড়ের মত পিষে মারা হবে মানুষকে!' মোটেই বিস্ময়কর মনে হত না সেটা।

হয়ত ওভাবেই বলা দরকার ছিল ওর। ওরা হয়ত ওকে বলে দিত– এমনিতেও বলছিল– যে বাস্তবতা-সম্পর্কিত নিজস্ব রোমান্টিক ইমেজে বিভ্রান্ত হচ্ছে ও, কিন্তু তাতে অন্তত নিজের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে সন্তুষ্ট বোধ করতে পারত ও।

কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছে ও, সংযমী ও, আবেদন জানিয়েছে, নিবেদন করেছে, বিলাপ করেছে।

'আর কখনও না,' মেম্ফিস হোটেলের লবিতে বলেছে সে, 'আর কখনও নয়। ৪৫-এ সব চুকে যাবার পর, আর কখনও ওভাবে নিজেকে সামলে রাখব না বলে মনস্থির করেছিলাম আমি। আমি উপদেশ দেব, ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করব, ঈশ্বরের দোহাই, গান গাইব, যদি তাতে উপকার হবে বলে মনে হয়। কিন্তু চারপাশের জগৎ যখন যুক্তিহীনতায় ভরে আছে তখন আর যৌক্তিকতা নয়।'

BanglaBook.org

সামনের দরজা প্রচণ্ড আওয়াজে বন্ধ হওয়ায় প্রেত-গবেষকের বৈঠক শেষ হয়েছিল, আঙ্কল হারম্যানের পায়ের আওয়াজ ক্রমশ হারিয়ে গেল রাস্তায়। আমরা, আমার দাদা-দাদী, মা, যোয়ে, যেল্ডা–কাঁদছিল ও, আর আমি, পড়ে রইলাম পেছনে, নীরবে। দীর্ঘ সময় পর মুখ খুলল দাদী।

'চেইম,' বলল সে। মুখ তুলে তাকালাম আমরা সবাই। ওকে কখনও এনামে ডাকে নি সে। 'চেইম,' বলল সে, 'কফির জন্যে ঘণ্টা বাজাবে?' এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল দাদা, তারপর বেল-পুলের দিকে হাত বাড়াল পেছনে। টান দিল ওটায়। দূরে ঘণ্টা বেজে উঠতে শুনলাম আমরা, সজাগ করে দিল কাজের মেয়েকে। পার্লারের নীরবতা নিরেট মার্বলের মত। আমরা তার পায়ের আওয়াজের অপেক্ষায় থাকার সময়টুকুতে রুমের ছায়াময় কোণগুলো থেকে নির্দিষ্ট আকারবিহীন ভয়ঙ্কর কতগুলো অবয়বকে মিছিল করে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। অন্ধকারে জ্বলে উঠল চোখগুলো, ভয়ালের শ্লথ যাত্রা বজ্রের মত এগিয়ে এল।

যদিও অতীত বাস করে যাচ্ছিল আমার পরিবারে (আমার দাদা, তার আমলের মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একজন পদার্থবিদ, নিজে মহান না হয়েও, সবার ওপরে মনে করত যে সে ঘড়ি-নির্মাতাদের দীর্ঘ বংশধারার উত্তরসূরী, এক বিবর্তনের সর্বোচ্চ বিন্দু, যা আমার আত্মীয়স্বজনদের ছোট বৃত্তে সংঘটিত হয়েছে। 'ঘড়ি-নির্মাতা,' সবসময় বলতে সে, 'চারণ-তার্কিক যারা তাদের সমস্ত সম্পত্তি পিঠে করে বয়ে বেড়িয়েছে। আমরা আসলে তাই ছিলাম। এখন আমরা আমাদের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছি। এখন আর ঘুরে বেড়াই না আমরা, ঘরে থাকি। এখন আর কাজ করি না আমরা, ভাবি')– যদিও সেই বিদায়, আগমন আর ভ্রমণের অতীত যথেষ্টই চালু ছিল, তবু আঙ্কল হারম্যানের বিদায়ের ঘোষণা একটা ধাক্কার মত ঠেকল। আমার দাদার চোখে আমাদের পূর্বপুরুষরা একটা টাওয়ার-অভ বাবেল নির্মাণ করেছিল, স্বর্গে পৌঁছে যাওয়া একটা কাঠামো, এবং শেষ নির্মাতা হাজির, কাজটা শেষ করার যোগ্যতা যে রাখে, সে বলছে, টাওয়ার ছেড়ে নিচে নেমে যাচ্ছে সে। আমরা এখন এমন একটা দেশে বাস করছিলাম যেটা নিজেই একটা সর্বোচ্চ-বিন্দু, ইউরোপীয় সভ্যতার শীর্ষ স্থান, যে দেশের নামে নিজেদের নাম রেখেছি আমরা, যেখানে হাইজেনস্ পেন্ডুলাম ঘড়ি উদ্ভাবন করেছে, এখানে আমরা, দেশের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, সন্দেহ আর অনাস্থার ঘোলাজল থেকে জ্ঞান আর উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হয়েছি, অথচ চলে যাবে বলে কোট গায়ে চাপাচ্ছে হারম্যান।

এবং একা যাচ্ছে না ও। নিজের বাবা-মায়ের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে অবিচল পদক্ষেপে আমাদের বাড়ির পথ ধরেছে, আমার বাবা যেখানে শেডে বসে একধরনের মেকানিক্যাল হাতুড়ির সাহায্যে একটা ভয়াল-দর্শন চোখা নীল ইস্পাত নিয়ে কাজ করছিল, একটা ওজনদার জিনিস দিয়ে চেপে রাখা ছিল ওটা। হারম্যান ভেতরে পা রাখামাত্র চোখা ডগাটা সাঁই করে ছুটে গিয়ে একটা লোহার পাত ফুটো করে ওঅর্ক বেঞ্চে গাঁথল। একটা প্লায়ার্স দিয়ে জিনিসটা আলাদা করার চেষ্টা করল বাবা।

BanglaBook.org

'ম্যানুয়েল,' বলল হারম্যান, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল বাবা। 'সবে তো এলে।'

'প্রভু,' বলল হারম্যান। 'আমি কেন? দেশ, ম্যানুয়েল, দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি।'

লেভার বানানোর জন্যে একটা ধাতব টুকরো প্লায়ার্সের নিচে বসাল বাবা। 'ছুটি কাটাতে,' বলল সে, 'মজা কর গে।' ইস্পাতের পিনের মুখে প্লায়ার্সের ডগা আটকাল ও, তারপর সজোরে অন্য প্রান্তে ঠেলা দিল।

চোখ বন্ধ করে পেছনে মাথা হেলাল হারম্যান। 'ভাই,' বলল সে, 'শোন। শোন, মাথাটা খাটাও।' তারপর 'বাইরে' কী চলছে বলল তাকে। 'বাইরে' বলে হারম্যান কেবল জার্মানিকে বোঝায় নি। 'বাইরে' মানে গোটা ইউরোপীয় অঞ্চল। 'সবকিছু গড়বড় হয়ে গেছে,' বলল ও, 'এবারের ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। এটা একটা ডুবন্ত জাহাজ।' কার্ল ভ্যান অমিয়েটস্কির কথা বলল ও, কেমন করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একটা ক্যাম্পে প্রাণ হারিয়েছে। জার্মান ইহুদি শরণার্থীরা ওকে কী বলেছে জানাল বাবাকে, লুটতরাজ চালান হয়েছে তাদের দোকানপাটে আর সিনাগগগুলো পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। 'কিন্তু হারম্যান,' বাম হাতের গিঁট চুষতে চুষতে বলল বাবা, 'এসব এখান থেকে কয়েক শো মাইল দূরের ঘটনা।' ভাইয়ের দিকে দীর্ঘ সময় নিয়ে তাকিয়ে রইল হারম্যান, তারপর ও বলল: 'মানুষ খারাপ। ভয়ঙ্কর। মানুষ নির্বোধ। লজ্জাস্কর ব্যাপার এটা। এ দুটো গুণ এক বিপজ্জনক কম্বিনেশন তৈরি করে, বিশেষ করে যদি বিনিময়ে পুরস্কার পাওয়া যায়। এবং ঠিক তাই ঘটেছে। জার্মানদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়া। জার্মানরা চেকোস্লোভাকিয়া পেয়ে সন্তুষ্ট নয়। শিগগিরই পোল্যান্ড দাবী করবে ওরা এবং তারপর ওদের দেশের বাইরে সমস্ত কিছুই পেতে চাইবে। এখন যদি দেশ না ছাড়, নিজেকে বর্বরদের করুণা প্রার্থীতে পরিণত করবে তোমরা।'

কিন্তু আমার বাবা, এঞ্জিনিয়ার মহোদয়, শুনছিল না বললেই চলে। মেশিনের এই জগতে ওসব নিয়ে যত নাড়াচাড়া করবে ততই আগের চেয়ে ভাল হয়ে উঠবে সব। এই মুহূর্তে জার্মান-মেশিন খুব ভাল চলছে না। নিজেই নিজের ব্যবস্থা নেবে ওটা। নয়া বিশ্বে জীবনের সম্ভাবনার কথা বর্ণনা করতে শুরু করার আগে ভাইয়ের কথায় মনোযোগই দেয় নি সে।

'আমরা,' বলল হারম্যান, 'মুক্ত মানুষ। একজন এঞ্জিনিয়ার হিসাবে তুমি, আমার মতই। এখানে সমস্ত কিছুই নির্দিষ্ট। কোনওদিন যদি উল্টো টাই পর, তাহলে প্রফেসর বা ম্যানেজার হবার আশা বাদ দিয়ে দিতে হবে তোমাকে। কিন্তু আমেরিকায় যার যা ইচ্ছা হতে পারে। এমনকি যদি কখনও টাই না পর। ওখানে তুমি কে বা কী তাতে কিছু আসে যায় না, কী করছ সেটাই আসল। আসলে ঠিক কী করছ তুমি?'

বাবা আবার প্লায়ার্স নিচে নামিয়ে গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'ড্রিল ছাড়াই মসৃণ গর্ত বানানোর একটা উপায়।'

BanglaBook.org

'কেন?'

প্লায়ার্স ছেড়ে কপাল ঘঁষল বাবা। 'ড্রিল এবড়োখেবড়ো ফুটো করে। কিছু কিছু মেশিনের জন্যে একেবারে মসৃণ ফুটো দরকার হয়।'

'ব্যাপার কি' ফাইলের কথা শোন নি কখনও?'

'হারম্যান,' আবার প্লায়ার্স তুলে নিয়ে বলল বাবা, 'তুমি দুনিয়াদারির দেখাশোনা কর, আমি জিনিসপত্র ঠিকমত কাজ করার ব্যাপারটা নিশ্চিত করি। ফাইল ব্যবহার করলে যেকোনও ফুটো প্রয়োজনের চেয়ে বড় হয়ে যায়। আমি প্রথম চেষ্টাতেই ঠিক মাপের ফুটো বানানোর উপায় বের করার প্রয়াস পাচ্ছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল হারম্যান, বাবার সর্বশেষ উদ্ভাবনগুলোর উপাদানের দিকে তাকিয়ে রইল। 'চমৎকার। কিন্তু আমি যদি দুনিয়াদারির অবস্থার জন্যে দায়ী হয়ে থাকি, ভাল করে শোনার পরামর্শ দিচ্ছি তোমাকে। তোমার দেখা সবচেয়ে বড় আর কর্কশ ফুটোটা তৈরি হতে যাচ্ছে ঠিক এখানেই, ইউরোপেই। তুমি, সোফি আর বাচ্চারা যদি না যাও, ফুটোটা গিলে নেবে তোমাদের।'

হারম্যানের সাহায্য যান্ত্রিক হাতুড়ির ডগাটাকে ওঅর্কে রেঞ্চ থেকে ছোটাল বাবা, তারপর ঘরে ঢুকল দুজনই। এক বোতল ওয়াইন খেল ওরা। আবার ওকে নতুন স্বদেশ সম্পর্কে বলল হারম্যান।

'তাহলে আমেরিকায় টাই পরতে হবে না তোমাকে এবং তারপরেও যা ইচ্ছা হতে পারবে তুমি?' মাথা দোলাল হারম্যান, ঠিক মত না বুঝেই। এমন একটা দেশ যেখানে তুমি কী করেছ সেটাই আসল, তুমি কে বা কী ছিলে তা নয়।

'তাহলে, কোনও টাই নয়?' আবার জিজ্ঞেস করল ইম্যানুয়েল।

'কোনও টাই নয়,' ওকে আশ্বস্ত করল হারম্যান।

'দেবদূতরা আঘাত করুক আমাকে,' ফার্স্ট ফ্লাশ দার্জিলিং থেকে ওঠা সুবাসিত ভাঁপে মুখ ঢেকে বলল আঙ্কল হারম্যান, 'টাই দেখতে পারত না বলে তোমার বাবা দেশ ছেড়েছিল। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে অর্ধেক জীবন পার হয়ে গেছে আমার, কিন্তু কথাটা সত্যি। সেদিন যদি টাই নিয়ে বকবক করতে শুরু না করতাম, এখন এখানে বসে থাকতে না তুমি।'

আমি জানি বাড়িয়ে বলছে না হারম্যান। একবার বাবার সঙ্গে গ্রীষ্মাবকাশ কাটিয়েছিলাম আমি, দীর্ঘ যাত্রার পর ক্লান্ত এবং বদমেজাজি, ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কোন দুঃখে আমেরিকায় রয়ে গেছে ও। জবাব দেয়ার আগে একটুও ভাবতে হয় নি ওকে। যেদিকে আটলান্টিক মহাসাগর আছে মনে করেছে সেদিকে ঘুরে বসে, যার ওধারে ইউরোপ, ইঙ্গিত করে বলেছে, 'ওখানে, সবকিছুই নির্দিষ্ট। যদি ভুল টাই পর তুমি, মাত্র *একবারও*, প্রফেসর বা ম্যানেজার হবার কথা ভুলে যেতে হবে তোমাকে। এখানে,' হাতের একটা আন্দোলনের সঙ্গে বলল ও, যেন একটা ইঙ্গিতেই নিজের ম্যানহাটানের এ্যাপার্টমেন্ট, গোটা মহাদেশ ঝাড়ু দিচ্ছে, 'এখানে যা ইচ্ছা হতে পার তুমি। এমনকি যদি কোনওদিনই টাই নাও পর।'

BanglaBook.org

বাবা হয়ত বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু তখনও সন্দিহান রয়ে গিয়েছিল মা। হারম্যানের ব্যবস্থায় তিন জার্মান শরণার্থীর একটা পরিদর্শন প্রয়োজনীয় প্রভাব ফেলে। আরিয়েহ্ পিনকাস, জোসেফ ব্যামবারগার আর উলফ্ ক্রোহ্ন লিভিং রুমের বিশাল টেবিলে নীরব হয়ে বসেছিল, সোফির কফি খাচ্ছিল, কামড় দিচ্ছিল সাজানো বিস্কুটে, হাসছিল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। ইম্যানুয়েল জিনের বোতল টেবিলে রেখে চারটে গ্লাস কানায় কানায় ভরে দিয়ে ওরা কেমন আছে জিজ্ঞেস করার আগ পর্যন্ত অমন চলছিল। ছোট বেলা থেকেই সহজে আঘাত পায় না কখনও সোফি, সন্ধ্যার অর্ধেকটা সময় মুখের ওপর হাত রেখে পার করে দিল। সেরাতে বাবা-মার কাছে গিয়ে হারম্যানের সঙ্গে সপরিবারে দেশান্তরী হবার সংবাদ দেয়ার অনুমতি পায় ইম্যানুয়েল।

ছেলেকে যাত্রার খরচা দিয়ে সাহায্য করল হেইম্যান। সেটা হারম্যানের 'টিউটোনিক হোর্ডস' নিয়ে গলাবাজির সঙ্গে একমত হওয়ার জন্যে নয়, বরং আমেরিকায় তার ছেলের জন্যে সীমাহীন সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিল বলেই। হারম্যানকে তখনও দলত্যাগী ভাবছে সে, তার ভাইয়ের পরিবার পরিজনকে অশুভের রোমান্টিক রূপের দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু 'এত বছর যত্রতত্র ঢুঁড়ে বেড়ানোর' পর আরও একটা প্রজন্মের পশ্চিম যাত্রা আর এমন কি? সবকিছু বিবেচনা করলে, বাবা যখন তাকে বিদায়ের খবর দিতে এল তখন বলল সে, এখন পর্যন্ত পশ্চিমমুখী আমাদের আপাত অন্তহীন যাত্রা ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয় নি।

ইমিগ্র্যান্ট পরিবারের প্রচলিত কনফিগারেশনে আমাদের ছয়জনকে দেখানো একটা ফটোগ্রাফ আছে: মাঝখানে সোফি আর ইম্যানুয়েল, ওদের পাশে যোয়ে আর যেল্ডা, মাটিতে পায়ের ওপর আড়াআড়িভাবে পা রেখে বসে আছে আঙ্কল হারম্যান। আঙ্কল হারম্যানের কোলে বিশাল চেয়ারে বসা রাজপুত্রের মত ঝলমল করছি আমি। আমাদের চারপাশে অসংখ্য স্যুটকেস আর ট্রাঙ্ক। নিশ্চয়ই মাত্র জাহাজে চেপেছিলাম আমরা। আমাদের দেখে সুবেশি আর পর্যাপ্ত খাবারপ্রাপ্ত মনে হচ্ছে, সব বিচারেই সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর মানুষ। গাঢ় ধূসর কিঞ্চিৎ দোমড়ানো স্যুট পরে আছে বাবা, ডানহাতের বুড়ো আঙুল ওয়েস্ট কোটের পকেটে ঢোকানো। গাঢ় লাল পোশাক পরা মা নীরবে ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, গম্ভীর কুঞ্চন ওর চেহারায়, ছবি তোলার সময় তিরিশের দশকে এমনটা করা তখনও চালু ফ্যাশন ছিল। ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে কিছু একটা দেখছে যোয়ে আর যেল্ডা; আর আঙ্কল হারম্যান, গাঢ় টুইডের জ্যাকেট ওর পরনে, বাম হাত দিয়ে আমার পেট জড়িয়ে রেখেছে, ফটোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমি চোখ সরু করে, যদিও তখন জানত না কেউ, আমাদের সামনের আবছা দাগটার দিকে তাকিয়ে আছি। এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় পর, ম্যাগনেশিয়াম ফ্ল্যাশ আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলে, ধোঁয়ার নীলাভ মেঘ কেটে যাবার সময়, কান্নায় ভেঙে পড়ি আমি।

এক ঘড়ি-নির্মাতা পরিবারের উত্তরসূরী? আমাদের দেখে সেটা বুঝবে না তুমি। শিপ ফটোগ্রাফারের আর্কাইভসে চোখ বোলাতে যাওয়া কেউ খেয়ালই করবে না

BanglaBook.org

আমাদের: নয়া প্রমিজড ল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রাকারী আরও একটা পরিবার মাত্র, ধনী নয়, আবার দরিদ্রও নয়, বেপরোয়া নয়, নয় মরিয়াও। মরিয়া যারা তারা যায় থার্ড ক্লাসে, জাহাজের পেটের ভেতরে, যেখানে উত্তপ্ত লোহা আর তেলের গন্ধ ভকভক করে, এঞ্জিনের বিরামহীন দাপানি কাঁপিয়ে চলে দেয়াল। ওরা রাশিয়া, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানি আর অস্ট্রিয়া থেকে আসা ইহুদি রিফিউজি, যারা একেকটা কেবিনে চার, পাঁচ, ছয় এবং কখনও কখনও আরও বেশি সংখ্যায়, অপেক্ষা করে যতক্ষণ না ওই ইস্পাতের পিণ্ডটা অবশেষে নোঙর ফেলে এবং আরও একবার ওরা নিজের আর ওদের পূর্ব পুরুষেরা ইতিমধ্যে যে কাজটি বহুবার করেছে ফের তা শুরু করতে পারে: একটা নতুন জীবন গড়ে তোলা। ওদের মাথার ওপরে, অনেক, অনেক ওপরে, আশা আর আর প্রত্যাশায় ভরপুর যারা, অর্থবান, ফার্স্ট ক্লাসে যাত্রা করে। শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, চিত্রতারকা, আর গায়করা সানডেকে ঘুরে বেড়ায় আর ম্লান আলোকিত লাউঞ্জে সন্ধ্যা কাটায়, দিনের শেষ কটি ঘণ্টা কোনও নুইটস সেইন্ট জর্জের সঙ্গে পার করবে নাকি হুইস্কি টানবে, স্থির করার চেষ্টা করে। আমরা ছিলাম মাঝখানে, সেকেন্ড ক্লাসে, ধনীদের জন্যে বড় বেশি হীন, গরীবদের তুলনায় আবার বড্ড বিত্তবান। ইহুদি, হ্যাঁ, কিন্তু ওইরকম যারা আর তাদের পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে– আব্রাহাম, ইসাক, জ্যাকব, আদর্শ সেইসব ইমিগ্রান্ট–সম্পর্ক অনুভব করছে না। সত্যি কথা যদি বলত হয়, আমাদের কেউই একথা ভাবতে যাই নি যে মাথার ওপরের ডেকে যারা রাইলির জীবন যাপন করছে তাদের চেয়ে ওই মরু প্যাট্রিয়ার্কদের সঙ্গেই অনেক মিল ছিল আমাদের। আমাদের কেউ কখনও একথা ভাবে নি যে আমরা আমাদের কিংবদন্তীসম পূর্বপুরুষদের মত আগমন ও প্রস্থানের এক অন্তহীন কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র।

একমাত্র আঙ্কল হারম্যানেরই তখনও ক্রন্দনরত, বমিরত থার্ড ক্লাসের সঙ্গে অস্পষ্ট সংহতির অনুভূতি বজায় ছিল, কিন্তু সেটা কোনও কোনও ধর্মীয় বা জাতিগত সহমর্মিতার চেয়ে বরং সমাজতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনার সময়ে অর্জিত সমাজতন্ত্রেরই ফলাফল ছিল।

এটাই একরাতে ডিনারের পর নিজেদের ভীতিজনক থার্ড ক্লাস ডাইনিং হলে আবিষ্কার করার কারণ ছিল আমার। বিয়র খাচ্ছিল হারম্যান আর বাবা, একটা লাইম-কোটেড গ্লাসে করে চা খাচ্ছিল মা, আমি আর আমার বোনেরা গ্রেনাডিন। আমাদের আশপাশে নারী-পুরুষ এবং শিশু আধা পরিষ্কার টেবিলগুলোয় বসেছিল।

'ওই যে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ,' হলের আরেক প্রান্তে বসা এক বিশাল শ্যামলাবরণ লোকের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল হারম্যান, 'বান্ড-এর গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিল। পোলদের বিরুদ্ধে, র‍্যাবাইদের বিরুদ্ধে, বসদের বিরুদ্ধে, তাকে বাধাদানকারী সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সে-ই ভবিষ্যৎ। একজন মুক্ত মানুষ।'

দানবটার দিকে তাকিয়েছে আমার বাবা-মা আর দুবোন। বিশালদেহী লোকেরা যেমন করে সামনে ঝুঁকে বসে সেভাবেই বসেছিল সে, ধীর, সন্ত্রস্ট। নতুন পুরুষের প্রতিমূর্তি হিসাবে তাকে দেখল ওরা, যে মানুষ পাল্টা লড়াই করেছে।

BanglaBook.org

'মুক্ত...,' বিড়বিড় করে বলল বাবা।

'মুক্ত,' বলল হারম্যান। 'ধর্ম থেকে, ঈশ্বর আর র‍্যাবাইদের কম্যান্ডমেন্টস থেকে, আমাদের চারপাশের অন্য সবার থেকে মুক্ত। আরও মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে মুক্তির দিকে। দেখো তুমি, যুদ্ধের পর দুনিয়া পুরোপুরি বদলে যাবে।'

'কিসের যুদ্ধ?' জানতে চাইল মা।

'যেটা বাধতে যাচ্ছে বলে,' বলল আঙ্কল হারম্যান।

'আরও অনেক যুদ্ধ হয়েছে,' বিড়বিড় করল বাবা, চোখ বন্ধ করে নাকের ব্রিজ চাপছিল ও, কোনও কিছু চিন্তা করার সময় বরাবর যেমনটা করে থাকে।

'কিন্তু এরকম একটাও হয় নি। দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে লোকজন বলবে এটা ছিল চরম বাড়াবাড়ি রকম যুদ্ধ, এবং কথাটা হয়ত সত্যি, কিন্তু মোদ্দা কথা, এটা পুরনো আর নতুন বিশ্বের মধ্যে পার্থক্য, ভারি আর হালকার মধ্যে পার্থক্য, গভীরতা আর চপলতার মধ্যে পার্থক্য হয়ে দাঁড়াবে।'

'কিসের কথা *বলছ* তোমরা?' জিজ্ঞেস করল মা।

'আমরা আমাদের চেনাজানা জগতের সমাপ্তির কথা বলছি, যে জগতে সমাজ পরিচালিত হয় ঐতিহ্য আর নৈতিকতা দিয়ে, যেখানে জ্ঞান, ক্ষমতা আর সম্ভাবনা অর্থাৎ টাকার বিচারে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাজিত।'

'এই যুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রই জায়গা দখল করবে বলে সত্যিই বিশ্বাস কর তুমি?'

'সমাজতন্ত্রই,' বলল হারম্যান, 'হবে একমাত্র ন্যায়বিচার। এই যুদ্ধ শেষ হবার পর অন্যের জন্যে লড়েছে এমন কেউ আর একথা মানবে না যে কেবল উন্নত বলেই অন্যরা তার চেয়ে উন্নত। পৃথিবীও আর অভিজাত সম্প্রদায়ের অলস জীবন যাপন বরদাশত করবে না। জ্ঞান, ক্ষমতা আর অর্থের ব্যাপক পুনর্বণ্টনের ঘটনা ঘটবে।'

আমার বোনদের দিকে তাকাল মা, পালা করে ওরা আবার অন্য একজোড়া বাচ্চার দিকে তাকাল।

'মনে হচ্ছে যুদ্ধটা সরিয়ে দিতে পারলেই সমস্ত কিছু দারুণ হয়ে উঠবে,' অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল বাবা।

'একটা অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠবে,' বলে চলল আঙ্কল হারম্যান, 'আমরা যা কখনও দেখি নি। ওখানে যা ঘটতে যাচ্ছে... ' প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ইউরোপ মহাদেশের দিকে ইঙ্গিত করল ও ' দানোদের জাগিয়ে তুলবে আজীবন টিকে থাকবে যা।'

শিউরে উঠল মা।

'তোমার এতসব চিন্তাভাবনা, হারম্যান, এটা কি বোঝায় যে তোমাকে শেখানো বিষয়বস্তুর একটা শব্দও বিশ্বাস কর না?' জিজ্ঞেস করল ইম্যানুয়েল। একটা বৃত্তের ভেতর রেখা টেনে একটা প্যারালোলোগ্রামের সঙ্গে জুড়ে দিল ও।

মুচকি হাসল হারম্যান। 'ওই ঈশ্বর আর সৃষ্টি আর ওল্ড টেস্টামেন্ট লিয়েজের স্টর্ম ট্রুপারস হিসাবে আমরা?'

BanglaBook.org

'ধর্মে কোনও সমস্যা নেই,' বলল সোফি। 'আর একে ছেলে ভোলানো রূপকথা হিসাবে তুলে ধরাটাও ঠিক নয়। সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও ঠিক একথাই বলতে পার তুমি।'

'হ্যাঁ,' বলল হারম্যান, 'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা অন্তত আমাদের নিজেদের বানানো রূপকথা।'

'মরুভূমির ওরাও হয়ত একথাই ভেবেছিল,' বিড়বিড় করে বলল বাবা।

দীর্ঘ সময় ওর দিকে তাকিয়ে রইল হারম্যান, ভুরু কোঁচকাল তারপর।

আমরা বসে রইলাম ওখানে। হারম্যানের সঙ্গে কথা বলছে মা, গোটা মেনুর ওপর আঁকিবুঁকি কাটছিল বাবা আর মাঝে মাঝে মুখ থেকে দু একটা কথা ঝরে পড়তে দিচ্ছিল, কেউ খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না যাতে, যোয়ে আর যেল্ডা নীরবে ওদের গ্রেনাডিনে চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল এই আশায় যে কেউ ওদের খেয়াল করবে না, এবং বিছানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে না। আর আমি মায়ের গায়ে ঠেস দিয়ে ছিলাম।

দূরে, শ্লোমো মিনস্কির দৃষ্টি হলঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যখন আমাকে দেখল সে, চেহারায় হাসি ফুটে উঠল তার। হাত নাড়লাম আমি এবং সেও বিশাল একটা হাত উঁচু করে প্রত্যুত্তর করল। তার পাশে, ছোট, প্রায় স্বচ্ছ লাল চুল রেইসেলে, অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার মা চোখ নামিয়ে ঠেলা দিল আমাকে।

'কাকে হাত নাড়ছ?' জিজ্ঞেস করল।

'শ্লোমো মিনস্কিকে,' আমি বললাম।

'কাকে...

'শ্লোমো মিনস্কি,' পুনরাবৃত্তি করলাম আমি।

'কেমন করে চেন... ' বলল আঙ্কল হারম্যান।

আবার আমাকে ঠেলা দিল মা, আরেকটা, যতক্ষণ না ওর দিকে মুখ তুলে তাকালাম আমি। 'নাথান?' ওর চোখে প্রশ্ন ছিল একটা।

'নিচে নেমেছিলাম আমি,' ফিসফিস করে বললাম।

'নিচে? একা... ' বাবার দিকে চোখ ফেরাল ও, মেনুর ওপর দুর্বোধ্য কি যেন আঁকছিল বাবা।

'ইম্যানুয়েল,' এমন শান্ত কণ্ঠে ডাকল মা যে আতঙ্কিত অভিব্যক্তি নিয়ে মুখ তুলে তাকাল বাবা, অজানা মারাত্মক কোনও অপরাধের জবাবদিহি করার জন্যে ডাকা হয়েছে এমন কারও মত।

'কি? কি?'

'একা একা নিচে নেমেছিল নাথান।'

'হুম?' চট করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, স্বস্তি বোধ করল। 'আর অমন করো না, সান।' মেনুতে চোখ ফেরাল সে। মায়ের নজর এমন দৃঢ়ভাবে স্থির হয়ে রইল যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ তুলে তাকাল বাবা। 'কি... '

'ওর দিকে খেয়াল রাখবে বলে কথা দিয়েছিলে তুমি। আমি কেমন করে একসঙ্গে তিনটা বাচ্চাকে দেখে রাখব?'

BanglaBook.org

'শ্লোমো মিনস্কি,' চিন্তিত চেহারায় বলল আঙ্কল হারম্যান। 'তুমি ওর নাম জানলে কেমন করে, নাথান?'

বাবা, তারপর মায়ের দিকে তাকালাম আমি। আমার দিকে তাকিয়ে রইল বাবা আর মা।

বাবা আর আমি জাহাজের এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, বাবার আগমনকে সবসময়ই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে সে। আমরা কেবল সিগারই নিয়েই যাই নি, সম্পর্ক পাতানোর প্রচলিত ডাচ কায়দা, ওরা দুজনই যন্ত্রপাতির ব্যাপারে সমান আবেগপ্রবণ ছিল। মিস্টার লেডেনিয়াস ছোটখাট নিখুঁত পোশাকপরা গ্রোখিনজেনের মানুষ। তার বয়লার স্যুটে গ্রিজ আর তেলের দাগ থাকতে পারে, কিন্তু সবসময় মনে হত সকালে গায়ে চাপানোর সময় ধুয়ে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা হয়েছে ওটা। তার পকেটে সব সময় ঝুলতে থাকা লাল ন্যাকড়াটা সামান্যতম উস্কানিতেই ডান হাত থেকে বাম হাতে জায়গা বদল করত এবং তারপর উপর-নীচ বা সামনে-পেছনে গায়ে গ্রিজঅলা তামার দণ্ডের ওপর পরশ বোলাত, যেটা সে ছাড়া আর কেউ দেখে নি।

সেদিন সকালে বেশ বিরক্ত ছিল ল্যাডেনিয়াস। আমরা হাজির হবার খানিক আগে একটা শব্দ শুনতে পায় যেটা সে ধরতে পারে নি, বাবার দেয়া সিগারটা নিয়ে পকেটে রেখে দেয় সে। (সাধারণত পরস্পরেরটা জ্বালিয়ে দিয়ে গুঞ্জন তোলা মেশিনারির দিকে এগিয়ে যাওয়া একটা সিঁড়িতে বসে পড়ে, হারিয়ে যায় মাথা-ঘোরানো ধোঁয়ার মেঘের আড়ালে)।

'হ্যাঁ,' এঞ্জিনিয়ার নিজের অস্বস্তির কারণ ব্যাখ্যা করার পর বলল বাবা। 'আমিও শুনেছি।' একপাশে মাথা কাত করে খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনল। 'গাসকেট।'

'তোমার তো শোনারই কথা নয়।'

'না। যদি না...

অচিরেই আধা-বিড়বিড় ধ্বনিতে ডুবে গেল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে লাগলাম আমি, ওপর থেকে নিচে, নিচে থেকে আবার ওপরে, লোক দুজন হোল্ডে– যেখানে পিস্টন রডগুলো গর্জন তোলা এঞ্জিনে ওঠানামা করছে– হারিয়ে যাবার পর আমি দরজা গলে বেরিয়ে এলাম, জাহাজের গোলকধাঁধায় নিজের অনুসন্ধানে লেগে গেলাম।

ইস্পাতের করিডরগুলোর দেয়াল আর সিলিং বরাবর নাজুক বাল্বের শীতল আলো ঝিলিক মারছে। একটা ইস্পাতের দরজার সামনে দাঁড়ালাম আমি, হাতখানেক আন্দাজ ফাঁক করলাম, ভেতর থেকে ভেসে আসা ঝগড়াটে কণ্ঠস্বরগুলো বোঝার চেষ্টা করলাম। বেশ খানিকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার পর আমার দিকে এগিয়ে আসা পায়ের আওয়াজ কানে এল। কোনও চিন্তাভাবনা ছাড়াই দৌড় লাগালাম। বেশ কটা দরজা পেরিয়ে আসার পর কোথায় আছি আর বুঝতে পারলাম না। আমার পেছনে দীর্ঘ লোহার টানেলে ছায়ারা লাফালাফি করতে লাগল, ওদিকে আমার সামনে বিচিত্র শব্দ, চাপা প্রতিধ্বনি আর ফ্যাকাশে আলোর

BanglaBook.org

অস্পষ্টতায় টানেলটা হারিয়ে গেছে। ক্রুদের কোয়ার্টার্সের দিকে চলে যাওয়া দীর্ঘ প্যাসেজওয়ের শেষ মাথায় কোথাও সোজা এক তরুণ অফিসারের পায়ে ধাক্কা খেলাম আমি। করিডরে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ছড়িয়ে পড়ল। আমি স্বয়ং যে চিৎকার করছি বুঝে উঠতে খানিকটা সময় লেগে গেল আমার। শাদা পোশাকের মানুষটা, পাইপ টোব্যাকো আর লিনেনের জোরাল গন্ধ আসছিল তার শরীর থেকে, আমার গর্দান জাবড়ে ধরল, বাচ্চা খরগোশের মত শূন্যে তুলে ফেলল মেঝে থেকে।

'ঠিক আছে, খোকা। কী হচ্ছে এখানে?'

টু-হূ... টন্নি...

'শান্ত হও,' বলল সে। 'পোল্যাক?'

মাথা নাড়লাম আমি।

'চেক? রাস্কি? *ডয়েশ?*'

দম ফুরিয়ে গেছে আমার, বুকটা ওঠানামা করছিল। ' টিউ-হূ...

আমাকে তুলে কোমরের কাছে ধরে একটা দরজার কাছে নিয়ে গেল সে। ওটার ওপাশে লিনোলিয়ামের কাভার দেয়া টেবিলঅলা একটা বড় সড় রুম। একেবারে পেছন দিকে এক ধরনের সাইডবোর্ড। এক প্রান্তে বিরাট ক্রোম কেতলি দাঁড়িয়ে আছে, অন্য প্রান্তে শেফের পোশাক পরা এক লোক প্লেট স্তূপ করছে। আমাকে একটা টেবিলে বসিয়ে রেখে লোকটাকে ডাকল অফিসারটি। 'ফ্রেডি? এই পিচ্চিটার জন্যে চমৎকার এক গ্লাস ঠাণ্ডা দুধ হলে কেমন হয়?' টুং-টাং শব্দ হল, কাঁচের জিনিসের ঝলমলানি, তারপর আমাদের দিকে এগিয়ে এল কূক।

'কে ওটা, স্যার?'

'একটা স্টোঅ্যাওয়ে।'

হাসল ওরা।

'ইহুদি?'

'যাই হোক, আমি ওর কথা বুঝতে পারছি না।'

ঠাণ্ডা দুধ খেলাম আমি, কূকের দাগপড়া অ্যাপ্রনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পর পর আমার বুকে শুকনো কান্না ফুলে উঠছে, কিন্তু একটু আগে যে ভয়টুকু লাগছিল সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'চেক? রাস্কি? *ডয়েশ?*'

'হল্যান্ডার,' বললাম আমি। 'আমার নাম নাথান হল্যান্ডার, ক্যাপ্টেন।'

'নাথান হল্যান্ডার। ও হ্যাঁ, আমি সামান্য, অতি সাধারণ একজন নাবিক। এবার বলো তো, একা একা এখানে কী করছ তুমি, নাথান হল্যান্ডার?'

মেঝে থেকে অনেকখানি ওপরে ঝুলতে থাকা নিজের জুতোজোড়ার দিকে তাকালাম আমি। 'ভেবেছিলাম আমাকে ধরতে আসছে ওরা,' বললাম। আবার বুকে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

'কারা ধরতে আসছিল তোমাকে?'

BanglaBook.org

'টিউটোনিক হোর্ডস।'

'টিউ... এত জোরে হাসতে শুরু করল অফিসার যে ভয়ে পেছনে হেলে পড়লাম আমি। খালি গ্লাসটা টেবিলের ওপর দিয়ে পিছলে গেল, কিনারা থেকে উল্টে পড়ার ঠিক আগ্ মুহূর্তে লুফে নিল ওটা কূক। 'টিউটোনিক হোর্ডস।' এখন ওরা দুজনই হাসছে, যদিও কূক কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে তাকাচ্ছিল অন্যজনের দিকে। 'এ ধরনের কথা কোথায় শিখেছ তুমি?'

আমি খুলে বললাম যে, আমার আঙ্কল সব সময় ওদের কথা বলে, সে বলেছে, আমরা যে সাগরে আছি আর ঠিক দিকে এগোচ্ছি সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও, কারণ তা না হলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম... '

'টিউটোনিক হোর্ডসের হাতে,' বলল অফিসার।

মাথা দোলালাম আমি।

'তাই পালানোর চেষ্টা করছ তুমি?'

'ইয়েস, স্যার।'

'তা তোমাদের পরিবার কোন ডেকে করে যাচ্ছে?'

কোনও ধারণা ছিল না আমার। ডাইনিং হল আর প্রমিনেড ডেক থেকে ওখানে যাবার পথ খুঁজে নিতে পারতাম আমি, কিন্তু জায়গাটার নাম বা ওটার কোনও নাম্বার আছে কিনা, আর জাহাজের অন্য কোনও অংশ থেকে যাবার ক্ষেত্রে ওটার অবস্থান, জানতাম না।

আমাকে টেবিল থেকে নামিয়ে দিয়ে ইশারা করল অফিসার, আগে যেখানে পেয়েছিল সেই করিডরে ফিরিয়ে আনল আবার। ষাট ফুটও এগোই নি আমরা, তার হাতে হাত রাখলাম আমি। আমাদের বেশ সামনে ম্লান আলোয় আরও আবয়ব দেখতে পেয়েছি আমি, আর পেছনে ক্ষীণ একটা প্রতিধ্বনি, আমাদের তৈরি।

অন্তহীন হাঁটাহাঁটি করার পর, নিচতলা, ওপরতলা আর অসংখ্য করিডরে ঘুরলাম যে, ক্লান্ত বোধ করতে লাগলাম আমি, শ্রমিকদের এলাকায় পৌঁছলাম আমরা যেটা কিনা থার্ড ক্লাস। সিলিং ল্যাম্পসের মাঝখানে ঝোলানো দড়িতে কাপড়-চোপড় মেলে দেয়া হয়েছে। নারী, পুরুষ আর শিশুরা কেবিনের দোরগোড়ায় বসে আছে, কথা বলছে, তর্ক করছে। শরীরে স্যাঁতসেঁতে কাপড় আর পেঁয়াজের কটু গন্ধ। আমরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি, গলার আওয়াজ চড়ে উঠছে, সশব্দে বন্ধ হচ্ছে দরজার পাল্লা, খুলে যাচ্ছে দড়াম করে; আর ওই ছবি আর শব্দের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে দিয়ে ধেয়ে আসছে ডায়াসপোরার ভাষার পাক খাওয়া কথাবার্তার স্রোত। ওখানে, ওই আন্ডারওয়ার্ল্ডে রেখে আসা হল আমাকে। আমার মাথায় চাপড় দিল অফিসার, জাহাজে আর ঘুরে না বেড়ানোর উপদেশ দিল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল একটা কাপড় শুকানোর দড়ির আড়ালে। এর অল্পসময় পরেই ঘরে ফিরে আসে শ্লোমো মিনস্কি। সবার আগে উত্তেজিত বাচ্চাদের একটা জটলা চোখে পড়ল তার। কাছাকাছি আসার পর সে দেখল আপার ডেকের একটা ছেলেকে ঘিরে রেখেছে

BanglaBook.org

ওরা, তিন বা চারটা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রশ্ন করছে তাকে এবং সে জবাব না দেয়ায় টিটকারি দিতে শুরু করেছে।

'*শ্চটিল*,' বলল মিনস্কি। গলা চড়ানোর প্রয়োজন হল না তার। নিমেষে নীরবতা নেমে এল। দরজার গায়ে প্রকাণ্ড হাত রাখল সে, তালায় চাবি ঢোকাল, তারপর ভেতরে ঢুকতে দিল আমাকে। আমাকে আক্রমণকারী বাচ্চাগুলো দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ফারিত চোখে জরিপ করতে লাগল। '*গেইহ্*,' বলল মিনস্কি। দর্শকদের ছোট দলটা উধাও হয়ে গেল।

আমাকে একটা চেস্টের ওপর বসিয়ে একমাত্র চেয়ারটায় নিজে বসল সে। রঙহীন কাঠের একটা জিনিস, দেখে মনে হয় যেন দিনে দুবার সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে ফেলা হয় ওটা, রুমের ভেতর ছোড়াছুড়ি করা হয়, তারপর আবার জায়গায় নামিয়ে রাখা হয়।

'শ্লোমো মিনস্কি,' নিজের বুকে হাত রেখে বলল সে। 'শ্লোমো মিনস্কি।' নিজের ফার্স্টনেম 'শ্লোইম,' উচ্চারণ করল সে।

'নাথান হল্যান্ডার,' বুকের ওপর হাত রেখে আমি বললাম।

'নাথান,' বলল সে। একটু নীরবতা বিরাজ করল। তারপর সে তার বিশাল হাতটা মুখের কাছে তুলে পান করার ভঙ্গি করল। মাথা দোলালাম আমি।

একটা ছোট প্রাইমাস স্টোভে চা বানাল সে। তার বিশাল শরীরটা ধীরে প্রায় সতর্ক ভঙ্গিতে কেবিনময় ঘুরে বেড়াল। খুব যত্নের সঙ্গে একটা টোলপড়া টিনের মাগ তুলে নিল সে, যেন দামী চীনা মাটির চায়ের কাপ ওটা। চেস্টের ওপর ওটা রেখে তারপর বলল, '*ট্রিঙ্ক, মেইন কাইন্ড*।' হাতল ধরে মাগটা তুললাম আমি, ধোঁয়া-ওঠা কালো তরলে ফুঁ দিলাম। চা-টা ঠাণ্ডা হতে প্রচুর সময় নিল, তো ফুঁ দেয়া চালিয়ে গেলাম আমি, শ্লোমো মিনস্কির দিকে চেয়ে হাসি মুখে ইতিউতি নজর বোলালাম। আমার নড়াচড়া অনুসরণ করতে লাগল সে, চোখাচোখি হলেই মাথা দুলিয়ে মুখভঙ্গি করে চলল।

'রেইসেলে! রিভকা!' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একজন মহিলা আর আমার বয়সী একটা মেয়ে। ওদের দুজনেরই লাল চুল। 'ও নাথান, পথ হারিয়ে ফেলেছে।'

মেয়েটাকে ঠেলে ভেতরে ঢোকাল মহিলা, আমাকে দেখল, তার চুলে চুমু খেল মিনস্কি। কাজটা করার জন্যে প্রায় দুভাঁজ হতে হল তাকে। আমার বোধের অতীত কোনও ভাষায় কয়েকটা বাক্য বিনিময় করল, কিন্তু মহিলা হেসে উঠতেই বুঝতে পারলাম কী ঘটেছে তাকে খুলে বলছিল সে। মেয়েটা ওর বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে জরিপ করল আমাকে। ওর বড় বড় বাদামী চোখজোড়া কোমল আলো বিলোচ্ছিল এবং আমি আমার অজান্তেই ওর দৃষ্টিতে হারিয়ে গেলাম। মিসেস মিনস্কি হাত তালি দেয়ার পরেই কেবল সংবিৎ ফিরে পেলাম আমি। বার্থের কিনারায় বসল রেইসেলে নামের মেয়েটা, তখনও দেখছে আমাকে। পাল্টা ওর দিকে তাকানো ছাড়া আর কিছু করার রইল না আমার।

BanglaBook.org

আমি চা শেষ করার পর ওপর তলায় নিয়ে এল আমাকে মিনস্কি। ডাইনিং হল আর আমাদের কেবিনের মাঝখানের দীর্ঘ করিডেরের কোথাও নিজের পথ দেখার জন্যে ছেড়ে দিল সে আমাকে। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কি যেন বলল বুঝতে পারলাম না।

'তাহলে মিনস্কির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তুমি... ' বলল আঙ্কল হারম্যান। চিন্তিত চেহারায় তাকাল আমার দিকে।

'নাথানের দিকে খেয়াল রাখার কথা ছিল তোমার,' অভিযোগের সুরে বলল মা।

সতর্ক হয়ে চোখ তুলে তাকাল বাবা।

'একাই সবকিছু করতে হবে আমাকে? আর তুমি স্রেফ বসে বসে দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকবে?

'ও স্রেফ সরে পড়েছিল,' বলল বাবা।

'সব বাচ্চারাই সরে পড়ে। বাবা মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে ওরা যেন বেশি দূরে না যেতে পারে সেটা দেখা।'

'থামাও এসব,' বলল আঙ্কল হারম্যান। 'ছেলেটার অ্যাডভেঞ্চার মন আছে।'

বেড়ালের মত হিসহিস করে উঠল মা।

'তোমার দিকে তাকিয়ে থাকা সুন্দরী মেয়েটা কে শুনি?' জিজ্ঞেস করল আঙ্কল হারম্যান।

'রেইসেলে,' ফিসফিস করে বললাম আমি।

আঙ্কল হারম্যানের হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। 'ওর কাছে তোমার যাওয়া উচিত মনে হচ্ছে না?'

'হারম্যান!'

মায়ের দিকে ফিরল আঙ্কল হারম্যান এবং কিছুদিন ধরে রপ্ত করতে থাকা পরিবারের প্রধানের সুরে কথা বলে উঠল। 'সোফি। ছেলেটাকে আমাদের নিজস্ব ছোট ছায়াময় জগতের বাইরে জীবনের বাড়তি কিছু দেখার সুযোগ দাও। মিনস্কিদের যথার্থ সম্মানিত লোক বলেই মনে হচ্ছে।' আমার পিঠের মাঝখানে হাত রাখল সে, আস্তে করে ধাক্কা মেরে বলল, 'যাও, নাথান কিছু একটা শেখবার চেষ্টা কর।' মা নাক সিঁটকাল। এক কদম আগে বাড়লাম আমি, দ্বিধায় ভুগলাম, তারপর মিনস্কিদের উদ্দেশে এগোলাম।

সন্ধ্যার বাকি সময়টুকু রেইসেলের সঙ্গে খেলে পার করলাম। মিনস্কি আর তার স্ত্রী আরও কয়েকজন 'পোলে'র সঙ্গে একটা টেবিল ঘিরে বসে রইল, ওদিকে আমি আর রেইসেলে একটা খালি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দুটো বোতলের মুখ আর একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দিয়ে আমাদের নিজস্ব সাগর যাত্রার খেলা খেললাম। এক আধটা ছুটাছাটা শব্দ বাদে পরস্পরের কথা বুঝতে পারি নি আমরা, কিন্তু কী বোঝাতে চাচ্ছি ঠিকই ধরতে পেরেছি। একটু পর পর মিনস্কি বা তার স্ত্রী এরকম চুপচাপ আমরা আসলে কী করছি দেখবার জন্যে আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, তারপর আবার টেবিলে গিয়ে ওদের প্রাণবন্ত আলোচনায় মেতে উঠেছে।

BanglaBook.org

আমার বিছানায় যাবার সময় পেরিয়ে যাবার পর আমাকে নিতে এল আঙ্কল হারম্যান। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে রেইসেলে আর আমাকে দেখল ও, তারপর মিনস্কি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে মাথা দোলাল, হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। নিজের পরিচয় দিল। এমন একটা কথা বলল ওরা যেটা বুঝলাম না আমি। খানিক পর পর হাসল। কিছু সময় পর আমার মাথায় হাত রাখল আঙ্কল হারম্যান বলল, এবার যাওয়ার সময় হয়েছে।

আমরা সবে নিজেদের টেবিলে ফিরে এসেছি, এমন সময় ঝড়ের বেগে এক লোক হাজির হল ডাইনিং হলে। আইলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'জার্মানি পোল্যান্ডে আক্রমণ চালিয়েছে!'

'কখন?' চেঁচিয়ে উঠল আঙ্কল হারম্যান। 'কখন আক্রমণ করল ওরা?'

'গত রাতে,' বলল লোকটা। 'এরই মধ্যে ওঅর-শ পৌঁছে গেছে ওরা। পোলরা ওদের ঠেকানোর জন্যে কিছুই করতে পারে নি।'

যোয়ে আর যেল্ডাকে কাছে টেনে নিল মা, বাবা আঁকিবুঁকি কাটতে থাকা মেনুটাকে আরও খানিকটা দূরে ঠেলে দিয়ে সন্তোষের সঙ্গে তাকাল ওটার দিকে। রুমের কোথাও, কোথায় বলতে পারব না, এক মহিলা বেসুরো গলায় অবিরাম বিড়বিড় করছিল '*বুব্বা, বুব্বা*।' মা উঠে দাঁড়াল। গভীর শ্বাস নিল ও। 'বসো, সোফি,' বলল আঙ্কল হারম্যান। 'এই জাহাজে কিছু করতে পারব না আমরা।' কাঁধ ঝাঁকাল মা, একপাশে ঝাঁকি দিল মাথাটা যেন জোর করে নিজেকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে। 'যুদ্ধ,' বলল সে। 'এখনও নয়,' বলল হারম্যান, 'কিন্তু দেরিও নেই।' বাবার দিকে তাকাল ও, মেনুর ওপরের রেখার প্যাটার্নে কি যেন যোগ করছিল বাবা। 'কী করছ তুমি, অ্যাঁ? কী ওটা? সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে বার্তা?'

বিক্ষিপ্ত, চিন্তান্বিতভাবে মাথা নাড়ল বাবা। 'না,' বলল ও, 'পাগলামির মত মনে হচ্ছে এটা, কিন্তু একটা জিনিস মাথায় এসেছে যেটা আদৌ সম্ভব বলে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, কী সেটা?' জিজ্ঞেস করল হারম্যান।

কাগজের টুকরোটা থেকে চোখ তুলে তাকাল বাবা। 'ড্রিল ছাড়াই ফুটো করার একটা কৌশল।'

নড়ল না আঙ্কল হারম্যান। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করল। কিছুই ঘটল না। 'ম্যান্নি,' বলল ও, 'এখানে মাঝ সাগরে একটা জাহাজে ভাসছি আমরা, আমেরিকায় যাচ্ছি, হিটলারের কবল থেকে পালাচ্ছি। জার্মানরা পোল্যান্ডে আক্রমণ চালিয়েছে আর তুমি কিনা ফুটো করার একটা কৌশল বের করেছ?'

'ড্রিল ছাড়া,' বলল বাবা। 'সুবিধাটা হচ্ছে যে তুমি...

'আমি শুনতে চাই না! শুনতে চাই না! মাথার ওপর জগৎ ভেঙে পড়ছে আর তুমি একটা ড্রিল নিয়ে লেগে আছ?'

'না, ড্রিল না...

BanglaBook.org

'ম্যান্নি!'

তো ভেসে চললাম আমরা, সাগরের বুকে, যাত্রা শুরুর সময় যেটাকে খুবই সুবোধ মনে হয়েছিল, কিন্তু সহসা একটা হাইডআউটে পরিণত হয়েছে যেন যেখান থেকে শত্রপক্ষ নতুন বিশ্বের অসতর্ক যাত্রীদের ওপর হামলা চালাতে যাচ্ছে। নিয়মিত বোট ড্রিল হচ্ছিল এবং ক্রুরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সবাই ঠিক-ঠাক মত লাইফবোর্টে ওঠা পর্যন্ত বিশ্রাম পাচ্ছিল না। জাহাজের পরিবেশ পাল্টে গেল। পুরনো দেশে তখনও যাদের সম্পত্তি ছিল, কিংবা নতুন দেশে শেয়ার, রেডিও অপারেটরের কেবিনের বাইরে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যরা, যারা পরিবার রেখে এসেছে, প্রত্যেকটা নিউজ বুলেটিনের সময় হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল তা যত সংক্ষিপ্তই হোক; গুজব শুনতে শুনতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে পড়ল। অবস্থা আরও শোচনীয় করতে বিরূপ হয়ে উঠল আবহাওয়াও। পোল্যান্ডে আক্রমণ চালানোর তিনদিন পর, এতদিনে সবাই যে মৃদু ঢেউয়ের দুলুনিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সেটা অস্থির প্রকাণ্ড ঢেউয়ের চেহারা নিল। হাওয়ার দিকে শূন্যে উঠে যাচ্ছে ওগুলো, অবশেষে যখন আমাদের নাগাল পেল ঝড়টা, তখন আর সেটাও ঠেকান গেল না। ডেক লাফাতে শুরু করল। ইম্যানুয়েল এত অসুস্থ হয়ে পড়ল যে নিজের বিছানায় বন্দী হয়ে গেল ও; যোয়ে, যেল্ডা আর আমি পাশের কেবিনে আমাদের বার্থে পাথুরে চেহারায় পড়ে রইলাম। নিজের কেবিনের মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াল আঙ্কল হারম্যান, গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলে চলল মরতে বসেছে ও, নিজের উইল করতে চাইল। কেবল সোফি দুপায়ে খাড়া রইল। জীবনের সেরা সময় কাটাল ও। দিনের বেলায় ফ্লাস্ট ক্লাস লাউঞ্জের দামী আর্মচেয়ারে ঝিমোত, রাতে শূন্য রেস্তরাঁয় শ্যাম্পেইন আর অ্যালোক্সে করটন পান করত। ক্যাপ্টেনের টেবিলে অল্প কয়েকজন অফিসার, একজন আমেরিকান স্টীল ম্যাগনেট এবং একজন সিনেট সদস্যের সঙ্গে খেত। সেইসব বুনো, প্রলোভনময় দিনে– স্টয়ার্ডেসরা মাঝে মাঝে টেবিলের দিকে যাবার পথে অসতর্ক অবস্থায় উঁচু ঢেউয়ে আটকা পড়ে যেত– জাহাজের মাসকট ছিল ও। ওর চোখজোড়া ঝিলিক খেয়েছে। প্রত্যেক রাতে যখন ডাইনিং হলে ঢুকেছে ও, চুল থেকে লবণ আর আয়োডিনের গন্ধ ছড়িয়েছে। এমনভাবে ওয়েস্টার খুলত ও যেন জীবনে অন্য কিছু করে নি। জীবনে প্রথমবারের মত খাওয়া আর স্বাদ গ্রহণের পার্থক্য শিখল ও। স্টীল ম্যাগনেট, প্রবীণ এক লোক, যে ওর জীবনীশক্তির সুধা পান করত যেন চলমান আরক ও, ওকে ফাইলোক্সেরা বিপর্যয়ের আগের একটা পেট্রাস চাখতে দিয়েছিল– গাঢ় লাল রঙের প্রায় কালো ওয়াইন।

'ম্যাডাম,' হেড স্টুয়ার্ড ঝলমলে শাদা ডামাস্কের ওপর বাস্কেট নামিয়ে রাখার পর বলেছে সে, 'এই ড্রিঙ্কের স্বাদ গ্রহণকারী এদেশের অল্প কজন মানুষের একজন হতে যাচ্ছ তুমি। এটা বোতলে রাখা এক স্মৃতি। এমন এক সময়ের স্মারক যখন পৃথিবী ছিল সম্ভাবনাময়।'

তারপর ওকে সেই বিপর্যয়ের কথা বলল যার ফলে ১৮৬১ সালে ফরাসি আঙুর বাগানগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এবং কেমন করে প্রায় বিশ বছর সময় লেগেছিল ফরাসিদের একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান মেনে নিতে: আমেরিকান রুট-স্টকে দেশীয় আঙুর গাছ গ্র্যাফটিং করা। ওকে সে জানাল বিপর্যয়ের আগের ওয়াইনকেই এখনও এই শিল্পের সেরা অবদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ও পান করার মুহূর্তে আশি বছরের প্রাচীন ছিল পেট্রাস, সেরাতে সৌরভ আর চাপাকণ্ঠের এক জগতে নিয়ে গিয়েছিল ওকে। মাঝরাতে শূন্য মেঝেয় সিনেটরের সঙ্গে নাচল ও, একটা পিউকিং অর্কেস্ট্রা ওয়ালটযের সুর তুলেছে। পরে আপার ডেকের দরজায় বৃষ্টি ভেজা কোট গায়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্যাঙওয়ের ব্রাস রেইল আঁকড়ে ধরে লোণা পানির ধারায় চোখমুখ ভিজিয়েছে ও। শরীরের প্রতিটি তন্ত্রকে অনুভব করেছে–জীবন জেগেছিল ওর ভেতর, নিখাদ, অদম্য জীবন। এমন একটা অনুভূতি যা ওকে যুগপৎ আশা আর অপরাধবোধে ভরিয়ে দিয়েছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই, মুখটা বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ই, চারপাশে কালির মত কালো আটলান্টিক-রাত, আবার ছবি আঁকবে বলে স্থির করল ও। আর গৃহিনী-আয়া-প্রেমিকা-রাধুনী নয়। একটা জীবন থাকবে ওর, একই দায়িত্বপূর্ণ জীবন, ইমানুয়েলের মত সমান অধিকার থাকবে।

ইউরোপের দিকে এগিয়ে গেল ঝড়টা: জাহাজ ভেসে চলল আমেরিকার উদ্দেশে, এক এক করে যাত্রীরা যার যার বার্থ ছেড়ে উদয় হল। আবারও কিচেনগুলো ধোঁয়া উগড়াল, রুটি বানানো আর রোস্ট রান্না শুরু হল। পাণ্ডুর নারী-পুরুষ দখল করে নিল ডেকচেয়ারগুলো, ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে মেঘের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসা সূর্যের আলোয় চোখ পিটপিট করতে লাগল ওরা। হারম্যান দাবী করে বসল যে আগাগোড়াই চমৎকার ছিল সে, খানিকটা ক্লান্ত বোধ করেছে এই যা, তাছাড়া পড়াশোনা পুষিয়ে নেয়ার মত চমৎকার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে! এত অগুনতি সংখ্যক মেনুতে আঁকিবুঁকি কেটেছিল ইম্যানুয়েল যে স্টুয়ার্ড এসে অভিযোগ জানিয়ে গেল। সান ডেকে ছোটাছুটি করতে লাগল যোয়ে আর যেল্ডা, শাফ্‌লবোর্ড খেলল, জাহাজের পেটের অন্তহীন করিডরগুলোয় লুকোচুরি করে বেড়াল। আমি নিচের তলার রাস্তা ধরলাম, ওখানকার পরিবেশে বমি আর পেশাবের দুর্গন্ধ, মিনস্কিদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। খুপরির মত কেবিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেললাম রেইসেলের সঙ্গে। মাঝে মাঝে খেলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওর বাবার কোলে গিয়ে বসতাম আমরা, ডান উরুর ওপর ও, আমি বাম উরুর ওপর, গল্প শুনতাম ওর মুখে। আঙ্কল হারম্যান যা ঘটবে আশা করেছিল সেটা–শ্যামো মিনস্কি আমাকে বৈষম্য আর নিপীড়নের একটা বিশ্বের ঝলক দেখাবে আর দেখাবে কেমন করে সত্যিকারের মুক্ত পুরুষ সেই জোয়ালকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে– ঘটে নি। তাতে কিছু আসে যায় না। যে দারিদ্র্য, ঠেলাঠেলি, ঝগড়াঝাটি দেখেছি আমি গাদাগাদি করা থার্ড ক্লাস করিডরগুলোয়, জীবন যে সত্যিকার অর্থে ন্যায়ভিত্তিক নয় যেটা বোঝার জন্যে যথেষ্ট ছিল, বুঝে গিয়েছিলাম আমাদের ওপরই পৃথিবীতে ন্যায়বিচার

BanglaBook.org

ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং একদিক দিয়ে আঙ্কল হারম্যানের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাটাই পেয়েছি আমি। আবার একই সময়ে এমন একটা কূপের পানি ভালমতই পান করেছি যেটা সে আড়ালে রাখতেই বেশি পছন্দ করত। শ্লোমো মিনস্কি, যত মুক্ত আর সমাজতন্ত্রীই হোক, যতই তাকে রাশিয়া থেকে আসা সোসিওরিয়েলিস্টিক পোস্টারের দেখা চৌকো-চোয়ালের বিপ্লবী নায়কদের মত দেখাক না কেন শ্লোমো মিনস্কি, 'নয়া মানব,' আমাদের তালমুদ আর মিড্রাশ থেকে গল্প শুনিয়েছে আর একটা গোটা নতুন জগৎ খুলে গেছে আমার চোখের সামনে। কাব্বালিস্টিক *ওয়ান্ডারেব্বেস* হাওয়ার ভেতর দিয়ে এমন এক ঈশ্বরের দিকে উড়ে গেছে যাকে ওরা প্রায় শরীরি ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করেছিল। দাড়িঅলা সাদ্দিকিম রাতে রাখালের ছদ্মবেশে বাড়ি ছেড়ে লুকিয়ে বেরিয়ে আসে এবং পোলিশ মেইডেনদের জন্যে লাকড়ি কেটে দেয়। গোলেম, ডিব্বুক দানব আর শিঙঅলা মানুষের কথাও বলেছে সে, বলেছে মৃত্যু দেবতার কথা, কাউন্টেনেন্সের আর্চেঞ্জেল, আঁধার জগৎবাসী অসংখ্য অতীন্দ্রিয় সত্তার কথা। কোথাও, গভীর তলদেশে, নিশ্চয়ই আমার জানা ছিল যে আঙ্কল হারম্যান এটা পছন্দ করবে না। যতবার ও আমাকে মিনস্কিদের ওখানে কেমন কাটছে জিজ্ঞেস করেছে, আমি ওকে বলেছি রেইসেলের সঙ্গে খেলা করেছি আমি। মাঝেমাঝে বলেছি শ্লোমো মিনস্কি আমাদের দুষ্ট অভিজাতজন আর নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়েছে। কিন্তু কাব্বালিস্টিক অ্যানুলেটস, অলৌকিক লোকজন আর সন্তদের কথা একান্তে গোপন করে গেছি। আমার ভেতর একটা দলছাড়া লোক বেড়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং তাকে একজন ব্যক্তি তালমুদ ও তোরাহ্‌র ইহুদির মত মনে হয়েছে যে কিনা হেরিং আর ব্লিনটযেস, বোরশট আর ক্রেপল্যাচ, কালো চা আর রাশি খেয়ে বড় হয়েছে।

এবং তারপর এক উজ্জ্বল সূর্যালোকিত দিনে দিগন্তে দেখা দিল প্রতিশ্রুত ভূমির উপকূল রেখা আর কিছু সময় পর শাদা আর নীল নকশা করা আকাশের পটভূমিতে স্ট্যাচু অভ লিবার্টির উত্তোলিত হাতখানা দেখতে পেলাম আমরা। ছোট ছোট বার্জ আর নৌকার ভিড় ঠেলে আমাদের জাহাজ হাডসন বরাবর সামনে বাড়ল।

আমরা, আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে আরও একবার আমাদের নিয়তিকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে পশ্চিমে পাড়ি দিয়েছিলাম, মনে হল যেন সফল হয়েছি আমরা।

ইম্যানুয়েল যখন আমেরিকায় পাড়ি দেয়ার ঘোষণা দিল, তার বাবা ঘটনা প্রবাহে হস্তক্ষেপ করার একটা সুযোগ দেখতে পেল। 'তুমি যদি তোমার ওই নির্বোধ একগুঁয়ে ভাইটির সঙ্গে যাবার জন্যে গোঁ ধর, ঠিকাছে,' বলেছিল সে। 'তোমাদের দুজনের খরচাই দেব আমি, কিন্তু একটা শর্তে: তোমাকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।' এমন একটা শর্তের মুখোমুখি হয়ে গুঙিয়ে উঠেছিল ইম্যানুয়েল। কাজ ভালোবাসে ও, আর সবচেয়ে বড় কথা তত্ত্ব কথা ওর পোষায় না। কিন্তু সুপুত্র ছিল

BanglaBook.org

সে, এবং সেকালে ছেলেরা বাবার কথামত চলত, পৌঁছানোর কিছুদিন পরেই নাম লেখানোর জন্যে সবচেয়ে কাছে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে হাজির হল ও। ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে শুরু করল ও, অন্য আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল ওকে, তার দেখা সবচেয়ে বড় ইউনিভার্সিটিতে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলল ও। একের পর এক করিডর পাশ কাটিয়ে গেল ওকে, দরজা খোলামাত্র, একের পর এক অডিটোরিয়াম উদয় হল, কিন্তু যা খুঁজছিল তার দেখা পেল না।

কিংবা হয়ত পেয়েছিল।

ওই বিল্ডিংয়ের গভীরে কোথাও এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর, যাকে অদ্ভুত রকম চেনাচেনা ঠেকল। আরও ধীরে হাঁটতে শুরু করল সে এবং লক্ষ্য করল যে অপর লোকটিও তাই করছে। পরস্পরের উদ্দেশে অনিশ্চিতভাবে মাথা দোলাল ওরা। আগন্তুক তার টাক পড়া মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে চোখ কুঁচকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইম্যানুয়েল হল্যান্ডার!' কিঞ্চিৎ ইটালিয়ান টান ছিল তার গলায়। আমার বাবা ওই মুহূর্ত পর্যন্ত অপর লোকটাকে চেনা চেনা ঠেকার কারণ বুঝতে পারছিল না, সহসা বুঝতে পারল ওর সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা এনরিকো ফার্মি।

'ইম্যানুয়েল। *ফানিকুলি, ফানিকুলা!* এখানে কেন এসেছ তুমি?'

বাবা জানাল যে ওর স্ত্রী আর ভাই শরণার্থী এবং পদার্থবিদ্যার ছাত্র হিসাবে নাম লেখাতে যাচ্ছে ও।

'আর তোমার বাবা, তোমার বাবা কোথায়?'

'ও আসে নি। ওর ধারণা মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে ওটা।'

মাথা নাড়ল ফার্মি। মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে, বলল সে, যেভাবে হারিকেন উড়ে যায়: আর যাবার পথে অগুনতি শিকার রেখে যায়। 'আবার ওকে রাজি করানোর চেষ্টা করতেই হবে তোমাকে। সে একজন ইহুদি এবং পদার্থবিদ হিসাবে সেলারে বসে বিপদ পার করে দেয়ার চেয়ে শত্রুপক্ষের অনেক বেশি কাজে আসবে।'

ইম্যানুয়েলের বাহু ধরল ফার্মি, তারপর নিজের অফিসে নিয়ে গেল ওকে। চায়ের ফরমাশ দেয়ার পর ওর পরিকল্পনার কথা জানতে চাইল।

অনেক বছর পরে, বহু বছর পরে, সেদিন কেমন অনুভূতি হয়েছিল তা আমাদের বলবে বাবা: এনরিকো ফার্মির ডেস্কের উল্টোদিকে বসা অবস্থায়, যে কেন্দ্র ওখানে বসে এমনভাবে কথা বলেছে যেন পুরনো বন্ধু ওরা। 'সিনাই পর্বতে মোসেজের মত,' বলেছে বাবা। 'এই অংশটুকু জান তুমি, ঈশ্বরের সঙ্গে ইহুদিদের কত নিকট সম্পর্ক বোঝানোর জন্যে হারম্যান সবসময় এটা শোনাত। আর প্রভু সরাসরি মোজেসের মুখোমুখি কথা বললেন, বন্ধুর সঙ্গে যেমন করে কথা বলে কেউ। ঠিক ওরকম মনে হয়েছে আমার।'

চা খেতে খেতে আলাপ করল ওরা দুজন, আমার বাবার বাবা, এহরেনফেস্ট, ডাচ কফি নিয়ে, এবং এরই মধ্যে সামাজিক বলয়ে চলাফেরা করতে শুরু করে দেয়া হারম্যান আর আমার বাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর পরিকল্পনা নিয়ে।

BanglaBook.org

'সত্যি বলতে কি,' বলল ফার্মি, 'তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় তোমার প্রতিভা আছে বলে আমি আসলে মনে করি না। তোমাকে খুশিমনেই সাহায্য করব আমি, কিন্তু যদি জানাই থাকে যে পদার্থবিদ না হয়ে বরং এঞ্জিনিয়ার হবে, তাহলে আর অযথা শক্তি ক্ষয় করে লাভ কী? এখানে আসার আগে কি নিয়ে কাজ করছিলে তুমি?'

ড্রিল নয় এমন একটা ড্রিল সম্পর্কে বিড়বিড় করে একটা কিছু বলল ইম্যানুয়েল, ফার্মির কাছে তেমন একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঠেকল না সেটা, কিন্তু তাতে করে তার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে টেকনিশিয়ান হিসাবে, ইনস্ট্রুমেন্ট নির্মাতা হিসাবে তার প্রতিভাকে অনেক ভালভাবে কাজে লাগাতে পারবে বাবা। 'আমাদের সমস্যা হচ্ছে,' বলেছিল সে, 'আমরা এমন একটা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি যেটা এখনও পুরোপুরি অজ্ঞাত এবং কেবল মনে মনে কল্পনা করতে পারি এমন সব ব্যাপারই পর্যালোচনা করছি আমরা। আমাদের সমস্ত যন্ত্রপাতি বিশেষভাবে বানাতে হচ্ছে, কারণ এমন এক পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা যে পথে কেউ কখনও চলাচল করে নি। আমার বিশ্বাস তুমি মূল্যবান অবদান রাখতে পারবে।'

ইম্যানুয়েলও তাই ভেবেছে অবশ্য। এক সপ্তাহ পর এনরিকো ফার্মির পক্ষে ইনস্ট্রুমেন্ট মেকার এঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজে লেগে গেল ও।

ফার্মি যে যন্ত্রটার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় নি, যেটা ড্রিল অথচ ড্রিল নয়, সেটা আসলে কী ছিল, শেষ পর্যন্ত যেটা তার কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে? ম্যান্নি আমাকে বলেছিল একবার, নিউ ইয়র্কে যখন ওর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গা-জ্বালানো তপ্ত গ্রীষ্ম ছিল সেটা, একটা এয়ার-কন্ডিশন্ড মুভি থিয়েটারে স্বস্তির সন্ধানে গিয়েছিলাম আমরা, ওখানে জিন কেলি অভিনীত *অ্যান আমেরিকান ইন প্যারিস* ছবিটা দেখেছি। আমরা দুজনই কেলির বিরাট ভক্ত ছিলাম। ছবি শেষ হবার পর পেটে কিছু দেব বলে একটা খাবার দোকানে ঢুঁ মারি আমরা, সেখানেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করি এই ড্রিলটা আসলে ঠিক কী যেটা...

'আমরা যখন আমেরিকায় আসবার জন্যে জাহাজে চাপি,' বলল ও, 'ওরা তখনও জাহাজ বোঝাইয়ের কাজে ব্যস্ত ছিল, তো দেখার জন্যে ডেকে গিয়েছিলাম আমি, ঠিক তখনই বিরাট উইঞ্চেস চালু হতে দেখি। একটা অ্যাক্সল ক্ষয়ে গিয়েছিল, পাগলের মত কাঁপছিল ওটা। আমি ভাবলাম কেমন করে ওটা ঠেকানো সম্ভব। মানে, আমি জানতাম একটা স্থির জিনিসের ওপর শক্তি প্রয়োগের প্রশ্ন ছিল ওটা। তোমাকে যা করতে হবে সেটা হল ওই শক্তিগুলোকে হয় কমাতে হবে বা নিরপেক্ষ করতে হবে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল ওই শক্তিগুলোও কাজে লাগাতে পার তুমি। ভেবে দেখ, ভাবলাম আমি, যদি বস্তুকে ড্রিল যেভাবে কুরে কুরে গর্ত করে সেভাবে ফুটো না করে বরং ফ্রিকশন সৃষ্টির মাধ্যমে ফুটো করা যায়। অবশ্যই খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না, তাহলে যে জিনিসে ফুটো তৈরি করতে চাচ্ছ সেটা ধ্বংস করে ফেলবে। ফ্রিকশন, ওটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এবং ওখান থেকে ফায়ার থর্নের বুদ্ধিটা মাথায় আসে আমার।'

BanglaBook.org

ড্রিল নয় সেই ড্রিলটাকে এ নামেই আখ্যায়িত করেছে ও: ফায়ার থর্ন। একটা তেকোণা ডগা ধাতব পাতের ওপর বসানোর পর প্রবল বেগে ঘোরানো হয়। ডগার নিচে তাপ এমন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে ধাতু গলতে শুরু করে। ডগাটা এরপর গলিত ধাতুকে ওটার নিচের তখনও নিরেট থেকে যাওয়া ধাতুর দিকে ঠেলে দেয়, আস্তে আস্তে একটা অসাধারণ রকম মসৃণ ফুটো সৃষ্টি করে। 'যদি ঠিক ধাতু পাও তুমি,' বলল বাবা, 'একটা পিনের সমান পয়েন্ট নিয়ে কাজ করে খুব সূক্ষ্ম ফুটো তৈরি করতে পারবে।'

হেঁটে কোথায় যাচ্ছিলাম মনে নেই আমার, এমন নয় যে খুব ঘনঘন ম্যান্নির ওখানে বেড়াতে গেছি আমি, কিন্তু অন্ধকার হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চলা একটা রাতের আকাশ দেখার অদ্ভুত অনুভূতিটুকু আর নগরীর পটভূমিতে নিয়োনের রেখা আর হেড লাইটের ছোপগুলোর কথা ঠিকই মনে আছে।

'তুমি জান, সোফি ওর সঙ্গে নেচেছিল,' আচমকা বলে উঠল ম্যান্নি। 'কেলির সঙ্গে।'

একপাশে ঘাড় বাঁকালাম আমি, তাকালাম ওর দিকে, ও খেয়াল করে নি মনে হওয়ায় এইমাত্র বলা কথাটির পুনরাবৃত্তি করতে বললাম ওকে।

'সোফি। ও নেচেছিল...

'মাই গড,' বললাম আমি। 'তুমি উল্টাপাল্টা দেখতে শুরু করেছ নাকি? আবোলতাবোল শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা আমরা এখন কোথায়?'

'কোনও ধারণা নেই।'

'একটা পার্টিতে?'

'হাহ্?'

'সোফি। ওকি জিম কেলির সঙ্গে কোনও পার্টিতে নেচেছিল?'

'মিনিটের জন্যে আমি ভেবেছিলাম আমরা কোনও পার্টিতে আছি কিনা জানতে চাইছ তুমি।'

'আমি এখনও অত পাগল হই নি।'

'যিগফিল্ড ফোলিজ-এ নেচেছিল ও।'

'*যিগফিল্ড ফোলিজে* নেচেছে সোফি...

'পর্দায় নাম নেই ওর। সিনারি পেইন্টার ছিল ও। মুভিটার এমন কাস্ট ছিল যে বিশ্বাস করবে না তুমি। ফ্রেড অ্যাসটায়ার, সিড চ্যারিসে, রেড স্কেলটন, লুসিলি বল, এস্থার উইলিয়ামস...

'তুমি বলেছ ওর সঙ্গে নেচেছে ও...

'কোরাস গার্লদের একজন অসুস্থ ছিল, একটা রিহার্সালে তার জায়গা নিয়েছিল ও। কিন্তু তাকে চিনতাম আমরা। বার দুই বাসায় এসেছিল।

'ঠাট্টা করছ!'

'সোফির এক বন্ধুর সঙ্গে ওর কি একটা সম্পর্ক চলছিল না? ঈশ্বর, কি যেন মেয়েটার নাম: ফ্লো, জো, বেটসি... মনে করতে পারছি না। খুবই ভদ্র লোক। ডাচ কফির জন্যে পাগল।'

'জিন কেলি খুবই ভদ্রলোক আর ডাচ কফির জন্যে পাগল।'

BanglaBook.org

'সে বলল: সোফ, আমার চাখা সেরা জাভা বানাও তুমি।'

'নির্ঘাৎ উল্টাপাল্টা শুনছি আমিই...

'তোমার বোনেরা ওকে ঈশ্বর ভেবেছিল। আমি নিজেই বেশ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

'বেড়াতে এসে কি নাচত সে?'

'কি, তোমার ধারণা হাতে কফির কাপ পেলেই নাচতে শুরু করত লোকটা?'

'ঈশ্বরের দোহাই।'

'অদ্ভুত ব্যাপার, তার কথা মনে নেই তোমার। তোমার বয়স অন্তত পক্ষে... হ্যাঁ, দশ বছর বয়স ছিল তোমার। হারম্যানকে এক সময় জিজ্ঞেস করো। তার ধারণা ছিল "সিংগিং ইন দ্য রেইন" এর পর দুনিয়াটা আর আগের মত নেই। তাকে কথাটা বলেওছে সে। কিন্তু আমার ধারণা সেটা আরও পরে।'

'তারপর?'

'কি?'

'কেলি কি বলল?'

'কিছুই না। স্রেফ হেসেছে। বৃষ্টির দৃশ্যটা আগাগোড়া মুখস্থ ছিল হারম্যানের। জানত কতগুলো টেক নেয়ার পর ঠিক হয়েছিল ওটা। মনে হয় পাঁচটা। ওরকম কিছুই হবে। যাহোক, দারুণ ব্যাপার। হারম্যান ভেবেছিল মূলত ওটা একটা অ্যাপোক্যালিপটিক দৃশ্য। ও বলেছিল যে বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় ওই দীর্ঘ নাচটা আসলে এক ধরনের বৃষ্টি-নাচ, কিন্তু উল্টো অর্থে, মানে কেউ একজন বৃষ্টি আশা করছে না, কিন্তু এরই মধ্যে পেয়ে গেছে, ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে সে আর সবকিছু সত্ত্বেও, প্রেমে পড়া নিয়ে নাচছে আর গান গাইছে। সেটা ছিল হারম্যানের চিন্তায় আসা একটা সংস্কৃতির পরিসমাপ্তির জোরাল লক্ষণ।'

'প্রেমের গান ছিল না ওটা, "সিংগিং ইন দ্য রেইন"?'

'ছিল, কিন্তু হারম্যানের মতে ওটা আসলে একটা যুগের অবসান ছিল। "সিংগিং ইন দ্য রেইন" সাধারণত ও বলত, ভালোবাসা আর সুখের প্রচলিত ধারণাগুলো পরিত্যক্ত হওয়ার মুহূর্ত। রোদ, হাসি-মুখ, চমৎকার পল্লীদৃশ্য... সিনেমায় অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, কোনও গাছাটাছ চোখে পড়ে না, গোড়ালি পর্যন্ত গভীর পানিতে নাচছে একজন, একজন পুলিসম্যান হাজির হল, কিন্তু তাকে তার ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ দিল। সমাজ প্রচলিত রেওয়াজকে বিদায় জানাল। ইয়ে... বিপরীত বাস্তবতা হিসাবে আরবান সোসায়েটির চরম রোমান্টিসাইযেশন। এই রকম একটা কিছু।'

'আঙ্কল হারম্যানের মতই শোনাচ্ছে বটে। খানিকটা কষ্ট-কল্পিত।'

'সেই সময়ে খোদ হারম্যানই বেশ কষ্ট-কল্পনার মানুষ ছিল।'

'সেই সময়ে?'

'হয়ত এখনও আছে।'

'তো কোথায় বামদিকে বাঁক নিতে হল আমাদের?'

'আমি, মানে... এখানে। নাকি ওখানটায়, ওই মোড়ে?'

BanglaBook.org

অবশেষে একটা ডেলিতে, সল'স বা স্যাল'স, এলাম আমরা, বোধ হয় সেভেন্টি এইটথ স্ট্রিটের কোথাও। ম্যান্নি নিঃসন্দেহে আগেও এসেছিল এখানে, কারণ নিয়মিত খদ্দেরের মতই মামুলি ঢঙে ওয়েইটারদের শুভেচ্ছা জানাল ও এবং কাউন্টারের উল্টোদিকে বসে থাকা শাদা অ্যাপ্রন পরা ছেলেটাকে গলা চড়িয়ে ফরমাশ দিল। জানালার পাশে গিয়ে বসলাম আমরা, শহরের বাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'ওই ড্রিলটা,' বলল বাবা, 'আমাকে ধনী বানিয়ে দিতে পারত।'

'তুমি *তো* ধনীই,' বললাম আমি। 'দ্য ম্যাট্রেস কিং।'

'মানে সত্যিকারের ধনী,' বলল ও। 'তোমার দূরতম কল্পনার চেয়েও বেশি।'

'কিন্তু... ?'

'কিন্তু ওখানে,' মাথা দুলিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে ইঙ্গিত করল ও। 'তুমি যাই ভেবে বের কর না কেন তা সরকারী সম্পত্তি। ওখানে কোথাও নিশ্চয়ই কয়েক কাবার্ড ভর্তি অব্যবহৃত ড্রয়িং, প্ল্যান আর স্কেচ কারিগরি জ্ঞানঅলা আর্কাইভিস্টের অপেক্ষায় পড়ে আছে। সবই আবিস্কৃত হয়েছে ওখানে,' আবার মাথা দোলাল ও।

'সে যখন বেড়াতে আসে আমার বয়স কত ছিল বললে?'

'কে?'

'কেলি। দশ? এগার?'

ওপরে হাওয়ায় ফুঁ দিল ম্যান্নি, যেন মুখের ওপর থেকে চুলের গোছা সরাচ্ছে। '*যিগফিল্ড ফোলিজ*টা যেন কবেকার ঘটনা... ৪৫,' ৪৬... মোটামুটি দশ। না এগার। '৪৬ এর শেষ দিকে। তুমি এমনকি ওকে গান গেয়ে শুনিয়েছে!'

ওয়েইটারদের একজন স্যান্ডউইচ আর বিয়রের বোতল এনে দিল আমাদের। বাবা তর্জনী দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে ডানপাশের কপালে টোকা দিল। একটা সর্ষের কৌটা খুলে কর্নড বীফ হলদে রঙ করতে লেগে গেল ও। 'হুম উইড আ হিউ,' স্যান্ডউইচে কামড় বসানোর পর পথচারীদের দিকে তাকিয়ে বলল।

'কি?'

'"রুম উইদ আ ভিউ।" ওই গানটাই ওকে শুনিয়েছিলে তুমি। আঙ্কল হারম্যানের অনুরোধে। মনে হয় তোমাকে এমনকি গানটা শিখিয়েছেও সে। "রুম উইদ আ ভিউ।" নোয়েল কাওয়ার্ডের সুর, তাই না?'

জিন কেলিকে আমি "রুম উইদ আ ভিউ" গেয়ে শুনিয়েছি। দশ বছর বয়সে এবং গানের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক রহিত আঙ্কলের উপর্যুপরি অনুরোধে। যে কিনা আমি রূপকথার লেখক হব বলার পর আমি জীবনে কী হতে চাই জানতে চেয়েছিল, তার অনুরোধে আমি সেই গানটা গড অভ দ্য সঙ অ্যান্ড ড্যান্স অ্যাটকে গেয়ে শুনিয়েছি।

'শোন,' বাবাকে বললাম আমি, আমার বাডওয়েইযারের বোতলটা অর্ধেক ওঠানো। 'মনে হচ্ছে কোথাও কোনও রকম ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। মনে হয় এইমাত্র তুমি বললে আমি জিন কেলিকে গান গেয়ে শুনিয়েছি আর হারম্যান ওই গানটা শিখিয়েছে আমাকে।'

বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকাল ম্যান্নি। 'তাই তো বলেছি আমি। তাই না?'

BanglaBook.org

'বলছ কথাটা সত্যি?'

বোতল উঠিয়ে পান করল ও। 'ইয়েপ,' বলল।

মরণোত্তর ভীত হয়ে উঠলাম আমি। 'কী বললে তুমি? কেলি? এ সম্পর্কে কি মত ছিল তার?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যান্নি। স্যান্ডউইচখানা তুলে নিল ও, কিন্তু যেই কামড় বসাতে যাবে আমি ওর বাহুর ওপর হাত রেখে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম ওর দিকে। 'চমৎকার, মনে হয়,' বলল ও। 'চমৎকার সুর। এরকম কিছু।'

'আমার সম্পর্কে,' বললাম আমি। 'আমার সম্পর্কে কী বলেছিল সে?' বহু বছর ধরে গান গাই নি আমি, কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার সম্পর্কে কেলি কী ভেবেছিল সেই প্রশ্নের জবাব জানাটা যেন দুনিয়ার অন্য যেকোনও কিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

স্যান্ডউইচটা নামিয়ে রেখে রেস্তরাঁর অভ্যন্তরে নজর ফেরাল ম্যান্নি। কাউন্টারে বসা একদল লোকের মাঝে হাসির হুল্লোড় বয়ে গেল। ম্যান্নি ওদের দিকে ফিরে দাঁত বের করে হাসল। 'তোমার গলা তখনও ভেঙে যায় নি,' বলল ও। 'বলা কঠিন মনে হয়। না, দাঁড়াও। একটা কথা মনে পড়েছে। ছেলেটার গলায় সুর আছে। ঠিক একথাই বলেছিল সে। ছেলেটার গলায় সুর আছে।' নিজের প্লেটের দিকে তাকাল ও, কিন্তু খাবার খাওয়া অব্যাহত রাখার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। আমার দিকে নজর ফেরানোর পর অন্যমনস্কভাবে মাথা দোলালাম। আবার স্যান্ডউইচের দিকে হাত বাড়াল ও।

*যিগফিল্ড ফোলিজে* নেচেছিল একজন মা, একজন বাবা যে ড্রিল নয় এমন একটা ড্রিল উদ্ভাবন করেছে, একজন আঙ্কল, যে একজন জগৎ-বিখ্যাত সস্যোলজিস্ট আর জিন কেলির একটা ছবিকে অ্যাপোক্যালিপ্টিক পরিভাষায় বিশ্লেষণ করেছে... অকস্মাৎ আমার মনে পড়ে গেল ম্যান্নি কেমন করে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে এনরিকো ফার্মির সামনে পড়ে গিয়েছিল এবং ফার্মি ওকে চিনতে পেরেছিল কারণ সে আর বাবা একসঙ্গে *ফানিকুলি, ফানিকুলা* গাইত। গতানুগতিকতা, ভাবলাম আমি, ইতিহাসের মেরুদণ্ড।

'তারপর আর তার দেখা পেয়েছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কেলি? না, আমরা আবার হল্যান্ডে ফিরে যাবার পর একটা কার্ড পাঠিয়েছিল ও এবং তারপর... একটা বাক্যও নয়। আমাদের হয়ত ঘন ঘন ডাচ কফির প্যাকেট পাঠানো উচিত ছিল ওকে।'

আমি আমার স্যান্ডউইচ মুঠি করে ধরে খেতে শুরু করলাম। বাইরে রাস্তা বরাবর চলছে ট্রাফিক, শার্ট-পরা পুরুষ আর হালকা ব্লাউজ গায়ে মহিলারা এগিয়ে যাচ্ছে সাইডওঅক ধরে। দূরে, চৌমাথায় ট্রাফিকলাইটগুলো লাল-সবুজের ধীর পালাক্রম দেখাচ্ছে। আমার নাম নাথান, ভাবলাম আমি। নিউ ইয়র্কে আমি একজন হল্যান্ডার? আমার মনটা চলতে শুরু করল। গতানুগতিকতা, ইতিহাসের মেরুদণ্ড। কিংবা হয়ত গতানুগতিকতা নয়। তাৎপর্যহীন, আমরা যা বিস্মৃত হই, পরিণামহীন। যা দৃশ্যমান এবং আমরা যাকে ইতিহাস হিসাবে বিবেচনা করি, সেগুলো আসলে রাজা-বাদশা,

BanglaBook.org

সমরনায়ক, আর্চডিউক আর সন্ত্রাসীদের গল্প গাথা। কিন্তু এইসব গল্পকে যা খাড়া করে রাখে, ভিত্তি, সেটা হচ্ছে জীবনের কদর্য দিক, ম্যাট্রেসের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু উদ্ভাবনকারী কোনও ব্যক্তি, মায়ের ওঅলেট থেকে গিল্ডার চুরি করা বালক, স্কুলে নবাগত ছাত্র, ব্যর্থ বিয়ে... দৃশ্যমান একটা জগৎ আছে, যেটা আমরা খবরকাগজের পাতায় দেখি, রেডিওতে শুনি, টিভি আর ফিল্ম যা দখল করে রাখে; আর একটা গুপ্ত জগৎ, যে জগৎ দৃশ্যমান জগৎকে দেখে আর ভাবে: ওখানেই *আসল* জীবন।

'খাচ্ছ না তুমি,' বলল বাবা।

'খচ্ছি তো।'

'একে খাওয়া বলে না, এটা নশিং।'

স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে চিবোলাম আমি। দেখা আর দেখার বিষয় হওয়া সচেতনতা বা অজ্ঞতা, কারও নিজস্ব এক দুষ্টচক্র। ওটাই দৃশ্যমান, ভাবলাম, নিজেকে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিশ্বাস করে, ওদিকে যেটি দেখে কিন্তু তারপরও *অদৃশ্য*, বিশ্বাস করে না যে এর আদৌ কোনও রকম তাৎপর্য আছে। এছাড়া যেটা তুমি দেখতে পাও *না*– ঠিক আইসবার্গের বেলায় যেমন– সেটা তোমার কল্পনার চেয়েও ওজনদার। এটা আমরা ইউরোপিয়ানরা আমেরিকা সম্পর্কে যেমন বলি সেরকম, ওটা গতানুগতিকতার দেশ, অতিরঞ্জন আর বাহ্যাড়ম্বর আর সংস্কৃতির ঘাটতির দেশ, অথচ আমাদের নিজেদের ভরটুকু– যা নিয়ে দারুণ গর্ব বোধ করি আমরা– অতীত ইতিহাসের প্রবল ভার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমেরিকানরা যেহেতু জোর করে বিশ্বাস করতে চায় যে আমরাই ওদের সভ্যতার মূল, ওরা ওদের নিজেদের হালকাত্বের ধারণাকে নিশ্চিত করে, যেখানে ইউরোপই সত্যিকারের লঘু, এটা ফাঁপা এবং গতিহীন আর... ইউরোপ, বাডওয়েইযারে চুমুক দিতে দিতে ভাবলাম আমি, এক ধরনের ঐতিহাসিক ডিসনিল্যান্ড: তুমি যদি রূপকথায় বিশ্বাস না কর, ওখানে আছে কেবল দালানকোঠা আর কাহিনী।

'ওয়াও,' বললাম আমি।

মুখ তুলে তাকাল বাবা।

'কিছু না,' বললাম। 'এইমাত্র আমার নিজের মহাদেশকে মাটিতে নামিয়ে আনলাম।'

বাবা ভুরুজোড়া নাচাল, তারপর আবার খেয়ে চলল, হলদে সর্ষের জারটা ওর কনুইয়ের কাছে। 'ওই ড্রিলটা,' বিড়বিড় করে বলল, 'ছিল আমার সারা জীবনের সবচেয়ে সেরা বুদ্ধি।'

হ্যম্যানুয়েলের ম্যাট্রেস উদ্ভাবনের ধারণাটা বাদে আমাদের ইতিহাসকে পরিচালনাকারী আমাদের প্রত্যেকটা ধারণা বাড়ি থেকে ক্রমাগত দূরে আর গভীর বিপদের দিকে টেনে নিয়ে গেছে আমাদের। শেষ ধারণাটি, যেটি আমাদের এতই পশ্চিমে

BanglaBook.org

নিয়ে যায় যে আমরা প্রায় পুবেই ফিরে গিয়েছিলাম, সেটা ছিল বুদাপেস্ট থেকে আগত একজন লোকের, যে লোকের জীবন ছিল আমাদের মতই পশ্চিম-যাত্রার।

বেলা কুনে'র কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার পর হাঙেরি থেকে পালিয়ে যায় সে, বার্লিনের পথ ধরে। ওখানে সে আর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন রেফ্রিজারেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্যাটেন্টের জন্যে আবেদন দাখিল করে এবং জার্মানির পথঘাট বাদামী আবর্জনায় প্লাবিত হতে শুরু করলে ইংল্যান্ডের পথ ধরে। ওখানে, ট্রাফিক লাইটের জন্যে অপেক্ষা করার সময় সেদিন সকালের পত্রিকায় কী পড়েছিল মনে পড়ে যায় তার। মনে হল লর্ড রাদারফোর্ড একটা মিটিংয়ে খুবই সংশয় মেশানো ভাষায় পারমানবিক শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, গোটা ধারণাটিকে 'অসাড়' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সে, লিও স্যিলার্ড, ট্রাফিক লাইটের আলো বদল হতে দেখে কার্ব থেকে নেমে আসতে আসতে ভাবল, রাদারফোর্ডের ভুল হতে পারে যদি, ধরা যাক, কেউ এমন একটা উপাদান বের করে যেটাকে নিউট্রনস দিয়ে ভাগ করা হলে একটা নিউট্রন শুষে নিয়ে দুটো ছেড়ে দেবে। এমন একটা উপাদান, যদি যথেষ্ট থাকে কারও কাছে, একটা নিউক্লিয়ার চেইন রিঅ্যাকশনকে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কেউ কেবল শক্তিই সৃষ্টি করতে পারবে না, বরং বোমাও বানাতে পারবে।

লিও স্যিলার্ড এই প্রেরণার ঝলক পেয়েছিল ১৯৩৩ সালে। চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ইউরেনিয়াম আমদানির ব্যাপারে জার্মানির নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা শোনার আগে এ নিয়ে আর চিন্তা করে নি সে। সেটা ১৯৩৯-এর ঘটনা। স্পষ্টতই, বুঝতে পারে যে, জার্মানি একটা গোপন অ্যাটমিক প্রজেক্ট চালু করেছে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কাছে গেল সে– ততদিনে ওরা দুজনেই আমেরিকায় পৌঁছে গেছেন– এবং তাঁর কাছে জার্মানদের নিজের খেলায় হারানোর চেষ্টা করার প্রস্তাব রাখল।

১৯৪৩ সালের বসন্তে স্যিলার্ডের ধারণার কথা আমাদের পরিবারের গোচরে আসে, যখন ম্যান্নি, নিজেকে যে নামে পরিচয় দিতে শুরু করেছিল ইম্যানুয়েল, এক শুক্রবারে বাড়ি ফিরে ঘোষণা দিল যে পরের সপ্তাহে চলে যাচ্ছি আমরা। সোফি, ঈদ্দিশকেইটে আক্রান্ত হয়েছিল ও, (রুকলিনে ছিলাম আমরা, আরও বেশি ইহুদিদের মাঝে এবং আমাদের দেখা সবচেয়ে বেশি অর্থডক্স ইহুদি তো বটেই) ম্যাটযো বল দিয়ে চিকেন আর জেফিলটে মাছ রান্না করেছিল, একটা বিরাট শাদা টারীন থেকে গামলা ভরার কাজে ব্যস্ত ছিল। যোয়ে, যেল্ডা আর আমি সন্দিহান চোখে ওট মিল রঙ ফুসকুরিসহ হলদে বাদামী তরলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম এবং কিছুই শুনতে পাই নি। আপন প্রয়াসের স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকায় সোফিও কিছুই শুনল না। কেবল আঙ্কল হারম্যান সাড়া দিল।

'আমরা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'*নেয়াডেলাখ* দিয়ে চিকেন স্যুপ,' ওর সামনে বাউল নামিয়ে রাখার পর আনুমোদনের সুরে বলল ইম্যানুয়েল। 'না, তুমি নও।'

BanglaBook.org

বসে পড়ল সোফি। যেল্ডা আর আমি যোয়ের দিকে তাকালাম, আস্তে আস্তে ঠোঁটের কাছে চামচ নিয়ে যাচ্ছিল ও।

'আমি নই...

স্যুপ চাখল ম্যান্নি, তৃপ্তির সঙ্গে মুচকি হাসল। আমি আর যেল্ডা ওর দিকে নজরই দিলাম না। প্লেটে যতক্ষণ আছে, যেকোনও কিছুই খায় সে। সোজা সামনের দিকে তাকাল যোয়ে, তারপর খুব ধীরে সাবধানে চামচটাকে মুখে ঢুকতে দিল, কাঁধ ঝাঁকাল তারপর।

'তুমি আসতে পারবে না,' বলল ম্যানুয়েল।

'পারব না...

'তোমরা দুজন কী নিয়ে কথা বলছ?' জানতে চাইল সোফি।

'কিছু না। আগামী সপ্তাহ্য় চলে যাচ্ছি আমরা,' বলল ইম্যানুয়েল।

খেতে শুরু করল সোফি। টেবিলের উল্টো দিক থেকে ওর দিকে চেয়ে রইলাম যোয়ে, যেল্ডা আর আমি। তিন চামচ শেষ করার পর ওর মাথায় ঢুকল কথাটা। 'কী?'

'চলে যাচ্ছি। অন্য কোথাও চলে যেতে হবে আমাকে।'

'"অন্য কোথাও চলে যেতে হবে আমাকে?" "আগামী সপ্তাহ"? তুমি কি...

ঠোঁটে ঠোঁট চাপল ইম্যানুয়েল, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ওর দিকে। 'এ নিয়ে কথা বলতে পারছি না আমি, এমনকি কোথায় যাচ্ছি সেটাও বলার অনুমতি নেই আমার। সরকারী ব্যাপার।'

সোফির মুখ হাঁ হয়ে আবার বন্ধ হল। ম্যান্নি আর হারম্যান নিচু কণ্ঠে সাংকেতিক ভাষায় কী যেন আলোচনা করতে লেগে গেল। দেয়ালের দিকে তাকাল সোফি। আমি, যোয়ে আর যেল্ডা স্যুপটা অদৃশ্য করে দেয়ার সুযোগ লুফে নিলাম।

'আমেরিকার কোথাও একটা জায়গায়,' বলল ইম্যানুয়েল, যাচ্ছি আমরা। ওখানে যাবার সময় আমাদের নাম হবে ডি ভ্রাইজ। 'ডি ভ্রাইজ? জিজ্ঞেস করল সোফি।

'ডি ভ্রাইজ।'

'ব্যাপারটা দয়া করে খুলে বলবে? কোন এক হতচ্ছাড়া জায়গায় চলে যাচ্ছি আমরা, আমাদের নাম বদলাতে হবে? কি কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছ তুমি?'

'সরকারী ব্যাপার এটা,' ক্লান্ত ঢঙে বলল ইম্যানুয়েল। 'একটা সিক্রেট প্রজেক্ট।'

'অন্তত কোনদিকে যাচ্ছি সেটা কি বলতে পারবে? আর চিঠির কী হবে? আমরা কেমন করে চিঠিপত্র পাব শুনি?'

'নিউ মেক্সিকোয় যাচ্ছি আমরা। আমাদের সমস্ত চিঠিপত্র স্যান্তা ফে-তে পি.ও. বক্স নাম্বার ১৬৬৩-এ পাঠানো হবে।'

এমনভাবে ওর দিকে তাকাল সোফি যেন জীবনে প্রথমবারের মত দেখছে ওকে।

টেবিলে বসে চিন্তিত চেহারায় সামনের দিকে চেয়ে রইল হারম্যান। 'আরও পশ্চিমে,' বলল সে। 'আবার।'

BanglaBook.org

শ্রাগ করল ম্যান্নি।

কদিন পরে নিউ মেক্সিকো কোথায় এবং কী ধরনের জায়গা জানতে লাইব্রেরিতে গেল সোফি। সেদিন শেষ বিকেলে চেহারায় কুঞ্চন নিয়ে বাড়ি ফিরে এল সে। 'বড্ড অদ্ভুত ব্যাপার,' সেরাতে টেবিলে বসে বলল ও। 'শেল্‌ফ থেকে ডব্লুপিও বইগুলোর একটা নামিয়েছিলাম আমি, নাম লেখানোর স্লিপে আমার পরিচিত সবার নামই দেখলাম, তোমার মুখে যাদের নাম শুনেছি।'

'কেবল আমরাই যাচ্ছি না,' বলল ইম্যানুয়েল।

চুপচপি শুনল হারম্যান।

'তোমার মুখে যাদের নাম শুনেছি,' বলল সোফি, 'যারা নতুন চাকরি পেয়েছে। অন্তত সেকথাই বলেছ তুমি।' কিছু বলল না ইম্যানুয়েল। 'আর তারপর ট্রেইন টিকেটের ফরমাশ দিলাম আমি, যেভাবে বলে দিয়েছিলে তুমি, ডি ভ্রাইজ নামে, আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল ওরা। একজন লোক বলল, "স্যান্তা ফের কি এমন বিশেষত্ব? আজকাল সবাই কেন ওখানে যাচ্ছে?"'

নিজের প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ল ইম্যানুয়েল, রুটির পাশে পড়ে থাকা ওমলেটটার দিকে তাকাল। 'নাথান সাপার বানিয়েছে,' বলল সোফি। 'আমার সময় ছিল না।' মাথা তুলে হাসল ও, ছুরি আর কাঁটা চামচ তুলে নিল, তারপর যত দ্রুত সম্ভব খেতে শুরু করে দিল।

সেই সপ্তাহর শেষ নাগাদ স্যুটকেসের বিশাল একটা স্তূপ আর দুটো ঠাসা ব্যাকপ্যাক নিয়ে বিদায় হলাম আমরা। একটা ট্যাক্সি করে আমাদের স্টেশনে নিয়ে গেল হারম্যান, আমরা জানালা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়ে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে লোকে যেসব কথা বলে সেসব বলার সময় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল ও।

'হ্যাঁ, লিখব আমি,' সোফিকে বলল ও। 'গুড বাই, ডি ভ্রাইজ বাচ্চারা। নিজেদের দিকে খেয়াল রেখো, একে অন্যকে দেখে রেখো।'

আমরা হাত নেড়েই চললাম, এবং তারপর চলতে শুরু করল ট্রেইনটা, স্টেশন থেকে বের হয়ে এলাম আমরা, আমাদের যাওয়া সম্ভাব্য সবচেয়ে পশ্চিমের জায়গাটার উদ্দেশে এগিয়ে চললাম। সারা পথ জুড়ে আমি, যোয়ে আর যেল্ডা এক লাইনের একটা গান গাইলাম: 'কোথাও যাচ্ছি আমরা, কোথাও যাচ্ছি আমরা...

ট্রেইনটা আমাদের ল্যামিতে নিয়ে গেল, একটা ডাব্‌লট্র্যাকের পাশে ছোট চুনকাম করা স্টেশনঅলা ক্ষুদে একটা শহর। লোকোমোটিভের গতি কমে এলে দৃশ্যের দিকে ভাল করে তাকানোর সুযোগ পেলাম আমরা, ম্যান্নি বলল, 'এটা একটা কাউবয় মুভি, একটা হতচ্ছাড়া কাউবয় মুভি।' স্টেশনটা লাল-টালির ছাদঅলা একটা সাধারণ ছোট বিল্ডিং, আর কাঠের লোডিংঅলা প্ল্যাটফর্ম। ট্রেইনটা যখন থামল আর আমরা নামলাম, মরুভূমির শুকনো, ধূলিময় গন্ধ পেলাম। আমাদের পেছনে বিছিয়ে আছে ঢালু ল্যান্ডস্কেপ, স্ক্রাব ঘাস আর সেজে ঢাকা। আরও দূরে একটা পাহাড়, বড় আকারের পিঁপড়ের ঢিপির মত লাগছিল ওটাকে।

BanglaBook.org

আমরা স্যুটকেস বাইতে শুরু করলাম, কিন্তু অচিরেই এক তরুণ অফিসার আমাদের সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল। আমাদের ব্যাগগুলো প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে পার্ক করা পিকআপে তুলল সে। তার আরেকজন সহকর্মী অফিসার অন্যদের সাহায্য করতে ব্যস্ত ছিল।

'অসুবিধের জন্যে দুঃখিত,' তার কাজ শেষ হবার পর অন্য পরিবারটি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে এগিয়ে এলে বলল সে। 'কিন্তু আমাদের কাছে এখন খুব বেশি ট্রাক নেই। প্রতিদিনই মানুষ আসছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়, ফলে প্রচুর ট্রাক বিকল হয়ে যাচ্ছে। তোমরা সামনে বসো না কেন। বাচ্চারা পেছনে চেপে যেতে পারবে।'

স্যান্তা ফে'র একটা অফিসে এক মহিলা আমাদের পাস, খাবারের স্ট্যাম্প আর নির্দেশনা দিল। তারপর অফিসের মহিলাটির বলা 'হিল' বেয়ে উঠলাম। পুরো একদিনেরও বেশি সময় নেয়া ট্রেইন যাত্রার পর পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছতে আরও একটি ঘণ্টা সময় লাগল। একটা টেবল মাউন্টেন ওটা, যেটা ল্যান্ডস্কেপে একটা বেদীর মত দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড় বাওয়াটা ছিল বিশ্রীভাবে বানানো একটা রাস্তায় দীর্ঘ প্যাঁচ, প্রত্যেকটা বাঁকে একটা না একটা ট্রাক থেমে আমাদের সামনে এগোনোর সুযোগ করে দিল। উত্তপ্ত, গুমোট বাতাস ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে, চূড়া থেকে শহরটা দেখলাম আমরা: শেড, ব্যারাক, কাঠের কুটির, একটা ওঅটর টাওয়ার, চারপাশে মানুষ, জেনারেটরের গুঞ্জন। আমাদের পাসগুলো চেক হবার পর ট্রাকটা অন্য যাত্রীদের তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিল এবং তারপর আমাদের একটা নীচু আয়তাকার বিল্ডিংয়ের সামনে নামিয়ে দিল। চারটে অ্যাপার্টমেন্ট ছিল ওখানে, আমাদের মত পরিবারের জন্যে বেশ ছোট এবং বিদায় নেয়ার আগ পর্যন্ত ওখানেই বাস করতে হয়েছে আমাদের।

আঙ্কল হারম্যান ছাড়াই একটা ক্যাম্পে ছিলাম আমরা এবং সীমানার বাইরে কখনও যেতে দেয়া হয় নি। দিনের বেলায় সূর্যটা এক টুকরো ভাঙা আয়নার মত লটকে থাকত আকাশের গায়ে আর রাতে ঠাণ্ডায় কড়কড়ে শব্দ তুলত পাথরগুলো। এবং তারপর যেনো হল আর ব্যাপারটা যেন এমন দাঁড়াল আমি হাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। দিনের পর দিন ব্যারাকে ব্যারাকে ঘুরে বেড়ালাম আমি। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলে নি কেউ। খাকি ইউনিফর্ম আর শাদা ল্যাব কোট পরা লোকজন সামনে পেছনে ছুটে বেড়িয়েছে, মেয়েরা কাপড় শুকাতে দিয়েছে, বাচ্চাদের নিয়ে খেলেছে, কিন্তু আমাকে দেখতে পায় নি কেউ। যখন বাড়ি ফিরে আসতাম, দোলনার ওপর ঝুঁকে থাকত সোফি কিংবা এমন অন্যমনস্কভাবে শূন্যে তাকিয়ে থাকত যে আমি ওর দৃষ্টিসীমার মধ্যেই সামনে-পেছনে হাঁটাহাঁটি করতে পারতাম, কিন্তু ওর চোখের পাতা কাঁপত না পর্যন্ত। আমাকে আর ঘুম পাড়ানো হচ্ছিল না, পড়ে শোনানো হচ্ছিল না। রোজ সকালে অ্যালার্ম ক্লক বেজে উঠত আর জেগে উঠত সবাই, কিন্তু কেউ আমার কাছে এসে বলত না ওইদিন কোন পোশাকটা পরতে হবে, তো আমি মুখ ধুয়ে দুপায়ে দুটো

BanglaBook.org

আলাদা মোজা পরতাম, দুদিনের বাসি আন্ডারওয়্যার আর ব্যাগি-শার্ট গায়ে দিয়ে এক ইঞ্চি পুরু পিনাট বাটার দিয়ে একটা স্যান্ডউইচ খেয়ে মানুষে ভর্তি একটা শূন্যতাকে পেছনে ফেলে বেরিয়ে যেতাম বাইরে, যারা আর আমার কেউ ছিল না। আঙ্কল চেইম যখন বেড়াতে এসে বলল আমি আমার নই, ঈশ্বরের সম্পত্তি, বুঝতে পারলাম সবকিছু ওভাবে চলার কারণ।

লস আলামোয় ছিলাম আমরা, যেখানে কয়েক হাজার মানুষ ইতিহাসের ধারা পাল্টে দিচ্ছিল, ওদের বেশিরভাগই আমাদের মত প্রাচীন দুনিয়া ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। এখানে, নিউ মেক্সিকোর মরুভূমির একটা চ্যাপ্টা-মাথা পাহাড়ের ওপর বানানো হচ্ছিল বোমাটি যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে আর শতাব্দীর বাকি সময়ের জন্যে পৃথিবীকে অপরাধ বোধ আর আতঙ্কের নিচে চাপা দেবে। এটা ছিল আমাদের পেরুনো সর্বোচ্চ দূরত্ব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# যেনো

কর্ন খেতের ওপর দিয়ে মেঘের ছায়ার মত পিছলে যেতে লাগল সময়, আরও একবার আলো, অন্ধকার এবং আবার আলো দেখা গেল। গ্লাসগুলো খালি হল, পূর্ণ করা হল আবার। নিনা পড়ে চলল আর আমি আগুনের আভায় ঝিমোলাম, উঠে বইপত্রের অন্ধকার দেয়ালের পাশ ঘেঁষে এগোলাম একটা বই বের করে আবার তুলে রাখলাম। কেবল এক ঘণ্টা পরে, ততক্ষণে নিনার হাত আপনা আপনি নিজের গ্লাস ধরার জন্যে ডান দিকে এগোতে শুরু করেছে, যদিও খালি ছিল ওটা, আমি পড়তে চাই এমন কিছুর খোঁজ করলাম। আমি একটা ক্যান্ডেলেব্রা তুলে নিয়ে নামগুলো জরিপ করলাম। আঙ্কল হারম্যানের লাইব্রেরির অন্তত অর্ধেক বই গুছিয়ে রেখেছিল যেনো, বাকি অর্ধেকটা হারম্যান আর আমি যোগ করেছি। ফলাফল হচ্ছে কাব্বালাহ্. দর্শন, পদার্থ বিজ্ঞান আর থিয়োলজির এক বিচিত্র মিশেল, বিংশ শতাব্দীর এক আলকেমিস্টের লাইব্রেরি। ঠিক বইটার সন্ধান পেতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল আমার, এমন কিছু যেটা এইসব আড়ষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঢাউস বইয়ের মাঝে একেবারেই বেখাপ্পা। শেষবার আমরা এখানে একসঙ্গে সময় কাটানোর সময় হারম্যানের পড়া একটা উপন্যাস: *কল ইট স্লিপ*, হেনরি রথ-এর লেখা। মনে আছে বসে বসে সোৎসাহে মার্জিনে নোট লিখে গেছে ও, এমন এক অভ্যাস আমি যা সহ্য করতে পারি না। আমি এ সম্পর্কে একটা কিছু বলার পর আমার দিকে চকচকে চোখে তাকিয়েছিল ও। 'ফ্যাঁচফ্যাঁচ বন্ধ কর, নাথান,' বলেছে সে। 'এটা একটা সাহিত্য।' বইটা উঁচু করে ধরে আমি চিনি কিনা জানতে চাইল ও। না। রথ, বলল হারম্যান, একজন বিস্মৃত লেখক। তিরিশের দশকের কোনও এক সময়ে একটা উপন্যাসের মাধ্যমে ডেব্যু হয়েছিল তাঁর যাতে আধুনিকতাবাদের সমস্ত উপাদানই ছিল, একেবারে পূর্ণাঙ্গ ইউরোপিয়ান উপন্যাস। 'চেতনাপ্রবাহ, বাস্তববাদ, পরাবাস্তববাদ, ফ্যান্টাসি, ডায়ালোগ, আগাগোড়া। এক বিস্ময়কর বই। কৃষ্ণ কালো। ভয়ঙ্কর রকম নৈরাশ্যময়।' এবং রথ সম্পর্কে আমাকে বলেছে সে। আমেরিকায় পাড়ি জমানো একেবারে শূন্য থেকে শুরু করা এক ইহুদির ছেলে। কমিউনিস্ট ছিলেন তিনি, রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে যিনি লেখকের শেষ পরিণতিতে পৌঁছে যান। একজন 'শ্রমিকে' পরিণত হন তিনি, তারপর মেইনের

BanglaBook.org

বুনো প্রান্তরে একজন চিকেন ফার্মার, আর কখনও বই বের করেন নি। 'রথের উপন্যাস,' বলেছে হারম্যান, 'অনেকটা সোসিওলজিক্যাল কেসহিস্ট্রি হিসাবে পড়া যেতে পারে।' আমি দ্বিমত পোষণ করেছিলাম, বইটা না পড়েই। 'প্রত্যেকটা উপন্যাসই মিথ্যা, নাঙ্কল। গল্প, সংজ্ঞানুযায়ীই অনির্ভরযোগ্য এবং সেকারণে অকেজো।' ভুরু নাচিয়েছিল হারম্যান। 'খুব বেশি হলে,' বলি আমি, 'একটা উপন্যাস তোমাকে বিষয়বস্তুকে দেখার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা যোগাতে পারে। কিন্তু তারপর এটা এত বেশি ব্যক্তিক এবং চাহিদার ওপর নির্ভরশীল যে এর সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি বা বাস্তবতার কোনও সম্পর্ক নেই, একটা উপন্যাসের যেকোনও রকম "প্রয়োগ" কুকুরের নাড়িভূঁড়ির মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করার শামিল।' মাথা নেড়েছে হারম্যান, আরও একবার নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে বইয়ের ভেতর, হিংস্র ভঙ্গিতে লিখতে শুরু করেছে। বারবার যেন আমার কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল ওর, অস্বীকৃতির ভঙ্গিতে ঠোঁটজোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরেছে, মাথা নেড়েছে।

শেষ পর্যন্ত এই বইটাই বেছে নিলাম আমি। নিনার পাশেই বসে পড়লাম এবং ওর মত অচিরেই প্রচ্ছদের পেছনের জগতে হারিয়ে গেলাম। শীত শীত করে ওঠার আগ পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি কতক্ষণ ওখানে বসে ছিলাম আমরা। বইটা একপাশে নামিয়ে রেখে আগুনটা নেড়ে দেব বলে উঠে দাঁড়ালাম আমি, এতক্ষণে ওটা জ্বলন্ত কয়লার পুরু আস্তরণ ছাড়া আর কিছু নয়। বেশ খানিকটা সময় পেরুনোর পর আবার কাঠে ফিরে এল আগুনের শিখা, তাপ বিলোতে শুরু করল হার্থ।

'এটা কোনও জীবনী নয়, এন,' আমি আবার বসার পর, বলল নিনা।

'কি?' মুহূর্তের জন্যে আমি ভাবলাম তখন আমি যেমন করেছিলাম তেমনি রথের বইটা সম্পর্কে মন্তব্য করছে। পড়ে শেষ করা পাণ্ডুলিপির অংশটুকু উঁচু করে ধরল ও। 'আহ্। না! না, সত্যিকারের জীবনী নয়।'

দেহের ভাঁজ খুলল নিনা। চেয়ারে নিজের দুপাশে হাত রাখল ও, পাজোড়া মেলে দিল সামনে। মুহূর্তের জন্যে ওকে প্যারালেলবারের জিমন্যাস্টের মত লাগল। ওকে নাম্বার দেয়ার ইচ্ছাটা দমন করতে বাধ্য হলাম আমি।

'রেইসেলে,' সামনে ঝুঁকল নিনা, আগুনের আভায় ভেসে গেল ওর চেহারা। 'ওকে আর কখনও দেখ নি তুমি?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'শ্লোমো মিনস্কি *বান্ডের* একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিল। ওসব গোষ্ঠীর অনেক লোকই তাকে চিনত। কিন্তু আমেরিকায় ও ধরনের ব্যাপার স্যাপারের কোনও মূল্য নেই। আগেই ওখানে অনেক শক্তিশালী ইউনিয়নের জন্ম হয়ে গিয়েছিল। মিনস্কিরা স্রেফ ইতিহাসে বিলীন হয়ে গেছে।'

বুঝতে পারে নি, এমন অভিব্যক্তি নিয়ে আমার দিকে তাকাল নিনা।

'ব্যাপারটা আসলে এরকমই। জীবন হচ্ছে আগস্টের রাতে উল্কাপাত দেখার মত। আচমকা উদয় হয় ওগুলো, অন্ধকারে আলোর একটা লেজ সৃষ্টি করে তারপর আবার হারিয়ে যায়। আমরা যেসব গল্প বলি সেগুলো বোঝায় যে আমরা একটা ঘটনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই, কিন্তু আমরা আসলে যা দেখতে পাই

BanglaBook.org

সেটা হচ্ছে ক্ষণিকের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা ওই পথ। তার আগে যা ঘটেছে আর তারপর কী ঘটবে, জানি না আমরা।'

'তাহলে তোমার ধারণা দুনিয়া অসমাপ্ত গল্পে নির্মিত।'

'হ্যাঁ, এবং আমরা যা করি সেটা হচ্ছে ওইসব গল্পের এক্সট্রাপোলেট। আমরা ওগুলোকে শুরু আর শেষ দেয়ার প্রয়াস পাই। ওইসব টুকরো গল্পের ভিত্তিতে আমরা জগৎকে উপলব্ধি করার চেষ্টা চালাই।'

এক ধরনের অনুমোদন দেয়ার ভঙ্গিতে ওর শরীরের ঊর্ধ্বাংশ আস্তে করে নড়ে উঠল।

'খুশি হয়েছ তুমি?' জানতে চাইলাম আমি।

'এটা পড়ে? হ্যাঁ। কিন্তু পড়তে গল্পের মত লাগছে এটা। যেমন এই আঙ্কল ম্যাগনাসের কথা ধর...

'কাজিন। কাজিন ম্যাগনাস আর আঙ্কল চেইম।'

'কাজিন আর আঙ্কল। তুমি ওদের এমনভাবে আনাগোনা করাচ্ছ যেন এখনও ওরা বেঁচে আছে।'

দীর্ঘক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে।

'ব্যাপারটা পছন্দ হয়েছে আমার,' বলল ও, 'কিন্তু জীবনীতে এই জিনিস আশা করে না কেউ।'

'কিন্তু হয়ত এখনও বেঁচে আছে ওরা।'

'তোমার মনে? ঠিকাছে, কিন্তু তাতে তো এটা আরও বেশি বেশি গল্প আর কম মাত্রায় জীবনী হয়ে যাচ্ছে।' গ্লাস থেকে ওয়াইনের শেষ কটা ফোঁটা গলায় ঢালল ও, মাথা এলিয়ে দিল পেছনে। হাই তুলল। 'কিন্তু আসলেই চমৎকার গল্প বলেছ তুমি, এন।'

'শোবার সময় হয়ে গেছে,' বললাম আমি। 'হান্টিং রুমের ফোর পোস্টারটাকে ঠিক করে নেব আমরা, ওখানে শুতে পারবে তুমি। আমি এখানে চেয়ারেই থাকব।'

ঘড়ির দিকে তাকাল নিনা। 'সাড়ে বারটা। ঈশ্বর, হ্যাঁ, ক্লান্ত আমি। কিন্তু, এন, আমাদের একজনকে চেয়ারে ঘুমোতে হলে সামনের কটা দিন টিকতে পারব না আমরা। এমনকি বিছানাও হিম ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে। কেবল আগুনের সামনের জায়গাটুকুই যা গরম।'

'তুমি কী বল?'

'দুজনই বিছানায় শোব আমরা। ঠাণ্ডা তাড়ানোর জন্যে হান্টিং রুমে ছোট করে একটা আগুন তৈরি করে নেব, তারপর হামা দিয়ে বিছানায় উঠে ঘুমিয়ে পড়ব।'

'আগেই ওখানে একটা আগুন বানিয়েছি আমি। ঠাণ্ডা কেটে গেছে। কিন্তু এক বিছানায় আমরা দুজন? তুমি না সেই মহিলা যে আজ বিকেলেই ভেবে বসেছিলে তোমাকে রেপ করতে যাচ্ছি আমি?'

ভুরু ওঠাল ও।

BanglaBook.org

হার্থের পাশের স্ট্যান্ড থেকে পোকার নিয়ে আগুনটা উস্কে দিলাম আমি। 'ঠিক আছে, চলো যাওয়া যাক। বড্ড ক্লান্ত আমি।'

ফুঁ দিয়ে মোমবাতিগুলো নিভিয়ে দিল নিনা, স্লিপিং ব্যাগ আর একটা ক্যান্ডেলেব্রা তুলে নিল। একটা গ্লাস তুলে নিলাম আমি, জেমসন'স ফ্লাস্কটা আর একবাক্স আলফা সেলটযার নিলাম আমার ব্যাগ থেকে, বইটা বগলদাবা করে ওর পেছন পেছন হান্টিং রুমে ঢুকলাম। ঠাণ্ডা, গুহাসদৃশ হলে টেপের কণ্ঠস্বরটা এখনও অন্ধকারে খসখস শব্দ তুলে যাচ্ছে। মার্বল মেঝে পার হয়ে উল্টোদিকের দরজা খোলার সময় কোনও কথা বললাম না আমরা।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে আগুনটা জ্বলছে যদিও, রুমটা এখনও ঠাণ্ডা হিম হয়ে আছে।

'কি ওটা?'

বই, গ্লাস, ক্যান্ডেলেব্রা, দেশলাইয়ের বাক্স আর অ্যালফা সেলটযারের বাক্সের পাশে, বিছানায় আমার দিকে টেবিলের ওপর হিপ ফ্ল্যাস্কটা রেখেছিলাম আমি। 'আমার রাতের আচার। আইরিশ হুইস্কি। হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যাবার পর আর ঘুম না আসে সেজন্যে।'

'তোমার ভাল ঘুম হয় না?'

'বুড়োদের কখনওই ভাল ঘুম হয় না। এটা কোনও একটা কাজ করার জন্যে অল্প সময় বরাদ্দ থাকার মত। শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তা ছুড়ে ফেলতে থাক। তোমার সময় ফুরিয়ে যাবার ঠিক আগে তুমি বুঝতে পার যে আরও ভাল করে প্রস্তুতি নেয়া উচিত ছিল, শুধু যদি আরও আগে শুরু করতে আরও বেশি কিছু আদায় করতে পারতে তুমি। কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। বুড়িয়ে যাবার পর রাতের সময়টায় এমনই মনে হয়।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ও।

'হটওঅটর বটল লাগবে তোমার?'

'হট-ওঅটর-বট্‌ল?'

'হট-ওঅটর-বটল।'

'আছে আমাদের এখানে?'

'একটা আমি ব্যবস্থা করব।'

আমি আমার গ্লাসটা নিয়ে অন্ধকার হল দিয়ে দ্রুত হেঁটে কিচেনের দিকে এগোলাম। কিচেন স্টোভের ওপর বসানো কেতলিতে একটা খালি ওয়াইনের বোতল ভরে নেয়ার মত যথেষ্ট গরম পানি ছিল। কাজটা শেষ করার পর পেছন-দরজা ঠেলে খুললাম, তুষারের ভেতর দিয়ে ঘঁষটালাম কেতলিটাকে। বাড়ির পেছনে বেশ বড় আকারের একটা ঢিপি জমেছে। সারারাত তুষারপাত চললে সকালে ওদের বরফ খুঁড়ে বের করতে হবে আমাদের। কেতলিটা আবার স্টোভে চাপিয়ে দিলাম আমি, প্রবল বেগে হিসহিস করতে শুরু করে দিল ওটা। বোতলে একটা কর্ক লাগালাম, গরম পানিতে গ্লাসটা ভরলাম, তারপর আবার ফিরে এলাম হান্টিং রুমে।

BanglaBook.org

চাদরের নিচে শুয়ে হিহি করে কাঁপছে নিনা। স্লিপিং ব্যাগটাকে বেড স্প্রেডের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে ও। কেবল ওর মাথার ওপরের অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। আঙ্কল হারম্যানের কাবার্ড থেকে একটা ভারি উলের মোজা বের করলাম আমি, বোতলটার ওপর দিয়ে গলিয়ে দিলাম এবং তারপর মেকশিফট হট-ওঅটর-বটলটা বিছানার নিনার পাশে কাভারের নিচে ঢুকিয়ে দিলাম।

'ঈশ্বর, চালাক আছ তুমি... এত জোরে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছিল ওর, কথাগুলো বুঝতে কষ্ট হল।

'জানি।'

'আর উদ্ধত।'

'জানি।'

জুতো আর জ্যাকেট খুলে ফেললাম আমি, ধূমায়িত গ্লাসটা নামিয়ে রাখলাম, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম ওর পাশে। এ যেন তুষারের পর্দার নিচে পিছলে ঢোকা। 'আগামীকাল এরকম গোটা দুই বোতল ঘণ্টা খানেক আগে বিছানায় রাখার কথা মনে রাখতে হবে।'

জবাব দিল না নিনা। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ শোনা গেল কেবল।

হার্থের আভায় ক্ষীণ আলোকিত ব্রোকেড ক্যানপির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। নিশ্চয়ই রাত একটার কাছাকাছি হবে। সর্বত্র অন্ধকার। চিটাগুড়ে ঢাকা জমিনের মত পুরু রাত, তুষারপাতের খসখসানি ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, তুষারের কণা অন্তহীন পড়েই চলেছে, পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে, যতক্ষণ না সবকিছু তাদের আসল চেহারা হারিয়ে ফেলছে, পড়েই যাবে।

জমাট তুষারের এক অন্তহীন শাদা সমতলভুমি, বরফের কালো ছোপ, অসাড় শাদা ঘাস।

'নাথান...

শূন্যতায় একটা ফোঁটা।

তার ওপরে: পর্দা টানানো আকাশ।

মসৃণ তুষারের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে একটা সরু কালো রেখা, জমাট ঘাসের ঝোপের ভেতর দিয়ে অনায়াসে হাঁটছে, বড় থেকে বড় থেকে আরও বড় হয়ে উঠছে।

'নাথান...

বাতাস: পল্লী এলাকার ওপর বিছানো একটা সিল্কের পাত ঘসা খাচ্ছে।

আমার বিছানার পায়ের কাছে বসল সে।

এখানে।

ওখানে। আমার পায়ের কাছে, বিছানার ওপর।

BanglaBook.org

'নাথান... এটা একটা ঠাণ্ডা, হিম জায়গা।'

রুমের কোণে কোণে অন্ধকার বাসা বেঁধেছে। ফোর-পোস্টার খাটের নিচে জড়াজড়ি করে অবস্থান নিচ্ছে অন্ধকার। চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে বিছানার পায়ের দিকে তাকালাম আমি, সোজা হয়ে বসলাম, হেলান দিলাম দেয়ালে, মধ্যরাতের নীল ছামিয়ানার ভাঁজে, পুরনো মখমল আর মথবলের মরচে-মরচে গন্ধের ভেতর অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে আমার মাথা, আর... আমি ব্ল্যাঙ্কেট আর চাদর, কুইল্টেড বেড স্প্রেড, স্লিপিং ব্যাগ গোছাই।

'যেনো,' আমার মুখ গলে ভাঁপের কুণ্ডলী বেরিয়ে এল। 'তুমি সত্যি নও। এটা একটা স্বপ্ন।'

'স্বপ্নের সঙ্গে কথা বল তুমি, এন?'

'আলোর খেলা,' বললাম আমি।

'তাহলে আমি কি? আলো নাকি খেলা?'

ধারাল। আঙ্কল হারম্যান ঠিকই বলেছিল: একটা *কপফ্*। (কিন্তু ওর কি হৃৎপিণ্ড আছে?)

আলো নয়। জ্বলন্ত বাল্বে যেমনটি দেয় সেই আলো নয়। কিন্তু তবু। সবকিছু স্পষ্ট।

আমার পায়ের কাছে, আমার বিছানার পায়ের কাছে ও। দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছি আমি, আমার গভীর ঘন নীল মখমল ক্লোকে, ব্রোকেডের বল্ডাচিনের নিচে, একটা রুমের মত বিছানায়, একটা বাড়ির মত রুমে।

চারপাশে তাকাল ও।

নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভাঁপের মেঘ ছাড়লাম আমি, একপাশে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ফ্লাস্কের মুখ খুললাম, পান করলাম তারপর। আমার শরীরের ভেতর আগুন জ্বলে উঠতে শুরু করল, হুইস্কির মোকাবিলা করল আমার পাকস্থলী, আর আমার মুখের ভেতরকার ঠাণ্ডা অ্যালকোহলের কাছে হার মানল, আমার দিকে ফিরল ও। ওর শাদা চেহারা, মস-সবুজ চিটেঅলা গভীর চোখ, তামাটে চুল (তাই বলে এসব বোঝার মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না ওকে। এত ভাল করেই চিনতাম ওকে, তাই। আমার হৃৎপিণ্ডের মত। আমার পেটের মত। আমার অন্তরের অন্তস্তলের মত।)

রোজ রাতে। মাঝেমাঝে সকাল না হওয়া পর্যন্ত। ওর সময় আছে। অপেক্ষা করতে পারে ও। রোজ রাতে: 'যেনো, তুমি সত্যি নও।' সব সময়: 'এটা একটা ঠাণ্ডা, হিম জায়গা।'

আমার কম্পিত ভাই।

'ব্যায়াম করছিলে তুমি, যেনো। কম স্বচ্ছ তুমি। তোমার গালে এমনকি রঙের ছোপও আছে।'

তাকাল ও। যেনো–এমন-কিছু–জানে–যেটা–তুমি–জান–না দৃষ্টি।

'আহা, যেনো,' আমি বলি। 'তোমার শিকল ঝাঁকাও। আমাকে আবার ঘুমোতে দাও।'

BanglaBook.org

অনড়। নীরব।

কিন্তু তারপর।

মাথা তুলল ও। মাথা পেছনে হেলাল। মাথার মুখটা খুলল। চোখ বন্ধ করল ও। নিঃশ্বাস ছাড়ল ও।

এবং শুনলাম আমি। হে মহাবিশ্বের প্রভু, কত স্পষ্ট শুনলাম আমি। প্রান্তরের ওপাশ থেকে, তুষার ঢাকা রাস্তাঘাটের ওপার থেকে, নিদ্রামগ্ন নগরী, মহাসাগর যা নীল চাঁদের আলোয় মাইকার মত ঝলমল করে তার ওপার থেকে। ওর কথা শুনতে পেলাম আমি।

কোমল, মৃদু নিঃসরণ... দূরাগত বিলাপের মত... মাঠ ময়দান আর গ্রাম আর বাড়িঘর আর বনজঙ্গল আর প্রান্তর পেরিয়ে... আর...

আহহহহহহহহহহহহহহহহহহহহহহহহ।

বইগ্লাসক্যান্ডেলেব্রাঅ্যালকাসেলটযারফ্লাস্ক।

দেশলাই।

আগুন লাফিয়ে উঠল, কড়কড় শব্দ তুলল, চিড়বিড় করে উঠল, কোণে কোণে অনুগতের মত পালিয়ে গেল ছায়াগুলো, কমলা-হলদে কণা নাচল বিছানার ওপর, মখমল ক্যানপি ফুলে উঠল, ফ্লোরবোর্ড লাফিয়ে উঠল। অগ্নিশিখা একটা মোমবাতির সলতেয় কৌতূহলী জিভ বোলাল, লাফিয়ে উঠে এল তারপর।

মহাবিশ্বের অন্ধকারে একটা ছোট আলোর বলয়ে, অন্তহীন তুষার ঢাকা জমিনে ঘেরাও হয়ে থাকা এক জগতে। আমর মুখ থেকে বেরুনো মেঘ, কাঁপা আলোয় দীপ্তিমান। দান্তের *ইনফার্নো* থেকে উদয় হওয়া কেউ একজন, নরকের হিমায়িত বরফপ্রান্তরে নির্বাসিত, অনন্তকালের জন্যে অন্ধকারে ঢাকা অন্ধকারে ঘেরাও হয়ে একটা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় করে মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো নিশ্চিত হয়ে গেছে যার ভাগ্যে, অন্ধকারের চারপাশে কুয়াশার একটা বলয়। সারা জীবনই একা আমি, এমনকি যখন আমার চারপাশে মানুষ থাকে তখনও, কিন্তু এখনকার মত নিঃসঙ্গ কখনও বোধ করি নি আমি... শেষ জীবিত আত্মা।

অন্ধকারের বুকে একটা ছোপের মত আবির্ভূত হল নিনার চেহারা।

'নাথান? নাথান। কি হয়েছে?'

'শীত। খুব ঠাণ্ডা।'

সাবধানে উঠে বসল ও। 'আমি ভাবলাম কারও সঙ্গে কথা বলছ।'

মাথা নাড়লাম আমি।

আমার মুখের পাশেই ওর মুখ। 'আগুনটা নিভে গেছে নাকি?'

'হার্থের আগুন? মনে হয়।' কপাল ঘঁষলাম আমি, দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'দুঃখিত। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলাম।'

মাথা দোলাল ও। আমি ওর দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ পেলাম। বিছানা ছাড়লাম। হার্থের মুখে এখনও ছোট্ট একটা লাল ছোপ জ্বলজ্বল করছে।

BanglaBook.org

ওটায় ফুঁ দিতে লাগলাম আমি, খুঁজে পেতে একেবারে ছোট এক টুকরো কাঠ রাখলাম ওটার ওপর। আগুন জ্বলে উঠলে বাকি চেয়ারের পায়া আর পিয়ানোর টুকরোগুলো দিয়ে ঢেকে দিলাম ওটা।

আমি বিছানার আমার পাশের ঠাণ্ডা চাদরের নিচে ফের হামা দিয়ে ফিরে যেতে যেতে ঘুমে তলিয়ে গেল নিনা। আগুনের আলো দেয়াল আর সিলিংয়ের গায়ে ঢেউ খেলে চলল। ক্ষণে ক্ষণে শব্দ করে ফাটছে কাঠ। ফিসফিস শব্দ হচ্ছে, খুব কোমল, যেনোর নিঃশ্বাসের মতই প্রায় নরম। আমি মোমবাতি নিভিয়ে দেয়ার পর অন্ধকার হয়ে গেল রুমটা। কয়েক মুহূর্ত পর আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল আগুনের আভা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# দ্বিতীয় পর্ব

# রওনা হলাম (মধ্যখানে)

আঙ্কল হারম্যানের বাড়িতে আমাদের অবস্থানের দ্বিতীয় দিন আনুমানিক ভোর পাঁচটার দিকে জেগে উঠলাম আমি। কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে নিনা, ব্ল্যাঙ্কেটের স্তূপের নিচে প্রায় চাপা পড়ার যোগাড় হয়েছে ওর। এত শীত যে মুখের ওপর কুয়াশা-ভেজা বাতাসের ছোঁয়া অনুভব করলাম আমি। হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে কাপড় পরে নিলাম, কিচেনে গিয়ে স্টোভে আগুন জ্বালালাম, তারপর লাইব্রেরিতে চলে এলাম হার্থের আগুন উস্কে দেয়ার জন্যে। কাজটা শেষ হল যখন, সেলার থেকে একটা বাস্কেট বের করে আনলাম, খাঁমচে ধরলাম একটা শোভেল, কিচেনের দরজাটা ঠেলে খুললাম, প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এখন কাজটা, তুষারে ভরে নিলাম বাকেটটা। নিকষ অন্ধকার, কিন্তু আমি বাহু মেলে, বাড়ির পেছনে তুষার স্তূপ মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে থাকা পাল্লার থেকে কেটে নেয়া অংশটুকুর চূড়া দেখে অনুভব করলাম যে, তুষার কতটা গভীর হয়ে গেছে। নিজের চেষ্টায় কখনও এখান থেকে বের হতে পারব না আমরা। এরকম তুষারে হাঁটা যাবে না, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামা যাবে না, ওখানে নিঃসন্দেহে এটার মতই উঁচু উঁচু ঢিবির মুখোমুখি হতে হবে আমাদের।

স্টোভে চাপানো বাকেটের তুষার গলে যাবার পর কিছু পাউডার দুধ গুলে নিলাম আমি, ময়দা মেশালাম, তাল বানালাম তারপর। উষ্ণ হয়ে উঠল কিচেন, কফির সুবাস ভরিয়ে তুলতে শুরু করল রুমটাকে। ময়দার তালটাকে একটা বড়সড় গামলায় নিলাম আমি, একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম ওটাকে; এবার কালো জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

অতীতে, সকালের সূর্যের হলদে আলোয় ঘুম থেকে জেগে উঠতাম আমি, পাখির সুরেলা কলকাকলিতে (আর কোনও শব্দ নেই এর জন্যে: সুরেলা কলকাকলী), আর বিরাট নরম বিছানায় সারারাত গভীর ঘুম দেয়ার ফলে পাওয়া গভীর তৃপ্তিটুকু উপভোগ করতাম। বাড়ির সামনের দিকে বামপাশে, বাথরুমের লাগোয়া দোতলার একটা রুমে ঘুমোতাম আমি। পর্দাগুলো খোলা হলে গ্রীষ্ম-সকালের এক পশলা রোদ কাঠের মেঝে, দোমড়ানো বিছানার চাদরে ছড়িয়ে পড়ত। দেয়াল, কাঠের দরজা, চৌকাঠ, পাতার নকশা আঁকা ওঅলপেপারে পরশ বোলাত সেই আলো।

BanglaBook.org

বাথরুমে দরজা হাট করে খোলা রেখে ট্যাপগুলো খুলে দিতাম আমি, আমার শেভিংয়ের সরঞ্জাম, বড় আকারের একটা তোয়ালে আর একটা ছোট তোয়ালে সাজিয়ে নিতাম। তারপর ফের ফিরে আসতাম বেডরুমে, কাভার জায়গামত বিছিয়ে কাপড় বাছাই করার জন্যে, জানালার ধারে বসে রোদ মেখে ড্রিঙ্ক করতাম।

এবং তারপর গোসলের অলস আনুষ্ঠানিকতা। বিরাট কাস্ট-আয়রন টাবে আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া। ভোর সকালের দীক্ষা গ্রহণ। বাথের ওপরের শেলফে আঁটা আয়না, আমার ভেজা চেহারায় পোরসিলিন শেভিং বাউলের নরম ব্রাশের ছোঁয়ায় জেগে উঠত সুবাসিত ফেনা, চোয়াল, চিবুক আর গলা আস্তে আস্তে সাবান ডলা হত আর সাবানের মত ল্যান্ডস্কেপে প্রথম সযত্ন ট্র্যাকের সৃষ্টি হত।

যখন নিচে নেমে আসতাম, আঙ্কল হারম্যান কিচেনে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই জেগে উঠত ও। রোজ সকাল ছটায় বাড়ির পেছনে বনের উদ্দেশে মাঠের ওপর দিয়ে খরগোশের দৌড় ঝাঁপ দেখত।

একটা বড় মাগ কফিতে পূর্ণ করত ও, কাঠের কিচেন টেবিলে রাখত ওটা, আমাকেই নিজের নাশতা বানানোর সুযোগ করে দিত। যখন আমি ধূমায়িত মাগ আর দুটো ইমেন্থাল চিজ স্যান্ডউইচ ভর্তি প্লেট নিয়ে– সবসময়ই দুটো ইমেন্থাল চিজ স্যান্ডউইচ– বসতাম, আমার উল্টোদিকে বসত ও, একটা বইয়ে হুমড়ি খেয়ে থাকত তার মাথা, অনিবার্যভাবে পুরনো কোনও বই, শুকনো রুটির টুকরোর মত দোমড়ানো, পাতা উল্টে বলত, 'তোমাকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম, স্যার। ভেবেছিলাম মরে গেছ। প্যানে ভাজি হওয়া কিডনির মত পড়েছিলে তুমি।'

'যাখার!' চেঁচিয়ে উঠতাম আমি, 'কেন এত জ্বালাও আমাকে?' তখন হাসত ও, আমার আঙ্কল হারম্যান। রোজ সকালে মহৎ কোনও রাশান ঔপন্যাসিকের ভিন্ন ভিন্ন লাইন আওড়াত আর মানানসই জবাব দিতে হত আমাকে।

ওখানে বসে থাকতাম আমরা। আমি রুটি খেতাম, ও বই পড়ত। আমরা কফি খেতাম এবং ফাটলধরা গ্রানিট কাউন্টারে আমি আমার প্লেটটা নামিয়ে রাখার পর একটা প্যার্টাগ্রাস ধরাত ও আর আমি, বেলজিয়ান সিগারেট।

তারপর কাজে লেগে যেতাম আমরা। এক কাপ টাটকা কফি হাতে লাইব্রেরিতে চলে যেতাম আমি, বাড়ির ভেতরে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যেত ও। আমি চেয়ারে বসে লেখা-পড়া করার সময়, কখনও কখনও হয়ত সকালে একটা জানালা খোলা রাখতাম আর ক্ষণে ক্ষণে রোদে উষ্ণ হয়ে ওঠা বনের সুবাস আসত, মাথার ওপর কাঠের মেঝেয় আঙ্কল হারম্যানের পায়ের আওয়াজ শুনতাম আমি।

ময়দার তাল ফুলে ওঠার অবসরে কাঠ জড়ো করলাম আমি। ওপর তলায়, কেউ যেন একটা ফার্নিচার শপ উড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে, লিনেন কাবার্ডে পা রাখলাম আমি, আগের রাতে যেটা আমার পথ আগলে রেখেছিল। কানে গ্যাস বার্নারের হিসহিস শব্দ নিয়ে পেছনের দেয়ালটা ভাঙতে শুরু করলাম। কুড়ালটা কাঠ চিরে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট প্যানেলটা ভেঙে পড়তে শুরু করল, আঙ্কল

BanglaBook.org

হারম্যানের ভাবনায় ফিরে গেল আমার মন। বহু বছর ধরে ঘুরে বেরিয়েছি আমরা, বাড়ি বদলেছি, খোঁজ করেছি, পেয়েছি আর আমাদের ভাগ্যে খুইয়েছি। কিন্তু এখানে, বালিতে রেখা টেনেছিল আঙ্কল হারম্যান। এমন একটা বাড়ি চেয়েছিল ও যেটা নাকি নোঙরের মত আঁকড়ে থাকবে জমিনে, এমন একটা জায়গা, যেখানে আমাদের সব সময় থাকার প্রয়োজন হবে না, কিন্তু যেখানে সবসময় ফিরে আসতে পারব আমরা। এক আমেরিকান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হারম্যান বছরে অন্তত একবার হল্যান্ডে বেড়াতে আসত আমার মা, বোন যেনো আর আমাকে, আমাদের দেখবার জন্যে। সাধারণত একদিন বা দুদিন আমাদের সঙ্গে থাকত ও, তারপর এই বাড়িটার উদ্দেশে বেরিয়ে যেত। এখানে কাজ করত ও, বিশ্রাম করত, চিন্তা করত। বাড়িটা ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বলেছিল ও, এবং অতিরঞ্জন ছিল না কথাটায়। আঙ্কল হারম্যান কেবল মস্কোভিটয্ ইনস্টিটিউট ফর সোসিওলজিক্যাল স্টাডিজ (এসআইএসএস) এর প্রফেসর আর ডিরেক্টরই ছিল না, আরবান কালচারের বেলায় যথেষ্ট নামডাকও ছিল ওর, এমন বিশেষায়িত একটা ক্ষেত্র যে তীব্র চাহিদার কারণে অন্য লোকেরা যেমন গাড়িতে বেশির ভাগ সময় কাটায় তেমনি ওর বেশিরভাগ সময় কেটে যেত প্লেনে।

লিনেন কাবার্ডের ওপাশে কিছু থাকতে পারে বলে আশা করি নি আমি, কিন্তু পেছন-দেয়ালটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে মেঝেয় স্তূপ হয়ে যাবার পর, অন্ধকারে একটা অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ল। সামনে ঝুঁকে কাবার্ডের আরও ভেতর দিকে নজর চালালাম আমি। ছলছলে একটা চোখ পাল্টা তাকাল আমার দিকে।

আঙ্কল হারম্যান একবার বলেছিল (প্রথমে আমাকে, তবে সেটা সফল প্রমাণিত হওয়ার পর বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, লেকচার আর পত্রিকার নিবন্ধে বহুবার পুনরাবৃত্তি করেছে) যে আমাদের সকল ভীতিকে, যত সামান্য আর তাৎপর্যহীনই হোক না কেন, একটা মাত্র ভীতি, মৃত্যুভীতির সঙ্গে সম্পর্কিত করা যেতে পারে। তখন কথাটাকে আমার কাছে ফাঁপা বুলি মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন, আধা-বিধ্বস্ত লিনেন কাবার্ডের ভেতরে, যেটা আমার সামনে শূন্যতায় যাবার দরজার মত দাঁড়িয়ে আছে, অস্তিত্বহীন কাঁচের মত চোখের দিকে তাকিয়ে ও কী বুঝিয়েছে উপলব্ধি করতে পারলাম আমি। আমি পেছনে হটে আসতেই আমার বাম হাত লাফিয়ে বুকের কাছে উঠে এল। এবং প্রায় একই সময়ে– বাতাসে ভরে উঠল আমার ফুসফুস– বুঝতে পারলাম কাবার্ডের পেছনে কারও দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। যথেষ্ট জায়গা নেই ওখানে।

ল্যান্টার্নটা তুলে নিয়ে কাবার্ডের ভেতর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। ছায়া থেকে একটা আবছা পরিচিত চেহারা উদয় হল। একটা পেইন্টিং, আঙ্কল হারম্যানের পূর্বসূরী, উত্তরাধীকারীহীন ভ্যান হেন্নিক বংশের শেষ জন। এ ফ্লোরের কোনও একটা রুমে ঝোলানো থাকা উচিত ছিল এটার। এখনও ধড়াশ ধড়াশ করছে আমার বুক। যেনো। এ বাড়িটাকে পোড়োবাড়িতে রূপান্তরকারী স্পেশাল ইফেক্টস এক্সপার্ট হিসাবে ওকে মেনে নিতে কষ্ট হল আমার। ওকে কল্পনা করার প্রয়াস পেলাম আমি,

BanglaBook.org

তুলছে আর বইছে, ফন্দি আটছে আর হাসছে। পারলাম না। আমি দেখলাম সোফির সঙ্গে দেয়াল আর ম্যান্টেলপিসের মাঝখানে কোথাও বসে আছে ও। মাকড়শার মত ছবি আঁকা একটা বই পড়ছে ওরা।

'আর এটা হচ্ছে...

'*আলিদ*!'

'খরগোশটা কী ধরে আছে?'

'চওঅক!'

কত ছোট, নাজুক, বর্ণনার অতীত তামাটে ঝিলিকঅলা চিরস্থায়ী জটপাকানো চুল, পরিষ্কার বাদামি চোখে মস-সবুজ তিল... মাথা নাড়লাম আমি, তুলে নিলাম বাস্কেটটা, কাঠের টুকরোয় ওটা ভরে নিচে নেমে এলাম তারপর। কিছু পরিমাণ কাঠ লাইব্রেরি হার্থে ঠাসলাম, বাকিটুকু স্টোভের পাশে কিচেনে রাখলাম। তারপর আভেনে ঠাসলাম ময়দার তালটা, কফি খেলাম এবং তারপর জ্বলজ্বলে অ্যাগার পাশে উষ্ণ করে নিলাম নিজেকে।

'লিথ্যুয়ানিয়া।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। সিঙ্কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আঙ্কল চেইম, চেয়ে আছে অন্ধকার বাগানের দিকে। খুবই সতর্কভাবে সকাল হচ্ছে। নীল-কালো আকাশের পটভূমিতে আস্তে আস্তে অবয়ব নিচ্ছে গাছপালার ডগা।

'লিথ্যুয়ানিয়া মানে?'

'ওখানেই আমার জন্ম। বিরাট লিথ্যুয়ানিয়ান জঙ্গলের কিনারায়। বায়ালোয়িযা, চেন তুমি?'

'সেই জায়গাটা, যেখানে ম্যাগনাস ভেবেছিল...'

'না, সেটা আরও দূরে। এটাই বিরাট বন, যেখানে বাইসনের বাস।' শিউরে উঠল সে।

'তা, আঙ্কল চেইম, লিথ্যুয়ানিয়ান জঙ্গলের কথা কেন মনে পড়ল তোমার?'

আমার দিকে তাকাল সে, মাথাটা একপাশে ঘোরানো। 'তুষার, নাথান, তুষার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, ঘাড় ফিরিয়ে নিল। কাঠের টেবিলে বসে নাক টানল। 'রুটি বানাচ্ছ?'

মাথা দোলালাম।

আবার গন্ধ শুঁকল ও। 'আমার ফ্রিয়েডির বানানো চালাইর মত লাগছে গন্ধটা।' টেবিলের ওপর হাত নামিয়ে রাখল ও, মাথা গুঁজল সেখানে।

ধীরে ধীরে একটা বিষাদের অনুভূতি ভেসে এল আমার মাঝে। ঝরা তুষারের মত।

১৬৪৮ সালে, যখন চ্মিলনিকস্ কস্যাক হোর্ডরা হত্যাযজ্ঞ আর লুটতরাজ করতে করতে পেল্যান্ডের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেই আশায় পূর্ণ বছরগুলোর ঔজ্বল্য বিনাশ করে দিয়েছিল ওরা– আর নিভিয়ে দিয়েছিল আঙ্কল চেইমের

BanglaBook.org

জীবনপ্রদীপ। বাস্কেট ভর্তি কাপড় হাতে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ফ্রিয়েডি। সবে ঝর্না থেকে ফিরে এসেছে সে, ছোট বাড়ির বড়জোর পাঁচ কদম দূরে ছিল, তখনই নীচু ক্রমশ বেড়ে ওঠা গুড়গুড় ধ্বনি শুনতে পেল সে। আঙ্কল চেইমও শুনল আওয়াজটা। ঘরে বসে একটা ঘড়ি মেরামত করছিল সে। '*পাশ্যটার* ওপর দিয়ে যেন বজ্র ধ্বনি ভেসে আসছিল,' প্রথমবার ঘটনাটা খুলে বলার সময় আমাকে বলেছে সে, 'ফারাওর সৈন্যরা চিলড্রেন অভ ইসরায়েইলকে সাগরের দিকে ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে।' কিন্তু ফ্রিয়েডির জন্যে সাগর দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় নি। ছড়ি উঁচু করে প্রবল ঢেউকে আকাশের দিকে উঠে শাদা চূড়াঅলা দেয়াল হয়ে যাবার নির্দেশ দিতে মোজেস ছিলেন না কোনও, মেঘের কোনও স্তম্ভ ছিল না তাকে মুক্তি আর স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে। ধূলির মেঘটা বাঁক ঘুরে এগিয়ে এসে গড়ানো বাদামি বল থেকে যখন ঘোড়সওয়ারদের একটা ক্ষিপ্ত দলে পরিণত হল, খুরের ফাঁপা গর্জন ছাঁপিয়ে ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল, ব্ল্যাকগার্ডস, ওদের পোশাকের ভেতর আর ঘোড়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ তুলছিল হাওয়া, তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ আর চিৎকার করছিল ওরা। আবার ঘরে ফিরে যাবার ফুরসতটুকু মেলে নি ফ্রিয়েডির।

পাঁচ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে (কিন্তু ঘণ্টাখানেক স্থায়ী মনে হয়েছিল যাত্রাটাকে) ঝড়ের বেগে দরজা গলে বেরিয়ে এসে তার স্ত্রীকে দেখতে পায় আঙ্কল চেইম। একদিন যেখানে ছোট ছোট কালো কোঁকড়া চুলের গোছা ওর ঘাড়কে অলঙ্কৃত করেছিল, বিশ্বজগতের প্রভুর শেষ ছোঁয়ার মত কমনীয়তার মাঝে তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যোগ করেছিলেন, সেটা এখন রক্তের ঘন ফিনকিতে পরিণত হয়েছে। পথের পাশে ঘাসের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাস্কেটটা। ধোয়া কাপড়ের ওপর ফ্রিয়েডির মুণ্ডটা।

সেরাতে ফরেস্টার ইয়াঙ্কেলের বাড়ির একটা কোণে বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে থাকার সময় আঙ্কেল চেইমের খেয়াল হল কত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে ফ্রিয়েডির দেহ। আরও একবার তাকে, স্ত্রীকে সামনে দেখতে পেল সে, বরাবরের মত, ঋজু পিঠ, তার কাঁধের সূক্ষ্ম বাঁক। এবং তার ওপর, কিছু না। সেদিন বিংশতিবারের মত ঘটনাটা তাকে 'নাড়িভূঁড়ি পর্যন্ত বের করে দেয়া গাধার মত মলত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল তাকে।'

১৬৪৮। 'আমাদের নির্বাসনের সর্বোচ্চ বিন্দু,' একবার বলেছিল ম্যাগনাস। 'খুব কমই ইহুদি সম্প্রদায় ভিন্ন দেশে বেড়ে উঠেছে। এটা ছিল তেমনি একটা সময়। আমি একথা বলছি না যে জীবনযাত্রা খুব চমৎকার ছিল বা মানুষজন সুখে ছিল, কিন্তু আগের তুলনায় ভাল ছিল আর পরবর্তী সময়ের তুলনায় তো ঢের ভাল।'

'বাজে কথা,' ছিল আঙ্কল চেইমের জবাব। 'ভ্রমণরত মন্ত্রপূত বণিকদল। *ওয়ান্ডাররেব্বেস*। জড়বুদ্ধি মিস্টিক। ভণ্ড পণ্ডিত। নাজাতের বছর, বলেছিল কাব্বালিস্টরা। নাজাত... বাহ। চ্মিলনিক্কি।'

আর এখন, এখানে, আঙ্কল হারম্যানের কিচেনে, অনেক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্রী শীতে, লিথুয়ানিয়ার কথা ভাবছে আঙ্কল চেইম আর সাড়ে তিনশো বছর আগে

BanglaBook.org

ফ্রিয়েডির বানানো চাল্লাহ্‌র গন্ধ পাচ্ছে বাতাসে। আমি টেবিলে ওর উল্টোদিকে বসে খানিকটা অপরাধীর মত একটা সিগারেট ধরালাম, কারণ নিনার সঙ্গে ভাগাভাগি করার কথা যে রেশনের সেখানে হাত দিচ্ছি আমি।

'নু, এখানে হারম্যানের আভিজাত্য লাভের চেষ্টায় কী পাচ্ছ তুমি?'

আমি ওকে ব্যারিকেড, প্রচুর জমানো খাবার, যেনোর কণ্ঠে টেপ আর ঠাণ্ডায় যাতে জমে না মারা পড়ি সেজন্যে কাঠ কাটার কথা বললাম। মনোযোগ দিয়ে শুনল আঙ্কল চেইম। মাথা দোলাল সে, মাথা নাড়ল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপল, আমি শেষ করার পর ভুরু উঁচু করল।

'কার কাজ এটা?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'নিশ্চিত করে জানি না আমি। সত্যি কথা বলতে কি, এ-নিয়ে এই মুহূর্তে ভাবতেও যাচ্ছি না।'

মুখ তুলে তাকাল আঙ্কল চেইম। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করলাম আমি। বাইরে, জানালা পাশ কাটিয়ে গেল ম্যাগনাস। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, নিদ্রালু চোখ, বনের কিনারায় দাঁড়ানো গাছপালার দিকে চোখ সরু করে তাকাল এবং তারপরই হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

'*গোট...*' বলল আঙ্কল চেইম।

জানালার কাছে গিয়ে কাঁচে টোকা দিলাম আমি। দীর্ঘ সময় পর আবার ফিরে এল ম্যাগনাস। আমাকে দেখার পর মুখ হাঁ হয়ে গেল তার।

'নির্বোধ হলে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আঙ্কল চেইম, 'হয়ত মেনে নিতাম এটা। কিন্তু এটা...'

হলে তার হোঁচট খাওয়ার শব্দ পেলাম আমরা। খানিক পর কিচেনের দরজা গলে ভেতরে ঢুকল সে।

'ম্যাগনাস,' আমার সামনে এসে দাঁড়ানোর পর, বললাম আমি।

'নাথান।' আঙ্কলের দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে শ্রাগ করল সে। 'আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'নিজেকে বিয়ালিস্টোকে ভেবেছিলে তুমি,' বলল আঙ্কল চেইম।

টেবিলে বসে পড়ল ম্যাগনাস। আমার উদ্দেশে হাসল। 'হারম্যানের বাড়িতে,' বলল সে। 'সিঁড়ির মাথায় একি জঘন্য অবস্থা হয়ে আছে। কে করল কাজটা?'

আমার দিকে নজর ফেরাল আঙ্কল চেইম। আমি মাথা নাড়লাম।

'টাটকা রুটি,' বলল ম্যাগনাস। 'দারুণ মজা।'

মৃদু হাসলাম আমি।

'দারুণ মজা...' ক্ষিপ্ত স্বরে বলল আঙ্কল চেইম। 'তোমার এখন আর পাকস্থলীই নেই। হৃৎপিণ্ডও হারিয়ে গেছে। মগজের কথা না হয় বাদই দেয়া গেল। তোমার জন্যে দারুণ মজা বলে আর কিছু নেই।'

ম্যাগনাসের দিকে তাকালাম আমি। পঞ্চাশ বছর ধরে আঙ্কল চেইম আর সে যাওয়া আসা করছে এবং ওদের বেড়াতে আসাটা এতই স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে

BanglaBook.org

কদাচিৎ আমার খেয়াল হয় যে ওরা 'আসল' নয়। তবে এটা তেমনি একটা মুহূর্ত। আচমকা ম্যাগনাসকে আমি ওর সম্পূর্ণ... ভৌতিক চেহারায় দেখলাম। লম্বা নয় সে, সেসব দিনে প্রায় কেউই লম্বা হত না, বরং কৃশ আর তীক্ষ্ণ। ছোট করে ছাঁটা বাদামী চুল, এত ছোট যে ওর মাথার চাঁদি চকচক করছে ভেতর থেকে, জলপাইয়ের মত চামড়ার রঙ ওকে এক সতর্ক ইঁদুরের চেহারা দিয়েছে। এসব আর লম্বা বাঁকানো নাক আর তীক্ষ্ণ বাদামী চোখজোড়া। পঁচিশ, হয়তবা ছাব্বিশ। অমন বয়সীই দেখাচ্ছিল ওকে। কিন্তু কেন? আঙ্কল চেইমকে যে-বছর ও মারা যায় সে-বছরের মতই দেখায় নিশ্চয়ই। ম্যাগনাস প্রায় একশো বছর বেঁচে ছিল, সবচেয়ে দীর্ঘায়ু হল্যান্ডার। এটা বিদায় মুহূর্তের ম্যাগনাস, সহসা ভাবলাম আমি, পঁচিশ বা ছাব্বিশ। ঠিক যখন বিদায় নিয়েছিল ও। ভবঘুরে ইহুদি ম্যাগনাস। প্রথম হল্যান্ডার ম্যাগনাস। ফ্লাইং ডাচম্যান ম্যাগনাস। যেসব সময়ে আমার সামনে হাজির হয়েছে সে, পথিক, অনুসন্ধানী। কোথায় আছে আর কখন সেব্যাপার ওর লাগাতার অনিশ্চয়তা। বিয়ালিস্টক। আসলে কোথায় গিয়েছিল ম্যাগনাস, আঙ্কল চেইমের মৃত্যুর পর যখন ঘর ছেড়েছিল সে? ভুল পথে, বলেছে সে। পশ্চিমের বদলে দক্ষিণে, কিংবা দক্ষিণের বদলে পশ্চিমে। কিন্তু চলার ওপর বিশ বছর, কেবল একটা ভুল বাঁকের কারণে?

ম্যাগনাসের দিকে তাকালাম আমি, তারপর ঘাড় ফেরালাম। কফি ঢালতে ঢালতে জানালার দিকে চোখ যেতে দিলাম। গাছপালার ওপরের আকাশ এখন আগের চেয়ে নীল। তুষারপাত থেমে গেছে। ডালপালার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম বাতাস পড়ে গেছে। সামনে ঝুঁকে চোখ ছোট করে থার্মোমিটারটা দেখলাম, কিন্তু এখনও বেশ অন্ধকার, স্কেলে মারকারি পড়া গেল না।

আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম যখন, ঠিক আগের ভঙ্গিতেই বসে থাকতে দেখলাম আমার আত্মীয়দের।

'কি?' জানতে চাইলাম আমি।

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল আঙ্কল চেইম।

'কিসের দিকে তাকিয়ে আছ তোমরা?'

ম্যাগনাসের দিকে তাকাল সে, এখনও জবাবের অপেক্ষা করছে সে। 'চোখ নামিয়ে দেখ।'

চমকে উঠল ম্যাগনাস, তারপর বিভ্রান্ত চেহারায় এপাশ-ওপাশ তাকাল। 'আমি? কিন্তু এইমাত্র না আমরা জানতে চাইলাম কে বানিয়েছে ঐসব...

'মুখটা বন্ধ কর,' বলল আঙ্কল চেইম।

'যেনো,' বললাম আমি। 'এটা যেনোর কাজ।'

আচমকা উঠে দাঁড়াল আঙ্কল চেইম। কাউন্টারের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। 'কস্যাকরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

পরস্পরের দিকে তাকালাম আমি আর ম্যাগনাস। 'নাঙ্কল,' বলল ম্যাগনাস।

'কোনও কস্যাক নেই,' বললাম আমি।

'কীভাবে... যদি কোনও কস্যাক না থাকে...

BanglaBook.org

ম্যাগনাসের অভিব্যক্তি বিস্ময় আর শঙ্কার একটা মিশেল।

আমরা কেমন করে তুষারে আটকা পড়েছি, নিনা পালানোর চেষ্টা করেছিল, ওপর তলায় যাবার পথ যে বন্ধ ছিল, টেপে যেনোর কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, সব ওদের জানালাম আমি, আর... 'নাঙ্কল,' চেইমকে বললাম আমি। 'কাজটা যেনো করেছে বলেছি আমি, কিন্তু সেটা অনুমানমাত্র। *নিনার* ধারণা এটা যেনো।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে। 'নিনা এখানে?'

মাথা দোলালাম আমি।

'মনে হয় আভেন থেকে রুটি বের করে নেয়া দরকার তোমার,' বলল ম্যাগনাস।

লাফিয়ে উঠলাম আমি। কাউন্টারের ওপর থেকে খাবলা মেরে ডিশ টাওয়েলটা তুলে নিলাম, আভেন খুললাম তারপর। ঠিক বলেছে সে। বেকিং প্যান থেকে ময়দার তালের একটা মাশরুমের টুপি ফেঁপে উঠেছে। ওটার নিচে আভেনের মেঝেয় পড়ে আছে আগুন-জ্বলা বাদামী পাথরটা, দ্বিতীয় রুটিখানার পরিণতি। বেকিং ট্রেটা টেনে বের করে আনলাম আমি, উপুড় করলাম কাউন্টারের ওপর। তারপর অন্য রুটিটা একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে আলগা করে পিছলে বের করে আনলাম, ব্রেড-বোর্ডের ওপর রাখলাম ওটা।

'সুখের গন্ধ,' আমার পাশে দাঁড়িয়ে কুকুর ছানার মত গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বলল আঙ্কল চেইম। 'টাটকা বেক করা রুটি, সদ্য কাটা ঘাস, হালকা বৃষ্টি।'

এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল ম্যাগনাস। 'আজকাল মারাত্মক রকম কাব্যিক হয়ে উঠেছে নাঙ্কল চেইম।'

নাক সিঁটকাল চেইম। 'আমি কাব্যিক, তুমি অমনোযোগি। যদি জানা না থাকত, আমি হয়ত বলতাম আমরা আমাদের পথের শেষ দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।'

'আর বদ-মেজাজি,' বলল ম্যাগনাস। 'মারাত্মকরকম বদ-মেজাজি।'

'ম্যাগনাস, কানে পার্সলি দাও, টার দিয়ে মুখ ধোও, চোখের ওপর হাত রাখ। আবার যখন চিন্তা করার ক্ষমতা হবে, তুমি...

'নাঙ্কল,' বললাম আমি।

আমার গ্রেট-গ্র্যান্ড আঙ্কল মাথা দোলাল, কাঁধজোড়া সামনে ঝুঁকল তার। ওকে যতদিন ধরে চিনি, সব সময়ই কাগতাড়ুয়া আর কোনও দর্জির মিশেল বলে মনে হয়েছে, কিন্তু আজ যেন আরও বেশি বেশি কাঠির মত আর নাজুক দেখাল ওকে। যেন পরনের পোশাক দেহের বদলে একটা ঝাড়ু দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে।

'তোমাকে একটা কথা বলতে যাচ্ছি আমি, নাথান। বসো না, কথার পিঠে কথা বলো না। কমান্ডমেন্টের কথা মনে রেখ। এই তো। বসো, *মেইন কাইন্ড*।'

*মেইন কাইন্ড*। সে যখন জীবিতদের জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছিল তখন ওর যা বয়স ছিল এবং যে জগতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে এবং তিনশো বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখন আমার বয়স তার চেয়ে ঢের বেশি, অথচ আমাকে সে বলছে: মেইন *কাইন্ড*।

BanglaBook.org

কিচেনে হাঁটতে লাগল সে, সিঙ্ক থেকে দরজা, দরজা থেকে সিঙ্ক এবং আবার ফিরতি পথ।

'দুধরনের আলো, দুটো আলাদা শক্তির। কী ঘটে? একটা দেখা যায়, অন্যটি প্রথমটির উজ্জ্বলতার কাছে হারিয়ে যায়। তার মানে এই নয় যে: প্রথম আলোটাই শ্রেষ্ঠ। শক্তিশালী। সব... সবচেয়ে দীপ্তিময়। কখনও কখনও দুর্বলতর বাতিটাই সেরা হতে পারে। হারম্যান কি বলেছিল? তুমি তোমার মেধা কাজে লাগাও না। রূপকথার পেছনে ওগুলো অপচয় কর, যেখানে কিনা... পৃথিবী শাসন করতে পারতে। একথাই বলেছিল সে।'

আসলেই, একথাই বলেছিল আঙ্কল হারম্যান। পৃথিবী শাসন করতে পারতে তুমি। কথাটাকে কত আমেরিকান শুনিয়েছে ভাববার কথাটা মনে পড়ল আমার।

'আমি তোমাকে বলব কেমন ছিল ব্যাপারটা।'

'নাঙ্কল,' বলল ম্যাগনাস।

'*শচ্‌টিল*,' বলল আঙ্কল চেইম।

টেবিলে বসে রইলাম আমি, চারপাশে টাটকা রুটির মাতাল করা গন্ধ, আর কোনও বাচ্চার মত শুনে গেলাম, যাকে বলা হচ্ছে যে *সিন্টারক্লাসের* মত কিছু নেই আসলে।

'যেনো... ও কি ছিল জান না তুমি, নাথান। কেউ দেখে নি সেটা।' সিঙ্কের কাছে ফিরে গেছে সে, গ্রানিট তলে হাত রাখল, কনিফারের শাদা দেয়ালের ওপরে বাইরের ধূসর-নীল আকাশের দিকে তাকাল। 'সেই ছিল অপরজন।' ঘুরে দাঁড়িয়ে, আবছা হয়ে যাওয়া কালো চোখে তাকাল আমার দিকে। 'ও ছিল সিত্রা আহ্‌রা।'

'আঙ্কল...

'অন্য দিক, নাথান। সিত্রা আহ্‌রা। ও-ই বিনাশকারী।'

'*কিসের?*

'জগৎ সমূহের ধ্বংসকারী।'

একটা পর্দা ওঠানো হল। ঝড়ের পর লুকিয়ে থাকা আলোকে প্রকাশ করার জন্যে ভাগ হয়ে যাওয়া মেঘের মত, আমার অন্তরের অন্ধকার আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল, আমি যেন অন্য কোনও জগতে আছি, আঙ্কল চেইমের সিত্রা আহ্‌রা নয়, বরং এস ১০,০০০-র কাছে মরুভূমির শক্ত বুকে। মিস্টার 'ও'র কৃশ, বাঁকানো কাঠামো, উড়ন্ত ধূসর স্যুট, ভোরের উদীয়মান সূর্যের বিপরীতে তীক্ষ্ণ চেহারা, ডানহাত তার চোখের ওপর রাখা, দূরে চেয়ে আছে যেখানে পাক খাওয়া কালো মাশরুম গরগর শব্দে আকাশের পানে ধেয়ে যাচ্ছে। 'আমি মরণে পরিণত হয়েছি, জগৎসমূহের ধ্বংসকারী।'

'নাথান।' চমকে উঠে আঙ্কল চেইমের দিকে চোখ ফেরালাম আমি। 'তুমি... ছোট বাতি, ক্ষীণ শিখা যাকে কেউ... যেনো'র... জ্যোতির মাঝে... দেখতে পায় নি...

BanglaBook.org

'এখন আমাদের যেতে হবে, আঙ্কল।' উঠে দাঁড়িয়েছে ম্যাগনাস। জামার হাতা আঁকড়ে ধরেছে ওর। 'প্রায় দিন হয়ে এল।'

'নাথানকে... জানতে... হবে...

'নষ্ট করার মত সময় নেই, নাঙ্কল।'

'কি?' জিজ্ঞেস করলাম।

চোখ বন্ধ করল আঙ্কল চেইম। তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল ম্যাগনাস, মাথা নাড়ল তারপর। ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল সে, আমি মাথা না দোলান পর্যন্ত দৃষ্টি সরাল না। সকালের রোদে হারিয়ে যাওয়া কুয়াশার মত গলে গেল ওরা।

আঙ্কল চেইম আর ম্যাগনাস যেখানে মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে চোখ সরাতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল আমার। ঠাণ্ডা কফিটুকুর শেষ ফোঁটাগুলো খেলাম আমি, আঙ্কল চেইমের ঠোঁট গলে বেরিয়ে আসা অর্ধেক বাক্যগুলো, তারপর ভগ্নাংশগুলোর কথা ভাবলাম। আলো, ওখানে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া আলোর কথাও।

কাউন্টারের ওপর রাখা আমার রুটি দুটো ধোঁয়া ছাড়ছে। প্যানের রুটিটা ঠিক মাঝখানে দু টুকরো হয়ে গেছে। অন্যটি, বেকিং শিটের ওপর, ডাচ কারিগরদের চোখে খুবই মোহনীয় দেখায় সেই ধরনের রুটিতে পরিণত হয়েছে: গোল, হালকাভাবে ময়দা লেগে আছে, কিনারার কাছটায় হালকা বাদামী, চূড়াটা গাঢ়, পলিশ করা কাঠের মত চকচক করছে। ময়দার তালের তিন জায়গায় ফেঁড়ে দিয়েছিলাম আমি। ফ্যাকাশে দাগ হয়ে গেছে ওগুলো। কেতলিটা চুলোয় বসিয়ে দিলাম আমি, রুটি আর পনির কেটে টুকরো করলাম, কফি তৈরি হবার পর এক স্তূপ স্যান্ডউইচ আর এক মাগ ধূমায়িত কফি নিয়ে হান্টিং রুমের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। ছোট বাতি এক বিরাট নাশতা পরিবেশন করছে, ভাবলাম আমি।

যেন কোনও মরা মানুষকে ডেকে তোলা হয়েছে, এমনভাবে ঘুম থেকে জেগে উঠল নিনা। ককিয়ে উঠল ও, যুদ্ধ করল, বাধা দিল। চোখ মেলল, সামান্য ফাঁক করে, বন্ধ করে ফেলল আবার। খানিকক্ষণ শুয়ে থাকার পর সামান্য ভাঙা গলায় বলল, 'কফি...

নীরবে খেল ও। কোল বোঝাই করে কাঠ নিয়ে এসেছিলাম আমি; একটা আগুন জ্বালালাম, ফলে হান্টিং রুমটা আর খুব বেশি অন্ধকার থাকল না।

'ওটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের,' আমি ফিরে এসে খাটের পায়ের কাছে বসার পর বলল নিনা। হার্থের দিকে মাথা দোলাল ও।

'হ্যাঁ।'

কফিতে চুমুক দিল ও, সোজা সামনের দিকে তাকাল। 'তো?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'দেখা যাক অবস্থা কোন দিকে গড়ায়। পরিস্থিতি যদি একেবারেই খারাপের দিকে চলে যায়, পোড়ানোর জন্যে বই তো আছেই।'

BanglaBook.org

দীর্ঘ সময় আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও।

'চিন্তা করো না,' বললাম আমি। 'তুমি ঘুমিয়ে ছিলে যখন আরেকবার ব্যারিকেডের কাছে গিয়েছিলাম আমি। যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বড় ওটা। ওখানে হয়ত এই রুমটাকে উত্তপ্ত করার মত যথেষ্ট কাঠ আছে। আজ রাতে এখানে ঘুমাতে পারবে তুমি। আমি লাইব্রেরিটা বেছে নেব।'

আধো-আলোর দিকে তাকিয়ে স্যান্ডউইচ খেল ও। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। 'আমি ভেবেছিলাম আমাদের কাছে কোনও রুটি ছিল না?'

আমাদের। এবারই কি প্রথম 'আমাদের' শব্দটা ব্যবহার করল ও? এটা কি আর *আমার* বাড়ি নেই, যেখানে ও আটকা পড়েছে?

'এটা টাটকা বেক করা,' বলল ও। 'কীভাবে...

'ময়দা ছিল, গুঁড়ো দুধ, আমাদের একটা আভেন আছে।'

ওর চেহারায় সমীহের ছাপ দেখলাম। 'নাথান হল্যান্ডার।' বলল ও, 'কেমন ধরনের মানুষ তুমি যে রূপকথা লিখতে পার, রুটি বেক করতে জান, আমার চাখা সেরা স্যারক্রাউট ক্যাসেরল বানাতে পার? আর কী পার তুমি?'

'মৃতদের সঙ্গে কথা বলতে পারি,' বললাম আমি।

হেসে উঠল ও।

'তো, আজকের আয়োজন কি?'

চুলে হাত চালিয়ে মুচকি হাসলাম আমি। 'আজ, ম্যাডাম, হাউস ব্রেকফাস্টের পর, তোমাকে এসকর্ট করে হলে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে স্থানীয় অধিবাসীরা তোমাকে একটা অদ্ভুত কিন্তু দারুণ রীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে: অ্যান্টিক ভাঙা।'

'অ্যান্টিক ভাঙা।'

'অ্যান্টিক ভাঙা এমন এক ঐহিত্য প্রফেসর সেলচিওরের দাবীর বিপরীতে প্রতিমা বিরোধী হিংস্রতার আগেও যার অস্তিত্ব ছিল, তার গবেষণা ছিল: "ডেক পরিষ্কার করণ, অ্যান্টিক ভাঙা ও অন্যান্য বিশুদ্ধিকরণ আচার।" অ্যান্টিক ভাঙা প্রদর্শনীর পর লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে, যেখানে ফায়ার ফিক্সিং প্রত্যক্ষ করবে তুমি। ধেৎ।'

'কী হল?'

'লাইব্রেরির আগুনটা। অনেকক্ষণ পরখ করি নি ওটা। তুমি পোশাক পরে নিলে আমি নিচে গিয়ে আরও কাঠ ছুড়ে দেব ওতে।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি, বেরিয়ে এলাম রুম ছেড়ে। আমি যেই দরজাটা পেছনে বন্ধ করতে যাচ্ছি, নিনার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। 'গোসল,' বলল ও, 'গোসলের কি ব্যবস্থা করেছ তুমি?'

'কিছু না,' বললাম আমি। 'ওপরে কোনও পানি নেই। আজ বিকেলে, যদি বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারি আমরা, টাবটা ভরতে পারব। কিন্তু আমাদের গরম পানির বাকেট বইতে হবে।'

BanglaBook.org

'গোসল ছাড়া,' নাক কোঁচকাল ও। 'ওয়াক।'

'আমরা দুজনই যতক্ষণ নোংরা আছি,' বললাম আমি, 'ভালই হবে।'

লাইব্রেরির আগুনটার তেমন কিছু আর অবশিষ্ট নেই এবং সকালের পর রুমের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে নি। আবার আগুনটা জ্বালাতে লেগে গেলাম আমি, অনেকক্ষণ বসে থেকে নজর রাখলাম, বারবার হার্থের মুখের লকলকে জিভের জানোয়ারটাকে একটুকরো চেয়ার ড্রয়ার বা কাবার্ড তুলে দিলাম। আধ-ঘণ্টা পর ভেতরে এল নিনা। আঙ্কল হারম্যানের পোশাক ওর পরনে, আগের দিন যেগুলো ওকে দিয়েছিলাম আমি, আশ্চর্যরকম মলিন দেখাচ্ছে ওকে। ও মেকাপ নেয় নি, বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লেগে গেল আমার।

'চিরুনি আছে?' আগুনের সামনে আমার পাশে উবু হয়ে বসার সময় জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়লাম আমি। 'চাইলে সবসময়ই কাঁটাচামচ ব্যবহার করতে পারবে।'

'একটা... অ্যাই, আমাকে কি মনে করেছ, উইলমা ফ্লিন্টস্টোন?'

'ওটা তোমার ব্যাপার।'

নাটকীয় ঢঙে বিলাপ করতে করতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। 'মা, মা! আমি কি অন্যায় করেছি যে আমার এমন হল? অগোছাল চুল, গোসল নেই আর কাল রাতে আমার বাবার বয়সী এক বুড়োর সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমিয়েছি আমি!'

'নিনা?'

'কি?'

'চোপ।'

মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকাল। 'আঙ্কল নাথান! এ কি ভাষা!'

আগুনে আরও কাঠ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'কথাটা সত্যি,' বলল নিনা।

'কোনটা সত্যি?'

'গতকাল রাত যে বাবার বয়সী একজন লোকের সঙ্গে কাটিয়েছি।'

'যতক্ষণ তা সম্মানিয় সেক্স থাকছে, ডিয়ার গার্ল।'

একটা আঁকাবাঁকা ভুরু নাচাল ও।

'কিন্তু তোমার মায়ের কথা বল, কেমন আছে ও?'

'ব্যস্তব্যস্তব্যস্ত।'

'অবশ্যই ওকে আমার শ্রদ্ধা জানাবে, ঠিকাছে?'

আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও, মুখ খুলল। তারপর আবার মুখ বন্ধ করে মাথা নাড়ল।

'কি?'

'তুমি একটা... তুমি একটা যা তা,' বলল ও। 'চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এখানে তুষারে আটকা পড়ে আছি আমরা। আজ যদি গরম পানির বৃষ্টি না হয়

BanglaBook.org

সপ্তাহের বাকি সময়ের জন্যে আটকা পড়ে থাকতে হবে আর তুমি কেবল বলছ: তোমার মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবে।'

'তোমার ধারণা এখান থেকে আর কোনওদিনই বেরুতে পারব আমরা না?'

উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'এই মুহূর্তে তেমন একটা আশা নেই।'

দরজার দিকে এগোলাম আমি। 'খুবই লজ্জার কথা,' কাঁধের ওপর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কারণ খাবারে ঠাসা একটা সুপার মার্কেট আর অ্যান্টিকের পাহাড় বাদে কেবল আশাটুকুই আছে আমাদের।'

খুব বেশি আলো নেই হলে, তবে গ্যাস বার্নারটাকে খানিক অবসর দেয়ার মত যথেষ্ট। কুড়ালটা তুলে নিলাম আমি, সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম তারপর। লিনেন কাবার্ডটার অবশিষ্টাংশটুকু কোপানো শুরু করে দিলাম। সাইড প্যানেলগুলো ধরাশায়ী হবার পর নিজেকে স্কয়্যার ভ্যান হেননিকের মুখোমুখি আবিষ্কার করলাম আমি। পোর্ট্রেটটা ঠিক চোখের সমান উচ্চতায় ঝুলছিল। ওটা আলগা করে নিনার হাতে চালান করে দিলাম। বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। 'আগুনে? মাথা খারাপ? না, স্রেফ দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখ। এমন কোথাও যেখানে আমাদের আতঙ্কিত করতে পারবে না।' ওকে বললাম ওটা কেমন করে কাবার্ডের ঝোলানো ছিল, যেন ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে বোঝানোর জন্যে।

পেইন্টিংটা নামিয়ে রাখল নিনা। 'দুনম্বর ফাঁদ,' বলল ও।

'তিন নম্বর: পিয়ানো, টেপ, আর এখন এই ব্যাপারটা।'

মাথা দোলাল ও। একই সঙ্গে আমরা দুজন টের পেলাম যে টেপটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা কেউ বললাম না সেকথা, কিন্তু আমাদের চোখাচোখি হতেই একজন বুঝলাম অপরজন কী ভাবছে।

ব্যারিকেডে একটা কুলুঙ্গীর মত সৃষ্টি হয়েছে, আনুমানিক ছয় ফুট প্রশস্ত একটা জায়গা, বাম দিকটা সাইডবোর্ড আর ছোট লাল সোফা, গোটাদুই টেবিল, সেক্রেটেয়ার আর অন্যান্য ছোটখাট ফার্নিচারের একটা স্তূপে আটকানো। ডান দিকে আমাদের পথ আটকে রেখেছে চেয়ার, গোটাকতক বেডসাইড টেবিল, একটা বা দুটো আর্মচেয়ার, একটা ব্ল্যাঙ্কেট-চেস্ট আর টুকটাক জিনিসের বড়সড় মিশেলের একটা স্তূপ। একটা আয়না, গোটাদুই ম্যাট্রেস, বালিশ, একটা হ্যাট র‍্যাক আর এখানে সেখানে আটকে থাকা ফটোগ্রাফ, ভাস, ছাতা, বাক্স, একটা ওকিং স্টিক, ফ্লোর ল্যাম্পস্, ঘড়ি, একটা দাড়িপাল্লা, ১৯৪০ সালের একটা রেডিও, অ্যাশট্রে দেখতে পেলাম আমি। স্তূপটা প্রায় সিলিং ছুঁয়েছে আর আমাকে তা মরিয়া অনুভূতিতে ভরিয়ে দিল যেমনটা হয় কেউ বাড়ি বদলানোর পর যখন রিমুভালম্যানরা সারা বাড়িতে বাক্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যায়, সর্বত্র দাঁড় করানো থাকে ফার্নিচার, সব ভুল রুমে। ব্যারিকেডের বামদিকে যেহেতু বেশি কাঠ রয়েছে এবং আমার বেডরুমের দিকেই গেছে, কুড়োলটা উঁচু করে সজোরে সাইডবোর্ডের ওপর নামিয়ে আনলাম আমি।

BanglaBook.org

লিনেন কাবার্ড আর সাইডবোর্ডটা শেষ পর্যন্ত পথ থেকে সরে গেল যখন, চিলেকোঠার দরজা খোলার চেষ্টা করলাম আমি। তালা দেয়া। চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি দিলাম যখন, ঘোলাটে আলোয় অসংখ্য চেয়ারের পায়া দেখা গেল। যেন ট্রাক ভর্তি ফার্নিচার ওপর থেকে সিঁড়ি বরাবর গড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তালা ভাঙতে গেলাম না আমি, কারণ দরজার ওপাশে যাই থাকুক না কেন হুড়মুড় করে নেমে আসবে এবং ব্যারিকেডের গর্তটাকে ভরে দেবে। তাছাড়া, এমনও হতে পারে যে হলওয়ের চেয়ে ছাদের নিচে ঠাণ্ডা অনেক বেশি আর ভাঙা দরজা দিয়ে জোরাল বাতাস ধেয়ে আসতে পারে। সুতরাং সোজা সামনে এগোলাম আমরা।

এখন সত্যিকারের অগ্রগতি হচ্ছে আমাদের। পাঁচ বা ছয়টা ডাইনিং রুম চেয়ারের একটা স্তূপ বেশ দ্রুত সিঁড়ি বরাবর নিচে পাঠিয়ে দিলাম আমরা। অল্প সময় পরেই একটা ঘুড়ি ওড়ানোর সুতা নজরে এল আমাদের, একটা চেয়ারের পায়ার সঙ্গে বাঁধা। কুড়াল দিয়ে কেটে দিলাম ওটা। চেয়ারগুলোর পর এল আমার শোবার ঘরের জিনিসপত্র, প্রথমেই ম্যাট্রেস, বালিশ, চাদর আর নাইট টেবিল, এবং তারপর আস্ত খাট-টা। যতটা সম্ভব দেয়াল ঘেঁষে লিনেন স্তূপ করে রাখার চেষ্টা করলাম আমি। খোদ খাটের কাছাকাছি আসার পর ক্যাসেট রেকর্ডারটা চোখে পড়ল আমার, লম্বা এক টুকরো টেপ দিয়ে খাটের পায়ের সঙ্গে আটকানো রয়েছে ওটা। সুতোটা প্লে-বাটনের সঙ্গে প্যাঁচানো। রেকর্ডারটা চিনতে পারলাম। আঙ্কল হারম্যান ওটায় নোট ডিক্টেক্ট করত। প্লে-বাটনটা একটা ছোট ধাতব-বার, ওটা অন করার জন্যে ওপর দিকে টেনে তুলতে হয়। গতরাতে স্তূপ থেকে যখন একটা চেয়ার উঠিয়েছি নিশ্চয়ই আরেকটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে গিয়েছিল, যেটার সঙ্গে সুতোটা বাঁধা, এবং ফাঁদটাকে চালু করে দিয়েছে।

'কতক্ষণ চালিয়ে যাবার কথা ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল নিনা। রেইকের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে ও।

কুড়োলটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে ওর দিকে তাকালাম আমি। 'এখনই যতটা সম্ভব সেরে ফেলতে চাই। তা নাহলে আজ বিকেলেই আবার এখানে উঠে আসতে হবে আমাদের।'

'দুঃখী দুঃখী চেহারা কেন, এন?' রেইকটাকে ব্যানিস্টারের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ও।

'মনে হয় এটায় আর মজা পাচ্ছি না বলে।'

এক গোছা চুল সরিয়ে দিল নিনা, আবার পেছনের জিনিসপত্রের পাহাড়ে নজর বোলাল। 'হলওয়ের শেষ মাথা আর কতদূর?'

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম আমি। আধো আলোর পটভূমিতে স্তূপীকৃত ফার্নিচারের এবড়োখেবড়ো আউটলাইনের ছায়া দেখা যাচ্ছে। 'আনুমানিক বিশ ফুট। একটু পরেই বামদিকে একটা দরজা পাওয়া যাবে, আমার বেডরুমের দরজা। উল্টোদিকে আরেকটা দরজা আছে। তারপর বাইরের দেয়ালের দিকে চলে যাওয়া হলওয়ের আরেকটা অংশ।'

BanglaBook.org

'তুমি ঠিক জান চিলেকোঠায় কিছু নেই...

'আঙ্কল হারম্যান এখানে থাকার সময় কোনও কিছুই ছিল না। আর যদি থাকেও... চিলেকোঠায় যাবার সিঁড়িটা এক বিরাট আবর্জনার শ্যুট। ওটা খালি করতে চেয়েছ তুমি?'

'চিলেকোঠায় যদি কিছুই না থাকবে,' বলল নিনা, 'তাহলে এতসব জিনিস যে স্তূপ করল সেই লোকটার কী হল?'

প্রশ্নটা এত যুক্তিপূর্ণ এবং সেই সঙ্গে এত সাধারণ যে প্রথমে ধরতেই পারলাম না কী বলছে ও।

'আমি ব্যারিকেডের বিষয়ে এক্সপার্ট নই,' বলল নিনা, 'কিন্তু যেভাবে সবকিছু স্তূপ হয়ে আছে, তাতে করে আমি বলব যে-ই এটা বানিয়ে থাকুক, নির্ঘাৎ নিচ থেকে ওপরে উঠে গেছে।'

'বেডরুমগুলোয় কাজ শুরু করেছে সে...

মাথা দোলাল ও। 'আস্তে আস্তে হলওয়ের ডান পাশটা ভরিয়েছে সে, সিঁড়িঘরে না পৌঁছা পর্যন্ত।'

'এবং তারপর অন্য মাথার দিকে নেমে গেছে।'

সিঁড়ি ঘর আর ওটার ডানপাশের অক্ষত ব্যারিকেডের চেহারার দিকে তাকালাম আমরা।

'এবং ওপাশেও একই কাজ করেছে।'

'পিয়ানোটা,' বললাম আমি।

'পিয়ানোটা কোথায় ছিল?'

'ডান পাশে, সবচেয়ে দূরের রুমে।'

'সবার আগে যেটা বিদায় করতে হয়েছে তাকে।'

চুপ হয়ে গেলাম আমরা, বন্ধ চিলেকোঠার দরজার দিকে তাকালাম। সদর দরজার মাথার ওপরের জানালা গলে হলে ঢুকে পড়া আলো এখানটায় যথেষ্ট উজ্জ্বল, সিঁড়িঘরের আশপাশের এলাকা আলোকিত করে তুলতে পেরেছে।

'তো তোমার ধারণা,' আস্তে করে বললাম আমি, 'যে সে হলওয়ের দুপাশ বন্ধ করার পর সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠায় উঠে গেছে আর...

মাথা দোলাল নিনা।

কাঠের টুকরো-টাকরার মাঝে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। হিংস্র ভঙ্গিতে কোপানোর ফলে ঘেমে গেছি আমি। এখন উত্তাপহীন দোতলার ঠাণ্ডায় দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলাম, কিন্তু যখন আমার দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেতে শুরু করল, বুঝতে পারলাম না যে ঠাণ্ডা নাকি নিনার বিশ্লেষণ যে অনিবার্য উপসংহারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সেটাই এর কারণ।

'যেনো,' বলল নিনা।

কিছু বললাম না আমি। কুড়োলটা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ওকে পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে কিচেনে ঢুকলাম।

BanglaBook.org

কথা বলি নি আমরা। আমি রুটি টুকরো করলাম, পানি উতরিয়ে কফি বানাল নিনা, সবকিছু তৈরি হবার পর টেবিলে বসলাম, যেখানে যেনো, আমার বোনেরা আর আমি গ্রীষ্মকালে প্রায়ই বসে আমাদের জন্যে মিসেস স্যান্ডার্সের ঢেলে দেয়া মাগ ভর্তি তাজা দুধ খেতাম, মাখনের টুকরো কিনারা বেয়ে উপচে পড়ত। কেটে টেবিলে বেতের বাস্কেটে সাজিয়ে দেয়া রুটিগুলো আসত গ্রাম থেকে। ভারি বাদামী ছিল ওগুলো, দানাদার ছিল স্বাদ। অন্য সব জায়গায় রুটির মত আকৃতিঅলা একটা কিছু পাবে তুমি, কিন্তু সেটা বাড়ি আনার পর ধূসর গদির চারপাশে শক্ত আস্তরণ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে প্রমাণিত হয়। এখন সকালে আমার বেক করা গোল রুটিটার বড় শাদা টুকরো খাচ্ছিলাম আমরা। নিনার চুল সাপের মত ঝুলে আছে, ওর গাল কিঞ্চিৎ লাল। নীরবে পরস্পরকে পেরিয়ে তাকিয়ে আছি আমরা।

'তোমাকে একটা কথা বলতে পারি?' খানিক বাদে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

স্যান্ডউইচে কামড় দিল নিনা, সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

'আর কখনও এতটা সুস্থ দেখি নি তোমাকে।'

মুহূর্তের জন্যে চিবুনো বন্ধ রাখল ও। 'তোমার বোধ হয় প্রত্যেক শীতে এরকম ব্যবস্থা করা উচিত,' বলল ও। নাথান হল্যান্ডার'স বিউটি ফার্ম। কঠোর পরিশ্রম, পরিপূর্ণ খাবার আর ভয়ের বড়সড় ডোজ।'

'আমি আন্তরিকভাবে এসএস-এর কথা বলব।'

'কি?'

'ফ্রয়েড। জার্মানরা বাড়ি ছাড়া করার পর ঠিক একথাই বলেছিলেন ফ্রয়েড। ওরা, তাঁর টাকা পয়সা চুরি করে, লণ্ডভণ্ড করে ফেলে বাড়িটা, এবং ওঁকে পালাতে বাধ্য করে। বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় তাঁকে একটা স্টেটমেন্টে স্বাক্ষর দিতে হয়েছিল যে তার সঙ্গে ভাল আচরণ করা হয়েছে।'

'তাই কি?'

মাথা দোলালাম আমি। 'তিনি আরও লিখেছিলেন: আমি আন্তরিকতার সঙ্গে এসএস এর কথা বলব।'

আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ও। তারপর মৃদু হাসল। 'তার মানে এখন তুমি ভাবছ দুএক দিনের মধ্যে যদি আমাকে এই পাগলাগারদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে পুলিস হাজির হয়, আমাকে এই মর্মে একটা বিবৃতিতে সই দিতে হবে যে, আমি আন্তরিকভাবে নাথান হল্যান্ডার'স বিউটি ফার্ম-এর কথা বলব।'

'অন্তত এটুকু করতে হবে তোমাকে, ম্যাডাম।'

চায়ে চুমুক দিল ও। জানালার দিকে গেল ওর দৃষ্টি। 'যাহোক, তুষারপাত বন্ধ হয়েছে বলে আমি খুশি।'

'কিন্তু যেকোনও সময়ের তুলনায় কঠিন ঠাণ্ডা পড়ছে।'

'আজ বিকেলে কী করব আমরা?'

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়ালাম আমি। এঁটো থালাবাসন পরিষ্কার করলাম। 'কিছু না,' বললাম আমি। 'সারাদিনের জন্যে যথেষ্ট কাঠ পাওয়া গেছে। বিকেলটা ছুটি নেয়ার কথা বলব আমি।'

স্টোভের কাছে গিয়ে একটা ডিশটাওয়েল তুলে নিল নিনা, কেতলির হাতলের ওপর বিছিয়ে দিল ওটা। প্লেটগুলোর ওপর গরম পানি ঢালতে শুরু করল। 'যেন কোনও সান্ত্বনা এটা,' চারপাশে কুণ্ডলী পাকানো বাষ্পের মেঘের ভেতর থেকে বলল ও। 'কোনও কাজ ছাড়া সারাদিন।'

'নিনা,' আমি বললাম। 'আগেও তোমার এব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। তোমার সবচেয়ে বড় ভয়টা কি জান তুমি, আমার মতে? অলসতা। কোনও কিছু না করাকে ভয় পাও তুমি।' থালাগুলো তুলে সিঙ্কে রাখলাম আমি। 'এখানে একটা লাইব্রেরি আছে, এদেশে, সম্ভবত গোটা মহাদেশে যার জুড়ি নেই আর তুমি কয়েকটা বাড়তি ঘণ্টাকে ভয় পাচ্ছ। কিন্তু, ঠিকাছে, যদি তুমি কিছু করতে চাও, কাঠ কাটতে পার অনায়াসে। কেবল দেয়ালের কাছে পৌঁছে যেন থাম, সেদিকে খেয়াল রেখ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'তোমার ওই লাইব্রেরিটা... তোমার কি মনে হয় ক্লান্ত তরুণীদের উপযোগি হালকা মানের নভেলেটস্ পাওয়া যাবে ওখানে?'

'হঠাৎ আমার এরকম অস্বাভাবিক অনুভূতি হচ্ছে কেন যে ওই কথাটা যদি *আমি* বলতাম, গালে চড় খেতে হত আমাকে?'

মিষ্টি করে হাসল ও। 'এসো ওই জীবনীর আরেকটা অংশ পড়া যাক। যদি অবশিষ্ট থাকে তোমার কাছে।'

'স্তূপ, ম্যাডাম, ঢিপি।'

তো আগুনের পাশে চেয়ারে বসে পড়ে বিকেল পার করে দিলাম আমরা। সেলার থেকে টি-লাইটস্ নিয়ে এসেছিলাম আমি, বড় পানির গামলায় ভাসিয়ে দিলাম। যেখানে যত পেয়েছে প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলেব্রা যোগাড় করে এনেছে নিনা, আমাদের চেয়ারগুলোর মাঝখানে বসিয়েছে। মোমবাতির মৃদু আভায় পাণ্ডুলিপির আরেকটা অংশ পড়ল নিনা, আর আমি আমার নতুন সংকলনের তিনচারটা রূপকথার প্যাকেটটা নিয়ে কাজ করে চললাম।

'আমাকে কী দিয়েছ তুমি?'

'জুৎসই কিছু,' বললাম আমি। 'যেনো।'

ওর দৃষ্টি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে আমি ভাবলাম ছাপানো কাগজের শিটের পুরো স্তূপটাই ফিরিয়ে দেবে ও, কিন্তু পরক্ষণে পাজোড়া পাছার নিচে ভাঁজ করে পড়তে শুরু করল।

BanglaBook.org

# থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র

১৯৪৮ সালে যার যার পথে বেছে নিয়েছিল ম্যান্নি আর সোফি। ম্যান্নির মতে, সোফি বড় বেশি ইউরোপীয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেখতে শুরু করেছিল যার ফলে পরিবারের বাকি সবার ধারণা জন্মায় একটা বানরের খাঁচায় বাস করছে ওরা।

আগের বছর নিউ ইয়র্কে ফিরে এসেছিলাম আমরা। ম্যানহাটানে আমাদের পুরনো অ্যাপার্টমেন্টে, যেখানে আঙ্কল হারম্যান যুদ্ধের বছরগুলো একাকী কাটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমরা ফিরে আসতে আসতে বিদায় নেয় ও। আমরা আমাদের তাল খোঁজার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু সুদূর মেক্সিকোর পাহাড়চূড়ায় কাটানো বছরগুলো আমাদের সবাইকে বদলে দিয়েছিল। আমি, যোয়ে আর যেল্ডা আধা-বুনো হয়ে বেড়ে উঠেছিলাম, খুবই বিরক্তিকরভাবে উৎপাত করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। খুবই দর্শনীয়ভাবে গোল্লায় যাওয়া শুরু করলাম আমরা। মরুভূমিতে আমাদের বসবাসের ফলে একমাত্র যেমানুষটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি সে হল যেনো। ১৯৪৫ সালে 'হিলে' একটা ছোট হাসপাতালে জন্ম ওর এবং সেকারণে কাঠ আর ইটের বাড়ির পার্থক্য বোঝার মত যথেষ্ট বড় ছিল না ও, ধূলিধূসরিত পথ আর অ্যাসফল্ট, পদার্থবিদ আর এঞ্জিনিয়ারদের একটা পল্লী এবং জীবন যেখানে স্ফীত, কোলাহল আর সঙ্গীতময় নগরীর পার্থক্যও বোঝে নি ও।

আমেরিকার প্রতি সোফির বিতৃষ্ণা গভীরে প্রোথিত ছিল। বিশালত্ব, প্রাচুর্য, বিস্ফোরণ-উন্মুখ-পূর্ণতা, 'এর চেয়ে ভাল কিছু আর পাবে না তুমি' জাতীয় কথাবার্তা, ইত্যাদি ঘৃণা করত ও। ওর চোখে আমেরিকা ছিল: গোপনীয়তার অভাব। রেফ্রিজারেটর, গাড়ি, দুধের কার্টন, বিয়রের গ্লাস আর স্টিকের সাইজ এমন খেপিয়ে তুলত ওকে আমরা যেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। যোয়ে, যেল্ডা আর আমি আমাদের নতুন স্বদেশভূমির কালচারে পুরোপুরি ডুবে গেলাম, ম্যান্নির বেলায় পরিবর্তনটা ছিল স্বাভাবিক একটা ব্যপার, আর মজুরা করার জন্যে উপস্থিত ছিল না হারম্যান। ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকের আগে আর ওর চেহারা দেখা যায় নি।

হারম্যান যেমন বর্ণনা করেছিল, আলো আর অন্ধকারের রিয়েটা মাত্র কয়েকটা বছরের জন্যে স্থিতিশীলতা পায়, যতদিন সোফি ন্যাপি, বোতল আর ট্যালকম

BanglaBook.org

পাউডারে বগলতলা অবধি ডুবে ছিল। কিন্তু আমার জন্মের ঠিক আগে আগে প্রথম সংকট দেখা দেয়। যোয়ে আর যেল্ডা পর পর জন্ম নিয়েছিল, সোফি এতই ব্যস্ত ছিল যে (ঝটপট স্বীকারও গেছে ও) মাঝেমাঝে নিজের নাম মনে করতেও সমস্যা হত ওর। যেল্ডার জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙে পড়েছিল ও।

একদিন রাতে ও স্বপ্ন দেখল ছবি আঁকছে। ও যে পোর্ট্রেটটা আঁকছিল সেটা ছিল ওর চেয়েও লম্বা। এমনভাবে ছবি এঁকে চলল ও যেমনটা আর কখনও আঁকে নি। এটা ছিল, পরে স্বপ্নটার কথা বলার সময় আমাকে বলেছে ও, যেন তুলিটা, নাঃ রঙটা ওর শরীরেরই অংশ। 'এবং তারপর,' বলেছে সোফি, 'কারণটা বুঝতে পারি আমি।'

বুকের দুধ দিয়ে ছবি রঙ করছিল ও।

ও যে নিজের দুধ দিয়েই ছবি রঙ করছে সেই উপলব্ধিটুকু স্বপ্নেই জাগল ওর এবং যদিও জেগে ওঠার জন্যে উদ্বিগ্ন ছিল ও, জাগতে পারে নি। কাজ চালিয়ে গেছে ও। স্তন টিপে টিপে দুধ বের করে এনেছে, তুলিতে লাগিয়েছে আর ক্যানভাসের পুরু আস্তরণের সঙ্গে ব্লেন্ড করেছে এবং একটু একটু করে জেগে ওঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে কী বানাচ্ছে ও। মাথা থেকে পায়ের ডগা পর্যন্ত, স্বাভাবিকের চেয়ে বড় একটা দুধের ছোপ-পরা মহিলার অবয়ব ক্যানভাসে উদয় হল। সোফি স্বয়ং সেটা এবং নগ্ন, টলমল করছে, শিথিল, কোঁচকানো চামড়ার ভাঁজে লটকে থাকা একটা কঙ্কাল। ওর স্তনজোড়া যেন বড় বড় বাদামী বোঁটাঅলা চোপসানো ওঅটর ব্যাগ, কোমরের হাড় বেরিয়ে আছে ওর এবং তার মাঝখানে, পুরনো বালিশের মত, ঝুলে আছে পেট-টা।

অবশেষে যখন জেগে উঠল ও, নিজের আর্তচীৎকারই শুনতে পেল।

বছর খানেক চলল সংকট এবং এই এক বছরে মনে প্রাণে ছবি আঁকতে চেয়েছে ও, কিন্তু মাতৃত্বের অমন হৈচৈয়ের মধ্যে পারে নি সেটা। ইম্যানুয়েল ওর স্ত্রীর দিকে নজর রেখেছে: কিন্তু কী করতে হবে বুঝতে পারে নি। ওর অসুখীভাব লক্ষ্য করেছে ও, কিন্তু জানত এর পরিবর্তন করার জন্যে কিছুই করার নেই ওর। ন্যানী রাখার মত যথেষ্ট রোজগার ছিল না ওর। যখনই এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে মায়ের চোখজোড়া ম্লান হয়ে গেছে যেন একটা ফাঁপা ঝিনুক বসে আছে ওর সামনে, যেন তার আত্মাটা চলে গেছে অন্য কোথাও। একমাত্র হারম্যানই ওর নাগাল পাওয়ার মত ছিল।

'আমার কাছে সমাধান ছিল বলে নয়,' বলেছে সে। 'তখনকার দিনে কোনও সমাধানই ছিল না। ক্রেচিস, পার্ট টাইম জব, এধরনের ব্যাপার-স্যাপারের অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু, আমি ওকে বললাম, সব সময়ই ছবি আঁকতে পার তুমি। যদি এখন ছবি আঁকতে শুরু কর, বললাম আমি, কয়েক বছরের মধ্যে পরিস্থিতি যখন আরও উন্নত হবে, কী করতে চাও সেসম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা পাবে। সময় কাটনোর জন্যে, অল্পবয়সী মেয়ে অবসরের সঙ্গী হিসাবে ছবি আঁকছে মনে করাটা ভুল ছিল আমার। পরিস্থিতি যখন ওর পক্ষে খুব একটা ভাল চলছিল না তখন আমি আমার ভুলটা শোধরানোর চেষ্টা করেছি এবং মনে হয় সফলও হয়েছিলাম।'

BanglaBook.org

ছবি আঁকতে শুরু করল সোফি, দুধ খাওয়ানো, কাপড় ধোঁয়া, রান্না আর কাপড় ইস্ত্রী করার ফাঁকে ফাঁকে, এবং কিছুদিনের মধ্যে ভবিষ্যতের ব্যাপারে ওর আস্থা এত প্রবল হয়ে উঠল যে আবার প্রেগন্যান্ট হয়ে গেল ও। ১৯৩৫ সালে আমার জন্ম হল।

একবার, আমরা কিছুদিনের জন্যে হল্যান্ডে ফিরে যাবার পর আমার এক বন্ধু জানতে চেয়েছিল আমাদের পরিবারের সব বাচ্চার নাম যেখানে ইংরেজি 'যেড' হরফ দিয়ে শুরু সেখানে আমার নাম নাথান কেন। 'তোমাকে ওরা দোরগোড়ায় পায় নি তো?' সেরাতে ডিনারে প্রশ্নটা তুলি আমি এবং সোফি বলে, 'যেড' দিয়ে শুরু সুন্দর কোনও নাম খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমরা।' যেনোর দিকে তাকিয়েছি আমি, টেবিলের অন্যপাশে বসে যোয়ের দিকে মাংস ছুড়ে মারার চেষ্টা করছিল। 'আরও অনেক পরে,' বলল সোফি, আমার দৃষ্টি অনুসরণ করেছে ও, 'যেনো নামটা মাথায় আসে আমাদের। ব্যাপারটা কি, নিজের নাম পছন্দ নয় তোমার?' কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'এর মানে "বন্ধু,"' বলল সে। 'কারণ আমি ভেবেছি: হয়ত আমার একজন ভাল বন্ধু হবে ও।' যোয়ে, মাত্র যেনোর স্টিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ল।

কিন্তু আরেকটা তত্ত্বও আছে, সেটা যেনোর। যখন ওকে অনেকটা পারিবারিক কিংবদন্তীর মত নামের ইতিহাস জানিয়েছিলাম আমি, আমরা বেশ বড় হয়ে গেছি, ও পনের আর আমি চব্বিশ। আমি শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও এবং তারপর মাথা নাড়ল।

'তোমাকে ওরা নাথান ডাকে তার কারণ ততদিনে ম্যান্নি যাবার ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে আরেকটা 'যেড' এর বিরোধিতা করার সাহস দেখাতে পেরেছে। সোফিও ব্যাপাটা টের পেয়ে সহজে হার মেনে নিয়েছিল। কিন্তু একবারই। এরপর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ওর। তারপর আমার জন্ম হয়।'

আমি, বলল ও, মেনে নেয়া; সে, অদম্যতা।

'ম্যান্নি, চলে গেছে? ১৯৩৫ সালে? একথা কেন বললে তুমি?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করো তুমি,' বলল যেনো।

একই বছরের শেষের দিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি ওকে, যখন ম্যান্নি আর হারম্যানের সঙ্গে শরৎ-এর হাফ-টার্ম কাটাতে আমেরিকা গিয়েছিলাম।

আমার কথা শোনার পর মাথা দোলাল বাবা। যেনো যা বলেছে সেটা পুরোপুরি সত্যি।

'ঈশ্বর আমাকে কৈফিয়ত তলব করবেন!' সোফি দ্বিতীয় বাচ্চার নাম বাবাকে বলতে এলে চেঁচিয়ে উঠেছিল ম্যান্নি। 'আরেকটা যেড? এটা তো নিয়তিকে পরীক্ষা করা। অবশ্যই না। এস্থার হলে কেমন হয়? কিংবা রেবেকা? ইভ!'

'অমন একটা নাম আগেই রাখা হয়ে গেছে আমাদের,' বলল ওর স্ত্রী। 'যোয়ে মানেই ইভ। আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদিরা তাদের মেয়েদের যোয়ে ডাকত।'

'মিরিয়াম?'

BanglaBook.org

মাথা নেড়েছে সোফি। বাচ্চার নাম রাখা হল যেল্ডা।

এবং তারপর এলাম আমি। আমি আসছি জানামাত্র গোলাবর্ষণ শুরু করে দেয় ম্যান্নি। আর 'যেড' চলবে না। ওর মরা লাশ দেখতে হবে। প্রথম ছেলের নাম হবে হেইম্যান, পারিবারিক ঐতিহ্য বলে একটা *কথা আছে*। প্রায় নয় মাস স্থায়ী হল যুদ্ধটা। ফলাফল হচ্ছে নাথান। যেনোর ভাষায় আমি ছিলাম শেষ প্রয়াস, 'উৎসর্গ' আর ওদের আঁকড়ে ধরা খড়কুটোর সংমিশ্রণ। সে নিজে বিয়েটা টিকিয়ে রাখার আর উপায় ছিল না এমন এক সময়ে জন্ম নিয়েছিল, সোফির অবিচলতার প্রতীক।

'নাম,' নিউ ইয়র্কে এনিয়ে আলাপ করার সময় বলেছে ম্যান্নি, 'কী আসে যায় তাতে? তোমার এখন যে নামটা আছে পছন্দ না হলে সব সময়ই নতুন একটা নাম রাখতে পার।' ব্রুকলিন স্টেডিয়ামের বাইরে এক অন্তহীন লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। যখনই আমি হল্যান্ড থেকে আসতাম, আমাকে ফুটবল খেলা দেখাতে নিয়ে যেত ম্যান্নি। ওর দিকে তাকালাম আমি, হাস্যকর স্ট্র-হ্যাট, স্পোর্টস কোট, অদম্য-ধূসর-কালো কোঁকড়া চুল, মাথা নাড়লাম। এত লোক থাকতে আমার বাবার নিজের অস্তিত্ব মানিয়ে নেয়ার বেলায় এমন অবিচল আস্থা আছে কী করে?

কিন্তু যেনোর কথাগুলো সত্যি ছিল: আমি একজন এন, কারণ আমার বাবা ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছিল, অন্তত চেতনার দিক দিয়ে আর আমার মা নামকরণের ক্ষেত্রে শেষ একটা উদ্ধার প্রয়াস চালাতে চেয়েছিল। যেনোই ছিল শেষ।

আশ্চর্যনজকভাবেই সোফি আর ম্যান্নির বিয়েটা খারাপ ছিল না, ওরা হয়ত আদর্শ জুটি না হয়ে থাকতে পারে, এবং নামের মত তুচ্ছ কোনও বিষয়ে দীর্ঘ সময় আবেগপ্রবণভাবে ঝগড়া করলেও কোনও চিৎকার, মারধর বা ঘৃণার ব্যাপার ছিল না তাতে। যেন ওরা দুজনই বুঝতে পেরেছিল যে ইতিহাসের বুনটে কোথাও একটা দোষ আছে এবং ওরা দুজন পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছে যার কারণ এমনকি ওদের কাছেও ওই মুহূর্তে স্পষ্ট ছিল না। একজন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন স্ত্রী বেছে নিয়েছিল ম্যান্নি, কারণ ও ভেবেছিল তাকে ও শান্তিতে থাকতে দেবে, ঠিক ওর মত করেই। বাচ্চা-কাচ্চা আর পারিবারিক দায়-দায়িত্ব এর মাঝে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, সেই সম্ভাবনপাটুকু খেয়াল করে নি। সোফি একজন পুরুষকে বেছে নিয়েছিল যে ওর স্বাধীনতা আর ইচ্ছাশক্তিকে উপলব্ধি করতে পারবে। যদিও বাবা সবসময় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে গেছে যে মহিলাদের নিজস্ব জীবন থাকা উচিত, কেবল তার উপলব্ধি যথেষ্ট ছিল না।

আমাদের আমেরিকায় যাবার পথে, জাহাজে, ঝড়ের সময়টায় যখন একমাত্র সোফিই দুপায়ে খাড়া ছিল, চূড়ান্তভাবে বুঝতে পারে ওটা এবং যখন ছবি আঁকত, দারিদ্র্য আর সম্পদ, পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র, মন্ড্রিয়ান আর ডিজনির কথা জানত, সেই সময়ের কথা ভাবতে শুরু করে ও। একের পর এক ছবি আঁকতে শুরু করে ও, স্কেচে ভরিয়ে তোলে রিমকেরিম কাগজ। কিন্তু এও বুঝতে পেরেছিল ও যে সাগর সমান কয়লা আর বন সমান পেন্সিল শেষ করা অবধি এভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব

BanglaBook.org

এবং পেইন্ট করার সময় বা টাকা কোনওটাই পাবে না ও। একবার এটা বাদ দিলে আর কখনওই ফিরে আসার পথ পাবে না ও। এর শেষ হতে হবে।

নিউ ইয়র্কে টিকে থাকার ব্যবস্থা করেছিল ও, আর যতদিন আমরা 'হিল'এ ছিলাম ততদিন, কিন্তু আমরা ম্যানহাটানে ফিরে আসার পর, তলে তলে ঘূর্ণি খেতে শুরু করল ও, এত প্রবল বেগে যে ওর পক্ষে আর স্থির থাকার উপায় রইল না। চারপাশে নজর বোলাল ও, উদ্ধার পাবার কোনও রাস্তা পেল না, গভীরতাহীনতা, আকার, গতি আর বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখে নি ও এবং বলল আমরা চলে যাচ্ছি।

তো বিদায় নিয়েছি আমরা।

এক বছর পর একাকী সেই দেশে ফিরে আসে ম্যান্নি যেখানে টাই পরার প্রয়োজন ছিল না ওর। ম্যাট্রেসের সঙ্গে সম্পর্কিত কি যেন উদ্ভাবন করে ও। সেটা আসলে কী, আমাদের কারও কাছেই পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু স্পষ্টতই এর জন্যেই সারা দুনিয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল (বা ঘুমাতে পারছিল না), এবং প্রচুর টাকা বানিয়েছিল ম্যান্নি। নিজেকে ও যেল্ডার ভাষায়, পরিবারের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরে গিয়েছিল। সোফির কাছে কখনও ডিভোর্সের কথা বলে নি ও ('আমি একটা শপথ নিয়েছিলাম'), তবে দুসপ্তাহ পর পর ফোন করত, প্রত্যেক মাসে বিপুল পরিমাণ টাকা পাঠাত এবং বাকি অংশের জন্যে অর্ধেক বয়সী মেয়েদের বিছানায় নিজের কাজ শেষ করেছে। ('যদি কেউ ওর উদ্ভাবন থেকে মুনাফা করে থাকে সে হচ্ছে ম্যান্নি,' বলেছে যোয়ে।)

নিউ ইয়র্কে আমাদের পুরনো অ্যাপার্টমেন্টে এসে উঠল ও, যেখানে শেষ পর্যন্ত উদয় হয়েছিল আবার আঙ্কল হারম্যান, বাস করছিল তখনও। ভাইয়ের সঙ্গে একটা জায়গা ভাগাভাগি করতে কোনওই সমস্যা হয় নি ম্যান্নির। হারম্যান খুব কমই থাকত ওখানে।

আমোদিত নিরাসক্ততার সঙ্গে ওর নব-অর্জিত স্বাধীনতাকে গ্রহণ করল সোফি। সাময়িক 'বন্ধু'দের কথা বাদ দিলে দীর্ঘ সময় একাকী থাকল ও; এবং বেশ অনেক বছর পরেই একজন নতুন পার্টনারের বিলাসিতায় নিজেকে ভাসিয়েছিল। অচিরেই স্বামীর পরিত্যাগের অপরাধ ক্ষমা করে দেয় ও, কিন্তু তার হাস্যকর উদ্ভাবন আর সেই সঙ্গে ডিভোর্স পরবর্তী বছরগুলোয় তার বেশি বেশি টিপিক্যাল আমেরিকান সিটকম চরিত্র, বিলি ওয়াইল্ডার আর ওঅলটার ম্যাথুর মিশেল হওয়ার ব্যাপারটা যোগ হওয়ায় ওর জন্যে শেষ শ্রদ্ধাটুকুও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে দেখা হওয়ার বিরল উপলক্ষ্যগুলোয় ওর চেহারা থেকে যেন নিপার ছাপ ছেঁচে নেয়া যেত। একজন ইউরোপিয় মহিলা যে কিনা রুচিশীলভাবে আনন্দ উপভোগ করে, ম্যান্নির মাঝে তার ঘৃণিত সমস্ত কিছু দেখেছে: ঝলমলে পোশাক, গাঢ় স্ল্যাকের নিচে শাদা স্পোর্টস সকস্, ক্যান্ডি বিয়র, জেরি লুইসের প্রতি দুর্বলতা।

ম্যান্নির বিদায় বিয়ের মতই নজীরবিহীন। আমরা সবাই ওকে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম। এয়ারপোর্টে আকস্মিক ছেলেমানুষি দ্বিধার সঙ্গে যোয়ে, যেল্ডা আর

BanglaBook.org

যেনোকে চুমু খায় ও। সবার শেষে আমার কাঁধে হাত রাখে ও। 'মা আর মেয়েদের দিকে খেয়াল রেখো,' বলল।

যোয়ে চোখ গোল করে কঁকিয়ে উঠল। 'হায় ঈশ্বর,' বলল সে। 'এটা ১৯৪৮! তের বছরের একটা বাচ্চাকে তুমি বড় বড় দুই মহিলার যত্ন নিতে বলতে পার না।'

'তুমি বড় নও,' বলল বাবা।

'বাজি ধরবে?'

ওর দিকে তাকিয়েছে বাবা, ওর চোখজোড়া কিঞ্চিৎ সরু। 'শান্ত হও,' বলেছে ও। 'এটাই জগতের শেষ নয়।'

'আবার ভুল করলে,' বলল যোয়ে।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যান্নি, সোফিকে চুমু খেল, এক পাশে দাঁড়িয়ে ভুরু উঁচিয়ে ছোট দৃশ্যটা দেখছিল সে। ম্যান্নির দিকে গাল বাড়িয়ে দিল ও, কিড গ্লাভসের আঙুলে ওর চোয়ালে টোকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দাঁত বের করে হেসে হ্যান্ড লাগেজ তুলে নিল ম্যান্নি।

সেটাই ছিল পরিবারের সমাপ্তি। আমার জোরাজুরিতে প্লেন টেক-অফ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করি আমরা, কিন্তু ডিপারচার হল উইন্ডোর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকার সময়, যেন আর কখনও অন্যরকম ছিলাম না আমরা, এমন মনে হল: চারটে দুর্দমনীয় বাচ্চা, সমান একগুঁয়ে ওদের মা আর একজন বাবা আমেরিকায় জীবনের মাঝে পথ বের করে নিচ্ছে।

জীবন গড়িয়ে চলল এবং যোয়ের দাবীর উল্টো, পৃথিবীও ঘুরে চলল।

কিন্তু পৃথিবী বদলে গিয়েছিল। সেসময়ে মানুষ সহজে ডিভোর্স নিত না আর নিলেও সেটা এমন একটা ঘটনা হত যা ওদের জীবনে চিরস্থায়ী বৃষ্টির মেঘের মত ঝুলে থাকবে। তবে আমাদের পরিবারের বেলায় ব্যাপারটা তা ছিল না, স্রেফ আমাদের আশপাশে যারা ছিল তাদের মাঝে সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছিল। ম্যান্নি বিদায় নেয়ার এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যেই আবার আমরা আমাদের আগের জীবন ধারায় ফিরে গেলাম। রাস্তায় যেনোর সঙ্গে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম, মিসেস পপে, আমাদের এক পড়শী, থামায় আমাকে। সামনে ঝুঁকে যেনোর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিল, প্রায় কেঁদো সুরে বলল, 'বেচারা ছোট্ট মানুষ।' সে কিসের কথা বলছে বুঝতেই পারি নি আমি। সেরাতে খাবার টেবিলে ঘটনাটা সবাইকে বললাম। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সোফি, তারপর মাথা নাড়ল ও। ডিনারের পর আমাকে মিসেস পপের বাড়িতে নিয়ে গেল ও। বেল বাজাল এবং অপেক্ষা করার সময় বলল, 'আমি যে কথাগুলো বলতে যাচ্ছি মন দিয়ে শুনো, নাথান।'

দরজা খুলে গেল, আবির্ভূত হল মিসেস পপে। সে এমনকি হ্যালো বলার আগেই সোফি তাকে জিজ্ঞেস করে বসল সেদিন বিকেলে যেনোকে সে 'বেচারা ছোট মানুষ' বলেছে কিনা। মহিলাকে কুঁকড়ে যেতে দেখলাম। তোতলাতে তোতলাতে কি যেন বলল সে, 'হ্যাঁ'র মত শোনাল সেটা।

'আমাকে সেটা একটু বুঝিয়ে বলবে?'

সোফির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওর পেছনে লুকানোর জন্যে জোরাজুরি করলাম আমি, কিন্তু আমাকে ছাড়ল না ও। এবং আরও খারাপ হল:

BanglaBook.org

ইচ্ছা করেই আমাকে চোখের সামনে ধরে রাখল। মহিলা পিতৃহীনতা সম্পর্কে কি যেন বলতে গেল... 'তো স্রেফ ওদের বাবা দূরে আছে বলেই আমার ছেলেরা "বেচারা ছোট মানুষ" হয়ে গেল?' বাচ্চাদের গায়ে হাত তোলে, মদ খায় আর লুচ্চামি করে এমন একজন বাবা থাকাও ভাল, বাবা নেই এমন "বেচারা ছোট মানুষের" চেয়ে?' আমি মরিয়া হয়ে আশা করতে লাগলাম যেন আকাশ ফেটে দুভাগ হয়ে আমাকে বজ্র আঘাত হানে। যতবার মা "বেচারা ছোট মানুষ" শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করল, মহিলাকে কুঁকড়ে যেতে দেখলাম এবং যতবারই এটা দেখলাম আমি, কুঁকড়ে গেলাম আমিও। 'আমার বাচ্চারা, মিসেস পপে,' বলল মা, 'দুনিয়ার অন্যসব বাচ্চাদের মতই সুখী আর দুঃখী। সব সময়ই তাই থাকবে ওরা। আসলে বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষ থাকার দরকার মনে হওয়াটা তোমার বাচ্চারা "বেচারা ছোট মানুষ" যাতে না হয় সেজন্যে আমাদের বাড়ির পরিস্থিতির তুলনায় তোমার জীবনের কাছ থেকে কোনও কিছু আদায় করার অক্ষমতা বুঝিয়ে দেয়।'

শেষ বাক্যটি ঠিক ধরতে পারলাম না আমি, কিন্তু যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হল হল্যান্ডার বাচ্চারা অন্যান্য পরিবারের বাচ্চাদের চেয়ে ভাল আছে। মহিলাকে সংক্ষিপ্ত নড করল সোফি এবং ঘুরে দাঁড়াল। আমি ঝিম ধরা অবস্থায় আমাকে হিঁচড়ে টেনে নিতে দিলাম। ঘরে ফিরে, সান লাউঞ্জে ওর পেইন্টিংয়ের সাজ সরঞ্জামের মাঝে অবিচল হাতে একটা রঙের পট নাড়ার সময় ও বলল ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে যে অস্বস্তি বোধ করছিলাম সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে ও, কিন্তু ও নিশ্চিত হতে চেয়েছে আমি যেন বুঝতে পারি কেন অন্য লোকজনের জন্যে কোনও যৌক্তিক কারণ ছাড়াই যেল্ডা, যোয়ে, যেনো আর আমার জন্যে দুঃখ বোধ করা সঙ্গত নয়। কেননা আসলে দুঃখ পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

'না,' বললাম আমি।

যেসব বাচ্চার বাবা এখনও ঘরে আছে নিজেকে তাদের চেয়ে খারাপ অবস্থানে ভেবেছি কি আমি?

'না।' (কিন্তু আসলে নিশ্চিত ছিলাম না আমি।)

হেসে ওর তুলি ভেজাতে শুরু করেছিল সোফি।

ডিভোর্সটা আমাকে পত্রলেখকে রূপান্তরিত করে। ম্যান্নি সবে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেছে (নিশ্চয়ই ইংল্যান্ডের ওপরে কোথাও ছিল ওর প্লেন) যখন আমি কাগজ আর কলম চেয়ে নিয়ে পত্র যোগাযোগ শুরু করেছিলাম যা আমাকে পরিবারের আবেগের সুইচবোর্ডে রূপান্তরিত করে।

'*কী* করতে যাচ্ছ তুমি?' আমেরিকায় চিঠি লিখতে যাচ্ছি বলার পর জিজ্ঞেস করল মা। আবার ওর কাছে খুলে বললাম আমি। 'ওকে, তো যেকোনও সময়ই ফোন করতে পার, জান তুমি,' বলল ও। 'প্রত্যেক দিন নয়, তবে সপ্তাহে একবার...' বললাম ফোন করতে চাই না, আমি লিখতে চাই। মাথা নাড়ল ও। 'কিন্তু কেন?

BanglaBook.org

ওকে কী বলতে চাও তুমি?' 'গোপন ব্যাপার,' আমি বললাম। অনেক বছর পর, আমি আর আমার বোনেরা যখন বেশ বড় হয়ে গেছি আর আমি একটা কিছু নিজের কাছে গোপন রাখতে চেয়েছি, এ নিয়ে আমাকে টিটকারী মেরেছে ওরা। 'ওকে একা থাকতে দাও,' ওদের একজন হয়ত বলত। 'গোপন ব্যাপার!'

আমার বাবাকে কোনও মতেই আদর্শ পত্র লেখক বলা যাবে না। আমার প্রথম সচিত্র চিঠি জবাবে (সূর্যের দিকে উঠে যাওয়া একটা প্লেন, ওটার নিচে ছোট ছোট ঘর-বাড়ি আর মাথার সমান বড় হাতে কাঠির মত চারটে দোলায়িত আঙুল), সেন্ট্রাল পার্কের একটা পোস্ট কার্ড পেলাম আমি।

'অ্যাই,' যোয়ে সবসময় চিঠিপত্র নিয়ে আসত, বলল ও। 'তোমার নামে একটা কার্ড এসেছে, পাপার কাছ থেকে।'

সামনের ছবিটার বিস্তারিত পরীক্ষা করার সময় গোটা পরিবার জমায়েত হল আমার চারপাশে এবং শেষ পর্যন্ত ওদের জোরাজুরিতে লেখাটা পড়ার জন্যে কার্ডবোর্ডের টুকরোটা উল্টেছি।

শুভেচ্ছা, পাপা, লেখা ছিল।

'শুভেচ্ছা, পাপা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তাই লেখা আছে,' বলল মা।

'ব্যস? শুভেচ্ছা, পাপা?'

'হায় ঈশ্বর,' বলল যোয়ে। 'কী আশা করেছিলে? গোটা ওল্ড টেস্টামেন্ট?'

'ও যে তোমাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছে সেটাই চমৎকার না?' বলল মা।

'আমি একটা চিঠি লিখলাম আর তার বদলে পেলাম *শুভেচ্ছা, পাপা?*'

'আমাদের কথা চিন্তা করা ছাড়াও আরও কাজ আছে মানুষটার,' কিছুটা ভারিক্কি চালেই বলল যোয়ে।

'চুপ কর,' বলল মা। সামনে ঝুঁকে আমার কাঁধে হাত রাখল। 'ও ব্যস্ত, এন। ওখানে কতকিছুর যোগাড়যন্ত্র করতে হচ্ছে ওকে; তাছাড়া, চিঠিপত্র কখনওই লিখতে পারে না ও। ওকে দোষ দিতে পারবে না তুমি। কিন্তু আমি নিশ্চিত তোমার চিঠি লেখাটা ওর ভাল লেগেছে। সেটা তো বুঝতে পেরেছ, নাকি?'

আমি বুঝতে পারি নি কথাটা। আমি একজনকে বিয়র-হাগ দিয়ে শুভেচ্ছা জানালাম আর আমার উৎসাহে সাড়া দেয়া হল অলস করমর্দনের মাধ্যমে।

'তুমি যখন চিঠি লিখবে,' বলল মা, 'অবশ্যই কোনও প্রত্যাশা রাখবে না। এমন কোনও আইন নেই যে কাউকে সমান লম্বা আর সুন্দর চিঠি লিখেই জবাব দিতে হবে। এরপর চিঠি লেখার সময় কথাটা মনে রেখ: কাজটা তুমি করছ কারণ তুমি সম্পর্ক রাখতে চাও, মনোযোগ নয়।' উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্যে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে তাকায় ও। 'ভাল কথা মনে পড়েছে,' বলেছে ও, 'জীবন সব সময়ই এরকম।' আমার চুল নেড়ে দিল ও এবং চিন্তিত চেহারায় নিজের স্যুটেওতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেরাতে দ্বিতীয় চিঠিখানা লিখলাম আমি এবং এবার কোনও রকম সংলাপ শুরু করার চিন্তা রইল না আমার। আমি চিঠির মাধ্যমে ও চাক বা না চাক, ওর জানা

BanglaBook.org

দরকার বলে মনে করা সমস্ত কিছুই লিখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাদের কাছে ফিরে আসবার জন্যে।

বাবাকে এক বছর ধরে লেখার পর, এই এক বছরে অল্প কয়েকটা পোস্টকার্ড পেয়েছি আমি, এবং যতবার ফোন করেছে ও, আমার চিঠির জন্যে দরাজ ধন্যবাদ জানিয়েছে, নিউ ইয়র্ক থেকে একটা এয়ার মেইল এনভেলপ পৌঁছুল। সান লাউঞ্জে একটা পুরনো বেতের চেয়ারে বসেছিলাম আমি–আমার মায়ের স্টুডিও– পড়ছিলাম, পোস্টকার্ড নিয়ে হাজির হল যেনো। ওর পেছনে হাঁটছিল যেল্ডা, যেনোর হাত ধরে রেখেছিল। একটা বড় আকারের পোর্ট্রেট আঁকবার জন্যে একটা চারকোল স্কেচের ওপর কাজ করছিল সোফি, বিরক্তির সঙ্গে চোখ তুলে তাকাল ও।

'কতবার তোমাদের বলতে হবে যে কাজ করার সময় নিরিবিলি পরিবেশ দরকার আমার,' বলল ও। 'একবারে একজনের বেশি সান লাউঞ্জে আসবে না কেউ।'

'কিন্তু চিঠি এসেছে যে,' বলল যোয়ে। 'নাথানের নামে।'

'তাহলে ওকে ওর পোস্টকার্ড দিয়ে বেরিয়ে যাও তোমরা।'

'একটা চিঠি!' বলল যোয়ে। 'আঙ্কল হারম্যানের কাছ থেকে!'

চারকোল নামিয়ে আমার দিকে তাকাল সোফি।

'আমি কিছু করি নি,' বললাম আমি। 'ওকে কখনও চিঠি লিখি নি আমি।'

চিঠিখানা আমাকে দিল যোয়ে। সাবধানে ওর হাত থেকে ওটা নিলাম আমি, দেখলাম। সামনের দিকে এনভেলপের আকাশী নীল আকাশকে চিরে দিয়েছে একটা ক্ষুদে এয়ারপ্লেন। কল্পনা করলাম পাইলটরা ওদের ককপিটে ঘুরপাক খাওয়া মেঘের ঢিবির ওপর দিয়ে চিন্তিত চেহারায় সামনে তাকিয়ে আছে। আর স্টুয়ার্ডেসরা ফিরে আসছে জিজ্ঞেস করার জন্যে, কথাটা আদৌ সত্যি কিনা, হোল্ডে নাথান হল্যান্ডারের নামে একটা চিঠি থাকার কথা।

'খুলবে না ওটা?' জিজ্ঞেস করল মা।

খানিকটা নার্ভাসভাবে চিঠিটা উল্টে খুব বেশি ক্ষতি না করেই ওটা খোলার উপায় খুঁজলাম। সামনে ঝুঁকে পড়ল মা, একটা প্যালেট নাইফ তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে মাথা দোলাল। ছুরিটা ফ্ল্যাপের নিচে চালিয়ে দিলাম আমি এবং সযত্নে খামটা কেটে খুললাম। যেনো এগিয়ে এসে আমার পায়ের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। গম্ভীরভাবে ফিকে নীল কাগজটার দিকে তাকাল ও। আমার উরুর ওপর ওর কনুয়ের খোঁচা টের পেলাম।

'কই, বের কর,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল যোয়ে। 'একটা চিঠিই তো, মামুলি একটা চিঠি।'

'চুপ কর, যোয়ে।'

মাকে অগ্রাহ্য করল ও, আমার বাহুতে থাবড়া বসাল। এনভেলাপের ভেতরে আঙুল ঢোকালাম আমি এবং তিনখানা পানির মত পাতলা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে আনলাম।

BanglaBook.org

'একটা সত্যিকারের চিঠি,' বলল যেল্ডা।

'কী ভেবেছিলে তুমি,' বলল যোয়ে, 'নকল?'

'শুয়োর।'

'গরু।'

'যোয়ে! যেল্ডা! ঝগড়া থামাও!'

গোটা গোটা, বড় হাতের লেখা।

'ঠিক আছে, আমি চাই সবাই বেরিয়ে যাক,' বলল মা, 'ওটা নাথানের চিঠি, ওকে শান্তিতে পড়তে দাও।'

'জোরে জোরে পড়বে না ওটা?' জিজ্ঞেস করল যেল্ডা, অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে গেছে ওর চোখজোড়া।

'চিঠি ব্যক্তিগত জিনিস,' বলল মা।

বিতৃষ্ণার সঙ্গে ওর দিকে তাকাল যোয়ে আর যেল্ডা।

'আমার,' বলল যেনো।

আদিম নীরবতা নেমে এল।

'প্রিয়,' বলল যেনো।

মুখ খুলল মা। বোনদেরও একই কাজ করতে দেখলাম আমি।

'না-থান,' বলল যেনো। মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। 'নাথান,' মৃদু হেসে আবার বলল ও, গভীরভাবে সন্তুষ্ট।

'ও কথা বলতে পারে,' বলল যোয়ে।

'ও পড়তে পারে,' বলল যেল্ডা।

'যেনো?' জিজ্ঞেস করল মা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু চোখে মায়ের দিকে তাকাল ও।

'এইমাত্র তুমি কিছু বলেছ, যেনো?'

ভুরুজোড়া একত্রিত করে এক মুহূর্ত ভাবল ও। তারপরঃ আমার। প্রিয়। নাথান,' বলল ও। মায়ের ডান হাতটা, চারকোল ধরা ছিল তাতে, ঢিলে হয়ে গেল। ছোট কালো কাঠিটা মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। খুব ধীরে ওপর দিকে মুখের কাছে উঠে এল ওর হাত। আবার আমার পায়ের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল যেনো, পাতলা কাগজে লেখা চিঠিটার লেখার দিকে চোখ সরু করে তাকাল, 'আমি তোমাকে,' পড়ল ও, 'এই চিঠিটা লিখছি... কারণ... তুমি... একা...

কারণ তুমি, স্পষ্টত, একমাত্র তুমিই রাস্তা খোলা রেখেছ... পড়ে গেলাম আমি। পায়ে যেনোর শরীরের ভার বদলানো টের পেলাম আমি। আমার মুক্ত হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, টেনে কোলে তুলে নিলাম। এক সঙ্গে চিঠির দিকে চোখ রাখলাম আমরা।

তুমি, স্পষ্টত, এই অদ্ভুত পরিবারের পথগুলো খোলা রেখেছ,' পড়লাম আমি। 'এখানে সবকিছু চমৎকার চলছে। এক ব্লক দূরে একটা ছোট ওঅর্কশপ ভাড়া

BanglaBook.org

নিয়েছে ইম্যানুয়েল, ওখানে উদ্ভাবন-টুদ্ভাবন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারছে ও, আমি একদেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি এত বেশি চলার ওপর থাকি বলে ওর চেয়ে আমিই খানিকটা বেশি লেখাটেখার সময় পাই। সেজন্যেই এবার আমার কাছ থেকে চিঠি পাচ্ছ তুমি। তবে আরেকটা কারণও আছে। আগামী মাসে হল্যান্ডে আসছি আমি, তোমাদের ওখানে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা আছে। তোমার মাকে একটু জিজ্ঞেস করো তাতে কোনও সমস্যা হবে কিনা। বেশি দিন থাকব না আমি, বেশি হলে তিনদিন, তবে অন্তত পরস্পরকে দেখবার একটা সুযোগ পাব আমরা।

'ইম্যানুয়েল আমাকে তোমার চিঠিগুলো দেখায়– আশা করছি কিছু মনে করবে না তুমি– এবং স্বীকার করতেই হয়, ওগুলো পড়তে সব সময়ই খুব ভাল লাগে আমার। পুরনো দেশ থেকে ঘনঘন খবর পেতে ভালই লাগে। সবাই কেমন আছে জানতেও। আমি সবসময় বলি: একটা ফোন কল কখনওই চিঠির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।'

এ পর্যন্ত পড়ে মায়ের দিকে তাকালাম আমি, অতীতে প্রায়ই ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যেখানে সহজেই ফোন করতে পারি সেখানে কেন আমি চিঠি লেখার ঝামেলা করছি। আমার দৃষ্টি ধরতে পেরে ক্লান্ত ভঙ্গিতে চোখ বন্ধ করল ও।

'আরও যে জিনিসটা দারুণ মজাদার লাগে সেটা হচ্ছে যেসব বিষয় নিয়ে লিখ তুমি। বেশির ভাগ মানুষই কাগজে কলম ছোঁয়ানোমাত্রই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায়, যার কারণে পড়ে আমোদ পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে তুমি, তোমার জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত সাধারণ ঘটনার কথা লিখে যাও, তোমার পরিবারের ঘটনাও। তোমার প্রিয়জনদের কাছ থেকে বহু দূরে থাকবার সময় ঠিক যেধরনের কথাবার্তা শুনতে মন চায়।'

আমার পাশে, যার যার আসনে আমার বোনদের নড়াচড়ার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। গোড়ার দিকে ডাকে ফেলার আগে সবসময় জোরে জোরে চিঠি পড়তাম আমি, কিন্তু পরে সেটা বাদ দিই, কারণ প্রতিবার যোয়ে আর যেল্ডা শোনার পর হাসিতে ফেটে পড়ত, যেমন আমি যখন বর্ণনা করতাম যেনোর জন্মদিনের আগের রাতে কেমন করে আমরা লিভিংরুম সাজিয়েছি আর যেল্ডা কেমন করে চেয়ার থেকে থেকে স্টিমারসহ পড়ে গেছে ইত্যাদি। ওরা বলে আমি নাকি শুধু হাস্যকর বা ওদের জন্যে লজ্জাকর বিষয়গুলো লিখি।

বিগত কয়েক মাসে আঙ্কল হারম্যান যেসব দেশ ঘুরেছে যেসব জায়গার কথা আমাকে বলে চলল ও, বাবার সঙ্গে যেসব প্লে-অফ দেখেছে সেগুলোর কথাও বলল, কোন্ কোন্ খেলোয়াড়দের দেখা পেয়েছে ওরা। ও নিশ্চয়ই জানত আমি তখনও বেসবল ভালোবাসতাম।

'বেশ, এবার শেষ করার সময় হল। প্লেনে এটা লিখছি আমি। নিউ ইয়র্কে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি আমরা। আশা করি তোমার মাকে কথাটা বলতে ভুলে যাবে না যে

BanglaBook.org

আগামী মাসে আমি তোমাদের সবাইকে দেখতে যেতে চাই। বলাবাহুল্য, আমাকে দুটি লাইন লিখে জানালে খুব খুশি হব। তোমার আঙ্কল, হারম্যান হল্যান্ডার।'

পুরো সময়টায় আমার কোলে সোজা হয়ে বসেছিল যেনো, সন্তোষের সঙ্গে এবার হেলান দিয়ে বসল। মুখের মধ্যে বুড়ো আঙুল পুরল।

'নাথান হল্যান্ডারের প্রতিশোধ,' বলল যোয়ে। আমাকে একটা খোঁচা দিল ও। 'ঠিক জান, চিঠিটা তুমি নিজে লিখ নি?'

আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল মা, যেনোর দিকে তাকাল। 'আর তুমি, ইয়াং ম্যান,' বলল ও। 'ব্যাপারটা কি? এটা কেমন করে হয় যে তুমি পড়তে পার অথচ কথা বলতে পার না? বলো আমাকে।' কিন্তু কিছুই বলল না যেনো, চিন্তিত চেহারায় বুড়ো আঙুল চুষে চলল।

'ওকে একা থাকতে দাও,' বেরিয়ে যাবার সময় বলল যেনো, 'হয়ত তোমাকে চিঠি লিখবে ও।'

আমাদের সবার জীবনে, আমার জীবনের একটা বিরাট দিন ছিল সেটা। আমি একটা চিঠি পেয়েছিলাম যেটা আমাকে আরও চিঠি লিখে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে আর প্রথমবারের মত কথা বলেছে যেনো। ইতিমধ্যেই ওকে অসংখ্য স্পেশালিস্ট আর শিশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল মা, স্পিচ থেরাপিস্ট আর নিউরোলজিস্টদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে, কিন্তু ওদের কেউই কেন ও কথা বলছে না তার কারণ জানাতে পারে নি ওকে। এক ডাক্তার, একজন কমন-অর-গার্ডেন জিপি, যতদূর মনে পড়ে, ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিল চিন্তা না করতে, এবং সেই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সে বলেছিল এধরনের ব্যাপার আগেও শুনেছে, বাচ্চারা কথা বলছে না বা অনেক দেরি করে কথা বলতে শেখে, এমনকি ভাল করে কথা বলছে, নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত চুপ ছিল এমন বাচ্চার কথাও নাকি একবার পড়েছে সে। যেনো ওরকম একটা বাচ্চা হিসাবেই দেখা দিয়েছিল। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করে নি ও, আর এখন, এখন আঙ্কল হারম্যানের কাছ থেকে প্রথম চিঠিখানা পাবার পর, একইসঙ্গে কথা বলছে আর পড়ছে ও। কেন এত দীর্ঘ সময় লাগল ওর (কথা বলতে পড়ার বেলায় ব্যতিক্রমভাবে আগেই শুরু করেছে) কখনও জানতে পারি নি আমরা। যেনোও কখনও বলে নি আমাদের।

সেরাতে আঙ্কল হারম্যানের চিঠির জবাব লিখলাম আমি। কী ঘটেছে জানালাম ওকে, যোয়ে যেল্ডা আর যেনো ওর চিঠি নিয়ে এসেছিল আর কীভাবে ওটা খুলেছি আমি, তারপর যেনো এগিয়ে এসে আমার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে... লিখে চললাম আমি বিরামহীন। নিজের চিঠির জবাবে আঙ্কল হারম্যান একটা দশ পাতার দলিল পেল যেটা পরিবারের একজন সদস্যের কাছ থেকে অরেকজনের কাছে লেখা চিঠির চেয়ে বরং একটা ছোটগল্পই বলা চলে। স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট হয় নি ও। দুসপ্তাহরও কম সময় পর ওর জবাব পেলাম আমি।

তো আঙ্কল হারম্যান আর আমি চিঠি চালাচালি শুরু করেছিলাম যেটা ওর মৃত্যু পর্যন্ত চালু ছিল, এবং আমার হিসাব অনুযায়ী, দুহাজারেরও বেশি চিঠি লিখেছি

BanglaBook.org

আমরা, ওর কাছ থেকে এক হাজার আর আমার কাছ থেকে সমান সংখ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে ওকে লেখা আমার চিঠিগুলো সঙ্গে নেই, কিন্তু ওগুলোকে যদি আমাকে লেখা ওর চিঠিগুলোর পাশে রাখতে পারতাম, একটা সম্পূর্ণ পারিবারিক ইতিহাস পেয়ে যেতাম।

কথা বলেছে যেনো। খুব বেশি না, কিন্তু কীভাবে কথা বলতে হয় জানত ও। স্কুলে গেছে, ওখানে কদাচিৎ মুখ খুলত; আবার বাড়ি ফিরে এসেছে, প্রথম বছরটা কেমন কেটেছে যখন মা জানতে চেয়েছে, চোখ কুঁচকেছে, দ্বিতীয় বছর, তৃতীয় বছর, এবং তারপর এবং তারপরও। কখনও চিঠি লিখে নি ও, যোয়ে বিদ্রূপাত্মক ঢঙে বলেছিল কথাটা। ও কেবল দেখেছে আর মাথা দুলিয়েছে।

তারপরেও, বিরাট স্বস্তির ব্যাপার ছিল সেটা। অবশেষে স্বাভাবিক মানুষেই পরিণত হয়েছে যেনো। এবং ওভাবেই সাধারণ মানুষ হিসাবে বড় হয়ে উঠেছিল ও, যদিও চরম স্বল্পভাষী, প্রায় অনাকর্ষণীয় একটা শিশু। ১৯৫৪ সালের শরৎ কালের সেই দিনটি পর্যন্ত।

যোয়ে, স্কুল থেকে আগেভাগে বাড়ি ফিরে এসেছিল ও, টেবিলে ওর উল্টোদিকে বসে নিজের হোম ওঅর্ক করছিল, পরে ও বলেছে যে ওর দিকে তাকিয়ে কখনও বুঝতেই পারতে না তুমি, স্রেফ দুধে চুমুক দিচ্ছিল ও আর বিস্কুট খাচ্ছিল। কোনও কথা ছাড়াই, টেবিলেরও ওপর কনুই রেখে চিবিয়ে যাচ্ছিল যেনো, আচমকা একেবারে সোজা হয়ে বসল সে।

'যেন আমাকে ভেদ করে দেখতে পাচ্ছিল ও,' পরে বলেছে যোয়ে। 'কিন্তু আমার পেছনে কোনও কিছু দেখছিল না। ঠিক যেন আমি অদৃশ্য। তারপর মুচকি হেসে লুটিয়ে পড়ল ও।' আমার বোন যখনই গল্পটা বলত (এবং প্রায়শই বলত ও; আমরা বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গল্পটা আমাদের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠেছিল), প্রত্যেকবার ব্যাপারটা কেমন করে ঘটেছে দেখাত আমাদের। একটা চেয়ারে বসত ও, শূন্যে তাকাত, খানিকটা ঘোরলাগা চোখে হাসত, তারপর পাথরের মত এলিয়ে পড়ত একপাশে।

প্রায় বছর খানেক বিছানায় শুয়ে রইল যেনো, প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটাল, পরে চারপাশে প্লেন আর বাড়ির ঘেরাওর মধ্যে এবং এক বা দুমাস পরে, বইয়ের মাঝে ডুবে। এই বছরই পড়তে শুরু করল ও, ওই সময় ফাস্ট মোশন চলচ্চিত্রের মত, আমার মায়ের বইপত্র, লিভিংরুমের বুককেসের উপন্যাসগুলো, এনসাইক্লোপিডিয়া এবং শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে তালিকা বানিয়ে আমাদের কিনতে বলা সমস্ত বই শেষ করে ফেলল ও। ওই বছর দশ বছর পূর্ণ হল ওর এবং *দ্য ম্যাজিক মাউন্টিন*, *দ্য ওয়ান্ডারার*, *অ্যাপোর্টেট অভ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ আ ইয়াং ম্যান*, গোগল (এবং আরও কজন রাশিয়ান লেখক), *ইয়াং টরলেস*, ডিকেন্স, লন্ডন, কাফকা, রথ, য্উয়েগ, স্লরহফের কবিতা পড়ে ফেলল। মা ওকে দেখে ভুরু কোঁচকাল। ওর চারপাশে অসংখ্য বই ছড়িয়ে পড়ে থাকত, যেন বরফের

কোনও গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ও। যখনই কথা বলার জন্যে আসত ও, বিক্ষিপ্তভাবে, বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিত যেনো, যেন অমন খুচরো কাজের সময় নেই ওর। ডাক্তার হার্ম ('ভাগ্যিস ইংল্যান্ডে থাক না তুমি, খুব বেশি রোগী পেতে হত না তাহলে,' বলেছিল যেনো, সেবছর ইংরেজিটা এমন ভাল করে শিখে নিয়েছিল যে, অচিরেই এই ভাষায়ও পড়াশোনা শুরু করে ও), ডাক্তার হার্ম স্রেফ কাঁধ ঝাঁকিয়ে যেনোর ম্যানিয়াকে উপেক্ষা করে গেছে। 'আমি জানি না এসব বইপত্র ভালো নাকি খারাপ,' বলেছে সে। 'সামান্য একজন ফ্যামিলি ডাক্তার আমি। আমি শুধু ও সুস্থ হয়ে উঠছে কিনা সেটাই দেখতে পারি।' এবং সেটাই করেছে ও। যেনো, চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে একমাস কাটিয়ে এসে আমাদের চোখের সামনেই সেরে উঠল, যদিও শেষ দিকে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে প্রায় একটা বছর লেগে গিয়েছিল ওর।

ওর যে আসলে কী সমস্যা ছিল কেউই জানতে পারে নি। সেদিন বিকেলে, ও চেতনা হারানোর পর টেলিফোনে ডাক্তারকে খবর দিয়েছিল মা। ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করে একটা ট্যাক্সিতে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পেছনের সিটে আড়াআড়িভাবে ওকে শোয়াতে হয়েছিল, কারণ পুরোপুরি ক্যাটাটোনিক অবস্থায় ছিল ও। 'ওর পেশীগুলো,' আমাদের বলেছে মা, 'এত শক্ত হয়ে ছিল, মূর্তি বইবার মত ছিল ব্যাপারটা।' পরদিন বিকেল পর্যন্ত আড়ষ্টভাব ছিল। তারপর চোখ মেলে তাকিয়েছে ও, মুচকি হেসে আবার তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে। কয়েকদিন আর জাগে নি। এই সময়ের ভেতর প্রাথমিক পরীক্ষাগুলো সেরে ফেলা হল এবং এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে যেনোর মেনিনজাইটিস কিংবা পোলিও বা অন্য কোনও দ্রুত শনাক্তযোগ্য অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় নি। ওকে পরীক্ষকারী প্রফেসরদের একজন– একটা টিচিং হসপিটাল ছিল ওটা– বলল রোগী মারাত্মক একটা ধাক্কা খেয়েছে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমরা কেউই বুঝতে পারলাম না সেটা কেমন করে সম্ভব। টেবিলে বসে ছিল ও, দুধ খাচ্ছিল, বিস্কুট চিবিয়েছে। কোন জিনিসটা ওকে অমন ধাক্কা দিতে পারে?

বিছানা আর সোফায় বছর কাটানোর পর অন্য মানুষে রূপান্তরিত হল যেনো। আগাগোড়াই মুখ-চোরা ছিল সে, কিন্তু এবার বই আর এনসাইক্লোপিডিয়ায় সজ্জিত হয়ে সহ্যের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল ও: সবসময়ই বেশি জানে ও, আর জানা না থাকলে, আরও ভাল জবাব কোথায় মিলবে সেটা জানা আছে ওর। খবর কাগজ গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল ও এবং যা পড়ত কিছুই আর ভুলত না। তথ্য, পরিসংখ্যান আর, কষ্টদায়ক এবং সবসময়ই অন্য কিছু না হোক, প্রায় অপ্রীতিকর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ওর তিনগুন বয়সী লোকজনকে নাস্তানাবুদ করতে লাগল। হাঙ্গেরিতে রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছে ও, কিন্তু আমার বোনেরা যখন "রাশিয়ান বর্বরদের" প্রসঙ্গে কথা বলল তখন আবার ওদের দাঁত খিঁচিয়েছে। ওটাকে ও বলল 'জনপ্রিয় আবর্জনা, যার শেকড় কোনও রকম জ্ঞানের গভীরে প্রোথিত নয়।' ও বলেছে, 'ইয়াল্টায় বিভক্ত হয়ে গেছে ইউরোপ। আমরা সবাই কমিউনিস্ট হয়ে গেলে

BanglaBook.org

আমেরিকানরা কী করবে বলে মনে কর?' ইউরোপে অস্তিত্ববাদ যখন জোরাল অবস্থান তৈরি করল আর কালো টার্টেলনেক পরা লোকজন ধোঁয়াময় ফ্রেঞ্চ ক্যাফেগুলোয় ভিড় জমিয়ে নিবু নিবু মোমবাতির আলোর পাশে একঘেয়ে চ্যানসনস আর আমেরিকান জ্যাজ শুনে বাজে ওয়াইন খেয়ে মাতাল হচ্ছিল, হেসে প্রায় মরার দশা হল ওর। সার্ত্রের অনুসারীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মোটামুটি আগ্রহী হয়ে ওঠা যোয়ের সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল যেনো, যখন ও বলেছিল যে ওরা 'নেকড়ের পাল, ওরা যাদের বিরোধিতা করছে ঠিক তাদের মতই, হয়ত তারচেয়ে খারাপ, কারণ ওরা এমনকি সেটা জানেও না।' যেনো, যখন তুমি কেবল একটা জিনিসই হতে পারতে, বামপন্থী বা ডান, একই সময়ে সবকিছু ছিল। কেউ ওকে সিনিক ভেবেছে, অন্যরা আশাবাদী, আবার অন্যরা অদৃষ্টবাদী-বাস্তববাদী। যোয়ে যখন ওকে বলল যে কোনও কিছুই বিশ্বাস করে না ও, যেনো জবাব দিল আসলে একই সময়ে বহু বিষয়ে বিশ্বাস করে সে। ছোটখাট এক পণ্ডিতে পরিণত হয়েছিল যেনো।

কিছু সময়ের জন্যে ওর শিক্ষক ছিলাম আমি। যদিও জ্ঞান তথ্য আর সংখ্যার মেঘে বিস্ফোরিত হয়েছিল ও, তবু পথ দেখানোর জন্যে কাউকে প্রয়োজন ছিল ওর। আমরা রাজনীতি, ইতিহাস আর পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছি। ওকে আঙ্কল হারম্যানের চিঠি পড়ে শুনিয়েছি, ওই সময় যে তত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টায় ছিল ও সেই সম্পর্কেই লেখা থাকত তাতে।

বিশ্বকে শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার দিকে ক্রমশ কম আগ্রহী হয়ে উঠছিল আঙ্কল হারম্যান (ডারউইনিয়ান মতবাদের একটা রাজনৈতিক রূপ, বলেছিল ও)। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের দিকে বেশি করে ঝুঁকে পড়ছিল। 'স্বভাবতই, এখনও এটা ইমাজেরির একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে,' লিখেছিল ও। 'এনসাইক্লোপিডিস্টদের আমল থেকেই আমরা মেকানিজমের রূপকাশ্রিত ফিল্টারের ভেতর দিয়ে নিজেদের এবং আমাদের চারপাশের সমস্ত কিছুকে দেখছি যেটা এখনও আমাদের বাধাগ্রস্ত করছে। এবং তারপর, অবশ্যই ডারউইনিয়ান-ম্যালথাসিয়ান দর্শনের সংমিশ্রণের ব্যাপারটা আছে যার মাধ্যমে আমরা এটা সেটা বোঝার প্রয়াস পেয়েছি। অবশ্য আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সুবিধাটা, ধরে নিচ্ছি আমি যেমনটি চাই সেভাবেই ধরে নেবে তুমি, হচ্ছে এটা আমাদের জীবনে সভ্যতার উপাদানের একটা ব্যাখ্যা দেয়। কিংবা বলা যায়: আমরা কেন কখনও স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারি নি সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়।'

থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্রই ছিল আঙ্কল হারম্যানকে আচ্ছন্ন করে রাখা প্রশ্নের উত্তর: কেন কোথাও ভারসাম্য নেই?

'এনট্রপি,' লিখেছিল আঙ্কল হারম্যান, 'আমরা আমাদের নিজস্ব এনট্রপির নিচেই ধসে পড়ছি। যতই আমরা আমাদের সমাজকে উন্নত করে যাব, ব্যবস্থাটা যত অগ্রসর এবং সফিস্টিকেটেড হয়ে উঠবে, ততই বিরাট হয়ে উঠবে একে সামাল দেয়ার সমস্যা এবং ফলাফল, আরও বৃহৎ এনট্রপি। আমরা জগতের, নিজেদের,

BanglaBook.org

যেভাবে আমরা আমাদের জীবন পরিচালিত করি তাকে উন্নত করার প্রয়াস পাই, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আস্তে আস্তে পরিস্থিতির ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি।'

প্রথমবার যখন এটা পড়ি আমি, বাবার কথা মনে পড়ে গেছে আমার, জগৎকে একটা মেশিন হিসাবে দেখেছে যে যেটা এখনও ঠিক মত চলছে না এবং যার একটা ফাইন টিউনিংয়ের প্রয়োজন। যদি আঙ্কল হারম্যানের কথা ঠিক হয়ে থাকে, আমি ঠিক বলেই বিশ্বাস করেছি, তাহলে বাবা কোথাও বিপর্যয়করভাবে ভুল করেছে।

'এন-ট্র... কি এটা... '

'এনট্রপি,' যেনোকে বলি আমি। 'কথাটা হচ্ছে এন-ট্র-পি।' জগৎ সম্পর্কে বাবার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ধারণাটা ব্যাখ্যা করলাম ওর কাছে। 'তো থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র,' লেকচার শেষ করলাম আমি, 'বলছে যে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গিয়ে সবকিছু বেশি বেশি জটিল আর কঠিনতর হয়ে উঠছে। মহাবিশ্ব একটা ঘড়ি, এটা টিকটিক করে যাচ্ছে আর খালি "সময়" সৃষ্টি করছে কিন্তু এর মানে এই সময় সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে, এর ফলে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করে আর সর্বাধিক পরিমাণ সময় তৈরি হয় আর স্প্রিংটা তার সর্বোচ্চ বিন্দু পর্যন্ত প্যাঁচানো হয়ে যায়। শক্তিটুকু এরপর তার উৎপন্ন সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তা আর ঘড়িটাকে রিউইন্ড করার জন্যে সরানোর উপায় থাকে না। এটা অপরিবর্তনীয়। একেই বলে এনট্রপি।'

মাথা দোলাল যেনো। আমি জানতাম এর মানে ব্যাপারটা ও কেবল বুঝতে পারে নি বরং দৃশ্যমান করেও তুলতে পেরেছে। এটাই ছিল ওর বিরাট প্রতিভা। কোনও সংখ্যার কথা যখন ভাবত ও, ওগুলোকে দেখতে পেত, ঠিক যেমন লালের নির্দিষ্ট এক শেড কল্পনা না করে লালের কথা বলতে পারত না। একবার আঙ্কল হারম্যানকে একটা চিঠি লিখছিলাম আমি এবং সেখানে সারারাত ধরে আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যাওয়া একটা ঝড়ের কথা লিখতে গোটা একটা প্যারাগ্রাফ খরচ করেছি। ঝড়টা কখনই থামবে না বলে মনে হয়েছিল আমার। বজ্রের ধ্বনির বর্ণনা দিলাম আমি, যেন এক বিরাট বোর্ড দিয়ে বাড়ির দেয়ালে আঘাত হানছে কেউ। ওকে জানালাম যে, এত বেশি বিজলী চমকাচ্ছিল যে আলো আর অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করাই কঠিন হয়ে পড়েছিল আর ঝড়টা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা যে রুমটায় ছিলাম নীল ছায়ার নাচানাচিতে উন্মাদনা চলেছে সেখানে। চিঠিটা যেনোকে পড়ে শোনানোর সময় ও খুশি হয়েছে বলে মনে হল। কিন্তু একটু পরেই ও বলে উঠল, 'অবশ্যই এটা একটা ইম্প্রেশন মাত্র।' আমি ওকে বললাম যখন তুমি বাস্তবতা নিয়ে কথা বল তখন সবসময়ই এমনটাই ঘটে, বিশেষ বাস্তবতার এক ইমেজের সাপেক্ষেই কথা বলতে পারে কেউ। এটা বেশ হতাশাব্যাঞ্জক ঠেকেছিল ওর কাছে।

'ফ্লবার্ট,' আমি বললাম, 'ছিলেন গী দ্য মোপাস্যাঁর টিচার। মপস্যাঁর কথা মনে আছে? ওর লেখা গল্প পড়েছি আমরা। যাহোক, গী সব সবসময় তাঁর লেখা

BanglaBook.org

ফ্লবার্টকে পড়তে দিতেন, কিন্তু ফ্লবার্ট কখনওই সন্তুষ্ট হন নি। একদিন নতুন আরেকটা লেখা নিয়ে হাজির হলেন তিনি, এবং ফ্লবার্ট বললেন: "তুমি এমনভাবে সব কিছুর বর্ণনা দাও যেন ওগুলোর কোনও গুরুত্বই নেই। তুমি কোনও গাছ সম্পর্কে লিখতে চাইলে, তোমাকে অবশ্যই একটা গাছের কাছে গিয়ে ওই গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ না 'একটা গাছ' না দেখে ওই বিশেষ গাছটিকে, ওই গাছটার মূল সত্তাকে দেখছ তুমি। সেটা একবার যদি করতে পার, তাহলেই লেখা শুরু করতে পারবে।'

যেনো ভাবল তারপরেও একটা ইমেজ নিয়েই কাজ করতে হবে তোমাকে, এবং যদিও আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম যে এক্ষেত্রে ওই বিশেষ স্থানের, ওই বিশেষ গাছটার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক থাকবে না, বরং তুমি একজন লেখক হিসাবে একটা গাছের অনুভূতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করছ মাত্র, ও জোর দিয়ে বলল যেসব লেখা একেবারে মামুলি বিষয়ের ('শিগগিরই আসছি আবার') বাইরে কোনওকিছু বলার চেষ্টা করেছে সেগুলোর ব্যর্থতা অনিবার্য।

'আমি ভেবেছিলাম মোপস্যাঁর গল্পগুলো তোমার ভালো লেগেছে।' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

লেগেছিল কিন্তু পেছনে তাকিয়ে ওগুলোকে কিঞ্চিৎ অঙ্গীকারবিহীন মনে হয়েছে ওর। দীর্ঘ সময় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা এবং তারপর এমন একটা কথা বলে বসল ও যা আমাকে বুঝিয়ে দিল যে আমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে বসবাস করছে ও। 'আসলে,' বলল ও, 'সঙ্গীত আর অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিংসই পুরোপুরি অটোনোমাল আর্ট ফরম। মিউজিশিয়ান পেইন্টারের পক্ষে যেহেতু বাস্তবতার কথা বলা অসম্ভব, সেহেতু শ্রোতা বা দর্শক খোদ শিল্পকর্মটি উপভোগ করতে বাধ্য হয়। তুমি যা করেছ, একটা ঝড়ের কথা লিখেছ আর সাধ্যমত চমৎকার করে ওটাকে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছ... '

ঝড়ের অনুভূতি,' আমি বললাম।

'একই কথা। তুমি যা করেছে সেটা একটা নতুন বাস্তবতা সৃষ্টির দুর্বল প্রয়াস, যে বাস্তবতা থেকে ইমেজ গ্রহণ করেছ সেটা থেকে বেরিয়ে না এসেই।'

'জেসাস, যেনো,' বললাম আমি। 'এখানে একটা চিঠি নিয়ে আলোচনা করছি আমরা, ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন নয়।'

আমার দিকে এমন একটা অভিব্যক্তি নিয়ে তাকাল ও যেখানে করুণা আর সহানুভূতি হাত ধরাধরি করে ছিল।

যতবার ওই দৃশ্যটার কথা ভাবি, জোর করে একথা চিন্তা করি যে, তখনও ছোট ছেলে ছিল ও কিন্তু– এটা স্বীকার করতে আরও কয়েক বছর সময় লেগে গিয়েছিল আমার– আমার সঙ্গে মেঝে মুছেছে ও।

আর্ট আর রিয়েলিটি সম্পর্কে যেনোর অটল দৃষ্টিভঙ্গি কোত্থেকে এসেছিল আমি জানতাম। ও অসুস্থ হয়ে পড়ার বেশ কয়েক বছর আগে, চেয়ার থেকে ওর পতন

BanglaBook.org

যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, আমাদের গোটা পরিবার *ব্যাম্বি* দেখতে গিয়েছিলাম। ব্যাম্বির মা মারা যাওয়ায় আমার বোনরা কেঁদেছিল। কেবল যেনোকেই পুরোপুরি নির্লিপ্ত মনে হয়েছে। আরও কয়েক মাস পরে, আঙ্কল হারম্যানের সঙ্গে এক শনিবার বিকেলে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছি আমরা (আবার অমেরিকা থেকে এসেছিল ও), হঠাৎ যেন একটা কিছু যেন ধরা দিল চোখে। দৌড়াদৌড়ি খেলছিল যোয়ে আর যেল্ডা, মা আর আঙ্কল হারম্যান কথা বলতে বলতে হাঁটছিল আর চারপাশে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাচ্ছিল যেনো। খানিক পর আমার জ্যাকেটের হাতা ধরে টান দিল ও। আমি দাঁড়িয়ে ওর দিকে চোখ নামাতেই পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে ফিসফিস করে বলল, 'বাজনা কই?'

'কী কই?'

'বাজনা। বাজনা কই?'

'কিসের বাজনা?'

'জঙ্গলের বাজনা।'

ও কী বলতে চাইছে তার কোনও ধারণাই ছিল না আমার, আবার সামনে বাড়তে যাব, ফের আমার হাতায় টান দিল ও, বলল, '*ব্যাম্বির* মত। ভায়োলিন। আর হার্প।'

আমার অন্যরকম প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত ছিল, আরও গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া দরকার ছিল ওকে, কিন্তু আমার বয়স ছিল কম: হো হো করে হেসে দিয়েছি। এত হাসির কী হল দেখার জন্যে পরিবারের বাকি সবাই এগিয়ে এল। আমি বললাম যেনো জানতে চাইছে বাজনা কোথায়, ওরাও হাসিতে ফেটে পড়ল, এমনকি আঙ্কল হারম্যানও। একটা পেশিও নাড়াল না যেনো। আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন এইমাত্র কোনও স্পেসশিপ থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা, আমাদের একেকজনের তিনটে করে মাথা। 'যদি বাজনা না-ই থাকবে,' অবশেষে, হাসি থামার পর বলল ও, 'ফিল্মে কেন তার দরকার হল ওদের?'

মা, আঙ্কল হারম্যান আর আমি সাউন্ডট্র্যাকের কাজ বোঝানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু যেনো ওর মুখ বন্ধ করে ফেলল, ঠোঁটজোড়া চেপে রাখল পরস্পরের সঙ্গে, কোনও যুক্তিই মানতে রাজি হল না। পেছনে তাকিয়ে আমি বলব ওটাই ছিল বর্তমান কোনও বাস্তবতার উপাদান ব্যবহার করে সৃষ্টি করা নতুন বাস্তবতা বা বাস্তবতায় অনুকরণ জাতীয় যেকোনও কিছু ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করার প্রথম লক্ষণ। *ব্যাম্বির* পর থেকে, অবিমূর্ত উপায়ে কোনও ইমেজ সৃষ্টির প্রত্যেকটা প্রয়াসকে যেনো প্রতারণা ও অনুকরণ ভিন্ন আর কিছু মনে করে নি। প্রাণহীন মূর্তি সৃষ্টি বিরোধী দ্বিতীয় কমান্ডমেন্টটা আমার ছোট ভাইটির মাঝে অপ্রত্যাশিত এক সমর্থক লাভ করেছিল।

অসুস্থতার পরে যখন যেমন ঘরের সব বইপত্র পড়ে ফেলেছিল ও, এনসাইক্লোপিডিয়া মুখস্থ করে ফেলল আর ঝরঝরে ইংরেজি বলতে শিখল, তারপর টাকা চাইতে শুরু করল যেনো। ও এমনকি সোফিকে একটা গাড়িও কিনতে

BanglaBook.org

বলল, যাতে ওটা ধুতে পারে। সেটা অবশ্য ঘটে নি। ওকে যেহেতু রাস্তার উল্টোদিকে কয়লা ব্যবসায়ীদের কাছে কয়লা পৌঁছে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় নি, অন্য উপায় ভেবে বের করেছে যেনো। উপায়টা কি অনেক পরে জানতে পারি আমরা।

একদিন, সোফি ওর স্টাডিতে বুককেসে রাখা ডরে বাইবেলের খোঁজে ওপরতলায় গেল। ওটা ওখানে যদি না মেলে, অন্য কোথাওও ওটা দেখল না ও, যেনোর কাছেই থাকবে। আমরা সবাই পাঠক ছিলাম, কিন্তু যেনো এত বেশি নানা ধরনের বই পড়ত যে যদি কোনও জিনিস না পাওয়া যেত সাধারণত ধরে নেয়া হত যে ওর রুমেই আছে ওটা। ওর অবসরের বেশিরভাগ সময়ই ওখানে কাটাত যেনো এবং কখনও কাউকে ঢুকতে দিত না। এই সুবিধাপ্রাপ্ত একমাত্র মানুষটি ছিল হাউস কীপার, কিন্তু পরে আমরা আবিষ্কার করি, মুখ বন্ধ রাখার জন্যে তাকে ঘুষ দিয়েছিল যেনো।

শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা শান্ত ক্যানেলের বাঁকে, একটা বিরাট বাড়িতে থাকতাম আমরা। আমরা ওখানে ওঠার আগে দুটো আলাদা বসতবাড়ির মিশেল ছিল ওটা, যার অবশিষ্টাংশ তখনও পাঁচ তলায় দৃশ্যমান ছিল: উঁচু জানালাঅলা একটা দীর্ঘ চৌকো লিভিংরুম এবং ওটার পেছনে বিরাট সেকেলে ধরনের একটা কিচেন আর শোভন ওয়াশিং ফ্যাসিলিটিস। মা বাড়িটা কিনে নেয়ার পর দুটো বেডরুমে ভাগ করা হয় লিভিং রুমটা। সামনের দিকের রুমটা পাই আমি, ওটার বিরাট বে-উইন্ডোসহ একটা জাহাজের বাউয়ের মত দেখাত রুমটা। যেনোর রুমটা ছিল আমারটার পেছনে, একটা বিরাট সবুজ রঙের মার্বল ফায়্যারপ্লেস আর সাইডওঅল বরাবর একসারি জানালা ছিল ওটার। ওই জানালাগুলো, সোফি ঢোকার সময় কার্যত লুকানো ছিল: চৌকাঠগুলোয় স্তূপ হয়ে ছিল বইয়ে। ফায়ারপ্লেসে আলাদা শেল্‌ফ বানিয়ে নিয়েছিল যেনো। মেঝেটাকে মনে হচ্ছিল একটা ছোট খাট গোলকধাঁধার মত। প্রথমে তো যেনোর বিছানাই খুঁজে পেল না সোফি। কিন্তু বইয়ের নিচু দেয়াল ঘেঁষে একটু একটু করে এগোনোর পরেই কেবল– রুমে বইয়ের এমন স্তূপও ছিল যেগুলো ওর চেয়েও লম্বা, পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু একটু দুলছিল ওগুলো– যেটা হার্থ হবার কথা সেটার কাছাকাছি যাবার পর, একটা ম্যাট্রেস দেখতে পেল ও। দু-ফুট উঁচু বইয়ের নিরেট একটা স্তরের ওপর বিছানো ওটা।

বাইবেলটা পেল না ও, কিন্তু আধঘণ্টাটাক পর, বইয়ের একটা স্তূপের ওপর বসেই সময়টা পার করে দিয়েছে, চারপাশে অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার দিকে তাকিয়েছিল; আমার দরজায় টোকা দিল। আমি দরজা খুললে কিছুই বলল না ও। এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নেড়ে আমাকে ইশারা করে হলওয়েতে বেরিয়ে এল।

অনেক বছর পরে, যোয়ে আর যেল্ডার অনুরোধে যখন আবার এই গল্পটা বলেছি আমি, তখনও ঠিক বোঝাতে পারি নি যে মা যেনোর রুম ধাক্কা দিয়ে খোলার পর আমার মনে কী অনুভূতি খেলে গিয়েছিল। গোটা দৃশ্যটা দেখে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় দিয়েছে ও এবং তারপর বলেছে, 'তাহলে তোমার কাছেও এটা নতুন।'

দরজার মুখে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। আমি বাকরহিত।

BanglaBook.org

'কীভাবে... এসব কোথায় পেয়েছে ও? চুরি করেছে? আমার চোখে না পড়ে এসব এখানে ও আনল কেমন করে?' বিস্ময়, ক্রোধ আর আত্মভর্ৎসনার প্রশ্নটা নিজেকে আর আমার উদ্দেশে করল মা।

পিছলে পা-পা করে, ডান-বাম-ডান, রুমে ঢুকলাম আমি, কারণ হাঁটার কোনও উপায় ছিল না ওখানে। কাগজ আর কাপড়ের প্রাচীন কোনও নগরীর ধ্বংসাবশেষ। কোনও উপন্যাস নেই, সমস্ত টেক্সট বই, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইপত্র। খুঁজতে শুরু করলাম আমি, বিশেষ কোনও বই নয়, স্রেফ একটা কিছু ধরার জন্যে, পরিচিত কোনও কিছু: থিয়োলজি, দর্শন, অ্যানথ্রোপলজি, ফটোগ্রাফি, বিবলিওগ্রাফি, বাইয়োগ্রাফি, সাইকোলজি... ক্ষয়ে যাওয়া বাদামী চামড়ায় বাঁধানো একটা ফোলিও তোলার জন্যে সামনে ঝুঁকলাম আমি। খুললাম ওটা। শিরোনামের পৃষ্ঠাটা পড়তে পারলাম না। 'এটা সপ্তদশ শতাব্দীর!' চেঁচিয়ে উঠলাম। আগে বাড়লাম আমি। ল্যাটিন, হিব্রু, ইংলিশ, জার্মান, কোনও কোনওটা গথিকপ্রিন্টে। নতুন বই, পুরনো বই, *খুব* পুরনো বই।

ছোটখাট একটা রত্নভাণ্ডার রুমটা। একটা পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ বিশেষায়িত লাইব্রেরি।

এক ঘণ্টা পরে ফিরে এল যেনো। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল ও, নিজের রুমে পা রাখল, শিস বাজাতে বাজাতে জ্যাকেটের নিচ থেকে তিন চার, পাঁচটা বই বের করে আনল। ওগুলো চারপাশের স্তূপে বণ্টন করতে যাবে, এমন সময় মা আর আমি কাব্বালিস্টিক মিস্টিসিজমের দেয়ালের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালাম। এতই চমকে গেল যেনো, চোরাই বইগুলো হাত থেকে পড়ে গেল ওর। বই যে ওর কাছে কতখানি মূল্যবান সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওকে হাঁটু গেড়ে বসে ওগুলো পরীক্ষা করতে দেখে। ওগুলো তুলে নিল ও, নিরাপদ জায়গায় রাখল (কিন্তু নিরাপদ জায়গাটা কি, ভাবলাম আমি, এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে বই রাখার নিরাপদ জায়গা কোনটা?) এবং জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল আমাদের দিকে।

'যেনো,' বলল সোফি, 'আমাকে বলার মত কিছু আছে তোমার?'

ভুরু কোঁচকাল ও। 'তোমাকে বলার মত?'

'আমাকে কী বলতে চাও তুমি?'

বামে, ডানে তাকাল যেনো, তারপর আবার আমাদের দিকে ফিরল। 'আমি মনে করেছি তুমি *আমাকে* কিছু বলতে চাও,' বলল ও।

'ব্লাডি হেল!' চিৎকার করে উঠল মা। এই প্রথম এবং একবারই ওকে খিস্তি করতে শুনলাম আমি।

ওর বাহু আঁকড়ে ধরলাম আমি, কারণ আমার ভয় হচ্ছিল ও হয়ত কলামগুলোর ভেতর দিয়ে, বইয়ের দেয়ালের ওপর দিয়ে সোজা যেনোর দিকে উড়ে যাবে। 'ও জানতে চাইছে এতসব বইপত্র কোথায় পেলে তুমি,' বললাম আমি। সোফি ওর হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। 'ও মনে করেছে...' ঠিক তখনই ওর ব্লাউজের হাতা ছিঁড়ে গেল। যেনোর দিকে দৌড়ে গেল ও, আমি উড়ে গেলাম পেছন দিকে।

আস্তে করে বইয়ের ওপর লুটিয়ে পড়লাম আমরা। আমি আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করার সময় দেখলাম একটা পিলার আমার পাশে ঘেঁষে ধেয়ে যাচ্ছে। যেনোর

BanglaBook.org

চিৎকার শুনতে পেয়ে ওর দিকে তাকালাম আমি। সোফি ওখানে কাগজের একটা স্তূপের ওপর থেকে হাঁছড়েপাঁছড়ে ওঠার চেষ্টা করছে আর ওদিকে ওর চারপাশে একের পর এক স্তূপ হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ছে মেঝেয়। সবকিছু আবার পুরোপুরি স্থির হতে পুরো একটা মিনিট সময় লেগে গেল। মাত্র দুটো টাওয়ার দাঁড়িয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে কাঁপছে ওর কাঁধজোড়া।

'আমি ওগুলো চুরি করেছি ভেবেছ!' আহত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল যেনো। মেঝেয় চার-হাত-পায়ে ভর দেয়া অবস্থায় ছিলাম আমি, মুখ তুলে তাকালাম। কাঁধ ঝাঁকানোর চেষ্টা করলাম। 'তোমার ধারণা যে আমি... '

মার চেহারা দেখে মনে হল এখুনি কাঁদতে শুরু করবে বুঝি, কিন্তু নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল ও।

'তাই করেছ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'অবশ্যই না!' চেঁচিয়ে উঠল যেনো।

'কিন্তু...

কাগজের হ্রদের ভেতর দিয়ে হেরনের মত আগে বাড়ল যেনো। 'ওগুলোর বেশির ভাগই এসেছে নিলাম, বয়স্ক লোকদের বাড়ি আর দোকান থেকে। ওগুলোর কিছু এসেছে অ্যান্টিকারিয়ান বই বিক্রেতাদের কাছ থেকে। এধরনের বইয়ের ব্যাপারে খুব বেশি লোকে আগ্রহ দেখায় না। প্রায়ই একেবারে সস্তাদরে পাওয়া যায়।'

'এটা সম্পর্কে কী বলবে তাহলে,' বইয়ের কাভারের নিরেট ঢেউয়ে হাত চালিয়ে একটা ছোট বই বের করে আনলাম আমি, আমার হাতের চেয়ে বড় হবে না, আড়ষ্ট বাদামি কাপড়ে বাঁধানো।

'*ডার র*,' বলল যেনো, 'হিস্ট্রিও-কালচারাল *এরযাহল্যাঙ*, জনৈক "জুডিয়াসের" লেখা, হারমন-ভারল্যাগ, ফ্র্যাঙ্কফুট। সম্ভবত ১৯৩০ এর সময়কার। এক অ্যান্টিকারিয়ান বুক ডিলারের কাছে পেয়েছি ওটা। আদি বাঁধাই নয়, কিন্তু ওটা বাদ দিলে, নিখুঁত।'

'ওটা পেয়েছ এক...

'যেমন বললাম, এধরনের বইয়ের জন্যে আগ্রহ নেইই বলা যায়। নতুন কাভার থাকলে তো অবশ্যই নয়।'

ঠিক ওই মুহূর্তেই সভয়ে উপসংহারে পৌঁছুলাম আমি যে যেনো একজন সংগ্রাহক নয়: আসলেই এই বইগুলো পড়ে ও।

'টাকা পাও কোথায় তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'প্রত্যেক শনিবার আমি অতগুলো গাড়ি কেন ধুই বলে তোমার ধারণা?' বেশ কয়েকটা বই দিয়ে একটা স্তূপ বানাল ও, মাথা নাড়তে নাড়তে ওটার চূড়ায় বসল। ডান হাত তুলে জোরে জোরে হিসাব কষতে লেগে গেল। 'নিজে দশটা গাড়ি পরিষ্কার করি আমি, দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে আমার, ওরাও দশটা করে গাড়ি ধোয়। আয়ের পঁচাত্তর ভাগ ওদের দিই আমি।'

BanglaBook.org

তাতে মোট কত টাকা উপার্জন হয় তার হিসাব দিতে শুরু করল ও এবং তারপর এও বলল যে মাঝে মাঝে বাজারে এমন কোনও বই পেয়ে যায় ও যেটা পঞ্চাশ সেন্টে কিনে নিয়ে কোনও ডিলারের কাছে পঞ্চাশ গিল্ডার্সে বেচে দেয়। 'গেল বছর,' বলল যেনো, 'আড়াই দিয়ে *ইউলিসিস* কিনেছিলাম আমি।'

'পরবর্তী কালের এডিশন।'

'না। অলিম্পিয়া প্রেস। ওটার বিনিময়ে একশো পচাত্তর গিল্ডার্স পেয়েছি। একটা বাড়ন্ত দোকানে সস্তা উপন্যাস ভর্তি একটা বাক্সে পেয়েছিলাম ওটা।' আমি বুঝতে পারলাম যে আমার পনের বছর বয়সী ভাইটি, জ্ঞান পিপাসা মেটানোর জন্যে একজন ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছে এবং দুটো কাজই বেশ ভালভাবে করছে ও।

এতক্ষণ মেঝেয় বসে শুনছিল মা, মুখের ওপর থেকে একগোছা চুল সরিয়ে মুখ তুলে তাকাল ও। 'যতক্ষণ টাকা দিচ্ছ ততক্ষণ তোমার বই কেনা বেচায় আমি মাথা ঘামাব না, কিন্তু গাড়ি ধোয়ার জন্যে দুটো ছেলেকে ভাড়া করা আর মধ্যস্ততা করার জন্যে ওদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার বুদ্ধিটা পছন্দ হয় নি আমার। টাকা আয়ের জন্যে নিজেকেই কাজ করতে হবে।'

যেনো ওর মুখ খুলল।

'তারচেয়ে বড় কথা,' হাঁছড়েপাঁছড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল মা, 'আমি চাই তুমি কোথাও গিয়ে ডকুমেন্টেশন সম্পর্কে শেখ, যাতে করে এই মেস-টাকে গোছাতে পার, কোনওভাবে সাজিয়ে রাখ। এটা খালি বদভ্যাসই নয়, ভয়ঙ্করও! আমি চাই না এই সমস্ত আবর্জনাসহ মেঝে ভেঙে পড়ে যাও তুমি; এও চাই না যে তুমি একজন নোংরা বুড়ো হয়ে ওঠ, গর্ত হয়ে যাওয়া স্লিপার পায়ে দিয়ে নোংরা পুরনো বইয়ে স্তূপ হাতড়ে বেড়াও। গোছানো শিখতে হবে তোমাকে।'

'কিন্তু কোনটা কোথায় আছে স্পষ্ট জানি আমার,' বলল যেনো। এপাশ-ওপাশ তাকাল ও, ভাসমান শাদা বিস্তারের দিকে। কাঁধ ঝুলে পড়ল ওর। 'জানা ছিল,' বলল ও।

সোফির একজন ছাত্রের মারফত, হিমায়িত মাংসের পাইকারের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে, ব্যবহৃত কতগুলো কাঠের র‍্যাক যোগাড় করল যেনো। আরেকজন ছাত্র লাইব্রেরিয়ান ছিল, স্থানীয় লাইব্রেরিতে ওকে ভলান্টিয়ারের চাকরি জুটিয়ে দিল সে ওকে, সেখানে বিপুল সংখ্যক বই সামাল দেয়ার উপায় শিখল ও। সোফির অনুমোদনে আমি আর যেনো আমাদের ফ্লোরের অব্যবহৃত কিচেনটাকে ভেঙে ফেললাম। একজন প্লাম্বার পানির লাইনটা বন্ধ করে দিল, ওটার আর দরকার ছিল না আমাদের। দেয়ালগুলোয় নতুন করে রঙ লাগানো হল, মেঝেয় কালো লিনোলিয়াম লাগানোর ব্যবস্থা করে দিল মা। র‍্যাকগুলোয় রঙ করা হয় নি। এখানে-ওখানে রক্তের ছোপ চকচক করছিল, কিন্তু যেনো ওগুলো যেমন আছে সেভাবে রাখতে জোর করল। 'রক্ত আর বই,' আমাকে বলল ও। 'পাশাপাশি চলে ওগুলো।'

ও ঠাট্টা করছে কিনা বুঝতে পারি নি আমি।

BanglaBook.org

ছয় মাস যাবৎ লাইব্রেরিতে কাজ করছিল যেনো, প্রত্যেক বুধবার ক্লাশ শেষে। একদিন যখন লাইব্রেরিয়ান জানতে চাইল যেনোর ভ্যারাইটি শো কেমন চলছে, তুলি ধুচ্ছিল সোফি, সশব্দে হেসে উঠল ও। ঝাড়া দশ সেকেন্ড পার হবার পর কী বলা হয়েছে বুঝতে পারল মা।

বেশ কয়েক সপ্তাহ্ আগে, ব্যাখ্যা করল লাইব্রেরিয়ান, কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে যেনো। ও বলেছে যথেষ্ট শেখা হয়ে গেছে ওর এবং আরেকটা কাজ পেয়েছে। কাজটা কী সেটা ওকে বলতে রাজি হল না, কিন্তু পরে সে আর তার বোনের বাচ্চারা স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে একটা কিডি শো দেখতে গিয়েছিল, ওখানেই ওকে মিস্টার টনি নামে এক লোকের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতে দেখেছে ওরা।

'ছেলেটা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে,' এক শনিবার আমরা চারজন, যোয়ে, যেল্ডা, আমি আর সোফি শহরের অন্য প্রান্তের একটা স্কুল বিল্ডিংয়ের উদ্দেশে সকালে যাত্রা করার পর বলল সোফি। ওখানেই, স্থানীয় পত্রিকায় দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর মিস্টার টনির আসন্ন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে বলে জেনেছিলাম আমরা। লোকটা নিজেকে একজন 'সিঙ্গার-অ্যাক্রোব্যাট-ম্যাজিশিয়ান-ইকুইলিব্রিস্ট' হিসাবে আখ্যায়িত করে। শেষের জিনিসটা যে কি কেউই জানতাম না আমরা।

পোয়া ঘণ্টাটাকের মাথায় কারলারস আঁটা মা আর ওদের ঘ্যানঘ্যানে বাচ্চাকাচ্চা আর ঠোঁটের কোণে সিগারেট ঝোলানো বাবাদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, আর আমুদে আঙ্কলরা, সবাই যাকে দেখবে বলে হাজির হয়েছিল সেই শিল্পীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার কসরত শুরু করে দিয়েছিল ইতিমধ্যে। ওদের একজন তো হাতের ওপর ভর দিয়ে রাস্তা বরাবর হাঁটল পর্যন্ত, পনের ফিট যাবার পর চিৎকার আর চেঁচামেচির মধ্যে একসারি বাইসাইকেলের ওপর উল্টে পড়ে গেল সে।

বিকেলের শুরু হল হাতে বানানো ভ্যারাইটি-শো স্যুট পরা একটা মেয়েকে দিয়ে, লাফাতে লাফাতে স্টেজে হাজির হল সে, নিজের পরিচয় পর্ব সারল, তারপর ডিগবাজি খেয়ে বিদায় নিল আবার। মেয়েটা ডিগবাজি খেয়ে উধাও হতে না হতেই দড়াম আর ঝনঝনানি শুনতে পেলাম আমরা। তারপর নীরবতা, চাপা বিতণ্ডা শোনা গেল এরপর।

মিস্টার টনি, মাঝেমাঝে বেকারের ওখানে আসতে দেখেছি ইঁদুরের মত খাট মানুষটাকে, চিনতে পারলাম, কখনওই কার্যান্ট বান ছাড়া আর কিছুর ফরমাশ দেয় না সে, গাইতে গাইতে হাজির হল। সে একটা লাস ভেগাসের শো'র নিজস্ব সংস্করণ দেখাচ্ছে টের পেতে কিছুটা সময় লেগে গেল আমাদের। অর্কেস্ট্রা টেপের শব্দে আধা-চাপা পড়ে যাওয়া কণ্ঠে আমাদের সে 'দেয়ার স নো বিজনেস লাইক শো-বিজনেস' গান শোনানোর ফাঁকে ফাঁকে 'স্বাগতমভদ্রমহিলামহোদয়গণআরবাচ্চারা!' আর 'এখানে উপস্থিত হতে পেরে আনন্দিত' কথাগুলো বলে গেল।

'যেন অন্য কোথাও কখনও গেছে সে,' বলল যোয়ে।

BanglaBook.org

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর একটা ম্যাজিক দেখাল মিস্টার টনি। পকেট থেকে একটা সিল্কের লম্বা স্কার্ফ বের করে আনল সে, বাতাসে দোলাল ওটা, তারপর ফুঁ! একটা কলাপসিব্‌ল বুকে ফুলে পরিণত হল। 'শার্টের হাতা থেকে বের করে এনেছে ওটা।' দর্শকদের কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। ডানপাশের উইং থেকে কালো পোশাক পরা একজন *স্ট্রাওয়েলপিটার* হাজির হল, ছোটখাট দারুণ বিষণ্ন চেহারার মানুষ, মিস্টার টনির দিকে এগিয়ে গেল সে, রট আয়রনের একটা বারের মতই আড়ষ্ট, কৃত্রিম ফুলটা নিয়ে দর্শকদের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তারপর শিল্পীর পেছনে অবস্থান গ্রহণ করল।

'যেনো,' ফিসফিস করে বলল যেল্ডা। ওর কণ্ঠে সমীহের স্পষ্ট সুর ধরা পড়ল। এতক্ষণ পর্যন্ত হট্টগোল করে চলা দর্শকরা পিন পতন নৈঃশব্দে ডুবে গেছে।

সন্দেহ নেই যেনোর পোশাক বাছাই করার সময় মিস্টার টনির মনে রূপকথা জাতীয় কিছু একটা ছিল, কিন্তু মাঝখানে কোথাও সেই 'কিছু একটা'য় গড়বড় হয়ে গেছে। তার অ্যাসিস্ট্যান্টের চোখের নিচের মেকাপ লেপটে গেছে, ফলে মাত্র কবর থেকে উঠে আসা যোম্বির মত লাগছে ওকে। কালো-পোশাকটা ভুল তাপমাত্রায় ধোয়া হয়েছে, বা ব্লিচ করা হয়েছে ফলে দেখে মনে হচ্ছে বুঝি ছাই ছিটানো হয়েছে। যেনোর চুলে ট্যালকম পাউডারের আভাস ছিল (মুহূর্তের জন্যে মাকড়শার জাল ঠাউরেছিল সোফি), আর শাদা প্যান কেকটা ওর মুখে এমন অসমানভাবে মাখা হয়েছিল যে ওর গালদুটোয় অস্বাভাবিক রকম মোমের আস্তরণ দেয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল, হনুর হাড়ের গর্তগুলোকেও স্বাভাবিকের চেয়ে গভীর দেখাচ্ছিল। ছোট স্কুল স্টেজে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল নরক থেকে উঠে আসা একটা জীব।

দর্শকদের মধ্যে থেকে কাউকে তুলে এনে একটা চেস্টে ঢুকিয়ে তার ভাষায়, 'হাওয়ায় মিলিয়ে দেয়ার জন্যে ' তৈরি হয়ে গেল মিস্টার টনি, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাউকে পেল না সে। দু-একজন মা বাচ্চাকে ঠেলে দেয়ার প্রয়াস পেলেও তাদের চেষ্টা ফোঁপানি আর বিলাপের ভেতর দিয়ে শেষ হল। আমার পাশে উঠে দাঁড়াল যোয়ে। ওর হাতা ধরে টান দিল যেল্ডা, হিসহিস করে কি যেন বলল, কিন্তু মনোযোগের সঙ্গে স্টেজের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে মাথা নাড়ল যোয়ে, বেরিয়ে গেল আইলে। দূর থেকে আমি যেনোর অবিচল বাম ভুরুটাকে ওপরে উঠে যেতে দেখলাম। কিছুই বলল না সোফি।

উৎসাহ আর স্বস্তির একটা মিশেলের সঙ্গে যোয়েকে স্বাগত জানাল মিস্টার টনি। ওকে স্টেজে উঠতে সাহায্য করল সে, পরিচয় করিয়ে দিল দর্শকদের সঙ্গে; তারপর ওকে বিরাট বেড-ল্যাকারড্ চেস্টটা দেখাল, যেখানে ওর অদৃশ্য হওয়ার কথা। যেনো দাঁড়িয়ে ছিল ওটার পাশে, অনড়।

'মিউজিক, মায়েস্ট্রো প্লিজ!' চেঁচিয়ে বলল মিস্টার টনি। মঞ্চের নেপথ্যে কেউ একজন একটা ফনোগ্রাফ নিডল্ বিটোফনের নাইন্থ সিম্ফনিতে ছোঁয়াল। দড়াম করে খুলে গেল চেস্টের দরজা। বাম পা কনট্র্যাপশনে রাখল যোয়ে, উদ্ধত চোখে দর্শকদের দিকে তাকাল। ওর ডান পা-ও এগিয়ে গেল তারপর। ও ভেতরে ঢোকামাত্র কাছে গেল

BanglaBook.org

যেনো, ঠেলে বসিয়ে দিল ওকে, ঢাকনাটা আটকে দিল সশব্দে, তারপর গম্ভীর চেহারায় ক্ল্যাম্পে তালা আটকাতে শুরু করল। অস্থির গুঞ্জন শুরু হল দর্শকদের মাঝে। রক্তচক্ষু নিয়ে দর্শকদের দিকে তাকাল যেনো, তারপর নিজেই উঠে পড়ল ঢাকনার ওপর। হতবিহ্বল মিস্টার টনি তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া কৃষ্ণ কাঠি বের করল (ভোজবাজির মত হাজির করার কথাটা ভুলে গিয়েছিল), সামনে পেছনে দোলাল ওটা, চিৎকার করে বলল, 'শাদ্দাই!' ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল সোফি।

আমার কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করল যে, মিস্টার টনির শো মঞ্চায়নের বেলায় বেশ ভূমিকা ছিল যেনোর। সপ্তাহ্‌খানেকেরও কম সময় আগে ঈশ্বরের সাতটা গোপন নামের কথা আমাদের বলেছিল ও, 'শাদ্দাই' সেগুলোর একটা। 'শয়তানের ভয়ে ভীত মানুষজনের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়,' বলেছিল ও। আমি ভাবলাম আমার ভাইটি যে চতুর্থ শ্রেণীর ভ্যরাইটি-শো আর্টিস্টের সেবায় নিয়োজিত সে কী করছে, তার কতটুকু জানে।

মিস্টার টনির চিৎকার শোনা গেছে কি যায় নি, জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামের একটা ঝলক আর ধোঁয়ার ঘন একটা গোলক ঢেকে ফেলল মঞ্চকে। দর্শকদের আতঙ্কভরা চেঁচামেচির মাঝে তীব্র কাশির মত একটা শব্দ শোনা গেল। ধোঁয়া কেটে যাবার পর আমরা দেখলাম মিস্টার টনি তখনও প্রবলভাবে হাত নাড়ছে আর যেনোর অবিচল কালো অবয়ব চেস্টের ওপর রডের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দর্শকদের মাঝে ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল, কিন্তু ওদের চমক সামলে ওঠার কোনও ফুরসতই দিল না মিস্টার টনি। ইশারায় যেনোকে নিচে নেমে তালা খুলতে বলল সে। তারপর সশব্দে ঢাকনাটা খুলে চেস্টটা উল্টে দেখাল। উধাও হয়ে গেছে যোয়ে।

ছাড়া-ছাড়া হাততালির শব্দ হল প্রথমে, তারপর যেনো ওর ডানহাতটা বিজয়সূচক প্রেসটো ভঙ্গিতে উঁচু করতেই দ্রুত জোরাল হয়ে উঠল সেটা। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল সোফি। 'আমাদের জন্যে খুব একটা উপায় রাখে নি ও, তাই না?' বুঝতে পারলাম কি বোঝাতে চেয়েছে ও। যেনো এমন একটা অভিব্যক্তি দিয়েছে যে ওর কথায় কেউ কান না দিলে তার মঙ্গল হবে না।

আবার চেস্টটা বন্ধ করল মিস্টার টনি, যেনোকে আবার চেস্টের ওপর অবস্থান নিতে বলল, তারপর কাঠিটা নাচাল। লাউডস্পীকারগুলোয় পূর্ণনিনাদ উঠল। ডান পায়ের আঙুলের ওপর একটা চক্কর খেয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল যেনো। ঢাকনা ওঠাল মিস্টর টনি এবং সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল গভীরে। খুব ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, অসহায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল যেনোর দিকে।

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি যেল্ডা আর সোফি। মিস্টার টনির ভাষায় 'হাওয়া' থেকে যোয়ের ফিরে না আসাটা আমাদের মোটেই অবাক করে নি। আমরা যেটা ভেবেছি সেটা হল, নিচু-কণ্ঠে যেল্ডা যেমন বলেছে, '*এ থেকে* উদ্ধার পাওয়ার পথ খুঁজছে সে।'

অচিরেই পরিষ্কার হয়ে গেল সেটা। বাম হাত উঠাল যেনো: অস্থির দর্শকরা চুপ করে গেল। ম্যাজিশিয়ানের দিকে ঝুঁকে তার কানে কি যেন বলল ও। উজ্জ্বল হয়ে উঠল

BanglaBook.org

মিস্টার টনির চেহারা, দর্শকদের দিকে ফিরল সে, ঘোষণা দিল 'সাবজেক্ট' হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে এবং তাকে ফিরিয়ে আনতে আরেকটা সাবজেক্ট প্রয়োজন। গোটা হল জুড়ে একটা শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। 'ওখানে বসে থাকা মেয়েটা,' যেল্ডার দিকে ইশারা করে চিৎকার করে বলল যেনো। চেয়ারে উসখুস করতে শুরু করল সোফি। আমাদের ওপর নিবদ্ধ হল দেড়শোটা চেহারা। উজ্জ্বল চেহারায় উঠে দাঁড়াল যেল্ডা।

আচারের পুনরাবৃত্তি হল এবং যেল্ডাও হারিয়ে গেল হাওয়ায়, ওখানেই রয়ে গেল ও। অ্যাসিস্ট্যান্টের পাশে নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল মিস্টার টনি। অনুষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে। দর্শকরা তার অসহায়ত্ব দেখে ক্রমবর্ধমানহারে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। 'মেয়েদের কী করেছ তুমি, পার্ভার্ট কোথাকার!' চিৎকার করে উঠল কেউ একজন। স্কুল অডিটোরিয়ামের উদ্দেশে অনিশ্চিত একটা হাসি দিল মিস্টার টনি। প্রথম কয়েকজন পুরুষ আসন ছেড়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করতেই দায়িত্ব নিল যেনো। সবার কাছে শপথ করে ও বলল যে 'ভিকটিম'রা অবশ্যই আবার ফিরে আসবে, কিন্তু ওদের আরও একজন ভলান্টিয়ার দরকার। 'সমস্ত জাদুই তিন নম্বরীকে ঘিরে আবর্তিত হয়,' বলল ও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

আমি স্টেজে ওঠার পর মিস্টার টনি আমাকে অসহায় অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার কাছাকাছি একটা চেহারায় স্বাগত জানাল। দ্রুত আমাকে চেস্টের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল সে। আমি লাল-রঙের বিশাল বাক্সটায় ঢোকার সময়, মখমলের গন্ধ ছিল ওটায়, এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল যেনো। এবার চিৎকার করে ও বলল, নিখোঁজ সাবজেক্টদের খোঁজে ব্যক্তিগতভাবে আমার সহগামী হবে ও। চাপা কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল মিস্টার টনি। 'ঈশ্বরের দোহাই, ফিরে এস,' ঠোঁট নাড়ল সে। 'তোমরা না ফিরলে আমাকে লিঞ্চ করবে ওরা।' ঢাকনার একপাশ ধরল যেনো, আরেক পাশ ধরলাম আমি এবং এক সঙ্গে দড়াম করে আটকে দিলাম ওটা। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার ঠিক আগ মুহূর্তে মিস্টার টনি বলল: 'অ্যাই, তোমরা আত্মীয় নাকি?' ক্ল্যাপগুলো আটকে গেল, ফনোগ্রাফ-নিড্‌লটা নাইন্থ্ সিম্ফনির প্রথম কয়েকটা বারের ওপর দিয়ে পিছলে এগোল, ম্যাগনেশিয়ামের বিস্ফোরণ ঘটল এবং এগোতে শুরু করল যেনো। কী ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই তলাটা খসে পড়ল। পিছলে নেমে যেতে শুরু করলাম আমরা। নিচে, স্পষ্টতই প্রম্পট বক্স ছিল ওটা, যেনোকে অনুসরণ করে একটা স্টিলের মই বেয়ে একটা ঘরে অন্ধকার নেমে এলাম, যেল্ডা আর যোয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিল এখানে।

'কুত্তী,' যোয়েকে বলল যেনো।

বিজ্ঞের মত ওর উদ্দেশে হাসল সে।

হেঁটে আমাদের সামনে চলে গেল যেনো, ইশারায় ওকে অনুসরণ করতে বলল। আমরাও ওকে অনুসরণ করে একটা সেলার-মত রুম হয়ে এত অন্ধকার একটা জায়গায় এলাম যে কোন দিকে যাচ্ছি বোঝার জন্যে পরস্পরের হাত ধরে রাখতে হল আমাদের। অবশেষে উঠে এলাম আমরা, ব্যাক স্টেজের কোথাও, ভাবলাম আমি। উত্তেজিত কণ্ঠের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম।

BanglaBook.org

'জলদি,' বলল যেনো। আমাদের আগে আগে দৌড়ে একটা করিডরে চলে এল ও। শেষ মাথায় একটা ইমার্জেন্সি এক্সিট ডোর, একটা হরাইযন্টাল বারের সাহায্যে খোলা যায় ওটা। বারটা ধরে টানল যেনো, কিন্তু সাড়া দিল না ওটা। আমি এগিয়ে গেলাম, ওর পাশে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে টান লাগালাম। জ্যাম হয়ে গেছে পাল্লাটা।

'ঘোরো,' বলল যেনো। করিডর বরাবর উল্টোদিকে দৌড়ে একটা দরজা গলে একটা ড্রেসিংরুমে পা রাখল ও। একটা চেয়ারে উঠে ঠেলে উঁচু ছোট একটা জানালা খুলে ফেলল। ওকে ঠেলা দিলাম আমি, যোয়ে আর যেল্ডাকে সাহায্য করে তারপর নিজেও উঠে এলাম। একটা কোর্টইয়ার্ডে বেরিয়ে এলাম আমরা, দ্রুত পেরুলাম ওটা, সবার সামনে যেনো। আমাদের নিয়ে একটা গলি দিয়ে ডাস্ট বীনস্ পচা সব্জি আর একজোড়া আমুদে চেহারার বেড়াল পেরিয়ে দৌড়ে একটা মোড় পেরিয়ে স্কুলের সামনের দরজার দিকে ছুটে গেল ও।

প্রায় জনাবিশেক নারী-পুরুষের একটা দল টনিকে আস্তে আস্তে ঠেলে উইংসে নিয়ে গেছে এমন একটা সময় হলের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করলাম আমরা।

'প্রেস্টো!' চেঁচিয়ে উঠল যেনো।

'হারামজাদা!' বলল যোয়ে।

কানে তালা লাগানো উল্লাসে ফেটে পড়ল দর্শকরা।

বিকেলের বাকি সময়টুকু মিস্টার টনি তার ডীন মারটিন আর ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রার রেপারটয়ের থেকে গান গেয়ে শোনাল। যে মেয়েটি পরিচয় পর্ব সেরেছিল, তার ভাইঝি মৃত্যুপথযাত্রী রাজহাঁসের অদ্ভুত যন্ত্রণাকর অভিনয় দেখিয়ে সমাপ্তি টানল। হাততালির চূড়ান্ত পর্বটা, খোদ মিস্টার টনি যেমন স্বীকার গেছে, তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বেশি আনন্দময় ছিল।

'দিনকালে আমার চমৎকার বুনো হাততালি দেনেঅলা লোকজন ছিল, কিড্স,' ড্রেসিংরুমে স্যুটকেস থেকে হুইস্কির ফ্ল্যাস্ক বের করে ওটায় চুমুক দিতে দিতে বলেছিল সে। হাতজোড়া কাঁপছিল তার। 'জেসাস, মিনিটখানেকের জন্যে ভেবেছিলাম: ওরা সবাই হারিয়েই গেছে বুঝি!' বেশ জোরেই হেসে উঠল সে, আবার চুমুক দিল হুইস্কিতে।

'উৎকণ্ঠা,' বলল যেনো।

'উৎকণ্ঠা, ধ্যেৎ,' বলল মিস্টার টনি।

'সবকিছুই উৎকণ্ঠাকে ঘিরে আবর্তিত হয়,' বলল যেনো। মিস্টার টনি একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে যেন পা পর্যন্ত ভরিয়ে ফেলল। 'উৎকণ্ঠা আর আশা।' অন্যমনস্কভাবে মাথা দোলাল মিস্টার টনি। 'একটা সত্য গোপন করে আর অন্যটা নতুন পথ দেখায়।'

'সত্যিকারের খুদে দার্শনিক,' আমার উদ্দেশে বলল মিস্টার টনি। 'তোমার ওই ভাইটিকে দেখে যা মনে হয় তারচেয়ে বিরাট কিছু আছে ওর মাঝে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'উৎকণ্ঠা,' পুনরাবৃত্তি করল সে।

'যেনো একজন ভাল প্রলয়ের পয়গম্বর হতে পারবে,' বললাম আমি।

BanglaBook.org

'খুবই ভাল প্রলয়ের পয়গম্বর,' বলল মিস্টার টনি।

গোবরের ঢিবির ওপরের গুবড়ে পোকার মত হাসল যেনো।

নিজের মন্তব্যের সত্যতা টের পেতে পেতে অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছিল। একদিন সন্ধ্যায় আমার রুমে ঢুকল সোফি। ওর হাতে একটা পত্রিকা ধরা ছিল, হতাশ দেখাচ্ছিল ওকে। আমার একটা ফিফ্‌থ হ্যান্ড আর্ম চেয়ারে বসে কোয়ান্টাম মেকানিকস্ সম্পর্কে পড়ছিলাম আমি, নক না করেই ও ঢুকে পড়েছে বলে কিঞ্চিৎ বিরক্ত বোধ করছিলাম। ও সেটা বুঝতে পারল না। কাগজের নৌকার মত যেন ভেসে এল ও, আমার উল্টোদিকের চেয়ারটার সঙ্গে হোঁচট খাওয়ার পরেই কেবল থামল।

'খবর কাগজে যেনোর খবর বেরুনোর কথা জান?'

চোখ বন্ধ করে মাথাটা পেছনে এলিয়ে দিলাম আমি।

বসে পড়ল সোফি, পত্রিকাটা কোলের ওপর রাখল। '"তরুণদের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চার্চের হুশিয়ারি"' পড়ল ও। "ইক্যুমেনিয়াল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান... ব্লাহ্ ব্লাহ্ ব্লাহ্। এই যে। এই তরুণরা জনৈক যেনোকে তাদের নেতা হিসাবে বেছে নিয়েছে, যাকে তারা বিংশ শতাব্দীর পয়গম্বর মনে করছে"।'

'পয়গম্বর?' জিজ্ঞেস করলাম।

'"ওঅটরফ্রন্ট এলাকার একটা পরিত্যক্ত শেডে সপ্তাহে একবার মিলত হয় দলটি। কোলাহল আর উচ্ছৃঙ্খল আচরণের অভিযোগ পেয়েছে পুলিস।"'

'উচ্ছৃঙ্খল আচরণ।' যেনো কোনওরকম বাড়াবাড়ি করছে, ভাবতে পারলাম না আমি।

'কলাম বরাবর আঙুল চালাল সোফি। 'আর এখানে। "এইসব অবৈধ সমাবেশ তরুণদের মাঝে দারুণ জনপ্রিয়। বর্তমানে গ্রুপটির প্রায় পঞ্চাশজন সদস্য রয়েছে।"'

'জেসাস।'

'হ্যাঁ, তাও ভেবেছি আমি,' বলল সোফি।

উঠে দাঁড়ালাম আমি, ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা ওয়াইনের বোতলের মুখ খুলতে শুরু করলাম। 'বিংশ শতাব্দীর পয়গম্বর... ' সোফিকে একটা গ্লাস এগিয়ে দিলাম আমি। পান করতে শুরু করল ও, তখনও ওর নজর পত্রিকার পাতায়। 'ওহ্।' দুই চুমুক দেয়ার পর বলল ও, 'এটা ওয়াইন। কবে থেকে রুমে অ্যালকোহল রাখছ তুমি?'

নিজের চেয়ারে বসে ওর উদ্দেশে আমার গ্লাস উঁচু করলাম আমি। 'যেদিন থেকে আমি এখানে আমার ক্রোকারি রাখতে পারি বলেছিলে তুমি, যখন থেকে আমি আর নিচের তলায় বসি না।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ও, তারপর আবার ফিরে গেল পত্রিকার পাতায়। 'এমনকি ওর একটা ছবিও আছে। ভাবছি ওটা ওরা পেল কোথায়।'

আমি হাত বাড়িয়ে ওর কাছ থেকে পত্রিকাটা নিলাম।

BanglaBook.org

আসলেই মোটামুটি বড়সড় একটা ফটোগ্রাফ ওটা। এখানে, বাড়িতেই তোলা হয়েছিল ছবিটা। কুঁচকির ওপর হাত ভাঁজ করে লাইব্রেরিতে দাঁড়িয়ে আছে যেনো, গম্ভীর চোখে তাকিয়ে আছে লেন্সের দিকে। প্রকাশ্যে গান গাওয়ার সময় আমি যে কালো পোশাকটা পরতাম সেটাই পরে আছে ও। ওকে দেখে ইয়াং আন্ডারটেকারস্ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যানের মত লাগল।

চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠলাম আমি, চিৎকার করে ওর নাম উচ্চারণ করলাম। তারপর দৌড়ে হলওয়েতে বেরিয়ে এসে দেখলাম ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ও। ওকে দেখে মনে হল যেন বাড়িতে আগুন লেগেছে।

'কুত্তারবাচ্চা!' পত্রিকাটা ঠেসে ধরলাম ওর মুখের ওপর। 'কাকে বলে আমার স্যুট পরেছ?'

আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল ও। চেহারা ফ্যাকাসে। ফর্শা গায়ে তামাটে পশমগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ওর চোখজোড়া ফিকে সবুজ, সভয়ে সামনে-পেছনে আগুপিছু করছিল। 'দুঃখিত,' বলল ও।

'ওই স্যুটটা আমার জীবন! ওই হতচ্ছাড়া স্যুটটা দিয়ে রুজি করি আমি। এটা ময়লা হয়ে গেলে ধোলাইয়ের খরচ দেয়ার কথা চিন্তা করেছিলে? এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে!' কাগজটা ছুড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি।

নিজের ঘরে আসার পর হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল সবচেয়ে জরুরি কথাটাই ভুলে গেছি। দৌড়ে হলওয়েতে ফিরে এলাম, দেখলাম যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে যেনো।

'আর বিংশ শতাব্দীর পয়গম্বরের ব্যাপারটা কী? কেন আমাদের কিছু না জানিয়ে কাণ্ড ঘটাও তুমি! ওসব ছেলেপিলেদের কী শেখাচ্ছ তুমি? এত ঢাকঢাক গুড়-গুড় কিসের জন্যে? তুমি মেসিয়াহ্ হয়েছ এ খবরটা কি পত্রিকার পাতায় পড়ার দরকার ছিল সোফির? আগে বাড়িতে অন্তত 'ব্রেড-অ্যান্ড-ওয়াইনে'র মত একটা কিছু দেখাতে পার নি?'

মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম আমরা, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ও, ওর সামনে আমি, ওর ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়া অবস্থায়। কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর নিজের দুর্বল হয়ে আসা টের পেলাম আমি। 'দুঃখিত,' বললাম আমি। 'আ... আমি দুঃখিত। এতটা খেপে ওঠা ঠিক হয় নি আমার।'

'না,' দেয়াল ছেড়ে সরে এল ও। 'তোমাকে... তোমাকে জানান উচিত ছিল আমার।'

পরস্পরের দিকে তাকালাম আমরা। দৃষ্টি বিনিময়টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, কিন্তু ওই দুই-তিন সেকেন্ডেই প্রথমবারের মত আমি বুঝতে পারলাম যে ওকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা, অনেক দিন ধরেই অন্য কোথাও আছে যেনো। তখনও ওর ছিলাম, কিন্তু ও আর আমাদের ছিল না। অন্য জগতে ছিল যেনো এবং সেটা আমাদের চেনাজানা জগৎ নয়।

BanglaBook.org

কয়েকদিন পর অন্যান্য পত্রিকাও অনুসরণ করল। তারপর একটা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন তাদের ইনডেপথ্ প্রচ্ছদ কাহিনী নিয়ে হাজির হল। যেনো কারও সঙ্গে আলাপ করতে অস্বীকৃতি জানানোয় কেচ্ছাকাহিনী ক্রমবর্ধমানহারে বেসামাল হয়ে উঠল। দুমাসের মধ্যে, নীরব পয়গম্বর, অচিরেই এনামেই ডাকা হচ্ছিল ওকে, এক কিংবদন্তীসম চরিত্রে পরিণত হল। চিঠিপত্র আসতে শুরু করল, বেশিরভাগই তরুণদের কাছ থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে টেলিফোন কল, ওকে অনুরোধ জানাতে লাগল বর্তমানকালের তরুণ সমাজ, ধর্ম, রাজনৈতিক অঙ্গীকার আর আমাদের কালে পশ্চিমা গণতন্ত্রের ওপর বক্তব্য রাখার জন্যে। নেতৃস্থানীয় একটা একাডেমিক জার্নাল 'দ্য যেনো হল্যান্ডার ফেনোমেননে'র রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসে একটা নিবন্ধ প্রকাশ করল। আমাদের পরিবারের গোটা ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাটি হল। আমেরিকায় আগমন, আমার বাবার ম্যাট্রেস উদ্ভাবন, মায়ের পেইন্টিংস, আর আঙ্কল হারম্যানের সাফল্য। যেনো বাদে আমরা সবাই হাঁ করে পড়লাম। আমরা যেন রূপকথার গল্প থেকে বেরিয়ে আসা একটা পরিবার। পড়ার সময় এই অদ্ভুত পরিবারে একজন মেসিয়াহ্‌র জন্মদান আমাকে অবাক করে নি।

শোরগোল, ততদিনে ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছিল, প্রায় তিন সপ্তাহ স্থায়ী হল। তারপর শেডটা পরিষ্কার করার জন্যে পুলিস এগিয়ে গেল ডকের উদ্দেশে। একটা নীরব জটলার মুখোমুখি হল ওরা, হার মানতে রাজি হল না দলটা। লোকজনকে টেনে বের করার চেষ্টা চালাল কয়েকজন পুলিসম্যান, কিন্তু যখন দেখল ওরা নড়ছেও না বা কথা বলছে না, তখন ক্ষান্ত দিল। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্যাবলয়েডে জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসার শেডের পরিস্থিতিকে 'ভীতিকর' বলে বর্ণনা করল। নীরবতাই, ব্যাখ্যা দিল সে, তার এবং অধীনস্তদের আত্মারাম খাচাছাড়া করে দিয়েছে। আগেও ফুটবল ম্যাচ আর কার্নিভালে মারমুখী জনতার মোকাবিলা করেছে ওরা, কিন্তু পুলিসরা কখনওই এতজন লোককে এভাবে নীরব অনড়, প্রলয়ের এক শিলাস্তম্ভের মত জড়ো হতে দেখে নি। ওই প্রতিবেদনের কারণেই, একসপ্তাহ্ পর, যেনোর একটা সভায় যোগ দিই আমি।

কাগজে যেটাকে 'শেড' বলে উল্লেখ করা হচ্ছিল দেখা গেল সেটা একটা দাগপড়া কালচে দেয়ালঅলা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউস। আধ-খোলা দুটো দরজা, শরতের পাতার মত সবুজ রঙের পাল্লা ঝুলছিল ওগুলোর গা থেকে, প্রবেশ পথ তৈরি করেছে। আমি যখন হাজির হলাম, ততক্ষণে বাড়িটার বাইরে অন্তত দুশো লোক অপেক্ষা করছিল। ভেতরে, পরে দেখার কথা আমার, আরও কয়েকশো জন কাঠেওঅক্স, লোডিং প্ল্যাটফর্ম আর মেঝেয় আসন গ্রহণ করেছে। প্রায় আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেলাম আমরা। ঢোকার মুখের জটলাটা যেন যোষিদের একটা সমাবেশ। একটা সিগারেট ধরালাম আমি এবং সহসা অনুভব করলাম আমার চারদিকের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। চার, পাঁচ, তারপর পনের, বিশজন লোক ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। কিছু বলল না ওরা। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে তাকিয়ে থাকা দর্শকদের ওপর

BanglaBook.org

চোখ বোলালাম আমি এবং কাজটা করার সময় লক্ষ্য করলাম আমার চারপাশে একটা জায়গা বেরিয়ে পড়েছে। কেউ কোনও কথা বলে নি, কোনও ইঙ্গিত দেয় নি কেউ, তারপরেও আমার অনধিকার প্রবেশে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ওরা। আমরা, গোটা জটলাটা, আমি, আমার চারপাশের শূন্যতা, ধীর গতিতে আগে বাড়লাম। আমার অন্তরের অন্তস্তলের কোথাও কিছু একটা আলোড়িত হল। প্রতিরোধ, বিরূপতা, অসন্তোষ, এমনকি ভয়ের একটা ছোঁয়াও।

অবশেষে সবাই যখন ভেতরে ঢুকল– পেছন দিকে কোথাও দাঁড়িয়েছিলাম আমি– নীরবতায় ভারি হয়ে উঠল পরিবেশ। খানিক পর পর মৃদু নড়াচড়া বা চাপা কাশির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সেটা বাদ দিলে আর কোনও শব্দ নেই। দরজাগুলো আটকানো, আমাদের মাথার ওপর গাঢ় গোধূলির অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। শুরু হল অপেক্ষার পালা।

পাঁচটা মিনিট কিছুই ঘটল না। দশ মিনিট। তারপর, সামনের দিকের পুরো জায়গাটায় যেখানে লোডিং প্ল্যাটফর্ম কোণাকুণিভাবে দেয়ালে একটা ডাবল ডোরের দিকে উঠে গেছে, দুজন মানুষের আবির্ভাব ঘটল। নড়ে উঠল সমাবেশ, কিন্তু কেউ কিছু বলল না। লোক দুটো দরজার পাল্লার দুপাশ শক্ত করে ধরল, টানল তারপর এবং ফ্লাডলাইটের আকস্মিক ঔজ্জ্বল্যে যেনোর নাজুক অবয়বটা দেখতে পেলাম আমি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাতে শুরু করলাম আমি। আসলেই যোগ্য প্রলয়ের পয়গম্বর, ভাবলাম। সত্যিকারের প্রলয়ের পয়গম্বর, মিস্টার টনি।

শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা, অন্ধকারে ঢাকা পড়ল রুমটা। এক মহিলার কণ্ঠস্বর পেলাম গভীর, প্রায় ইন্দ্রীয় গোঙানি, সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে চাপা দেয়া হল সেটা।

সেরাতে বেশ পরে– পানিতে জীর্ণ একটা লালচে বাদামী আয়রন বোল্যার্ডে বসে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো এমব্যাংকমেন্টের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি– যেনোর সঙ্গে কথা বললাম। রাত ঘনিয়ে এসেছিল। আকাশটা শহরের মাথার ওপর ভায়োলেট রঙ নিয়ে ঝুলে ছিল আর কৃষ্ণ-প্রশস্ত ম্যাস ধীর গতিতে বয়ে যাচ্ছিল সাগরপানে।

'তোমার জন্যে নয় বলেই তা অর্থহীন হবে, তা তো নয়।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাই নি আমি। জানতাম ও-ই কথা বলছে। সিগারেটে টান দিয়ে মাথাটা পেছনে হেলাই আমি এবং অন্ধকারে ধোঁয়ার কুণ্ডলী মিলিয়ে যেতে দেখলাম। 'আমার জন্যে নয় কে বলল? আমি একজন অনুসারী।'

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না যেনো।

ডান দিকে বেশ দুরে, নদীর বাঁকে একটা বার্জের সাইডলাইটগুলো ঝিলিক মারল। কালো জলের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম আমি।

'মোসিয়াহ্ হওয়ার উপযুক্ত সময় নয় এটা,' বললাম আমি। '১৯৬৫। ২০০০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর না কেন?' সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছাইয়ের হিস

BanglaBook.org

শব্দের অপেক্ষায় রইলাম আমি, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না। 'আজ সন্ধ্যায় ভ্যারাইটি আর্টিস্ট হিসাবে তোমার সংক্ষিপ্ত ক্যারিয়ারের কথা মনে পড়ে গেছে আমার।'

আমাদের পেছনে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। যেনোর ওপর চোখ পড়তে না দিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। কাঁধ বরাবর সোডিয়াম লাইটসের নিচে যেল্ডা উদয় হল। কমলা রঙের আলো ওপর থেকে সোজা ওর গায়ে পড়ছিল, ওকে দেখে সেসিল বি. ডি মিলে এক্সট্রা আর আমার মায়ের অদ্ভুত সংকর বলে মনে হল। একটা চওড়া কালো পোশাক পড়ে আছে ও, যেটা ওর শরীর ঢাকতে পারে নি। ওর গাঢ় ঢেউ খেলানো চুল পেছনে পনিটেইল করে বাঁধা।

ও আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর পর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। 'সিস্টার যেল্ডা,' খানিক পরে বললাম আমি। জবাব দিল না যেল্ডা। আমি উঠে পালা করে ওদের দুজনের দিকে তাকালাম। 'তুমি এখানে কি করছ?' অবশেষে জিজ্ঞেস করলাম। 'তুমি ওর পা ধুয়ে দাও?'

'এন,' বলল যেনো, আমার বাহুর ওপর একটা হাত রাখল ও।

'এন?' বললাম আমি। 'তোমার "ব্রাদার" বলার কথা না? কিংবা তারচেয়ে ভাল, তোমার কোনও কথা না বলা?'

নাখোশ দেখাল যেনোকে। গালের ভেতরের দিকে চিবুল ও। সামনে পেছনে যাওয়া আসা করল ওর চোখজোড়া।

'তুমি কি এখানে সিনিক্যাল ইন্টেলেকচুয়ালগিরি ফলাতে এসেছে?' জিজ্ঞেস করল যেল্ডা।

আমি হাতজোড়া পকেটে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'আজ সন্ধ্যায় সবারই নির্দিষ্ট একটা ভূমিকা পালন করার কথা ছিল। তুমি পয়গম্বরের হ্যান্ডমেইড, ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, আর আমি ইতর সাধারণ মানুষ।'

বাতাসে মৃদু দুলছে যেল্ডার পোশাক। ও আর আমি প্রায় সমবয়সী, বত্রিশ আর তিরিশ, এবং সবার কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে আমাদের বিশ-বছর-বয়সী ভাইটিকে এই পাগলামিতে উৎসাহ দেয়ার জন্যে ওকেই দায়ী করি আমি।

'ওই মানুষগুলো,' বলল যেল্ডা, 'সত্যের খোঁজ করছে। দুনিয়া আর আগের মত নেই। অন্যরা হ্যাশ টানে বা ড্রিঙ্ক করে আর জ্যাজ ক্লাবে বসে থাকে। কিংবা বিদ্রোহীর ভান করে। চার্চ ওদের মেনে নেবে না। রাজনীতিকরা শোনে না। সবাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভীত। পারমানবিক যুদ্ধের ভয়। পূব আর পশ্চিমে ভাগ হয়ে যাওয়া পৃথিবীর ভয়।'

'তা ওদের কী শোনাচ্ছ তুমি? আশার কথা? সত্যি কথা?'

মাথা দোলাল যেল্ডা।

'সেটা আসলে কি জান তুমি, সিস্টার? সত্যি? তা যে কত জটিল কোনও ধারণা আছে তোমার?'

নিরাসক্ত চেহারায় আমার দিকে তাকাল সে।

BanglaBook.org

'ওদের কোনও ক্ষতি করছি না আমি। কেবল দীর্ঘদিন ধরে ওদের সন্দেহ করে আসা বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে সাহায্য করছি,' বলল আমার ভাই।

অন্ধকার পঞ্চাশের দশক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। ইস্টার্ন ব্লক বলতে গেলে পুরোপুরি অবরুদ্ধ আর যেসব এলাকা রাশিয়ানরা অধিকার করে রাখে নি সেগুলো ওদের ক্ষমতার ছায়ায় পড়ে আছে। হাঙ্গেরিকে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সুয়েয সংকট এখনও আমাদের মনে তরতাজা হয়ে আছে। 'পুলিস অ্যাকশন' বলে আখ্যায়িত যুদ্ধে হল্যান্ড তার উপনিবেশগুলো হারিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের সময়ে সৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আর রীতিনীতিতে সমাজ রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় পড়ে গেছে আর তরুণ সমাজ যারা ওই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে বা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জন্ম নিয়েছে, মুক্তির প্রথম ঝলকের পর নিজেদের ক্ষুদ্র আর হুমকির মুখোমুখি মনে করছে। বিশ্বের আমাদের অংশে স্বচ্ছলতা দেখা দিয়েছে, মাংসের পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সবার জন্যে খাবার আর কাজ রয়েছে, কিন্তু ক্ষমতা আঁকড়ে পড়ে আছে এস্টাবলিশমেন্ট। ইউরোপ বিপজ্জনকভাবে উত্তপ্ত হয়ে আছে। কেবল অনেক আগে সেকেলে হয়ে যাওয়া নেকটাই, আইনকানুন, সম্মান আর পরিশ্রম এবং কাভারের ওপর হাত রেখে ঘুমোনোর সংস্কৃতির একটা ভারি ঢাকনা এই উত্তপ্ত পাত্রটাকে উপচে পড়া থেকে বিরত রাখতে পারবে।

এসব দিক চিন্তা করলে, যেল্ডার কথাই ঠিক: তরুণ সমাজ নতুন পথ, নতুন উপায় আর নতুন ধরনের সন্ধান করছে। কিন্তু যেনোর মন্তব্য যে ও ওদের অন্তর্দৃষ্টি যোগাচ্ছে, মিথ্যা কথা। ও স্রেফ ওদের অনিশ্চয়তাবোধ আর অসন্তোষকে অনুসারী হওয়ার দিকে টেনে নিচ্ছে। সেইদিন সন্ধ্যায় সেটা লক্ষ্য করেছি আমি, নীরব জনতা, ও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ওদের খোলামুখ আর ওর পাথরের মত মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথাবার্তা থেকে। ওকে আমি অ্যালোক্যালিপটিক প্রফেটদের বাণী উচ্চারণ করতে শুনেছি, কিন্তু এমনভাবে যে প্রায় কেউই তা ধরতে পারে নি।

'আর পৃথিবীটা প্রাচীন নীরবতায় ফিরে যাবে, ঠিক সাবেক ধারণার মত।'

সেরাতে ওটাই ছিল প্রথম কথা। আমি ধরতে পেরেছিলাম। এয়রার ফোর্থ বুক থেকে নেয়া, একশো সালের দিকে রচিত একটা সুডো-এপ্রিগ্রাফিক-টেক্সট, প্রাথমিক ক্রিশ্চান আর ইহুদি ধ্যান-ধারণার এক অদ্ভুত মিশেল ওটা।

কেবল টেক্সটই শনাক্ত করি নি আমি, যেনোর আনা সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলোও ধরতে পেরেছি। ওর সূচনাবাক্যটা আদিরূপে অনেক বেশি মেসিয়ানিক্যাল ছিল: 'কারণ আমার পুত্র জেসাস তাদের সামনে প্রকাশিত হবে যারা তার সঙ্গে থাকবে এবং অবস্থানকারীগণ চার শত বছরের মধ্যে আনন্দ ভোগ করবে। এই বছরগুলো শেষে আমার পুত্র ক্রাইস্ট মৃত্যুবরণ করবে এবং সকল মানুষ যাদের জীবন আছে আর পৃথিবী সাতদিনের জন্যে প্রাচীন নীরবতায় ফিরে যাবে, ঠিক সেই আদি ধারণার মত: যেন কোনও মানুষ থাকতে না পারে। এবং সাতদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, যারা তখনও জাগ্রত হয় নাই, জাগিয়ে তোলা হবে তাদের আর দূরাচারী যারা প্রাণ হারাবে তারা। আর পৃথিবী তার বুকে নিদ্রারতদের পুনস্থাপিত করবে এবং একইভাবে

BanglaBook.org

ধূলিতে যারা নীরবে বসবাস করছে, আর সকল গোপন স্থান তাদের মাঝে অবস্থান গ্রহণকারী আত্মাদের ফিরিয়ে দেবে। আর পরম প্রভু তাঁর বিচারের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন এবং দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে, আর শেষ হবে দীর্ঘ ভোগান্তির।'

'যেনো,' আমি বললাম, 'তুমি যা করেছ সেটা হচ্ছে লাইব্রেরিটাকে গিলে নিয়ে তারপর সহজে হজম হয় এমনভাবে আবার উগড়ে দিয়েছ।'

'আর তুমি সেই লাইব্রেরিটাকে নিয়ে কি করছ?' জিজ্ঞেস করল যেল্ডা। মাথার পেছনে হাত বাড়িয়ে চুলের রিবন খুলতে শুরু করল ও। 'রূপকথা।'

'যেল, রূপকথা তাৎপর্যহীন হতে পারে, হয়ত তুমি এও ভাবতে পার যে আমি বুঝি ওইসব অসাধারণ প্রাচীন উৎসগুলোকে বাচ্চাদের হাস্যকর গল্প ফাঁদার কাজে লাগাচ্ছি, কিন্তু আমার রূপকথাগুলো অন্তত কাউকে বিষাক্ত করবে না।'

যেনোর চোখে আহত দৃষ্টি দেখা গেল।

'একটা রূপকথা,' বললাম আমি। পকেট থেকে সিগারেটস্ বের করে ধরালাম একটা। 'অনেকদিন আগে এক চতুর চালাক এক ছেলে বিখ্যাত জাদুকরের সঙ্গে কাজ করতে গিয়েছিল, তারপর একদিন... '

'জাদুকরের শিক্ষানবীশ,' বলল যেল্ডা। মাথা নেড়ে চুল আলগা করে উপেক্ষার ঢঙে ইতিউতি তাকাল ও। 'কে বলবে যে তুমিই জাদুকরের শিক্ষানবীশ নও?'

'তা জাদুকরটি কে হতে পারে?'

'চিন্তা করে দেখ,' যেনোর কাঁধে হাত রাখল যেল্ডা। দেখা যায় কি যায় না এভাবে মৃদু চাপ দিতে দেখলাম ওকে। 'যাবে?'

প্রায় অনুনয়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যেনো। সমস্যাটা কি? ভাবলাম আমি। আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছ কেন? তুমি কী চাইছ... আমার আশীর্বাদ?

পানির কিনারা ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে সোডিয়াম লাইটের কোনের নিচে সরে গেল ওরা, তখনও যেনোর কাঁধে রাখা যেল্ডার হাত। আমার ছোট ভাই, ভাবলাম আমি। আমাদের বড় বোনের পাশে ওকে নাজুক, প্রায় ছোট বাচ্চাটির মত লাগছিল।

এখন, এতগুলো বছর পরেও, সেই তখনকার মতই বিহ্বল, বিস্ময় মেশানো কৌতূহলের সঙ্গেই ঘটনার কথা চিন্তা করি আমি। এবং আমি এও জানি যে কত যত্নের সঙ্গে সবকিছু ভেবে বের করেছিল যেনো। মিস্টার টনির ওখানে ওর চাকরি। ওর কালেকটর'স বাতিক। এবং ওর সংগৃহীত জিনিসপত্র। যেল্ডার সঙ্গে ওর রহস্যময় সম্পর্ক, যার নিজের বিশ্বাস ছিল ওকে পরিচালিত করছে সে, বিজ্ঞ বড় বোন, অন্যদিকে আগাগোড়া পুরোটা সময় ওকে মুখ, চোখ আর কান হিসাবে কাজে লাগিয়েছে যেনো। এমনকি, আমি মাথা নোয়াই, আমার সঙ্গে ওর কথোপকথন পর্যন্ত। আমি ছিলাম ওর মাপকাঠি। আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি জেনেই আমাকে দিয়ে নিজের ধারণাগুলো পরখ করত ও। একমাত্র তখনই ও বুঝতে পারত কতদূর আর কত দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে।

শেডে সেই প্রথমদিকের সমাবেশগুলো অনুষ্ঠানের পরবর্তী বছরগুলোয় যেনো একটা কাল্টের মূল ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ষাট দশকের শেষ দিকে যেনো ক্লাবগুলো

BanglaBook.org

গড়ে উঠল, ওগুলোর বেশ কয়েকটা পরিণত হল ফ্যাশনবলে, যখন সদস্যরা ওদের সন্দেহজনক দর্শনের পাশাপাশি 'গভীরতা' অর্জনের জন্যে উপায় হিসাবে ফ্রি স্পেস আর এলএসডি ব্যবহার করছে বলে জানাজানি হল। যেনো আর এসকর্ট ছাড়া বের হতে পারছিল না। রাস্তার উল্টোদিকের চেস্টনাট গাছের নিচে সবসময়ই জনা দুই হাড়-জিরজিরে মেয়ে ওর অপেক্ষায় থাকত আর ভক্তরা না থাকলে, কোনও ট্যাবলয়েডের ফটোগ্রাফার পিছু নিত ওর। যা কিছু চরমপন্থী আর প্রগতিশীল, আলিঙ্গন করল ওকে। ডানপন্থীরা, বিশেষ করে ডানপন্থী পত্র-পত্রিকাগুলো সব রকম অসঙ্গতির দিকে নজর দিল, 'যেনোইজম'কে নিষিদ্ধ সেক্স, নিষিদ্ধ ড্রাগস আর পাগলাটে ধারণার ক্ষতিকর মিশ্রণ হিসাবে তুলে ধরার সুযোগের খোঁজে ক্ষুধার্ত হয়ে উঠল। তখনও ঢালাও পরিবর্তন দেখা দেয় নি, কিন্তু যেনোর অনুসারীদের মাঝে দেখা দেয়া ক্ষ্যাপামো পরবর্তী বছরগুলোয় পূর্ণতার দিকে যাবার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল, ষাট দশকের আশাবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদের জন্যে আবেগ আর ব্যক্তির নিজস্ব নৈতিকতার ওপর অন্ধ বিশ্বাসের বিপজ্জনক মিশেল।

যোয়ে যেমন করে ওর গোটা জীবনটাকে নিয়েছিল ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করেছিল ওর ভাইয়ের দ্রুত খ্যাতি। কী ঘটছে বুঝতে পেরেছিল ও, বলেছে 'হা!' এবং তারপর এরচেয়ে বেশি উৎসাহব্যাঞ্জক কাজে মন দিয়েছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় স্টুডিওতে বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছে সোফি। প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়েছিল ও, কারণ সবাই ওকে 'যেনোর মা' বলে ডাকতে শুরু করেছিল। কিন্তু যেল্ডা ছিল পুরোপুরি ওর। সে ওর চিঠিপত্রের ব্যবস্থা করেছে, প্রাইভেট ফোনের জবাব দিয়েছে এবং সতর্ক নজর রেখেছে। এবং নিজেকে যদি অযোগ্য মনে না করত ও, তাহলে ওর সম্পর্কে প্রত্যেকটা নিবন্ধও নিজের হাতেই লিখত।

আগের চেয়ে অনেক দুর্গম্য হয়ে উঠল যেনো। রুম ছেড়ে তেমন একটা বাইরেই আসত না ও আর বের হলেও কেবল রাস্তা বা আশপাশের এলাকার ফ্যানদের এড়িয়েই যেত না বরং নিজের পরিবারের লোকজনকেও এড়িয়ে চলত। সেই বছরগুলোয় মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি মিলেছিল। অন্তত সেরকম মনে আছে আমার। সেটা হচ্ছে যেনো আর আমি যখন সুইটযারল্যান্ডে গিয়েছিলাম। ইম্যানুয়েলকে চিঠি লিখে আমাদের ছুটিতে বেড়াতে পাঠানোর জন্যে কয়েক হাজার ডলার পাঠাতে রাজি করায় সোফি। ঘটনাটা শুরু হবার মোটামুটি তিন বছর পরের কথা এটা। সোফি আশা করেছিল যে আমি 'ছেলেটাকে ওর চারপাশে গড়ে তোলা নীরবতার কারাগার থেকে বের করে আনতে' পারব। খুব যত্নের সঙ্গে শব্দচয়ন করেছিল ও, কিন্তু আমি স্রেফ শ্রাগ করেছি। কেবল পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে মা কতখানি সঠিককভাবে যেনোর বিপদাপন্ন অবস্থাটা ধরতে পেরেছিল। ওর একমাত্র ভুল ছিল আমাকে পাঠানো। আমি আর যেনোকে ভাই মনে করতে পারছিলাম না। আমি ওকে দর্শকের প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে ডুবন্ত কোনও মানুষ হিসাবে দেখছিলাম। আমার মনের ভেতর থেকে কেউ যেন বলছিল ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে আমার উদ্ধার করা উচিত, কিন্তু কেন যেন আমার শরীর এক পায়ের সামনে আরেক

BanglaBook.org

পা দিয়ে তারপর আগের প্রথম পায়ের সামনে অন্য পা বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নি।

একটা পাহাড়ী পথ ধরে হাঁটছিলাম আমরা, একপাশে একটা ফুলে-ছাওয়া এলম্ আর অন্যপাশে একটা রেভাইনের গভীর গহ্বর; এই সময় আমরা পৌঁছানোর পর প্রথমবারের মত স্বেচ্ছায় কথা বলে উঠল যেনো। ওর 'পতনে'র কথা আমার মনে আছে কিনা জিজ্ঞেস করল ও। ও যে সেই সাময়িক অসুস্থতার কথা বলছে, বুঝতে অনেকটা সময় লেগে গেল আমার।

'থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র,' বলল ও। 'থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্রের ধাক্কা খেয়েছিলাম আমি। দ্বিতীয় সূত্রটা কি জান তুমি?'

পাহাড়সারির মাথার ওপর নীল আকাশটা এমন টানটান হয়ে ছিল যে সেদিন যদি আমি বিস্ফোরণের একটা শব্দ শুনতাম আর স্বর্গ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত, বিস্মিত করতে পারত না আমাকে; পর্বতমালার মাথার ওপর একটা কাঁচের সূর্য ঝুলছিল। আঙ্কল হারম্যানের দেয়া বই *দ্য ম্যাজিক মাউন্টেনের* কথা ভাববার কথা মনে আছে আমার। পৃষ্ঠা সংখ্যা অর্ধেক হলেই বইটা ভাল হত, বলেছিল ও।

'থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র,' লেকচার ঝাড়ল যেনো, 'বলে যে কোনও বদ্ধ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা সর্বোচ্চ বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়, গতিশীলতা থেকে স্থিতাবস্থায় এবং এই সর্বোচ্চ বিশৃঙ্খলতা অপরিবর্তনীয়। একমাত্র তখনই তুমি শৃঙ্খলা পুন:স্থাপন করতে পারবে যদি শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলায় রূপান্তরের জন্যে ব্যবহৃত শক্তি যোগ করতে পার। কিন্তু বদ্ধ ব্যবস্থায় সেটা সম্ভব নয়। মহাবিশ্ব একটা বদ্ধ ব্যবস্থা, যেটা স্পষ্টতই শৃঙ্খলাপূর্ণ একটা ব্যবস্থা হিসাবে সূচিত হয়েছিল, তা না হলে এখন তা গতিশীল থাকত না, এ থেকে তুমি উপসংহারে পৌঁছতে পার যে মহাবিশ্ব চিরন্তন নয়, এর একটা সূচনা আছে। শেষটা হচ্ছে বিশৃঙ্খলতা, উত্তাপ, মৃত্যু। মহাবিশ্ব এর নিজস্ব এনট্রপিতেই হারিয়ে যাবে।'

ঘাসের দিকে নেশাগ্রস্তের মত তাকিয়ে থাকা এক দল ক্যারামেল-রঙ গরুর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে আরও ওপরে ওঠার সময়, যেনো বামদিকে আর আমি ডান দিকে, নিজেকে গরুগুলোর একটার মত মনে হল আমার।

'কোনও খবর কাগজ বা ম্যাগাজিনে এ সম্পর্কে পড়েছি আমি, কোনটা মনে নেই,' বলল যেনো। 'যাহোক সেদিন বিকেলে এ নিয়ে ভাবছিলাম আমি। সম্ভবত এটা প্রত্যেকটা শিশুর ধর্মীয় সংকটের মতই কিছু, কিন্তু আমার বেলায়, কারণটা একটু বেশি অদ্ভুত ছিল।'

'ধর্মীয়, সংকট,' বললাম আমি।

'আমার বয়স ছিল দশ বছর, আমি আর *সিস্টারক্লাস*, বা সুখে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু দশ বছর বয়সী সব বাচ্চাই, অন্তত, এসব চিরদিন রয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করে, না?' বাম হাত দিয়ে অস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত করল ও।

BanglaBook.org

'জগৎ,' বললাম আমি (এবং ভাবলাম: সুখ? সুখে বিশ্বাস বাদ দিয়েছে ও)

'জগৎ,' বলল যেনো। 'আমাকে আঘাত দিয়েছিল ওটাই। জগৎ আর পৃথিবীর অপরিবর্তনশীলতা। যখন চলে যাবে, একেবারেই চলে যাবে। যা ঘটে গেছে, ঘটে গেছে। পরিবর্তনের কোনও আশা নেই। আমি টেবিলে বসে নিজেকে দেখতে পেলাম। একটা রুমে একটা চেয়ারে বসে আছি আমি, আর আমার নিচে রুমটাকে, ওপরের রুম, বামদিকের বাড়ি, ডানদিকের বাড়ি, সবই দেখতে পেলাম। ইমেজটা বেড়ে উঠতে শুরু করল, প্রসারিত হতে লাগল। আমরা যেখানে থাকতাম সেই পাড়াটা দেখলাম, সব কটা বাড়ি, সবগুলো রুম আর হলওয়ে আর সিঁড়িঘর। বাড়ির ভেতরের লোকজনও দেখতে পেলাম। কোনও ফিল্মের মত, ক্যামেরা কেবলই উপরে উঠে যাচ্ছিল, কিন্তু ইমেজটা ঝাপসা হয়ে আসার বদলে, অস্পষ্ট না হয়ে, ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। বাড়ির সামনের রাস্তাটা। চৌমাথা। দোকানপাট। গোটা মহল্লা। নগরী দেখতে পেলাম আমি, আর ওই নগরীতে টেবিলে একটা চেয়ারের ওপর দুধের গ্লাস আর বিস্কুটসহ নিজেকেও দেখেছি। অবশেষে মহাশূন্যে পৃথিবীটাকে আর এখানে বাসরত সমস্ত মানুষকে ঘুরতে দেখেছি আর দেখেছি ক্ষুধা আর মৃত্যু, লোকে তাদের কুকুর নিয়ে হাঁটছে, পৃথিবী থেকে চাঁদটা ঝুলছে, মহাবিশ্বের অন্ধকারে ভেসে বেড়াচ্ছে গ্রহমণ্ডলী। আমি ভেবেছি: এর সবই শেষ হয়ে যাবে এবং এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। তখনই পড়ে যাই আমি।'

ভাবনাকে গল্পে রূপান্তর করার যেনোর প্রবণতার সঙ্গে অভ্যস্ত আমি, আড়চোখে তাকালাম ওর দিকে। দশ বছরের একটা ছেলে গড়পড়তা হিন্দুর পাঁচ বারের পুনর্জন্মের সমান মাত্রার সিদ্ধি লাভ করেছে, ব্যাপারটা সম্ভব বলে ঠেকে নি। ব্যাপারটাকে আমি সময়ের বেশ আগে এবং আকস্মিক বয়:সন্ধির ফল হিসাবে ধরে নিয়েছি।

'শেষ পর্যন্ত,' বলল যেনো, একেবারে স্থির, ফাঁকা আর শান্ত একটা পরিবেশে এগিয়ে চলছিলাম আমরা যে মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হল যে সুইটযারল্যান্ডের এই অংশটুকু বুঝি এনট্রপির তত্ত্ব পরখ করার জন্যে কোনও বেল-জারের তলায় রাখা হয়েছে, 'শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয় দুঃখের এক কূলছাপানো অনুভূতির কারণেই চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছি আমি। আমার ক্ষমতাহীনতা, সবকিছু হারানো আর কোনও কিছু না করতে পারার সম্পূর্ণ অক্ষমতার জন্যে দুঃখ পেয়েছি আমি।

'দুঃখ,' বলল যেনো, 'হচ্ছে, তুমি জান, মানুষের সবচেয়ে বিধ্বংসী আবেগ। কেবল সময় পেরিয়ে যাবার পরেই দুঃখ কর তুমি। যদি কোনও কিছু পাল্টানো যায়, সেখানে দুঃখের কিছু নেই। বিপদ হয়তবা, কিংবা অপরাধ বোধ। কিন্তু দুঃখ, দুঃখ দিয়ে আমি যা বোঝাই, তা হচ্ছে ঘটনাপ্রবাহের অপরিবর্তনীয়তার জন্যে শোক।'

আমরা যখন পাহাড়ী পথ দিয়ে ক্যাস্ট্রপ আর সেট্রেব্রিনির ভূমিকা পালন করে হাঁটছিলাম আমার বয়স তখন তিরিশের কোঠায় এবং আমি এমন একটা সমাজে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলাম যেটা অপরাধ আর লালসার চারপাশে আবর্তিত। দুঃখ? যে

BanglaBook.org

পৃথিবী আমার বিদায়ের কয়েক মিলিয়ন বছর পর উধাও হয়ে যাবে তার জন্যে? যেসব জিনিস আমি বদলাতে পারব না তার জন্যে দুঃখ?

স্টয়িক এপিকটেটাস আর মারকাস অরেলিয়াসদের কথা বলতে শুরু করেছিলাম আমি, যাদের মতবাদ ঠিক ওই সময়ে আমার মনের অবস্থা তুলে ধরার জন্যে সম্পূর্ণ জুৎসই ছিল। 'নষ্ট দুধের জন্যে কেঁদে ফায়দা নেই,' বললাম আমি।

যেনো ওর ব্যাকপ্যাকটা ঘুরিয়ে এনে পথের পাশে ঘাসের ওপর ফেলে দিল। সূর্যের দিকে তাকাল ও, চোখ কোঁচকাল, বসল তারপর। আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখজোড়া সরু করে আমার কথার জবাব দিল।

'চমৎকার,' বলল ও। 'আমরা যদি দুধ প্রসঙ্গে আলাপ করতে চাই: চমৎকার। কিন্তু আমাদের কাছে যেসব জিনিস দুধের চেয়েও মূল্যবান সেগুলোর ব্যাপারে? যেমন কোনও মানুষের জীবন। মনে কর, তুমি কারও বা অনেকের মৃত্যুর জন্যে অপরাধী?'

আমি বললাম আমি একজন শান্তিবাদী, সুতরাং ওর উদাহরণ আমার জন্যে মোটেই প্রযোজ্য নয়।

সূর্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল ও। 'নাথান,' বলল ও, 'এমনকি সবচেয়ে শুভ ইচ্ছা, সবচেয়ে সহজ কাজ, এমনকি একজন ভাল মানুষও আরেকজনের মৃত্যু বা কষ্টের জন্যে দায়ী হতে পারে।'

'দুর্ভাগ্য,' বললাম আমি, 'আমরা তাহলে দুর্ভাগ্য নিয়ে কথা বলছি। আমি এ ব্যাপারে কি-বা করতে পারি?'

'কিছুই না। কিচ্ছু না। তবে দুঃখ কথাটা আছে, সেটা হারিয়ে যাবে না। এবং তোমার বাকি জীবনকে ওই দুঃখবোধই তাড়িত করবে।'

এত জোরের সঙ্গে কথা বলেছিল ও যে আমি আর কিছুই বলি নি। আমি চোখ নামিয়ে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করলাম কেমন করে ওর মত অল্পবয়সী আর অনভিজ্ঞ কারও দুঃখ সম্পর্কে এমন পরিষ্কার ধারণা থাকতে পারে।

আমরা ফিরে আসার পরেই কেবল আমার মনে পড়ে যে এনট্রপির ধারণাটা আমিই বুঝিয়েছিলাম ওকে। তাহলে পাহাড়ের ওপর আবার আমার কাছে তা ব্যাখ্যা করতে গেল কেন ও যেন থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্রকে ও আত্মার গোবিকাঠি বলে মনে করে? আমি কি কিছু দেখা বাদ দিয়ে যাচ্ছিলাম?

১৯৬৮ সালের শেষ দিকে, সুইটযারল্যান্ডে অবকাশ যাপনের এক মাস পর, অদৃশ্য হয়ে গেল যেনো। কয়েক দিন পর পত্রিকায় খবর বেরুল যে উত্তর হল্যান্ডের জঙ্গলে তিনজন তরুণের মৃতদেহ পাওয়া গেছে যারা আত্মহত্যা করেছে। মাস দুই ধরে নিখোঁজ ছিল ওরা। একটা মৃতদেহের বুকে একটা চিরকুট সাঁটা ছিল। 'আমরা চিরন্তন নীরবতার সন্ধান পেয়েছি,' লেখা ছিল তাতে।

BanglaBook.org

# ল্যাক্রিমা ক্রিস্টি

নিনা পড়ে চলল আর আমি হার্থের দেখাশোনা করার পাশাপাশি আমাদের চারপাশে জমানো বইপত্রে নজর বোলাতে লাগলাম। বই-ঠাসা দেয়াল আর চেয়ারগুলোর মাঝখানে পায়চারি করলাম আমি, পাতার পর পাতায় আঙুল বোলালাম, পুরনো ঢাউস বইগুলোর পাতা ওল্টালাম, এখানে-ওখানে দুএকটা মন্তব্য লিখলাম মার্জিনে। নিনা আবার ফিরে আসার আগে ও যে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল লক্ষ্যই করি নি আমি। একটা ধূমায়িত টি-পট আর প্লেটভর্তি বিস্কুটসহ একটা ট্রে বয়ে আনল ও।

'ক্ষুধার্ত?'

ট্রে-টা আমাদের দুজনের মাঝখানে মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে চা ঢালতে শুরু করল ও। 'সেলারে পেয়েছি ওগুলো। বিরাট একটা টিন। ম্যাকভিট্রিজ-ডাইজেস্টিভস্। চেনা চেনা লাগছে?'

'ঈশ্বর, হ্যাঁ। ম্যাকভিট্রিজ... আমি ক্রিস্টোফার রবিন!'

আমার হাতে একটা কাপ দিয়ে বসল ও।

'সেলারে পেয়েছ বললে না?'

মাথা দোলাল ও।

'একা একা সেলারে গিয়েছিলে তুমি?'

'ঠিক যেমন গতকাল গিয়েছিলাম। স্টোভেও কিছু কাঠ ঠেসে দিয়ে এসেছি। নিশ্চয়ই বলবে না যে কাজটা বিপজ্জনক?'

'না, কিন্তু তাতে অবাক না হয়ে পারছি না আমি।'

'আসলেই আমাকে খুব একটা সাবাশ দিচ্ছ না তুমি।'

'দিচ্ছি না?'

চায়ের কাপ ঠোঁটে ছুইয়ে চুমুক দিল ও। কাপটা আবার নামিয়ে রাখার পর বাঁকা চোখে তাকাল আমার দিকে। 'শোন, মিস্টার হল্যান্ডার, আমি কিন্তু অসহায় টাইপের নই, বিপদ এলেই মুখ গোঁজার জন্যে পুরুষালি বুকের দরকার হয় না আমার। স্রেফ গতকাল পালিয়ে গিয়েছিলাম বলেই ব্যাপারটা এই না যে আতঙ্কিত হয়ে আছি। আমি স্রেফ এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিলাম।'

BanglaBook.org

'মাফ করো।'

মাথা দোলাল ও। 'যদিও আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, ওই সেলারটা আমার দেখা সবচেয়ে আনন্দদায়ক জায়গা নয়।' আবার কাগজের স্তূপটা তুলে নিল ও।

'যেনো পর্যন্ত পৌঁছেছ নাকি?'

'না, এখনও না।' চেহারা কঠিন হয়ে উঠল ওর। চায়ে চুমুক দিতে লাগল ও, স্তূপটা কোলের ওপর রেখে অচিরেই ডুবে গেল তাতে।

বিকেলের বাকি সময়টুকু ওভাবেই কাটিয়ে দিলাম আমরা। ও ম্যানুসক্রিপ্ট নিয়ে, যে অংশটুকু সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করবে ওকে; আর আমি বই আর চেয়ারের মাঝখানে সামনে-পেছনে পায়চারি করে। প্রায় চার ঘণ্টার মত ওখানে বসে আছি আমরা, এমন সময় ম্যানুসক্রিপ্টটা একপাশে নামিয়ে রাখল নিনা। 'তাহলে এই,' বলল ও। 'কিন্তু এ নিয়ে কথা বলতে চাই না আমি।'

'ও তোমার বাবা, নিনা।'

'ঠিক। কী করছ তুমি?'

প্রশ্নটা হৃদয়ঙ্গম হতে খানিকটা সময় কেটে গেল। বার দুএক হাওয়ায় হাত বাড়ালাম আমি তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম।

'তুমি বলতে চাইছ লাইব্রেরিটা তোমার কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ঠিক এই বইগুলোর খোঁজ পাওয়ার জন্যেই সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে হয়েছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাই বলে কোনও কিছুই হয়ত এক জায়গায় পাবে না তুমি, এখানে যা অবস্থা।'

কথাটা একটু ভেবে দেখল ও। 'তার মানে বাড়িটা তোমাকে দিয়ে যাবার সময় আঙ্কল হারম্যান জানত ও কী করছে।'

'আঙ্কল হারম্যান বরাবর জেনে শুনেই কাজ করত। আঙ্কল হারম্যান ভেবেছিল আমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে।'

'তাই কি? অনেক কিছু শেখার দরকার ছিল?'

'তোমার কি মনে হয়?'

উঠে পড়ল নিনা। আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও, মাথাটা একপাশে কাত করল, তারপর ফিরল আমার দিকে। 'এই লাইব্রেরিটার উদ্দেশ্য কি, এ বাড়িটার, এই...

'জীবনের?'

কথাটা অগ্রাহ্য করল ও।

'এই পরিবার সম্পর্কে যাই ভাব না কেন, সব সময় মনে রাখবে: আমরা ঘড়ি-নির্মাতা।'

অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিনা।

'ঈশ্বর, আমি একেবারে আমার বাবা আর আঙ্কল হারম্যানের মত হয়ে গেছি।' প্রায় বোঝা যায় না এমনভাবে ভুরু নাচিয়ে অর্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল নিনা। 'যখনই তুমি আঙ্কল হারম্যান বা আমার বাবাকে কোনও কিছু জিজ্ঞেস করবে ওরা

BanglaBook.org

সবসময় একেবারে শুরু থেকে ওদের জবাব শুরু করেছে। জেনেসিস, আমাদের পরিবারটি সমস্ত কিছুর সূচনা নিয়ে বিকারে ভুগছে। সবকিছুই ক্রিয়েশন মিথের আদলে বলতে হবে।'

'তোমার বাবা আর আঙ্কল হারম্যান যদি অমনই হয়ে থাকে, তুমিও ঠিক তোমার বাবা আর আঙ্কল হারম্যানের মতই।'

'নিনা,' বললাম আমি, 'এমন একটা মন্তব্য করার কারণ হচ্ছে তুমি যাতে বল যতটা মনে হয় ব্যাপারটা আসলে তত খারাপ নয়।'

আগুনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আরও কিছু কাঠ ঠেসে দিল ও।

'শীত লাগছে তোমার?'

'খানিকটা।' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে তাকাল ও। নতুন সরবরাহ করা জ্বালানির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ক্ষুধার্ত লকলকে শিখাগুলো এরই মধ্যে চেয়ারের পায়া আর ফাটা বোর্ড চাটতে শুরু করে দিয়েছে। 'বেডরুমটাও উত্তপ্ত করে তোলার মত যথেষ্ট কাঠ আছে বলেছ কেন তুমি?'

'ওপর তলা থেকে অনেক কাঠ নামিয়ে এনেছি আমরা। ওখানে আরও অনেক আছে।'

আমার সামনে দাঁড়াল ও, হাতজোড়া পেছনে, চিন্তিত চেহারায় জরিপ করল আমাকে। 'কিন্তু যথেষ্ট নয়।'

'চিলেকোঠার দরজার পেছনে চেয়ারের আস্ত একটা গ্লেশিয়ারই আছে। আর অবস্থা যদি খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে, খাটটা তো যে কোনও সময়ই পোড়াতে পারব আমরা।' কথাটা বলার সময় হাসলাম আমি, কিন্তু জানতাম জবাবে হাসবে না ও।

নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে আস্তে করে বসে পড়ল ও। 'একদিন। আমার মনে হয় আর মাত্র একদিন চালানোর মত যথেষ্ট কাঠ আছে আমাদের।'

নীরব রইলাম আমি।

'আগে কেন বলেছিলে যে আমাদের যথেষ্ট আছে?'

'কারণ,' সামান্য সোজা হলাম আমি যাতে জ্যাকেটের পকেটের সিগারেটের নাগাল পাওয়া যায়, 'কারণ লাইব্রেরিটা সব সময়ই আছে আমাদের।' সিগারেট বের করলাম আমি, ওকে একটা দিলাম, নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ালাম একটা, তারপর দুজনেরটাই ধরালাম।

মাথা নাড়ল নিনা, খুব আস্তে। জানতাম আমার জবাবের প্রত্যাশা করছে ও। 'মাত্র আধা ঘন্টারও কম সময় আগে তুমি বলেছ একটা অসাধারণ সংগ্রহ ওটা।'

'জীবনটা বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি অসাধারণ।'

কিছু বলল না ও। সশব্দ কোনও ফুলের মত হাথেবি আগুনটা ফুটে উঠল। লক্ষ্য করার মত উষ্ণ হয়ে উঠেছে এখন।

'এইসব বই কি তুমি আর আঙ্কল হারম্যান মিলে কিনেছিলে?'

'বেশ কিছু। ওগুলোর বেশির ভাগই যোগাড় করেছে যেনো। পুরনো বইয়ের ব্যাপারে দারুণ অভিজ্ঞ ছিল ও।'

BanglaBook.org

'সংগ্রহে কি কি থাকা উচিত তা কীভাবে জেনেছিল ও?'

এমনভাবে হেসে উঠলাম যে নিজেও তার বর্ণনা দিতে পারব না আমি– অহংকারের খানিকটা ছোঁয়া (আমার মেধাবী ছোট ভাইয়ের জন্যে, বিদ্রোহী প্রফেসর আর ভুয়া মেসিয়াহ্‌র জন্যে) আর গ্লানির ছোঁয়া (কারণ, আমাদের আগ্রহের আতিশয্যে, আমি আর আঙ্কল হারম্যান যতবার একের পর এক লিস্ট বানিয়েছি আর আনন্দে হাত ডলেছি ততবারই পুরনো বইপত্রে ঠাসা বাক্স নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে যেনো।)

'ওর নিজের অসাধারণ একটা লাইব্রেরি ছিল। বিক্রি করে দেয়ার কথা ভাবছিল ও, কিন্তু তার বদলে আঙ্কল হারম্যানকে দিয়ে দিয়েছে। তখন থেকে হারম্যান আর আমি সবসময় সংগ্রহের সম্ভাব্য সংযোজনের দিকে নজর রেখেছি আর যেনোকে দিয়ে খোঁজ করিয়েছি। মানে, ও আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেয়ার আগ পর্যন্ত।'

'তো এই লাইব্রেরিটার উদ্দেশ্যে কী ছিল?'

চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে দিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকালাম আমি, অলঙ্করণের আঙুর-লতা, পোকায়-কাটা অ্যাপেল আর লরেলের শাখা প্রশাখা, ম্লান আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে। 'যেনোর জন্যে? মনে হয় একধরনের এক্সরসিজম। নীরবতার স্তরে পৌঁছানোর একটা প্রয়াস, যেটা এনট্রপির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এছাড়া, ও হয়ত স্রেফ অনুসন্ধান করছিল, অন্য সব বিবলেম্যানিয়াকের মত, শ্রেষ্ঠ বইটির।'

কড়-কড় করে উঠল আগুন। চেয়ার আর পিয়ানোর শুকনো কাঠ কড়কড় শব্দে এত জোরে ফাটল যে মনে হল বুঝি চাবুক দিয়ে পেটাচ্ছে কেউ আগুনকে।

'কোন বই?'

'দ্য বুক।'

অপেক্ষা করল ও।

কিন্তু কেন? পরম গ্রন্থ সম্পর্কে আমার কী বলার আছে আসলে ওকে? যেসব বই পৃথিবী নয়, মানুষকে বদলে দিয়েছে সেগুলোর কথা কী বলার আছে আমার? ফ্র্যানি গ্লাস, *দ্য ওয়ে অভ আ পিলগ্রিম* পড়ার পর। মিস্টার ও আর *ভগবদ গীতা*। ড্যানি সন্ডার্স এবং ফ্রয়েডের কেস হিস্ট্রিজ। আঙ্কল হারম্যান আর টলস্টয়ের *ফ্যামিলি হ্যাপিনেস*।

'এটা অনেকটা কিংবদন্তীর মত, নিনা। অনেকেই বিশ্বাস করে যে দ্য বুক বলে একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে। *সিন্টারক্লাসের* বই। জেনেসিসের প্রথম ভাষ্য। অ্যারিস্টটলের অনাবিষ্কৃত কোনও টেক্সট।'

'আদৌ অস্তিত্ব আছে কিনা না জেনেই?'

'মাঝেমাঝে। কিছু কিছু টেক্সট আছে যেগুলোর অস্তিত্বের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। জেনেসিসের একটা আদি ভাষ্য থাকতে বাধ্য। যদি কখনও হাতের কাছে পাওয়া যায়, অনেক কিছুই জানা যাবে ওটা থেকে।'

'তা কোন বইটির খোঁজ করছিল যেনো?' জানতে চাইল নিনা।

'আমরা জানি না।'

'আমরা?'

BanglaBook.org

'আমি। আঙ্কল হারম্যানও জানত না। তবে সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে আমরা আন্দাজ করতে পারি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম আমি, গিঁটগুলো যেন ফাটা কাঠ, সীসার পোশাক, আগুনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালাম। 'এমনও হতে পারে সেটা কোনও ব্যতিক্রমী বই নয়। নিশ্চিত করে বলতে পারে না কেউ। যদিও সেটার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আবছা একটা ধারণা আছে আমাদের।' অগ্নিশিখার উষ্ণতা আমার চামড়ার নাগাল পেল, আস্তে আস্তে হাড়ে গিয়ে লাগল। 'মানুষের মত বইয়ের বেলায়ও ব্যাপারটা একই রকম: একজন মানুষকে তার বন্ধুবান্ধব মাধ্যমে আংশিকভাবে চেন তুমি। কোনও কোনও বইতে একটা বইয়ের কথা পড়ে সেটা পড়ার ব্যাপারে আগ্রহী হও নি?'

'নাহ।'

'ওহ্।'

'আমি পড়ি না।'

'সবাই পড়ে, চাইল্ড। তুমি তো অবশ্যই পড়ো, তুমি আমার এইজেন্ট।'

উদ্ধত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল ও। 'আমি বই বিক্রি করি।'

'যার মানে তুমি পড়। এখন ঠিক কী করছ বলে তোমার ধারণা?'

মাথা নাড়ল ও, একটা টেবিলের ওপর থেকে খপ করে একটা ক্যান্ডেলেব্রা তুলে নিল।

'ডিনার তৈরি করতে হবে আমাদের।' বললাম আমি।

'*আমাকে* ডিনার তৈরি করতে হবে। আমাকে যদি তোমার নাবালিকা-ভাস্তির মত দেখতে থাক, আমার রান্না খাইয়ে তোমাকে শাস্তি দেব আমি।'

'না! না! ওটা বাদে অন্য যেকোনও কিছু!'

আমার উদ্দেশে বিদ্বেষপূর্ণ হাসি দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও।

'কোনও সাহায্য করতে পারি আমি?'

কাঁধের ওপর দিয়ে এক নজর তাকাল নিনা, দরজার হ্যান্ডলে চাপ দিল ও। 'রান্নার কাজে নয়। সত্যি বলতে কি, অন্য কোনও কাজেও নয়। যেখানে আছ সেখানেই থাক তুমি।'

'যদি কিছু মনে না কর, তোমার সঙ্গে কিচেনে যাই আমি।'

দরজার মুখে ওর পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি, আমার দিকে হাসিমুখে তাকাল ও। 'ভয় পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল।

ও কি বলতে চাইছে প্রথমে বুঝতে পারি নি আমি। 'দারুণ। আজ রাতে ওই বিরাট অন্ধকার খাটে একা ঘুমাতে চাই না।'

হলওয়ের তেলতেলে অন্ধকারে আগে বাড়লাম আমরা। 'তোমার লজ্জা থাকা উচিত,' বলল নিনা। 'নোংরা বুড়ো।'

'আসলে ঠাণ্ডার জন্যে,' বললাম আমি। 'আমার আচরণকে প্রভাবিত করছে।'

'তাহলে চলো, ওই চমৎকার উষ্ণ স্টোভের পাশে বসো।'

BanglaBook.org

কিচেনে ঝটপট জিনিসপত্র গোছাতে লেগে গেল ও। তারপর ক্যাভেলেব্রাটা তুলে নিয়ে সেলারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি অ্যাগার পেটে আরও কাঠ পাঠালাম, তারপর একটা চেয়ারে বসলাম। চোখ বন্ধ করে নিনা ফিরে আসার পর কাটাকুটি, নাড়ানাড়ি শুরু করলে সেই আওয়াজ শুনতে লাগলাম। স্টোভের উষ্ণতা কোনও ব্ল্যাঙ্কেটের মত যেন আমার ওপর দিয়ে ভেসে গেল।

ষাটের দশকের গোড়ার দিক থেকেই নিজের কোনও বাড়ি ছিল না আমার, কিন্তু আমি সবসময়ই হল্যান্ডের পুবে এই পাহাড়ে, টিলায়, ফিরে এসেছি এবং প্রতিবারই আমি পাইন গাছ বেড়ে উঠতে দেখেছি এবং দীর্ঘ যাত্রার পর আঁকাবাঁকা বুনো পথ পেরিয়ে বাড়িতে পৌঁছেছি, মনে হয়েছে যেন অবশেষে ঘরে ফিরে এসেছি।

এখানে, এ জায়গাতেই বেড়ে উঠেছি আমি। আমি জানি ঠিক কখন এখানে ছিলাম আমি, সূর্য ঝলমল করছিল কিনা, কতদিন ধরে বৃষ্টি ঝরেছে, কে এসেছিল আর কেই বা দূরে সরে ছিল, লাইব্রেরিতে ভিক্টোরিয়ান রিভলভিং বুককেসের সঙ্গে মাথা ঠুকে গিয়েছিল যেনোর, কেমন করে ওর মুখ বেয়ে রক্তের ধারা নেমে এসেছিল আর সোফি কী বলেছিল। এখানেই জীবন পেয়েছিলাম আমি। এখানে না থাকলে, হোটেল থেকে হোটেলে, এক বাড়তি খাট থেকে আরেক বাড়তি খাটে রাত কাটিয়েছি। ম্যানহাটানে আঙ্কল হারম্যানের সঙ্গে বাবা যে অ্যাপার্টমেন্টটায় শেয়ার করে থাকত সেখানে একটা রুম ছিল আমার, এক পুরনো গার্লফ্রেন্ডের বাড়ির মঙ্ক সেল আর যোয়ের ওখানে একটা সোফা। কোনও এক জায়গায় সত্যি সত্যি বাস করেছি আমি, কিন্তু সেটা বহুদিন আগের কথা।

ঘর। বাড়ি।

শেষবার এখানে আসার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। নিঃশব্দ কোনও বাযার্ডের মত চক্কর মেরে নেমে গেছি নিচে। একা। ব্যাগ, একটা বই, সদ্য ত্যাগ করা দেশের একটা সংবাদপত্র ছাড়া যার আর কিছু নেই এমন এক পর্যটক, সামনে সান্ধ্য আকাশের লালিমা আর পেছনে শেষ শীতের বিকেলের ফিকে নীল, সীসার মত ধূসর সাগর। সৈকতের সংকীর্ণ বিস্তার, বালিয়াড়ির সরু বিস্তার, গ্রীনহাউসের ছাদগুলোর কমলা আভা, হল্যান্ডের টয়-টাউন ল্যান্ডস্কেপ

শীত ছিল সেদিন, ক্লান্ত ছিলাম আমি, দীর্ঘ যাত্রার পর যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে লোকে: নামমাত্র ঘুম, তোমার মন দুজায়গাতেই, এখানে তোমার শরীরে আর অন্য কোনওখানে, কোথায় কোনও ব্যাপার নয় সেটা। আমার চারপাশে শাদা শার্ট পরা পুরুষদের নীরব সঙ্গ, বিজনেস ক্লাস, *দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমস্* বা *নিউজ উইক* বা কোনও এয়ারপোর্ট থ্রিলার ওদের কোলে, কাগুজে হেড রেস্টে মাথা এলিয়ে দেয়া, মুখ সামান্য খোলা। বাইরে, উইং লাইটসের নিচে, মেঘমালা যেখানে পাতলা হয়ে এসেছে, এত পাতলা যে বিশাল ডাচ স্কেল মডেল দেখা যাচ্ছে, ছোট ছোট

BanglaBook.org

বাগানঅলা ক্ষুদে বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম আমি, রাস্তার সোজা ধূসর রেখা, একটা সকার ফিল্ডের ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত কূপ, চিমনিগুলোর মাথায় শাদা বাষ্পের ঝলক। মনে হল আমার আপন দেশের আরামদায়ক পোশাকে ঢুকে পড়ছি আমি। আমার আপন দেশের আরামদায়ক পেটে পিছলে যাবার অনুভূতি হল আমার। জীবনের অর্ধেকটা সময় অন্যান্য দেশে কাটিয়েছি আমি; ছোট বেলায় বাবা-মা আর আঙ্কল হারম্যানের সঙ্গে আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি জমিয়ে ছিলাম, ফিরে এসে এখানকার সেকেন্ডারি স্কুলে পড়াশোনা করেছি এবং তারপর এমন একজন মানুষের মত সারা দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি যে কিনা কোনও কিছুর সন্ধান করছে কিন্তু জানে না সেটা কী বা কোথায় মিলবে, কিন্তু তারপরও, সমস্ত ভ্রমণ আর ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও আমস্টারডামের অ্যাসফ্যাল্ট স্প্যাঘাটি নজরে আসামাত্র আমি জেনে গেছি, আমি একজন ডাচম্যান। জাতীয় গৌরবের অনুভূতি নয়, স্বর্ণযুগ ইতিহাস গ্রন্থের কৌতূহলোদ্দীপক মামুলি তথ্য মাত্র, জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষীণতম ধারণাও নয়, পনির, শৃঙ্খলা, যত্ন, কফি, মজবুত বাধ, দ্বিধান্বিত বন, সোজা ক্যানেল, চৌকো ময়দান, গ্রীষ্মের সূর্যের নিচে আলু-খেত, টিলা বলে ডাকা ঢাল, পাহাড় নামে পরিচিত টিলা, দীর্ঘ লাল ইঁটের রাস্তার ওপরকার হলদে ইঁটের বাড়ি আর আয়তকার বাগানে ছেঁটে রাখা কনিফার।

এই জমিনের ওপর সূর্যাস্ত লেপ্টে গেছে, ওদিকে নিচে, মটরওয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে খেলনা মটরগাড়ি, উপড়ে পড়া ক্রিসমাস ট্রির মত মাঠে লুটিয়ে আছে শিপল এয়ারপোর্টের রানওয়ে লাইটস্। আমি ভাবলাম: এখানেই মরতে চাই আমি।

এটাই ক্লান্তি। ট্যাক্সিতে দশ মিনিট, রসকসহীন অসন্তুষ্ট এক ড্রাইভারের পেছনে, আমাকে ভদ্রস্থ করে তোলার জন্যে যথেষ্ট ছিল।

ট্রেইনে, ল্যান্ডস্কেপ থেকে রঙ হারিয়ে যেতে দেখলাম আমি। ঘন, শীতকালীন গোধূলি বিস্তৃত ডাচ আকাশে ছড়িয়ে পড়ল, মনে হল যেন ধূসর কুয়াশা আমার ভেতরও জাঁকিয়ে বসছে। মাঠ থেকে কুয়াশা উঠে আসতে লাগল, ঘাসের খুব কাছে ঝুলে রইল, কোথাও একটা গরু আবার কোথাও কোনও বেড়া চোখের আড়াল করে রেখেছে। ক্রমে অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকার হয়ে এল। ট্রেইনটা রটারড্যামে দাঁড়ানোর আগে আর জাগলাম না আমি।

হারম্যানের সঙ্গে যখন ওর হোটেল লবিতে দেখা হল তখন প্রায় সাতটা বাজতে চলেছে। আমরা দুজনই সবসময় জানতাম অন্যজন কখন আমাদের আদি শহরে অবস্থান করছে এবং ব্যাপারটা এমন ছিল যে আমিই ওর সঙ্গে আগে হোটেলে ডিনারে যোগ দিয়ে তারপর নিজের হোটেলে যাব। আমি যখন ভেতরে ঢুকলাম, হারম্যান একটা বিরাট লেদার চেয়ারে বসে পড়ছিল *নিউ ইয়র্ক টাইমসে*র পাতায় আটকে থাকা ওর গাঢ় বাদামী চোখজোড়া কোটরের ভেতর জেটের মত চকচক করছিল; অসম্ভব লম্বা শাদা চুল ছড়িয়ে ছিল চারদিকে।

'নাথান,' ওর কাঁধে টোকা দেয়ার পর বলল ও। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে এমন প্রবলভাবে আলিঙ্গন করল যে আমার হাতছাড়া হয়ে গেল ব্যাগটা।

BanglaBook.org

'নাঙ্কল,' বললাম আমি। 'কেমন আছ তুমি?'

হারম্যান ওর মাথাটা সামান্য কাৎ করে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেটাকে ও নিজেই হয়ত 'শয়তানি' বলে অ্যাখ্যা দিত, কিন্তু আমার কাছে যেটাকে বরং বেশি বেশি কেঁচো টেনে তোলার সময় বিরক্ত কাকের মত মনে হল।

টেবিলে বসলাম আমরা এবং আমাকে অবাক করে শ্যাম্পেইন আর স্মোকড্ শ্যামনের অ্যাপেটাইযারের ফরমাশ দিল ও। আমি যখন এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের কারণ জানতে চাইলাম, ও বলল যে এখন এমন এক বয়সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে প্রত্যেকটা সাক্ষাৎই ওর শেষ দেখা হয়ে যেতে পারে। পরিবারের সঙ্গে আরও সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও।

'শেষবার সে চেষ্টা করতে গিয়ে সোফির সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল তোমার।'

'মনে আছে।' ডান হাত উঁচু করে মাথা নোয়াল ও। আইস বাকেট থেকে শ্যাম্পেইন বের করে আমাদের গ্লাসগুলো ভরে নিলাম আমি। 'কিন্তু এবার নাক গলানোর কথা বোঝাচ্ছি না আমি, সে সময় এমনিতেই পার হয়ে গেছে,' বলল ও। 'জীবনের তিনভাগের একভাগ দুনিয়া ঘুরে পার করে দিয়েছি, যাদের চিনতে চাই নি তেমন লোকজনকে চিনতে হয়েছে আমাকে। যেসব জায়গা আর জিনিস দেখার দরকার ছিল না, সেসব জায়গা আর জিনিস দেখতে হয়েছে। এবার পরিবর্তনের খাতিরে তোমার সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে চাই আমি।'

'হারম্যান,' বললাম আমি, 'সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত কোনও বাবার মত শোনাচ্ছে তোমার কথাগুলো। তুমি আমার আঙ্কল। তোমার কোনওরকম দায়দায়িত্বই নেই।'

আঙ্কল হারম্যানের গলায় শ্যাম্পেইন আটকে গেল, সশব্দে দীর্ঘ সময় ধরে কাশল ও। 'হতচ্ছাড়া বুদবুদ,' আবার কথা বলতে পারার মত অবস্থায় পৌঁছার পর বলল।

'শাসক শ্রেণীর ড্রিঙ্ক,' বললাম আমি।

'মাঝে মাঝে, নাথান, আমি চিন্তা করি আদৌ কখনও আমাকে সিরিয়াসলি নেবে কিনা তুমি।'

পরস্পরের উদ্দেশে হাসলাম আমরা।

'তবে আমি জানি তুমি কি বোঝাতে চাইছ,' বললাম আমি। 'দোষটা আবহাওয়ার। প্লেনটা ল্যান্ড করছিল, হঠাৎ আমি ভাবলাম: এখানেই মরতে চাই আমি। এই বিষাদময় ডাচ শীতের দোষ।'

শ্যাম্পেইনের গ্লাসের হাতলটা আঙুলের মাঝখানে ঘোরাতে ঘোরাতে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে অনন্তে দৃষ্টি মেলে দিল আঙ্কল হারম্যান। 'দেশান্তরী পাখির ঝাঁক, তবে ফিরতি পথে। শীতে দেশে ফিরে আসি আমরা এবং সহসা বুঝতে পারি একটা বাড়ি থাকার মানে কী এবং হল্যান্ডের মূল্যই বা কী আমাদের কাছে।'

'ব্যাপারটা জানার জন্যে এতটা বুড়িয়ে যাওয়ার দরকার ছিল আমাদের?'

ওয়েইটার এসে প্লেট পরিষ্কার করে নিয়ে গেল। হারম্যানের কাছে জানতে চাইল ভেড়ার পায়ের মাংসসহ ক্যাহোরস্ খেতে চায় কিনা ও। অন্যমনস্কভাবে মাথা

BanglaBook.org

দোলাল হারম্যান। 'হ্যাঁ, মনে হয় ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগে আমাদের এতটা বুড়িয়ে যাবার দরকার ছিল। আমরা সবাই যাযাবর, নাথান, জন্ম থেকেই।'

'আমরা, মানে পরিবার?'

'আমরা, গোটা পরিবার। এইমাত্র আমি বুঝতে পারলাম যে নাগরিক সমাজ সম্পর্কিত আমার সমস্ত তত্ত্ব এসেছে নগর-রাষ্ট্র হিসাবে হল্যান্ড সম্পর্কে আমার উপলব্ধি থেকে। শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী অনুভূতির পক্ষে দেশটা খুবই ছোট। এমন একটা দেশ যাকে তার অধিবাসীদের কাজের খোঁজে আর অর্থ উপার্জনের জন্যে বিদেশে পাঠাতে হয়। ইটালিয়ান নগর-রাষ্ট্রগুলোয় ব্যাংকিং শুরু হয়েছিল, তারপর প্রতিষ্ঠিত হয় জার্মান বণিক-নগরীর এবং সবশেষে ডাচরা ধারণাটা গ্রহণ করে। ডাচ বিনিয়োগকারীরা, যেমন ধর, ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো এখন আমেরিকার বৃহত্তম বিদেশী ইনভেস্টরস। এরা নেদারল্যান্ডসে ওদের টাকা হাতছাড়া করতে পারছে না। একদিক দিয়ে দেখলে, এই দেশটা ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের চেয়ে বদলায় নি। আমরা বাণিজ্য করার জন্যে আমাদের জাহাজ পাঠাই, কারণ নিজেদের সীমানার ভেতর আর পর্যাপ্ত আয় করতে পারছি না। এটা দেশ নয়। এটা একটা নগর-রাষ্ট্র।'

'একটা হারবার,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ।'

প্লেটগুলো এল, আলু আর সব্জির ডিশ সাজিয়ে দেয়া হল। ওয়াইনের স্বাদ নিল হারম্যান, ভাবল এক মুহূর্ত, তারপর ওয়েইটারের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'চমৎকার পছন্দ, জোহান। ভেড়াটা বৃথা মারা যায় নি।'

আমরা খাবার সময় চিন্তামগ্ন রইল হারম্যান। 'একটা হারবার,' খানিক বাদে বলল ও। 'ঠিক বলেছ তুমি। এটা হল্যান্ড একটা ডেল্টা। চারপাশে খানিকটা জমিসহ ডেল্টার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এবং সেই ডেল্টার সম্ভাব্য সেরা সুবিধা কাজে লাগিয়েছি আমরা। একে বিরাট এক হারবারে পরিণত করেছি আর এভিয়েশনের যুগ আসার পর আমরা হারবারটাকে একটা টপ-নচ এয়ারপোর্ট যোগ করে বাড়িয়ে তুলেছি।'

'এ জায়গাটা নিয়ে লেখা উচিত ছিল তোমার,' বললাম আমি।

সোজা হয়ে আমার দিকে তাকাল হারম্যান, খানিকটা উঁচু হল ওর বাম ভুরু। ঠোঁটে হাসির ক্ষীণ ছোঁয়া। 'সেটা না হয় তোমার ওপরই ছেড়ে দেব আমি।'

ক্যাহোরসে চুমুক দিলাম আমি, একটা সম্পূর্ণ গাঢ় লাল ওয়াইন আমার শরীরের ভেতরে যেন আভা ছড়াল। মাথা নাড়লাম আমি। 'দেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবার মত তেমন দীর্ঘ সময় কখনওই এখানে থাকি নি আমি। বলতে গেলে আমি এমনকি তোমার চেয়েও বড় যাযাবর।' গ্লাসটা নামিয়ে রাখার সময় আমার খেয়াল হল যে আসলে অন্য কিছু বুঝিয়েছি আমি। 'একমাত্র যে জায়গাটা সম্পর্কে ঠিকমত লিখতে পারব আমি সেটা হচ্ছে বাড়িটা। ওটাকেই সবচেয়ে ভাল করে জানি আমি। আমার কাছে *বাড়িটাই* হল্যান্ড।'

BanglaBook.org

'চমৎকার,' বলল হারম্যান। 'শুনতে বেশ লাগছে আমার কাছে। আর ইসরায়েল?'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। 'কী বলতে চাইছ, "আর ইসরায়েল"?'

'মধ্যপ্রাচ্যের একটা দেশ।'

'কি, তোমার ধারণা বুড়ো বয়সে *ইরেটয্ হাকোডেশ*-এর জন্যে লালায়িত হয়ে উঠব আমি?'

বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল ও।

ষাট দশকের মাঝামাঝি কোনও একটা সময়ে দুটো যুদ্ধের মাঝখানে, ওর সেক্রেটারি হিসাবে ওখানে গিয়েছিলাম আমি, ইউএন পাঠিয়েছিল ওকে তখন 'পরিস্থিতি' নামে পরিচিত হয়ে ওঠা অবস্থা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করার জন্যে। মন্ত্রী, আর্মি কমান্ডার, বাম আর ডানপন্থী রাজনীতিবিদ, ইউনিয়ন নেতা আর প্রফেসরদের সঙ্গে কথা বলেছে ও। আর আমি ওর পাশে আমার মেমো প্যাড নিয়ে বসেছি, নোট নেয়ার ভান করেছি আর মনে মনে ভেবেছি অন্য কোথাও থাকতে পারলেই ভাল হত। একদিন সন্ধ্যায় আমরা নেটানিয়ার হা'আটয্মাউট স্কয়ারে একটা আউটডোর ক্যাফেয় বসে ডিনার করছিলাম। বিয়র খেতে খেতে ওয়েইটারের ভাষ্য অনুযায়ী সেইন্ট পিটার'স কিশ নামের একটা জানোয়ারের ব্যবচ্ছেদ করছিলাম। যখন, শুকনো শাদা মাছের একটা আন্তরণের পর হাড়ে পৌঁছে গেলাম আমি, প্লেটটা সরিয়ে মুখ খিস্তি করে উঠলাম।

'নাথান,' বলেছিল আঙ্কল হারম্যান, 'তোমার সময়টা ভাল কাটছে না ভাবলে কি আমার ভুল হবে?'

চিকন হাসি দিলাম আমি।

'কি সমস্যা?'

আমি কফির ফরমাশ দিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে ছোট লাল চত্বরের দিকে তাকালাম, যেখানে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা লোকনৃত্য করছিল। 'এটা আমার দেশ নয়। এদের পনির নেই, নেই ভাল কফি, এমনকি একটুকরো সত্যিকারের ময়দায় বানানো পাউরুটিও নেই। ওরা, দোহাই ঈশ্বরের, সকালের নাশতায় শশা আর মরিচ পরিবেশন করে।'

'ভোজনবিদ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটা, আমরা বলতে পারি, সাধারণ, কিন্তু কথা সেটা নয়।'

'সেটাই আসল কথা। এখানকার সমস্ত কিছুকেই এক বৈরী বিশ্বে টিকে থাকার মহান ও বীরত্বপূর্ণ ভাব দেয়া হয়। এটা একেবারেই অবাস্তববাদী। জেরুজালেমের শতাব্দীব্যপী জমে ওঠা কুসংস্কার, ওদের রোপণ করে চলা সমস্ত গাছপালা, কাঁধের ওপর উযি ফেলে দিনরাত হেঁটে বেড়ানো লোকজন। বিশ্বাস করো, এসব ছাড়াই চলবে আমার।'

'গাছ লাগানো আর কাঁধে উযি নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর দরকার আছে বলে মনে করো না তুমি?'

BanglaBook.org

কফি এল। বিষাদময় কালো লিকারের দিকে চেয়ে রইলাম আমি, একদলা চিনি দিলাম তাতে। 'খারাপ জিনিস প্রয়োজনীয় হলেও সেটা খারাপই। আমার মনে ধারণা জাগতে শুরু করেছে যে এই দেশে খোদ জীবনের চেয়ে প্রতীকের গুরুত্ব অনেক বেশি।'

ভেতর দিকের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে এনেছিল হারম্যান, সযত্নে ধরাচ্ছিল ওটা।

'আন্তরিকভাবে বলো, হারম্যান। আমেরিকায় আসার পথের সেই চরম নাস্তিক হওয়ার চেষ্টা কর। আর তার আগের। তার পরের। আমরা ওয়েইলিং ওঅল নামে পরিচিত পাথরের একটা স্তূপের কথা আলোচনা করছি। একটা ফাঁকা সেলার নিয়ে আলাপ করছি আমরা ওরা যেটাকে ডেভিড'স টুম্ব বলে। আর জমিনের একটা গহ্বর যা হোলি সেপালচ্‌র নামে পরিচিত। এখানে জিনিসই পবিত্র।'

'কিন্তু তোমার ধারণা ওগুলো তা নয়।'

'একটা নগর, জেরুজালেম, কিংবা কোনও দেয়াল, এমনকি কোনও মহান রাজার সমাধি, পবিত্র নয়। তুমি জান সেটা। জুডাইজমে বস্তুর কোনও বিশেষ অর্থ নেই, কোনও ব্যক্তিও অন্য কারও চেয়ে পবিত্রও হতে পারে না। সবারই ঈশ্বর বা পবিত্রতার কিংবা যাই বলো না কেন একে, কাছে যাবার সমান সুযোগ রয়েছে, অন্য যে কারও মতই। কিন্তু এই ইসরায়েলে ওরা প্রাণহীন বস্তুকে রক্ষা করে, আর মানবতা রসাতলে যায়।'

আগেও মতের অমিল হয়েছে আমাদের, হারম্যান আর আমার, তবে অন্যান্য ইস্যুতে। এবার স্লোমোশনে বোমা বিস্ফোরণের মত বিস্ফোরিত হল ও: আমি দর্শক, যে কিনা চটপট সমালোচনা করে, কিন্তু সাইডলাইনে নিরাপদে অবস্থান করে। আমি পুরোপুরি ইগোসেন্ট্রিক মানুষ, অন্যদের কল্যাণ আর রেওয়াজের ব্যাপারে উদাসীন, কিন্তু তারপরেও আমার নিজের অদূরদর্শী, সলিপসিসটিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে আছি।

হারম্যানের অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ শুনে গেলাম আমি, তীব্র অধৈর্য অব্যক্ত অভিযোগ আর হতাশা, এতবছর পর এবার বেরিয়ে আসতে দিয়েছিল।

'ঈশ্বরের দোহাই, এদেশের জন্যে তোমার কোনও রকম অনুভূতি নেই?' চিৎকার করে উঠল ও। 'একটুও গর্ববোধ নেই তোমার?'

'গর্ববোধ?'

'হ্যাঁ, গর্ব। এখানে যা অর্জন করেছ তুমি তার। চারপাশে দেখ!'

'জুইশ ডেল্টা ওঅর্কস,' বললাম আমি।

মুখ খুলল হারম্যান, যেন বলবে 'হ্যাঁ,' কিন্তু কিছুই বেরিয়ে এল না। এবার মাথা নাড়ল ও।

'তুমি,' যোগ করলাম আমি, 'গর্ব আর প্রয়োজন আর "পরিস্থিতি"র কথা বল; বল অচিরেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এখন স্ববিরোধিতা করার চেষ্টা করছ।

BanglaBook.org

ওটা করতে শিখিয়েছ আমাকে তুমি। এখানে আসার পর থেকে আমরা কেবল সরকারী এজেন্সী আর অফিসিয়ালদেরই দেখা পেয়েছি। রাস্তার সাধারণ মানুষ কোথায়? সন্ত্রাসী কোথায়?'

'ধরে নিচ্ছি, ওদের তুমি সন্ত্রাসী হিসাবে বর্ণনা করায় আমার মুগ্ধ হওয়া উচিত?'

'আমরাও,' বললাম আমি,' 'সন্ত্রাসী ছিলাম। কিং ডেভিডকে উড়িয়ে দিয়েছি আমরা।'

নাক সিঁটকাল ও।

'হারম্যান,' এবং ঠিক ওই মুহূর্তে, ওখানে ওই ক্যাফেয় আমার কণ্ঠস্বর ঠিক সেরকম মরিয়া আর আবেদনময়ই শোনাচ্ছে বলে উপলব্ধি করলাম আমি যেমনটা শুনিয়েছিল ওর কণ্ঠস্বর ১৯৩৯ সালের সেই রাতে যখন পরিবারের অন্যরা আমাদের কেন ইউরোপ ত্যাগ করা দরকার বুঝতে চাইছিল না। 'হারম্যান, এদেশে ওদের চেয়ে আমাদের অধিকার বেশি হবে কেন? কেন ওরা আমাদের চেয়ে ভিন্ন? আর কবে থেকেই বা স্বদেশভূমিতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ তুমি?'

লাফিয়ে উঠে পড়েছিল ও। অতিথিদের কাউকেই হারম্যানের রোষ দেখে বিস্মিত হয়েছে বলে মনে হয় নি। 'ওই মানুষগুলো,' বলল ও, পাগলের মত চারপাশে ইঙ্গিত করতে লাগল, 'ওই লোকগুলো আমাদের রক্ত পেতে মেতে উঠেছে। ক্যাম্পগুলোর বেঁচে থাকা মানুষদের শেষ আশ্রয় এটা, আর তুমি ওদের সেটা থেকে বঞ্চিত করতে চাও?'

আমি আসলে সেটা বলি নি। আমি এত আবেগের মাঝে যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করছিলাম।

'আমরা আসলে কি নিয়ে কথা বলছি, অ্যাঁ?' চিৎকার করে উঠল হারম্যান। 'প্যালেস্টাইনিয়ানস্। ওরা এমনকি একটা জাতিও নয়, যাযাবর আরবদের একটা গ্রুপ ওরা।'

'ঠিক আছে, তাহলে। নিঃসন্দেহে মারা যাওয়া উচিত ওদের।'

'তোমার দাদা-দাদীরা এখানেই থাকতে পারত!'

কিন্তু এখানে ছিল না ওরা এবং সেটা অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করে। আমি যুক্তি মানতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মুখ সামলে রাখি নি, যদিও সেটা করারই মুহূর্ত এসেছিল। 'ওরা,' বললাম আমি, 'আমাদের সম্পর্কেও একই কথা বলবে।'

'কি? ওদের কখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত একটা ম্যাসাকারের ভিতর দিয়ে যেতে হয় নি। ওরা...

'ধেত্তের!' চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'এমন ভাব করছ যেন ওরা যথেষ্ট ভোগান্তির শিকার না হওয়া পর্যন্ত কথা বলারও যোগ্য হতে পারবে না। ওরা এখানে বাস করছে, ওরা এখানেই বাস করেছে এবং আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, এখানেই বাস করে যাবে ওরা। তুমি সেটা মেনে নিলেই ভাল করবে, প্রফেসর হল্যান্ডার!'

BanglaBook.org

এরপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ও আর আমি পানের অযোগ্য কফি শেষ করে বিল মেটালাম তারপর অন্ধকার সৈকতের দিকে এগিয়ে গেলাম রাতের ঢেউয়ের শিথিল ফেনা দেখার জন্যে।

সেই বিতণ্ডা সত্ত্বেও হারম্যান, এখন, ঠিক সেই টেবিলে বসেই জানতে চাইছে ইসরায়েল সম্পর্কে আমার কী ধারণা। ও কি আশা করেছিল যে ওর বেলায় যা ঘটেছে আমার বেলায়ও ঠিক তাই ঘটবে? আমার বয়স যতই বাড়বে ততই আমি আমার "স্বজাতির" সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠব? আমি ঘরে ফেরার চিন্তা করব এবং ওখানেই আমার বাড়ি?

'পঁচিশ আগে যেমন ছিল এখনকার ধারণা তারচেয়ে একটুও আলাদা নয়,' বললাম আমি।

ওয়াইন গ্লাসটা সামনে ঠেলে দিয়ে টেবিলক্লথের দিকে তাকাল ও। 'তুমি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে যাচ্ছ। এমন দিন আসবে যখন আমি আর থাকব না। আর কাউকে লাগবে না মনে কর তুমি?' চোখ তুলে তাকাল ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু ওর চোখের তারায় চকচকে একটা ভাব ছিল যা কোমল, প্রায় সহানুভূতিসূচক কিছুর অভাস ছিল। 'তুমি মনে কর দুনিয়ায় তুমিই একমাত্র লোক যার আর কাউকে প্রয়োজন নেই?'

'নিনার বয়স কম। ও আমার চেয়ে বেশিদিন বাঁচবে ধরে নেয়া যায়।'

হারম্যান ওর গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিল। 'এই জীবনে আরও ভাল কিছু করার আছে ওর। তাছাড়া, আমরা নিশ্চিত করে জানিই না আসলেই ও পরিবারের সদস্য কিনা।'

যদিও ওকে কখনও সেভাবে দেখে নি ও, বরং একেবারেই উল্টো, কিন্তু বরাবরই ওর জন্মের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। 'ছেলেটার আধা-পাগল অনুসারীদের সবাইই নিজেদের ওর বাচ্চার মা বলে দাবী করতে পারে,' নিনার মা প্রথমবারের মত যোগাযোগ করার চেষ্টা করার সময় বলেছিল ও। সোফি ভেবেছিল ওর ধারণা ভুল। যেনোকে মেয়ে বন্ধুর বিরাট একটা দলের অধিকারী হওয়ার মত মনে হয় নি ওর। 'কিন্তু কথা সেটা নয়,' বলেছিল হারম্যান। 'ঈশ্বরের দোহাই, ভদ্রমহিলা, তুমি কি জান না যে যেনোর মত নিখোঁজ তরুণ অবিবাহিতা মেয়েদের ওদের বাচ্চাদের একটা বাবা পাইয়ে দেয়ার সেরা সুযোগ? ওরা অনুসারী ছিল! মেসিয়াহর সন্তান ধারণ করতে পারলে খুশিই হত ওরা!' সোফি জবাবে বলেছিল যে এই সন্দেহ ভাষায় প্রকাশের উপযুক্ত নয় বলে মনে করে ও এবং মা আর শিশু দুজনকেই যেন কোনও লজারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এমনি স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক বলয়ে নিয়েছিল।

ডিনারের পর আমি আর হারম্যান চার ফ্লাইট সিঁড়ি বেয়ে ওর ফ্লোরে উঠলাম (আমাদের দুজনেরই এলিভেটরের প্রতি দারুণ ভীতি ছিল) এবং যেমন ভেবেছিলাম একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে হাজির হলাম। পিঠে ব্যথাঅলা কোনও স্কিয়রের মত স্যুটকেস, চেয়ার, এঁটো খাবারসহ একাধিক ট্রে, বইপত্র আর খবরকাগজের স্তূপ

BanglaBook.org

পাশ কাটিয়ে পিছলে আগে বাড়ল হারম্যান। সবসময় আগেভাগেই *নিউ ইয়র্ক টাইমস* সহ ডাক পাঠিয়ে দিত ও। আমরা হল্যান্ডে পৌঁছার পরপরই বইপত্র আর পত্রিকার অন্তহীন স্রোত শুরু হয়ে যেত, সবগুলোই বাব্‌ল-ব্যাগ হতে আলগা করে স্তূপে পরিণত করা হত।

'কয়েক দিনের জন্যে গ্রামের দিকে যাচ্ছি আমি,' আমি বিছানার ওপর লক্ষ্যণীয়ভাবে পড়ে থাকা কাপড়ের ব্যাগ আর বইয়ের দিকে তাকাতেই বলল ও।

'মানে, বাড়ির কথা বলছ।'

'না: গ্রামের দিকে। তুমি জান: বনজঙ্গল, গাছপালা, ময়দান, পাখি? তোমার কি কখনও মনে হয়েছে যে এমনও মানুষ আছে যারা প্রকৃতিকে নগরের চারপাশের স্রেফ একটা সীমানার চেয়েও বেশি কিছু মনে করে?'

'আমি আরবান সোসায়েটি নিয়ে মেতে থাকি না,' বললাম আমি। 'সংগঠনের জন্যে মানুষের প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ স্তর।'

হাসল ও।

একবার ওর এক লেকচারে একথা বলতে শুনেছিলাম আমি, উত্তরে কোথাও এক কমিউনিটি সেন্টারে, ওখানে সোসিওলজিক্যাল সোসায়েটির বিশজন প্রবীণ সদস্য কফি আর পাউন্ড কেক খেতে খেতে ওদের বলয়ে প্রতিশ্রুত বর্ণাঢ্য সন্ধ্যার অপেক্ষায় ছিল। দর্শকদের ওদের কাঙ্ক্ষিত জিনিস দেয়ার পর বয়স্ক মানুষের সমাবেশটাকে নতুন করে শিক্ষা দেয়ার কাজে নেমে পড়েছিল ও। নিজের রচনাবলীর সামাজিক তাৎপর্যের প্রসঙ্গে চলে গিয়ে তাকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিল যে কার্ল মার্কস হয়ত ওর, হারম্যানের, মাঝে আদর্শ সমর্থকের সন্ধান পেয়ে যেতেন। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রের প্রায় রমরমা তরঙ্গে নগরের বর্ণনা দিয়েছিল ও–পাশ্চাত্য সভ্যতার সাংস্কৃতিক ও কারিগরি সর্বোচ্চ পর্যায় আর সমাজতন্ত্রকে সেই সমাজের একমাত্র উপযুক্ত আদর্শ হিসাবে। আমি সবসময়ই, এই ব্যাপারটা যতদূর সম্পর্কিত, বাবার মত ওর মাঝেও একই রকম নস্টালজিয়া আছে বলে সন্দেহ করেছি। ইম্যানুয়েল যেখানে যতক্ষণ নাড়াচাড়া করা হচ্ছে ততই আগের চেয়ে ভাল হয়ে উঠবে, পৃথিবীটাকে এমন একটা মেশিন হিসাবে বিশ্বাস করায় ক্ষান্ত দেয় নি, আঙ্কল হারম্যান সেখানে ওর প্রয়াস পরিচালিত করেছে সভ্যতা আর গ্রুপ ডিনামিক্সের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে স্বর্গের খোঁজ করে, কারণ আসলেই ব্যাপারটা তাই। একবার আমরা যখন আভেনের মত উষ্ণ ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে করে ফিরে যাচ্ছিলাম, জানতে চেয়েছিলাম যে একদল বয়স্ক সমাজতত্ত্ববিদের সামনে আমেরিকায় ওই রসাল বৈজ্ঞানিক জীবন দোলানোর পর আবার মার্ক্সবাদকে থিসিস ডি রেসিস্ট্যান্স হিসাবে তুলে ধরাটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে কি না।

'যদি, রাজনৈতিক দিক দিয়ে বলতে গেলে, তুমি আসছ নাকি যাচ্ছ জানা না থাকে, তাহলে বরং তোমার চুপ থাকাই ভাল,' বলেছিল ও। 'রূপকথা লেখা নিয়েই থাক।'

BanglaBook.org

আমার কাজ সম্পর্কে ওর অবজ্ঞায় অভ্যস্ত ছিলাম আমি।

ওর আধা-ভর্তি ব্যাগে কয়েকটা শার্ট ঢোকানোর পর খাটের কিনারায় বসে পড়ল হারম্যান। আমি একটা শাদা চামড়ার চেয়ার টেনে নিলাম। আমরা মুখোমুখি বসার পর মাথা নাড়ল ও।

'তোমার এই লেখাটা, নাথান,' বলল ও, 'কতদিন চালিয়ে যাবার কথা ভাবছ? তুমি কি কখনও চিন্তা করো নি যে বছরের পর বছর সেই একই পুরনো বিষণ্ন কথাবার্তার চেয়ে জীবনে আরও বেশি কিছু থাকতে পারে? অনেক অনেক দিন আগের কথা... অনেকদিন আগে দূরের এক দেশে... আর ওরা সুখে...

'হারম্যান,' বললাম আমি, 'আমি আমার জীবনকে গুছিয়ে নিই বা না নিই তাতে তোমার কি? নিজের দিকে তাকাও। বিপ্লব কি কখনও এসেছে? মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের মধ্যে কে বেশি রূপকথায় বিশ্বাসী?'

'আমি কোনওকালেই বিপ্লবী ছিলাম না,' বলল হারম্যান। মনোযোগের সঙ্গে তাকাল আমার দিকে।

আর সমাজতন্ত্র পৃথিবীর অর্ধেককে বিভিন্ন শিবিরে রূপান্তরিত করেছে,' বললাম আমি 'আর বাকি অর্ধেক পুঁজিবাদী এবং এক অংশ অন্য অংশের খাবার হজম করে ফেলছে...

'তুমি সমাজতন্ত্রী হতে পারতে, জান সেটা?' জিজ্ঞেস করল হারম্যান।

'রাজনীতি... ক্ষমতাহীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা সবাই মারাত্মক ধরনের মেগালোম্যানিয়ায় ভুগছ। পৃথিবীর জন্যে কোনটা সেরা সেটা অনুমান করতে পারবে কে?'

'শোন, নাথান,' বলল হারম্যান। 'এসবই খুব চমৎকার আর ভাল কথা, কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, তুমি তোমার মেধার অপচয় করছ। আমি নিশ্চিত যে এখনও তুমি সিন্ড্রেলার পাঁচশোতম সংস্করণ রচনার চেয়ে ভিন্ন কিছু করতে পারবে। এখনও খুব বেশি অধঃপাতে চলে যাও নি তুমি।'

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি। 'তা তোমার মতে আমার কী করা উচিত?'

উঠে দাঁড়াল ও। 'আমি তোমাকে সেটা বলে দিলে,' বলল ও, 'কোনওদিনই ফল আসবে না।' ব্যাগ গোছানো শেষ হওয়ার পর ও বলল, 'আমার কথা শোনার দরকার নেই তোমার। একথা বলছি না যে একটা অনুসরণযোগ্য জীবন যাপন করেছি আমি। কিন্তু নিজের কথা চিন্তা কর। হোটেল আর গেস্টরুমে তোমার যাতায়াত, তোমার কোনও স্ত্রী নেই, বাচ্চাকাচ্চা নেই, এমন একটা কাজ কর তুমি যেটা... ' এক মুহূর্ত আমাকে দেখল ও। 'কীভাবে মরতে চাও তুমি? কোন হোটেল রুমে, সস্তা হোটেল রুমে একাকী?'

মুখোমুখি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা ওখানে।

'আসলে কার কথা বলছি আমরা,' খানিক পরে বললাম আমি। 'তোমার বউ বা বাচ্চা-কাচ্চা কিছু নেই, দুনিয়ার সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি কোনও প্লেনে না মারা যাও, সেটা হোটেল হওয়ারই সমূহ সম্ভাবনা। তাছাড়াঃ আমরা দুজনই বুড়ো।

BanglaBook.org

রিটায়ারমেন্টের সময়ে পৌঁছে গেছে এমন একজনকে কি কারণে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং দিচ্ছ তুমি?'

'হয়ত স্রেফ নিঃসঙ্গতার ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করে দিতে চাই বলে। আমরাই শেষ দুজন। অচিরেই চলে যাব আমি। তখন আর কেউ থাকবে না তোমার।' আঙ্কল হারম্যান স্যুটকেস আটকে তাকাল আমার দিকে।

'সবাইই একা।'

'হ্যাঁ,' বলল হারম্যান। গভীর শ্বাস নিল ও। সেদিন, যেদিন মারা যাবে ও, কিন্তু আমরা তখনও জানতাম না সেটা, আমার চেয়েও বেশি বিষণ্ন ছিল আঙ্কল হারম্যান। 'হ্যাঁ।' তারপর ব্যাগের ওপর ঝুঁকে পড়ল ও, তুলে নিল ওটা। গায়ে কোট চাপালাম আমি।

'কতদিন আছ?'

'নববর্ষ পর্যন্ত,' বললাম।

'তোমার ইচ্ছা কি? বাড়ি অবধি যাচ্ছ নাকি?'

'এখনও জানি না। একদিন রাতে নিনাকে নিয়ে ডিনারে যাবার কথা ভাবছিলাম আমি। যোগ দিতে চাও আমাদের সঙ্গে?'

'বাড়িতে ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করেছি আমি। হয়ত এরই মধ্যে ওখানে পৌঁছে গেছে ও।'

'এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে ওখানে?'

'ওকে একটা চাবি দিয়েছি আমি। এইমাত্র যেমন বললে তুমি, আমাদের একমাত্র জীবিত আত্মীয় ও।'

দরজার হাতল আঁকড়ে ধরলাম আমি।

'নাথান? তোমাকে কেন এসব বলছি জান, তাই না?'

'তুমি অপচয় সহ্য করতে পারছ না।'

'হ্যাঁ,' বলল ও। 'তাও বটে।'

এর পরে যেসব কল্পনাতীত কথাবার্তা বলেছে ও সেগুলো বাদ দিলে (আমি অন্তত কল্পনা করতে পারি না যে কথোপকথনটা ওর মৃত্যুর পূর্বক্ষণেই হয়েছিল) ওটাই ছিল আঙ্কল হারম্যানের শেষ কথা: 'তাও বটে।'

'হয়ত স্রেফ নিঃসঙ্গতার ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করে দিতে চাই বলে। আমরাই শেষ দুজন। অচিরেই চলে যাব আমি। তখন আর কেউ থাকবে না তোমার,' বলেছিল ও। গভীর রাতে আমি যখন হোটেল রুমে হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, দেখছিলাম নদী আর নীরব নগর, তখনই কেবল ওর কথাগুলো মনে পড়েছে আমার। ও মেয়ে মানুষের জন্যে বলেছিল এ কারণে যে... ও কি নিঃসঙ্গ ছিল?

যেদিনটিতে আমি প্রবল এক খেয়াল বশে অন্য যেকোনও সময়ের চেয়ে বেশি স্বস্তি বোধ করে ভাবছিলাম যে এখানেই মরতে চাই, এই দেশে, সেদিনই হারম্যান মারা গেল

BanglaBook.org

একটা কলগার্লের শরীরের নিচে। যেনো, বাইরের ক্ষুদে বাতিগুলোর দিকে চোখ রেখে বললাম আমি, আমাদের পরিবারটা টাইম টেবলের মত বলে ভুল করে নি। আগমন আর প্রস্থান। কেবল সামনে আর পেছনে যাওয়া আসা, লাগাতার এখান থেকে ওখানে এবং শেষ থেকে শুরু হয়ে আবার শেষ, কোথায় নিয়ে গেছে তা? এখন কেবল আমি আর নিনা টিকে আছি, আমি যখন চলে যাব তখন এমন এক জগতে একেবারে একা হয়ে পড়বে ও যেখানে হল্যান্ডারদের কেউ কখনও সত্যিকার অর্থে বাস করে নি।

হারম্যানের হোটেল থেকে নিজের হোটেলে আসার পথের ঘটনার কথা ভাবলাম আমি। দ্বিতীয়বারের মত ও পথে হেঁটেছিলাম আমি, কিন্তু এবার আঙ্কল চেইম যোগ দিয়েছিল আমার সঙ্গে। মাথাটা কাঁধের মাঝখানে কুঁকড়ে ছিল আর বগলের নিচে দাবানো ছিল ওর হাতজোড়া। 'এবার খুব শীত পড়বে,' বলল সে।

'আঙ্কল চেইম।'

'নাথান...

'বিয়ালিস্টকে এমনি এক শীতের কথা মনে পড়ছে আবার,' বলল ম্যাগনাস, হাঁটতে হাটতে অন্যপাশে যোগ দিয়েছিল ও।

'বিয়ালিস্টক? তুমি কখনওই বিয়ালিস্টকে যাও নি। আমি ছিলাম বিয়ালিস্টকে। এমন শীত পড়েছিল যে নিঃশ্বাস মাটিতে পড়ে লক্ষ লক্ষ টুকরো হয়ে যেত।'

মাথা নাড়ল ম্যাগনাস, ভুরু কোঁচকাল। 'কিন্তু... আমি ছিলাম... আমার মনে আছে... আমতা আমতা করতে লাগল ও। 'একটা লোককে জমে মারা যেতে দেখেছি। গরম লেগে উঠেছিল তার। উল্টাপাল্টা দেখতে শুরু করে। জমে মারা যাবার সময় উল্টাপাল্টা জিনিস চোখে পড়ে, কেউ কেউ এমনকি পরনের কাপড়চোপড় পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে।'

'এত বেশি স্মৃতি থাকাটা বড্ড যন্ত্রণাকর,' বলল আঙ্কল চেইম। 'তুমি যদি আমাদের মত এত দীর্ঘ দিন ধরে ঘুরে বেড়াতে, সবকিছুই অন্য জিনিসের মত একরকম লাগতে শুরু করত তোমার। কিছুদিন পর তুমি যেসব জিনিসের কথা শুনেছ সেগুলো দেখেছ বলে ভাবতে আরম্ভ করবে। খুবই বিপজ্জনক।'

'হারম্যান মারা গেছে,' বললাম আমি।

'জানি,' বলল আঙ্কল চেইম।

'আমরা দুঃখিত,' বলল ম্যাগনাস, তখনও বিয়ালিস্টকের কথা ভাবছিল সে।

'একটা কলগার্ল,' হ্যামবার্গারের বিজ্ঞাপনের আভায় লাল হয়ে ওঠা বাষ্পের মেঘের মধ্যে বললাম আমি। 'এই বয়সে।'

'হ্যাঁ, হারম্যানই বটে!' বলল আঙ্কল চেইম।

'কথাটা সত্যি,' বলল ম্যাগনাস। 'কথাটা সত্যি! আমি কখনও বিয়ালিস্টকে যাই নি।'

দূরে একটা রাস্তা পরিষ্কার করার লরি দেখা দিল। নাক সিঁটকাল ওটা, বেওয়ারিশ কুকুরের মত লাফিয়ে সরু গলিপথ ধরে এগোল। ওটার মিটমিটে আলোয় উঁচু দালানগুলো দোল খাচ্ছে বলে মনে হল।

BanglaBook.org

'ওভাবে মরার ব্যাপারটা উপভোগই করেছে ও।'

আঙ্কল চেইমের দিকে তাকিয়ে মুখ খুললাম আমি।

'আমি আদৌ পুবেই যাই নি,' বলল ম্যাগনাস। 'মানেঃ পুব বলতে...

'দয়া করে বিয়ালিস্টকে নিয়ে প্যানপ্যানানি এবার বন্ধ করবে, ম্যাগনাস?'

বিড়বিড় করে কি যেন বলে কাঁধের ওপর দিয়ে একটা ক্যাশ ডিসপেন্সারের সামনে দাঁড়ানো ইভনিং ড্রেস পরা এক মাতালের দিকে তাকাল ম্যাগনাস। সামনে-পেছনে, সামনে-পেছনে দোল খাচ্ছিল সে। একটা কালো ব্লেযার কেইপের মত রাখা ছিল তার কাঁধে।

'ওয়েইলিং ওঅলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে,' বললাম আমি।

বিষণ্ন হাসল ম্যাগনাস।

যেব্রা ক্রসিং, ট্র্যাম-ট্র্যাক আর বাইসাইক্‌ল-পাথের এক জট পাঁকানো গোলকধাঁধায় শেষ হল রাস্তাটা। নদী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা। নদীর ওপাশে কৃত্রিম হলদে আলোর মাঝে দাঁড়িয়ে হোটেলটা। আমাদের সামনে মাআসের ওপর ঝুলছে অর্ধেকটা সেতু। একটা সুবিশাল ফ্লোটিং ক্রেইন ওটার নিচে রিগিংয়ে রোডওয়ের একটা স্ল্যাব নিয়ে শুয়ে আছে। অন্ধকারে ঝিলিক মারছে ওয়েল্ডিংয়ের নীল আলো, প্রতিফলিত হচ্ছে কালো পানিতে।

'বামে?' জানতে চাইল আঙ্কল চেইম।

রাস্তা পেরিয়ে চওড়া নদীর তীর বরাবর অন্য ব্রীজটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা, একটা ধীর লালচে আর্চ নিজের আলোর আভায় ঝুলছে। নদীর ঠিক মাঝখানে একটা প্যাট্রল বোট। ওটার সার্চলাইট অন্ধকার চিরে কালো তরঙ্গের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। আমাদের নিচে, কুয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ফায়ার এঞ্জিন আর পুলিস কারগুলো। এঁকেবেঁকে জনতার মাঝখান দিয়ে পথ বের করে আগে বাড়ার চেষ্টা করছিল একটা অ্যাম্বুলেন্স। জনাদুই ডাইভার কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে, একটা উইঞ্চের ওপর স্টিলের কেইব্‌ল চালাচ্ছে। আমরা প্রায় পেরিয়ে চলে এসেছি, এমন সময় নদীর গভীর থেকে উঠে এল একটা গাড়ির হেডলাইট। বিশালাকার লাল ব্রীজটার অর্ধেক দূরত্ব থেকে পেছন ফিরে দেখলাম একটা মোটাসোটা শাদা গুবড়ে পোকার মত কুয়েসাইড ধরে ছুটে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সটা।

আঙ্কল চাইম, ম্যাগনাস আর আমি দ্বীপের ওপর দিয়ে এগিয়ে নদীর মাঝখানে চলে এলাম। ঠাণ্ডা বাড়ছে ক্রমে। পুরনো পাথুরে সেতু পেরিয়ে উল্টোদিকে পৌঁছালাম আমরা, ডানদিকে বাঁক নিয়ে একটা ওঅকওয়ের নিচে চলে এলাম, একটা বিশাল নির্মাণাধীন পুরনো দালান পাশ কাটালাম, চলে এলাম পিয়ারে। ফাঁকা মরচে আর গ্রিজের দাগপড়া ওয়্যারহাউসগুলোর সামনে রয়েছে কুয়ে, একদিন যেখানে ক্যানভাস ট্র্যাভেলিং ব্যাগ আর কার্ডবোর্ড সুটকেসঅলা অবসন্ন, হতদরিদ্র মানুষের জটলার জন্যে অপেক্ষা করত জাহাজগুলো। আমরাও এখান থেকেই যাত্রা করেছিলাম, আঙ্কল হারম্যান আমার বাবা-মা, আমার বোন আর আমি। পুরনো হল্যান্ড-আমেরিকা লাইন বিল্ডিংয়ে কপার-রুফড্ টারেটঅলা একটা পাথুরে দুর্গ–

BanglaBook.org

এখন ওখানে একটা হোটেল হয়েছে। পিয়ারের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ওটা। সুপ্রশস্ত ডাইনিং হলের জানালায় যদি বস তুমি, পানির দিকে, সাগর, ইংল্যান্ড এবং তাকে ছাড়িয়ে, মহাসাগর আর আমেরিকার দিকে চোখ মেলে দিতে পারবে। ইমিগ্রেশনের জোয়ারের সময় মাআসের পাথুরে স্ফীতির মাঝে শরণার্থীদের জন্যে একটা হোটেল ছিল, যেখানে এক গ্লাস বিয়রের দাম আটটা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হত। মহাসাগরের ওপাশেও একই রকম একটা জায়গা আছে, একটা দ্বীপ যেখানে লোকজন গিয়ে পৌঁছাত, একটা নগরী যেটা হুবহু এটার মত। ঠিক নিউ ইয়র্ক যেমন আমেরিকার ফানেল, যেখানে ইউরোপিয়ানরা জমায়েত হত এবং তারপর এক নতুন জীবনে ঢেলে দেয়া হত তাদের, ঠিক তেমনি রটারড্যাম হচ্ছে নেদারল্যান্ডসের ফানেল, যেটা দিয়ে রাশিয়ান, পোল, চেক, জার্মান, অস্ট্রিয়ান বালগারিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান আর রুমানিয়ানরা স্রোতের মত জাহাজে ঢুকে পড়ে যেগুলো ওদের আটলান্টিকের ওপারে নিয়ে যাবে। দুটো নগরীই চেনা হয়ে গিয়েছিল আমার। আমি এসেছি, বিদায় নিয়েছি, কোথাও থিতু হই নি। এখানে রটারড্যামে, হোটেল নিউ ইয়র্কে ছিলাম আমি, আর নিউ ইয়র্কে আঙ্কল হারম্যান আর আমার বাবার অ্যাপার্টমেন্টের একটা রুমে। ওরা যেখানে থাকত।

'নিনার সঙ্গে কথা বলতে হবে,' বললাম আমি।

মাথা দোলাল আঙ্কল চেইম। 'খানিকটা দুঃখ করতে ভুলো না যেন,' বলল ও।

'দুঃখ?'

'শোকের চিহ্ন।'

'আমার ভুল হবে না, নাঙ্কল।'

ম্যাগনাসের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল ও তারপর নদীর ওপরের মধ্যরাতের নীলে ওর পেছনে হারিয়ে গেল।

জানালার কাঁচে নগরীর বহুবর্ণ অন্ধকার, ধীরে বহতা মাআস, আলকাতরার মত কালো স্রোত, যেটা দিগন্তের ওপাশে কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে, হোটেল নিউ ইয়র্কের সামনের দিকে আমার হোটেলরুমে, আমার ডানদিকে নগরীর নানা রঙের আলো, পেছনে টেলিভিশনটা আমেরিকান স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে বকর বকর করছে, এশিয়া আর আফ্রিকার আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে, জানিয়ে দিচ্ছে ইউরোপিয় সন্ত্রাসী হামলার সর্বশেষ ঘটনা, নিনার নাম্বারে ডায়াল করলাম আমি।

'নিনা? নাথান।'

'কেমন আছ তুমি, এন?' প্রায় খুশি মনে হল ওকে।

'তোমাকে একটা কথা জানানো দরকার। আঙ্কল হারম্যান... পটভূমিতে... সুখময় শব্দ শোনা যাচ্ছে। গলার আওয়াজ, গ্লাসের টুংটাং, অস্পষ্ট বাজনা। কেন জানি না, কিন্তু সহসা যেনোর মেয়ে, আমার অস্তির একটা সামাজিক জীবন, বন্ধুবান্ধব থাকার ব্যাপারটা খুবই খুশি করে তুলল আমাকে। ওর বন্ধুরা হাসে, পান করে। 'হারম্যান মারা গেছে।'

'ওর কী হয়েছে?'

BanglaBook.org

'মা-রা-গে-ছে।' মরে গেছে, পরলোকগমন করেছে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, আপনমনে ভাবলাম আমি। স্রষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছে, পটল তুলেছে, ও পরলোকগত আঙ্কল...

'কী ঘটেছিল?'

'ও... কেমন করে কথাটা বলি...

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিনই ঠেকল আমার কাছে। আমি এক 'তরুণী'র কথা বললাম, 'খুব সম্ভব আঙ্কল হারম্যানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুই হবে' বলে উল্লেখ করলাম। শেষ করার পর দীর্ঘক্ষণ নীরবতা বজায় রইল।

'তো,' বলল ও, 'কারবারের সময় অক্কা পেয়েছে ও।' লাইনের অপর প্রান্তে আবছাভাবে চাপা হাসির শব্দ পেলাম। 'মাই গড,' অবশেষে বলল নিনা। 'কী বলতে চাইছ, "তরুণী" মানে? ঠিক কত বয়স তার?' আবার আধা-চাপা খিলখিল হাসি।

'নিনা, আমরা তোমার গ্রেট-আঙ্কল সম্পর্কে কথা বলছি।'

'হ্যাঁ। তাই... দুঃখিত।' সংক্ষিপ্ত নীরবতা। তারপর ও বলল, 'কোনওভাবে যেন ব্যাপারটা ওকে মানিয়ে যায়, তাই মনে হচ্ছে না?'

'কী? হারম্যান আর মেয়েমানুষ। আমি আসলে কখনওই অমন করে দেখি নি ওকে।'

'নাঙ্কল...

'আজ রাতে আমাকে "নাঙ্কল" না ডাকলেই বরং খুশি হব।'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আঙ্কল হারম্যান মেয়েদের সঙ্গে মিশত না ভেবে থাকলে ভুল হচ্ছে তোমার। সেরা চার্মার ছিল ও।'

'সেরা... না। আমি জানি না। আগামীকাল ফিউনারেলের যোগাড়যন্ত্র করতে যাচ্ছি আমি। তুমি থাকবে তো, নাকি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু, নাথান...

'কি?'

'ও চেয়েছিল পোড়ানো হোক।'

'তুমি কি করে জান সেটা?'

'ওর ধারণা ছিল কবর দেয়া অস্বাস্থ্যকর আর সেন্টিমেন্টাল। একবার বলেছিল আমাকে।'

'আর আমরা সেন্টিমেন্ট নিয়ে বাড়াবাড়ি করি না।'

'কি?'

'কোথায় এবং কখন হবে জানাতে ফোন করব আমি। আর...

'ঠিকাছে। দুঃখিত, বড্ড গোলমাল হচ্ছে এখানটায়।'

'পার্টিতে আছ নাকি?'

'আজ আমার জন্মদিন।'

'ঈশ্বর, নিনা। দুঃখিত, আমি...

BanglaBook.org

'না, ঠিকাছে, এন। আমরা সেন্টিমেন্ট নিয়ে বাড়াবাড়ি করি না।'

'হ্যাঁ। না। আমি দুঃখিত।'

'শোন, তোমাকে সাহায্য করতে আগামীকাল রটারড্যামে আসব আমি। আমিই হয়ত ফিউনারেলের ব্যবস্থা করতে পারব আর তুমি সমস্ত হিসাব চুকিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানানোর ব্যবস্থা নিতে পারবে।'

'তোমার দরকার নেই।'

'না, কিন্তু আমি এলে খুশি হবে না?'

'হ্যাঁ। ইয়ে, নিনা?'

'কি?'

'হ্যাপি বার্থডে।'

আমি ফোন রেখে আবার যখন নতুন করে হুইস্কি নিয়ে জানালায় দাঁড়ালাম তখন অবশেষে আঙ্কল হারম্যানের মৃত্যুর অসম্ভাব্যতা আঘাত করল আমায়। যে মানুষটা নেদারল্যান্ডস্–তার ভাষায় 'হসপিটাল' ইউরোপের কম্পালসিভ নিউরোটিকদের একটা ওয়ার্ড–ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, এবং তারপর জীবনের বেশিরভাগ ইউএস-এ-তে, 'নতুন স্বদেশভূমি'তে কাটিয়েছে, ফিরে এসেছিল এখানে মারা যাবে বলে, হোটেল মেফিসে, রগচটা টিনএজারের মত কাপড়চোপড় পরা এসকর্ট সার্ভিস থেকে পাঠানো এক হুকারের দেহের নিচে। জানালার চৌকাঠে বাম পাটা তুলে দিয়ে নদী আর নগরীর দিকে তাকালাম আমি। এত গভীর রাতেও কত প্রাণ চাঞ্চল্য। যেন মৃত্যু বলে কোনও কিছুর অস্তিত্বই নেই, যেন আঙ্কল হারম্যানের পথের শেষ মাথায় পৌঁছানোর কথাটা জানা নেই কারও।

পাঁচদিন পর আমি আর নিনা উইলের পাঠ শুনতে পেলাম। পরে, আমার হোটেলে কফি পান করলাম আমরা। লাউঞ্জে দুটো ইজি-চেয়ারে বসেছিলাম, ক্লান্ত চেহারায় তাকিয়েছিলাম সামনের দিকে।

'একটা জীবনী,' বললাম আমি।

ব্যাগ খুলে একটা লিপস্টিক আর ফোল্ডিং মিরর বের করল নিনা। ঠোঁটে লাল রঙ লাগাতে লাগাতে বলল, 'এবং পাঁচ বছরের মধ্যে। ঈশ্বরের কৃপা, জীবনীটা কত বড় হতে হবে সেটা বলে নি ও। তুমি হয়ত হাজার তিরিশেক শব্দেই সেটা সারতে পারবে।'

মাথা নাড়লাম আমি।

'কি বোঝাতে চাইলে,"না"?'

'অন্য কেউ হলে হত, হ্যাঁ, কিন্তু আঙ্কল হারম্যানের বেলায় না।'

ঠোঁটজোড়া ভেতর দিকে কোঁচকাল নিনা, চেরি-লাল মুখটা দেখা গেল। 'এন,' বলল ও, 'খুবই চমৎকার চলছে তোমার লেখা। শিগগিরই পাভেলের ফিল্মটা মুক্তি পাবে। জার্মানরা এরই মধ্যে সিরিজের স্বত্ব পাবার জন্যে স্ক্যান্ডেনেভিয়ানদের জ্বালাতে শুরু করেছে। এতে করে আরও বেশি করে অনুবাদ স্বত্বের চাহিদা দেখা

BanglaBook.org

দেবে। আসলে তোমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে রূপকথার আরেকটা নতুন সংকলন রচনা করা।'

'বাড়িটা আমার চাই, নিনা।'

দীর্ঘ সময় আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে পারবে তুমি?'

'উইলের কথা বলছ? ওই নির্দিষ্ট শর্তের কথা?' কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'আমি কি আদৌ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই?'

ওর চুলের ভেতর হাত চালিয়ে চোখজোড়া সরু করে ফেলল নিনা। 'হুম। হয়ত আমি এমনকি আঙ্কল হারম্যানের একটা জীবনীও বিক্রি করতে পারব।'

'তুমি,' বললাম আমি, 'শয়তানের কাছেও হাতঘড়ি গছাতে পারবে।'

'ওই বাড়িটা কেন। তোমার পক্ষে অনেক বড়। আমস্টারডামে একটা কিছু ভাড়া নাওনা কেন?'

কারণ ওখানেই বেড়ে উঠেছি আমি। সারাজীবন ঘুরে-ফিরে কাটিয়ে দিয়েছি। বিশ বছর বয়স হবার পর থেকে আর নিজের একটা বিছানা ছিল না আমার। এখানে, ওখানে, সর্বত্র পিঠে আর স্যুটকেসে কাপড়চোপড় রেখেছি। নিজেকে ক্লান্ত মনে হয়েছে। নিনা যখন বড় নগরীর নানান সুবিধার সারাংশ বর্ণনা করে আশপাশের লোভনীয় এলাকায় বেশ কয়েকটা বিলাসি ফ্ল্যাটের বর্ণনা দিচ্ছিল, আমার চিন্তার স্রোত ফিরে গিয়েছিল আঙ্কল হারম্যানের বাড়ির দিকে। নিজের সামনে ওটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি।

বাড়িটাকে নিজের শরীরের মত করেই চিনি আমি। হারম্যান ওটা কেনার পর থেকেই সোফি, যোয়ে, যেল্ডা আর আমি প্রায় প্রতিবছর গিয়েছি ওখানে। সবচেয়ে বেশি আমি। মেয়েরা সাধারণত মাত্র সপ্তাহ্‌খানেক থাকত, যেনো তখনও খুব ছোট ছিল বলে সোফি ছাড়া ওর পক্ষে থাকা সম্ভব ছিল না, তো আমি গোটা গ্রীষ্মকাল আঙ্কল হারম্যানের সঙ্গে কাটাতাম, যেটা আবার সবসময় সোফি পছন্দ করত না। আমি ফেরার পর ব্যতিক্রমহীনভাবে ওরা সবাই দারুণ রকম বেখাপ্পা হিসাবে আবিষ্কার করত। 'তোমার মধ্যে হারম্যানের মত একইরকম ইগোসেন্ট্রিক ব্যাচেলর অভ্যেস গড়ে উঠছে,' একবার আমাকে বলেছিল সোফি, ওরকম এক দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ কাটিয়ে ফেরার পর ওকে বলেছিলাম যে সকালের পত্রিকা নিয়ে একা নাশতা করাই আমার পছন্দ।

ওই ঢেউ তোলা বাগিচায় খেলেছি আমি, পা-টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়েছি, বাথরুমে ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি আর গাঢাকা দিয়েছি টেবিলের নিচে, ছাদের ওপরের ছোট টাওয়ারে তপ্ত রোদে বসে কাটিয়ে দিয়েছি ঘণ্টাকে ঘণ্টা; গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে আমার অনেক অনেক নিচের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থেকেছি– রৌদ্রদগ্ধ বন আর ব্রুকের চকচকে ফিতে, যেটাকে আমি আর আঙ্কল হারম্যান নদী বলে ডাকতাম, তার ওপাশে। ব্রুকের ওধারে ঢেউ খেলানো জমিন, ঘাসে ছাওয়া; বসন্তে কাগজের মত পাতলা কচি ঘাসের সবুজ আস্তরণ আর গ্রীষ্মে সোনালি গমের সমুদ্রের নিচে। প্রতি

BanglaBook.org

খণ্ড জমির চারপাশে গাছে ভরা ঢাল। আমার অবস্থান থেকে মাঠে দাঁড়ানো লম্বা লম্বা গমগাছ দেখতে পেতাম আমি, দোল-খাওয়া ট্রাক্টর চেপে কোনও কৃষক কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। ওখানেই উপস্থিত ছিলাম আমি কিন্তু তারপরেও ছিলাম না। এক দলছুট মানুষ।

বড় হবার পর কাজ করার জন্যে বাড়িটাকে কাজে লাগিয়েছি আমি। যখন তখন এসে হাজির হত আঙ্কল হারম্যান, বিরাট হলে টেবিলের নিচে ছুড়ে দিত নিজের স্যুটকেস, হ্যাটস্ট্যান্ডে ছুড়ে মারত কোট (এবং হুকটা মিস করত), তারপর আবার বিদায় নেয়ার আগ পর্যন্ত চলত ঘুম, খাওয়া আর হাঁটাহাঁটি। আর আমি লাইব্রেরির ভারি ওক কাঠের টেবিলে বসে আমার কাগজ উল্টে চলতাম, শীতকালে পিঠে লাগত হার্থের কড়কড়ে আগুনের আঁচ; গ্রীষ্মে, খোলা জানালার ওধারের লন, ব্রুক, মাঠ-ময়দান।

হারম্যান একবার বলেছিল, আমার কাছে নিজস্ব একটা চাবি থাকার মত যথেষ্ট বড় হয়েছি বলে যখন মনে করেছে ও, এটা আসলেই আমার হওয়া উচিত ছিল, কারণ একমাত্র আমার কাছেই এটার যা কিছু প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি কখনও এমন একটা বাড়ির মালিক হওয়ার সঙ্গতি অর্জন করতে পারি নি। আঙ্কল হারম্যান, অন্যদিকে ধনী ছিল, নিজের এস্টেটে এমনভাবে থাকত যেন ওটা একটা হোটেল।

লাইব্রেরিটা ছিল ওর গর্ব আর আনন্দ। বছরের পর বছর দেয়াল বরাবর রাখা সংগ্রহে আরও বই যোগ করেছে ও, শেষে বইয়ের আগমনের ধারা এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে একেবারে আনকোরা সংস্করণগুলোকে টেবিল আর ছোট ছোট মোবাইল বুক কেসগুলোর মধ্যে বণ্টন করতে হয়েছে। তিরিশ ফুট প্রশস্ত, প্রায় সত্তর ফুট দীর্ঘ সুবিশাল রুমটা নিখাদ কাগজ আর কাঠের তৈরি। হার্থের দুপাশে, দীর্ঘ দেয়ালের মাঝখানে, এক ইঞ্চিও খালি জায়গা নেই: মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই আর বই। হলওয়ে লাগোয়া ছোট দেয়াল ঘেঁষে রাখা বুক কেসের সারি, সিলিং পর্যন্ত উঠে গেছে ওগুলো, দরজার চৌকাঠের ওপর দিয়েও গেছে, যেটা আকাশছোঁয়া চামড়া, লিনেন আর কাগজের মুড়ির কুলঙ্গির চেয়েও বড় কিছু নয়, ভিন্ন জগতে যাবার অন্ধকার সুড়ঙ্গ। অন্য ছোট দেয়ালটা: বই, বই, বই। একমাত্র ফাঁকা জায়গাগুলো হচ্ছে ভারি বীমঅলা সিলিং, বার ফুট উঁচুতে গোধূলি আর ছায়ার অরণ্যে হারিয়ে গেছে ওটা; আর বাড়ির সামনের দিকটা গঠনকারী দীর্ঘ দেয়ালে চারটে ডাব্‌ল জানালা বসানো আছে, রাতে ভেতর দিকে যেগুলো ভারি সবুজ মখমল কার্টেন আর বাইরের কাঠের শাটারের আড়ালে লুকানো থাকে।

গোটা বাড়িটাকেই বাসযোগ্য করে বানিয়েছিল হারম্যান, কিন্তু ও নিজে নিচের তলাতেই থাকত। লাইব্রেরিতে খাওয়া-দাওয়া সারত, ঘুমাত হান্টিং রুমে। আমার বেডরুমটা দোতলায় এবং সাধারণত আমি একাই থাকতাম ওখানে। ও নিয়ে অবশ্য খুব একটা খুশি ছিলাম না আমি। রাতে ঘুমোতে যাবার আগে যখনই বাড়িতে একা থাকতাম, প্রত্যেকটা দরজা দুবার করে পরখ করতাম, এসপ্যাগনোলেটগুলো

BanglaBook.org

দেখতাম, পর্দা টেনে দিয়ে পিছু হটে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেতাম, সতর্ক দৃষ্টিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হলের দিকে চেয়ে থাকতাম।

বেশ বড়সড় একটা রুম ছিল আমার। একটা কাঠের ডাব্‌ল বেড, দর্শনীয় একটা লিনেন কাবার্ড, একটা চেস্ট-অভ-ড্রয়ারস আর একটা সেক্রেটেয়ার ও চেয়ার ছিল ওখানে। বাথরুমের মুখে একটা নিরেট ওক কাঠের দরজা, সিংহের থাবার মত পায়াঅলা বিরাট কাস্ট-আয়রন বাথ ছিল সেখানে, বাচ্চাদের গোসল করানোর মত যথেষ্ট বড় আকারের দুটো সিঙ্ক। মেঝেয় পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া মার্বল বিছানো, কোমল ঔজ্জ্বল্য যা কেবল সময়ই দিতে পারে পাথরের গায়ে। বাথের পায়ের কাছে ঝোলানো ছিল একটা মান্ধাতা আমলের বয়লার, সবসময় বিকট শব্দ করে তারপর চালু হত ওটা। দেয়ালে ক্রোম, শাদা চকচকে টাইলস, মাঝেমাঝে চকচকে কালো ছাপ তাতে। সিঙ্কগুলোর ওপর এক বিশাল আয়না, প্রায় চার ফুট উঁচু আর আট ফুট লম্বা একটা আয়তক্ষেত্র।

মাঝেমাঝে দীর্ঘ সময় একসঙ্গে লাইব্রেরিতে কাটাতাম আমরা, কিছু না বলে কেবল পান করে যেতাম, হয়ত বিচ্ছিন্ন দু-একটা কথা হত, আঙ্কল হারম্যান কোনও পুরনো খসখসে বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে থাকত আর আমি একটুকরো শাদা কাগজের ওপর ঝুঁকে থাকতাম। কিন্তু দশবারের মধ্যে নয়বারই একা ছিলাম আমি, এমন একা যে রুমে রুমে নৈঃশব্দের মৃদু শব্দ পর্যন্ত কানে আসত আমার; আর সন্ধ্যায়, শব্দের সন্ধানে হলওয়েগুলোয় হেঁটে বেড়াতাম। পরে বিছানায় শুয়ে থাকার সময়, রিডিং ল্যাম্পের আলোর ক্ষুদ্র বলয়ে আমার মনে হত মহাবিশ্বের মাঝখানে ঝুলে আছি বুঝি। রাতে বাড়িটার একটা অনিচ্ছাকৃত এবং অপ্রীতিকর চেহারা দেখতাম আমি: এক বিশাল, ত্রিমাত্রিক অন্ধকারের ভুলভুলাইয়া, ওটার মাঝখানে আমি, আলোর ক্ষীণ একটা পুকুরে ভাসছি। সাধারণত ঝটপট ঘুমে ঢলে পড়ার জন্যে পর্যাপ্ত ওয়াইন গেলার ব্যাপারটা নিশ্চিত করে নিতাম আমি।

'আমার কথা কি শুনছ তুমি, নাথান?'

মাথা দোলালাম আমি। অ্যাড্রেস বুক বের করে ওর বন্ধুবান্ধব আর পরিচিতজনের নাম লিখছিল নিনা যারা আসতে যাচ্ছে বা আঙ্কল হারম্যানের বাড়ির ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে। মুচকি হেসে এমন ভঙ্গি করলাম আমি যেমনটি লোকে কারও কথা আসলে না শুনেও শোনার সময় করে।

আঙ্কল হারম্যানের ক্রিমেশন আর আমার যাযাবর অস্তিত্বের সমাপ্তি টানার জন্যে নিনার প্রচেষ্টার ছয়মাস পরে প্রথমবারের মত বাড়িতে ফিরে আসি আমি। চাবি ছিল আমার কাছে, ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাকে, কিন্তু বন থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসার পর সামনে মাঠের উল্টোদিকে বাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার ভেতর থেকে কিছু যেন খাদ সাধল। সমস্ত কিছুই ছিল আগের মত, সবকিছু ভিন্ন রকম। নানান কণ্ঠস্বর যখন প্রতিধ্বনি তুলত ওখানে সেই সময়ের স্মৃতি ওই বাড়ি। বসন্তের শুরু ছিল সেটা, পাথরের ফাঁকে আগাছা জন্মাচ্ছিল। ঘাস

BanglaBook.org

আর বুড়ো ভারি কনিফারের নিচে ছড়িয়ে দিয়েছে সরেল, সবসময় যা সযত্নে ছেঁটে রাখা হত, কিন্তু এখন ক্ষয়ে যাওয়া কালো মেঘের মত হয়ে গেছে, ছত্রাক বহুদিন ধরে হেরে যাবে ভেবে আসা একটা লড়াইতে জিততে বসেছে। রঙ খসে পড়ছে না, নালা-নর্দমায় গজিয়ে ওঠে নি কোনও চারা, ছাদটা তখনও পরিষ্কার এবং নিরাপদ। কিন্তু সেটা কেবল সময়ের ব্যাপার। কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম ফাটল দেখা দেবে। জানালাগুলো ভেঙে পড়বে, শরতের ঝরা পাতা উড়ে বেড়াবে রুমে রুমে, বহু প্রজন্মের পলিশ করা পুরনো মেঝে, মলিন হয়ে আসবে, তারপর ফুসকুরি দেখা দেবে এবং সবশেষে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। শেষে ওখানে দাঁড়িয়ে ভাবলাম আমি, ধ্বংস হয়ে যাবে সমস্ত কিছুই। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের বনে ফিরে গেছি আমি। ওটা ছিল আমার শেষ সফর।

'নাথান?'

ঘাড় ব্যথা করছে আমার। যখন চোখ খুললাম, দেখলাম হাতজোড়া কোমরে রেখে স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিনা।

'ওহ্, দুঃখিত।'

'না, ঠিকাছে। আমি আসলে ভাবছিলাম রান্নার ব্যাপারে বিশেষ কোনও টাবু আছে কিনা তোমার।'

ও কি বলেছে বুঝতে পারি নি আমি।

'তুমি জান, যেমন দুধ আর মাংস চলবে না, এই ধরনের ব্যাপার।'

মাথা চুলকালাম আমি। 'কিনা নয়, সত্যিই আছে। আমি কিন্তু তেলে স্টিক ভাজি করতে রাজি নই।'

মুখের ওপর থেকে একগোছা কোঁকড়া চুল ফুঁ দিয়ে সরাল ও। 'হল্যান্ডার স্পষ্টতা।'

'আমরা আসলে একটা বিভ্রান্ত পরিবার,' কোনওমতে বললাম আমি, 'রান্নার বেলায়।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার রান্নার কাজে মন দিল নিনা।

'যেনো ভেজিটারিয়ান ছিল,' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ও। মোমের আলো ওর চেহারার ওপর পড়ল এবং সংক্ষিপ্ত একটা মুহূর্তের জন্যে মনে হল যেন চোখের সামনে আমার ভাইয়ের চেহারা দেখছি। 'আর মনে কর, যেল্ডা হচ্ছে কোশার। তো: যেনো ভেজিটারিয়ান। সোফি, স্বাভাবিক খাবার। যোয়ে বরাবর ডায়েটের ওপর থাকত।'

'আর তুমি?'

'আমি যেল্ডার পথ ধরেছিলাম।'

'তুমি, কোশার?'

'অনেকটা। পর্ক না, অয়েস্টার না, মুসেল, ঈল, ঈগল আর ক্যাঙারু নয়।'

BanglaBook.org

'কেন নয়?'

'বেশ, ক্যাঙারু হয়তবা...

'পরিবার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না আমি,' বলল নিনা। একটু বিরতি দিল ও। 'আর তুমি যখন আর থাকবে না আশপাশে, কোনওদিনই জানতে পারব না।'

চেয়ারে নড়ে চড়ে বসলাম আমি।

আড়চোখে তাকাল নিনা। 'কী ব্যাপার? তোমার কি মনে হচ্ছে, আমার তুমি যখন আর থাকবে না আশপাশে– বলাটা বেশ অদ্ভুত?'

'না।'

'আঙ্কল নাথান,' বলল ও। কল্যান্ডার সিঙ্কে রেখে গরম পানি ঢালল ওর ওপর। 'প্লিজ...

'আঙ্কল নাথান!'

'ঠিকাছে।'

'তুমি একটা, তুমি নিজেই যেমন বলতে খুব ভালোবাস, বুড়ো মানুষ।'

'হ্যাঁ, মনে হয় এখন স্রেফ ল্যাংচাতে ল্যাচাতে চলে যাব আমি আর...

রসিকতা করছিল না ও। ওর চোখে পরিহাসের ক্ষীণতম চিহ্নও দেখা যায় নি। 'একটা বুড়ো মানুষ। পরিবারের অন্য সবাই বিদায় নিয়েছে।'

'না,' হঠাৎ করে স্ফটিক-স্বচ্ছ হয়ে উঠল সোফির ইমেজটা। ওর গালের ভাঁজ, যেভাবে আমার দিকে বাড়িয়ে দিত ও, কোমল ত্বকে আমার ঠোঁটের স্পর্শ, একই সঙ্গে স্বাদ গ্রহণ আর গন্ধ শোঁকা: আর্‌পেজে।

'বহু বছর পরিবারের অংশ হতে চাই নি আমি।'

'দোষ দেয়া যায় না তোমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'কিন্তু এখন আমি...

'বড় হয়েছ,' বললাম আমি।

কড়া হল ওর দৃষ্টি, কিন্তু খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকার পর নরম হয়ে এল। 'বড় হয়েছি। তুমি যদি আঙ্কল হারম্যানের জীবনী শেষ না কর, তুমি শুধু এ বাড়িটাই হারাবে না। আমিও ইতিহাস পাব না।'

'মাঝে মাঝে ইতিহাস না পাওয়াটা খুব খারাপ না। ইতিহাস ছাড়াই আমার চলবে।'

সামান্য নত হয়ে সিঙ্কের দিকে ফিরল ও। 'এটা কোনও বিলিওনিয়ারের টাকাই সব নয় বলার মত।'

আমার সামনে কমলা-লাল-আলোকিত ফিগারটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে আমি মাথা দোলাচ্ছি। আবার যখন নিনা এক পাশে তাকাল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃদু হাসলাম আমি।

'কি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কথাটা হয়ত শুনতে চাইবে না তুমি, কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাকে অনেকটাই তোমার বাবার মত দেখায়।'

BanglaBook.org

বিতৃষ্ণার সঙ্গে নাক সিঁটকাল ও, কিন্তু হাসির আভাস দেখতে পেলাম আমি। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ও। 'ওয়াইন সাজাতে ভুলে যেয়ো না যেন, ঠিকাছে?'

'কোনটা চাও? লাল, শাদা। নিখাদ, হালকা?'

'লাল, হালকা ধরনের।'

উঠে পড়লাম আমি, শক্ত করে চেয়ার ধরে চোখ থেকে অন্ধকার সরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কাঁপতে কাঁপতে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে লেবেল পড়ার পেছনে আধ ঘণ্টাটাক পার করে দিলাম। সেলারে, মশার মত তাড়িয়ে চললাম বহুদিন আগের স্মৃতিগুলো।

মোটামুটি দশ বছর পুরনো একটা বারোলো, একটা বারবারা ডি'আস্টি আর স্রেফ নিশ্চিত হবার জন্যে একটা ল্যাক্রিমা ক্রিস্টি বেছে নিলাম আমি।

'যেসব জিনিস তুমি লিখ কেমন করে জানলে সেগুলো?' আমরা লাইব্রেরিতে বসে নিনার বানানো প্যাস্টা: টুনা, জলপাই মরিচ আর অ্যানকোভি দিয়ে বানানো পেনে রিগেট খাওয়ার সময় জানতে চাইল ও।

'শোনা কথা।'

'কোথাও কোথাও উপস্থিত ছিলে তুমি, কিন্তু তখন তো স্রেফ ছোট ছিলে। কেমন করে অতসব কথা জানতে পেলে তুমি?'

'আঙ্কল হারম্যানও সব সময় বলত একথা।'

প্রত্যাশার চোখে আমার দিকে তাকাল ও।

'আঙ্কল হারম্যান ছিল মহান ত্রাণকর্তা। আমিই দেখেছি সব কিছু, সব মনে আছে, সমস্ত কিছু।'

আমরা বসে খেতে খেতে আর বারোলো পান করার ফাঁকে আমার 'বেপথু' হবার কথা জানালাম ওকে।

আমার পরিবারের ইতিহাসের প্রসঙ্গ যেখানে জড়িত সেখানে আমি ফটোগ্রাফিক মেমোরি থাকার কারণে অ্যালযেইমার রেগিদের কোনওদলের জন্যে মিউচুয়াল সাপোর্ট গ্রুপের মতো। সব জানি আমি। এমনকি যেসব কথা আমার জন্মের কথাই নয়। আমি যা জানি না সেটা জেনে নিই। আমি একজন নিমোনিক বিস্ময়। আঙ্কল হারম্যান একবার জিজ্ঞেস করেছিল কেমন করে আমি তিন বছর আগে আমাকে ওর শোনানো গল্প বা অন্য কথা মনে রেখেছি। আমি বলেছিলাম, গল্পগুলো আমি গ্যালারিতে উঁচু মঞ্চঅলা সাইডে সাজিয়ে রেখেছি। আমার বয়স ছিল তখন সাত। আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন কোনও গোল্ডফিশ দেখছে একটা হেরন।

'আমি টাওয়ারে তুলে রেখেছি তা।'

'কিসের টাওয়ার, নাথান?'

'দ্য টাওয়ার অভ বাবেল।'

BanglaBook.org

'কী বললে তুমি?'

'গ্যালারি বরাবর হাঁটছিলাম আমি।'

'গ্যালারি...

'হ্যাঁ, এ নামেই পরিচিত ওটা।'

'আচ্ছা। এবার কি দয়া করে বলবে যে এসবের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

তো আমি ওকে সোফির একটা বইয়ে ব্রুগেলের *টাওয়ার অভ বাবেলের* কালার প্লেট সম্পর্কে বলেছিলাম, আমি ওখানে বসে তাকিয়েছিলাম ওটার দিকে আর খানিকক্ষণ পর দেখলাম পেইন্টাকে ঘিরে হাঁটতে শুরু করেছি।

নিনার দিকে তাকালাম আমি, ও মাথা দোলানোর পর ওর গ্লাসটা ভরে দিলাম, প্যাস্টার তারিফ করলাম। 'প্রসঙ্গ বদলিও না,' বলল ও। 'তাহলে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ব আমি। এর সঙ্গে ওই টাওয়ারের কী সম্পর্ক?'

'প্রাচীনকালে, যখন মানুষের ফাইলবন্দী করে সংরক্ষণ করার উপায় জানা হয় নি, মানুষ নিমোনিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছিল, স্মৃতিশক্তি বাড়ানো আর মনে রাখার উপায়। ছোট বেলায় ঘটনাক্রমে এরকম একটা কৌশল আবিষ্কার করে ফেলি আমি। একদিন আবিষ্কার করলাম যে আমি ব্রুগেলের *টাওয়ার অভ বাবেলের* আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি টাওয়ারটা স্মৃতিতে এনে সেখানে জিনিসপত্র তুলে রাখতে সক্ষম হয়ে উঠি।'

চোখজোড়া বড় বড় হয়ে গেছে ওর। 'বলতে চাচ্ছ অন্যদের চেয়ে বেশি মনে করতে পার তুমি, কারণ তোমার এক ধরনের... একধরনের ওয়্যারহাউজ আছে...

'ব্রুগেলের *টাওয়ার অভ বাবেল,*' বললাম আমি। 'এখানে আমার মাথার ভেতর। আমি ওটায় উঠতে পারি, বিভিন্ন কলুঙ্গিতে তুলে রাখতে পারি জিনিসপত্র। প্রত্যেকটা গ্যালারির নিজস্ব আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।' আমি উঠে আরও কিছু কাঠ নিয়ে এলাম। ওগুলো জ্বলন্ত চকচকে কয়লার ওপর বিছিয়ে দেয়ার সময় টাওয়ারে ঢুকে পড়লাম, এগিয়ে গেলাম প্রথম গ্যালারি ধরে, চোখ খুললাম সময়ের মাঝে জমে যাওয়া, ব্যবহারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা স্থির জীবন গুলোয়।

'এই পরিবারে এমন কেউ আছে,' আমি আবার বসার পর জানতে চাইল নিনা, 'এমন কেউ, যে পুরোপুরি নির্বোধ নয়? কোনও স্বাভাবিক মানুষ...

'চাইল্ড,' বললাম আমি, 'স্বাভাবিক মানুষ...

গ্লাস তুলে নিল ও, কিনারার ওপর দিয়ে তাকাল আমার দিকে। 'তুমি সবকিছু মনে করতে...

'প্রায় সবকিছু,' বললাম আমি।

'পরীক্ষা করে দেখতে পারি?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি।

'তুমি আর তোমাদের পরিবার যখন ওই জাহাজে ছিলে। একটা কথোপকথন। এমন কারও মাঝে যাদের চিনতে না তুমি।'

BanglaBook.org

'এটা তো সহজ। কেউ একজন একটা চুটকি বলেছিল। আমরা রটারড্যামে জাহাজে ওঠার সময় দুজন জার্মান ইহুদি কথা বলেছিল আমাদের সঙ্গে। রেইলিংয়ে দাঁড়িয়েছিল ওরা, আমরা ওদের একজনকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একজন অপরজনকে বলেছিল: "আমেরিকা... *গট*। মোজেস ছিল একটা হাঁদা।" অন্যজন তাকিয়েছিল। "বলছ কী তুমি? মোজেস... আমাদের ঈজিপ্ট থেকে বের করে এনেছিল সে!" "কাজটা যদি না করত সে," বলল প্রথমজন, "তাহলে আমার হয়ত একটা ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকত!" চলবে তো?'

ওয়াইনে চুমুক দিল নিনা। 'তো, আমি বাজি ধরে বলতে পারি এবাড়িটাও জমজমাট, না?'

'না, কেবল টওয়ারটা। আমি খ্যাপা নই। তুমি যে কথা বলছ সেটা লুরিয়ার লেখা *মাইন্ড অভ নিমোনিস্টের* সেই লোকের মত কথা। এমন কেউ যে বাধ্য হয়ে মনে রাখে। আমার কেবল ফটোগ্রাফিক মেমোরি রয়েছে, কেবল টেক্সটের বেলায়ই নয়, বিভিন্ন ঘটনার বেলায়ও। বাড়িটা একটা অনুভূতি, অন্য যেকোনও কিছুর চেয়ে বেশি। আমি সব সময় ভেবেছি যে আমার সমস্ত জীবন এখানে কাটিয়ে দেয়া গ্রীষ্মকালগুলোর মধ্যেই সীমিত, ঠিক যেন যেসব ঘটনা ঘটে গেছে বা কখনও ঘটতে পারে সেগুলো সেইদিন আর সপ্তাহ্গুলোর মাঝেই ঘন হয়ে আছে। বিরাট স্পষ্টতার একটা সময়, জেগে ওঠার সময়। তখন থেকে আমার কখনও এত জোরাল অনুভূতি হয় নি যে জীবনের... অর্থ আছে।'

মাথা নাড়ল ও। 'অর্থ,' বলল। দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করল। হঠাৎ আমার দিকে ফিরল ও। 'ধেৎ। এইমাত্র মনে পড়েছে একবার *টাওয়ার অভ বাবেল* নিয়ে একটা রূপকথা লিখেছিলে তুমি।' ক্যান্ডেলেব্রা শক্ত করে ধরে বইয়ে ঠাসা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল ও। 'কোনটা সেই গল্প? কোন গল্প সংগ্রহ, *টেলটেলস?*'

'বাদ দাও।'

'আমি জানতে চাই।' যেটা খুঁজছিল পেতে খানিকটা সময় লাগল ওর। 'এই যে। "দ্য টাওয়ার।"' আস্তে আস্তে আবার চেয়ারে ফিরে এল। মোমবাতি নামিয়ে রেখে আমার হাতে দিল বইটা। 'পড়।'

'পড়ব?'

'প্লীজ?'

'সত্যিই যদি চাও।'

শিকারকে গাঁথতে পারা গেছে জানার পর কোনও পরী যেমন করে হাসে সেভাবে মৃদু হাসল ও।

BanglaBook.org

# টাওয়ার

নির্মাতারা মেঘের কাছে পৌঁছে গেল একদিন। এত উঁচু পথ ছিল সেটা যে একেবারে চূড়ায় নতুন চালান আসার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল নির্মাণ সামগ্রী। মালবাহীরা দুটো সমান ক্রুতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম ক্রুটা মরটার, কাঠ আর ইঁট গ্রহণ করত জমিনে এবং তারপর সেগুলো আধাআধি উচ্চতায় পৌঁছে দিত। ওখানে দ্বিতীয় ক্রুর সঙ্গে দেখা হত ওদের, রসদপত্র আরও উপরে নিয়ে যেত যারা। আস্তে আস্তে তিনটা আলাদা সেক্টর গড়ে উঠতে শুরু করল: যারা নিচে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল ওরা; মাঝখানে, ওরা মালমসলা চূড়ায় নিয়ে যেত; আর চূড়ায়, যেখানে মঞ্চকে ঘিরে মেঘমালা ভেসে বেড়াচ্ছে, নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হচ্ছিল। চূড়ায় কাজ করত রাজমিস্ত্রী, সুপারভাইজর আর ড্রাফটসম্যানরা, একশ বিশ জন মানুষ, কখনও নিচে নামে নি ওরা। নিঃসঙ্গতা– কেবল মালবাহীদের কল্যাণেই যার অবসান ঘটত– উচ্চতা, মেঘ আর শীত যুগপৎ ভদ্র আর অহঙ্কারী করে তুলেছিল ওদের।

বিশাল কর্মযজ্ঞের কথা শুনতে পেয়ে দূর দুরান্ত থেকে আগন্তুকরা হাজির হল। কাজের সুযোগ পেল সবাই, কখনও লোকের চাহিদা শেষ হয় নি। হাজার হাজার শ্রমিক টাওয়ারে কাজ করছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ লাঙ্গল দিত ক্ষেতে, শিকার করেছে, মরটার মিশিয়েছে, ইট বানাত, কাঠ কাটত। হাজারে হাজারে মারা গেছে, জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার। যারা ওই দেশে বেড়াতে গিয়ে টাওয়ারটা দেখেছে– তারা আর তল্লাট ছেড়ে যায় নি কখনও। মিস্তি, রাজমিস্ত্রি, শিকারি, কৃষক আর বেশ্যায় পরিণত হয়েছে ওরা।

আর টাওয়ারটা ক্রমেই উঁচু থেকে আরও উঁচু হয়ে উঠল। নিচের ওরা আর চূড়া দেখতে পাচ্ছিল না, চূড়ায় ওরা বিস্মৃত হল পৃথিবীর কথা। গ্যালারিগুলো এমন সব মানুষে গিজগিজ করতে শুরু করল যারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত নয়। একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার দিন আর রইল না।

সেই সময় এক লোক উঠে কাগজ, স্টাইলাস, রুটি, তেল, একটা কাঠের বল আর এক মুঠো কাদায় ভরে নিল তার ন্যাপস্যাক। পথ চলতে লাগল সে

BanglaBook.org

যতক্ষণ না দেখতে পেল যে দিগন্ত রেখা আর আকাশ দুভাগ হয়ে গেছে। আরও সাতদিন চলার পর এমন বিরাট একটা জিনিসের দেখা পাবে সে যেটাকে দেবতাদের ঈশ্বরের আঙুলের মত মনে হবে। আরও সাতদিন পর আকৃতি পেল টাওয়ারটা। পর্যটক তার ন্যাপস্যাকটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বসে পড়ল। আস্ত একটা দিন জুড়ে ওপরে উঠে যাওয়া পাথরের সর্পিল কাঠামোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে এগোতে শুরু করল টাওয়ারের দিকে।

ক্রমান্বয়ে শ্লথ থেকে শ্লথতর হয়ে আসছিল কাজের গতি। কী করছে সেটা আর জানা ছিল না কারও। মাঝে মাঝে কোনও ক্রুকে রসদের জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছিল, কারণ গ্যালারি থেকে কোনও একটা বার্তা জমিনে পৌঁছায় নি। একবার সর্বোচ্চ সেক্টরের মিস্ত্রিরা টাটকা পানি চেয়ে পাঠাল, কিন্তু সেটা কখনও পৌঁছায় নি। এরপর রোজ সকালে আগের রাতে খুঁটির গায়ে লটকে দেয়া পটে জমা হওয়া কুয়াশা সংগ্রহ করার জন্যে লোক নিয়োগ দেয়া হল। অন্যরা টাওয়ার শিকারিতে পরিণত হল। ফাঁদ বানাত আর গ্যালারিতে স্নেয়ার ঝুলিয়ে রাখত ওরা। দড়ির প্রান্তে তীর বসিয়ে পাখি লক্ষ্য করে ছুড়ে মারত ওরা। পাখির মাংস ছিল তেলতেলে আর তেতো, কিন্তু তারপরও খেত ওরা, কারণ নতুন রসদ আবার কবে এসে পৌঁছুবে জানত না কেউ।

ইঁট ফুরিয়ে গেল। জ্বালানি কাঠ শেষ হয়ে গেল। চূড়ায় যারা কাজ করত, বড়বড় কাঠের খুঁটি দিয়ে আগুন জ্বালাতে শুরু করল। এখানে, মেঘের ভেতর, এমন ঠাণ্ডা যে বাতাস ঠেকানোর জন্যে জন্তু জানোয়ারের চামড়া ঝুলিয়ে রাখত ওরা। বন্ধ গ্যালারি নির্মাণ করতে পারছিল না ওরা, কারণ ড্রাফটসম্যানদের শঙ্কা ছিল যে টাওয়ার অনেক ভারি হয়ে যাবে। কিন্তু এই উচ্চতায়, যেখানে সারাক্ষণ বাতাস বয়ে যায়, যেখানে প্রায় সারাক্ষণই ঝরে বৃষ্টি, আর এত ঘন হয়ে কুয়াশা পড়ে যে মাঝেমাঝে ওরা নিজেদের হাত পর্যন্ত দেখতে পায় না, এখানে, যথেষ্ট চামড়া ছিল না। মরটার ঠিকমত না শুকানোয় ব্যাঘাত ঘটছিল নির্মাণকাজে, বিপজ্জনক করে তুলেছিল কাজকে। দুজন রাজমিস্ত্রী নতুন একটা গ্যালারি বেয়ে ওঠার পর আধা বেক হওয়া পাউরুটির মত দেয়াল ধসে পড়ায় ওদের আর খোঁজ পাওয়া গেল না। এ ঘটনার পর নির্মাণকারীরা বাতাস শুকিয়ে কুয়াশা তাড়ানোর প্রয়াস পেল। গ্যালারিতে ওরা পিচ, কাঠ আর দড়ির টুকরো জ্বালাত। মাঝে মাঝে কঠোর পরিশ্রমে নির্মিত মঞ্চ ভেঙে সেটাও ছুড়ে দিত আগুনে।

পর্যটক যেদিন সকালে এসে পৌঁছুল সেদিন এমনি ছিল অবস্থা। সে তার ন্যাপস্যাক খুলে রেখে একটা ইঁটের স্তূপের ওপর উঠে চিৎকার ছাড়ল, যেন

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে পয়গম্বরদের আমলের সূচনা ঘটেছে। 'এই যে তুমি,' একজন মিন্তিকে জিজ্ঞেস করল সে। 'কেমনতর দালান এটা ?' মিন্তি তাকে জানাল যে ওদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার টাওয়ার এটা। 'বাজে কথা,' বলল পর্যটক। লোকজন ঘিরে দাঁড়াল ওকে। 'বাজে কথা। এভাবে স্বর্গে যাওয়া যায় কে বলেছে? একটা গর্ত খোঁড় না কেন? কিংবা পৃথিবীটাকে ঘিরে একটা দেয়াল?' লোকজন হেসে উঠল। 'তোমরা কি জান না যে এত উঁচু একটা টাওয়ারের কারণে পৃথিবী ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে?' জানতে চাইল পর্যটক। ওর পাশে পড়ে থাকা লাঠিটা উঠিয়ে কাঠের বলটাকে রাখল ওটার ওপরে। 'এটা পৃথিবী।' এক মুঠি কাদা নিয়ে ওটাকে টিপে টিপে একটা টাওয়ারের মত করল সে। 'এটা পৃথিবী। এটা হচ্ছে টাওয়ার।' কাদার কাঠামোটা ওদের দেখাল সে। 'এটা,' বলল, 'ঘটতে যাচ্ছে।' কাদার টাওয়ারটা বলের সঙ্গে এঁটে দিল সে। পৃথিবীটা উল্টে গেল। 'কিন্তু পৃথিবী তো গোল না!' কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল। মাথা নাড়ল পর্যটক 'তাহলে আমাকে একটা প্লেট এনে দাও,' বলল সে। ওরা তাকে একটা প্লেট এনে দিল। প্লেটটা লাঠির ওপর বাসিয়ে নতুন একটা টাওয়ার বানালো সে, চ্যাপ্টা পৃথিবীর ওপর বসাল ওটা। পৃথিবী উল্টে পড়ে গেল। যারা চূড়ায় ছিল তারা কয়েক সপ্তাহ পর রসদপত্রে সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হবার আগ পর্যন্ত এ ঘটনার কথা জানতেই পেল না। সমস্ত মঞ্চ পোড়ানো হয়ে গেছে, পাখি আর পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে ছিল ওরা। কী হচ্ছে খোঁজ নেয়ার জন্যে পাঠানো হল এক লোককে। ছসপ্তাহ্ পরে ফিরে এল সে। 'লোকজন এক পর্যটকের চারপাশে জমায়েত হয়েছে,' বলল সে। 'অদ্ভুত সব রীতি গ্রহণ করছে ওরা। দেবতাদের উদ্দেশে একটা বাচ্চাকে বলী দেয়া হয়েছে।'

রাজমিস্ত্রী, সুপারভাইজর আর ড্রাফ্টসম্যান যারা চূড়ার গ্যালারিগুলোয় কাজ করছিল বহুবছর আর নিচে আসে নি, হাসাহাসি করল ওরা। 'বর্বরের দল,' বলল চীফ ড্রাফ্টসম্যান। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের দলের কাছে ফিরে গেল সে। কয়েক সপ্তাহ্ আগে মেঘের ঠিক নিচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গ্যালারি নেমে এসেছিল ওরা। কোনও কথা না বলে ওখানে বসে রইল ওরা। তিনদিন পর, পরিকল্পনার জন্যে অপেক্ষমান সুপারভাইজররা ওদের এক শিক্ষানবীশকে ওপরে পাঠাল। তরুণ ফিরে এল ভূতের মত ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে। 'ওরা কথা বলছে না,' বলল সে। 'কিন্তু ওদের মনের কথা শোনা যাচ্ছে।' ওকে নিচে পাঠিয়ে দেয়া হল, বাবা-মায়ের বাড়িতে, অনেক দূরে সমতলে বাস করে যারা।

নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় টাওয়ারের পাদদেশে গড়ে ওঠা নগরীও আস্তে আস্তে বিরান হয়ে গেল। দূরাঞ্চল থেকে আগত শ্রমিকরা যার যার পিতৃভূমির উদ্দেশে যাত্রা করল, যেসব কৃষকরা নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে তাদের দেশ ছেড়ে এসেছিল নিজ নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গেল ওরা, আর নগরীতে থিতু হওয়া বণিকের দল দোকানপাট বন্ধ করে নতুন জায়গার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

ক্রমশ পাথুরে কলোসাসের চারপাশ নীরব হয়ে এল। উপসাগরের পানি পড়ে রইল শান্ত আর ফাঁকা। হাতে গোণা কিছু ভাঙা ব্যারেল আর দড়ির আধা করোডেড বেলের কথা বাদ দিলে কুয়ে নাঙা পাথরের ধূলিমলিন পতিত জমিতে রূপান্তরিত হল। কাঠ আর লাইমের গন্ধ পাওয়া গেলেও আর কেউ আসে না ওখানে।

একদিন চীফ সুপারভাইজর চূড়ায় গিয়ে হাজির হল। খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠার সময় এখানে-ওখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে গাছের চারা গজিয়ে উঠতে দেখতে পেল সে। অন্যান্য জায়গায় কালচে সবুজ পানির গভীর আধার। পাখির দল দেয়ালের ধসে পড়া অংশে বাসা বেঁধেছে।

একটা আগুন ঘিরে বসে থাকতে দেখতে পেল সে ড্রাফ্‌টসম্যানদের, ওরা জ্বালানিকাঠ পেল কোথায় বোঝার চেষ্টা করল। যত কাছাকাছি হল, ততই ধীর হয়ে এল তার চলা। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল সে, নীরবে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

কথা বলছে না ওরা, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ওদের কেউ একজন মুখ তুলে তাকাচ্ছে, আগুনের বৃত্তের অন্যপাশ থেকে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে আরেকজন, মাথা দোলাচ্ছে। যেন মুখে কথা না বলেই কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছে ওরা।

দীর্ঘ সময় কথা বলার সাহস করে উঠতে পারল না সুপারভাইজর, কিন্তু সে যখন মুখ খুলল, ড্রাফ্‌টসম্যানরা ওকে খেয়াল করেছে বলে মনে হল না। কেবল সে যখন আগে বেড়ে বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়াল তখনই ওদের দৃষ্টির ভার টের পেল।

'কয়েক সপ্তাহ্ ধরে কোনও খাবার নেই,' বলল সে। 'কয়েক মাস আগে শেষবারের মত ইঁট পৌঁছে দেয়া হয়েছিল! আর কোনও পরিকল্পনা নেই। আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

বসে থাকা মানুষগুলোর চেহারা বন্ধুসুলভ, কিন্তু ফাঁকা।

'আমরা কি টাওয়ার ছেড়ে যাব নাকি নিচে গিয়ে এ নিয়ে আলোচনা করব?'

কথা বলল না কেউ।

'একটা কিছু করতেই হবে,' বলল চীফ সুপারভাইজর।

লোকদের মাঝে দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল, ওদের চোখ পরিষ্কার বিস্ফারিত। মাথা দোলাল একজন, অন্যদিকে অপরজন বিকট নীরবতায় সরাসরি তার মুখের দিকে তাকাল। খানিক পর মাথা নাড়ল প্রথম জন। সুপারভাইজরের দিকে চোখ ফেরাল সে, তাকাল তার দিকে।

এখানে, এত উঁচুতে যেখানে মেঘের দল মাথা কুটে মরছে স্তম্ভের গায়ে, চারপাশ এত নীরব যে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। চীফ সুপারভাইজর তাই শুনতে পেল। আরও শুনল ওর দিকে তাকিয়ে থাকা ড্রাফ্‌টসম্যানটির ভাবনা। তার ভাবনা শুনতে পেলেও অর্থ ধরতে পারল না সে।

নিচে নামার সময় একটা দৃশ্য দেখতে পেল চীফ সুপারভাইজর। চোখের সামনে টাওয়ারটা দেখতে পেল সে, এক ঝলক, আগাগোড়া যেন কোনও নগরী ওটা।

BanglaBook.org

একেবারে চূড়ায় প্রসাদ, উঁচু এবং দুর্গম, এমন একটা জায়গা যেখানে শহরবাসীর অজানা এক ভাষায় এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ওরা যা আর কেউ জানে না। মাঝামাঝি উচ্চতায়, প্রাচীন শহরে ম্যাজিস্ট্রেট আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, দোকানমালিক আর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা আছে। কিছুক্ষণ পর পর ওদের কেউ না কেউ কোনও কৈফিয়ত দেয়ার জন্যে তলব পেয়ে কিংবা কোনও কিছু জানতে চাওয়ার আগ্রহে, ওপর দিকে যাচ্ছে, এবং প্রতিবারই ভিন্ন জগতে গমন সেটা। নিচে যেখানে গলিপথ, লম্বা লম্বা দালানকোঠা কুঁড়ে ঘর এবং সবশেষে নগরীর উপকণ্ঠের তাঁবুগুলোর জটলায় নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে, সাধারণ জনগণ। প্রাসাদের কথা কিছুই জানা নেই ওদের, কেবল অসুস্থতা কিংবা ফন্দি ফিকিরে যাও বা কখনও প্রাচীন শহর পর্যন্ত ওঠে। এটাই, নিজেদের বসবাসের গ্যালারি কাছাকাছি আসার পর ভাবল সুপারভাইজর, পরিণতি হয়েছে টাওয়ারের: লোকজন আর এখন পরস্পরকে বুঝতে পারছে না, পরস্পরের সঙ্গে ওদের আর কোনও সম্পর্ক নেই। নির্মাণ বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রথমবারের মত সে জানল যে টাওয়ার ধসে পড়বে, কারণ যখন মানুষের কোনও সাধারণ লক্ষ্য থাকে না আর যখন একই ভাষায় কথা বলে না, ভিত ধসে পড়ে।

ঘাসে-ঢাকা প্রান্তর দিয়ে সাতদিন ধরে এগিয়েছে পর্যটক, কোনও জন-মানুষের দেখা পায় নি, একটা ল্যান্ডমার্কও নজরে পড়ে নি। এক বা দুদিন পরে পথ হারিয়েছে ভেবে ভয় পেতে শুরু করেছিল, কিন্তু রাতে, আকাশের তারা জরিপ করার সময়, বুঝতে পারত ঠিক পথেই এগোচ্ছে সে। সপ্তম দিনের শেষে নিজ দেশের বনের দেখা পেল সে এবং ঠিক সেই মুহূর্তে জমিনের ওপর দিয়ে বজ্রের আওয়াজ শুনতে পেল। পেছনে তাকাল সে এবং দূরে, বজ্র মেঘ নয়, দেখল আকাশপানে উঠে যাওয়া ব্যাঙের ছাতার মত ধুলোর একটা কুণ্ডলী। সেদিন সন্ধ্যেয়, নদীর কিনারে, এরই মধ্যে বনের সুবাস লাগছিল তার নাকে, বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। তার গায়ে পড়া জল কালো আর ধূসর চিহ্ন রেখে গেল। ঘোলা পানির ডোবা তৈরি হল তাতে, অস্ত গামী সূর্যের প্রতিফলন ঘটল। মুখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে পাথরের স্বাদ নিল সে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# অদল বদল

আমি উঠে দাঁড়ালাম, অগুনে খোঁচা দেয়ার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম সামনে। চেয়ারে বসে আছে নিনা, চিন্তামগ্ন।

'মনে হয় এখানে রয়ে যাব আমি, থাকব।' চমকে উঠল ও, তারপর জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল আমার দিকে। 'আমি আর ঘুরে বেড়াতে চাই না। কেবল আবার বিদায় নেয়ার জন্যে আর কোথাও হাজির হতে চাই না। আমি একটা জায়গা চাই যেখানে কেউ আমাকে দেখতে চাইলে আসতে পারবে। আমি চাই জানালার ধারে বসে সূর্যোদয় দেখতে আর সন্ধ্যায় রাতের অপেক্ষায় থাকতে চাই। এবং ঘনঘন, মাসে একবার, কিংবা হয়ত তিন সপ্তাহে একবার, জীবন সম্পর্কে, কিংবা কাঠের কাজ নিয়ে বা পিঙপঙ নিয়ে, কোনটা কিছু আসে যায় না তাতে, গভীরভাবে ভাবতে চাই। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে আসব আমি, কেবল এই উদ্দেশ্যেই রিজার্ভ করে রাখা টেবিলে, এবং আমি চাই টেবিলে বসে, একাকীত্বের গভীর নীরবতায় একটা বড় কাগজের গায়ে লিখব: আজ গভীর ভাবনা।'

হাসল ও। 'কখনও কি, প্রিয় এন, অন্যকিছু করেছ তুমি?'

জ্যাকেটের ভেতর থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম আমি। ও উঠে একটা সিগারেট নিল, ধরাতে দিল আমাকে। আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নীরবে সিগারেট খেতে লাগলাম।

'কারণ যতদিন ধরে তোমাকে চিনি আমি, পলাতকের জীবন কাটিয়েছ তুমি। যখনই অবস্থা জটিল হয়ে ওঠে, তুমি কেটে পড়। আঙ্কল হারম্যান এ বাড়িটা দিয়ে গেছে তোমাকে আর তারপর আর ফিরে আস নি তুমি। একবার বিয়ে করেছিলে, কিন্তু সেটা যেই একটা ধারণার চেয়ে বেশি কিছু হয়ে দাঁড়াল তুমি সরে গেলে।'

'একটা ধারণা?'

'বিয়েটা। তুমি যে কেন বিয়ের পথ মাড়াতে গিয়েছিলে সে সম্পর্কে কিছু নাই বা বললাম।'

'ইভকে আমি ভালোবাসতাম।'

'ভালোবাসার জন্যে বশ্যতা লাগে আর সেটার ব্যাপারে কিছুই জান না তুমি।' শান্ত কণ্ঠে কথা বলল ও, কিন্তু বলার সাবলীল ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণ একটা কিছু ছিল।

BanglaBook.org

ওয়াইনের গ্লাসের হাতল ধরার জন্যে এগিয়ে গেল ওর ফর্শা হাতটা, ঠোঁটের কাছে নিয়ে এল সে ওটা, যেন ছোট্ট টিউলিপের সুবাস নিতে যাচ্ছে।

'নিনা,' ধূসর আর নীল নকশার মেঘের ভেতর থেকে বললাম আমি, প্রায় আনকোরা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে পিষে নেভালাম, 'পোপের যেমন সঙ্গমকারী লোকদের ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখা উচিত তেমনি তুমিও রয়্যালিটি ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে চুপ থাকলেই ভাল করবে। তুমি কোন ধরনের বশ্যতার কথা বলছ জানি আমি। চিন্তাটাই অসুস্থ করে তুলছে আমাকে।'

তুষার রানীর মত আমার উল্টোদিকে দুপাশে হাত ঝুলিয়ে পিঠ সোজা করে অনড় আর ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। ওর ভঙ্গিটা কী বোঝাতে চেয়েছে জানি না আমি, অলঙ্ঘনীয়তা না ক্রোধ, কিন্তু পরোয়া করি নি আমি।

প্লেট জড়ো করে কিচেনে চলে এলাম আমি। পানি উতরিয়ে ফিল্টারে কফি দিলাম, তারপর তাকিয়ে রইলাম কিচেন জানালার কালো বর্গক্ষেত্রটার দিকে।

আমাদের মাগ নিয়ে যখন ফিরে এলাম আমি, চোখ তুলে তাকাল নিনা।

'এন?' ওর মাগটা নামিয়ে রাখলাম। 'আমি দুঃখিত। আমার ওকথা বলা ঠিক হয় নি?'

'ঠিকাছে।'

'কিন্তু তুমি যে বললে আমি কোন ধরনের বশ্যতার কথা বুঝিয়েছি জানা আছে তোমার, সেটা বুঝতে পারি নি।'

'পার নি?'

মাথা নাড়ল ও।

বসলাম আমি। 'আমি ভেবেছি যেনোর কথা বুঝিয়েছ তুমি। আমার উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গে যেনোর আতশবাজি খেলার তুলনা করছ তুমি।'

'ঈশ্বর, না। অবশ্যই না। কেন আমি অমন... ঈশ্বর।'

'সেক্ষেত্রে আমারই বরং ক্ষমা চাওয়া উচিত।' কফি খেলাম আমরা।

'তোমার স্মরণশক্তির ব্যাপারটা... ওর দিকে তাকালাম আমি। জানতাম কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে ও। 'আঙ্কল চেইম আর কাজিন ম্যাগনাসদের কথাবার্তা কেমন করে মনে আছে তোমার? এমনভাবে বর্ণনা কর যেন ওদের দেখেছ তুমি।'

'কারণ ওরা স্মৃতি নয়। ওদের আমি দেখেছি। এখনও দেখি।'

'আরে দাঁড়াও,' বলল নিনা। 'তুমি ওদের *দেখে...* ' ভয়ের একটা ছায়া খেলে গেল ওর মুখে। 'কি বলতে চাও? ভূত দেখতে পাও তুমি?'

'জানি না "ভূত" শব্দটা সঠিক কিনা। কিন্তু আঙ্কল চেইম আর কাজিন ম্যাগনাসের সঙ্গে কথা হয় আমার, হ্যাঁ।' এমন একটা শব্দ করল ও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না আমি। 'তোমার কাছে আশ্চর্য লাগছে সেটা?'

'আশ্চর্য? এর চেয়ে কম পাগলামির জন্যেও লোকজনকে পাগলা গারদে পাঠানো হয়।'

BanglaBook.org

'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, সেটা, ধরা যাক, আর্মি ক্যারিয়ারের চেয়ে কম ক্ষতিকর।'

'তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?' প্রায় চিৎকার করছে ও। 'একশো বছর আগে যারা মারা গেছে সেইসব মানুষের সঙ্গে কথা বলো তুমি?'

'তিনশো বছর। প্রায় তিনশো বছর।'

'তিন হাজার বছর হলেও পরোয়া করি না আমি!'

'আব্রাহামের সঙ্গে গল্প করারও অভ্যাস ছিল আমার।' কণ্ঠস্বরে এক ধরনের ভারিক্কিভাব ফুটে উঠল আমার। আমার এবং বাকি পরিবারের জীবনের সমস্ত অস্বাভাবিকতার ওপর ভর করতে ভাল লাগল আমার। স্বস্তিদায়ক। কোনওভাবে, সমস্ত অর্থহীন কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত অন্য কাউকে বলার মত স্বস্তিদায়ক। মহাবিশ্বের প্রভু, ভাবলাম আমি, পঞ্চাশ বছর পর, ঠিক অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাকে?

'কোন আব্রাহাম? না! উঁহু... নিশ্চয়ই বলতে যাচ্ছ না যে...

'আর জ্যাকব। মোজেসের সঙ্গে কখনও নয়। অবশ্য যাহোক, তোতলাতে তোতলাতে সরে গেছে সে।'

হাতদুটো সামনে মেলে দিয়ে আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিনা। এত প্রবল বেগে হাতজোড়া ঘঁষছিল ও মনে হচ্ছিল যেন ওগুলো ধুচ্ছে ও।

'বসো, নিনা।'

মাথা নাড়ল ও।

'ইমপ্রেশনেব্‌ল শিশু ছিলাম আমি।'

'ইমপ্রেশনেব্‌ল?'

'আমি তোরাহ্ পড়তাম আর ওসব বইয়ের পাতায় বাস করতাম। আমি ইসরায়েলের সন্তানদের সঙ্গে ফারাওরর ঈজিপ্ট থেকে পালিয়েছি। আমি আব্রাহাম আর জ্যকবের সঙ্গে ভ্রমণ করেছি। পয়গম্বরদের ভবিষ্যৎবাণী শুনেছি আমি। কিং ডেভিডকে বাথশেবার উদ্দেশে দাঁত খিঁচাতে দেখেছি।'

'হায় ঈশ্বর।'

'তারপর একদিন, একরাতে, আমার বিছানার পাশে এসে হাজির হল আঙ্কল চেইম আর কাজিন ম্যাগনাস।'

আমার ভবঘুরে আত্মীয়স্বজনদের আগমন আমার ওপর ছাপ ফেলে যাচ্ছে, তেমন করে দেখি নি কখনও, সম্ভবত আমি ওদের ব্যাপারে মুখ খুলতে পারতাম না বলে, কিন্তু হঠাৎ করেই যেন নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলাম। নাথান হল্যান্ডার, পরপারে চলে যাওয়া লোকজনের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশাকারী একজন যেন ওর ফুটবল টিমের সদস্য ওরা।

'আর কেবল তুমিই দেখছ ওদের?'

'আঙ্কল হারম্যানের সামনেও হাজির হত ওরা, কিন্তু এসবের মধ্যে জড়াতে চায় নি ও।'

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল ও। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই মাথা নেড়ে চলছিল মেয়েটা।

'বসো, চাইল্ড।'

বসল ও। ওর চারপাশের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, পিঠটা বাঁকা হয়ে গেছে, হাতজোড়া অসাড় ভঙ্গিতে ঝুলছে পাশে।

'অতীত আমাদের পরিবারে সবসময় যথেষ্ট সজীব ছিল। পর্যটক। সবাই পর্যটক। নেদারল্যান্ডসে আমাদের আগমনটা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়, আমার দাদা যেমনটি বলতে বড্ড ভালোবাসত, আমাদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়। অনেকটা আমাদের মতই একটা দেশ, সময় আর ভবিষ্যৎ নিয়ে মগ্ন, নৈতিকতা আর আধুনিকতার একটা দেশ, যে দেশটি নিজেকে নির্মাণ করেছে। তুমি কি জানতে যে আমেরিকান গণতন্ত্র ডাচ মডেল অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত? বেটাভিয়ার রিপাবলিকের ভিত্তিতে? একটা আলোকবর্তিকা। ডাচরা সবসময়ই নিজেদের ওভাবে দেখতে পছন্দ করে এসেছে এবং আমরা হল্যান্ডাররাও নিজেদের দেখি, পথপ্রদর্শকদের একটা পারিবার। ঈশ্বরের গাইড।'

মুখে হাত চাপা দিয়ে মাথা নেড়ে চলল নিনা।

'সেকারণেই আমাদের আমেরিকায়, নিউ হল্যান্ডে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। ১৯৩৯ সালে নিউ ইয়র্কে তখন ডাচ পরিবারগুলোর প্রাধান্য খুব দীর্ঘদিন আগের কথা না। তুমি যদি শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে, বিভিন্ন ডাচ স্টিট হয়েই চলতে হত তোমাকে: ব্রডওয়ে, কর্টল্যান্ডট স্ট্রিট, বিকম্যান স্ট্রিট, নাসঅ স্ট্রিট, দ্য বাউয়োরি, ব্রুকলিন। নেদারল্যান্ডস বাদে একমাত্র আসল প্রটেস্ট্যান্ট জাতি।'

'কিন্তু হল্যান্ডাররা তো ইহুদি।'

'হ্যাঁ। ইহুদি জন্মসূত্রে, অনতিক্রম্য, স্বেচ্ছায় ডাচ। কাজিন ম্যাগনাস এখানে আসার পর লেভাই নামটা বাদ দিয়েছিল, আপন গোত্র ত্যাগ করে নিজের নাম রেখেছিল হল্যান্ডার। আর তার উত্তরসূরী আমার বাবা, একটা মেয়েকে, আমার মাকে বিয়ে করে, যার নামও ছিল হল্যান্ডার, কিন্তু আত্মীয় ছিল না। কতটা ডাচ হতে পার তুমি? তাছাড়া স্পিনোযা কী বলেছেন তা তো জান তুমি: "হল্যান্ডই একমাত্র দেশ যেখানে সবাই ক্যালভিনিস্ট, এমনকি ক্যাথলিক আর ইহুদিরাও।"'

'হল্যান্ডারস্। কিন্তু পরিস্থিতি যখন সত্যি সত্যি প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কোনওই কাজ হয় নি তখন।'

'হ্যাঁ, তাই। না, কোনও কাজ হয় নি। কিন্তু তখন দেশ ছেড়ে পালানো ছাড়া কোনও কিছুতেই কোনও কাজ হয় নি।'

হার্থ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা স্ফুলিঙ্গ। আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠল নিনা, পা দিয়ে পিষে নেভাল জ্বলন্ত অঙ্গারটিকে। ফায়ারপ্লেসের সামনেই দাঁড়িয়ে রইল ও, আমার দিকে পেছন ফিরে।

'নিজেদের সম্পর্কে তোমাদের হামবড়াই ভাবের কারণেই তোমরা সবাই অভিশপ্ত হয়ে গেছ।'

BanglaBook.org

'চাইল্ড,' বললাম আমি।'

'আমাকে "চাইল্ড" ডাকা বাদ রাখ!'

'দুঃখিত, ভাস্তি... পাঁই করে ঘুরল ও। 'তোমার বাবা,' বললাম অমি। 'যেনোও... ইয়ে... অদৃশ্য জগতের ব্যাপারে বৈরী ছিল না।' ওর চোখজোড়া জ্বলে উঠল। 'মনে হয় যেনো আর তোমার রফা করার এটাই উপযুক্ত সময়।'

লম্বা লাল কোঁকড়া চুলে হাত চালাল ও, মুঠি করে ধরল চুলের গোছা, পিঠের ওপর বিছিয়ে দিল। লাইব্রেরির ভেতরে অন্ধকার, কিন্তু ফিকে আলোয় এখনও ওর ফ্যাকাশে মসৃণ কাঠামো দেখা যাচ্ছিল। যেনো যেমন নিখুঁত আর নাজুক ছিল, ও-ও ঠিক তেমনি। আমরা একসঙ্গে থাকা শুরু করার পর দ্বিতীয় বারের মত গর্বের একটা প্রবল স্রোত অনুভব করলাম আমি। শক্তিমতী এক যুবতী, বিদ্রোহী এবং তীক্ষ্ণধী, যেনোর সচল মস্তিষ্ক, যোয়ের সৌন্দর্য-চেতনা আর যেন্ডার সিরিয়াসনেসের একটা মিশেল। আর আঙ্কল হারম্যানের। ওর মাঝে এমন কিছু ছিল যেটা আমাকে আঙ্কল হারম্যানের কথাও মনে করিয়ে দিল।

'কেমন করে,' বলল ও, 'অস্তিত্ব নেই এমন কারও সঙ্গে বোঝাপড়া করব আমি। যার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই। যে এমনকি আমাকে চায় নি পর্যন্ত।'

মাথা দোলালাম আমি। 'কিন্তু ও... তোমার বাবা ছিল। আর একটা সত্যি কথার বিরোধিতা করা ও অস্বীকার করতে চাওয়ার কোনও যুক্তি নেই। ওকে তোমার ভালোবাসার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তুমি একজন হল্যান্ডার, যদিও ওর নাম বহন করছ না তুমি।'

বিড়ালের মত হিসহিস করে উঠল ও। 'আঙ্কল,' বলল ও, 'আঙ্কল নাথান।' দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করার জন্যে যেন পাজোড়া একটু ফাঁক করে দাঁড়াল,। 'আমি পরিবারের বিরোধিতা করছি না। তুমি, আঙ্কল হারম্যান, সোফি, তোমার বোনেরা, যথাসাধ্য করেছ তোমরা। বিশেষ করে তুমি।' নাকচ করার ভঙ্গিতে হাত নাড়লাম আমি। 'না, কথাটা সত্যি এবং আমি সবসময়ই তার প্রশংসা করি। কিন্তু সে, কিছুই করে নি সে।'

'ও, যেনো, উপস্থিত ছিল না।'

'দূরে চলে গিয়েছিল ও।'

'মাঝেমাঝে আমি ভাবি,' বললাম আমি, 'শুরু থেকেই কখনওই ছিল না ও।'

জুতোর দিকে তাকিয়ে রইল ও, বলল না কিছু।

'তুমি বললে পরিবার সম্পর্কে কিছুই জান না তুমি। কিন্তু আবার এটাও জান যে বশ্যতা স্বীকার করার মানুষ নই আমি।' ভুরু কোঁচকাল ও। 'তোমার ব্যাপারটা কী? এখানে তুমিই সবচেয়ে বেশি অজানা। তোমাকে আমাদের সম্পর্কে, আমার সম্পর্কে বলেছি আমি। তোমাকে কখনও কারও কথা বলতে শুনি নি।' ঘুরে দাঁড়াল ও। আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। 'অদল বদল,' বললাম আমি। 'আমার একটা কিছুর বিনিময়ে তোমার কোনও কিছু।' জবাব দিল না ও।

'চলো,' খানিক বাদে বললাম আমি। 'কাঠ কাটতে হবে আমাদের।'

BanglaBook.org

আঙ্কল হারম্যান যখন বাড়িটার ক্রেতা হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করে তখন এটা বলতে গেলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ার দশায় ছিল। শতাব্দীর সূচনায় যে অবস্থায় ছিল অনেকটা সেরকমই রয়ে গিয়েছিল ওটা। সেন্ট্রাল হীটিংয়ের ব্যবস্থা করার মত টাকা পয়সা যোগাড় করা কখনওই হয়ে ওঠে নি, জানালাগুলো বহুবছর আগে ফ্রেমে বসানো সেই একই বাম্পি গ্লাস দিয়ে বানানো। আধুনিকীকরণের একমাত্র নমুনা ছিল বাথরুমগুলোয় গরম পানি যোগান দেয়া ভটভট করা বয়লারগুলো। আশপাশের জমির ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না বলে আঙ্কল হারম্যান বাড়িটা কিনতে পেরেছিল, ওটার সঙ্গের অন্যান্য সবকিছুসহ, মোটামুটিভাবে যুক্তিসঙ্গত দামে। স্কয়্যার ভ্যান হেন্নিক, লিনেন কাবার্ডের পেছনের পোর্ট্রেট থেকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল যে, সে ছিল ভ্যান হেন্নিক পরিবারের শেষজন, সে যখন মারা যায়, তখন সম্পত্তির দেখাশোনাকারী ফাউন্ডেশনটা বাড়ি এবং সেখানে বসবাসকারী উত্তরাধিকারীদের চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল তাদের বিনিয়োগের ওপর মুনাফার ব্যাপারে। এভাবেই আঙ্কল হারম্যান একটা সম্পূর্ণ অতীতের অধিকার লাভ করে। স্কয়্যারের বিছানায়, কাঠের প্রকাণ্ড কাঠামো, মখমল আর ব্রোকেডে ঘুমাত ও। রোজ সকালে আমার বেডরুমে আসার পথে একটা অ্যানসেস্ট্রাল পেইন্টিং পাশ কাটাত ও যেটা ওর কাছে তিব্বতীয় ভিক্ষুর মতই অচেনা ছিল। ওটা ওকে, বলেছে ও, বিভ্রান্তির একটা আমুদে অবস্থায় পৌঁছে দেয়। 'এরচেয়ে বেশি আগন্তুকের অনুভূতি আর হতে পারে না। এখানে আমি অভিজাত কোনও পরিবারের বাড়িতে গ্রাম্য অভাজনের মত বাস করি, আমার চারপাশে জিনিসগুলো বলে: আমরা লর্ড অমুক, লেডি তমুক, শত শত বছর ধরে এখানে আছি, এত লম্বা সময় যে আমরা এই এলাকা, শাসক, জনসাধারণ আর নেতাদের সঙ্গে এক হয়ে গেছি। এর সমস্তটাই আমার আবার কোনও কিছুই আমার নয়।'

ওর কাছে এর কোনও অর্থ ছিল না। মানে বলা যায়: ওর মাঝে আভিজাত্য বোধের লেশমাত্র ছিল না। সমাজতত্ত্ববিদ হিসাবে আভিজাত্যের উৎস জানা ছিল ওর, এর উপযোগিতাও জানত আর 'আমরা' যার সঙ্গে বেশি পরিচিত সেই ক্ল্যান কাঠামোর সঙ্গে তা কতখানি খাপ খায়, তাও।

'আভিজাত্য?' একদিন চিৎকার করে উঠেছিল ও, আমি যখন সময় রুটেডনেস নিয়ে গভীরভাবে ভাবছিলাম, 'আসল আভিজাত্য কি বলব তোমাকে? আমরাই অভিজাত। আমরা লেভাই পরিবার, লোভিন্টেস প্রিস্ট, ইহুদি আভিজাত্য। আর প্রাচীনতা?' আশপাশে নজর বুলিয়েছে ও, লাইব্রেরিতে বসেছিলাম আমরা। 'পাঁচ-ছয়শো বছর ধরে এই লোকগুলো একটা ক্ল্যানের সদস্য হয়ে আছে, বিয়ে, ইনব্রিডিং আর নিঁখুত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিজেদের নোংরা কৃষকদের চেয়ে আলাদা করে রেখেছে। তিন হাজার বছর ধরে আমরা এরকম। আভিজাত্য? আমাকে আভিজাত্যের কথা বলতে এসো না।'

এবং ওখানেই বসেছিল ও, হার্থের পাশে নিজের চেস্টারফীল্ডে, আগুন নিভে যাবার দীর্ঘক্ষণ পরেও: হারম্যান হল্যান্ডার, লেভাই গোত্রের পুরহিত বংশধারা থেকে

BanglaBook.org

আগত, সহস্রাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে পরিবারটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে বেড়ে উঠেছে তারপর, গত দুশো বছর ধরে আহত রঙিন কোনও পাখির মত গোত্তা খেয়ে চলেছে, সেই পরিবারের সংগৃহীত নানান জিনিসপত্রের মাঝে। শেষ স্কয়্যার, আঙ্কল হারম্যান বলেছে আমাকে, কখনও সম্পত্তি ছেড়ে যায় নি। কখনও বিয়ে করে নি সে, খাজনা আদায় করে নি বললেই চলে, আর এঁদো নর্দমার কুকুরের মত বাড়িময় ঘুরে বেড়িয়েছে। ১৯১০ সালে আধ্যাত্মিকতার একটা মোহে পড়ে যায় সে এবং কয়েক বছর পর, ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির অনুসারীতে পরিণত হয়। তার জীবনের শেষ পাঁচটি বছর সে কাটিয়ে দেয় পাহাড় নামে পরিচিত একটা টিলার ওপর নয় বরং স্বর্গে থাকার বিভ্রমের মাঝে, পাগলামির মহাসাগরে পরিণত হতে চলা পৃথিবীর মাঝে একটা দ্বীপে। নিজেকে চিলেকোঠায় বন্দী করে রাখে সে, স্থানীয় কাঠমিস্ত্রিদের বানানো কাঠের ল্যুকআউটে। ওই পেন্টাগোনাল টাওয়ারে, ওটার সুচাল স্লেটে ঢাকা ছাদ আর উঁচু জানালা আছে ওখানে, দাঁড়িয়ে বাইরে গাছে ছাওয়া টিলা, নিচের মাঠ শহরের দিকে চলে যাওয়া দীর্ঘ সর্পিল রাস্তা, প্রায় জীবিত মনে হওয়া ব্রুক, তখনও নির্মাণাধীন রেইল লাইন, যা একদিন পশ্চিমের সঙ্গে শহরটার যোগসূত্র স্থাপন করবে, এসবের দিকে দৃষ্টি মেলে দিত সে। মৃত্যুর সপ্তাহ্ খানেক আগে বাস্তবতার সঙ্গে শেষ সম্পর্কটুকু ঘুচিয়ে দেয় সে। দশজন ফার্মহ্যান্ডকে সে নির্দেশ দিয়েছিল ছাদের ওটর একটা স্লুপ তুলে ওটাকে হেম্প দড়ির গোছা দিয়ে ল্যুকআউটের সঙ্গে বাঁধার জন্যে। স্কয়্যারের শেষ নির্দেশনা ছিল বনের মাটি দিয়ে বানানো একটা পট আর একটা ডাচকোট বসাতে হবে ক্যানভাসের নিচে। পরদিন বনরক্ষী খুঁজে পেল তাঁকে, মৃত। অল্প কজন প্রজাদের একজন, তখনও যারা যথাসময়ে খাজনা মেটাত, দরজায় টোকা দিয়েছে, কিন্তু কোনও সাড়া পায় নি। হেঁটে বাড়ির পেছনে এসে কিচেন ডোর খোলার চেষ্টা করতে যাবে, এমন সময় সে লক্ষ্য করল একটা জানালা ভাঙা। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে স্কয়্যারকে খুঁজে পেল বনরক্ষী। ফোর-পোস্টার খাটে সোজা হয়ে বসেছিল সে, মাথাটা ঝুলছিল কাঁধের কাছে, ডান হাত জমাট বাঁধা থাবার মত বুকে রাখা। স্থানীয় এক শিল্পপতির ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানালা ভেঙে ভেতরে ঢোকার কথা স্বীকার করে সে। বাড়ির ভেতর ঘুরে বেড়ানোর সময় স্কয়্যার ভ্যান হেন্নিকের বেডরুমে হাজির হয়েছিল সে। ওদের মধ্যে তুমুল মারপিট হয় কিন্তু স্কয়্যারের হৃৎপিণ্ড ছিল দুর্বল, নিমেষে পরাস্ত হয়েছে সে।

বাড়িটা আর ওখানে বসবাসকারী পরিবারের ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছি আমি। পাবলিক রেকর্ড অফিস আর মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে দিনের পর দিন পার করেছি। যখনই আমি ফাইল ঘাটার জন্যে অনুমতি চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছি স্থানীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা আমাকে "নাথান দ্য ওয়াইজ" বলে সম্বোধন করেছে। বাড়ির প্রতি আঙ্কল হারম্যানের একমাত্র দায়িত্ববোধটা ছিল দায়িত্বশীল মালিক হওয়া। একে ভাল অবস্থায় রেখেছে ও, কিন্তু অপ্রয়োজনীয়

BanglaBook.org

রিনোভেশনের মাধ্যমে নষ্ট করে দেয় নি। আমি কম বয়সী আর রোম্যান্টিক ছিলাম বলে বাড়ির কাহিনী জানতে চেয়েছি। আমার মনে হত সবারই আসলে সবকিছুর ইতিহাস সম্পর্কে জানা উচিত।

কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি, আরও একটা ফার্নিচারের ওপর কুড়োল উঁচিয়ে, এতগুলো বছর ধরে যা অ্যান্টিক হওয়ার অপেক্ষা করছিল, কিন্তু এখন জ্বালানি কাঠ ছাড়া আর কিছুই নয়, জীবনের জন্যে, আমাদের জীবনের জন্যে উৎসর্গ। ব্যারিকেডের বাম পাশটা হলওয়ের প্রায় শেষ মাথা পর্যন্ত ঠেলে নেয়া হয়েছে। এখন দুটো দরজা আছে আমাদের সামনে, আমার বেডরুমে যাবার দরজা, আর অন্যটি গেছে গেস্টরুমে। শেষেরটা মোটামুটি সুগম্য, কিন্তু তালা দেয়া। আমার রুমে যাবার দরজাটা একটা লিনেন কাবার্ডের পেছনে লুকিয়ে আছে আর ওটার সামনে একটা ড্রেসার। 'একবার এটা পেরুতে পারলে,' নতুন বাধার দিকে কুড়োল দিয়ে ইঙ্গিত করে বললাম আমি, 'গোসল সেরে নিতে পারব আমরা। রেডি?' মাথা দোলাল নিনা। ড্রেসারের ড্রয়ারগুলো বের করে ফেললাম আমি– সবকটাই খালি– এবং কুড়োলের অল্প কয়েকটা কোপে টুকরো টুকরো করে ফেললাম ওটাকে। কাঠের টুকরোগুলোকে জড়ো করে স্তূপ করলাম আমরা। 'চলো, কাবার্ডটা দরজার সামনে থেকে সরানো যাক,' বললাম আমি। 'তারপর ওটাকে একপাশে কাৎ করে রাখতে পারব। কাজ সহজ হয়ে যাবে তাহলে।' কুড়োলটা নামিয়ে রাখলাম আমি, একসঙ্গে কাবার্ডটা ঠেলতে শুরু করলাম। একটুও সরল না ওটা।

'ঈশ্বর, অনেক ভারি।' চকচকে কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কপাল মুছল নিনা।

'বেশি ভারি না। মানেঃ এটা ওক কাবার্ড, কিন্তু একাই এটা সরাতে পারা উচিত ছিল আমার।'

'তাহলে কী আছে ওতে?'

'বিশেষ কিছু না,' বললাম আমি। 'চাদর, টাওয়েল, গোটাকতক ব্ল্যাঙ্কেট। এটা স্রেফ একটা লিনেন কাবার্ড।' দরজা ধরে টানাটানি করলাম আমি, কিন্তু খুলল না ওগুলো।

'তালা দেয়া?'

'সেটা সম্ভব নয়। আমি যত বছর ধরে এখানে যাওয়া-আসা করছি কখনও এই কাবার্ডে কোনও চাবি ছিল না।'

ওখানে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম আমরা, নীরব, চিন্তিত, কাবার্ডের দরজার ওপরের করনিসের ঢালু রেখাগুলোর দিকে।

'আমাদের বোধ হয় এটা ভেঙে ফেলা উচিত?'

কাঁধ ঝাঁকালাম। অস্বস্তি বোধ হল আমার। হতচ্ছাড়া জিনিসটা সরাতে পারলাম না কেন আমরা? ভেতরে কী আছে যেটা ওটাকে ভারি করে দিয়েছে?

'নাথান?'

'না। আর ভাঙাচোরা নয়। দরজাগুলো কব্জা থেকে আলগা করার চেষ্টা করছি আমি। একটা হাতুড়ি। এখানে কোথাও একটা বারল্যাপ ব্যাগ আছে।'

BanglaBook.org

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম আমি, ব্যাগটা কোথায় রেখেছি মনে করার চেষ্টা করলাম। প্রথম দিন, যেদিন নিনা পালিয়ে গিয়েছিল, যন্ত্রপাতিসহ সব রকম জিনিস শেড থেকে নিয়ে এসেছিলাম আমি। সিঁড়ির মাঝামাঝি আসার পর চোখ বন্ধ করলাম, মনে মনে আবার পদক্ষেপ রিট্রেস করলাম, কিচেন ডোর দিয়ে বের হয়ে, চোখ আঁধার করে তোলা ঝড়ের মাঝে। শেডে। রেইক, কাস্তে, শোভেল, গ্রিন্ডস্টোন, কাস্তে ধার করা, হাতুড়ি, স্ক্রুড্রাইভারস্, শিজেল, প্ল্যাইয়ারস্, বারল্যাপ ব্যাগ। ফিরতি পথ ধরলাম আমি, গাছপালা আর বাড়ির মাঝখান ঘূর্ণি খাওয়া তুষার। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিজেকে উঠতে দেখলাম আমি, ব্যাগটা ছুড়ে দিচ্ছি এক পাশে এবং... ঘুরে আবার ওপরে উঠতে লাগলাম আমি।

'কি করছ তুমি?'

'যন্ত্রপাতির ব্যাগটা কোথায় রেখেছি মনে করার চেষ্টা করছি।'

'ওখানে পড়ে আছে যেটা?'

কাবার্ড আর চেয়ারের গাদার ওপর বিশ্বস্ত কুকুরছানার মত লুটিয়ে আছে বারল্যাপ ব্যাগটা।

লিনেন কাবার্ডের কব্জাগুলো শক্ত হয়ে লেগে আছে, কিন্তু কিছুক্ষণ চেষ্টা চালানোর পর পিনগুলো পিছলে উঠে এল। যথাস্থানেই রইল পাল্লাগুলো, কব্জাগুলো বেশি শক্ত বলেই হয়ত। ওগুলোকে আলগা করার জন্যে স্ক্রুড্রাইভার ফাঁকে ঢুকিয়ে মোচড় দিতে হল আমাকে।

কাবার্ডটা খালি।

'কীভাবে...' সাইডপ্যানেল শক্ত করে ধরে ফের ওটাকে নড়ানোর চেষ্টা করলাম। 'আমি বুঝতে পারছি না।'

কাবার্ডের ভেতর ঢুকে পেছনের দেয়ালে হাত বোলাল নিনা। 'দরজার সঙ্গে পেরেক দিয়ে আটকানো,' বলল ও।

মুখ খুললাম আমি, কিন্তু কথা বলতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল আমার। 'কাবার্ডটা পেরেক দিয়ে দরজার সঙ্গে আটকানো?'

মাথা দোলাল ও। 'নিজেই দেখ।' একটা আবছা তীর্যক রেখা তৈরি করল ওর হাত।

'ঠিকাছে। প্লাইয়ারস আর আলো। আমরা খসিয়ে ফেলছি ওটা।'

কাবার্ড থেকে বেরিয়ে এল নিনা। 'কেটে ফেল না কেন ওটা?'

'হয়ত পেরেক খসানোটাই জলদি হবে। তাছাড়া কুড়োল চালালে দরজা কাটতে হবে আমাদের। বৈচিত্র্যের খাতিরে একটা কিছু বরং অক্ষত রাখতে চাই আমি।'

ল্যান্টার্নের আলো কাবার্ডের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ার পর পেরেকের মাথাগুলোর সারি দেখে দরজার আউটলাইন পরিষ্কার ফুটে উঠল। আমি আলো ধরলাম আর নিনা প্লাইয়ার্স নিয়ে কাজ শুরু করে দিল।

পোয়াটাক ঘণ্টা সময় লাগল ওর। তারপর কোনওরকম ঝক্কি ছাড়াই কাবার্ডটাকে ঠেলে সরিয়ে ফেললাম আমরা। দরজা পরখ করলাম। পেরেকের

BanglaBook.org

গর্তগুলো দেখে মনে হল যে-ই এই বাধার বুদ্ধি বের করে থাকুক সে একজন দক্ষ কাঠমিস্ত্রি। কাবার্ডটাকে নিখুঁতভাব দরজার চৌকাঠের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে সে। হ্যান্ডলে হাত রাখলাম আমি, চাপ দিলাম নিচের দিকে। দরজায় তালা দেয়া।

'আমার আর ভাল লাগছে না। এতসব জঘন্য চালিয়াতি।'

অসহায়ের মত মাথা দোলাল নিনা। 'নিশ্চয়ই চাবি নেই, বাজি?'

'চাবি সবসময়ই ভেতরে থাকত।' তালা দেখার জন্যে সামনে ঝুঁকলাম আমি। কী-হোল অন্ধকার। 'এখনও তাই আছে, ধেত্তের। এটা তো অসম্ভব!'

সতর্ক চেহারায় মুখ তুলে তাকাল নিনা।

'কী ব্যাপার?'

এক পা পিছিয়ে গেল ও। 'চাবিটা ভেতরে থেকে থাকে, তাহলে যে-ই দরজায় তালা দিয়ে থাকুক, সে-ও ভেতরেই আছে।'

'সম্ভবত,' বললাম আমি।

'সম্ভবত? আরে, না, দাঁড়াও। সে হয়ত দরজায় তালা দিয়ে দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে এসে আবার গেঁথেছে দেয়ালটা এবং... জেসাস!'

'আমাকে একটা স্ক্রুড্রাইভার দেবে?'

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল ও, বারল্যাপ ব্যাগ হাতড়াল।

'পত্রিকার খোঁজে যাচ্ছি আমি।'

আমি সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় টের পেলাম আমার পিঠে লেপ্টে আছে নিনার দৃষ্টি।

এতক্ষণ পর্যন্ত কাঠ কাটা, টানা আর বইতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করছিলাম বলে বাড়ির অনুত্তপ্ত অংশগুলোর ঠাণ্ডা সহ্য করা যাচ্ছিল। এখন, একের পর দেরি হাওয়ার ফলে মনে হচ্ছে আমার হাড়গুলো যেন বরফের আস্তরণের নিচে চাপা পড়ে গেছে। এভাবে বেশিক্ষণ চলতে পারে না। আমরা কেবল ঠাণ্ডায় কাহিল হয়ে পড়ি নি, কাঠ যোগাড় করতেও প্রচুর সময় লেগে যাচ্ছে। এভাবে চললে হয়ত বড়জোর আগুন জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হব কিন্তু কখনওই বসে বিশ্রাম নেয়ার ফুরসত পাব না, রান্নাবান্নার কথা তো বাদই।

আমি যখন ফিরে এলাম, নিনা তখনও দুহাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে। খবর কগজটা দরজার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম, স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে গুঁতো দিলাম তালার ভেতর। আশা ছিল চাবিটা ঘুরিয়ে রাখা হয় নি, তাহলে ঠেলে বের করতে পারব এবং পত্রিকার ওপর পড়বে ওটা। তারপর চাবিসহ কাগজটা টেনে বের করা যাবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

'কেটে নামাতে হবে ওটা?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'এখনও না।' কব্জাগুলো ভেতর দিকে, দরজাটা খুলে বের করে আনতে পারব না আমরা। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে তালাটা খুঁড়ে বের করে আনব? 'তার। তার কিংবা একটা ববি পিন।'

BanglaBook.org

'কী লজ্জার কথা, ভ্যানিটি কেসটা সঙ্গে আনি নি আমি।'

নিনার গলার ঝাঁঝ উপেক্ষা করলাম আমি। 'এখানে অপেক্ষা কর।'

এগোতে শুরু করেছি, এমন সময় নিনার জবাব শুনতে পেলাম। 'দেরি করো না। যদি জলদি করে ফিরে না আস, হেয়ারড্রেসারের কাছে চলে যাব কিন্তু!'

আঙ্কল হারম্যান পাইপ খেত। আমি ভেবেছি লাইব্রেরিতে এখনও কয়েকটা পাইপ ক্লিনার থাকতে পারে। কিন্তু পেলাম না, কিন্তু রিডিং টেবিলের ওপর পড়ে আছে আমার ব্যাগটা, ভেতরে হাত চালিয়ে গোটা দুই পেপার-ক্লিপ পেয়ে গেলাম। আগুনে আরও কিছু কাঠ ঠেসে দিলাম আমি, তারপর আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম।

'সেইফক্র্যাকার হতে যাচ্ছে ও,' বলল নিনা। মুখের কাছে হাত এনে নখ খুঁটতে শুরু করল ও। আগে কখনও এমন করতে দেখি নি ওকে।

তালার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম আমি, সবচেয়ে বড় পেপার-ক্লিপটা দিয়ে খোঁচানো শুরু করলাম। চাবিটা কোনদিকে ঘোরানো রয়েছে বুঝতে একটু সময় লাগল আমার। তারপর, একটুকরো তার ভেতর দিক দিয়ে বের করে ঠিক বিটের ওপরে কোণাকুনিভাবে আটকালাম, বা তেমনটা মনে হল আমার। আঙুলগুলো অসাড় হয়ে আছে। হাত চালু রাখতে ফুঁ দিতে হল।

'ফিল্মে,' বলল নিনা, 'এরকম জায়গায় প্রথমজন আরও একবার হাতল ঘুরিয়ে খোলার চেষ্টা করে আর দ্বিতীয় জন লক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে আর হাট করে খুলে যায় দরজা।'

'বেশ হাত লাগাও। আমাকে খুশি কর।'

পেপার ক্লিপ সামনে ঠেললাম। 'তুমি চেষ্টা কর, ঠেলা মার না কেন দরজার গায়ে?' নিচু হয়ে হাতুড়ি তুলে নিল নিনা। 'না, আরও জোরে। কিন্তু বেশি জোরে না। এখানে, ঠিক যেখানে তালাটা আছে। এবার বাড়ি মারতে থাক।'

নিনা দরজার গায়ে বাড়ি মারার সময় চাবিটা বের করার চেষ্টা চালিয়ে গেলাম আমি। ওটা ঠেলে বের করতে প্রায় মিনিটখানেক লেগে গেল। খবর কাগজটা যখন নিজের দিকে টেনে আনলাম আমি, ঠিক মাঝখানে সুন্দরভাবে পড়ে আছে ওটা। রিঙয়ের দুপাশেই একটুকরো করে ঘুড়ি-ওড়ানোর সুতো বাঁধা, দরজার অন্য পাশ থেকে চাবিটা ঘোরানোর মত যথেষ্ট দীর্ঘ।

'আমাকে অবাক করছ তুমি, এন।'

'সহিষ্ণুতা, মাই ডিয়ার। আর অসীম বুদ্ধি।'

চাবিটা তুলে নিল ও, দরজার তালা খুলল, দরজার হ্যান্ডেলটা নিচে নামানোর চেষ্টা করল। 'আটকে গেছে।'

আমিও চেষ্টা করলাম। কোনও লাভ হল না। 'আমরা দুজনই। এসো, চাপ দাও।' সজোরে চাপ দিলাম আমরা। ক্ষীণ খসখস শব্দ হল। আস্তে আস্তে হার মানল পাল্লাটা। ফুটখানেক ফাঁক হবার পর ভেতরে উঁকি দিলাম আমি। বেডরুম নিকষ অন্ধকার। সংকীর্ণ ফোকর গলে পিছলে ঢুকে পড়লাম।

BanglaBook.org

অন্ধকারকে কেন সবসময়ই ভিন্ন রকম মনে হয়? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, আর সবকিছু যেন একেবারে কাছে বলে মনে হতে লাগল। দেয়ালগুলো চেপে আসছে, কান পেতে শোনার জন্যে নেমে এসেছে ছাদ। দরজার উল্টোদিকেই আমার খাটটা থাকার কথা। হাতড়ে হাতড়ে ধীর পায়ে সামনে এগোলাম আমি: ঘোলা পানিতে কোনও হেরন। নরম কিছুর ওপর পা পড়ল, জমে গেলাম, পিছিয়ে আনলাম আমার পা।

আমার ডান দিকের দেয়ালের ওপর দিয়ে ভেসে গেল আলোর একটা রেখা। ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলাম আমি। দরজা গলে পিছলে ঢুকে পড়েছে নিনা। রুমটা উজ্জ্বল শাদা হয়ে গেছে। একই সময়ে আর্তনাদ করে উঠল ও, এত জোরে যে সভয়ে পিছু হটলাম আমি। ল্যান্টার্নটা ফেলে দিল ও, রুমটা আবার অন্ধকার হয়ে গেল, নিজের গায়ে ওর দেহের ছোঁয়া পেলাম আমি। আমার কাঁধের ফোকরে এত শক্ত করে মাথা সেঁধিয়ে দিল যে বুকের ভেতরে গিয়ে পৌঁছল ব্যথাটা। শূন্যতায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, চারপাশের অন্ধকার যেন ধরা যাবে। কেঁপে কেঁপে কাঁদতে লাগল নিনা। আমার চিবুকে ঘঁষা লাগল ওর কোঁকড়া চুল আর আমিও কোনও কিছু না ভেবে ওর চুলে মাথা ডোবালাম, যেন আমার পক্ষে আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, এতই ক্লান্ত আমি। ওর মাথার পেছনে হাত রেখে জড়িয়ে ধরে রাখলাম ওকে। 'নিনা। নিনোটচকা। শ্‌শ্‌শ্‌।' প্রবলভাবে হাঁপাচ্ছে ও, ওর দেহের ফুলে ওঠা টের পেলাম আমি, কাঁপছে আবার চুপসে যাচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ছেড়ে দিলাম ওকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম এবার। তীক্ষ্ণ কিনারাঅলা নরম জিনিস পড়ে আছে চারপাশের মেঝেয়। কাগজ। কাগজ? গ্যাস বার্নারের শীতল, মসৃণ বাঁক অনুভব করলাম আমি। ধরালাম ওটা, মেঝে ভরে আছে কাগজের দলায়। চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে নিনা। ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরলাম আমি, কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুললাম। কেবল তখনই দেখতে পেলাম কি দেখে এত ভয় পেয়েছে ও। আমাদের ঠিক সামনে, যেখানে একসময় আমার বিছানাটা ছিল, একজন লোক, দেয়ালের গায়ে পেরেক দিয়ে গাঁথা।

নড়তে পারলাম না আমি। শূন্য রুমে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ওপর চেপে আছে নিনা, ইচ্ছা করল ওকে জড়িয়ে ধরি, অদৃশ্য হয়ে যাই ওর মাঝে, মায়ের স্কার্টের আড়ালে শঙ্কিত শিশুর গাঢাকা দেয়ার মত। আমার মুখ খোলা, কিন্তু নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম না আমি, কথা বলি নি। রুদ্ধশ্বাস। মহাবিশ্বের প্রভু, বাকহারা। আমার হাতে ধরা ল্যান্টার্নটা এমন প্রবল বেগে কাঁপছিল যে দেয়াল আর কাগজ-ভরা মেঝেয় শাদা কাঁপন সৃষ্টি করছিল আলো। হে মহাবিশ্বের প্রভু, এটা আবার কোন্ ধরনের নরক? আমি কোথায়, আর আমিই কেন, আমরা, আমি আর ও?

ঢোক গিললাম আমি। একটা বল যেন নেমে গেল আমার গলা বেয়ে পাকস্থলী পর্যন্ত। ল্যান্টার্নটা আঁকড়ে ধরে গভীরভাবে শ্বাস টানলাম, জমাট বাতাস, সামনে পা বাড়ালাম এবং দেয়ালে গাঁথা লোকটার চেহারাটা দেখলাম।

BanglaBook.org

'ওটা,' গলা পরিষ্কার করলাম আমি। 'একটা ডামি।'

নিনার নড়াচড়ার শব্দ পেলাম আমি। কাগজের খসখস শব্দ।

'এটা একটা ডামি, লাভ। একটা ডামি।'

কাছে এগিয়ে এল ও। একটা হাত আঁকড়ে ধরে রেখেছে আমার জ্যাকেট। আমার পিঠে ঠেস দিয়ে আমার প্রায় আড়াল থেকেই দেয়ালের দিকে উঁকি দিল।

'আমার মত চেহারা ওর।'

ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে ও। পকেটে হাত ঢোকালাম আমি, সিগারেট বের করলাম, একসঙ্গে দুটো মুখে নিয়ে ধরালাম। ও একটা সিগারেট নিয়ে এমন লম্বা টান দিল যেন এইমাত্র টাটকা অক্সিজেন দিয়েছি ওকে। আমার দিক থেকে মেঝেয় আর মেঝেয় থেকে আমার দিকে বারবার আসা-যাওয়া করছে ওর চোখজোড়া।

আমাদের কোনও একজনের কথা বলার আগে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেল। নিনাই প্রথম নীরবতা ভাঙল।। 'হারামজাদা! শিট! শিট!' মেঝেয় পা ঠুকল ও। আমার জ্যাকেট ধরে টানছে ও, টের পেলাম। 'আমি যাচ্ছি। এখানে থাকার চেয়ে বরং তুষারে চাপা পড়ে মারা যাব আমি... ঈশ্বর!'

কিন্তু ঘুরে দাঁড়াল না ও। কিছুই বললাম না আমি। সিগারেটে টান দিলাম। ধোঁয়া আমার বুকের ভেতর বসে গেল আর সেই সঙ্গে এক ধরনের দুঃখবোধ জাগের মত ভরিয়ে তুলল আমাকে। যেনো, ভাবলাম আমি। এবং: কী একটা জীবন, কী একটা বিপর্যয়। ভিজে উঠল আমার চোখজোড়া। মেঝের দিকে তাকালাম আমি এবং মাথা নাড়তে শুরু করে দুঃখের ঢেউ মোকাবিলা করার প্রয়াস পাওয়ার সময় আমার নাক দিয়ে কি যেন গড়িয়ে পড়ছে টের পেলাম। আমি ভাবলাম: আমি কাঁদছি, মহাবিশ্বের প্রভু। ওটা নয়, ওটা বাদে অন্য যেকোন কিছু।

আগুনের পাশে, অবিচল কমলা শিখার আভার মাঝে লাক্রিমা ক্রিস্টি পান করলাম আমরা। এখনও স্থির হয়ে বসতে পারছে না নিনা। চেয়ারে উসখুস করছে ও, পায়ের ওপর পা তুলে দিল, আবার নামাল, ওয়াইনে চুমুক দিয়ে আবার নড়েচড়ে বসল, পায়ের ওপর পা তুলল। সিগারেট টানতে টানতে হাথের গনগনে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। দায়িত্ববোধের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ঘুরপাক খেয়ে চলেছে আমার মনের ভেতর, কিন্তু আমি ভাবলাম: এটা আর চালিয়ে যেতে পারব না আমি, আমি ওকে বাঁচাতে পারব না, এমন পরিস্থিতিতে নয়।

'তোমাকে ঘৃণা করেছে ও ।'

ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি, তবে আস্তে আস্তে। ওর ওপর দৃষ্টি স্থির করতে কষ্ট হল আমার।

'তোমাকে ঘৃণা করত ও,' বেসুরো গলায় বলল নিনা, শিট আয়রনের মত কঠিন, 'দুনিয়ার অন্য যেকোনও কিছুর চেয়ে বেশি।' মাথা দোলালাম। 'সর্বস্ব দিয়ে

BanglaBook.org

তোমাকে ঘৃণা করেছে ও।' আমার দিকে তাকাল ও। ওর চোখজোড়া ঘোলাটে। 'আশা করি নরকের আগুনে পুড়বে ও।'

'নরক বলে কিছু নেই।'

নাক সিঁটকাল ও। 'একে কী বল তুমি?'

'নিনা,' বললাম আমি। 'ওকে ঘৃণা করো না। ওর ফাঁদে পা দিয়ো না।' হায় ঈশ্বর, ভাবলাম আমি, এটাই তো ফাঁদ! এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জীবন, আমার জীবন ধ্বংস করে দেয়া, ঠিক ও নিজে যেমন ধ্বংস হয়েছে। এবং আমি ভাবলাম: যেনো, যেখানেই তুমি থেকে থাক, আমি তোমার খেলায় নাম লেখাব, কিন্তু সেটা আমাকে বদলাতে পারবে না। আমি তোমার গোলক-ধাঁধায় ঢুকব, দৈত্য-দানো আর দান্তে'র ইনফার্নোর তোমার ধূর্ত অনুকরণে। কিন্তু নিজেকে তালহারা হতে দেব না। এবং ওকে নিরাপদে রাখার জন্যে যতদূর পারি সব করব আমি।

চোখ বন্ধ করে চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে দিলাম। একটা বাড়ি, ভাবলাম হার্থে জ্বলন্ত আগুন, একজন স্ত্রী এবং শান্তি। আর ঘুরে বেড়ানো নয়। বাড়ি। আমি আসতে চাই। এবং ওই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম যে জঙ্গলের ভেতরের এই কারাগার, যেনোর সযত্নে নির্মিত ফাঁদ আর স্পেশাল ইফেক্টস-এর পদ্ধতি এরই মধ্যে বদলে দিয়েছে আমাকে। আমাকে জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে, যে জীবন কখনও যাপন করি নি আমি।

ওপরে আমার বেডরুমে প্রচুর সময় খুইয়েছি আমরা কিন্তু অভিযান থেকে উপকার হয়েছে যৎসামান্যই। হার্থের পাশে সন্ধ্যার বাকি সময়টুকু পার করে দেয়ার মত যথেষ্ট পরিমাণ কাঠ আছে। আমরা এমনকি পরদিন সকালে স্টোভটাও জ্বালাতে পারব, কিন্তু তারপর আগে যে ভয় করছিলাম সেই বিপদে আবিষ্কার করব নিজেদের: বিশ্রামের অবকাশ নেই, নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে কাঠ যোগাড় করতে বাধ্য হতে হবে।

কথাটা যখন নিনাকে বললাম আমি, অবিচলভাবে উঠে দাঁড়াল ও। 'তাহলে চলো আরও কাঠ আনা যাক।'

'আমরা এইমাত্র যা দেখলাম তারপরেও?'

'আমি কাঠ, আগুন আর রাতে ভাল ঘুম চাই। এসো।' হাত বাড়িয়ে দিল ও, মাথা নাড়িয়ে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করল।

আসলেই বদলে গেছি আমরা, সিঁড়ির ওপর ভাবলাম আমি। এবং কতটা।

বেডরুমে, কোনও রকম কথাবার্তা ছাড়াই ডামিটাকে দেয়াল থেকে খসিয়ে ফেললাম আমরা। আঙ্কল হারম্যানের একটা পুরনো স্যুটের ভেতর কাগজের দলা, আর স্মরণাতীত কাল থেকে এ রুমের শোভবর্ধনকারী ওয়ালপেপারের টুকরাটাকরা ঠেসে বানানো হয়েছে ওটা। চেহারাটা আমার পরিচিত একটা ফটোগ্রাফ। ইভকে যখন বিয়ে করি তখনকার তোলা। তরুণ দেখাচ্ছে আমাকে এবং খানিকটা সংশয়পূর্ণ। মাথা হিসাবে বসানো কাগজের বলটা থেকে টেনে খসিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে

BanglaBook.org

ফেললাম। বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে দেখতে লাগল নিনা। বাথরুমে, সবকিছুই আগের মতই ছিল। এমনকি আমার শেভিংয়ের জিনিসপত্রও এখনও সিঙ্কের পাশে রাখা।

যেহেতু বেডরুমে কোনও কাঠ-টাঠ পাওয়ার কথা নয়, আমি দরজা আটকে রাখা লিনেন কাবার্ডটাকে কুপিয়ে কেটে ফেললাম। কাঠের টুকরাটাকরাগুলো ডামির জ্যাকেটে জড়ো করল নিনা এবং আরেকটা গাট্টি বাঁধল ওটার ট্রাউজারস দিয়ে তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম আমরা। লাইব্রেরি, কিচেন আর হান্টিং রুমে বণ্টন করে দিলাম আমাদের তোলা ফসল। ততক্ষণে এত রাত হয়ে গেছে যে আমরা শুতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। শীতে নুয়ে পড়েছে আমাদের কাঁধ। হান্টিং রুমের হার্থে গনগনে আগুন জ্বাললাম আমি, ওদিকে নিনা দুটো হট-ওঅটর বট্‌ল তৈরি করে নিল। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেয়ে শব্দ তুলল, হিম চাদরের মাঝে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে রইলাম আমরা। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর নৃত্যরত আগুনের আলো দেখতে লাগলাম। কড়কড় শব্দে পুড়ছে লিনেন কাবার্ডের শুকনো কাঠ, ফাটছে, 'আমাকে গরম করো, নাথান,' বলল নিনা। পিছলে বিছানার আমার দিকে সরে এল ও, আমার দিকে পিঠ দিয়ে শুলো। নড়লাম না আমি। 'আমাকে উষ্ণ করো।' আবার বলল ও। 'প্লিজ।' গড়িয়ে কাৎ হলাম আমি যাতে ওর পেছনে শুতে পারি। 'আরও কাছে।' ও আমার দেহের গহ্বরে এসে না শোয়া পর্যন্ত সামনের দিকে এগোলাম আমি। আমার হাত নিয়ে নিজের পেটের ওপর রাখল ও। আমরা পরস্পরের উষ্ণতা অনুভব করার আগে বেশ কয়েকটা মিনিট পেরিয়ে গেল। ওর চুলের সুবাস পেলাম আমি, ধীর লয়ে ওর পেটের ওঠানামা অনুভব করলাম। যেনোর কথা ভাববার প্রয়াস পেলাম আমি, কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় সুদূর নিউ মেক্সিকোয় বহুদিন আগে 'হিলে'র ওপর কাঠের বাড়ির আমার বেডরুমে কথা ভাবতে চাইলাম। কাঠের মড়মড় শব্দ শুনতে শুনতে মরুপ্রান্তরে, রাতের বেলায় পাথরের শব্দ তোলার কথা, শীতল হয়ে আসার সময় দেয়ালের আর্তনাদের কথা, পাশের রুমে সোফি আর ম্যান্নির কোমল কণ্ঠস্বরের কথা মনে করলাম। নিনার পেটের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করছে আমার হাত। আমার উরুতে ওর নিতম্বের নরম বাঁকের ছোঁয়া পাচ্ছি, আর ওর ফর্শা নগ্ন দেহের ছবি তাড়ানোর জন্যে চোখ পিটপিট করতে লাগলাম। ও আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে আমার চোখের দিকে তাকানোয় ওর চেহারার ওপর ঝুলে পড়া দীর্ঘ লাল কোঁকড়া চুলের গোছা দেখতে পেলাম। ওর বুকে আমার হাত, ওর বুকের কোমল স্ফীতি, ওর নিপ্‌লের ওপর আমার আঙুল, প্রায় অস্পষ্ট ঢোক গেলার শব্দ। এবং আকস্মিক উষ্ণতা...

মলির সঙ্গে বিছানায় বসে আছি আমি; আঙ্কল হারম্যানের শ্যাম্পেইন খাচ্ছিলাম আমরা। চুমুক দিল ও এবং আমাকে যখন চুমু খেল টের পেলাম, মুখে ওয়াইন ঢুকে পড়েছে। আমাদের জিভ পরস্পরের গায়ে পিছলে গেল, শব্দ উঠল শ্যাম্পেইনের। আমি পান করলাম, চুমু খেলাম ওর নিপ্‌লে। ওর বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল ওয়াইন। চাটতে লাগলাম আমি যতক্ষণ না ও আমার মাথা ধরে নিচের দিকে

BanglaBook.org

ঠেলে দিল। পেট পেরুনোর পর আমার জিভ যখন নাভীর চারপাশে আর আরও নিচে বৃত্ত আঁকল, শিউরে উঠল ও। আমার চুলের ওপর পড়ে রইল ওর হাতজোড়া। দেহের ল্যান্ডস্কেপের ওপর দিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ও। ওর ঊরুজোড়ার ভেতরে। আমার চুল ধরে টানল ও, বাধা দিলাম আমি। যেখানে কুঁচকি শুরু হয়েছে সেখানে। আমাকে আরও উঁচুতে নিতে চাইল ওর হাতজোড়া, কিন্তু আমার জিভ ওর কুঁচকি হয়ে পেট পর্যন্ত লালার একটা রেখা টানল, পেটের চারপাশে জিভ বোলাতে বোলাতে আচমকা চেটে দিলাম ওকে। ধনুকের মত বেঁকে গেল ওর পিঠটা, পাজোড়া পথ করে দিল। 'আমাকে খেয়ে নাও।' ওকে কখনও একথা বলতে শুনি নি আমি। 'ফাক্। ম্হহ্হ্।' আমার মাথা নিচে ঠেলে দিল ও, ওকে লেহন করলাম আমি, এখন আর টিজিং এবং অপ্রত্যাশিত নয়। যখন তৈরি হল, ওর পেটের আড়ষ্ট হয়ে ওঠা টের পেলাম। 'ওহ্, ফাক্।' টেনে আমাকে উপরে তুলল ও। ওর ওপর শুয়ে রইলাম আমি এবং আমাকে ভেতরে প্রবেশে সাহায্য করল ও। মুখ খুলে কামড় বসাল আমার মুখে। ওর জিভটা আলাদা সত্তায় পরিণত হয়েছে, একটা অশ্লীল ভেজা জিনিস, যেটা আমার ভেতর ঢুকছে, আমার চোখ লেহন করছে, গলা চাটছে। ভালোবাসার প্রবল জোয়ারে গড়াগড়ি খাওয়ার সময় আমার ঘাড়ে কামড় বসাল ও। আমি যখন হাতে ভর দিয়ে উঁচু হলাম, চোখ মেলে তাকাল ও। পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল। চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না আমি। ওকে দেখতে চাইলাম আমি, সোহাগ করতে চাইলাম। ওর স্তন, ওর শরীর, যেখানে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম সে জায়গাটা এবং তারপর আবার ওর চোখ দেখলাম আমি, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কোনও রকম শব্দ না করেই কি যেন বলল ও। ঠোঁটজোড়া নড়ে উঠল ওর এবং নীরব শব্দগুলো আমার চোখের দিকে পাঠিয়ে দিল। ওর মুখের দিকে তাকালাম আমি এবং সহসা জলোচ্ছ্বাসের মত আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেল কামনার স্রোত। 'তোমাকে চাই আমি,' বললাম। 'ঈশ্বর... আমি তোমাকে চাই।' একটাও শব্দ না করে কথা বলে চলল ও। আমার মাথাটা ঘুরতে শুরু করল। 'আমি তোমার,' বলল ও, সহসা জোরাল এবং পরিষ্কার। এবং আমি ওর মাঝে গলে যাবার মুহূর্তে নিজেকে দুজন পুরুষ বলে মনে হল আমার: একজন যে কোনও পশুর মত ভোগ করতে চাইছে ওকে, এমনকি এখনই, আর একজন অমন বশ্যতায় কুঁকড়ে যাচ্ছে।

নিনা বিছানার ওপর ঝট করে সিধে হয়ে বসায় জেগে উঠলাম আমি। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ও, শীতের ব্যাপারে আপাত অসচেতন। আমি যখন ওর বাহু স্পর্শ করলাম, বিরক্তির সঙ্গে আমার দিকে তাকাল। 'কী হয়েছে?'

হাত দিয়ে অধৈর্য একটা ভঙ্গি করল ও। কি যেন শুনছে বলে মনে হল। বাম হাতের ওপর ভর দিয়ে ওর আবছা অবয়বটার দিকে তাকালাম আমি। 'মনে হল কিছু একটা শুনেছি। জেগে উঠেছি, কারণ আমি...' দ্বিধা করল ও।

'ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার।'

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল ও। 'গলার আওয়াজ পেয়েছি আমি।'

'গলার আওয়াজ পেয়েছ তুমি।'

আবার শুয়ে পড়ল ও, আমার দিকে ফিরল। ওর চেহারা আমার খুব কাছাকাছি। 'পুরুষের কণ্ঠস্বর।' নীরব রইল ও। তারপর বলল: 'এই হতচ্ছাড়া বাড়িটা।'

'কী বললে?'

ও জবাব দেয়ার আগে দীর্ঘ সময় কেটে গেল। 'লোকটা বলছিল: আমি তোমাকে চাই।'

'ওটা আমার কণ্ঠস্বর।' মলিকে নিয়ে দেখা স্বপ্ন এখনও প্রতিধ্বনি তুলছে। স্বপ্নে ও যখন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে কথা বলেছিল তখন কী বলেছিলাম স্পষ্ট জানা আছে আমার।

'কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

'মলি।'

নিনা পেছন ফিরে আমার দিকে সরে এল। 'শুনছি, কিন্তু শীতে জমে যাচ্ছি, তো তোমাকে হিটার হিসাবে ব্যবহার করতেই হচ্ছে আমার, কি করা। মলি কে?'

'আমার প্রথম স্ত্রী।'

'গুড লর্ড। তাহলে আনা তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল?'

'ইভ।'

'ইভ!'

'ইভ বারলো।'

মাথা নাড়ল ও। 'অল্প কথায় সারা যায় না?' জিজ্ঞেস করল। 'নাথান এবং তার-রমণীকূল পর্বটা?'

'আমার দিক থেকে দেখলে, এ নিয়ে কথা বলারই দরকার নেই আমাদের।'

'না, বলো আমাকে। তোমার দুবার বিয়ে হয়েছিল সেটাই জানতাম না আমি।'

'আমি নিজেই ঠিকমত জানতাম না।'

'বলো আমাকে।'

'বলার মত তেমন কিছু নেই। দুবার বিয়ে করেছি আমি, প্রথমবার মলি নামের এক কোরাস গার্লকে, দ্বিতীয়বার ইভকে, ওয়েলসে একটা ট্যুরিস্ট অফিস চালাত সে।'

'ডাচ মেয়েদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তোমার?'

'কিছু না, খালি হল্যান্ডের বাইরে খুব বেশি দেখা মেলে না ওদের।'

'একজন কোরাস গার্ল।'

লন্ডনে দেখা এক ভয়ঙ্কর মিউজিক্যালে কোরাসে নাচত মলি। আমেরিকান ছিল ও, লাল চুল ছিল আর এতই সরু কোমর যে মাঝে মাঝে আমি ভাবতাম কেমন করে ওখানে একটা পরিপূর্ণ পরিপাক তন্ত্র থাকতে পারে।

আঙ্কল হারম্যানের সঙ্গে থাকতে গিয়েছিলাম আমি। সেবছর, মনে হয় ১৯৬৮ সাল হবে, লন্ডনের কোনও ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর ছিল ও, টরিংটং

BanglaBook.org

স্কয়্যারের একটা ফ্ল্যাটে থাকত। কেবল সন্ধ্যায় পরস্পরের দেখা পেতাম আমরা, তো একদিন বিকেলে হল কি, একাকীত্ব আর একঘেয়েমিতে ভুগতে ভুগতে একটা মিউজিক্যালে গিয়ে হাজির হলাম আমি যেটা প্রায় মোহনীয় করে তোলা ক্যাম্পাস রায়টের মত। শো-টা যে অর্থহীন বুঝতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে নি আমার, কিন্তু তারপরেও ওখানে বসেছিলাম আমি। এর পেছনে দুটো কারণ ছিল: বেরুনোর পথটা আটকে ছিল একজন ইউশারেট আর প্রথম কয়েক মিনিট পার হওয়ার পর মলির চুলে গিয়ে পড়া আলো।

মূল কুশলীদের পেছনে নাচ আর গান চালিয়ে যাওয়ার জায়গাটা দখল করে রাখা দলের একজন ছিল সে। কিন্তু একবার ওর ওপর নজর স্থির হবার পর, ওকে ছাড়া আর কাউকে দেখি নি। পরবর্তী আড়াই ঘণ্টা আসনে বসে ছিলাম আমি, এমনকি ইন্টারভ্যালের সময়ও তাকিয়েছিলাম মঞ্চের দিকে। ও যখন দলের বাকিদের সঙ্গে নেচেছে, ওকে অনুসরণ করে গেছি আমি যেন আমার চোখ থেকে বেরিয়ে আসা সুতো ওর চুলের সঙ্গে বাঁধা আছে।

তামাটে, ঝলমলে, দীঘল চুলের গোছা, সারাক্ষণ, আমার কল্পনায়, যেন নিজস্ব প্রাণ খুঁজে পাচ্ছিল। ছোট স্কার্টসহ স্কিনটাইট পোশাক খসে পড়েছে ওর শরীর থেকে, নাড়া দেয়া চিনির মত গলে যাচ্ছে, ভেসে ওপরে উঠে যাচ্ছে চুলের গোছা, ফিকে পিঙ্গল ধোঁয়ার মত সূক্ষ্ম মেঘে বিস্ফোরিত হচ্ছে।

শো শেষ হবার পর অকল্পনীয় কাজটা করলাম আমি। অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে একটা লোকাল পাবে ঢুকে সাক্ষাৎকারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে ফোন করলাম থিয়েটারে। আমার অনুরোধ, শীর্ষ অংশগ্রহণকারীদের জন্যে নয়, একজন কোরাস গার্লের জন্যে, অস্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়া হল, কিন্তু আমি আমার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করার পর– একজন কোরাস গার্লের জীবন নিয়ে একটা আর্টিকেল আর অমন একটা মিউজিক্যালের জন্যে কেবল মূল শিল্পীরা নয় গোটা দলটার কতখানি প্রয়োজন– আর্টিস্টিক ডিরেক্টর তার একজন সহকর্মীর কথা বলল। আমি তাকে বললাম, বরং মলির সঙ্গে কথা বলব আমি।

'কেন?'

'আমেরিকান না সে? আমি যেখান থেকে এসেছি সেই নেদারল্যান্ডসে "আমেরিকান" মানে পেশাদারির জাঁকজমক আর এজাতীয় ব্যাপার। আমি যদি একটা ইংলিশ মিউজিক্যালে একজন আমেরিকান মেয়ে সম্পর্কে লিখি তাহলে আর্টিক্‌লটা অনেক বেশি মনোযোগ কাড়বে।'

দুদিন পর মলি গেলেন্টারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন স্থির হল। আমি যখন ফোন বুদ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, ঘোড়ার মত ঘামছিলাম তখন।

সেরাতে একটা স্থানীয় বিস্ট্রোতে ডিনার করলাম আমি আর হারম্যান। সেদিন আমি কী করেছি জিজ্ঞেস করার ফাঁকে স্টিক কাটার প্রয়াস পেল সে। ওকে বললাম একটা মিউজিক্যালে গিয়েছিলাম আমি। কাটাকাটি বাদ দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল ও।

BanglaBook.org

'*চুল,*' বললাম আমি।

'তুমি নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গ বোধ করছ না?'

'আমি একঘেয়েমিতে ক্লান্ত।'

প্লেটে ফিরে গেল ও, রক্ত আর চর্বির ডোবায় ভাসমান মাংসের ধূসর-বাদামী টুকরোটার ওপর ছুরি চালাল। 'তো?'

'তো, কী?'

'তো: কেমন হল সেটা?

'চার অক্ষরের শব্দে হারিয়ে না গিয়েই?'

'না হারালেই ভাল। এটা ইংল্যান্ড।'

'এস দেখা যাক: একটা প্লট যেটা... ম্‌ম্‌ম... দশ পনের মিনিটেই লিখতে পারি আমি। একদিন বা দুদিন, হয়ত তিনদিন, গানসহ সম্পূর্ণ টেক্সট হয়ে যাবে আমার। অর্থহীন, তার চেয়েও খারাপ। এমনকি গভীরতার আভাসও নেই। কিন্তু নিখুঁতভাবে অভিনীত হয়েছে...

'... গোটা অর্থহীন ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ।'

'আসলে ব্রিটিশ নয় এটা, জানই তো। গোটা মিউজিক্যাল ব্যাপারটাই একটা বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান ধারণা। ওরা এখানে স্রেফ অনুকরণ করেছে, ওদের সমস্ত ব্রিটিশ থিয়েট্রিক্যাল বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে, কিন্তু আমার কাছ থেকে শুনে রাখতে পার: দশ বছরের মধ্যে এসব মিউজিক্যাল ইংরেজদের হাতে রচিত হবে এবং বেকার আমেরিকানে দল ভরে উঠবে।'

আমার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তিরিশের কোঠায় বয়স, পূর্ণবয়স্ক একজন পুরুষ, অথচ লজ্জা পাচ্ছিলাম আমি।

'তুমি জান?' বলল আঙ্কল হারম্যান, 'যে লাল হয়ে উঠছ তুমি? এখানে গরম কি খুব বেশি নাকি?'

মলি হল, *ছিল,* সেই বেকার দলের একজন। বিখ্যাত হবার আশা নিয়ে নাচের স্কুলে গিয়েছিল ও, কিন্তু দ্বিতীয় বছর নাগাদ ও বুঝে ফেলে যে খ্যাতি আর ওর মাঝে বিস্তর ফারাক। বেশ ভালই নাচতে পারত ও। কিন্তু সর্বোচ্চ শিখরে ওঠার মত নয়। সেজন্যেই লন্ডনে গিয়েছিল ও। এখানে, প্রয়োজন মেটাতে খুব একটা সমস্যা হবে না ওর।

আমার উল্টোদিকে বসেছিল ও, থিয়েটারের রহস্যময় বেসমেন্টের একটা খুদে অফিসে, হলদে প্লাস্টার করা, দিনের আলো বা টাটকা হাওয়াবিহীন একটা রুম। একমাত্র আমেরিকানরাই পারে, এমনি স্বাভাবিক ঢঙে সারাজীবনের স্বপ্নের কথা বলল সে। বয়স তেইশ বছর, ব্রুকলিনে জন্ম, দ্বিতীয় সারির ইহুদি থিয়েটার জগতে জীবিকা নির্বাহ করা বাবা-মায়ের মেয়ে, বাবা গান আর নৃত্যশিল্পী হিসাবে, ওর মা প্রহসনমূলক কমেডিতে। সেসব দিনে ওর বাবা নস্টালজিয়া সার্কিটে কাজ করত, নিউআর্ক আর ফ্লোরিডায় ইহুদি পেনশনারদের জন্যে সান্ধ্য অনুষ্ঠান, যেখানে সঙ্গীত ছিল যুদ্ধপূর্ব কালের এবং স্মৃতিগুলো যতখানি ইউরোপিয়ান ঠিক ততটাই আমেরিকান।

BanglaBook.org

আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম, শরীর ঠিক রাখা আর মহড়া দেয়ার ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কোরাস গার্লের জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সমন্বয় কেমন করে সম্ভব হচ্ছে।

'আমার তা নেই।'

'কী... '

'আমার কোনও ব্যক্তিগত জীবন নেই। আমি ঘুমোই, জেগে উঠি। কেনাকাটা করতে যাই, কাজে যাই, ঘুমোই, জেগে উঠি। ব্যস।' সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল ও, ঢোক গিললাম আমি।

'এই সাক্ষাৎকারের পর বাইরে যেতে কেমন লাগবে তোমার, ড্রিঙ্ক আর জীবনের জন্যে?'

ওই প্রশ্নটা কি সাক্ষাৎকারের অংশ ছিল...

অবশ্যই না।

দীর্ঘ সময় পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিলাম আমরা এবং যদিও আমি আবেদন জানিয়েছি যেন ও চোখ সরিয়ে নেয়, আমিও চোখ সরিয়ে নেব, কিন্তু তাকিয়েই রইলাম আমরা।

'ঈশ্বর,' অবশেষে বললাম আমি।

আঙ্কল হারম্যানও একই কথা বলেছিল, যখন সেদিন বিকেলে আরও পরে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনকে বিরাট খাটে দেখতে পায় ও, আমার গায়ের ওপর মলি, ওর বুকে আমার হাত, ওর সামনে পেছনে নড়াচড়া করতে থাকা নিতম্বের মিষ্টি চাপে গোঙাচ্ছিলাম আমি। 'ঈশ্বর। অন্তত দরজাটা তো আটকাতে পারতে তুমি।'

আমি চাদর খাঁমচে ধরে দুজনের ওপরই টেনে আনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেটা সহজ ছিল না। 'ও,' অবশেষে বললাম আমি, 'মলি গেলের্নটার। মলি, ও আমার আঙ্কল হারম্যান।' ততক্ষণে আমার পাশে শুয়ে পড়েছে সে, চাদরটা চিবুক পর্যন্ত টেনে দিয়েছে, কিনারার ওপর দিয়ে বাম হাত নাড়ল ও।

'কি খবর,' বলল আঙ্কল হারম্যান।

ভালই মানিয়ে গিয়েছিল ওদের দুজনের, এতটাই ভাল যে, ছয় মাস পর, আমাদের বিয়ের ঠিক আগে, মলি নিজের বেডশিটের চেয়ে বরং আঙ্কল হারম্যানের বিছানাতেই বেশি সময় কাটাতে লাগল। তা সত্ত্বেও, আমাদের মিলনের বিরোধী ছিল আঙ্কল হারম্যান।

'এন,' একরাতে আমাকে বলল ও, দীর্ঘদিন থাকব বলে হল্যান্ড থেকে এসেছিলাম আমি। 'মলি চমৎকার মেয়ে। ওকে যদি কষ্ট দাও, তোমার দুপা-ই ভেঙে দেব আমি।'

'কেন... '

'তুমি ওকে কষ্ট দিতে *যাচ্ছ*। কোনও সন্দেহ নেই তাতে। আরও একটা কথা বলি তোমাকে: যত মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে প্রত্যেককেই কষ্ট দেবে তুমি।

BanglaBook.org

আমি তোমার হাস্যকর কোনও গল্পের দুষ্ট পরীর মত কথা বলতে চাই না, কিন্তু তুমি সেই ধরনের পুরুষ মেয়েদের যাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। তোমার প্রেমে পড়বে ওরা, এমনকি তোমাকে ভালোওবাসতে শুরু করবে, কিন্তু তুমি যতক্ষণ না ওদের পাল্টা ভালোবাসতে শিখছ, বারবার সব গুবলেট করে ছাড়বে তুমি।'

'কিন্তু ওকে আমি ভালোবাসি। স্রেফ ওর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যেই হতচ্ছাড়া সাংবাদিকের ভান করেছি আমি।'

'আর, সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভুর, তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে ও। মেয়েটা এরইমধ্যে এতখানি ভালোবাসছে তোমাকে। কথাটা কি মাথায় ঢোকাবে তুমি? তোমাকে এত বেশি ভালোবাসে ও, ভুয়া পরিচয় দিয়ে ওর সঙ্গে পরিচয় করার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছে।'

'আমার হয়ত কথাটা বলা উচিত নয়, নাঙ্কল, কিন্তু কোনও অপেরায় এমন একটা দৃশ্য দারুণ রোমান্টিক ক্লাইমেক্সের মত মনে হত।'

আমার দিকে তাকাল আঙ্কল হারম্যান, মাথা নাড়তে লাগল। 'এটাই সমস্যা,' বলল ও, 'তোমার কাছে সবকিছুই গল্প।'

মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার। 'হতচ্ছাড়া ওই মিউজিক্যালে তিন তিনটি ঘণ্টা বসেছিলাম আমি, ওকে দেখেছি। ওকে ছাড়া আর কিছু দেখি নি, কিছু না...

'চুল,' শুকনো স্বরে বলল আঙ্কল হারম্যান।

'হ্যাঁ। না!'

'চুল। ও জিনিসটাই দেখেছ তুমি। লাল চুল।'

'তো?'

'রেইসেলের লাল চুল।'

রেইসেলের লাল চুল। 'ডক্টর স্পাইয়েলফোগেল,' বললাম আমি, 'দয়া করে আমাকে তোমার বিশ্লেষণ শুনিয়ো না!'

নিউ ইয়র্কে বিয়ে হবার এক বছরের কম সময়ের মধ্যে, একটা ভাড়া করা হলে রক হাডসন মার্কা চেহারার একজন র‍্যাবাই বিয়ে পড়িয়েছিল আমাদের আর মলির বাবা 'সামহোয়্যার ওভার দ্য রেইনবো'র নিজস্ব একটা ভাষ্য গেয়েছিল, ওটা ছিল টক হয়ে যাওয়া চিনির মত এবং তার সহকর্মীদের একজন সন্ধ্যাটার সমাপ্তি টেনেছিল দুর্বোধ্য 'হ্যাভা নাজিলা' গেয়ে, এক বছর পেরুনোর আগেই, মলি কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ম্যানহাটানে আঙ্কল হারম্যানের কাছে গিয়ে হাজির হল আর আমি তখন 'হিল'-এ। আঙ্কল হারম্যান আমি আসার অল্প পরেই মাঝরাতে ফোন করল আমাকে, বলল আমার মত বেজন্মা হারামজাদা আর জীবনে দেখে নি ও। 'নিজেকে প্রশ্ন করার সময় হয়েছে তোমার,' ফোনে গর্জন করে উঠেছিল ও, 'আরও কাউকে ভোগান্তির শিকারে পরিণত করার আগেই, *কেন* কারও প্রেমে পড়ছ তুমি!'

'রেইসেলে,' বলল নিনা, 'জাহাজের সেই ছোট্ট মেয়েটা?'

'জীবন সম্পর্কে আঙ্কল হারম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা ফ্রয়েডীয়। তার বিশ্বাস ছিল যে কোনও পুরুষ সারাজীবন একজন নারীর খোঁজে পার করে দেয় এবং সেটা যদি তার মা না হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম মহান প্রেম।'

'আর রেইসেলে ছিল...

আমার প্রথম মহান প্রেম। ওহ্, হ্যাঁ।'

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ও। অন্ধকারে ওর চেহারা দেখতে পেলাম না আমি। 'লাল চুলের প্রতি তোমার এই দুর্বলতাটার আওতা কতখানি?'

'আমি মোটেই লাল চুলের প্রতি দুর্বল নই। আঙ্কল হারম্যানের ধারণা ছিল সেটা। যতদূর সম্ভব ব্লন্ডি ছিল ইভ। তাছাড়া... গলা নামালাম আমি। যদি অতই খারাপ হত, আজ সকালে ন্যাড়া মাথা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠতে তুমি। আমার কালেকশনে যোগ করতাম তোমার চুল।'

'ঠিকাছে, তো ব্লন্ড সম্পর্কে বলো আমাকে,' খানিক পরে বলল ও। 'মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে রাখবে সেটা।'

'আমার মুড নেই।'

'কে বলেছে...

'আমার মুড নেই, নিনা।'

নীরবতা নেমে এল। বাইরে গাছাপালার ভেতরে আস্তে আস্তে ঝিরঝির হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। নিজের ভেতরে ক্লান্তি বোধ জট পাকিয়ে উঠছে, টের পেলাম।

'নাথান?'

'হুম?'

'এখনও কি ওকে চাও তুমি? মলিকে?'

'না। হ্যাঁ, যখন ওকে স্বপ্নে দেখি। দারুণ সেক্স ছিল আমাদের। দুঃখিত।'

'কেন, "দুঃখিত"? তোমার ধারণা তোমার স্বাভাবিক সেক্স-লাইফ থাকতে পারে বলে ভাবতে পারব না আমি?'

'আমরা কখনও সুখী ছিলাম না, নিনা। ওর উপযুক্ত ছিলাম না আমি। আরও ভাল কিছু পাওনা ছিল ওর। আমরা দুজন ছিলাম আগন্তুক। আমি আগন্তুক ছিলাম। একমাত্র তখনই দেখা হত আমাদের যখন আমরা...

'কারবারের সময়।'

আমি ছিলাম ইয়ো-ইয়ো। আমি জেগে উঠতাম, আবার ঝিমিয়ে পড়তাম এবং প্রতিবারই যখন মনে হত সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছি, আবার জেগে উঠতাম। খানিক পর পর নিনার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি আমি, ওর দেহের উষ্ণতা অনুভব করছি এবং তারপর এখানে, হান্টিং রুমে আমি, এবং তারপর আবার নীরবতা নেমে এল। ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

'মেয়েদের পটাতে ওস্তাদ ছিল আঙ্কল হারম্যান,' বলল নিনা।

ঘুমের জলে ভেসে গেলাম আমি, দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

'তুমি নও।'

জবাব দিলাম না আমি।

ধীর আর ভারি শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'নাথান?'

অস্পষ্ট কিছু একটা বললাম আমি।

'কেন কারও সঙ্গে বেশিদিন থাকতে পার না তুমি?'

'এখন তা জানতে চাও তুমি?'

'হুম্‌ম।'

'জানি না আদৌ আমি...

'মোটামুটি।'

চোখ বন্ধ করে টাওয়ারে ঢুকে পড়লাম আমি।

ব্রুগেলের *টাওয়ার অভ বাবেলের* দুটো ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য জানি আমি। ও দুটোর মধ্যে সংক্ষিপ্তটিতে টাওয়ারটা নির্মাণের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। একটা অভিশপ্ত লাল কুয়াশা দালান আর আশপাশের জমিনের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। যেন অস্তাচলগামী সূর্যের আলো আরও একবার মেঘ-সমান-উঁচু কলোসাসটিকে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল। পৃথিবী নড়ে উঠে গ্যালারিগুলো ধসে পড়তে শুরু করার আগে, উঁচু থেকে পাথর, আবর্জনাসহ গড়িয়ে পড়া শুরু করার আগে, সেই সঙ্গে কাঠের শেড আর মানুষসহ। একটা উপসাগর কিংবা সাগরের কিনারায় দাঁড়িয়ে টাওয়ারটা, পেইন্টিংয়ের ডানদিকের নিচের কোণে। বন্দরে গোটাকতক জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, আরেকটা জাহাজ খোলা পাল নিয়ে এগিয়ে আসছে উপকূলের দিকে। গ্যালারিগুলোর মধ্যে মিল নেই। একটায় উঁচু পোর্টাল আরেকটায় নিচু; এখানে চারটার সারি, ওখানে দুটো।

বড় পেইন্টিংয়ের টাওয়ারটা বেশ নিচু। কেবল কোনওমতে মেঘ ছুঁয়েছে। যুগপৎ মজবুত আর নড়বড়ে লাগছে গাঁথুনি। গ্যালারিগুলো সমানভাবে বসানো, বাট্রেসগুলো ভারি এবং নিরেট। কিন্তু আস্ত আস্ত টুকরো হারিয়ে গেছে, যেন বা ঈশ্বর একপাশে, টাওয়ারটা ঠিক যেখানটায় বন্দরের দিকে বেরিয়ে পড়েছে ডান দিকে খাবলা বসিয়েছেন। ওঅটরফ্রন্টে মহা ভিড়। বেশ কয়েকটা জাহাজ নোঙর ফেলে আছে ওখানে, বাকিগুলো উপসাগরে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছে। সবুজ-নীল পানিতে ভাসছে একটা বিরাট আকারের র‍্যাফট। টওয়ারের অভ্যন্তরভাগ দেখা যাচ্ছে, জানালা আর আর্চওয়েঅলা ক্রমশ ছোট আর সংকীর্ণ হয়ে আসা একটা সর্পিলাকৃতি। সরাসরি আমাদের দিকে মুখ করে থাকা টাওয়ারের পাশে একটা আধা ভেঙে পড়া, প্রায় বোল্ডারের মত ঢাল, হয়ত তিরিশ বা চল্লিশ ফুট উঁচু। চূড়ায় বাড়িঘর আর দোকানপাট, ঠিক গ্যালারির বিভিন্ন অংশে যেমনটি আছে। অন্যান্য জায়গায়, গ্যাঙওয়ে বিশালাকার পুলি, উইঞ্চেস আর ক্রেনে অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

টাওয়ারে ঢুকে পড়লাম আমি, তৃতীয় গ্যালারি পর্যন্ত নেমে আসা বালি আর আবর্জনার পাহাড় ডিঙালাম। যেহেতু ছোটবেলা থেকেই টাওয়ারে স্মৃতি তুলে

BanglaBook.org

রাখছিলাম আমি, আমার গল্পগুলোর রাখার জায়গায় পৌঁছার আগে অনেকখানি উপরে উঠতে হল আমাকে। বেশ দেরিতে রাখার কারণে নয়, বরং জায়গাটা আমার চোখে ভাল লেগে যাওয়ায়, সর্পিলাকার করিডরের সবচেয়ে ভেতরের দিকের সিস্টেমে রয়েছে ওগুলো। বাইরে থেকে তা দেখা যায়, পরিত্যক্ত দালানোর নাজুক খোলসের মত। ওগুলো কেন, কুঠুরি আর কলুঙ্গিগুলো? টানেলের মত পাথুরে কলোসাসের চারপাশে পেঁচিয়ে চলে যাওয়া অন্তহীন করিডরের প্রয়োজন হয়েছিল কার?

আমার।

গ্যালারি থেকে গ্যালারিতে উঠতে লাগলাম আমি, দালানের মূল অংশ যেখানে আকাশ ভেদ করেছে সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত। সপ্তম বৃত্ত ওটা, ডান দিকে মঞ্চের মাঝে একটা অংশ, বামদিকে, একটা খাড়া পাথুরে ঢাল কয়েকটা পোর্টালের দিকে এগিয়ে গেছে। মাঝখানেরটা ধরে আগে বেড়ে বামে ঘুরলাম আমি। স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের মাঝখানে অন্ধকার ঝুলে আছে। মর্টারের একটা ট্রাফঅলা পিলারের পাশে জনাদুই শ্রমিক দাঁড়িয়ে। ওদের পেছনে ফেলে ডানে বাঁক নিলাম আমি, গভীর থেকে গভীরে। জ্বলজ্বলে টর্চের আলোয়, একটা শূন্য করিডর, বিছিয়ে আছে আমার সামনে। দেয়াল বরাবর ধূলিমলিন পাথুরে মেঝেয় ম্লান দাগ ঝিলিক মারছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখ ফিরিয়ে দেখলাম ওগুলো। মিনিয়েচার স্টিল-লাইফ ওগুলো, ইভের বাবা-মায়ের বাড়িতে একবার দেখা ন্যাটিভিটি দৃশ্যের সমান আকারের হবে। আমার প্রথম রূপকথা: 'ঈশ্বরের জন্যে রুটি'। কাফতান আর ইয়ারমুলকে পরা এক লোক আর তার স্ত্রী। দুটো চাল্লাহ, প্যাঁচানো শাদা রুটি বহন করছে সে। ওটার ঠিক পাশে: একটা মেসার চূড়া থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে এক লোক, যেখানে আরেক জন চৌকো ধরনের একটা কাঠের স্তূপ বানিয়েছে, আগুন ধরাতে যাচ্ছে তাতে। করিডর ধরে দ্রুত এগোলাম আমি, লাল-আলোয় আলোকিত দেয়ালঅলা অন্ধকার বাঁক। আমাদের পারিবারিক পোর্ট্রেট, চেহারাগুলো শাদা-কালো, জমে গেছে। সুইটযারল্যান্ডে যেনো। টাওয়ারের বেশ অভ্যন্তরে একটা রুমে, আমার জীবনের নারীরা পাশাপাশি বসে আছে। ওদের যখন দেখলাম, নিজেকে শূন্যতায় ভরে উঠছি বলে মনে হল। 'নিনা? এখনও আছ তুমি?'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল ও।

'এখনও শুনতে চাও?'

'অপরাধ ও শাস্তি,' আচমকা খুব স্পষ্ট স্বরে বলে উঠল ও। 'কিছুই বদলায় নি।' তারপর নীরবতা। বাড়ির চারপাশের গাছপালার শব্দ পেলাম আমি, যদিও জানতাম বাতাস স্থির হয়ে আছে।

BanglaBook.org

# এটা জার্মানি

শান্ত, স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে নিনার। নিচ্ছে, ছাড়ছে। নিচ্ছে, ছাড়ছে। নিচ্ছে, ছাড়ছে। গভীর ঘুমে আছে ও। চোখ বন্ধ করলাম আমি। ব্রুগেলের টাওয়ার আমার ভাবনা থেকে মিলিয়ে যেতে দীর্ঘ সময় লাগল। একপাশে হাত বাড়ালাম আমি, নাইট টেবিলে রাখা আমার ছোট্ট প্রদর্শনীটার দিকে, হিপ ফ্লাস্কটা পেলাম। মাথার ভেতর ঝলমল করে উঠল হুইস্কি এবং টাওয়ারের বদলে আচমকা আমি মধ্যযুগীয় একটা স্কয়্যারে একটা চার্চ দেখতে পেলাম। ওটার চারপাশে রঙিন ফ্লাডলাইট জ্বলছে, এত জোরাল যে চার্চটাকে প্লাস্টিকের তৈরি বলে মনে হচ্ছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট। ফ্রাঙ্কফুর্টের ঘটনা এটা। 'এয়ার ভাল্বটা কোথায় সে চিন্তা জাগিয়ে তোলে প্রায়,' আব্রাম গানস্‌কে বলেছিলাম আমি। আঙ্কল হারম্যানের সহকর্মী ছিল গানস্, এবং বাজারে আসামাত্র ক্লাসিকে পরিণত হওয়া নিজের লেখা বই *স্টেট অ্যান্ড সোসায়েটি*'র জার্মান অনুবাদের প্রচারণার কাজে এসেছিল সে। অন্য আরও চারজনের একটা গ্রুপের সঙ্গে ছিলাম আমরা, একটা শালীন বারের খোঁজ করার জন্যে আগে বেড়ে ছিলাম। 'এই প্রশ্নটাই সব সময় আমাকে কৌতূহলী করে রাখে,' বলেছিল সে, 'জার্মানির সবকিছুর তুলনায়।' ফ্লাডলাইটের আলো লাল, হলুদ আর নীলের কুয়াশায় জড়িয়ে ফেলেছিল আমাদের। আলোর হেঁয়ালির মধ্যে দিয়ে মাথা নুইয়ে এগোলাম আমরা এবং অন্ধকারে ফিরে আসার পর অ্যাম কার্চপ্লাটয্ নামে একটা *স্টিউবে*'র ওক ফাসাডে খুঁজে পেলাম। দলের উদ্দেশে হাত নাচাল গানস্, তারপর সুইংগিং ডোরের ছায়ায় ডুব মারল।

সহসা ওকথা কেন ভাবতে গেলাম? পাকস্থলীতে হুইস্কির মৃদু জ্বালুনি টের পেলাম আমি। জেমসন'স। ওখানে, ওই বারে জেমসন'স পান করেছিল গানস্। আমার ম্যাডেলেইন: আইরিশ হুইস্কির সুবাস।

বারের মাঝখানে একটা গোল টেবিলে বসেছিলাম আমরা, পলিয়েস্টার শার্ট পরা একজন ওয়েইটার আর জনাদুই মৃদুস্বরে আলাপরত ইটালিয়ান-জার্মান দেখছিল আমাদের। অক্টোবরের শেষ সময় ছিল, কিন্তু এরইমধ্যে টেবিলের মাঝখানে একটা প্লাস্টিক ক্রিসমাস রিদ রাখা হয়েছিল। আমরা হেফে, হোয়াইট ওয়াইন, আর জেমসন'স পান করেছিলাম। ঔপন্যাসিকদের এই দলে আমি আর গানস্ ছিলাম

BanglaBook.org

বহিরাগত: সে একজন সোসিওলজিস্ট, আমি রূপকথা লিখিয়ে। র‍্যাফটারগুলোর নিচে গাঢ় গোধূলি ঝুলছিল। কেউ একজন বলছিল এইরকম আবহাওয়া তার মনে 'ক্রিসমাস ব্লুজ' জাগিয়ে দিয়েছে এবং তারপর কোনও এক জার্মান গ্রামের ক্রিসমাস উৎসবের স্মৃতিচারণ করতে লেগে গিয়েছিল সে, যেখানে স্টলে গ্রিনারি আর চেরুব আর মোমবাতি বিক্রি হয়েছে। শিউরে উঠলাম আমি। আমার দিকে তাকিয়ে গানস্ বলেছিল, 'তোমার কি জানা আছে যে হারম্যান সবসময় বলে জার্মান ক্রিসমাসই একমাত্র আসল ক্রিসমাস?' পরিহাসের দৃষ্টিতে ভারি ছিল তার চোখ। 'আমরা সবসময় একই মত পোষণ করি না।' ক্রিসমাস সম্পর্কে আমার ধারণা জানতে চাইল সে। 'মিকি'স ক্রিসমাস ক্যারলে আঙ্কল স্ক্রুজ ম্যাকডাক,' বললাম আমি। 'বিং ক্রসবি। "হ্যাভ ইয়োরসেলফ্ আ লিট্‌ল মেরি ক্রিসমাস" গাইছে ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা। ফায়ারপ্লেসের ওপর স্টকিংস।' অন্য কে যেন দুনিয়ার আমেরিকান সম্পর্কে মন্তব্য করল। আমি মুখ খুলতে যাব, এমন সময় গানস্ বলল সে কি সম্পর্কে কথা বলছে হারম্যানের জানা আছে। আমাদের যে কারও চেয়ে, হয়ত এমনকি খোদ জার্মানদের চেয়েও ভাল করে এই দেশটাকে চেনে ও। ভুরুজোড়া বেশ উপরে তুলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। 'কথাটা সত্যি,' বলল গানস্। 'এখানকার আগ-পাছ-তলা সবই জানে ও।'

সেরাতের গভীরে টেলিফোনের শব্দে জেগে উঠলাম আমি। ওটার নাগাল পেতে খানিকটা সময় লেগে গেল। রিসিভারের ভেতর দিয়ে গানসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, মনে হল যেন অন্য কোনও মহাদেশ থেকে কথা বলছে, যদিও ওর হোটেল রুমটা ছিল সরাসরি ঠিক আমার মাথার ওপর।

'আজ সন্ধ্যায় তোমার প্রতিক্রিয়া থেকে যদি আমি ভাবি যে হারম্যান কেন এত ভাল করে জার্মানিকে চেনে তুমি জান না, তা ঠিক হবে তো?'

'ব্রাম,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ।'

আলো জ্বেলে দেয়ালের সঙ্গে বালিশে ঠেস দিলাম আমি। 'কিছুই জানি না আমি।'

'এ সম্পর্কে তোমাকে কখনও কিছু বলে নি ও?'

'কেবল আমাকে শেখানোর চেষ্টা করার সময়ই কিছু বলে হারম্যান।'

ফোনটা তুলে নিয়ে এক বোতল কোকের জন্যে মিনি-বারের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। বাইরে নীলাভ আলোর ঝিলিক। ফার কোট, রোলেক্স ঘড়ি আর সুইস চকোলেটে ঠাসা শপিং স্ট্রিট, কায়জারস্ট্রাসের পার্শ্ববর্তী একটা সাইডস্ট্রিট ওটা। রাস্তার এপাশে দোকানপাট, হোটেল আর গোটা দুই বাড়ি। উল্টোদিকটা দেখে মনে হয় যেন এইমাত্র একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে ওখানে।

'শিবিরগুলো মুক্তকারী ইউনিটগুলোর সঙ্গে একজন গবেষক হিসাবে পাঠানো হয়েছিল ওকে। একটা মিসবিগটেন প্ল্যান। এমনসব ভয়াবহ ব্যাপার-স্যাপার

BanglaBook.org

দেখেছিল ওরা অর্থ খাড়া করার জন্যে একজন স্কলারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ওদের। বার্জেন-বেলসেনে গমনকারীদের অন্যতম ছিল হারম্যান। একটা ইনফার্নো ছিল ওটা। জানুয়ারির শেষ দিকে ২২,০০০ বন্দী ছিল ওখানে, ফেব্রুয়ারির শেষে ৪১,০০০, এপ্রিলের মাঝামাঝি ৬০,০০০। কিন্তু ততদিনে টাইফয়েড দেখা দিয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে ৭,০০০ মানুষ মারা গেল, মার্চে ১৮,০০০-এরও বেশি। হারম্যান যখন পৌঁছল ক্যাম্পের সর্বত্র টাল করে রাখা ছিল লাশগুলো। এমনকি কাঁটাতারের বাইরেও ছিল লাশের স্তূপ। জায়গা ফুরিয়ে গিয়েছিল ওদের। আর সর্বত্র পচা মাংসের দুর্গন্ধ। ব্রিটিশ সৈন্যরা সবগুলো ব্যারাক চেক করেছে, কিন্তু খাটগুলো পরখ করার সময় জীবিত আর মৃতদের আলাদা করে চিনতে পারে নি ওরা। কখনও কখনও একই বিছানায় পাশাপাশি পড়েছিল ওরা। কোথাও কোথাও মেয়েদের ক্যাপগুলোয় আদৌ কোনও বিছানাই ছিল না। মেঝেয় ঘুমিয়েছে লোকে। এত বেশি ছিল লাশের সংখ্যা যে ওগুলোকে গর্তে ফেলার জন্যে বুলডোযার ব্যবহার করতে হয়েছে ওদের। যাদের সরিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল তাদের সরিয়ে ফেলে ওরা এবং ক্যাম্প পুড়িয়ে দেয়। হারম্যান ছিল ওখানে। জার্মান কমানডেন্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও। গার্ডদের যখন জোর করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওরা কী করেছে দেখতে বাধ্য করা হয়, ও ছিল সেখানে। কোনওরকম দুঃখবোধ ছিল না ওদের, বলেছে ও। সহানুভূতির লেশমাত্রও না।

'নাথান, এই দেশটাকে ও দুর্দশার কূপ, অশুভের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে দেখেছে। কিন্তু তারপরও যুদ্ধের পর এখানে ফিরে এসেছে। ও বিশ্বাস করত জার্মানদের ওদের অপরাধ নিয়ে একাকী ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না আমাদের, ও বলেছিল: "রোমান্টিসিজম হচ্ছে জার্মানির অভিশাপ। ওরা ওদের নিজস্ব অস্তিত্বহীন অতীতকে রোমান্টিসাইজ করেছে, ওরা ভবিষ্যৎকে রোমান্টিসাইজ করেছে। একইভাবে ওদের অপরাধবোধকেও রোমান্টিসাইজ করতে দেয়া চলবে না।"'

হোটেলের ঠিক উল্টোদিকে বাজেভাবে বাযার ইস্তাম্বুল লেখা একটা সাইনবোর্ড-অলা বিরাট বিল্ডিং রয়েছে। সামনের অংশটুকু কালচে হয়ে গেছে ওটার, জানালাগুলো ভাঙা। আরও আগে সেদিন সন্ধ্যায়, দালানের বাইরের পেভমেন্টে কার্পেটিংয়ের একটা রোল দেখেছি আমি। রোলটা এখন চলছে। একটা মাথা বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনের অংশে ভয়ে ভয়ে জ্বলতে থাকা নীল বাতির দিকে তাকাল। রাস্তার মাঝখানে দরজা খোলা অবস্থায় পাঁচটা পুরনো পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আন্দাজ পনের ফুট দূরে, গোটাকতক পুলিসম্যান লেদার জ্যাকেট পরা তিনজন লোকের দিকে অস্ত্র তাক করে আছে। কার্পেট রোলের ভেতরের মাথাটা মৃদু নড়ল তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। দূরে সাইরেনের আর্তনাদ উঠল। কোক খেতে খেতে ছবি দেখতে লাগলাম আমি। সহসা কায়জারস্ট্রাসেতে দেখা ভিখেরিদের কথা মনে পড়ল আমার: ন্যাকড়া জড়ানো দীর্ঘদেহী তিনজন লোক। একদম সোজা হয়ে জুয়েলারি শপের সামনে দাঁড়িয়েছিল ওরা, একেবারে অনড়, ওদের উঁচানো ডানহাতগুলো তিনটা বাটির মত।

BanglaBook.org

চুপ হয়ে ছিল গানস্। লাইনের নীরবতা আমাদের মাঝখানের দুটো তলার চেয়ে আরও বেশি দূরত্বের কথা বোঝাল যেন।

'আমি আবার ঘুমোতে যাচ্ছি, ব্রাম।'

খানিক পরে জবাব দিল সে। 'হ্যাঁ,' বলল। 'হ্যাঁ।'

কোক শেষ করে আবার হামাগুড়ি মেরে বিছানায় উঠে এলাম আমি। ঘুমিয়ে পড়ার পর ফ্রাঙ্কফুর্টে নিশাচরের মত ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতি ধীর-গতি জ্বলোচ্ছ্বাসের মত বয়ে গেল আমার ওপর দিয়ে। নিওনের আলোয় আলোকিত অন্ধকারে একটা ট্যাক্সি। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ড্রাইভার: হাবিব! হাবিব। 'ইন্ডিয়ান অ্যামব্যাসেডরের গাড়িতে, দাগ বসিয়েছ তুমি, স্যার!' পড়ন্ত টাওয়ার, রাস্তাগুলো পিঠ বাঁকা করে ইউ-বানের গভীর থেকে উঠে আসছে, রাতের আকাশের ধ্বংসাবশেষ। কংক্রিটের গোর্জের ভেতর দিয়ে। কাত হয়ে থাকা সমতল, সুয়েরস থেকে বেরিয়ে আসা গর্জনশীল গাড়ি। পাকখাওয়া বিগ ম্যাককার্টন। উত্তর থেকে দক্ষিণে, আর পুব থেকে পশ্চিমে।

আমার বেখাপ্পা স্বপ্নের মাঝখানে রাত দুভাগ হয়ে গেল। দিন হল, তারপর আরও একবার রাত হল।

আব্রাম গানস্‌কে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমি। সে বলল: 'এটা জার্মানি।'

যেনো কখনও আর দেখা দেয় নি। না: 'এটা খুবই ঠাণ্ডা একটা দেশ।' আমার চেনা প্রত্যাখ্যানও নয়: 'এটা তুমি নও।' হার্থের ঔজ্জ্বল্য কমে গেছে, ঠাণ্ডা লাগছে বেশ, ফোর-পোস্টার খাটের ওপর নুয়ে এসেছে রাত। নিনার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগলাম আমি, আমার ভাইয়ের প্রেতাত্মার অপেক্ষা করলাম আর খানিক পর পরই ঢলে পড়তে লাগলাম ঘুমে এবং আধা-স্বপ্নে টুকরো-টুকরো স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগল: ফ্রাঙ্কফুর্ট, আমেরিকা, ওয়েলস, সোফি, রটারড্যাম, ম্যানহাটান। রাত পুরোপুরি গভীর হওয়ার পর আর পুরোপুরি ঘুম এল না আমার। চোখের ওপর ছায়ার মত ঘুমঘুম ভাবের নড়াচড়া টের পেলাম আমি। আমার সামনে আমি আর ইভ যেখানে থাকতাম সেই বাড়ির সামনের দৃশ্য দেখতে পেলাম। ক্রমশ ওপরে উঠে যাওয়া টিলা, ওগুলোর মাঝখান দিয়ে বহমান নদীর ধূসর ফিতে আর উপত্যকার দূরবর্তী ধারে ছোট, শাদা দোকান। ছবিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। রাত নামল। আমার পেছনে কান্ট্রিসাইডে ডুবে গেল সূর্যটা (যেন টিলার চূড়ায় রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছিল ওটা), আমার পেছনে দিনের আলোর শেষ রশ্মিটুকু যেন একসঙ্গে নেমে গেছে নীল, হলুদ, কমলা আর পিঙ্গল ছায়াময় তৃণভূমিতে। ভাসছি আমি। জনমনিষ্যিহীন এক পৃথিবীর মাথার ওপর একজন পরিব্রাজক আমি, যে পৃথিবীতে কখনও কেউ বাস করে নি।

BanglaBook.org

পর্দায়, বিষণ্ন জমিনের ওপর ঝুলছে ফ্যাকাশে চাঁদ, আইলের ওখানে ফার্স্ট ক্লাসের একমাত্র অন্য যাত্রীটি গভীর ঘুমে ডুবে আছে। খানিক পর পর প্লেনটার অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে যাওয়া টের পাচ্ছিলাম আমি। মেঝে কেঁপে উঠছে, আর আলুমিনিয়ামের খোলস জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে একটা অশুভ কম্পন, যেন চিটাগুড়ের মত ঘন রাতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্লেনটা।

পাশাপাশি বসেছিলাম আমরা, জানালার দিকে ইভ আর আইলের দিকে আমি। নীরবে পর্দার দিকে তাকিয়েছিলাম আমরা। মাঝেমাঝে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসছি, যার ফলে কথা বলার প্রয়োজন হয় নি আমাদের।

সিনেমাটা মাঝামাঝি পর্যন্ত শেষ হবার পর নীরবতা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠায় ঘুমিয়ে পড়ল ইভ। কর্নফ্লাওয়ার-ব্লু সিটে পিঠ সোজা করে বসেছিল ও, মনে হচ্ছিল বুঝি তখনও সামনের অ্যাডভেঞ্চার দেখছে, কিন্তু ওর চোখজোড়া ছিল বন্ধ, চেহারাটা কাঁচের মত ফাঁকা। সামনে ঝুঁকে আস্তে করে হেডফোন খুলে ফেললাম আমি। ওর ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল, কিন্তু ঘুম থেকে জাগল না সে। একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল।

'একটা ড্রিঙ্ক দেব তোমাকে, মিস্টার হল্যান্ডার?'

একজন স্টুয়ার্ডেস, দেখে মনে হল যেন এইমাত্র মোড়ক খুলে বের করে আনা হয়েছে। আমার ওপর ঝুঁকে পড়ল সে।

'হুইস্কি, বরফ ছাড়া, খানিকটা পানিসহ।'

ইভের দিকে তাকিয়ে স্টকের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নাম বলে গেল সে। পছন্দমত বেছে নিলাম আমি, এবং আমার ফরমাশ নিশ্চিত করার জন্যেই যেন হাসল সে। আমিও হাসলাম। মিনিটখানেক পর একটা প্রেসার ন্যাপকিনের ওপর গ্লাস নিয়ে ফিরে এল সে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। একটা ব্ল্যাঙ্কেটও নিয়ে এসেছে সে, ওটা ইভের গায়ের ওপর মেলে দিয়ে আলতোভাবে চারপাশে গুঁজে দিল।

'ফিল্মের বাকি অংশটুকু দেখতে চাও?'

পর্দার দিকে নজর ফেরালাম আমি, চারজন নীরব লোক হাড় জিরজিরে ঘোড়া হাঁকিয়ে একটা জরাজীর্ণ মরুশহরের বিরান মেইন স্ট্রিট বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে। মাথা নাড়লাম আমি।

স্টুয়ার্ডের বিদায় নেয়ার অল্পক্ষণ পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল ছবিটা। খুদে বাল্বের আভায় ঢাকা পড়ল কেবিন। পাশে তাকালাম আমি, জানালার দিকে, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না।

জেএফকে-তে বিদায় নেয়ার সময় আমাদের আলিঙ্গন করেছিল ম্যান্নি, যেমন লেকে বলে, নিজের বুকের সঙ্গে। আমাদের চারপাশে গমগম করছিল ডিপার্চার হলটা। ইন্টারকম থেকে নেমে আসছিল কণ্ঠস্বরের মেঘ, পটভূমিতে চাকার ওপর স্যুটকেসের ঝনঝনানি আর জেট এঞ্জিনের দূরাগত আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

'এটা হয়ত আমাদের শেষ বিদায় নেয়া,' বলল সে।

একথা শুনে আমার কলজেতে যেন কামড় লাগল।

'কী বলছ তুমি?' খুবই হালকাচালে, বেশ প্রফুল্লভাবে চেঁচিয়ে উঠেছি আমি। '***কেএলএম***-এ করে যাচ্ছি আমরা।'

স্বস্তির হাসি শোনা গেল। কিন্তু আমরা তিনজনই জানতাম কী বোঝাতে চেয়েছে ও। বয়স হয়ে আসছে ওর, আমরা ইউরোপে ফিরে যাচ্ছি, আর...

হাই তুলে চোখ ডলল ইভ। 'ঈশ্বর,' বলল ও। 'প্লেনে চরতে ঘৃণা করি আমি।' অটোম্যাটিক পাইলটে ঘুমের তলে জন্ম নিল ও। আমরা বিদায় নেয়ার ঠিক আগে আধখানা মোগাডন খেয়েছিল ও, প্লেনে অবস্থানের পুরু সময়টায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে, এই আশায়। ওর এখন জেগে ওঠার কোনও মানে নেই। সব সময়ই আধঘণ্টা ঘুমানোর পর জেগে উঠে ও, যেন ফের সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ার আগে চারপাশটা একবার দেখে নেয়ার দরকার আছে ওর। আমি যখন জানতে চাইলাম ব্ল্যাঙ্কেটে বেশি উষ্ণ কিনা, চোখ কোঁচকাল ও, কিন্তু জবাব দিতে পারার আগেই আবার বুজে এল ওর চোখজোড়া। ভুরুজোড়ার মাঝখানের কুঞ্চন মিলিয়ে গেল। যেন কেউ একজন ওর মুখের ওপর একটা পর্দা টেনে দিয়েছে: ওর অভিব্যক্তি কোমল আর গোলগাল হয়ে গেছে, চেপে রাখা ঠোঁট শিথিল হয়ে এসেছে। ও আরও গভীর ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গেল, বুকে একটা বেদনা অনুভব করলাম আমি।

১৯৭০ সালে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই আমার কখনও এক মুহূর্তের জন্যও এমন মনে হয় নি যে ওর কাছ থেকে আমাকে কিছু গোপন রাখতে হবে। আমি জানি, খুব সহজে স্বস্তি বোধ করার মত মানুষ আমি নই, কিন্তু ইভের বেলায়, সারাজীবন ধরে যে শান্তির সন্ধানে ছিলাম আমি তারই খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। এক গ্রীষ্মে আমি ইপস্যুইচের একটা পার্কে ঘুরে বেড়ানোর সময় একটা ট্যুরিস্ট অফিসে হাজির হওয়ার পর জানাশোনা হয় আমাদের, ওখানেই চাকরি করত ও। আমি কোত্থেকে এসেছি জানতে চাইল ও। যখন ওকে বললাম নেদারল্যান্ডস্ থেকে, বিস্মিত হল ও। আমাকে স্থানীয় আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানের রুট-অলা একটা ম্যাপ আর গোটাকতক ব্রোশার দিল ও। তারপর ঠিক যখন বিদায় নেব, ওর কাছে জানতে চাইলাম আমার সঙ্গে ও ড্রিঙ্ক করবে কিনা। সদ্য পরিচিত কোনও মেয়েকে এধরনের কথা বলার সাহস সেবারই প্রথম দেখিয়েছি আমি। মুহূর্তের জন্যে আমার দিকে তাকাল ও এবং তারপর মাথা দোলাল, ঠিক যেন আমি কোনও সাপ্লায়ার যে কিনা এক রকম যেরক্স পেপার ডেলিভারি দেয়ার পর জানতে চাইছে পরের সপ্তাহে একই জিনিস আবার নিয়ে আসবে কিনা।

এক রোববারে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা। গাড়িতে ওর পাশে বসেছিলাম আমি, আমাদের সামনে পরিত্যক্ত একটা রিবনের মত বিছিয়ে থাকতে দেখেছি অ্যাসফল্ট। গাড়ি নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠলাম আমরা, নামলাম, ঝোপঝাড় আর

BanglaBook.org

দেয়াল পেরিয়ে একটা সংকীর্ণ নিচু রাস্তা ধরে এগোলাম, বাঁক ঘোরার আগে হর্ন বাজাল ওখানে ইভ। 'প্রত্যেক উইকএন্ডে এখানে আসি আমি,' বলল ও। 'আমি বলি, এটাই ইংল্যান্ডের সেরা জায়গা। হয়ত ভুল বলি, জানি না, ইংল্যান্ডের বহু জায়গা আছে আমি দেখি নি, কিন্তু তবু... এই যে এসে গেছি।'

একটা ছোট ভিলেজ পাবের সামনে থামলাম আমরা। একেবারে কিনারায় গাড়িটা পার্ক করল ইভ, তারপর ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমরা। নাঙা, ফাঁকা একটা জায়গা, রঙহীন কাঠের মেঝে, নড়বড়ে গোল টেবিলে ফুলের নকশাঅলা কাপড় পরা মেয়েদের সঙ্গে ক্যাপ মাথায় লোকজন চুপচাপ বসেছিল; আর কালো কাঠে বানানো একটা বার, টাটকা গোবরের মত চকচক করছিল। বারের দিকে এগিয়ে গেল ইভ, পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাকে সম্ভাষণ জানাল। সংক্ষিপ্ত আলাপ করল ওরা। তারপর আমার দিকে তাকাল মহিলা, মাথা দোলাল। পাল্টা মাথা দোলালাম আমি। আনুমানিক তিন মিনিট পর ইশারা করল ইভ, একটা সাইড ডোর গলে বেরিয়ে এলাম আমরা– একটা ছোট বাগানে, ঘাস ছাঁটা ছিল না ওটার। একটা শাদা কাঠের টেবিলে বসলাম আমরা, ইভ যার সঙ্গে কথা বলেছিল সেই মহিলা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসতে শুরু করল। টেবিল পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইভ আর ল্যান্ডলেডি টুকরো টুকরো সংবাদ আদান-প্রদান করতে লাগল। চোখ বন্ধ করে শুনে গেলাম আমি, আমার মুখের ওপর রোদের ছোঁয়া।

দশ মিনিটের মধ্যেই প্লেট, কাঁটা চামচ, স্কোন আর স্পঞ্জের প্ল্যাটার, স্যান্ডউইচ আর ক্রিমের সাগরের কারণে আলাদা হয়ে গেলাম আমরা। চা ঢালল ইভ। পুরু সবুজ কাপ থেকে পান করলাম আমরা।

'তা ইংল্যান্ড সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?'

'এটাই অক্সিডেন্ট,' বললাম আমি। 'যেখানে ইউরোপিয় সূর্য অস্ত যায়। লন্ডনে একবার একজন ট্র্যাম্পকে দেখেছিলাম। সেলাই ছিঁড়ে যাওয়া একটা বিরাট কোট গায়ে দেয়া বিশাল কালো মানুষ, পায়ে বিরাট জুতো, অবশ্যই ফিতে ছিল না, ইঁদুরের মত দাড়ি, মুখে ফ্রস্টবাইটের ছাপ।'

'ফ্রস্ট...

'ফ্রস্টবাইট। কালচে ছোপ, যেন পুড়ে গিয়েছে। সাধারণত কেবল এস্কিমো আর ল্যাপস কিংবা পাহাড়ে দুর্ঘটনায় পড়া অস্ট্রিয়ানদের মুখেই দেখতে পাবে এটা। আমি বুঝতে পারি কিছু কিছু লোক অন্যদের চেয়ে কম ভাগ্যবান, কিন্তু এখানে আসার আগে, যে দেশটিকে আমি... আমি পশ্চিম ইউরোপিয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠভূমি হিসাবে দেখি, যে দেশটা দীর্ঘদিন ধরে সমাজতন্ত্রীরা পরিচালনা করেছে... ততটা গভীরভাবে চিন্তা করি নি। গোড়াতে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, দেশটা কনজার-ভেটিভদের, ওরাই দেশটা গোল্লায় যাবার জন্যে দায়ী, কিন্তু ট্র্যাম্পটাকে দেখার পরদিন বার্মিংহামে পৌঁছাই আমি এবং তারপর দিন ম্যানচোস্টরে। যেন সময়ের পেছন দিকে যাত্রা করেছিলাম আমি। শতাব্দীর সূচনা ক্ষণে। বাতাসে কার্বন

BanglaBook.org

মনোক্সাইডের গন্ধ, রাস্তাঘাট নোংরা, সর্বত্র পড়ে আছে কার্ডবোর্ড বাক্স, ফ্যাকাশে শীর্ণ ছেলে-মেয়েরা চুপসানো বল নিয়ে খেলছে। দালানকোঠায় শ্যাওলা ধরেছে, জানালাগুলো ভাঙা, কালো চিমনিগুলো দিয়ে এখন আর ধোঁয়া বেরোয় না, ওগুলোর বেশিরভাগেরই প্রায় ভেঙে পড়ার দশা। দেয়ালগুলো সাহায্যের খাঁটি আর্তিতে ঢাকা ছিল। এইসব "করোনেশন স্ট্রিটে"র কোথাও একটা ফাঁকা দেয়াল দেখেছি আমি, রঙ দিয়ে গোলপোস্ট আঁকা ওটার গায়ে, এবং তার ওপরে: আমাদের বাঁচাও। পরিত্যক্ত কারখানা, দূষিত নদী, ন্যাকড়া গায়ে মানুষ। ঈশ্বর, মানে, আমি ফোর্ড ম্যাডকস ফোর্ড আর ওয়াহ আর বারবারা পিম পড়েছি এবং সেই দেশে এসেছি, কিন্তু কোনও কিছুই আমি যেমনটি আশা করেছিলাম তেমন নয়। এর পুরোটাই কনজারভেটিভদের দোষ হতে পারে না। জায়গাটা তার চেয়ে অনেক বেশি রসাতলে গেছে।'

'তুমি কেবল দেশটার অংশ দেখেছ।'

'ওহ্, কেন্ট-আর ইস্ট অ্যাঙলিয়াতেও গেছি আমি, আপাত অন্তহীন কান্ট্রি লেনে গাড়ি চালিয়েছি, প্যাস্টেল-রঙ কটেজঅলা গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। অসাধারণ পুরনো পাব দেখেছি আমি যেখানে এখনও হাতে বিয়র টানে, যেসব জিনিসের জন্যে তোমরা ইংরেজরা গর্বিত। কিন্তু লন্ডনের ওই ট্র্যাম্পটার কথা ভুলি নি এখনও। কেবল তাকে দেখি আমি, খানিকটা কুঁজো হয়ে থাকা বিশালদেহী মানুষ, তিনটা নোংরা দেয়ালঅলা একটা কার পার্কে, কোণায় আবর্জনা স্তূপ হয়ে আছে, নগ্ন মেয়ে মানুষের ছবিঅলা পত্রিকা গড়াগড়ি যাচ্ছে পেভমেন্টের ওপর। পচা সব্জির দুর্গন্ধ। ইংল্যান্ড, ইউরোপের ভবিষ্যৎ।'

'একটু কি বাড়িয়ে বলছ না?'

মাথা নেড়েছিলাম আমি।

কিন্তু ওখানে ঘাসের ওপর ওকে আমি ইপস্যুইচে কখন চার্চের ঘণ্টাধ্বনি শুনেছি বলি নি। এক রবিবার বিকেলে, পাঁচ কি ছটার দিকে হবে, জনমানবহীন রাস্তায় নিচু হয়ে জ্বলছিল সূর্যটা। নীরব, গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে, মাঝে মধ্যে এক আধজন পথচারী। বাস স্টেশনের পাশের একটা ভয় জাগানো পাবে অর্ধেক ল্যাগার পান করেছি আমি, তারপর হাঁটতে হাঁটতে শহরে ঢুকেছি। এবং বুকশপের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় রাস্তার শেষ মাথায় ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বিরাট একটা ব্রোঞ্জের বলের মত রাস্তা বরাবর গড়িয়ে এল আওয়াজটা। ভারি নিখাদ বাড়িগুলোর মাঝখানে প্রতিধ্বনি তুলল। শব্দ লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করলাম আমি, এমন সময় বেশ দূরে আরেকটা ঘণ্টার প্রথম অস্থির শব্দ কানে এল, অরেকটু উঁচু লয়ের। এবং তারপর আরেকটা শব্দ শুনলাম আমি, আরেকটা এবং আরেকটা। বেশ কয়েক মিনিট ধরে কয়েক ডজন চার্চের ঘণ্টার ধ্বনি রাস্তায় রাস্তায় প্রতিধ্বনি তুলে চলল। শব্দটা কোত্থেকে আসছে তা আর বোঝার উপায় রইল না আমার। পেছনে, সামনে, আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে, লাফিয়ে উঠছে পেভমেন্ট

BanglaBook.org

থেকে। কোনও মানুষ নেই ত্রিসীমানায়। যেন এই শহরে আমি একেবারেই একা, যেখানে সমস্ত কিছুই শব্দ, শব্দের সর্পিল পতাকা। আমার পায়ের নিচে রাস্তাটা বাঁক নিতে শুরু করল, বাড়িঘর মিলিয়ে গেল, গোটা শহরটা পরিণত হল শব্দের ঘূর্ণিপাকে।

'না,' বলেছিলাম আমি, যখন ইভ বলল যে দেশটা একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক, অনেক ভাল হয়ে উঠছে আসলে। 'না, পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে না। ইংল্যান্ড একটা উদাহরণ। এটা আমাদের দেখাচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই ভেঙে পড়ে। এটা প্রকৃতির আইন, মানুষ থেকে তুচ্ছ জিনিস পর্যন্ত: জন্ম, বেঁচে থাকা, মৃত্যু। অনিবার্য ধ্বংস।'

ভুরু উঁচিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল ইভ।

'জোসেফ ডি মেইস্টর্,' বললাম আমি। '*লেস নুইটস ডি সেইন্ট পিটার্সবর্গ*।'

সেদিন বিকেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলাম আমি, চারপাশে ফুলেভরা ঘাস আর লম্বা প্রাইভেট দেয়াল, আবছাভাবে মনে হচ্ছিল এখানেই চিরদিন রয়ে যেতে পারি আমি, যেন একটা হ্যারিকেনের ভেতর দিয়ে এসে ঝড়ের চোখে পড়েছি যেখানে সমস্ত কিছু শান্তিময়, সবকিছু স্থির। জন্ম, বেঁচে থাকা, মৃত্যু, এখানেই আছে সব, কিন্তু অন্যরকম। এখানে তা স্বাভাবিক বিকাশ, ঘাস বেড়ে ওঠে তারপর বীজে পরিণত হয়, পাখিরা আকাশে উড়ে যায় আর মাঝপথে বাজপাখির কাছে ধরা পড়ে, দিগন্তে চোখ মেলে মাঠে বসে থাকে খরগোশ আর ওয়েইসেলের হাতে আক্রান্ত হয়। লন্ডন, বার্মিংহাম আর ম্যানচেস্টারে ব্যাপারটা হচ্ছে পচন, পচা লাশের গায়ে ম্যাগটের কিলবিল করা। এখানে, একই প্রক্রিয়া কান্ট্রিসাইডের শান্তিময়তার কল্যাণে কোমল রূপ পেয়েছে। একই রকম, কিন্তু গ্রহণ করা সহজতর।

আধাআধি চা খাওয়ার পরই আকস্মিক বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল আমাদের। তাড়াহুড়ো করে নিয়ে আসা একটা ছাতার নিচে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা, আর আমাদের চারপাশে ঝরে পড়ছিল বৃষ্টির ধারা। পাতলা সুতি পোশাক পরা ইভ শিউরে উঠছিল। এমন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল যে পাবটা দেখতে পাচ্ছিলাম না আমরা। একটা বিশেষ মুহূর্তে দুজনই পাশে চোখ ফেরালাম আমরা, সোজা পরস্পরের চোখের দিকে এবং বুঝে গেলাম ব্যাপারটা ঘটে গেছে।

ছুটির বাকি দিনগুলো শহরের আশপাশেই কাটিয়ে দিয়েছি আমি। প্রায় রোজই দেখা হত আমাদের। ব্যাপারটা যেন এমন ছিল যে ইভ আমাকে আমার মনের হিম ঘর থেকে বের করে নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ওর চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করছিলাম, বুঝতে পারছিলাম যে জগৎ দেখার মত। পাহাড়ের মাথায় জট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা, যেন ক্ষুদে বুড়ো মানুষেরা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে; আকাশ নীল, মেঘগুলো একেবারে অ্যামব্রশিয়া চালের মত সাদা। ইংলিশ সামার ছিল সেটা: কিচিরমিচির করা পাখি, রাস্তা বরাবর দেয়ালের ওপর সূর্যের আলোর ঝলকানি, যে পথ দিয়ে ইভ যেখানে চা খেতে পছন্দ করত সেইসব গ্রামের দিকে চলে গেছে,

BanglaBook.org

দুপাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ফার্মল্যান্ডের অংশ। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূট্টার গাছ, প্রাচীন ব্রোঞ্জের পাকা হলদে রঙ। এখানে-ওখানে এক আধটা ট্রাক্টর অপেক্ষা করছে ক্ষেতে, তো ওটার রঙ কেমন ছিল বলা অসম্ভব; আর মাঝে মাঝে, বেশ দূরে দেখা যায় দীর্ঘ সংকীর্ণ টিলা যেখানে ওক আর বীচ গাছ জন্মেছে।

নিজেকে আমার অপারেশনের পর চোখ খুলে প্রথমবারের মত দেখছে এমন কোনও অন্ধ লোকের মত মনে হল। সবকিছুই নতুন, সবকিছু পরিষ্কার, টাটকা, সবকিছু সমানভাবে অসাধারণ।

ইভের ফ্ল্যাটে আমার বিদায়ের সন্ধ্যায় চুমু খেয়ে বিদায় নিয়েছিলাম আমরা, মাসখানেকের মধ্যে ফিরে আসব বলে কথা দিয়েছিলাম। ছয় মাস পর ওয়েলসের একটা উপত্যকায় বাস করছিলাম আমরা, ওখানে স্থানীয় ট্যুরিস্ট অফিসের ডিরেক্টর হয়েছিল ও। এর অল্পদিন পরেই বিয়ে করি আমরা আর আমি অক্সিডেন্টের অধিবাসী হয়ে যাই, যে দেশের দিকে এখন এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

ইভ ঘুমিয়ে আছে আবার ঘুমোচ্ছে না। জানি আবার জেগে উঠবে ও, যেভাবে উঠেছিল ও, কিন্তু স্পষ্টত এখনও চোখ খুলতে তৈরি নয় ও। ঘুমের জোয়ারকে নিজের ভেতর দিয়ে বয়ে যেতে দিচ্ছে ও, সামনে-পেছনে, সামনে-পেছনে, ধীর এবং আনন্দদায়ক। স্বপ্ন দেখছে ও, বুঝতে পারলাম, কিসের স্বপ্ন, ভাবলাম। দুদিন আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেই, একদিন সকালে ও আমাকে বলেছিল ঘুমের ভেতর কী দেখেছে। আমাকে দেখেছে ও, সোজা পিঠ, নিঃসঙ্গ, একাকী, মরুভূমির সীমানায়। গাড়িতে বসেছিল ও, উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে দিগন্ত রেখার দিকে তাকিয়েছিল আর গাড়ি থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে, ঢালু জমি আর ওর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মহাশূন্যে তাকিয়ে আছে ওর স্বামী। জমিনে বিছিয়ে আছে রোদ, রক্তের মত লাল আর সূর্যের রক্ত বয়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে, বালির ওপর দিয়ে, পাথরের ওপর দিয়ে আর... দৃশ্যটা আগে দেখা একটা জিনিসের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, বলেছে ও. একসঙ্গে আমাদের প্রথম গ্রীষ্মের মুহূর্তের কথা। চা খাওয়ার পর হাঁটব বলে ইস্ট বাবগোল্টে গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম আমরা। ওক গাছে ছাওয়া একটা টিলা বেয়ে ওঠার সময় সূর্য অস্ত যেতে দেখেছিলাম। 'দৌড়ে,' বলেছিলাম আমি, 'চূড়ায় উঠে যাও।' কিন্তু আমরা দৌড়ানোর সময় আলো ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছিল। জোরে, আরও জোরে ঢাল বেয়ে দৌড়াচ্ছি আর হাসছি, চিৎকার করছি। আমরা চূড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে তখন আর বেশি সময় বাকি রইল না। দিগন্তের দিকে তাকালাম আমরা, যেখানে প্রাচীন ইংল্যান্ড, দ্য আইল অভ গ্রামারাই-র ওপর দিয়ে কমলা আলো বয়ে যাচ্ছিল, রাজা আর্থার আর তাঁর অভিজাত নাইটদের আমল, আলোর গোলকের সামনে ধরা একটা উঁচানো তরবারি... আর ওর স্বপ্নে মরুভূমিতে, আলোর দিকে তাকিয়েছিলাম আমি, বলেছে ইভ, একেবারে একই

BanglaBook.org

ভঙ্গিতে, একা, এমন একজন পুরুষ যে কখনও একাকী হবে না। দুবারই ও ভেবেছিল রক্তলাল অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে চেয়ে থাকার সময় কেন আমাকে সবচেয়ে নিঃস্ব একাকী মনে হয়েছে। ওই আলোয় কী দেখেছি আমি? আমি কী দেখেছি যা ও দেখে নি? আর কেন কোনওদিন দেখবে না বলে অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছিল ওর?

'ওটা স্বপ্ন, ইভ, স্রেফ স্বপ্ন,' বলেছিলাম আমি। 'স্বপ্ন নিয়ে এত মাথা ঘামানোর দরকার নেই তোমার।'

'নাথান, তোমাকে চিনি না আমি, আর তুমিও চাও না কেউ চিনুক তোমাকে।' যেমন ধরা যাক, প্রথম আমি যখন যেনো সম্পর্কে বলেছিলাম, সেটা এক সন্ধ্যেবেলায়, যখন ও নিজের ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করছিল, আমাকে বলেছিল ছোট বেলায় কেমন করে প্যাশনে প্রভাবিত হয়ে অ্যাংলিকান না হয়ে ক্যাথলিক হতে চেয়েছিল। তাহলে নান হয়ে মানবজাতির নাজাতের জন্যে জেসাসের মতই কষ্ট ভোগ করতে পারত। স্পষ্টতই ওর উদ্দেশে হেসেছিলাম আমি এবং বলেছি তার প্রয়োজন নেই, যেনোই সেটা করছে। ও যখন জানতে চাইল আমি কী বোঝাচ্ছি, কাঁধ ঝাঁকিয়েছি, এবং বাইরে তাকিয়েছিলাম জানালা দিয়ে।

'কী বলতে চাইছ তুমি?' হোটেলের খাটের কিনারায় বসে থাকা ছিপছিপে ব্লন্ডের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি, ভোর সকালের অগোছাল অবস্থা সত্ত্বেও, অনন্য।

'কিছু না। শুধু তোমার সম্পর্কে এত সামান্য জানি আমি। আমি, যেমন বলেছ তুমি, "স্বপ্নটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না," কিন্তু সিম্বলিজম বুঝি আমি। তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মনের ভেতর কী চলছে তার কোনও ধারণাই নেই আমার, তোমার শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি চিনি আমি, জানি উষ্ণ আবহাওয়ায় মাথা ধরে তোমার, নাশতার সঙ্গে চা অপছন্দ কর আর... সব রকম ব্যাপার। কিন্তু এসবের আড়ালে কী আছে জানি না আমি।'

'তোমার সম্পর্কে আমি জানি মনে কর? অন্য একজন মানুষকে জানা সম্ভব বলে মনে কর তুমি?'

'এটাকে দার্শনিক বিতর্কে পরিণত করো না,' ওর পক্ষে খানিকটা তীক্ষ্ণ স্বরেই বলল ও। 'ইন্টেলেকচুয়ালাইজ করার মত কোনও ব্যাপার নয় এটা। আমাদের নিয়ে কথা বলছি আমি। পরম জ্ঞানের কথা বলছি না। আমি বাস্তব কথা বলছি যে তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি, তোমার পরিবার সম্পর্কেও না। এমনকি তোমাদের সবার নাম এমন অদ্ভুত কেন তাও বুঝতে পারি না!'

স্মৃতি আর পুঞ্জীভূত ভুল বোঝাবুঝিতে ভরা ওই কথোপকথন হয়েছিল দুদিনেরও কম সময় আগে এবং তখনও আমাদের আচরণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তার আগে পর্যন্ত আমরা ছিলাম দুজন মানুষ যারা একে অন্যকে ভালোবাসে এবং পরস্পরের ব্যাপারে নাক না গলানোর মত কাণ্ডজ্ঞান রাখে। আমাদের মাঝে তেমন আধুনিক সম্পর্ক ছিল না যেখানে পারস্পরিক বিশ্লেষণ এত অসংখ্য ক্ষতের জন্ম দেয় যে

BanglaBook.org

কেবল বেদনার স্মৃতির কারণেই একসঙ্গে রয়ে যাও তোমরা। কিন্তু আচরণবিধি, পরস্পরের মানসিক এলকায় অনুপ্রবেশ না করার অলিখিত চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে এবং এখন একটা আধা-খালি প্লেনে করে ফিরে যাচ্ছি আমরা, যেন সদ্য পরিচয় হয়েছে আমাদের।

ইভ আর আমার আন্তরিকতা নষ্ট হয়ে যাবার অদ্ভুত দিকটা হল গভীরতর কারণটা যে কী হতে পারে জানতাম না আমি। প্লেনে আমাদের বলা বা না বলা কোনও কথা নয়। সেটা স্রেফ আগে সূচিত কোনও কিছুর সমাপ্তি, এক অসাধারণ টাইপের বিদায়, আমার ভারসাম্যপূর্ণ অন্তস্থ শান্তি আর ওর অ্যাঙলো-স্যাক্সন শীতলতা, সুখী ডিভোর্সের প্যারাগন গড়ে তোলার জন্যে মিলে যাচ্ছিল।

বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল অনেক আগে, হুইস্কিতে চুমুক দেয়ার সময় ভাবলাম আমি।

পুব ইংল্যান্ডে কয়েকটা দিন কাটনোর জন্যে গিয়েছিলাম আমরা। 'একটা রোমান্টিক উইকএন্ড,' বলেছিল ইভ, যোগ করেছিল আমাদের 'ঠিক পাওনা' হয়েছে ওটা। ক্লান্ত, দারুণ ক্লান্ত ছিল ও, কিন্তু আসলে আমার নীরবতাই ছিল আসল ব্যাপার যা ঘটনা স্থির করে দিচ্ছিল। গত কয়েকটা মাসে, বলেছে ও, আমি বদলে গেছি, আগের চেয়ে ঠাণ্ডা, অনেক বিচ্ছিন্ন, আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ও, কেমন করে খানিক আগে বাড়ি ফিরে ফায়ারপ্লেসের পাশে নুয়ে পড়া আর্মচেয়ারে বসে নড়াচড়াহীন শাদা শিখার মত অন্ধকার হার্থে চিকচিক করতে থাকা কাঠের টুকরো আর ওগুলোর নিচে কাগজের দলার দিকে তাকিয়েছিলাম। আমি কী করছিলাম যখন জানতে চাইল ও, চমকে উঠেছি আমি। আগুন জ্বালানোর কথা যে ভুলে গিয়েছি সেকথা বলতে বলতে বেশ কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গিয়েছিল। 'বেশি পরিশ্রম করছ তুমি,' বলেছিল ও, 'কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও যাওয়া দরকার আমাদের।'

কোলচেস্টারের একটা মেডিয়াভেল বাড়িতে বিছানা আর খাবার পেয়েছিলাম আমরা। আমরা যখন পৌঁছাই, তখন অন্ধকার মিলিয়েছে, সবগুলো রুম ভাড়া হয়ে গেছে। আমরা আমাদের ব্যাগগুলো নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করলাম, এই ফাঁকে ল্যান্ডলেডি বুকিং রেজিস্টারে নজর বোলাল। 'আমার এখন খালি আছে কেবল,' খানিকক্ষণ পর বলল সে, 'ব্রাইডাল কটেজটা।' ইভের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ দেখিয়ে দিল সে। হোটেল থেকে পেছন-দরজা দিয়ে বেরুনোর সময় অন্ধকার গ্রাস করে নিল আমাদের, আমার মনের ভেতর একটা দৃশ্য ভেসে উঠল তখন, আমি চিনতে পারলাম না সেটা: জীর্ণ কাঠের ফ্রেমের একটা জানালা দিয়ে এমব্রয়ডারড্ আসনঅলা একটা লম্বা চেয়ার দেখলাম আমি, ইভ বসে আছে চেয়ারটায়। ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে হাসল ও। সহসা আমি ভাবলাম: আমার সঙ্গে নেই ও।

কটেজটা মূল দালানের চেয়েও পুরনো। একটা বিশাল বাতাবি লেবু গাছের ছায়ার নিচে ক্লান্ত ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে আছে, গাছের মাথাটা ছাদের ওপরেও ছড়িয়ে পড়েছে। জানালাগুলো বাম্পি গাছের ছোট ছোট বর্গক্ষেত্র। ল্যান্ডলেডি তালা খুলে

BanglaBook.org

আগে ইভকে ঢুকতে দিল। 'এই দিকে, ডিয়ার।' দোতলায় আমাদের সে প্রায় সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি একটা রুম দেখিয়ে দিল। নিচু ছাদটা কলার বীমের একটা পাখির বাসা, মেঝেয় কয়েক প্রজন্ম চলাফেরা করা প্যাটিনা বোর্ড, দেয়ালগুলো চকচকে গাঢ় ওয়েই স্কটিংয়ে প্যানেল করা। ওই রুমে ইভের চেয়ে কম বয়সী এক টুকরো কাঠও নেই বোধ হয়, আমি আর ল্যান্ডলেডি একসঙ্গে বললাম কথাটা। এক দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট ব্রাস-বেড এবং ওটার উল্টোদিকে একটা ছোট কাঠের সাইডবোর্ড। জানালার পাশে যেটা দিয়ে হোটেল চোখে পড়ে, চেস্টনাটের মত ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট টেবিল।

ল্যান্ডলেডি যখন আমাদের রেখে চলে গেল, রুমে দাঁড়িয়ে নীরবে চারপাশে নজর বোলালাম আমরা।

'বড্ড বেশি বলা যায়,' বলেছিল ইভ।

আমি মাথা দোলালাম।

'মানে, এটা প্রায় মেরি ওল্ড ইংল্যান্ডের একটা ক্যারিক্যাচার।'

'ট্যুরিস্ট অফিস এরচেয়ে ভাল কিছু করতে পারত না,' বললাম আমি।

এই লাইনেই ঘটে গিয়েছিল ব্যাপারটা। যদিও এর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানতাম যে এই একটা মামুলি মন্তব্য সবকিছু বলে দিয়েছে। পুরনো কোটের মত কাঁধের ওপর চেপে বসছে নৈঃসঙ্গ, টের পেলাম। কাঠের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম হঠাৎ করে এই হিমশীতল অনুভূতি এল কোত্থেকে। আর কিছু চিন্তা করার ফুরসত পাওয়ার আগেই শীতলতা আমার অন্তস্তলে প্রবেশ করল। মনে হল ইভ ভেসে চলে যাচ্ছে। অনুভূতিটা এত জোরাল ছিল যে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমি, যেন আমার ভেতরে একটা বিরাট কালো হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে, একটা অভ্যন্তরীণ লক নেস, যার ধীর স্রোত দুভাগ হয়ে গেছে প্রাগৈতিহাসিক দানবের দীর্ঘ মাথা বেরুনোর জন্যে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি, ডাকতে চাইলাম ওকে, কিন্তু যখন ওর দিকে তাকালাম, হাসল ও। আমতা-আমতা করে কি যেন বললাম আমি, তারপর বললাম গোসল করতে যাচ্ছি।

বাথরুমে, আয়নার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। আমার শরীর যেন একজন রুমমেট পেয়েছে যে তার নতুন পরিবেশে পুরোপুরি খাপ খেয়ে গেছে।

পরে, যখন বেডরুমে ঢুকলাম আমি, বিশাল খাটে নগ্ন শুয়েছিল ইভ। কাঁধের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকাল ও, হাসি ফুটিয়ে তুলল চোখে। ওর গোলাপি শরীর দেখলাম আমি, কাঠের গায়ে প্রতিফলিত আলোয় নরম আর কমনীয় এবং অনুভব করলাম শীতল অনভূতি পাক খাচ্ছে আমার ভেতর। ভাবলাম, লক্ষণটা এমনই হওয়ার কথা। আমাদের সুখের কাঁচের পতনের আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি।

কোলচেস্টারের ব্রাইডাল কটেজেই শুরু হয়েছিল এর। এ পর্যন্ত জানি আমি, যদিও কারণ সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও নেই আমার।

নিজেকে শান্ত রাখার প্রয়াস পেয়েছিলাম আমি, মনকে অপেক্ষা করতে বলেছি, ঘটনাপ্রবাহকে আপন গতিতে অগ্রসর হতে দাও, বলেছি, কয়েক মাসের মধ্যেই

BanglaBook.org

আমি কি চাই আর আমার কী করা উচিত জানতে পারব। এভাবেই জীবন যাপন করে এসেছি আমি, অন্যরাও আমার এই ব্যাপারটাকেই মূল্য দিয়েছে, আমি নিজে মূল্য দিয়েছি। আমার অনুভূত শীতলতা পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল। সারা পৃথিবীর পুরুষ আর নারীরা সঙ্গীর উপস্থিতিতে নিঃসঙ্গ বোধ করে। এটা স্রেফ একসঙ্গে থাকার অংশ এবং সম্ভবত সাময়িক মাত্র। এসবই জানা ছিল আমার। কিন্তু তার পরেও অপ্রতিরোধ্যভাবে পাক খেয়ে নিচের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিলাম, আমার অজানা কোনও গন্তব্যে, যেখানে যেতে চাই নি আমি। ঠাণ্ডা, কালচে হার্থের পাশে, ওয়েলসে আমাদের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে আছি, বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখছি, নদী, নিরাসক্ত ল্যান্ডস্কেপ। মাঝে মাঝে উপত্যকার ধূসর একঘেয়েমি এত জোরে আমার গলা চেপে ধরত যে আমি দৌড়ে ওপরতলায় ছুটে গিয়ে গোসল করতাম। একবার গরম পানিতে শুয়ে আছি আমি, আমার চিন্তাধারা বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে প্যানেলকরা সিলিংয়ের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল আর কষ্টদায়ক নির্ভুলভাবে ব্রাইডাল কটেজের কাঠের রুমের কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

আসনে নড়ে উঠল ইভ।

'জেগে আছ তুমি?'

চোখ মেলল ও। (কিন্তু আস্তে করে, যেমন করে থিয়েটারে আলো জ্বলে ওঠে) আমার দিকে তাকাল। 'কোনওমতে আরকি,' বলল ও।

'ড্রিঙ্ক নেবে একটা?'

মাথা নাড়ল ও।

গ্লাস তুলে চুমুক দিলাম আমি।

'একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

মৃদু হাসলাম আমি। 'কেবল বিছানায় ঘুমোই আমি। নিজের সঙ্গে একবার রফায় পৌঁছেছি আমি যে দুনিয়ায় অন্তত একটা জায়গা থাকতে হবে যেখানে নিরাপদ বোধ করব আমি। বিছানাকেই বেছে নিয়েছি আমি। যেখানে আমি ঘুমোতে পারি ।'

'অন্য কোথাও কেন নিরাপদ বোধ করতে পারবে না তুমি, এন?'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালাম। 'তুমি সত্যিই জেগে উঠেছ তো নাকি?'

মাথা দোলাল ও, পায়ের চারপাশে ব্ল্যাঙ্কেট পুনরাবিষ্কার করে ঠেলে সরিয়ে দিল। পুনরাবৃত্তি করল প্রশ্নটা।

'আমার মাকে কখনও ভাল করে দেখেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'সবকিছুর দেখাশোনা করে ও। সবকিছু মানেঃ গোটা বিশ্ব। ও যে কেবল ক্যান্ড খাবারের অন্তহীন রসদ, কোনও এতিমখানা পাঁচ বছর চলার মত টয়লেট পেপারের বাফার স্টক, আর পুরো ইউরোপ সাফ করার মত যথেষ্ট ডিটারজেন্ট মওজুদ করে রাখে তা নয়, বাকি দুনিয়ার খবরাখবরও রাখে ও। রোজ রাতে ঘুমোতে যাবার আগে মা আমার ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে, তাঁকে জানায় আর কী কী করা বাকি। অন্য লোকজন যদি মাকে অবিশ্বাসী মনে করে, সেটা সম্ভবত ও ঈশ্বরের সমালোচনা

BanglaBook.org

করে বলে। তিনি তাঁর কাজ করছেন না। তিনি তাঁর খেলনাগুলো সরিয়ে নিচ্ছেন না। ঈশ্বর তাঁর কান পরিষ্কার করেন না। আমার মায়ের কথায় কান দেন না তিনি।'

থামলাম আমি। খেয়াল করলাম কাহিল হয়ে পড়েছি। তারপর আবার বললাম, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি আমার মা ঈশ্বরেরও মা। ও কেমন করে ঘুমোয় জান?'

মাথা নাড়ল ও।

'হাত মুঠি পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে। কিড়মিড় করতে করতে দাঁত ক্ষয়ে গেছে ওর।'

'তোমারও তাই।'

'সেকথাই তোমাকে বলার চেষ্টা করছি। আমি এসেছি ওই জগৎ থেকেই, আমি ওরকমই। সবকিছু আয়ত্তের মধ্যে থাকতে হবে, কিন্তু কোনও প্লেনে কোনও কিছুই আমার আয়ত্তে থাকে না। সেজন্যেই আমি ঘুমোতে পারি না।'

আর সেজন্যেই, ইভ, ভাবলাম আমি, যখন তুমি গাড়ি চালাও, সবসময় সে তোমার পাশে দরজার ওপর স্ট্র্যাপে একটা হাত রেখে, অন্য হাত ড্যাশবোর্ডে রেখে বসে। সেকারণেই আমাদের বিয়ের প্রথম বছরে ঘুমোইনিই বলা চলে, আর ঘুমোলেও, মাঝরাতে আর্তনাদ ছেড়ে জেগে উঠেছি। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন, সারা বছর ধরে। সোজা হয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করেছি আমি। এত জোরে যে পরদিন সকালে গলা ভেঙে খসখসে হয়ে যেত। মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি এটা। মা সারাজীবন অমন স্বপ্ন দেখে গিয়েছে। মাঝে মাঝে তা আমাদের জাগিয়ে তুলত, কিন্তু কিছুদিন বাদে আমাদের আর আতঙ্কিত করতে পারে নি।

'সবকিছু আয়ত্তে রাখতে পারবে না তুমি, এন।'

'জানি।'

'আমরা, যেমন ধর, আমরা দুজন। আমাদের আয়ত্তে রাখতে পারবে না তুমি।'

দীর্ঘ সময় পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম আমরা।

'তুমি সুখী কিনা বলতে পারি না,' বলল ও।

কিঞ্চিৎ মাথা হেলালাম আমি, যেন ওপরে তাকাতে যাচ্ছি, কিন্তু চোখজোড়া ওর ওপর থেকে সরালাম না। 'আমরা একসঙ্গে থাকতে শুরু করার পর থেকে আগের চেয়ে আমি অসুখী বলে মনে কর তুমি?'

মাথা নাড়ল ইভ। 'কথা হচ্ছে,' বলল ও, 'তুমি *আগের চেয়ে সুখী নও*।'

'সুখের অস্তিত্ব নেই।'

প্রবল মাথা দোলাল ও, 'হ্যাঁ।'

'না,' আমি বললাম। 'কিছু কিছু সময় অন্যান্য সময়ের চেয়ে কম ভয়াবহ, মাঝেমাঝে এমনও মনে হয় যে বেঁচে থাকার কারণ জানা আছে তোমার। কিন্তু সেটা কোনও সুখ নয়। ওটা বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন।'

BanglaBook.org

'দোহাই ঈশ্বরের, এন।'

আসনে ঘুরে বসে প্রায় ওর মুখোমুখি হলাম আমি।

'শোন,' বললাম আমি। 'এটা ১৯৫৭ সাল। হাইফা। আরব স্নাইপাররা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের পোর্টিকোয় বুলেটের হাত থেকে বাঁচার জন্যে কাভার নিয়েছে শ্লোমো ফিঙ্কেলস্টাইন। আচমকা তার বন্ধু উলফ্ ক্রিয়েস্কি দৌড়ে পোর্টিকোয় হাজির হল। দরজার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল, "হায় ঈশ্বর," বলে উঠল ফিঙ্কেলস্টাইন, "এখানে কী করছ তুমি?" তার বন্ধু চোখ তুলে তাকিয়ে হাইফা উপসাগরের দিকে ইশারা করে বলল, "জীবনের কোনও অর্থ নেই, অযথা, পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মরতে যাচ্ছি আমি!" প্রবল বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ল ওরা। ফিঙ্কেলস্টাইন তার বন্ধুকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে জীবনের আসলেই একটা অর্থ আছে। ঠিকাছে, পরিস্থিতি হয়ত এখন কঠিন যাচ্ছে, কিন্তু ঝড়ের পর চারদিক শান্ত হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ক্রিয়েস্কিকে বোঝানো কঠিন হল। "ঝড়ের পর চারদিক শান্ত হয়," বলল সে, "আর তারপর নামে আরও বৃষ্টি। বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি আমি, হাল ছেড়ে দিচ্ছি।" খেপে উঠল ফিঙ্কেলস্টাইন। "ঠিক আছে, যাও, ডুবে মরোগে। ওই তো পানি, দাঁড়িয়ে আছ কেন?" হতবুদ্ধি চেহারায় ওর দিকে তাকাল ক্রিয়েস্কি। রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল, বুলেট যেখানে পেভমেন্ট ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। "পাগল হয়েছ?" বলল সে। "ওই স্নাইপারদের মধ্যে?"

সংক্ষিপ্ত হাসল ইভ। 'কেন,' জানতে চাইল ও, 'আমার মনে হচ্ছে যে আমিই তোমার স্নাইপার।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# তৃতীয় / চতুর্থ পর্ব

# শাস্তি

একাকী জেগে উঠলাম আমি, ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে আমার মুখ। আবছাভাবে একটা স্বপ্ন দেখার কথা মনে পড়ল, মলিকে নিয়ে দেখা স্বপ্নটার চেয়ে ভিন্ন স্বপ্ন, কিন্তু জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেছে দৃশ্যগুলো। কেবল জানি বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি আমি। 'ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নাও। আমরা চলে যাচ্ছি।' এগুলো ওরই কথা। দীর্ঘসময় চিৎ হয়ে শুয়ে রইলাম, হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নটার কথা ভাবতে লাগলাম, এমন সময় সহসা হার্থের আগুনের মচমচ শব্দ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠলাম। উঠে বসার পরেই কেবল অগ্নিশিখার আভা দেখতে পেলাম আমি। গ্রেইটে তাজা, প্রাণবন্ত আগুন জ্বলছে, খুব বেশি প্রবল নয়, এধরনের আগুন দ্রুত রুমকে উষ্ণ করে তোলে। আগুনের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম: দুদিন ধরে বয়স্কাউটের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি আমি, ধরে নিয়েছিলাম কেবল আমিই আগুন জ্বলানোর কায়দা কানুন ভাল জানি। আবার শুয়ে পড়ে নিনার কথা ভাবতে শুরু করলাম। ও একজন নারী, এখন আর শিশু নেই। তিরিশ বছর বয়স। যেন বড় কেউ, এমনভাবে ওর সঙ্গে কথা বলেছি আমি। ওকে আমার ওপর ঝুঁকে পড়তে দিতে চাই আমি, অথচ আমিই সেই... অপরাধ ও শাস্তি। ও-ই বলেছিল কথাটা। সবসময় একা, নিজের জীবন পার করে এসেছি, নিজের দেখভাল করেছি। সুতরাং আমার নির্ভরশীল হবার প্রয়োজন হবে না? তো আমি কখনও অপরাধ বোধে ভুগব না? ভুরু কোঁচকালাম আমি। 'ডাক্তার স্পাইয়েলফোগেল,' চোখ বন্ধ করে বললাম আমি, 'আমি মায়ের সঙ্গে ঘুমোতে আর বাবাকে হত্যা করতে চাই বলে মনে কর তুমি?'

'গুড মর্নিং।'

তড়াক করে উঠে বসলাম আমি। একটা ট্রে হাতে খাটের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নিনা। ঘুরে আমার নাইট টেবিলের কাছে চলে এল ও, আমার মোমবাতি, দেশলাই, হিম-ফ্লাস্ক আর আলকা সেলটযারের স্থবির জীবন একপাশে সরিয়ে দিয়ে নামিয়ে রাখল ট্রে-টা। 'তুমি যে সাইকোলজির ওপর করেসপন্ডেন্স কোর্স করছ তাতো বল নি আমাকে।'

BanglaBook.org

ট্রে থেকে কফির মাগ তুলে আমার হাতে দিল ও। ওর হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নাড়লাম আমি। 'এটা খাবে তুমি, নাকি চাও খাইয়ে দিই আমি?'

হাত সামনে বাড়িয়ে দিলাম আমি।

'বরং জলদি কর। আমি বাথটা ভরিয়েছি। স্টোভের ওপর আরেক বাকেট পানি উতরাচ্ছে, কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

'হায়, ঈশ্বর,' বললাম আমি।

এখনও হাসছে ও। 'কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিতেই হচ্ছে। আমি আগে যাবার সুযোগটা নিয়েছি, কিন্তু আবার ওই বাকেটগুলো উপরে নিয়ে যাবার মত অবস্থা নেই আমার, সুতরাং তোমাকে সেকেন্ড-হ্যান্ড পানিই কাজে লাগাতে হবে।'

'ঈশ্বর, তুমি... '

'দারুণ? এখনকার মত যথেষ্ট হয়েছে। আমরা ফ্যান্টাস্টিক পর্যন্ত যাব।'

যেনো, ভাবলাম আমি। যেনো, আমাদের দুজনকেই বদলে দিয়েছ তুমি: আমাকে জাউয়ের বাটি আর ওকে স্থির-মস্তিষ্ক এবং যুক্তির একটা পিলারে।

কফি খেলাম আমি, স্নায়ু স্থির হয়ে এল, পেশিগুলো ভরে উঠল রক্তে, ঘুমের মাকড়শার জাল হারিয়ে গেল। নিনা মাগটা ফিরিয়ে নিয়ে দুটুকরো পুরু পাউরুটি আর পনিরঅলা একটা প্লেট দিল আমাকে। আমি একটা স্যান্ডউইচে মাত্র কামড় বসাতে যাব, তখনই আবার ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি...

'মলিকে নিয়ে।'

'না, সেটার কথা বোঝাই নি। বাবাকে দেখেছি আমি স্বপ্নে। ও বলল, "ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নাও। আমরা চলে যাচ্ছি"।'

'আর ঘুম থেকে জেগে উঠে তুমি ভাবলে: বৈচিত্রের খাতিরে ইদিপাল অ্যাপ্রোচের চেষ্টা করলে ক্ষতি কি?'

'সরি,' বললাম আমি।

'সরি? ফের?' নিজের জন্যে আনা মাগটা তুলে নিয়ে কফি খেল ও। 'নাথান হল্যান্ডারের অমোচনীয় সাধুতা।' মাগটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমরা যদি কখনও এখান থেকে বেরুতে না পারি, আঙ্কল স্যামুয়্যানের কলগার্লের ফোন নাম্বার জানার চেষ্টা করতে হবে তোমাকে।' ওর দিকে অবিচল দৃষ্টিতে তাকালাম আমি। 'আসলে তোমার দরকার,' স্লিপিং ব্যাগ থেকে অদৃশ্য একটা ধূলিকণা খুটে নিয়ে বলল ও, 'এমন কেউ যে তোমাকে ভাল মত ঝাঁকুনি দিতে পারবে। সত্যিই, নাথান, তুমি আমার আঙ্কল, তোমাকে সব রকম কারণেই পছন্দ করি, কিন্তু তুমি অবিশ্বাস্যরকম বুর্জোয়া পাঁজিও, যেমন নিরস জীবন কাটিয়েছ তুমি নির্দোষ হাবভাব নিয়ে।'

প্লেটটা কোলে নামিয়ে রাখলাম আমি, মাগটা ওঠালাম। মহানন্দে জ্বলছে হার্থ। আমি চমৎকার, দায়িত্বশীল আগুনটা জ্বালিয়েছি। আগুনটা খুব বেশি কাঠ পোড়াচ্ছে

BanglaBook.org

না বা একেবারে কমও নয়। কিন্তু এটা: অগ্নিশিখা আর উষ্ণতার ভোজ। নাঙ্কল চেইম, আপন মনে বললাম, ম্যাগনাস, সাহায্য কর আমাকে।

রুটি খেলাম আমি, কফিটুকু শেষ করলাম, তারপর বিছানা থেকে নামলাম। নাশতার কাপ-পিরিচ ট্রেতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল নিনা। কাপড়, মোজা আর জুতো চাপিয়ে দোতলায় চলে এলাম আমি।

বাথরুমে চন্দনের সুবাস। র‍্যাকে ঝুলছে দুটো বিরাট তোয়ালে, বাথের ঠিক পাশেই রয়েছে একটা কাঠের স্টুল আর ওটার ওপর আমার শেভিং গিয়ার আর একটা ওঅশক্লথ রাখা। পানি ছুঁয়ে দেখলাম আমি। এখনও চলনসই উষ্ণ আছে।

কাপড় খুলতে শুরু করলাম আমি, সিঙ্কের ওপর নামিয়ে রাখলাম পোশাক, তারপর পা দিলাম বাথে।

দুদিন গোসল করতে পারি নি আমরা। পানির পরশ এতই ভাল লাগল যে আমার গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছা করল। স্টুলের ওপর থেকে শেভিং ব্রাশটা নিয়ে ভেজালাম। ধোঁয়া-ওঠা একটা বাকেট নিয়ে ঢুকল নিনা। একটা টাওয়েল নিয়ে বাকেটের তলায় হাত দিয়ে পানির ওপর উঁচু করে ধরল ও।

'তোমার পায়ের কাছে ঢালছি আমি,' বলল। 'খুব আস্তে। সময় মত বলো।'

দ্রুত গরম হয়ে উঠল পানি, কিন্তু ও থামুক, চাইলাম না আমি। বাকেটটা খালি হতে হতে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল আমার কপালে। টের পেলাম, উষ্ণতা চুঁইয়ে হাড়ে পৌঁছে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে বাথের কিনারায় মাথা এলিয়ে দিলাম আমি।

'ক্লান্ত মনে হচ্ছে তোমাকে,' বলল নিনা।

'আমি *আসলেই* ক্লান্ত।'

জামার হাতা গুটিয়ে স্টুলে রাখা ওঅশক্লথের দিকে হাত বাড়াল ও। পানিতে ডোবাল ওটা, একটুকরো সাবান দিয়ে ঘঁষল। 'সোজা হয়ে বসো।'

'কেন... ' উঠে বসতে শুরু করলাম আমি। 'আমি বুড়ো হতে পারি, লাভ, কিন্তু অক্ষম নই। আমাকে একা...

'ঘ্যানঘ্যান রাখো, নাথান।'

আমার পেছনে এসে দাঁড়াল ও, আমার কাঁধে সাবান মাখানো শুরু করল। সোজা হয়ে বসলাম আমি, চামড়ায় কর্কশ কাপড়ের ঘঁষা অনুভব করলাম। মাথা থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত প্রতিরোধ ধসে পড়ছে বলে মনে হল। ওই হসপিটাল-ট্রিটমেন্টের বিরুদ্ধে লড়তে চাইলাম, কিন্তু আমার কোনও শক্তি ছিল না, কোনও ইচ্ছা নয়। আমার পিঠ, বুক ধুয়ে দিল ও, ওঅশক্লথটা ফের পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে আমার মুখ ঘঁষে দিল। 'চিৎ হও।' ওর কথামত করলাম, চোখ বুজলাম।

'ধন্যবাদ,' বললাম খানিক পর। কর্কশ শোনাল আমার কণ্ঠস্বর।

'শেভ করতে হবে না?'

সাবানের বারটা তুলে দুহাতের তালুতে ঘঁষলাম আমি। বাথের কিনারায় বসে আমাকে চোয়ালে সাবান লাগাতে দেখল নিনা, ওর ডানহাত অলসভাবে খেলা করছে

BanglaBook.org

জলে। রেযরটা তুলে নিলাম আমি, কানের পাশে বসলাম, এবং ফেনার ভেতর দিয়ে প্রথম গোলাপি ট্র্যাক তৈরি করলাম।

'এখনও ধার আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

পানির নড়ে ওঠা টের পেলাম আমি।

'রেযর। এখনও ধার আছে?'

'হ্যাঁ।' মুখের অপর পাশে হাত লাগলাম আমি।

সামনে-পেছনে দোল খাচ্ছে পানি। আমার পেট অর উরুতে রেশমী জোয়ার-ভাটা। আমি চাই নি এমন একটা অনুভূতি হল আমার, গভীর শ্বাস টানলাম। দাড়ির ওপর আঁচড় বসাল ব্লেড, কোনও জায়গায় বাদ দিয়ে গেছি কিনা বোঝার জন্যে চোয়াল বরাবর হাত চালালাম। ভাবলাম: একই সঙ্গে নোংরা এবং পরিষ্কার। 'আমি বেরিয়ে আসছি।' নিনা উঠে একটা টাওয়েল আঁকড়ে ধরল। মুহূর্তের জন্যে ওর দিকে তাকালাম আমি, উঠে দাঁড়ালাম তারপর। ও ওখানে আমার সঙ্গে না থাকলে আমি হয়ত উষ্ণ পানিতে আরও আধ-ঘণ্টাটাক কাটিয়ে দিতাম। ভিজে চুপচুপে অবস্থায় মেঝেয় দাঁড়ালাম আমি, আমাকে টাওয়েল দিয়ে জড়িয়ে মুছতে শুরু করল ও।

'নিনা।'

ঘোড়ার মত আমাকে দলাইমলাই করছিল ও।

'নিনা।'

'কি?'

'কাজটা আমি নিজেই করতে পারব। ধন্যবাদ।'

'ঘ্যানঘ্যান রাখো, নাথান।'

'গত চব্বিশ ঘণ্টায় তোমার শব্দ-ভাণ্ডার সত্যিই সমৃদ্ধ হয়েছে।'

আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আমার পাজোড়া মুছে দিল ও। 'হয়ত এইমাত্র বুঝতে পেরেছি বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপের ওপর টিকে থাকার মানুষ তুমি নও।'

'ধন্যবাদ।'

'মাই প্লেজার। ধরো, বাকিটা নিজেই করতে পারবে তুমি।'

আমি সামনে ঝুঁকে মুখে পানির ঝাপ্টা দিলাম, মুছে ফেললাম নিজেই। তারপর কাপড় পরে নিলাম।

হান্টিং রুমে বিছানার কিনারে বসে জুতো পরছি, এমন সময় নিনা জিজ্ঞেস করতে এল পরিষ্কার কোনও কাপড় আছে কিনা।

'আঙ্কল হারম্যানের যেটাই গায়ে লাগছে, আন্ডারঅয়্যার, মোজা, ব্যবহার করছি।'

'আমার কি হবে?'

কাবার্ডের কাছে গিয়ে টেনে খুললাম ওটা। 'যা যা দরকার নিয়ে নাও।'

হাতড়ে হাতড়ে অবশেষে ভারি টুইডের একটা ট্রাউজার, গোটাদুই টি-শার্ট আর কয়েকজোড়া মোজা খুঁজে পেল ও। কাপড়ের স্তূপটা খাটের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে কাপড় খুলতে শুরু করল।

BanglaBook.org

যদিও দুদিন ধরে এ বাড়িতে আছি এবং একই বিছানায় দুরাত কাটিয়ে দিয়েছি, ওকে কখনও নগ্ন দেখি নি। শীতের কারণে সবসময়ই শার্ট আর ট্রাউজারস্ পরেই শুতে গিয়েছি আমরা। এখন ঠিক আমার সামনে কাপড় খুলছে ও। চোখ সরিয়ে নিলাম আমি।

'এন?' আড়চোখে তাকালাম আমি। একটা টি-শার্ট আর আঙ্কল হারম্যানের করডুরয় পরে আছে ও। 'আমার প্যান্টি আর ব্রা কিচেনে পড়ে আছে। আজ সকালে বাথরুমে ওগুলো ধুয়ে স্টোভের পাশে শুকানোর জন্যে মেলে দিয়েছিলাম। একটু নিয়ে আসবে ওগুলো?'

আবার হান্টিং রুমে ফিরে এসে লেসের টুকরো দুটো ওর হাতে তুলে দেয়ার সময়ই কেবল খেয়াল হল পোশাকের নিচে আর কিছু পরে নেই ও। 'লাইব্রেরিতে গিয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করছি আমি,' ওর আন্ডারঅয়্যার বাড়িয়ে ধরে বললাম।

'আগেই করেছি আমি সেটা,' আমার বাড়িয়ে দেয়া হাত উপেক্ষা করল ও, মাথার ওপর দিয়ে বের করে আনল টি-শার্টটা। ঘুরে দাঁড়ালাম আমি।

একটু ক্ষণ পরে কথা বলল ও।

'আমার জিনিসগুলো পাব নাকি পেছন ফিরে ওগুলো নিয়ে খেলতে থাকবে তুমি?'

পেছনে হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি, কিন্তু কিছুই অনুভব করলাম না। আবার যখন ঘুরে দাঁড়ালাম, নগ্ন দাঁড়িয়ে আছে ও। আমি কোনও কথা বলার আগেই প্যান্টি নিয়ে পরে নিল ও, ব্রা-টা ধরে পরল ওটাও। মাথা নেড়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

লাইব্রেরির আগুনটা জ্বলছিল ঠিকই, কিন্তু এরই মধ্যে একটু মিইয়ে এসেছে। আমি আরও কাঠ ছুড়ে দিয়ে চেয়ারে বসে হার্থের দিকে চেয়ে রইলাম। মাথার ভেতর সমানে যাওয়া-আসা করছে যুক্তির ট্রেইন। ট্র্যাক বদলাচ্ছে ওগুলো, স্টেশনে অপেক্ষা করছে, পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে একটি অপরটিকে, সবেগে হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমা থেকে। দীর্ঘ সময় বসে রইলাম আমি, নিজের ভাবনার অসহায় শিকার। তারপর উঠে দাঁড়ালাম, ফিরে এলাম হান্টিং রুমে।

'এবার শোন, ইয়াং লেডি,' ভেতরে ঢোকার সময় বললাম আমি।

স্রেফ আন্ডারঅয়্যার পরে খাটের কিনারে বসেছিল নিনা।

'আমাকে নিয়ে প্র্যাকটিস করতে দেয়ার মত যদি আনাড়ি ভেবে থাক, মারাত্মক ভুল করছ তুমি। এখনই এর শেষ হতে যাচ্ছে।'

কিছু বলল না ও।

'শুনেছ আমার কথা?'

আমার দিকে তাকাল ও, কিন্তু ওর চেহারার অভিব্যক্তি দেখে আমার কথা ওর মাথায় ঢুকেছে কিনা বুঝতে পারলাম না। মনের মাঝে উতরানো দুধের মত রাগ জেগে উঠছে, টের পেলাম আমি।

BanglaBook.org

'তা এ ব্যাপারে কী করতে যাচ্ছ তুমি?' অবশেষে জানতে চাইল ও।

'তোমার কি দরকার জান?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। এবং আমি ভাবলাম: মাই গড, আমি চেঁচাচ্ছি। গলা চড়াচ্ছি আমি। 'আরও কড়া শাসনে বড় হওয়া উচিত ছিল তোমার।' আমার কাছে প্রাথমিক হুমকিটা চালিয়ে যাওয়াটা দুর্বল শোনাচ্ছে বলে মনে হল।

'তা কাজটা কার করা উচিত ছিল তোমার ধারণা? তোমার নিজের ব্যাপারটা কি? আমাকে শিক্ষা দিতে যাচ্ছ তুমি?' ঘুরল ও, আমার দিকে নিতম্ব দেখিয়ে হামা দিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল, প্যান্টি টেনে নামিয়ে বলল, 'আমাকে শাস্তি দাও, নাথান। কই, শাস্তি দাও।'

'ধেত্তের, নিনা।'

'শাস্তি দাও আমাকে।'

ওর দিকে এক পা বাড়ালাম আমি, আমার মাথার ভেতর শোরগোল শুরু হয়ে গেছে। তারপর হাত তুলে থাবড়া মারলাম ওকে।

আর্তনাদ করে উঠল ও।

'জেসাস,' নিজেকে বলতে শুনলাম, বক্তা আর ভেতরের একজনের মাঝখানের দূরত্বে প্রবল একটা আঘাত খেলাম। ওর পিঠে একটা হাত রেখে অন্য হাতটা ওর নিতম্ব বরাবর নামিয়ে আনলাম। জোরে নয়, কিন্তু আঘাতের শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম রুমে।

'শাস্তি দাও...

'ঈশ্বর।'

'খারাপ...

ওর কণ্ঠে কি যেন শনাক্ত করতে পারলাম আমি। আমার হাত নেমে এল, নরম চামড়ায় আঘাত করল। মলি।

'নাথান,' ফুঁপিয়ে উঠল নিনা।

শূন্যে হাত তুলে জমে গেলাম আমি।

'প্লিজ।'

টের পেলাম দুজন নাথান থেকে আবার একজন নাথান হয়ে যাচ্ছি।

'নিনাকে শাস্তি দাও।'

আমার উত্থান হয়ে গিয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দুহাতে মাথা চেপে ধরলাম। পুরনো বাড়ির মত ধসে পড়লাম। তারপর বুঝতে পারলাম নিনার বাহু আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

'নাথান,' বলল ও, 'অমন করো না।'

আমার নাম নয়, ভাবলাম আমি, আমার নাম নয়। মাথা নাড়লাম আমি। আমাকে ঘুরিয়ে নিল ও, নগ্ন ও। 'এসো।' আমাকে বিছানায় নিয়ে যেতে দিলাম ওকে এবং যাবার পথে অন্য কেউ হয়ে গেলাম। জোর করে ওকে শুইয়ে দিল যে

BanglaBook.org

লোক, সে আমি নই। একটা পশু গ্রহণ করল ওকে, যেন এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি। ওর পাজোড়া দুফাঁক করল সে, পিছলে প্রবেশ করল ওর মাঝে যেন মেয়েটা কে বা কী তাতে কিছু আসে যায় না। মেয়েটা তার শরীরের সঙ্গে নড়াচড়া করছে যেন তাকে আরও পেতে চায় ও, এপাশ-ওপাশ করছে ওর মাথা। তার নিচ থেকে পিছলে বেরিয়ে এসে তার গায়ের ওপর চড়াও হল মেয়েটা। ওকে খেয়ে ফেলল সে। আমাকে খাও। আমাকে খাও। খেয়ে নাও আমাকে। কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল মেয়েটা, তার শরীরের ওপর লুটিয়ে পড়ল, তারপর ওভাবেই পড়ে রইল দীর্ঘ সময়। তারপর হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে খাড়া হল মেয়েটা। ওর পেছনে চলে এসে সে এবং ভেতরে প্রবেশ করল। নীরবে সঙ্গম চালিয়ে গেল ওরা, মেয়েটা কাঁধের ওপর দিয়ে না তাকানো পর্যন্ত। মেয়েটার হৃৎপিণ্ড একটা স্পন্দন মিস করেছে বলে মনে হল তার। ওর হাতের স্পর্শ পেল সে। নিজেকে স্পর্শ করছে ও। হাঁপাচ্ছে ও। হাতের নিচের ওর পেট আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, টের পেল সে। তার অন্য হাত ওর বুক আঁকড়ে ধরেছে। 'নাথান।' নিজের কণ্ঠস্বর কানে এল তার। সৃষ্টির শেষ দিনে দেবতার মত শ্বাস নিচ্ছে।

BanglaBook.org

# একটি রূপকথা

'তাহলে এবার,' বলল নিনা। মন্তব্যের মত শোনাল কথাটা, কিন্তু আমি প্রশ্নই শুনতে পেলাম। হার্থে আমার সঙ্গম-উত্তরবেপরোয়া অবস্থায় ছুড়ে দেয়া বিপুল পরিমাণ কাঠ নিয়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। তাহলে এবার, মানে: এরপর কী? আমি চোখ বন্ধ করলাম।

'একটা রূপকথা। একটা গল্প।'

'আমাকে রূপকথা শোনাতে যাচ্ছ তুমি?'

মন্তব্যের মত একটা জিজ্ঞাসা। উঁহু, প্রশ্নের মত মন্তব্য। আমি চোখ বন্ধ করে মুখ খুললাম। ভালোবাসার পর সবসময় রূপকথা বলি আমি, বলতে চাইলাম কথাটা।

বনের সীমানায় পৌঁছানোর পর দৌড় থামাল বার্গ। পেছনে নজর ফেরাল ও, কিন্তু তুষারের ওপরকার শুভ্র কুয়াশায় কোনও কিছুই দেখার জো নেই, এমনকি ব্লকের লম্বা কোণাচে কাঠামোটাও নয়। পাইন গাছের সারি ক্রমশ ঢালু হয়ে দূরের রাস্তার দিকে চলে গেছে, সেটাও অদৃশ্য, যদিও বার্গ ভাল করেই জানে ওটার অবস্থান কোথায় এবং কোন দিকে গেছে। ওগুলোর নিড্‌লের সবুজ প্রায় কাল হয়ে গেছে, কাণ্ডগুলো গতকালের ব্লিযার্ডের ফলে ধূসর-শাদা হয়ে পড়েছে। লম্বা করে শ্বাস টানল ও। শীতের হাওয়া গলা পুড়িয়ে দিয়ে আবার ধোঁয়ার মত বেরিয়ে এল। আরও একবার পেছনে তাকাল ও, তারপর গাছপালার মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

আগের দিনে সবকিছুই ছিল অন্যরকম। শীতকাল, ওর বাবা বলেছে ওকে, এমন কর্কশ ছিল না, আর চারটা শ্বেত-মাস পার করে দেয়ার মত পর্যাপ্ত খাবার মিলত। কিন্তু ওর বাবা হারিয়ে গেছে এবং এক সপ্তাহ্‌রও কম সময়ের মধ্যে নতুন ফরেস্টার হিসাবে নিয়োগ পেয়েছে ব্লক; বার্গ আর ওর মাকে শহরের উপকণ্ঠের শ্যাকের সঙ্গে প্রাণকেন্দ্রের বাড়িটা বদল করতে হয়েছে, কালো টার দেয়া বার্নগুলোর চেয়েও ঢের দূরে, আবর্জনা ফেলার জায়গাটার প্রায় কাছাকাছি। তখন বার্গের বয়স ছিল সাত বছর। এখন প্রায় পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হয়ে এসেছে, চোদ্দ বছর বয়স, মাকে সাহায্য করার মত যথেষ্ট বড়।

BanglaBook.org

পাইন গাছের মাঝখান দিয়ে খরগোশের মত পিছলে এগোল ও। এত লম্বা সময় ধরে তুষারপাত ঘটেছে, শক্ত হয়ে জমেছে বরফ যে বনের এতটা গভীরেও জমিনের দেখা পাবে না তুমি। ট্র্যাকের খোঁজে চোখ খোলা রেখে এগোল ও, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন জন্তু-জানোয়ারও এমন ঠাণ্ডায় গর্ত আর আস্তানা ছেড়ে না বেরুনোই ভাল বলে স্থির করেছে। স্কার্ফটা শক্ত করে এঁটে নিল ও, তারপর গাছে ভরা টিলাকে পাইনবন থেকে বিচ্ছিন্নকারী ডিচটার প্রস্থ আন্দাজ করল– ওক আর বীচ গাছ জন্মেছে ওখানে। গাছপালার মাঝে নীরবতা বিরাজ করছে। চোখ তুলে তাকাল বার্গ, মাথা ঝিমঝিম করছে বলে মনে হল ওর। নগ্ন কাণ্ডগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে দড়ি দিয়ে বানানো বুঝি ওগুলো। স্থির হয়ে নুয়ে পড়েছে ওগুলো, ডগার গাঢ় ঘাড়ের মত গেরো দিয়ে ঝুলে আছে শূন্যে।

আবার যখন বন ছেড়ে বেরিয়ে এল ও এবং দেখল রোডেল পর্যন্ত তুষার ঢাকা জমিন, মেজাজ বদলে গেল ওর। খানিকটা সামনে ঝুঁকে আগের চেয়ে ধীর পদক্ষেপে এগোল এবার, দুটো চূড়াঅলা ধূসর ফেল্ট ক্যাপটা কানের অনেকখানি নিচে নামানো। ওর উবু হয়ে থাকা পিঠ, এই নুয়ে পড়া মাথা আবার পরক্ষণে কিঞ্চিৎ সোজা হওয়া, তুষারের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা খরগোশের মত লাগছে। ব্লক এমনকি একবার ওকে নিশানা করে গুলিও ছুড়েছিল, কিন্তু ঠিক সময়মত একটা ওক গাছের আড়ালে গাঢাকা দিয়েছিল ও। গুলির শব্দ হচ্ছিল যখন আর বুলেটের ঘায়ে বাকলের টুকরো ছিটাচ্ছিল, চিৎকার করে বলেছে, ও বার্গ, হারিয়ে-যাওয়া-বার্গের ছেলে।

ফোর্কড ওক গাছটার কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত বনের সীমানা বরাবর এগিয়ে চলল ও। তারপর গাছপালার দিকে পেছন ফিরে ঢেউ খেলান মাঠ অতিক্রম করল।

তুষারের নিচে, জানে ও, জমিন পীচের মত কালো, বিরান। আগের দিনে যখন বাবা ছিল ওখানে, কৃষকরা গোছায় হাত লাগায় নি, লাঙল দেয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত ওভাবেই থাকতে দিত। শরৎ আর শীতের সময় ময়দানের ওপরের বাদামী, হলুদ পর্দা পচে বসন্তের বৃষ্টির পানি আর মেল্টওয়াটারের সঙ্গে মাটির গভীরে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ত। কিন্তু ব্লক ফরেস্টার হিসাবে তার প্রথম বছরেই কৃষকদের মাঠে আগুন লাগিয়ে দিতে বলেছিল এবং কাজটা কেমন করে করতে হবে দেখিয়ে দিয়েছে নিজ হাতে। এক উষ্ণ অক্টোবরের সন্ধ্যা ছিল সেটা, ইতিমধ্যে লাল হয়ে আসতে শুরু করেছিল আলো আর পূর্ণিমার চাঁদ শনের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার ওপাশে বনের মাথার ওপর ফ্যাকাশে চেহারায় ঝুলছিল। সবচেয়ে বড় ক্ষেতে কাজ শুরু করেছিল ব্লক, প্রত্যেকটা কোণে এক বান্ডিল করে খড় বসায় সে। প্রত্যেকটা বান্ডিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল একজন করে পুরুষ, তারপর ফরেস্টার তার রাইফেল আকাশের দিকে তাক করে গুলি ছোড়ামাত্র সমবেত দর্শকরা দেখতে পেল ক্ষেতের কোণগুলোর মশাল নিচু হয়ে গেছে। প্রথমে ছোটই ছিল চারটে আগুনের আকার, দেখা যায় কি যায় না, কিন্তু গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চার কোণ থেকেই লাল, হলুদ আর কমলা রঙের একটা বান যেন ধেয়ে এল মাঝখানে এবং চাপা বিস্ফোরণের শব্দ তুলে নিভে গেল। সংক্ষিপ্ত নীরবতা বিরাজ করল চারদিকে।

BanglaBook.org

ক্ষেতের ওপর ভাসমান ধোঁয়ার ক্ষীণ কুয়াশার দিকে তাকিয়েছিল সবাই। তারপর কেউ একজন তার মাথার টুপি হাওয়ায় উড়িয়ে দিল, শোনা গেল প্রথম চিৎকারের শব্দ। দূরে ব্লক আর অন্য তিনজন লোকের অবয়ব দেখা দিল নীলচে-ধূসর কুয়াশা ছেড়ে। বার্নের দিকে এগিয়ে এল ওরা, যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল অন্যরা। যেন, বার্গের মনে আছে, ভিন্ন কোনও জগৎ থেকে এসেছে ওরা।

সেদিন সন্ধ্যায়ই সমস্ত গোড়া পুড়িয়ে ফেলল ওরা। যখন রাত নেমে এল, এত গাঢ় নীল হয়ে উঠল আকাশ, স্বর্গকে হাঁ হয়ে থাকা গহ্বরের মত মনে হল। কমনে জমায়েত হল লোকজন এবং ওদের বিয়রের ক্যাস্ক খোলার হুকুম করল ব্লক। পরবর্তী আনন্দানুষ্ঠান চলল দিগন্তের ওপাশে চাঁদ না ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। সেই থেকে প্রতিবছর এভাবেই চলে এসেছে ব্যাপারটা। ক্ষেতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া এবং শুকনো গোড়ার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া অগ্নিঝড়ের উত্তেজনা উদযাপিত হয় হাতের কাছে পাওয়া সবচেয়ে বড় বিয়রের ক্যাস্ক খুলে। নতুন উৎসবের পরবর্তী কয়েকদিন ধরে, অচিরেই যেটা "স্টাব্‌ল বার্নিং" হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল, পাউডারের মত ছাই ভেসে আসত গ্রামের দিকে, সমস্ত কিছু হয়ে উঠত গুমোট আর ধূসর। কেবল শীতের প্রথম বৃষ্টির পরেই আবার পরিষ্কার হত গ্রাম।

কিন্তু সেই উৎসব এখন অনেকদিনের অতীত। এখন প্রায় মাঝ শীতকাল এবং ব্লক জানে, গাছে গাছে নতুন পাতা গজানোর পর ওর ক্ষুধা নিবারণের আগে আরও দুটো তিক্ত ঠাণ্ডা মাস কাটাতে হবে ওদের। সপ্তাহের পর সপ্তাহ্ পরিজ খেয়েছে সে, ঠাণ্ডা পরিজ, কারণ রুটি ফুরিয়ে গেছে, এবং ওর যোগাড় করা জ্বালানিকাঠ ছোট বাড়িটা থেকে বরফ তাড়ানোর জন্যেও পর্যাপ্ত নয়। আগের দিনে গ্রামের সীমান্তবর্তী বার্নগুলো ভরা থাকত। এত বিপুল পরিমাণ শস্য থাকত যে কাঠের দেয়ালগুলো ফেঁপে উঠত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে শীতকাল যাবার আগেই মওজুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এমনটা হওয়ার কারণ জানে না কেউ, কেননা ফসলের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে খারাপ নয়। লাকড়ি পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে, কারণ গাছ কাটার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ব্লক। শীতকাল পার করার মত কাঠ সবার জন্যেই আছে, বলেছে সে, গতবারের ছাঁটার পর প্রচুর কাঠ রয়ে গেছে। কথাটা সত্যি হতে পারে, কিন্তু সেটা কেবল বড় বড় ভূমি মালিকদের বেলায়, যারা নিয়মিতভাবে তাদের ক্ষেত বরাবর জন্মানো ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে আর ঝাড়িল করে জমিয়ে রাখে। বার্গ আর ওর মায়ের একটা ছোট সব্জি বাগান বাদে কোনও জমিজিরাতই নেই। যদি গ্রামের মুরুব্বী জোহান সময়ে সময়ে ওদের কাঠ না দিত, সপ্তাহে বড়জোর একবার আগুন জ্বালাতে পারত ওরা।

ক্ষেতের মাঝখানে এসে দাঁড়ানোর পর যা খুঁজছিল দেখতে পেল ও। মৃদু ঢালটা যেখানে একটা চুপসানো রাস্তায় পরিণত হয়েছে, লাকড়ির একটা বড়সড় গাট্টি পড়ে আছে ওখানে। চারপাশে নজর বোলাল ও, বামে, ডানে, সামনে এবং পেছনে। কাউকে দেখতে না পেয়ে লাফিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

BanglaBook.org

রাস্তাটা গভীর আর আড়াল করা, গোড়ালি পর্যন্ত গভীর হয়ে তুষার জমেছে। বাম দিকে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখছে না বার্গ। ডান দিকে আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে গেছে জমিন, অগভীর উপত্যকায় একটা ব্রুক দেখতে পেল ও। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, কোমরে বাঁধা দড়িটা খুলতে শুরু করল। দড়ি দিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করে লাকড়ির বান্ডিলটার একমাথায় গলিয়ে দিল। ল্যুপটা বান্ডিলের মাঝখানে নিয়ে আসছে এমন সময় একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সামনে ঝুঁকে, ওর পা, হাত, গোটা শরীর পাথর হয়ে গেছে, চুপ করে বসে কান পাতল ও। যেখানে বসে আছে ও, সেখান থেকে সেই গ্রাম, শন, রোডেল পর্যন্ত কেবল নীরবতাই শুনতে পেল ও। কিন্তু কোনও কণ্ঠস্বর নয়। উঠে আশপাশে তাকাল ও। সর্বত্র শূন্যতা।

ও দড়িটা তুলে নিয়ে যখন দ্বিতীয়বারের মত ফের লাকড়ির বান্ডিলে গলানোর চেষ্টা করল, কণ্ঠস্বরটা আবার কানে এল ওর।

'বয়।'

এমন চমকে উঠল ও যে লাফিয়ে দুকদম পিছিয়ে গেল।

'বয়?'

এক পা সামনে এগোল বার্গ।

'ভয় পেয়ো না। কে তুমি?'

ব্রাশউডের বান্ডিলটার দিকে তাকাল ও, ওটা থেকেই কণ্ঠস্বর এসেছে বলে মনে হচ্ছে। 'বার্গ।' আর এক পা আগে বাড়ল ও। 'আমার নাম বার্গ।'

'হুম।'

ডালপালার একটা স্তূপ কথা বলে কেমন করে?

'অদ্ভুত নাম।'

সামনে ঝুঁকল ও।

'দয়া করে ওই কাঠিগুলো ওঠাবে?'

সোজা হয়ে চারপাশে তাকাল বার্গ।

'বার্গ? এই কাঠগুলো আমার ওপর থেকে সরাও।'

কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা ওকে কোনও কিছু চিন্তা না করেই সামনে বাড়তে প্ররোচিত করল, ডালপালা ওঠাতে শুরু করল ও। তিন কি চারটা ডাল সরিয়েছে ও, একটা বেতের খাঁচা নজরে এল ওর। একটা খরগোশ বসে আছে খাঁচার ভেতর। আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভুরু কোঁচকাল বার্গ। একটু নড়ে উঠল খরগোশটা। মাথা উঁচু করে লাফিয়ে এক বা দুইঞ্চি এগিয়ে এল। উবু হয়ে বসে এবার বাকি কাঠও সরিয়ে ফেলতে শুরু করল বার্গ।

খাঁচাটা মুক্ত হল। বার্গ আর খরগোশ কিছুক্ষণ পরস্পরকে জরিপ করল। যদিও স্পষ্টভাবেই কাঠের ভেতর থেকেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল ও, কিন্তু তারপরও একটা খরগোশ ওর সঙ্গে কথা বলেছে এটা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারল না। জানোয়ারটা নির্বোধ খরগোশ-সুলভ অভিব্যক্তি নিয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে, ঠোঁটজোড়া ভাঁজ করা, খাঁচার মাথায় সেঁটে আছে কানজোড়া।

BanglaBook.org

আগের দিনে আগুন জ্বেলে মধ্যশীত উদযাপন করা হত। উত্তরায়নের কয়েক সপ্তাহ্ আগে থেকেই গ্রামবাসীরা ব্রাশউড দিয়ে একটা কোন বানাতে শুরু করত। একদিন, যেন অনুচ্চারিত কোনও ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রথম শাখাটা ছুড়ে ফেলা হত কমন-এ। ঘণ্টাটাক বাদে অন্য কেউ এসে যোগ করত আরেকটা কাঠি। এভাবে চলত কয়েকদিন। যে কেউ কোথাও কোনও কাঠের টুকরো পেলে তুলে এনে স্তূপের ওপর ফেলত। সপ্তাহ্খানেক পেরিয়ে যাবার পর জোহান তার নিজের বার্ন থেকে একটা স্টেক এনে ডালপালার মাঝখান দিয়ে মাটিতে গেঁথে দিত। সেটা ছিল কাঠের কোন নির্মাণ শুরু করার আনুষ্ঠানিক লক্ষণ। আগের দিনে, গোটা শরৎকাল জুড়ে কমনে ডালপালা আস্তে আস্তে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠা শুরুর মুহূর্তটি দেখার জন্যে অপেক্ষায় থাকত বার্গ। তারপর যখন সময় আসত, নাড়াত আর সাজাত ও, নেড়েচেড়ে আবার সাজাত, দুসপ্তাহ্ পর একটা বড়সড় সমান আকৃতির শাখা-প্রশাখা ও কাঠের একটা কোন খাড়া না হওয়া পর্যন্ত। পশ্চিম দিকে সবসময় একটা মুখ রাখত ও, সেটা শুকনো ছত্রাক, খড়ের টুকরো, মরা পাতা আর কঞ্চি দিয়ে ঠেসে দিত। যখন ওই ফোকর দিয়ে কাঠের মৌচাকে আগুন ধরানো হত, অগ্নিশিখা লাফিয়ে বেরিয়ে আসত ভেতর থেকে। খানিক সময় পর স্তূপটা লুটিয়ে পড়ত: চকচকে অঙ্গারের গাদায়, সারারাত তাপ বিলোত।

কিন্তু শেষবার বার্গ এ কাজটা করার পর সাত বছর পেরিয়ে গেছে, আর সকালে মাকে নিয়ে যে বাড়িটায় থাকত ও সেই ছোট বাড়িতে যখন হার্থের সামনে ঠাণ্ডায় নাচছিল ও, শেষ মধ্যশীতের আগুনের কথা মনে করতে কষ্ট হয়েছে ওর।

সেদিন সকালে ব্ল্যাঙ্কেট আর কাপড়ের পুরু আস্তরণের নিচে ঘুম থেকে জেগে ওঠে ও, ওঅশবেসিনে মায়ের বরফ ভাঙার আওয়াজ পেয়েছে। তারপর হার্থে গিয়ে ছাই সরিয়ে দিয়েছে যাতে করে বিছিয়ে দেয়া খড়ের টুকরোয় আগুন জ্বালাতে পারে সে।

'ওই কাঠিগুলো নয়!' মা আগের রাতে বাড়ি বয়ে আনা বান্ডিলটার দিকে এগিয়ে যেতেই চিৎকার করে উঠল ও।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে খাটের দিকে তাকাল মহিলা। সোজা হয়ে বসেছিল ও, মাথার চুলগুলো ঘাসের গোছার মত, তবে আরও গাঢ়, মাথা নাড়ছিল।

'কিন্তু বার্গ, আর কোনও কাঠ তো বাকি নেই।'

জোরাল আঘাতের শব্দ হল। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ উঠল পেছনের দরজার ল্যাচে, শুনতে পেল ও। কিন্তু বার্গ বা ওর মা খিড়কিটা আবার জায়গামত বসানোর আগেই হাট করে খুলে গেল কবাট এবং ব্লকের দীর্ঘ শরীরটা চোখ ধাঁধানো তুষারের আলোয় এসে দাঁড়াল। মাকে এক কদম পিছিয়ে যেতে দেখল বার্গ।

'এদিকে এস।'

যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল বার্গ।

BanglaBook.org

'বয়! এদিকে এস।'

মাথা দোলাল ওর মা। এক পা সামনে বাড়ল বার্গ।

'তাহলে তুমি ভেবেছ চুরি করে পার পেয়ে যাবে তুমি?'

আমি চুরি করি নি, বলতে চাইল ও, কিন্তু জিভটা সামলে রাখল।

'ভেবেছ দড়িসহ যেতে দেখি নি আমি তোমাকে? শয়তান ছেলে?'

গাঢ় ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকাল বার্গ। চোখ ধাঁধানো আলোয় ফরেস্টারের চেহারা দেখতে পাচ্ছে না ও, এবং সম্ভবত সেকারণেই সহসা তাকে ওর কাছে একটা আকৃতির চেয়ে বেশি কিছু মনে হল না।

'চলে যাও, ব্লক,' বলল ও। 'এ বাড়িতে তোমার কোনও ক্ষমতা নেই।' নিজের শান্ত ভাব দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল ও।

'বাড়ি... ' দাঁত খিঁচাল ছায়াটা।

'বাড়ি,' বলল বার্গ। ঘুরে দাঁড়াল ও, পোকারটা তুলে নিল। খালি হার্থের দিকে তাকিয়ে রইল ও, ওর পিঠে ফরেস্টারের চোখ, যেন লোকটার কথা শুনতে পেল, যদিও কোনও শব্দ উচ্চারণ করে নি সে। ('সাবধান, বার্গ,' বলল সে। 'বেশি বাড়াবাড়ি করো না। যতটা ভেবেছ তার চেয়েও শক্তিশালী আমি।') কিন্তু ফিরে তাকাল না ও। অবশেষে যখন ও পোকারটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে ফরেস্টারের দিকে ফিরে দাঁড়াল, বাঁকা হয়ে ঝুলছে কবাট আর ব্লক চলে গেছে। সঙ্গে করে নিয়ে আসা হিম এখনও ঝুলছে ছোট বাড়িটায়। মায়ের দিকে তাকাল বার্গ এবং কেবল তখনই বুঝতে পারল কী কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে মহিলা। এগিয়ে গিয়ে কঞ্চির বান্ডিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের স্কার্টের আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছে ওগুলো। ঠেকাতে পারল না ওঃ জোরে হেসে উঠল।

সেদিন বিকেলে জোহানকে বেকিংয়ের কাজে সাহায্য করল ও। প্রত্যেক মধ্যশীতে জোহান তার একজন ফার্মহ্যান্ডকে দিয়ে বিশাল বার্নে আগুন জ্বালাত। আগুনের ওপর একটা চেইনের সাহায্যে ঝুলিয়ে দিত কালচে আয়রনের কেতলি আর পুরনো সমান কালচে দুধের বাকেট। ওই বাকেটে জোহান *ওলিবোলেন* বানাত। যতদূর মনে করতে পারে, বার্গ সাহায্য করেছে ওকে। হালকা নীল ধোঁয়ায় একসঙ্গে দাঁড়াল ওরা, বার্গ ব্যাটার নাড়ল আর জোহান ল্যাড্‌ল উল্টে ধাঁধাঁমী আলু আকৃতির বলগুলো উত্তপ্ত তেল থেকে তুলে আনল। ওরা এক কি দুঘণ্টা ব্যস্ত সময় কাটানোর পর একপাশে মাথা দোলাল বুড়ো মানুষটা, খড়ের একটা বেলের ওপর বসে পড়ল ওরা। একটা মোটাসোটা পাইপ ভরে নিয়ে বাউলটা কমলা আভা না ছড়ানো পর্যন্ত টেনে চলল জোহান। তারপর বামহাত দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ধরে ডান কনুইটা রাখল সেই বাহুর ওপর এবং ধীরে কিন্তু সমান তালে মাটির পাইপ টেনে চলল। 'তো, একটা মাঝশীতের আগুন বানাতে চাও তুমি,' খানিক বাদে বলল সে। মুখ খুলল বার্গ। কিন্তু বুড়ো আগে কথা বলল। 'কী করতে যাচ্ছ নিশ্চিত হয়ে নিয়ো, মাই বয়।' আবার মুখ বন্ধ করে জোহানের দিকে তাকাল ও।

BanglaBook.org

ওর বাবা নিখোঁজ হয়ে যাবার পর থেকেই ওদের দেখা শোনা করে এসেছে জোহান। বার্গ জানে, কাজটা সে করেছে কারণ জোহান বরাবর ওর বাবা, হারিয়ে-যাওয়া-বার্গকে তার আপন ছেলের মত দেখেছে। সাত বছর আগে, জীবনের সুবর্ণ সময় ছিল জোহানের, গ্রামের সবচেয়ে বড় জমি, সবচেয়ে বড় বার্নের মালিক, বেশির ভাগ জমিন আর বারটি গরুর মালিক। এখন বুড়িয়ে গেছে সে। একদিন কমনের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় মাকে জোহানের দিকে তাকাতে দেখেছিল ও। মা মাথা নেড়েছিল কেন বোঝার চেষ্টা করেছিল ও। এখন ওর পাশে বসে ওকে পাইপ টানতে দেখে বুঝতে পারল। জোহান কুঁজো, কিন্তু সেটা কেবল বয়সের কারণে নয়। যেন কোনও কিছু বহন করে বেড়াচ্ছে ও, যেটা নামাতে পারছে না। উঠে দাঁড়াল বার্গ, ব্যাটারের বাকেটের দিকে এগিয়ে গেল। সামনে ঝুঁকে নাড়া দিল। যদিও দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু জানে মাথা দোলাচ্ছে জোহান। শব্দ না করেই কথা বলতে পারি আমি, ভাবল বার্গ, কানে না নিয়েই শুনতে পারি।

যখন ও *ওলিবোলেন* ভরা একটা বেতের বাস্কেট হাতে বেরিয়ে এল তখন অন্ধকার মেলাতে শুরু করেছে। শনস থেকে রোডেলগামী রাস্তার ওপর ছাই-ধূসর গোধূলি ঝুলে রয়েছে, গাছপালার ওপর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, গ্রামের দিকে এগিয়ে এসে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে। জোহানের বার্নের বাইরে দাঁড়িয়ে টার মেশানো কাঠের গন্ধ শুঁকল ও। বাতাস শুকনো আর ঠাণ্ডা। চাঁদকে ঘিরে রেখেছে ম্লান একটা বলয়। জমাট তুষারের ওপর দিয়ে হেঁটে এগোনোর সময় বনের পাশে পাখির ডাক শুনতে পেল ও, যেন সবকিছু একসঙ্গে জেগে উঠেছে। কয়েকদিন আগে ও যখন কঞ্চির বান্ডিলটা আনতে গিয়েছিল, তখন দেখেছে ওই শ্বেত বুনো এলাকায় যেন প্রাণের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, যেন জমিনের গভীরে কবর দিয়েছে নিজেকে, দীর্ঘ শীতের অবসান ঘটার অপেক্ষায় থাকবে বলে। কিন্তু বনভূমি এখন গুঞ্জরিত হচ্ছে। একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল, দূর থেকে গরুর হাম্বা রব শোনা যাচ্ছে। টিলার ওপর, জানে ও, বয়স্ক খরগোশের দল বেরিয়ে এসেছে তুষার ফুঁড়ে কোনও স্বাদু কিছু বেরিয়ে এসেছে কিনা দেখার জন্যে আর বাচ্চাগুলো ওদের আবাসকে ঢেকে রাখা শাদা বস্তুটার ওপর সভয়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। জমিনের অনেক গভীরে শাবকসহ অপেক্ষা করে আছে খরগোশের দল। শিপস্কিন জ্যাকেটের তলায় শিউরে উঠল ও, কোনও দিকে না তাকিয়ে বার্নগুলো পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরের দিকে হাঁটা দিল।

ওর মা যখন বাস্কেট ঢেকে রাখা কাপড়টা সরাল, *ওলিবোলেন* থেকে ভাঁপ উঠল। টেবিলে প্লেট সাজাল মা, দুধ ঢেলে দিল বার্গ ওদের মাগে।

'সব কাঠ ফুরিয়ে গেছে,' কাঠির বান্ডিলের দিকে তাকিয়ে বলল ওর মা। বার্গ মাথা নাড়ল।

একটা *ওলিবোল*-এ কামড় বসাল ও, খেল। স্পঞ্জের মত উষ্ণ ময়দার তালটা ভরিয়ে দিল ওর মুখ এবং একটানে এক দুই করে সাত বছর পেছনে নিয়ে গেল।

BanglaBook.org

ওর বাবা বসেছে উল্টোদিকে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বার্গকে একটা গরম *ওলিবোল* বারবার হাত বদল করতে দেখে হাসল।

'আমি কাঠ যোগাড় করে আনছি,' বলল সে। মায়ের দৃষ্টি টের পেল ও, কিন্তু তাকাল না ওর দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল মহিলা। খানিকক্ষণ পরে, নিজেও খেতে শুরু করল সে।

সেরাতে কাঁচের মত জমিনের ওপর বিছিয়ে থাকল কুয়াশা। এমনকি ঘরের ভেতর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল কেমন নীরব হয়ে এসেছে সারা দুনিয়া। এটা মধ্যশীত এবং আকাশে, ক্ষেতে, ঘরবাড়ি আর মানুষজনের ওপর রাজত্ব চালাচ্ছে জ্যাক ফ্রস্ট। আকাশ পরিষ্কার, পূর্ণিমার চাঁদ। রূপালি আলো বাড়িগুলোর মাঝখানের তুষারকে ফিকে নীল করে তুলেছে, আর দেয়াল ও বার্ন, এমনকি খোদ বার্গের ছায়াও গ্রীষ্ম-বিকেলের কর্কশ রোদে যেমন হয় তেমনি স্পষ্ট-প্রায়।

কাঁধের ওর ডালপালার বোঝাটা বইছে ও, হাতে ধোঁয়া-ওঠা একটা মশাল, বার্নের ছায়ায় ছায়ায় এগোচ্ছে। ঠিক যখন জোহানের খামার পাশ কাটাচ্ছে, দেখতে পেল দুপা ফাঁক করে কমনে দাঁড়িয়ে আছে ব্লক। থমকে দাঁড়িয়ে ফরেস্টারের দিকে তাকাল বার্গ। বিশালদেহী লোকটাকে দেখে মনে হল যেন বাড়ির ছাদ ছাড়িয়ে গেছে তার মাথা। চাঁদের আলো পড়ছে তার টুপির ব্রিমে আর ব্রিমের ছায়ায় হারিয়ে গেছে চেহারা। মুখ দিয়ে ভাঁপ বেরিয়ে আসছে তার, হালকাভাবে আলোকিত মেঘ ক্ষণিকের জন্যে ঢেকে ফেলছে তাকে, তারপর আবার ভেসে যাচ্ছে। লাকড়ির বান্ডিলটা নামিয়ে রেখে সামনে পা বাড়াল বার্গ। 'আমি জানতাম তুমি আসবে, বয়।'

জবাব দিল না বার্গ। ভয় পায় নি ও। আবার কথা বলার প্রয়োজন নেই বুঝবে না, ততখানি নিশ্চিতও নয়। আসলে কী বলতে হবে সেটাই বুঝে উঠতে পারল না ও।

'হিমেল রাত এটা,' বলল ফরেস্টার।

মাথা দোলাল বার্গ।

'কিন্তু অগুনের প্রয়োজন নেই আমাদের। ডালপালার বান্ডিলটা নামিয়ে রাখ, মশালটা দাও আমাকে তারপর ভাগো এখান থেকে।'

ঠাণ্ডা স্বরে কথা বলছে সে। চোখ তুলে তাকিয়ে রাতের নীল আকাশের চাঁদটাকে দেখতে পেল বার্গ। পরিষ্কার শাদা মেঘের মত শূন্যে উড়ে যাচ্ছে ওর নিঃশ্বাস। মশাল থেকে ওঠা ধোঁয়া সোজা শূন্যে উঠে যাচ্ছে। লোকটাকে না দেখেই, যদিও তার নড়াচড়া টের পাচ্ছিল, ফরেস্টারকে সামনে পা বাড়াতে দেখল ও। বান্ডিল জড়ানো রশিটার ভেতর আঙুল আটকাল ও, চেয়ে রইল স্বর্গের দিকে। লোকটার গাঢ় অবয়ব যখন আকাশের বিপরীতে ছায়ামূর্তিতে পরিণত হল, মাথা নামাল ও। মুহূর্তের জন্যে সরাসরি তার চেহারার দিকে তাকাল, কোনও কিছু না দেখেই, পরক্ষণে অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল নিজেকে। ঘুরে দাঁড়াল ফরেস্টার। প্রবল বেগে শ্বাস টানছে সে। সামান্য সামনে ঝুঁকে পড়ল। এক পা আগে বাড়ল সে এবং ছিটকে সরে গেল বার্গ।

BanglaBook.org

খানিকক্ষণ একে অন্যকে ঘিরে চক্কর খেল ওরা। ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য বাড়াচ্ছে ফরেস্টার, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। ওদিকে বোঝার ভারে হাঁপাতে হাঁপাতে কাঠবেড়ালির মত বারবার বামে-ডানে লাফালাফি করে চলল ছেলেটা। তারপর জোহানের বাড়ির দিকে ফিরে চিৎকার ছাড়ল একটা।

আধা উবু হয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফরেস্টার, হামলা করার জন্যে প্রস্তুত, কিন্তু বার্গের আর্তনাদ শোনামাত্র জমে গেল সে, চট করে আশপাশে নজর বোলাল একবার। শব্দ করে খুলে গেল দরজাগুলোর পাল্লা, ভীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কঠিন বরফের ওপর পায়ের আওয়াজ উঠল, চিৎকার করে কিছু একটা বলল কেউ একজন, বোঝা গেল না। কাঠের বান্ডিলটা কাঁধের ওপর থেকে পিছলে পড়তে দিল বার্গ, নিজের সামনে মাটিতে নামিয়ে রাখল ওটা। আচমকা জোহানের দরজা খুলে গেল, বাইরে এল সে।

'আগুন!' আবার চেঁচাল বার্গ।

সোজা হয়ে আগে বাড়ল ব্লক। 'বললেই হল,' বলল সে। রাগে তার কণ্ঠস্বর চড়া আর ফাঁপা মনে হল।

মশালটা বরফের ভেতর ঠেসে ধরল বার্গ, ডান হাতে কঠের বান্ডিলটা ধরে রেখে ডালপালা বেঁধে রাখা দড়িটা টান দিয়ে খুলে ফেলল।

'কাঠগুলো আমাকে দাও! ওগুলো তুমি চুরি করেছ।'

ডালপালাগুলো ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল বার্গ। জমিনের ওপর বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ল ওগুলো। মাঝখানে বেতের খাঁচায় বসে আছে খরগোশটা। বাতাসে গন্ধ শুঁকল ওটা, নাক কোঁচকাতে লাগল। ঘাড় বাড়িয়ে ক্রমাগত ডানে-বামে, ডানে-বামে তাকাতে লাগল।

'চোরের বাচ্চা!' চেঁচিয়ে উঠল ব্লক। ঘুরল সে। গ্রামের প্রায় সবাই হাজির হয়েছে এখানে। তুষারের শাদা বৃত্তকে ঘিরে, ডালপালার বৃত্তটাকে ঘিরে, খরগোশকে ঘিরে, দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সামনে ঝুঁকে খাঁচার মুখ খুলল বার্গ। খরগোশটাকে বের করে এনে ডালপালার ওপর বসিয়ে দিল ওটাকে। এবার মশালটা তুলে নিয়ে ফরেস্টারের ছায়াচ্ছন্ন চেহারার দিকে তাকাল ও।

'তোমাকে কোলশেডে আটকে রাখব আমি, বয়। আগামীকাল উপযুক্ত সাজা পাবে তুমি।'

'এটা মধ্যশীত,' বলর বার্গ। জোরাল ওর কণ্ঠস্বর, কিন্তু চিৎকার করছে না। 'আজ রাতে আগুন জ্বলবে।'

'কিছুই হবে না!' গর্জে উঠল ব্লক। দর্শকদের দিকে ফিরল ও। 'ঘরে যাও। ছেলেটা চুরি-চামারি করে বেড়াচ্ছে। ঝামেলাবাজ ছাড়া আর কিছুই নয় ও।'

জনতার বৃত্তটা নড়ে উঠল, কিন্তু সরে গেল না কেউ। এক পা এগোল ব্লক, ইতস্তত করল তারপর।

'আমাকে এসে ধর না কেন, ব্লক?'

'আমি আসছি, বেয়াড়া ছেলে। দাঁড়াও।' ডালপালার বৃত্তটা ঘিরে হাঁটতে লাগল সে।

BanglaBook.org

'ডালপালা টপকে আস না কেন?'

পিঠ বাঁকিয়ে পাঁপড়ির ভেতর থেকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল ব্লক।

'হ্যাযেল শাখা। ওগুলোকে ডরাও নাকি?'

এক পা পিছিয়ে গেল ব্লক। জটলার ভেতর মায়ের অবয়ব আবির্ভূত হতে দেখল বার্গ। ওর বাহু আঁকড়ে ধরল জোহান, আটকে রাখল নিজের পাশে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ফরেস্টার আর ছেলেটা, ওদের মাঝখানে হ্যাযেল-শাখার বৃত্তটা, কিন্তু দুজনের কেউই নড়ল না। চাঁদের আলো আর মশালের কম্পিত শিখায় শাদা আভার মত লাগছে ওদের নিঃশ্বাস। দীর্ঘ সময় পরে সামনে ঝুঁকে খরগোশটাকে কোলে তুলে নিল বার্গ।

'আমার বাবাকে কী করেছ তুমি, ব্লক?'

কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল লোকটা। ছেলে আর খরগোশের ওপর থেকে নজর সরাল না সে। অবশেষে জোর গলায় হেসে উঠল। 'তোমার বাবাকে আমি চিনতামই না। আমি এখানে আসার অনেক আগে থেকেই নেই সে। তুমি একটা পাগল, হারামির বাচ্চা।'

বৃত্তটা ছোট হয়ে এল।

'যাও এখান থেকে, তোমরা সবাই!' খেঁকিয়ে উঠল ব্লক। 'এটা কোনও মেলা নয়' যার যার ঘরে ফিরে যাও, যতক্ষণ না হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে শায়েস্তা করছি। ভাগো!' হাত নাচাল সে এবং তার চারপাশের বৃত্তটা আবার বড় হয়ে গেল।

মশালটা উঁচু করে ধরে চেঁচিয়ে উঠল বার্গ, 'এ লোকটাই চোর! ওই লোকই আমাদের জিনিস চুরি করে চলেছে। শীতের মওজুদ, বপন করার বীজ, কাঠ, এর বিনিময়ে পাওয়া সব টাকা-পয়সা। সাত বছর ধরে আমাদের রক্ত চুষে ছোবড়া করে চলেছে সে। ব্লকই চোর!'

গরগর করে উঠল ফরেস্টার, এমন ভাব করল যেন তেড়ে আসবে সামনের দিকে, কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল সে। 'জ্যান্ত তোমার ছাল ছাড়াব আমি!' গর্জন করল সে। বেল্টে ঝোলান কুড়োলটা জাপ্টে ধরল; উঁচু করল ওটা। 'আমার কাজ শেষ হওয়ার পর তোমার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।'

'তাহলে হ্যাযেলের রিংটা টপকে এস!' প্রায় ভেঙে এল বার্গের কণ্ঠস্বর। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের ধড়াশ ধড়াশ লাফানো টের পাচ্ছে ও।

চিৎকার করে কি যেন বলে সামনে ঝাঁপ দিল ব্লক।

তার ডান পা ডালপালার স্তূপ স্পর্শ করেছে কি করে নি, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আবার পিছিয়ে গেল সে, চেঁচাচ্ছে। খরগোশের বাদামী চোখ জ্বলজ্বল করছে, নাক কুঁচকে রেখেছে ওটা। মশালটা নামিয়ে বৃত্তের দিকে ছুঁড়ে দিল বার্গ। অগ্নিশিখার একটা বলের মত লাফিয়ে উঠল আগুন, পরক্ষণে আবার থিতিয়ে এল এবং জ্বলতে লাগল জোরালভাবে। আগুনের কোনের ওপাশে ফরেস্টারকে লাফাতে দেখল বার্গ। গ্রামের লোকজন আরও সামনে এসে বিস্ময়কর আগুনটার দিকে তাকিয়ে রইল।

BanglaBook.org

বৃত্ত থেকে একটা জ্বলন্ত ডাল তুলে নিল ছেলেটা, পাশ কেটে এগোতে শুরু করল যতক্ষণ না লোকটাকে দেখতে পেল।

'এদিকে এস, ব্লক।'

'কি?'

'কুড়োলটা নামিয়ে রেখে এখানে এস!'

ফরেস্টারের শরীর যেন নির্দেশ অমান্য করতে চাইল; কিলবিল করল, নড়াচড়া করল, কিন্তু অবশেষে কুড়োলটা ফেলে দিল ব্লক, এগিয়ে গেল ছেলেটার দিকে, ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা।

'ওদের বলো। কেমন করে ওদের অন্ধ বানিয়ে ওদের ফসল চুরি করেছ।'

'অসম্ভব।'

জ্বলন্ত শাখাটি উঁচু করে কুঁকড়ে থাকা লোকটার দিকে তাক করল ছেলেটা।

'আমি করি নি। *ওরা* করেছে।'

জনতার বৃত্ত চেপে এল চারপাশে থেকে। ওদের দেহের উষ্ণতা যেন অনুভব করতে পারছে বার্গ।

'নিজেরাই করেছে ওরা,' বলল ফরেস্টার। ছোট করে হাসল সে। 'ওরা করেছে। ওদের অন্ধ বানানোর প্রয়োজন হয় নি। নিজেরাই কাজটা করেছে ওরা।' জটলার দিকে নজর বোলাল সে। পা না সরিয়েই নড়ল। সামনে-পেছনে দুলতে লাগল, দৌড়ে পালিয়ে যাবার ভান করছে এমন কারও মত। 'প্রত্যেক বছর 'স্টাব্‌ল বার্নিং'-এর পর অন্ধ হয়ে যায় ওরা, বেহেড মাতাল। বিয়রের একটা ক্যাস্কের দাম নিয়ে মাথা ঘামাতে যায় কে? হাহ্! আর তারপর,' চারপাশে তাকাল সে।

'তারপর আসে ওরা,' বলল বার্গ।

'রাতে। হ্যাঁ, রাতে আসে ওরা। কালো ঠেলা গাড়িতে করে। সবকিছু নিয়ে যায় ওরা।'

'ফসল।'

হিংস্র ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ব্লক।

'কাঠের যোগান?' নিজ্ঞেস করল জোহান, এগিয়ে এসে বার্গের পাশে দাঁড়িয়েছে সে।

ভয়ে ভয়ে মাথা ঝাকাল ব্লক। 'আজ রাতে। সবসময় মধ্যশীতে। সবাই ঘুমিয়ে থাকে। ঠাণ্ডা। কে ওখানে?' যেন ক্রমেই ছোট থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছিল সে।

'একটা ব্ল্যাঙ্কেট,' বলল বার্গ।

বিস্মিত চেহারায় ওর দিকে তাকাল জোহান।

'একটা ব্ল্যাঙ্কেট।'

নড়ে উঠল জনতা। কয়েক মুহূর্ত পর একটা কর্কশ হর্স-ব্ল্যাঙ্কেট ছুড়ে দেয়া হল ওদের মাথার ওপর দিয়ে। ওটা লুফে নিল বার্গ, ব্লকের হাতে দিল। ধূসর উলের দিকে হাবার মত তাকিয়ে রইল সে।

'তোমার কোট, কুড়োল আর হ্যাট রেখে যাও। ব্ল্যাঙ্কেটটা নিয়ে বিদায় হও!'

BanglaBook.org

হঠাৎ সোজা হয়ে গেল লোকটা। বুক চিতাল। জটলার লোকজন ঝটপট ছড়িয়ে পড়ল। কেবল জোহান আর বার্গ দাঁড়িয়ে রইল গাঢ় অবয়বটার উল্টোদিকে। সবুজ ফেল্ট হ্যাটের নিচের চেহারাটার দিকে জ্বলন্ত ডালটা বাড়িয়ে দিল বার্গ। 'যা বললাম করো।' টুপি খুলে ফেলল ফরেস্টার, কোটের বোতাম আলগা করল, মাটিতে ছুড়ে ফেলল ওগুলো।

'ভাগো।'

ওদের উল্টোদিকের শরীরটা নড়তে চাইল, কিন্তু নড়ল না। খরগোশের ঘাড়ে মাথা লাগিয়ে ওটার কানে কানে কিছু একটা বলল বার্গ। ফরেস্টারের দিকে তাকিয়ে নাক নাড়ল খরগোশটা।

'চলে যাও,' বলল খরগোশটা।

বার্গের দিকে তাকাল জোহান এবং বার্গ থেকে খরগোশের দিকে।

'যাও, রাতের আঁধারে মিলিয়ে যাও।'

'কীভাবে... ' বলল জোহান।

ঘাড় লম্বা করে হর্স-ব্ল্যাঙ্কেটঅলা লোকটার দিকে তাকাল খরগোশটা। 'নাকি,' বলল খরগোশ, 'জ্বলন্ত হ্যাযেল-শাখাটা দিয়ে তোমার চারপাশে একটা চক্কর এঁকে দেবে ও, বসন্ত পর্যন্ত রেখে দেবে এখানে?'

ব্ল্যাঙ্কেটটা কাঁধে জড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল ফরেস্টার। দু কদম সামনে এগোল সে এবং তারপর আচমকা প্রবলভাবে গা ঝাড়া দিয়ে ব্ল্যাঙ্কেটটাকে আগুনের ওপর ছুড়ে দিল। অন্ধকার নেমে এল। আর্তনাদ শোনা গেল।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হল অন্ধকার। ব্ল্যাঙ্কেটটা জ্বলে পুড়ে গেল। উধাও হয়ে গেছে ব্লক। কমনে একাকী দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা আর গ্রামের প্রবীণেরা। তুষারের ওপর খরগোশটাকে নামিয়ে রাখল বার্গ। বার-দুই থাবা উঁচু করল জানোয়ারটা, যেন ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠার দরকার হয়ে পড়েছে, তারপর আগুনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল ওটা।

'যাও,' বলল বার্গ। 'তুমি পারবে।'

সামনের দিকে লাফ দিল খরগোশটা। কানখাড়া করে বাতাসে গন্ধ শুঁকল, এবং লাফ দিল।

অগ্নিশিখার আভার ওপর লম্বা হয়ে থাকা খরগোশের দেহটা এমন এক দৃশ্য যেটা শনাক্ত করতে পারল বার্গ, কিন্তু কেন জানে না ও। মনে হল যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলছে লাফটা। খাঁজ-কাটা পেছনের পাজোড়া দেখতে পেল ছেলেটা, দেহ, পেটের কাছে ছিপছিপে পাতলা আর বুকের কাছটায় খোলা, পেশল, উঁচু হয়ে থাকা মাথা, ল্যাপ্টানো দুটো কান, সামনে বাড়ানো সামনের পাজোড়া। যেন আগুনের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে খরগোশটাকে, প্রায় বিস্মৃত কোনও কিছুর স্মৃতি।

BanglaBook.org

শুকনো কাঠে কামড় বসিয়ে এগিয়ে যাওয়া আগুনের মচমচ শব্দ। থালাবাসনের ঝনঝনানি। দূরে গরম দুধ আর রুটির সুবাস।

একটা চোখ খুলল সে, উঁকি দিল কম্বলের নিচ থেকে। হার্থের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওর মা, একটা পট নাড়ছে। দরজা খুলে গেল এবং দমকা হাওয়ার একটা ঝাপ্টা ঢুকে পড়ল ঘরে। আগুনটা চাগিয়ে উঠল।

'আজকের দিনটা ঠাণ্ডা। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার আবার বেরিয়ে এসেছে। মাঠে খরগোশ-টরগোশ দেখা যায়। শীত বিদায় নিতে বসেছে। ছেলেটা কি এখনও ঘুমিয়ে?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওর মা। চোখ বন্ধ করে ফেলল বার্গ, সমান তালে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করল।

'অ্যাই, সেভেন স্লিপার। বাইরে যাও।'

কাঁধে বাবার হাতের উপস্থিতি টের পেল ও। দুচোখ খুলে হাই তুলল বার্গ।

'খাবার সময় হল। রুটি আর পরিজ। এসো, সান। অনেক কাজ পড়ে আছে আমাদের।'

চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নামল ও। টেবিলের ওপর এক গামলা গরম পানি রেখে দিয়েছে ওর মা। চটপট মুখ ধুয়ে নিল ও।

টেবিলে বসে ওরা যখন আভেন থেকে সদ্য বের করা গরম রুটি খাচ্ছে, টোকা পড়ল দরজায়। ভেতরে এল জোহান। বগলদাবা করে একটা কাঠের ব্লক নিয়ে এসেছে সে।

'মর্নিং,' বলল সে। 'বার্গ?'

বাবা আর ছেলে দুজনই মুখ তুলে তাকাল।

হাসল জোহান। 'বার্নে কাউকে পাহারায় রাখতে হবে আমাদের। কেউ একজন গতরাতে বনের ওখানে এসেছিল।'

বার্গের বাবা মাথা দোলাল। 'সবাই হিম হয়ে আছে। এমন কেউ আছে হয়ত যার আর কোনও মজুতই নেই।'

নীরব রইল জোহান। পাইপ বের করে ভরতে শুরু করল সে, কাঠের টুকরোটা এখনও বগলদাবা করে রেখেছে।

'ওখানে ওটা কী?' বার্গের মা জিজ্ঞেস করল।

পাইপটা মুখে ঝোলাল জোহান, ব্লকটা দেখাল ওদের। 'হ্যাঁ, জিনিসটা অদ্ভুত। আগুন থেকে শোভেল দিয়ে ছাই সরাচ্ছিলাম আমি, পেলাম তখন এটা। একেবারে পুড়ে গেছে, কিন্তু চেনা চেনা ঠেকছে।'

পোড়া কাঠটা টেবিলের ওপর রাখল সে

বার্গ, ওর বাবা আর মা এবং জোহান, সবাই মিলে দেখল ওটা। দীর্ঘ সময় কথা বলল না কেউ।

'মজার ব্যাপার,' বলল বার্গের বাবা। 'যেন কিছু একটা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। কিন্তু জানি না সেটা কি।'

BanglaBook.org

'তোমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি,' বলল নিনা।

জোরে হেসে উঠলাম আমি।

'ঈশ্বর, আগের দিনের পুরুষগুলোর হল কি?'

আমি উঠে বসে কাপড়-চোপড় খুঁজতে শুরু করলাম। 'আমার কোনও ধারণা নেই, কিন্তু ওদের কখনওই চিনতে না তুমি। আর আমার কাছে জেনে রাখ: তুমি জানতে চাইতেও না।'

'আমি সত্যিই বলেছি,' বলল নিনা। 'কিন্তু তুমি বিছানা ছাড়ছ কেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি। বিছানায় কোণাকুণিভাবে শুয়ে আছে ও, উপুড় হয়ে, আমার দিকে চেয়ে আছে। পুরোপুরি সিরিয়াস ও।

'নিনা।'

'আমি নিনা। তুমি নাথান।'

'আমি...

চিত হল ও, দুহাত মেলে দিল। 'মহাবিশ্বের প্রভু,' বলল ও। 'আমরা পরি-না-আমাদের উচিত-না দৃশ্য নয়।'

টের পেলাম ওর শরীরের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার দৃষ্টি, ছোট ছোট স্তন, চামড়ার নিচে থেকে ফুটে ওঠা কলার-বোন, ওর গ্রীবা, বিছিয়ে থাকা চুল। পারি-না, উচিত-না।

একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হল ও। 'নাথান, বিছানায় ফিরে এস, সমস্ত অপরাধ বোধ, শাস্তি আর দায়দায়িত্বের কথা ভুলে যাও, আর ঈশ্বর জানেন আর কি কি নিষেধাজ্ঞা কাজ্ করছে তোমার ভেতর। আমার পাশে এসে শোও।'

সারাহ্‌কে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন আব্রাহাম এবং শুয়েছেন তার সঙ্গে... কত বয়স ছিল অব্রাহামের, ভাবলাম আমি, সারাহ্‌র কত বয়স ছিল? আমি বিছানায় ফিরে ওর হাত জাপ্টে ধরলাম, কিছু একটা বলতে চাইলাম, ইতিমধ্যে আমার মনে এসে গিয়েছে আমার গল্প, কিন্তু আমার মুখ পর্যন্ত উঠে এল না তা।

আমার হাতটা নিজের মুখের দিকে টেনে নিল ও। ওর গালের উষ্ণতা অনুভব করলাম। আমার মাথা পিছিয়ে এল। 'এটা... আমাকে আরও কাছে টানল ও। 'নিনা... ওর মুখের পাশেই আমার মুখ। মাথা নাড়লাম আমি। 'আমি একজন বুড়ো মানুষ। ফারাকটা।' 'আমিই বস,' বলল নিনা। 'দুষ্ট রানী তোমাকে বন্দী করেছে।' আমি আধাআধি শুয়ে পড়েছি ওর ওপর এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিবুকটা যেখানে গলার দিকে নেমে এসেছে সেই মখমলের মত জায়গায় চুমু খেতে শুরু করলাম, ওর কানের লতিতে চুমু খেলাম আমি, আমার মুখে নিলাম ওর কানটা। দুহাতে আমার মাথা ধরল ও। আমার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকাল। তারপর চুমু দিল আমাকে। উত্তপ্ত কড়াইতে মাখনের মত ওর মাঝে গলে গেলাম আমি।

BanglaBook.org

# অনেকদিন আগে, অনেক দূরে

এরপর কোন দিকে যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে আবার যখন আমরা সিঁড়ির গোড়ায় ফিরে এলাম তখন প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে। হলওয়েতে আমার বেডরুমের ঠিক উল্টোদিকে একই রকম আরেকটা রুম রয়েছে। ওখানে তেমন বেশি কিছু মিলবে বলে আশা করি নি আমি। রুমটা সবসময় অতিথিদের জন্যে কাজে লাগিয়েছে আঙ্কল হারম্যান, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা খাট, একটা চেস্ট-অভ-ড্রয়ারস আর একটা নাইট টেবিলের অতিরিক্ত তেমন কিছু ছিল না ওখানে। তবু ওখানে তল্লাশি চালানোর ওপর জোর দিল নিনা। 'ওই আবর্জনার দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে বরং আধঘণ্টা নষ্ট করতে রাজি আছি আমি।' ডানদিকে এখনও অক্ষত ব্যারিকেডের অংশটার দিকে মাথা দোলাল ও, একটা সেক্রেটেয়ার আর একটা পুরনো ডাচ চায়না কেবিনেটের মাঝখানে গাদাগাদি করে আছে আবর্জনার একটা বিশাল স্তূপ। ম্লান আলোতেও, হলওয়ের অন্য দিকটাকে মনে হচ্ছে যেন উড়িয়ে দেয়ার সময় হয়েছে ওটা। কাঠের মেঝেয় দাগ আর গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, ছেয়ে আছে টুকরো-টাকরায়। ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে ওঅলপেপার। আমার রুমের দরজা পথ বসন্তের দাগঅলা কাঠের কাঠামো। ওটা থেকে বেরিয়ে আছে পেরেক আর কাঠের চাঙ্গর। মাথা নাড়লাম আমি, কুড়োলটা কাঁধের ওপর ফেলে নিনা যে রুমটা দেখতে চেয়েছে সেটার দিকে এগিয়ে গেলাম। গতরাতে, আগেই আবিষ্কার করেছি আমরা, দরজাটায় তালা দেয়া। প্রথমবার আমার চোর সুলভ কৌশলটা যেহেতু চমৎকার কাজ দিয়েছে এবারও তেমন একটা সমস্যা হবে বলে আশা করি নি আমি। ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। দশ মিনিট পর, কবাটের নিচ দিয়ে নিনার গলিয়ে দেয়া খবর কাগজের ওপর পড়ল চাবিটা এবং ভেতরে ঢুকতে পারলাম আমরা।

যদিও আমি দরজা খোলার চেষ্টা করার সময় মনে হল যেন কেউ বুঝি ভেতর থেকে টেনে ধরে রেখেছে। আধ ইঞ্চিমত ফাঁক করতেই গোটা শরীরের ভর চাপিয়ে দিতে হল আমাকে। হাল ছেড়ে দিলাম আমি, দড়াম করে আটকে গেল পাল্লাটা। পকেটে হাত ঢোকাল নিনা, আমার দিকে তাকাল, মাথাটা এক পাশে এলানো, ভুরু নামানো। 'তুমি পিঠ দিয়ে ঠেলা দিলে,' বললাম আমি, 'আমি চাপ দেব, ফাঁকটা যথেষ্ট বড় হলেই পিছলে ভেতরে ঢুকে পড়ব। তারপর স্প্রিংস বা যাই হোক সরিয়ে

BanglaBook.org

ফেলতে পারব।' মাথা ওঠাল ও। ওর দৃষ্টিতে সতর্কতার ছায়া দেখা গেল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। তারপর ওর গাল স্পর্শ করে মৃদু হাসলাম আমি। 'কুড়োলটা নিয়ে যাচ্ছি আমি। যেকোনও সময় কেটে বেরিয়ে আসতে পারব।' আস্তে করে মাথা দোলাল ও।

আমার পেছনে দড়াম করে আটকে গেল কবাটটা। পাঁই করে ঘুরলাম আমি, নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখেছি। হৃৎপিণ্ডটা যেন শরীরের সমান বড় হয়ে গেছে। 'নিনা!'

'কী হল?'

'কিছু না। স্রেফ দরজাটা। তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ।' শান্ত ওর কণ্ঠস্বর।

দেশলাইয়ের বাক্স বের করে একটা কাঠি জ্বাললাম আমি। দপ করে জ্বলে উঠল শিখাটা। ওটা থিতিয়ে আসার পর নিজের হাতটা বাদে আর কিছুই দেখতে পেলাম না। অন্য হাতটা গামলার মত করে ওটার পেছনে এনে আলো ফেলার চেষ্টা চালালাম। আমার ঘেমে ওঠা কপালে ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা ছোঁয়া লাগল। মৃদু কেঁপে উঠল শিখাটা। আমার জন্যে কী খাড়া করে রেখেছ তুমি, যেনো? মেঝের ওপর দিয়ে পাজোড়াকে আগে বাড়তে দিলাম, বোর্ড, বোর্ড, বোর্ড, দেশলাইয়ের আলোয় ভাল করে তাকালাম। অগ্নিশিখাটা আমার অঙুল ছুঁই ছুঁই করতেই ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে নতুন আরেকটা কাঠি জ্বাললাম।

'নাথান?'

জোরে সাড়া দিলাম আমি।

'কী করছ তুমি?'

'কিছু দেখার চেষ্টা করছি।'

'দরজা খোল।'

আমি হাত বাড়িয়ে দরজার হাতল খুঁজলাম। টানার কাজটা ঠেলার চেয়েও কঠিন হল। হাতলের সঙ্গে ঝুলে পড়লাম আমি, গায়ের জোরে কবাটের ওপর চাপ দিল নিনা, কিন্তু ইঞ্চিখানেকের বেশি ফাঁক করতে পারলাম না ওটা।

'হতচ্ছাড়া জিনিসটা কেন খুলছে না সেটা দেখতে চাচ্ছি আমি। একটু অপেক্ষা করো, নিনা।'

কবাট আর দরজাপথের মাঝখানের সংযোগস্থলের ওপর হাত বোলালাম আমি, তারপর খোদ পাল্লাটার ওপর। ছোট কাঠের ফ্রেমের মাঝামাঝি এবং তার মাঝখানে মোটামুটি দুই ইঞ্চি পুরু একটা কাঠের ছিলকা, চাপে বেঁকে আছে। বাঁক অনুসরণ করে নিচের দিকে এগোলাম আমি যতক্ষণ না একইরকম আরেকটা ফ্রেমের দেখা মিলল, কিন্তু এটা রয়েছে মেঝের ওপর। শক্ত, ফ্লেক্সিবল ছিলকাটাই নিশ্চয়ই দরজার পাল্লাটাকে আটকে রেখেছে। ভাল করে দেখার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসলাম আমি এবং বুঝতে পারলাম সমীহে মাথা দোলাচ্ছি। উঠে দাঁড়ালাম আমি, কাঠের ধনুকটার ওপর পা রাখলাম, সামান্য পিছিয়ে এনে তারপর সজোরে লাথি হাঁকালাম। আমার পা ঘেঁষে মেঝের ওপর দিয়ে ছুটে গেল কি যেন। বাতাসের জোরাল একটা ধাক্কা।

BanglaBook.org

'নাথান?'

'ওখানে কী করছে ও?'

'ওখানে কী করছে ও, ওখানে কী করছে ও? দেশলাই দিয়ে ক্যাথেড্রাল বানাচ্ছে। শুয়ে আছে!'

'কেন শুয়ে আছে?'

'মানুষ শোয়। মানুষ দাঁড়ায়। মানুষ বসে। কেউ কেউ, তোমার মত, মাথাভর্তি আবর্জনা নিয়ে থাকে। নাথান?'

'জবাব দিচ্ছে না ও।'

'ওহ। সেজন্যেই কি এত চুপচাপ সে?'

'মনে হয় ও...

'না।'

'না?'

'না!'

'ফিনম্যানকে ডাকা উচিত আমাদের?'

'ফি... কেন ফিনম্যানকে ডাকতে হবে?'

'কারণ ও জবাব দিচ্ছে না।'

'যখনই কেউ লাফিয়ে ওঠে না, তোমাকে গল্প শোনাতে শুরু করে না, ফিনম্যানকে ডাকতে চাও তুমি?'

'মিস্টার ফিনম্যান!'

'চুপ করো, ঠিক আছে।'

'মিস্টার ফিনম্যান! ওহ্, মিস্টার ফিনম্যান। সাড়া দিচ্ছে না ও।'

'তাই?'

'আমরা ওর নাম ধরে ডাকছি, কিন্তু ও জবাব দিচ্ছে না।'

'নামটা ঠিক আছে?'

'কী?'

'ওরা নাম?'

'হ্যাঁ! ঈশ্বর... নড়ছে ও।'

'হ্যাঁ।'

'নড়ছে ও, মিস্টার ফিনম্যান।'

'নড়ছে যে দেখতে পাচ্ছি আমি। মানুষ নড়াচড়া করে।'

BanglaBook.org

অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। খানিকটা চিত, খানিকটা কাত হয়ে শুয়ে আছি আমি। দুটো মেঝেয়। গড়ান দিলাম। চিৎ হতে পারলাম না আমি। মেঝে নয়। একটা দেয়াল।

উঠে বসার পর বুঝতে পারলাম কোথায় আছি আমি।

পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্স বের করে একটা কাঠি জ্বাললাম। অন্ধকারে আমার হাতটাকে কমলা দাগের মত দেখাচ্ছে। শিখাটা মেঝের ঠিক ওপরে ধরে তল্লাশি করলাম। কয়েক গজ দূরে একটা লম্বা কাঠি পড়ে থাকতে দেখলাম আমি এবং আরেকটু দূরে, ভাঙা ছিলকাটার অংশ। ওটা তুলে নিলাম আমি। ছিলকার ডগাটা টুকরো টুকরো হয়ে আছে, সম্ভবত আগুন ধরাতে সমস্যা হবে না।

মেঝের মাঝখানে বসে জিনিসটা ধরাতে দুটো কাঠি খরচ করতে হল আমাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আগুন ধরল ওটায়। ওপর-নীচ ওঠানামা করলাম ছিলকাটা, অগ্নিশিখাকে উঁচু হয়ে উঠতে দিলাম। যখন নিশ্চিত হলাম চট করে নিভে যাবে না, চারপাশে নজর বোলাতে শুরু করলাম।

কী ঘটেছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই আমি, কিন্তু ওই ছিলকাটায় লাথি হাঁকানোর পর কিছু একটা আঘাত করে আমাকে, দরজার দিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমার মুখ আর বাম কাঁধ ব্যথা করছে, কিন্তু কিছু ভাঙে নি। অন্ধকারে মশালটা বাড়িয়ে দিলাম। দরজার ওপর একটা ফোলা বারল্যাপ স্যাক ঝুলছে। উঠে ওটার দিকে এগিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। কেন যেন নিজেকে তোলার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলাম না। বুকের খুব গভীরে চাগিয়ে ওঠা আতঙ্কের দূরবর্তী ঝটপটানি টের পেলাম আমি। 'সাবধান, নাথান।' ফিসফিস করে বললাম নিজেকে। 'চারপাশে নজর বোলাও। ভাব। কী ঘটছে? সূত্রগুলো কি?'

বারল্যাপ স্যাকটাকে দেখে মনে হল ওটা বালি দিয়ে ঠাসা। কাঠের ছিলকাটাকে ভেঙে স্যাকটাকে আলগা করে দিয়েছি আমি, আর ওটা দড়ির মাথায় ঝুলে রুমের একপাশ থেকে আরেক পাশে ধেয়ে এসে সজোরে আঘাত হেনেছে আমার পেছনে। 'দরজার গায়ে নিয়ে ফেলেছে আমাকে,' ফিসফিস করে বললাম। 'দম বের করে দিয়েছে। নির্ঘাৎ জ্ঞান হারিয়েছিলাম। আর কি?'

রুমটা আরও বড় হলে মারা পড়তাম আমি। ট্র্যাজেক্টরি যত দীর্ঘ হবে, মোমেন্টামও তত বেশি হবে।

ভয়ের পাখিটা ডানা ঝাপ্টানো শুরু করে দিয়েছে। ফুসফুসে সেটা টের পাচ্ছি আমি।

'আরও খারাপও হতে পারত। স্যাকে পাথর থাকতে পারত। তাহলে অক্কা পেতে তুমি।'

মাথার ভেতর জেগে উঠল একটা কিছু। যেন কালো জলে ভরে উঠতে লাগল আমার ভেতরটা। উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার বাম দিকের দেয়াল। একপাশে ঝুঁকে পড়ে হাতের ওপর ভর দেয়ার প্রয়াস পেলাম আমি, কিন্তু লুটিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে লাটিমের মত দুলে উঠলাম! ভাব! 'ভাব!' যতদূর সম্ভব চোখ বড় করে তাকানোর চেষ্টা করলাম আমি। 'নাথান।'

আমি?

BanglaBook.org

'জেগে থাক, নাথান।'

ঈশ্বর। জ্বলন্ত ছিলকাটা আমার হাত থেকে পড়ে মেঝের উপর কয়েক ফুট দূরে চলে গেল। প্ল্যাঙ্কের ওপর দিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম আমি। 'পা দিয়ে পিষে নেভাব ওটা,' বলল ম্যগনাস। দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল সে, পলিশবিহীন একটা বুট নামিয়ে আনল অগ্নিশিখার ওপর। 'শুয়ে থাক, নাথান। তুমি ক্লান্ত। কোন্ রুম এটা? এখানে না ঘুমাত সোফি?'

বুকের কাছে ঝুলে পড়ল আমার মাথা, ওঠাতে পারলাম না।

'না, শুয়ে থেকো না। জেগে থাক।'

এখনও হাতের ওপর ভর দিয়ে আছি আমি, কিন্তু চেষ্টা চালাতে গিয়ে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে, বুঝতে পারছি ইঞ্চি ইঞ্চি করে আমার হাত হয়ে পেশি বেয়ে বাহুর সামনে, পেছনে, একেবারে কাঁধ পর্যন্ত। ভোঁতা একটা ব্যথা।

'একটা কথা বলতে যাচ্ছি তোমাকে। চোখ বন্ধ কর।'

চোখ বন্ধ করলাম।

মেঝেটা যেন সবচেয়ে চমৎকার একটা বিছানা। ঘুমোনোর জন্যে, আর যেন জেগে উঠতে না হয়।

'এসো। বহুদিন আগে। হ্যাঁ, বহুদিন আগে। সেটাই শুরু। অনেকদিন আগে আর অনেক দূরে।'

মেঝের মৃদু কাঠিন্য।

'এককালে এক লোক ছিল জীবনে কি করবে জানা ছিল না তার, তো একদিন সকালে জেগে উঠে বেরিয়ে পড়ল সে।

শোন, ভূট্টার ক্ষেতের ওপরের মেঘের ছায়ার মত বেরিয়ে গেল সে। এই ছিল আবার এই নেই।

সাতদিন টানা এগিয়ে চলল সে। সাত রাত। তারপর যখন কোথায় এসেছে দেখার জন্যে মুখ তুলে তাকাল, দেখল কোথাও নেই সে। এবং আবার: সাতদিন, সাত রাত।

এবং তারপর: সাত বছর।

তারপর এমন এক দেশে হাজির হল সে যেটা কিনা দিগন্তে পৌঁছে হারিয়ে গেছে, ওপাশে। ঘাসের খুব কাছে ঝুলে আছে ছুটে চলা মেঘের চাদর, জমিনের ওপর তরঙ্গায়িত ছায়া বিলোচ্ছে। পশ্চিম থেকে বইছে হাওয়া, অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে। বাতাসটা জমিনের কঙ্কাল উন্মুক্ত করে দিয়েছে– বাতাসের উত্তপ্ত একটা দেয়াল চামড়া পুড়িয়ে দিয়েছে, চোখ শুকিয়ে দিয়েছে। বালির ওপর শুয়ে পড়ল সে এবং উত্তপ্ত পাহাড় ভেসে গেল তার ওপর দিয়ে। ঝড়টা অনুভব করল সে, ঠিক যেমন করে জমিন অনুভব করেছে তাকে এবং জমিনের উষ্ণতা ওকে ভেদ করে উঠে এল। কোমল হয়ে এল তার পেট, শিরা উপশিরা বেয়ে কেমন করে ধীরে ধীরে রক্ত ধারা তার মাথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে সেই শব্দ শুনতে পেল, গুঞ্জন করছে, খসখস করছে, গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে ওকে।

BanglaBook.org

ঝড়ের প্রবল দাপটে কোনও দিক চেনা যাচ্ছে না। কেবল তাপ, মারাত্মক তাপ ক্রমাগত চূর্ণ হয়ে চলেছে। কোনও উৎসবিহীন তাপ, আদি ভূমিহীন, কোনও লক্ষ্য নেই। বাতাস না থাকলে টগবগ করে ফুটতে শুরু করত জমিন, বালি গলে যেত, তারপর ধীর, জ্বলন্ত স্রোতের মত পোড়াতে পোড়াতে দিগন্তের ওপাশের দেশে চলে যেত; আর বাতাস এমন তপ্ত হয়ে উঠত তার ঠোঁট পুড়িয়ে ফেলত, জ্বালিয়ে দিত গলা। হাওয়া না থাকলে পরিবেশ জ্বলে যেত, প্রস্রবণগুলো উগড়ে দিত তরল বালি, একটা প্রাণীও বাঁচত না, আর সূর্যটা জমিনের খুব কাছে ঝুলত, কোথাও ছায়া পড়তে পারত না, এমনকি আড়াল করার জন্যে তোলা হাত কিংবা দুটো কাঠির ওপর লটকে দেয়া ব্ল্যাঙ্কেটেরও নয়।

শুরু আর শেষবিহীন দিন। সময়কে উড়িয়ে দিয়েছে হাওয়া আর সূর্যটাকে ঠেলে দিয়েছে উড়ন্ত বালি আর ধূলির পর্দার আড়ালে। সেইসব দিনে সুখী ছিল সে।

রাতের বেলায় কোনও মরুদ্যানের উষ্ণ ঝর্না খুঁজে নিত সে, ধূলিধূসরিত চটচটে গা ধুয়ে নিত। অনুভব করা যায় কি যায় না এমনি পানিতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকত। রাতে আকাশের দিকে চোখ রাখে সে, শাদা চাঁদ আর তার টুকরো টুকরো ছায়া। পানি আর বাতাসের সীমানার উপর দিয়ে আনাগোনা করে সে আর দীর্ঘক্ষণ চাঁদের দিকে চেয়ে থাকলে ঝর্নার কথা, পৃথিবীতে বাধা পড়ে আছে সেকথা ভুলে যায় সে। মনে হয় যেন মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ওপরে উঠে যাচ্ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে চিরকালের মত।

আবার এমন দিনও গেছে যখন প্রান্তরকে ইস্পাতের পাতের মত আঁচড়েছে, বজ্রবৃষ্টি বয়ে এনেছে তার মুখে যা এমন প্রবল বেগে ঝাপ্টা মেরেছে যে কপালে রক্ত বিন্দু জমে উঠেছে। দিন আর রাতকে জমাট করে দিয়েছে আর বৃষ্টির পানি তীক্ষ্ণ ঢেউয়ে পরিণত হয়েছে, যাকে জমিনের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে হাওয়া।

নীলাভ সূর্যের আলোয় স্নাত দীর্ঘ দিন ছিল সেগুলো। শীতল, বিরামহীন হাওয়া গায়ে জড়িয়ে রাখা ব্ল্যাঙ্কেট ভেদ করে কাপড়ের ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়ত ভেতরে। যখন বৃষ্টি হত, ওর গলা বেয়ে নেমে বুকে জমাট বেঁধে যেত পানি, ক্ষত চিহ্ন রেখে যেত চামড়ায়, যেন নিজেকে পুড়িয়েছে। ক্ষতচিহ্নগুলো তার পোশাকের সঙ্গে ঘঁষা খেত, বারবার উন্মুক্ত হয়ে যেত ঘাগুলো। কোনও কোনও রাতে, কম্পমান আগুনের পাশে, যেটা সারাক্ষণই নিভে যাবে বলে মনে হত, তাকে শার্টের ওপর থেকে জমাট রক্ত ভেঙে আলগা করতে হয়েছে।

কিন্তু ব্যথার কারণে যন্ত্রণা বেড়ে ওঠে নি তার। বিরামহীন মেরু হাওয়া তাকে জোর করে ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে পাঠিয়ে দিয়েছে। অন্তহীন ঝড়ঝঞ্ঝাই তাকে মাটির গায়ে চেপে থাকতে আর কোনও কোনও সময় দিনের পর দিন দুহাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে বসে থাকতে বাধ্য করেছে।

যখনই জ্বালানি কাঠের খোঁজে বেরিয়েছে সে, ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছে, সামনে ঝুঁকে পড়ে, জমিনের ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে বয়ে যাওয়া হিম ছুরির বিরুদ্ধে আবারও হার মেনে নেয়া পর্যন্ত, এবং ফিরে এসেছে তার আগুনের ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা

BanglaBook.org

ছাইয়ের গাদার পাশে। পরদিন সকালে সে জেগে উঠেছে মারাত্মক ঠাণ্ডা ছোট পুকুরে মুখ আধা ডোবা অবস্থায়, হাড় পর্যন্ত জমে শক্ত হয়ে গেছে। সারাদিন ধরে তার মনে হয়েছিল যে মাথার অর্ধেকটা বুঝি কাঠের।

কোনও কোনও দিন ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে তার ওপর। অল্প কয়েকটা ডালপালা (কিন্তু কোন গাছের?) ওর দিকে উড়িয়ে এনেছে ঝড়। তখন আবার ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে আগুন জ্বেলেছে সে। শব্দ করে জ্বলা শিখার ওপর ছোট কালচে কেতলিটা ঝুলিয়ে দিয়েছে, যেটায় পানি গরম করে সে। কিন্তু গরম পানির তাপ কখনওই তার শরীরে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি আর আগুনের উষ্ণতাও কখনও হাত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় নি, ফলে সারাদিনই স্যাঁতসেঁতে ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে কাঁপতে কাঁপতে কাটাতে হত তাকে যতক্ষণ না রাত হত আর ঘুম তাকে ঠাণ্ডা ভুলে যেতে সাহায্য করত।

সাত বছর পর একদিন সকালে, রাতের অর্ধেকটা ঘুরে বেড়ানো আর অল্প কয়েক ঘণ্টা ঘুমের পর জেগে উঠল সে এবং দূরে একটা গাছ দেখতে পেল। ওটা কোন ধরনের গাছ জানা ছিল না তার। তার মাথায় ফিসফিস হল। 'অ্যাকেশা', কারণ জমিনের মাঝখানে দাঁড়ানো গাছের জন্যে ওটাই জুৎসই নাম বলে মনে হল, কিন্তু তার বুকের কোথাও একটা কণ্ঠস্বর বিড়বিড় করে বলল 'ওক'। বুঝতে পারল না সে।

বিশাল, লম্বা একটা গাছ, বিশাল মাথাটা কাণ্ডের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে, কিনারার দিকে ফাঙ্গাসের বিরাট কোনও টুপির মত নিচে নেমে এসেছে। কাণ্ডটা এত চওড়া যে এক চক্কর ঘুরে আসতে দশ কদম লেগে যাবে তার, যদি এমনকি সেটা সম্ভব হয়, কেননা প্রকাণ্ড সব শেকড় জমিনের ওপর পিঠ বাঁকিয়ে রেখেছে আর গাছটার চারপাশের জমিনকে কাঠ, ছত্রাক আর বালির একটা এবড়োখেবড়ো সাগরের চেহারা দিয়েছে।

গাছটা আগে কোনওদিন দেখে নি সে। জমিনের সীমানা কতদূর জানা নেই তার, সেজন্যে খোদ এলাকাটাই পরিচিত কিনা নিশ্চিত হতে পারে নি, কিন্তু এ পর্যন্ত গাছটা লক্ষ্য করে নি বলে বিস্মিত হয়েছে। আনুমানিক বিশ ফুটের মত দূরে বসে পড়ল সে, তাকিয়ে রইল। পাতার ভেতর দিয়ে জোর হাওয়া বইছে কিন্তু ডালপালা নড়ছে না। বালির ওপর নিথর দাঁড়িয়ে আছে গাছটা।

সে উপলব্ধি করল জমিনটা চিনে নেয়ার মুহূর্ত এসে গেছে তার। এটাই সীমানা, এখানে এসেই জমিনটা নিজেকে অন্য এক জমিনে হারিয়ে ফেলেছে, যেখানে আরও একটা গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে, এক বিরান এলাকায় এবং সে গাছটা আরেকটা নতুন সীমানা তৈরি করবে, আরেকটা নতুন প্রান্তরের শুরু হবে তার ওপাশে। এর কোনও শেষ নেই। এখন গাছটা দেখার পর সবকিছু জানা হয়ে গেছে তার। শূন্যতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, প্রান্তরের পর প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে সে, কোনও দিক নির্দেশনা ছাড়া, কিন্তু প্রত্যেকটা গাছ আরেকটা গাছ ডেকে আনবে এবং প্রতিটা প্রান্তর আরেক প্রান্তর। এ গাছটা কি একটা সীমানা?

BanglaBook.org

ওটাকে সে আবিষ্কার করেছে এবং সীমান্ত মনে করেছে, কিন্তু হয়ত একগোছা ঘাস বা পলায়নপর শেয়াল দেখতে পেয়েও *সেটাকেও* সীমানা বলে মেনে নিত। যেখানে একটা সীমানা দেখেছে সে, একটা ল্যান্ডমার্ক, চারপাশের অনন্তহীনতায় একটা চিহ্ন, সীমানা আরও প্রসারিত হবে। সে যা দেখেছে সেটাই নিজেকে বাড়িয়ে তুলতে থাকবে যতক্ষণ না সে স্বীকার করছে, মেনে নিচ্ছে, বিশৃঙ্খলা, স্বয়ং-উদ্ভূত বিশৃঙ্খলা, আরও গোলমাল ডেকে অনা গোলমাল। গাছটা একটা উপমা। এটাকে সে তার বেঞ্চমার্ক বানিয়ে নিতে পারে, এখানে থাকতে পারে, কিন্তু এই গাছটা কখনওই তার জগতের মূল বিন্দুতে পরিণত হবে না, কিংবা শেষও নয়। সবসময়ই তার জানা থাকবে যে গাছটা অযাচাইযোগ্য, হিসাবের অতীত একটা সিরিজ। প্রান্তর সমস্ত অর্থ হারিয়ে ফেলেছে।

আবার শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করল সে। চোখের পাতার ওপর দিয়ে ছোট ছোট তরঙ্গে ভাসছে রক্ত। তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বেছে নিতে হবে। এখানেই থাকা উচিত তার, নিজের ক্ষমতাহীনতাকে মেনে নেবে, নাকি আবার চলতে শুরু করবে এবং সমাপ্তির জন্যে নিজের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে রফা করবে? মাটির ওপর শুয়ে থাকার সময় সে বুঝতে পারল মধ্যযুগীয় মানুষ কেন পৃথিবীকে সমতল হিসাবে দেখত। সীমাবদ্ধতার স্বস্তি। ছেলেবেলায় দেখা স্বপ্নগুলোর কথা ভাবল সে, কেমন করে মহাবিশ্বের ভেতর দিয়ে পাল তুলে গ্যালাক্সি থেকে গ্যালাক্সিতে ঘুরে বেরিয়েছে, সীমানা খুঁজে পায় নি, হারিয়ে গেছে মহাশূন্যে। উপুড় হয়ে মাটির ওপর মুখ চাপা দিল সে। গাছটাকে যদি খেয়ালি দেশে খেয়ালি একটা বাড়ি হিসাবে মেনেই নিতে হয় তাকে, সবসময় তার মনে ভাবনা চলবে আরও গাছ, আরও দেশ আছে কিনা এবং নিজের বিচারবিবেচনার বিরুদ্ধে জানে সে, কল্পনা করবে এই বিশৃঙ্খলার একটা শেষ কোথাও না কোথাও থাকতেই হবে। কিন্তু গাছটার ওপাশে বিছিয়ে থাকা শূন্যতার ভেতর দিয়ে যদি আবার যাত্রা করতে মনস্থির করে সে, সত্যিই তেমন কোন শেষ আছে কিনা কোনওদিনই জানতে পারবে না, যেটা তাকে হাঁটু মুড়ে বসতে দেবে আর শান্তি যোগাবে। আবার চিৎ হয়ে শুয়ে, ভেসে যাওয়া মেঘমালার দিকে তাকাল সে। দৃষ্টি স্থির রাখার মত একটা জায়গার খোঁজ করল, কিন্তু পেল না। আকাশটা কাৎ হতে শুরু করেছে এবং মুহূর্তের জন্যে মনে হল পৃথিবী থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে সে। চোখ বন্ধ করে রাতের মরুদ্যানের উষ্ণ পানির কথা ভাবল সে।

তারপর ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। চোখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেলল।

"নাথান," বলল কণ্ঠস্বরটা।

কিছু বলল না সে।

"নাথান!"

দুহাঁটুর মাঝখানে মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে হাতজোড়া মাথার ওপর আড়াআড়ি করে রাখল সে।

BanglaBook.org

"নাথান!"

অবশেষে সাড়া দিল সে। "প্রভু?"

"ওই গাছে ঠেস দিয়ো না। এইমাত্র একটা কুকুর পেশাব করেছে ওটায়।"'

যখন চোখ মেলে তাকালাম, যে প্ল্যাঙ্কটার ওপর আমার মাথাটা পড়ে আছে সেটার গঠন পরিষ্কার দেখতে পেলাম আমি: রোদে-পোড়া ল্যান্ডস্কেপে শ্লথ গতির একটা নদী, একটা ধীরে বয়ে যাওয়া ডেল্টা যেটা গ্রন্থিল দ্বীপের পাশ দিয়ে দুভাগ হয়ে আবার একত্রিত হয়েছে, তারপর এগিয়ে গেছে নিরবধি। ধূলি আর শুকনো কাঠের গন্ধ। কি যেন পিছলে বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। গালে আঙুল বোলালাম, স্বাদ নিলাম। লালা।

কোথায় আছি এবং কেন, জানি আমি। কিন্তু কতক্ষণ?

আরও একবার কাঠের দানার রেখা অনুসরণ করলাম, গিঁটের ওপর দৃষ্টি স্থির রাখলাম। যেন ওই একটা স্পটেই রয়েছে সমস্ত অর্থময়তা, যেন আমার কারণ, কৌশল আর স্থিতি, সমস্তই মিলিত হয়েছে ওখানে, যেন ওই গিঁটটার চারপাশে জমা হওয়া সমস্ত স্রোত, বুদবুদ শব্দ করছে, গরগর করছে, বিড়বিড় করছে, চলার পথের কাহিনী বিনিময় করছে। আর ওই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চললাম আমি, একটা থেকে আরেকটায়, স্থির, কিন্তু প্রবহমান। ঠিক যখন অন্ধকার কেমন করে দেখতে পাচ্ছি ভাবতে শুরু করেছি, একটা বার্নারের হিসহিস শব্দ শুনতে পেলাম আমি, মেঝের ওপর আলোর রেখা দেখলাম। সামান্য মাথা উঁচু করলাম আমি, এক কি দুইঞ্চি।

'নাথান। ব্যাপারটা কী... ' নিনার কণ্ঠস্বর। 'আমি তো ভেবেছি হারিয়ে ফেলেছি তোমাকে।' আমার বাম কাঁধে ওর হাত।

চোখ বন্ধ করলাম আমি, মাথা নেমে আসতে দিলাম, গড়িয়ে উপুড় হয়ে উঠে দাঁড়ালাম তারপর। তারপরই কেবল চোখ মেলে তাকালাম। আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে নিনা। হাত বাড়িয়ে আমার বাহু ধরল সে। 'নাথান...

'কতক্ষণ?'

'কতক্ষণ ধরে এখানে শুয়ে আছ তুমি? প্রায় পাঁচ মিনিটের মত। ব্যথা বোধ করছ?'

ব্যথার কথা ভাবলাম আমি। মাথা নাড়লাম। 'ব্যথা নেই কোনও। কিন্তু ঝাপসা লাগছে। কিছু ভাঙে নি।'

'দাঁড়াতে পারবে?'

দাঁড়াতে পারব আমি। নতুন খেলা দেখাচ্ছে এমন কোনও বাচ্চার মত উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'চলো। নিচের তলায় যাওয়া যাক।'

'দাঁড়াও। কী ঘটেছে জানতে চাই আমি, কীভাবে কাজ করে।'

একটুক্ষণ আমাকে দেখল ও, তারপর মাথা নাড়ল।

BanglaBook.org

ও গ্যাস ল্যাম্পটা চারকোণে ঘোরানোর সময় ওর কাঁধে ঠেস দিয়ে আশপাশটা দেখে নিলাম আমি।

ল্যান্টার্নের শাদা আলোয় রুমটাকে টরচার চেম্বারের মত দেখাল। আধ ইঞ্চি পুরু দড়ির সঙ্গে দরজার পাল্লার ওপর ঝুলছে স্যাকটা। একটা ইউ-আকৃতির কাঠামো, যেটা কাঠের ছিলকাটাকে ধরে রেখেছিল, পেরেক দিয়ে মেঝের সঙ্গে আটকানো। বাম দিকের দেয়ালে, আনুমানিক মেঝের দুই ফুট উচ্চতায় একটা হাঁ হয়ে থাকা চৌকো ফোকর, প্রমাণ সাইজের কারও পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার মত প্রশস্ত। ওটার পেছনে চেয়ারের পায়া আর বীমের টুকরো দেখতে পেলাম আমি। ডানদিকের দেয়ালের সঙ্গে চমৎকার করে স্তূপ করে রাখা আছে সমস্ত লগের মওজুদ যেগুলো একসময় বাইরে, লীন-টুর নিচে রাখা ছিল। স্তূপটা প্রায় আমার কাঁধ সমান উঁচু, কয়েকসপ্তাহ্ ধরে আমাদের উষ্ণ রাখার জন্যে যথেষ্ট। স্তূপের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা একটা মই। সম্ভবত সিলিংয়ের সঙ্গে রিং বা যেটা স্যান্ডব্যাগটাকে দরজার মাথার ওপর ফ্রেমের সঙ্গে আটকে রেখেছিল সেটাকে আটকানোর কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল।

'মহাবিশ্বের প্রভু,' বললাম আমি।

লক্ষ্য করলাম কতটা শান্ত আমি, এবং ভাবলাম: শেষ পর্যন্ত এ পর্যায়ে এসেছে ব্যাপারটা– নিয়তি মেনে নিলাম আমি।

উল্টোদিকের দেয়ালে এবড়োখেবড়ো ফোকরটার দিকে মাথা নাড়ল নিনা।

'ওদিক দিয়েই রুম থেকে বেরিয়ে গেছে সে। অমন একটা কাঠের টুকরো দিয়ে কেবল ভেতর থেকেই দরজাটা আটকাতে পারবে তুমি। তাছাড়া, স্যান্ডব্যাগটাকে তো তৈরি করতে হয়েছে তাকে।'

ঝুলন্ত স্যাকের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা দরজার মাঝামাঝি ঠিক ওপরে একটা হুকের সাহায্যে সিলিংয়ের সঙ্গে আটকানো হয়েছিল। তারপর স্যাকটা পেছনে টেনে নিয়ে একটা কাঠির সাহায্যে দেয়ালে ঠেকা দিয়ে রাখা হয়। কাঠিটা মেঝের ফ্রেমের ওপর রাখা ছিল, বাঁকানো কাঠের ছিলকার ওটাকে চেক দিয়েছে। কাঠে লাথি হাঁকিয়ে ফাঁদটাকে চালু করে দিয়েছি আমি। আটকে রাখার জন্যে স্ল্যাট না থাকায় কাঠিটা হুট করে বেরিয়ে এসেছে এবং সবেগে নেমে এসেছে স্যাকটা। খুব বড় দোল ছিল না সেটা, তবে আমাকে দেয়ালের ওপর নিয়ে ফেলার জন্যে যথেষ্ট।

'খুব ঠাণ্ডা লাগছে আমার। এসো যত বেশি সম্ভব কাঠ নিয়ে লাইব্রেরিতে যাই। আগুনটা কি এখনও জ্বলছে?'

'ওখানে যাই নি আমি। তোমার বেডরুমে ছিলাম। দরজাটা খোলার জন্যে একটা কিছু খুঁজছিলাম।'

তিনবার যাওয়া-আসা করলাম আমরা। যন্ত্রপাতি রাখার ব্যারল্যাপ স্যাকটা পেয়ে গেলাম আমি, ওটা কাঠে ভরে দিল নিনা, নিচে নিয়ে গেলাম আমি, হাত ভর্তি কাঠ নিয়ে আমাকে অনুসরণ করল ও। লাইব্রেরি, হান্টিং রুম আর কিচেনে মোটামুটি কাঠ বণ্টন করার পর খেতে বসলাম আমরা।

BanglaBook.org

নিনা এক প্লেটভর্তি স্যান্ডউইচ আর এক পট চা বানিয়েছে, আর নিভু নিভু আগুনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছি আমি। বিলম্বিত লাঞ্চ নীরবে সাবাড় করলাম আমরা।

'মনে হয় সবচেয়ে জঘন্য অবস্থা দেখা হয়ে গেছে আমাদের,' বলল নিনা।

মাথা নাড়লাম আমি। 'তার কারণ আগের খারাপ অবস্থাটাকে ওটার আগে আসা খারাপ অবস্থা থেকে সবসময় খারাপ মনে হয়। তুষারের ভেতর দিয়ে আসার কথাটা কি ভুলে গেলে?'

শিউরে উঠল ও। তারপর বলল, 'ওই হারামজাদাটাই আমার বাবা হতে গেল কেন?'

'তোমাকে একটা কথা বলত যাচ্ছি আমি।'

'একটা রূপকথা।'

হেসে উঠলাম আমি। 'না। হয়ত। আঙ্কল হারম্যানের জীবনীর শেষ অধ্যায়।'

'শেষটা?' আমাদের মাঝখানে টেবিলের ওপর রাখা কাগজের স্তূপের দিকে তাকাল ও। 'কিন্তু আরও অনেক বাকি আছে না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা পুরোপুরি শেষ হয় নি। সময়ের হিসাবে, আরও আগে আসা উচিত ছিল ওটা।'

'তুমি কখনও সময়ের হিসাবে চলার মত ছিল না।'

'বরং দুরন্ত। পরম্পরা রক্ষার জন্যে সময়ানুক্রম, উপলব্ধির জন্যে বিশৃঙ্খলা।'

ভুরু নাচাল ও, তারপর মাথা নাড়ল। 'ঠিকাছে। শোনাও তোমার রূপকথা।'

সিগারেটের জন্যে হাত বাড়ালাম আমি, দুটো ধরালাম, একটা দিলাম নিনাকে। ওটা ঠোঁটে ছোঁয়াল ও, খাট ফিল্টারে টান দিল। না গিলে ধোঁয়া ছেড়ে দিল ও। নীলচে-ধূসর মেঘ ওপরে উঠে ওর চেহারা ঘিরে ভাসতে লাগল, ক্ষণিকের জন্যে আড়াল করে রাখল। এবার নিঃশ্বাস ফেলল ও, ধোঁয়া মিলিয়ে গেল। ওকে ভালোবাসি, ভাবলাম, সারাজীবন ওর সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারব, যতটুকু বাকি আছে, যদি খুব বেশি ভুল না হয়।

'চা?'

মাথা দোলালাম। উঠে আমাদের মাগগুলো ভরে দিল নিনা। আগুনের দিকে তাকিয়ে গল্পটাকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দিলাম। খানিক সময় নিল, কিন্তু ময়দার তালের মত ফেঁপে উঠল সেটা।

নিজের চেয়ারে বসল নিনা, ডান পাটা ভাজ করল পাছার নিচে, এবং আমার দিকে মুখ ফেরাল।

'কথা বল, নাথান।'

BanglaBook.org

# পিতা ও পুত্রগণ

যে হুকারটির নিচে শুয়ে মারা গিয়েছে আঙ্কল হারম্যান তার নাম রলিন্ডা। বড়জোর আঠার বছর হবে তার বয়স এবং আমি যতটা ভেবেছিলাম ততটা নির্বোধ নয়। সে রাতে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলাম আমি ওকে, হারম্যানের হোটেলের অদূরে শহরের কেন্দ্রে একটা মোটামুটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট। ওখানে, দুজনের জন্যে বড় গ্লাসে হোয়াইট ওয়াইন ঢালি আমি– পান করার মত কিছু পাওয়ার জন্যে গোটা বাড়িতে তল্লাশি চালাতে হয়েছিল আমাকে– আর কপালে একটা ভেজা কাপড় বসিয়ে কাউচে শুয়েছিল সে। আমাকে জানিয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে আছে (আসলে? ভেবেছি আমি) আর এক এসকর্ট সার্ভিসে চাকরি পেতে এক বান্ধবী সহযোগিতা করেছে তাকে।

'ভাল টাকা মেলে এতে?' জিজ্ঞেস করেছি আমি, গ্লাসটা ওর হাতে দিয়ে একটা করবিজিয়ার চেয়ারে বসে, ওটা যদি আমার হত ভাবছিলাম।

'খারাপ না,' বলল সে। আস্তে আস্তে উঠে বসে বড় এক ঢোক মদ খেল। ভেজা কাপড় দিয়ে মুখ মুছে একজোড়া নকল পাঁপড়ি খসাল, ঠোঁটের লিপস্টিকও মুছে ফেলল সে। কাজ শেষ হওয়ার পর চোখ পিটপিট করল।

'কী পড় তুমি?'

'পলিটিক্যাল সায়েন্স,' বলল সে।

'পল... জেসাস। তাহলে তো নিঃসন্দেহে... ইয়ে... ঠিক লোককেই পেয়েছিলে তুমি।'

'অ্যা?'

সম্পূর্ণ কাহিনী বললাম ওকে। 'অসাধারণ মানুষ ছিল ও,' শেষ করার সময় বললাম আমি– যে মেয়েটার নিচে মারা গিয়েছিল ও তাকে।

বড় একটা ঢোক গিলল সে। 'আমার রিডিং লিস্টে নাম আছে ওর,' খানিক বাদে বলল, তারপর *দ্য লিবারটারিয়ান মুভমেন্ট আফটার নাইন্টিন ফরটিফাইভ* ধরনের একটা নাম বলল।

'ওর পরিচয় জানতে তুমি?'

'বইয়ের পেছনে একটা ছবি আছে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু তোমরা কখনও তার রচনা নিয়ে আলাপ কর নি...

'তেমন ঘনঘন ওর সঙ্গে থাকি নি আমি। বড়জোর তিন বা চারবার দেখা করেছি ওর সঙ্গে।'

'আশা করি তোমার সঙ্গে ভাল আচরণ করেছে ও,' বললাম আমি। 'ওকে আমি এমনটা মনে করতে চাই যে সেক্সের বিনিময়ে যদি অর্থ দিয়েও থাকে তারপরও যেন...

'আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত।'

আমি আমার গ্লাস খালি করে উঠে দাঁড়ালাম।

'যেয়ো না,' বলল সে। 'তুমি খানিকক্ষণ থাকলে সত্যি ভাল লাগবে আমার।' আবার ঢোক গিলল। 'আগে কখনও মরা মানুষ দেখি নি আমি।'

আবার চেয়ারে লুটিয়ে পড়ে মেয়েটাকে জরিপ করলাম আমি। রঙ করা ঠোঁট আর আঠা দিয়ে আঁটা পাঁপড়ি ছাড়াই বেশি সুন্দর লাগল ওকে।

উঠে রুম ছেড়ে চলে গেল ও। 'কাপড় বদলাচ্ছি,' দেয়ালের ওপাশ থেকে চড়া গলায় জানাল। 'কাজের পোশাকে কেমন যেন হাস্যকর লাগে। তুমি কি কর? তুমি কি পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট?'

'আমি?' বললাম। 'না। আমি রূপকথা লিখি।'

'রূ... তুমি একজন লেখক?'

'রূপকথার লেখক,' বললাম আমি। 'আমি একজন রূপকথা লিখিয়ে।'

দরজার ওপাশ থেকে গলা বের করল ও।

'কাউকে তো কাজটা করতে হবে,' বললাম আমি। 'কেউ কল-গার্ল আর কেউ লেখে "অনেক অনেক দিন আগে, বহু দূরের এক দেশে"।'

জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকাল সে, তারপর দরজার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, এমন সব জিনিস নিয়ে কথা বলে গেল যেগুলো শুনতে পেলেও দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি কি লিখেছি আর কোথায় থাকি সে কথা ওকে বললাম, আর...

'বিচিত্র জুটি, তুমি আর ওই বুড়ো মানুষটা,' বলল সে, আবার লিভিংরুমে এসে দাঁড়িয়েছে এখন, গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ফুলের নকশা তোলা স্কার্ট আর একটা প্যাস্টেল-পিঙ্ক ব্লাউজ। চোখে গোল ওয়্যার-রিমড্ চশমা, চুলগুলো পনিটেইল করে বাঁধা। পলিটিক্যাল সায়েন্স, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

'গুড গড,' বললাম আমি। 'একেবারে অন্যরকম লাগছে তোমাকে।'

মৃদু হাসল সে। 'খাট কালো স্কার্ট আর বেবিডল মেকাপে আমাকে ফাঁপা-মাথার কিছু একটা ভেবেছিলে তুমি, তাই না?'

সামান্য মাথা দোলালাম আমি।

'পুরুষরা অমনটাই পছন্দ করে,' বলল সে। 'এমন লোকও আছে যারা শাদা নী-সকস্ আর পেটেন্ট লেদার-শূ পরে হাজির হলে বাড়তি পয়সা দেবে। তোমাকে অনেক ঘটনা বলতে পারি... স্বপ্নেও যেসব ভাব নি তুমি।'

BanglaBook.org

'তা ঠিকই বলতে পারবে,' বললাম আমি, এবং কথাটা সত্যি। 'যদি কিছু মনে না কর, এবার তবে আমি যাব।'

'আমি... কেন?'

'রাত হয়ে যাচ্ছে, দেরিও হয়ে গেছে। দরুণ একটা রাত গেছে, আমাকে আমার হোটেলে ফিরতে হবে।'

'কত বয়স তোমার শুনি?' আচমকা জানতে চাইল সে।

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে দেখে যেমন মনে হয় আমাকে ততটা বয়স্ক ভাবছ না তুমি, নাকি আসলে আরও বেশি বয়স হওয়ার কথা আমার।'

আমার কথাগুলো বুঝে উঠতে খানিক সময় লাগল তার। 'দূর, না। মানে, ঈশ্বর... তুমি কি সব সময়ই মানুষকে এভাবে ধন্ধে ফেলে দাও?'

'পঁয়তাল্লিশ।'

এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা দোলাল সে।

'তার মানে কি, হ্যাঁ, সেটা আন্দাজ করতে পারছ তুমি?'

'না। হ্যাঁ। তোমাকে বয়স্ক দেখায়, কিন্তু আবার একই সঙ্গে, দেখায় না।'

'তার কারণ আমি অন্য লোকজনের সঙ্গে মিশি না। বয়স কম থাকে।'

এবার দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। 'কি নাম তোমার?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল সে।

'নাথান। নাথান হল্যান্ডার।'

হতচকিত দেখাল তাকে।

'কি হল?'

'এজেন্সিতে ফোন করতে হবে আমাকে। আমি চাই না ঘটনাটার কথা আগে পুলিসের কাছ থেকে জানুক ওরা।'

'বুদ্ধিটা ভালই মনে হচ্ছে।'

ফ্ল্যাটের দরজায় আমাকে থামাল সে। 'মিস্টার হল্যান্ডার,' বলল। 'নাথান। তুমি কি... আবার আমাদের আলাপ হতে পারে মনে কর? মানে, এ নিয়ে কথা বলার মত কেউ নেই, আমি...

'কিছুদিন শহরেই আছি আমি। ফিউনারেলের যোগাড়যন্ত্র করতে হবে আমাকে।'

মাথা দোলাল সে। পরদিন সন্ধ্যায় দেখা হবার কথা স্থির হল। পুরু হলওয়ের কার্পেটে বেরিয়ে এলাম আমি। পলিশ করা ব্রাস প্যানেলের পাশে লিফটে, সহসা আমার মনে পড়ে গেল হারম্যান মারা গেছে। মেয়েটার সঙ্গে ওকে নিয়ে কথা বলার সময় বিমূর্ত ঢঙে কথা বলেছি আমি। এবার উপলব্ধি করলাম, কেবল আরও ভাল করে যে, ও আর নেই।

'রলিন্ডা– কেমন ধরনের নাম এটা?' পরদিন সন্ধ্যায় ওর বীট্‌লে করে শহরের বাইরে যাবার সময় ওকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

BanglaBook.org

নগরী আর যে গ্রামে তার ঘোড়াটা স্ট্যাবলে রাখা ছিল তার মাঝখানের কান্ট্রি রোড বরাবর লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। যতদূর চোখ যায় বালুময় তপ্তভূমি। আমি আসন আঁকড়ে বসে আছি, লাগাতার কথা বলে চলেছে সে, এবং আমার মনে হয়েছে, রাস্তার দিকে খুব একটা মনোযোগ দিচ্ছে না। আমার হোটেলের ডাইনিংরুমে দেখা করার প্রস্তাব অবিচলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে সে। সেটা কেবল বিব্রতকর নীরবতার দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। তারচেয়ে আমরা যদি কিছু একটা *করি* সেটা বরং আরও ভাল হবে এবং কেমন করে অলিভারকে দেখতে যাচ্ছে সেটা দেখা...

'আমার বাবার একটা অদ্ভুত খেয়াল। ও ভেবেছিল আমাদের সারনেমের সঙ্গে মানায় এটা।'

'সেটা কি?'

'কোকুভাচেক। স্কুলে ওরা আমাকে কূকি ডাকে।'

'কূকি। হুম।'

'বন্ধুরা আমাকে লিন ডাকে।'

'লিন কোকূভাচেক। স্টুয়ার্ডেসের জন্যে চমৎকার নাম।'

কিঞ্চিৎ ফাঁক হল তার মুখটা।

'তোমার অস্বস্তি লাগলে জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু কাজ করার সময় আসল নাম ব্যবহার কর?'

বাম দিকে একটা অন্ধকার সাইডরোডের দিকে তাকাল সে।

'ও কি আসলেই নিউ ইয়র্কে থাকত, হারম্যান হল্যান্ডার?'

ওর নামের উল্লেখ চমকে দিল আমাকে। সারাদিন নানান যোগাড়যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমি। যদিও নিনা ফিউনারেলের ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল– সেদিন সকালে রটারড্যামে পৌঁছেছিল ও, আমার হোটেলে উঠেছে– তারপরও বিভিন্ন ব্যাংক, ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি আর হারম্যান ইনস্টিটিউটে ফোন করতে হয়েছে আমাকে।

'হ্যাঁ, ১৯৩৯ সাল থেকে। আমরা ওখানে আসার পর যে অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছিলাম সেখানেই থাকত।'

'আমরা? তুমিও থাকতে ওখানে?'

'হ্যাঁ, আমিও। আমাদের গোটা পরিবার। আঙ্কল হারম্যান আর আমার বাবা রয়ে গিয়েছিল, আমরা বাকিরা ফিরে গেছি।'

এগিয়ে চললাম আমরা। নেমে আসা নীরবতাকে স্বাগত জানালাম আমি। জানি না কেন চুপ থাকা বেছে নিয়েছিলাম। ওখানে, আমার পাশে বসেছিল বুদ্ধিমতী অল্প বয়সী একটা মেয়ে, আর আঙ্কল হারম্যানের মারা যাবার মুহূর্তে তার উপস্থিতির বিষয়টা আমাকে তেমন একটা আন্দোলিত করে নি। যদি গাড়িচাপা পড়ে মারা যেত ও, সেই গাড়ির বা ড্রাইভারকেও ঈর্ষা করতাম না আমি। রলিন্ডার সঙ্গে আমার

BanglaBook.org

ডিনারে যাবার ব্যাপারটা খুব একটা উৎসাহের সঙ্গে নেয় নি নিনা। সেদিন বিকেলে যখন একসঙ্গে ডিনার করতে পারছি না বলার জন্যে ওর রুমে গেলাম আমি, কারণসহ, ও জানতে চেয়েছিল নিজেকে আমি জেসাস ক্রাইস্ট ভাবছি কিনা। 'হারলটস আর পাবলিকানদের কারণে?' হ্যাঁ, আর আমি নিজেকে বেশ্যাটার কাছে কোনওভাবে ঋণী মনে করছি কিনা। জবাব দিই নি আমি। পরে, আরও রাতে আবার দেখা হবে বলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। এখন আমি যখন অল্প বয়সী মেয়েটার পাশেই বসে আছি, যে চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময় আগে আঙ্কল হারম্যানের অন্তিম কথাগুলো শুনেছে, আমার মনে ভাবনা জাগল যে মেয়েটার কাছে আমি ঋণী থাকার কথাটা সত্যি কিনা এবং সেটা কী হতে পারে। কেন আবার আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল সে? যা ঘটেছে সে সম্পর্কে জানানোর আর কেউ নেই বলে? সেটাই কি আসল কারণ?

'ঘোড়ার ব্যাপারে আমি সবসময়ই পাগল,' বলল সে। 'আমি পিগটেইল আর হ্যাকিং জ্যাকেট পরা মেয়েদের মত ছিলাম। স্বর্গ সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল আস্তাবল সাফ করা।'

সব সময় নিজস্ব একটা ঘোড়ার স্বপ্ন দেখে এসেছে ও, যাতে ওর নায়ককে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে না হয়। 'এজেন্সি'র হয়ে কাজ শুরু করার পর, ছমাসেই জমিয়ে ফেলে আস্ত একটা ঘোড়া কেনার মত টাকা, অক্র্ হলুদ গেল্ডিং, নাম অলিভার। সপ্তাহে দুবার ওটায় চাপে সে, প্রত্যেক শনিবার ওটাকে নিয়ে ঝাঁপায়। যদি আসতে না পারে, স্ট্যাবলের মালিক ওটাকে প্যাডকের চারপাশে চক্কর দিয়ে আনে। ভাল অবস্থাতেই আছে জানোয়ারটা, এটুকু বুঝতে পেরেছি আমি। রলিন্ডা যখন স্ট্যাবলের দরজা খুলে ধরল, চকচকে চামড়া আর চলমান ছায়ার একটা দুঃস্বপ্নের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ওটাকে। নিজের অজান্তেই দু কদম পিছিয়ে গেলাম। কড়া দৃষ্টি, নাদির উৎকট গন্ধ আর ঘাম– সহসা আমার মনে পড়ে গেল ঘোড়ার এই ব্যাপারটাই আমি ঘৃণা করি। রলিন্ডা ভেতরে ঢুকে জানোয়ারটার ঘাড়ে হাত বোলাল, বিরাট কালো চোখের জিজ্ঞাসু, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি অনুভব করলাম আমি। পোষ মানানোর ব্যাপারে আমার ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ঘোড়া ওটা। আরও দূরে সরে এলাম আমি, স্ট্যাবলের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম, টানার জন্যে পকেট হাতড়ে একটা কিছু খুঁজলাম। আস্তাবলের ভেতর থেকে খুর ঠোকার শব্দ পেলাম আমি। সিগারেট খুঁজে পেয়ে ধরালাম একটা।

'অ্যাই,' চেঁচিয়ে ডাকল রলিন্ডা, 'ওকে একটু ধরে রাখতে পারবে যেন এখানে তালা দিতে পারি?'

ঢোক গিললাম আমি।

'জলদি এস।'

ইঞ্চি ইঞ্চি করে আগে বেড়ে আবার স্ট্যাবলের দরজায় ফিরে এলাম আমি, অন্ধকারে নড়াচড়া করে বেড়ানো চিকচিক করা ছোপগুলোর দিকে তাকালাম। 'জন্তু-জানোয়ারের সামলানোর ব্যাপারে আনাড়ি আমি,' রলিন্ডা আস্তাবল থেকে বেরিয়ে

BanglaBook.org

আসার পর বললাম আমি, বাম হাতে লাগাম ধরেছিল সে। ঘুরে ভুরু নাচিয়ে আমার দিকে তাকাল সে। 'শক্ত করে ধরে রাখ, বেশ গোঁয়ার সে।'

বোকার মত হেসে ওর হাত থেকে লাগাম নিলাম আমি। চামড়াটা হাতে নিয়েছি দুসেকেন্ডও হয় নি, ঘোড়ার মাঝে, নিজের মাঝে, লাগামে, পরিবেশে একটা পরিবর্তন টের পেলাম আমি। বিরাট মাথাটা নুয়ে পড়ল, এত নীচু হল যে জানোয়ারটার চোখের দিকে তাকাতে প্রায় বাধ্য হলাম আমি।

'লক্ষ্মী ঘোড়া,' বললাম আমি। মুক্ত হাতটা প্রশস্ত কাঁধে তুলে আনলাম, আস্তে আস্তে চাপড় দিতে শুরু করলাম। আবার ধীরে উঁচু হয়ে গেল মাথাটা, প্রায় বেপরোয়াভাবে। দম ছেড়ে জানোয়ারটার দিকে তাকালাম আমি।

এরপর কী ঘটেছে বলতে পারব না। শেষ যে কথাটা মনে আছে সেটা হল আস্তাবলের ছাদটা কাৎ হয়ে গেল, বার্নের দিকে চলে যাওয়া কর্মমাক্ত কব্‌লস্টোনের পথ, আকাশের ওপর দিয়ে ধেয়ে যাওয়া পূর্ণিমার চাঁদ। রলিন্ডার আর্তনাদ কানে এল আমার। অন্ধকারে পটকান খাওয়ার সময় ভাবছিলাম কোথায় আছি আমি আর ঘোড়ার মাথাটা কেন দেখতে পাচ্ছি না এবং তারপর ডান পায়ে দপদপ একটা অনুভূতি হল আমার। পরক্ষণে দেখলাম আমার মুখের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে রলিন্ডা, জানতে চাইছে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। কেন কথাটা জিজ্ঞেস করছে সে, ভাবলাম আমি। কিন্তু যখন উঠে বসার চেষ্টা করলাম, হাঁটুময় যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল আমার, কানে এল ঘোড়ার খুরের ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া খটাখট শব্দ।

'কি হয়েছে?' চিৎকার করে উঠলাম আমি।

রলিন্ডা আমার বাহুর নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল, আমাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। ওকে অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি, হাঁটুতে হাত বোলালাম।

'তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে ও,' বলল সে। 'আসলেই একটা পাজী।'

আমার হাঁটু ফুলে উঠতে শুরু করল।

'হাঁটতে পারবে?'

মাথা দোলালাম।

'ওর পিছু নিতে হবে আমাকে,' বলল সে। 'দৌড়ে মাঠে চলে গেছে সে। ঝটপট খুঁজে বের করতে না পারলে চোরাবালিতে আটকা পড়ে যাবে, তখন কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে আমার। এখানে অপেক্ষা করো, আমি অ্যালিসকে নিচ্ছি সঙ্গে।'

'তোমার সঙ্গে যাচ্ছি আমি,' বললাম আমি।

'এই হাঁটু নিয়ে?'

'দুজন মেয়েকে এরকম নিকষ অন্ধকারে ওই বুনো জানোয়ারটাকে ধরার চেষ্টা করার জন্যে বনেবাদারে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেব ভেবেছ?'

ফাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে। 'অ্যালিস,' বলল, 'একটা ঘোড়া, ওখানে কোনও বন নেই। আর অলিভার বুনো জানোয়ারও নয়।' জ্যাকেটের পকেটে হাত

BanglaBook.org

ঢুকিয়ে গাড়ির চাবি বের করে আনল সে। ওগুলো শূন্যে ঝুলিয়ে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল। 'গাড়িটা নিয়ে যাও। রাস্তার শেষ মাথা পর্যন্ত চালিয়ে গিয়ে বামে মোড় নেবে। স্যান্ড ড্রিফট অবধি না পৌঁছানো পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। আমি ওকে তোমার কাছে না পাঠানো পর্যন্ত কিংবা আমি তোমাকে তুলে নিতে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

'বাব্বা, আমরা অ্যাসারটিভ। ওই বুটগুলোই কি পরে আছ তুমি?'

'বাপকা বেটা,' বলল সে।

'কি?'

ঘুরে দাঁড়াল সে। 'বললাম, তুমি একেবারে তোমার আঙ্কলের মত। কিন্তু চাচা কা ভাতিজা তো আর বলা যায় না, তাই না? দয়া করে সাবধানে চালিয়ো, তোমার পায়ের যা অবস্থা।'

আমি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গাড়ির দিকে এগোনোর সময় রলিন্ডার দৌড়ে যাবার শব্দ পেলাম। পেছনে তাকিয়ে ওকে একটা আর্কল্যাম্পের সোডিয়াম হলদে আলোয় ছুটে যেতে দেখলাম।

নিজেকে বিরত রাখতে পারলাম না। ভাবলাম ওই বুটজোড়া কখনও বিছানায় পরেছে কিনা সে।

নাগরিক আমি। হোটেলে হোটেলে থাকি, বিভিন্ন এয়ার পোর্টে ঘুমোই আর নতুন-পুরনো নগরীর প্রাণকেন্দ্রে বসবাসকারী লোকজনের ফ্ল্যাটে দিন কাটাই। বেলজিয়ান সিগারেট খাই, বিয়র আর ওয়াইন পান করি আর সন্ধ্যায় পৃথিবীটাকে নেটওঅর্কে শ্রোতাদের একটা নগরীতে পরিণতকারী বিভিন্ন রেডিও স্টেশনের অনুষ্ঠান শুনি। এটাই আমার জগৎ। শহুরে জঙ্গলে, যেটাকে আসলে কখনওই জঙ্গল বলে মনে করি নি আমি, পথ খুঁজে পেতে কখনওই সমস্যা হয় না আমার। রটারড্যামের কোথায় জ্যান্ত কার্প কেনা যাবে জানি আমি, সারারাত নিউ ইয়র্কে'র কোন বারগুলো খোলা থাকে জানি, বেকার আর গ্রিনগ্রোসাররা ওদের আভেনে আগুন দেয়া বা নিলামে যোগ দিতে যাবার আগে ভোর চারটায় কোথায় ড্রিঙ্কের জন্যে যায় তাও জানি। বার্সেলোনায় একটা সী-ফুড রেস্তরাঁ চিনি আমি যেটা বেশ দেরি করে খোলে আর বন্ধও হয় দেরিতে, দেখে কাভার্ড মার্কেটের মত মনে হয় যেখানে পানির দরে অয়েস্টার বা টাটকা শ্যামন কিনতে পার তুমি। এখনও ওরা শোভন স্যালাড নিকয়সি বানায়, প্রবীণ স্প্যানিশ ভদ্রলোকেরা কাটা কালো স্যুট পরা অল্প বয়সী মেয়েদের নিয়ে যায় ওখানে, ধনবান ডিজাইনার জিন্স পরা তরুণ আর শূ-স্ট্রিংয়ে লাজুক তরুণ দলপতি। কোনও কিছু যদি ওয়েল্ডিং করোনোর প্রয়োজন থাকে তোমার, আমস্টারডামের একজন কামারশালা চিনি আমি যেটাকে দেখে মনে হয় যেন একটা স্টেজকোচ, যে কোনও সময় ভেতরে ঢুকতে পার। আর স্টকহোমের একটা রেস্তরাঁ চিনি আমি, রাইটার'স ইউনিয়ন বিল্ডিংয়ে, যেখানে মেনু হচ্ছে পুরনো বই। লন্ডনের কেনসিংটনের একটা হোস্টেলের কথা জানি যেটা দেখে মনে

BanglaBook.org

হয় মিস মার্পল হয়ত করিডর আর সিঁড়ির গোলকধাঁধার যেকোনও বাঁকেই উদয় হতে পারে, যখনই ওখানে যাই আমি, শার্লট স্ট্রিটের একটা ইটালিয়ান রেস্তরাঁয় খাই আর টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের থেকে বেরুনো একটা রাস্তা থেকে ব্যাগেনস আর লক্স কিনি। আমার সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপারটা হল: শরতের সূচনায় তাপমাত্রা এখনও মৃদুর কোঠায়, হালকা বৃষ্টি, ভেজা অ্যাসফল্টে সোডিয়াম ল্যাম্পের প্রতিফলন, আর একটা বাস পেছনে নীল-ধূসর ধোঁয়ার মেঘ ফেলে ধীর গতিতে সরে যাচ্ছে। বৃষ্টি ঝরা রাতে ডিজেলের গন্ধ... কিংবা রাস্তার সমতল থেকে তিনশো ফুট ওপরে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন, কোনও অফিস বিল্ডিংয়ের একটা কিছু ঝালাই করছে, বাজার এলাকা থেকে ভেসে আসা চেঁচামেচি, স্টুডেন্ট পাবগুলোর সামনে মান্ধাতা আমলের বাইসাইক্‌ল, সোহো নিউজ স্ট্যান্ডের আশপাশে ঘুরঘুর করছে বেশ্যারা। এসব কিছুর ব্যাপারেই পুরোপুরি স্বাভাবিক আমি, কিন্তু আস্ত একটা জানোয়ারের সঙ্গে আমাকে কোনও মাঠে ছেড়ে দাও যেটায় মসলা মাখানো হয় নি, বা এক্সপায়ারি ডেটের সীলমারা নয়, ব্যস দিশেহারা হয়ে পড়ি আমি।

তারপরও এই তো আমি সেকেন্ড গিয়ারে অন্ধকার অ্যাসফল্টের ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগোচ্ছি কালো, শূন্য মাঠ পেরিয়ে। রাতের আকাশে দাগপড়া লাইট বাল্বের মত ঝুলে আছে চাঁদটা আর চাঁদের আলোয় মাঠে ফাটা আয়নার মত কি যেন চোখে পড়ল আমার। ওটা যে একটা পুকুর, বুঝে উঠতে অনেকক্ষণ সময় লাগল আমার, একটা গর্তে জমা পানির পুকুর চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে।

পনের মিনিট পর আচমকা উঁচু-নিচু বালিময় পথে পরিণত হল অ্যাসফল্ট, গভীর টায়ারের ট্র্যাকঅলা। গাড়িটাকে ঘুরিয়ে অর্ধেকটা গর্তে আর বাকি অর্ধেক পথের কুঁজের ওপর তুলে দিলাম আমি। দরদর করে ঘামছি। যখনই কোনও উঁচু জায়গার সঙ্গে টক্কর খেল গাড়িটা, হাঁটুতে ছুরির ঘাই খাওয়ার মত অনুভূতি হতে লাগল আমার। গাছপালার দঙ্গলের দিকে মৃদু বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। স্যান্ড ড্রিফটটা কোথায় থাকতে পারে ভাবতে শুরু করলাম আমি। বনের ভেতর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এগোলাম, নিচু হয়ে গেছে রাস্তাটা, গতি কমিয়ে বাতিগুলো ফুলবীমে দিলাম। ধীর গতিতে এগোনোর সময় গাছাপালার মাঝে লাফিয়ে চলা ছায়া দেখতে পেলাম আমি।

আনুমানিক পঞ্চাশ গজ এগোনোর পর প্রথম খরগোশটা পেলাম আমি। আগেও শুনেছি যে কোনও কোনও জানোয়ারকে আলোর সাহায্যে অচল করে দেয়া যায়, কিন্তু এবারই প্রথমবারের মত প্রত্যক্ষ করলাম সেটা। শাদা ধীমে ছোট ছোট চোখগুলো মাইকার টুকরোর মত চকচক করতে লাগল। ব্রেকে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। খরগোশটা লাফিয়ে সামান্য একপাশে সরে গেল, থামল তারপর। জানালার কাঁচ নামিয়ে মাথা বের করলাম আমি।

'অ্যাই! আমার হাতে সারাদিন সময় নেই!'

মৃদু শিউরে উঠল জানোয়ারটা, যেখানে ছিল সেখানেই রইল। আসনে লুটিয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। আলোর দিকে তাকিয়ে রইল খরগোশটা। ওটা সম্ভবত ভেবেছে রলিন্ডার বীট্‌লটা মহান খরগোশ ঈশ্বর।

BanglaBook.org

'যাও, একটা গর্ত খোঁড়ো!' চিৎকার করলাম আমি।

যখন হেডলাইট নেভানোর কথাটা মাথায় এল ততক্ষণে বিজন বিভূঁইতে অন্তত পাঁচটা মিনিট পার হয়ে গিয়েছে আমার। অন্ধকারে প্রথমে কিছুই দেখতে পেলাম না, কিন্তু যখন চোখ সয়ে এল, দেখা গেল সামনের রাস্তাটা ফাঁকা। লাইট ডিম করে আবার গাড়ি হাঁকালাম আমি, এই আশায় যে এতে করে ছোট জন্তুদের কাছে কম আকর্ষণীয় হবে। খানিক পরে বাঁক নিয়ে শেষ হয়ে গেল রাস্তাটা। আমার সামনে জটলা পাঁকানো আগাছা ভরা মাঠ ছাড়া আর কিছু নেই। ধীর বেগে এগোলাম আমি আচমকা গাড়িটা নিচের দিকে দৌড়ুতে শুরু না করা পর্যন্ত এবং আমার সামনে স্যান্ড ড্রিফট উন্মুক্ত হল। খুব ধীর গতিতে আরও বিশ ফুট এগোনোর পর গাড়ি ঘোরালাম যাতে ওটার নাক আমি যেদিক থেকে এসেছি মোটামুটি সেদিকে নির্দেশ করে থাকে। বেরিয়ে এলাম আমি, খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেলাম।

কেন আমি সেই পুরনো স্টোনস্-এর গান 'লেডি জেন'-এর কথা ভাবতে গিয়েছিলাম? আমি তোমার দাস, এবং আমি বিনয়ের সঙ্গে রয়ে যাব... সিগারেট খেতে খেতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি, নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম এখানে কী করছি। ওই হুকারটার সঙ্গে কেন তাল মেলালাম, কেন হার মানলাম? দূরে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম আমি, পুরোপুরি মানবিক নয়, আবার পাশবিক যে বলা যাবে তাও নয়। অস্বস্তিকর আর্তনাদ, যেন কোনও জানোয়ার বা অন্য কিছু অন্য কোনও জানোয়ার-বা-অন্যকিছুকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। গাছপালা, রলিন্ডার ঘোড়া, হতচ্ছাড়া গোটা এলাকা যেটা যেমন হওয়া উচিত ছিল ভেজা পাথরের গন্ধ বিলোচ্ছে না, বরং পাইনের গন্ধঅলা বুদবুদ আর মলের গন্ধ বিলোচ্ছে, সবকিছুকে গাল দিলাম আমি। আঙ্কল হারম্যান যদি আমাকে এখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেত, কিংবা আরও ভাল: আমাকে যদি ও অন্ধকারে ল্যাংচাতে দেখত, জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা হত সেটা ওর। কিন্তু হারম্যান মারা গেছে, যদি আদৌ হেসে থাকেও সে, সেটা হবে এ জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়া কোনও মানুষের স্বস্তির হাসি।

আমার সামনে কোথাও, স্যান্ড ড্রিফটটা যেখানে চাঁদের আলোয় ম্লান আভা বিলোচ্ছে, একটা শব্দ শুনতে পেলাম। সিগারেটটা হাতে আড়াল করে চোখ সরু করে তাকালাম। প্রার্থনা করলাম যেন হতচ্ছাড়া ঘোড়াটা না হয়। মাথাটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বনের শব্দ শুনতে লাগলাম, ভাবলাম: ঈশ্বর, যদি কখনও খাবার আর পানি ছাড়া এখানে ছেড়ে দেয়া হয় আমাকে, ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় হয়ত মারা পড়ব, দেখলেও হরিণ চিনতে পারব না আমি, ঘোড়ার আওয়াজও বুঝব না। ঠিক ওই মুহূর্তে চামড়া আর আইরিশ মসের মিশেল একটা তীব্র কটু গন্ধ নাকে লাগল।

রলিন্ডার ঘোড়া।

আগে বলতে দাও আমাকে: আমি ধরে নিয়েছিলাম ওটা ওর ঘোড়া। একটা কিছু উত্তপ্ত স্যাঁতসেঁতে মেঘ ছাড়ছে আমার কাঁধে আর চামড়ার দুর্গন্ধ... এবং ঘোড়া। যখন ঘুরে দাঁড়ালাম, পরিহাসের হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকাল জানোয়ারটা।

BanglaBook.org

ওটার কালো ঠোঁটের ওপরকার ফেনা চাঁদের আলোয় মৃদু চিকচিক করছিল। একটা বিরাট, ফোলা নীল চোখ চিকচিক করে উঠল।

ড্রাইভার'স ডোরের সামনে দাঁড়িয়েছিল ঘোড়াটা, ফলে গাড়ির ভেতর লুকাতে হলে আমাকে গাড়িটাকে আস্ত একটা চক্কর দিতে হত, লকটা নামিয়ে দেয়ার ব্যাপারে যদি আগেই নিশ্চিত না থাকতাম (নাগরিক মানুষ আমি, নগরে তালা না দিলে গাড়ি চুরি হয়ে যায়)।

'বসো, বয়,' বললাম আমি।

ঘাড় নামিয়ে আমাকে জরিপ করল ঘোড়াটা। তারপর মাথা উঁচু করে ঘুরে দাঁড়াল। খুরের ঘায়ে বালি এসে লাগল আমার মুখে– এবং তারপর নীরবতা। এটা পছন্দ করবে না ও, ভাবলাম আমি। মিস কোকূভাচেক একটুও পছন্দ করবে না এটা।

'ক্রাইস্ট, রলিন্ডা!' হুইলের পেছনে উঠে বসে আহত পায়ে অ্যাক্সালেরেটর দাবানোর পর গর্জে উঠলাম আমি।

গাড়িটা বালির ওপর দিয়ে সবেগে আগে বাড়ার সময়, ছুটে যাওয়া হেডলাইটের আলো সহসা আমাকে একটা প্যাট্রল বোটের লাইটের কথা মনে করিয়ে দিল, আগের রাতে যেটাকে জেটি থেকে কুয়েসাইডে পড়া একটা গাড়ির সন্ধানে মাআসের কালো নদীতে নাচতে দেখেছিলাম।

খরগোশটার জন্যে যেখানে থেমেছিলাম পথের সে অংশে না পৌঁছা পর্যন্ত গাড়ি চালালাম আমি। ব্রেক কষে, লাইটের সুইচ অফ করে এঞ্জিন বন্ধ করলাম, তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘোড়াটা কোথায় যেতে পারে ধারণাই করতে পারছিলাম না।

পাঁচ-ছয় মিনিট অন্ধকারে অপেক্ষা করলাম, ল্যান্ডস্কেপে ফুটে ওঠা বাঁকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ফের এঞ্জিন চালু করে স্ট্যাবলের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরলাম।

শূন্য স্ট্যাবলের পাশে রলিন্ডার বীটলটা পার্ক করে পা টেনে টেনে হামাগুড়ি মেরে বেরিয়ে আসার সময় আগে বলা ওর কথাটা স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাপকা বেটা। বুড়ো আঙুল। হঠাৎ আঙ্কল হারম্যানের কথা ভাবলাম আমি। পরিবারে 'হল্যান্ডার থাম্বস্' নামে পরিচিত ছিল ওর বুড়ো আঙুল, দুটো প্রশস্ত, চ্যাপ্টা জিনিস, অদ্ভুত। বেমানান চাঁদের আকৃতিবিশিষ্ট নখ। আমার বাবা এই শনাক্তকরণ চিহ্ন থেকে বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু আমি রক্ষা পাই নি। পায় নি আমার বোনেরাও, যদিও আমাদের মাত্র একটা নখে ছিল তা, আমাদের ডান হাতে।

'মহাবিশ্বের প্রভু,' বললাম আমি।

'কি বললে?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, একটা দেয়াল বরাবর বেশ খানিকটা দূরে ল্যাম্পের আধো আলোয়, রলিন্ডার চুলের স্লাব ঝিলিক। একটা ছিপছিপে ছোট ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে আনছে সে।

'কিছু না,' বললাম আমি। 'আমি অপেক্ষা করেছি, কিন্তু তুমি আস নি।'

BanglaBook.org

'আমি পৌঁছার আগেই চলে এসেছ তুমি,' বলল সে। 'তোমাকে গাড়ি নিয়ে আসতে দেখেছি আমি। অলিভারকে দেখতে পেয়েছ?'

'কাকে?'

'ঘোড়াটা। ওটাকে দেখেছ তুমি? আমি নিশ্চিত এদিকেই এসেছে ওটা।'

আমি মাথা নোয়ালাম।

'হ্যাঁ? এদিকেই এসেছে ওটা?'

আমি মাথা দোলালাম।

'হায়, ঈশ্বর, না! ওটাকে ধরার জন্যে গোটা স্যান্ড ড্রিফ্‌ট ঘুরে বেরিয়েছি আমি, আর তুমি কিনা পাশ দিয়ে চলে যেতে দিয়েছ? আমি না আসা পর্যন্ত ওটাকে আটকে রাখা উচিত ছিল তোমার।'

'ধেত্তের,' বললাম আমি। 'স্রেফ তুমি ঘোড়ার পিঠে চাপতে পার বলেই আমি অ্যানিমেল-ট্রেইনার হয়ে যাই নি। রূপকথা সম্পর্কে কী জান তুমি?'

একটা ভুরু উঁচিয়ে দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। চারদিক সুনসান। আস্তাবল থেকে ভেসে আসছে নাদি আর খড়ের গন্ধ আর দূরে স্ট্যাবলে ডাক ছাড়ছে একটা ঘোড়া। রলিন্ডার পেছনের ছোট ঘোড়াটা ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে কৌতূহলী চোখে দেখছে আমাকে। জানোয়ারটার উদ্দেশে হেসে কাঁধ ঝাঁকালাম।

'কি করছ তুমি?'

'তোমার এই বন্ধুটির সঙ্গে গোপন আলাপ করছিলাম আরকি।'

'বিস্ময়কর,' বলল রলিন্ডা। 'তুমি দুনিয়ার হাতে গোণা অল্প কজন মানুষের একজন যাদের সম্পর্কে কিছুই বুঝি না আমি। একই কথা খাটে তোমার...

'আঙ্কল,' বললাম আমি। একটা সিগারেট বের করে ধরালাম।

'হ্যাঁ।' ঘুরে স্টেবলের দিকে তাকাল সে।

আমি শ্বাস টানলাম। তখনও রলিন্ডার কাঁধের ওপর তাকিয়ে থাকা ঘোড়াটা কিঞ্চিৎ মাথা কাৎ করল, যেন স্থির করার প্রয়াস পাচ্ছে সিগারেট খাওয়া শুরু করবে কিনা। মুখ খুললাম আমি, কিন্তু রলিন্ডা আবার আমার দিকে তাকাতেই বন্ধ করে ফেললাম।

'অ্যালিসকে অন্য কিছু বলতে চাইছিলে তুমি, নাকি...

'শোন,' বললাম আমি, 'তোমার ঘোড়াটাকে চলে যেতে দিয়েছি বলে তোমার রাগটা বুঝতে পারছি আমি... '

'দুবার...

'...ঠিকাছে, দুবার, কিন্তু আমার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা কর। আমার হাতে একটা দানবের লাগাম ধরিয়ে আশা করেছ পৃথিবীর সেরা জকির মত কাজ দেখাব আমি। এমন ধরনের ঘটনা ঘটে, জান তুমি।'

'আমাদের হয়ত আর দেখা না হলেই ভাল,' প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল সে।

'কি?'

BanglaBook.org

'বললাম: হয়ত...

'কি বলেছ শুনেছি। এর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

'জানি না,' বলল সে। 'অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দেখা হয়েছিল আমাদের। তোমার আঙ্কল আর ওই হোটেল আর... আমি জানি না।'

'তাহলে জানার চেষ্টা কর,' বললাম আমি।

'তোমার এতটা না খেপলেও চলবে।'

'না,' বললাম আমি। 'খেপছি না।' সিগারেট টানলাম আমি, ধোঁয়া বুকের ভেতর ডুবে যেতে দিলাম। ঘাড় বাঁকা করে চাঁদের দিকে তাকালাম, ফ্যাকাশে শাদা মেঘে ঢেকে আছে রাতের আকাশ।

'আমি অপমান করার জন্যে বলি নি কথাটা।' একটু অনিশ্চিত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর, যেন আমরা আলোচনার প্রসঙ্গে আসার পর এখন আর নিশ্চিত হতে পারছে না যে আসলেই ব্যাপারটা ঠিক কিনা।

'সেভাবে নিই নি আমি,' আকাশের দিকে চোখ রেখেই বললাম আমি। ভাবলাম: ওটাই আমার জীবনের গল্প, যদি কখনও বিখ্যাত হয়ে যাই আর আমাকে টিভিতে দেখানো হয় যে কেমন করে বাড়িতে জীবন যাপন করি আমি, পাঁচ মিনিটেই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে। 'আমাকে কী বলতে চেয়েছিলে, রলিন্ডা?'

'কিছু না,' বলল সে। 'আমি... ' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মনের মাঝে বিরাট, শান্ত ক্রোধ জেগে উঠছে টের পেলাম, যেন মার্বলে বানানো কিছু, ঠিক ওরকমই বোধ হল আমার, ঠাণ্ডা, চকচকে, এবং কঠিন। সিগারেটের ছাই ঝাড়লাম আমি। 'জীবনে আরও ভাল কাজ পেয়েছি আমি। যদি কিছু বলার থাকে তোমার, বলে ফেল।'

ঘোড়ার নাকে একটা হাত রেখে অন্যমনস্কভাবে ডলতে লাগল সে। সিগারেট টানতে টানতে অপেক্ষা করলাম আমি। রলিন্ডার কপালের পাশে গাল ছোঁয়াল অ্যালিস, সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। সিগারেটটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে হেঁটে সরে এলাম।

ওর পিছু ডাক শুনতে পেলাম আমি। আমি কি করছি জানতে চাইল সে। আমি আরও একটু দূরে আসার পর চেঁচিয়ে বলল ছেলেমানুষি করা উচিত হচ্ছে না আমার এবং আরও দূরে আসার পর, হাঁটুর দিকে নজর রাখতে বলল... এবং তারপর চারদিকে অন্ধকার চেপে এল; ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বীচ গাছ আর কুয়াশায় ঢাকা মাঠের মাঝখানের সারভিজ রোডে উঠে এলাম আমি।

পায়ে হেঁটে নগরীর উপকণ্ঠের তিন মাইলের মধ্যে ফিরে এলাম আমি, এখানে একটা ট্র্যামস্টপের দেখা পেলাম। সংকীর্ণ পথে চলার গোটা সময়টায় আমি ক্রোধ আর আত্মকরুণার দোলায় দুলেছি। যখন শেষ পর্যন্ত ট্র্যাম শেল্টারে হোঁচট খেয়ে ঢুকলাম, বসলাম নোংরা একটা বেঞ্চে, তখন বিক্ষোভটা মাত্র হতাশাকে হার

BanglaBook.org

মানতে দিতে শুরু করেছে। ওখানে বসে রইলাম আমি, ক্ষণে ক্ষণে যেন একটা ছুরি ঘাই মেরে চলল আমার হাঁটুতে; খালিমুখেই আস্তে আস্তে চিবিয়ে চললাম, চিন্তিত। রাগ আর যন্ত্রণা চিবোলাম আমি।

'আমি বুঝতে পারছি না,' অবশেষে আমার হোটেল রুমে খাটের ওপর পা মেলে দিয়ে শোয়ার পর বলল নিনা, যন্ত্রণা তাড়ানোর জন্যে হাতে একটা জেমসন'স। 'যে অমন কারও সঙ্গে তুমি কথা বলতে পার।' টেলিফোন তুলে রিসেপশনে একজন ডাক্তারকে সংবাদ দিতে বলল ও। মৃদু প্রতিবাদ করলাম আমি। 'হ্যাঁ, জানি,' বলল ও, রিসিভারের ওপর একটা হাত। 'কিছুই হয় নি, সকালেই ঠিক হয়ে যাবে।' আবার রিসিভারে কথা বলে প্রায় অবিচল কণ্ঠে একজনকে ওপরে আনানোর ব্যবস্থা করল, জলদি, দেরি না করেই। আমি হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে হাঁটুর তীব্র যন্ত্রণা উপেক্ষা করার প্রয়াস পেলাম।

'নাথান? এসব কথা তোমাকে বলার কারণ জান তুমি, তাই না?' আটচল্লিশ ঘণ্টারও কম সময় আগের আঙ্কল হারম্যানের কণ্ঠস্বর। হোটেল রুম থেকে বের হয়ে এসেছিলাম আমি। বলতে গেলে আমার উদ্দেশে চিৎকার করছিল।

'অপচয় সহ্য করতে পার না তুমি,' জবাব দিয়েছিলাম আমি।

আর ওর প্রতিক্রিয়া: 'হ্যাঁ।' ঠিক একথাটাই বলেছিল ও। এবং তারপর: 'তাও বটে।'

কতখানি ছাড় দিতে পারে কেউ? কত বড় *ছিল* আমার ছাড়? দশ, হয়ত পনের শতাংশ

'খাওয়া দাওয়া করেছ?' হাতে মেনু নিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়েছিল নিনা।

'না,' বললাম আমি। 'ও পর্যন্ত যাবার সুযোগই হয় নি আমাদের। আমাকে ওই নোটপ্যাডটা একটু দেবে? এই যে টেবিলের ওপরেরটা।'

রুমের ওপাশে গিয়ে প্যাডটা তুলে নিল ও, নদীর দিকে এক নজর তাকিয়ে ফিরে এল। 'একটা কিছুর অর্ডার দিচ্ছি আমি। আমিও এখনও খাই নি। ভাবছি সাশিমি চেখে দেখব।'

'ওটাকে খাওয়া বলে না, ওটা নোশিং।'

অভিব্যক্তিহীন চেহারায় আমার দিকে তাকাল ও।

'ল্যাম্ব কাটলেট,' বললাম আমি। 'ওগুলোর সঙ্গে মানানসই ভাল ওয়াইনের কথাও বলো। এই হুইস্কিটা কি বাজে।'

আবার ফোন তুলে নিয়ে ফরমাশ দিল ও। 'ডাক্তার নিচতলায় আছে,' কথা শেষ করার পর বলল ও, 'এখুনি আসছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ফিউনারেল সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলেছি আমি। সলিসিটরকেও ফোন করেছি, মঙ্গলবার আমাদের আশা করছে সে।'

'আমাদের।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, আমরাই আছি কেবল।'

আমরাই আছি কেবল, ভাবলাম আমি। হায় ঈশ্বর, কী একটা ইতিহাস বটে।

দরজায় টোকা পড়ল। কবাট খুলল নিনা। হালকা ট্যানড্ চামড়ার এক লোক ঢুকল ভেতরে, বোঝাই যায় ব্যস্ত সে। 'গ্রুনেনবঅম। রোগী? হাঁটু। ট্রাউজারস্ সরাবে প্লিজ?' ব্যাগটা খাটের পাশে নামিয়ে রাখল সে। আমার জুতোর ফিতে খুলল নিনা। ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও অগ্রাহ্য করে গেল। 'তোমার যদি কিছু বলার থাকে, ডাক্তার, সেটা আমাকে বলো, কারণ, ও হচ্ছে সেজাতের মানুষ যারা নিজেরাই সবকিছু করতে পারে বলে মনে করে।' আমার দিকে ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ডাক্তার। 'তোমার জায়গায় আমি হলে,' বলল সে, 'নিজেকে পুরোপুরি তোমার মেয়ের হাতেই ছেড়ে দিতাম। আসলে, এটাই আমার পেসক্রিপশন।' শব্দ করে হাসল সে। আমার দিকে গভীরভাবে তাকাল নিনা, কিন্তু ভুল শুধরে দিতে গেলাম না আমি। 'বাছা, আমার কলমটা এনে দাও, ঠিকাছে? আমার জ্যাকেটে।' আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে ওয়ার্ডরোবের দিকে এগিয়ে গেল ও।

আমার হাঁটু স্পর্শ করল ডাক্তার, টোকা দিল, টিপল, ঝাঁকাল, আরও নানান কসরত করল, যেন আমাকে যত বেশি সম্ভব যন্ত্রণা দেয়াই তার আসল উদ্দেশ্য। 'মিস্টার হল্যান্ডার,' বলল সে, 'তোমার হাঁটু ঠিক হয়ে যাবে, তবে আগামী কয়েকটা সপ্তাহ একটা ছড়ির সাহায্যে হাঁটার পরামর্শ দেব আমি তোমাকে। সামান্য ব্যয়াম করলেও উপকার পাবে। তোমার পেশীর অবস্থা খুবই খারাপ, মনে হচ্ছে, বসে থাকার কাজই বেশি করতে হয়। তোমার যা উচ্চতা আর গড়ন, জোড়াগুলোর ওপর সহজেই চাপ পড়ে।'

'একটা ছড়ি,' বলল নিনা। 'কি চমৎকার।' আমি ওর দিকে তাকাতেই মিষ্টি করে হাসল ও।

'পরিবারের কারও ব্যাক ট্রাবল বা এ ধরনের কোনও ইতিহাস আছে?'

হারম্যান, একমাত্র ওর কথাই আসলে আমি... বুড়ো আঙুল। পিঠ। ওই মেয়েটা, লিন, রলিন্ডা কী বলেছিল। না, ভাবলাম আমি, এই পরিবারে যেসব ব্যাপার ঘটে গেছে, ওটাও সত্যি হতে পারে না।

একজন ওয়েইটার এসে টেবিল সাজাতে শুরু করল। ডাক্তারকে বিদায় জানাল নিনা। খুঁড়িয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। থালাবাসন সাজান আর ওয়াইনের বোতলের মুখ খোলায় রত তরুণের উদ্দেশে মুচকি হাসলাম, সারাটা ক্ষণই টুকরো টুকরো কুয়াশার মত বিচ্ছিন্ন স্মৃতি ভেসে আসতে লাগল আমার মাথায়। এক উষ্ণ গ্রীষ্মরাতে বাড়ির পেছনে বেতের চেয়ারে বসে আছি আমি আর হারম্যান, আমাদের মাঝখানে একটা ঠাণ্ডা মন্ট্রাচেট। তুষার ঝড়ের মধ্যে লা গার্ডিয়ায় ল্যান্ডিং, অ্যারাইভাল হলে অপেক্ষা করছে হারম্যান, আমাকে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে দেখে এত খুশি, গাম্ভীর্যের আড়ালে স্বস্তির বোধ আড়াল করেছে ও। পিঠ, হল্যান্ডার থাম্বস্। সহসা আঙ্কল চেইম আর কাজিন ম্যাগনাসের সঙ্গে প্রথম

BanglaBook.org

সাক্ষাতের কথা আর ম্যাগনাস কী বলেছিল মনে পড়ে গেল আমার। 'হারম্যানও যখন ছোট ছিল আমরা ছিলাম ওখানে।' ম্যান্নি নয়। হারম্যান। আমি হারম্যানের ছেলে, ভাবলাম। কি অবাক ব্যাপার, আমি হারম্যানের ছেলে।

'আমাকে বলেছে সে,' টেবিলে বসার পর যতটা সম্ভব মামুলি স্বরে বলল নিনা, 'তোমাকে বাকি জীবন ছড়িতে ভর দিয়েই হাঁটা চলা করতে হতে পারে, যদি এভাবে চলতে থাক। কথাটা নিজে বললে খুব একটা ফায়দা নেই বলে ভেবেছে সে, কিন্তু হয়ত আমি, তোমার আদরের মেয়ের তোমার ওপর প্রভাব থাকতে পারে। আমি বলব তোমার জগিং শুরু করা উচিত।'

'ধন্যবাদ, বাছা। কিন্তু তুমি আমার মেয়ে নও। মোটেই তা নও।'

ঠাণ্ডা মাথা নাড়ল ও, ওয়াইন ঢালল। 'হল্যান্ডার,' বলল ও, 'তুমি একটা যাতা।'

'এটা কেবল শুরু,' বললাম আমি। 'এখন আমার লাগবে হিয়ারিং এইড, বাই-ফোকাল চশমা আর আর্চ সাপোর্ট। বুড়ো মানুষের একটা ক্যারিকেচারে পরিণত হব আমি।'

'তুমি,' ল্যাম্ব কাটলেট টুকরো করতে করতে বলল নিনা, 'আমার দেখা সবচেয়ে খারাপ সেলফ-ইমেজের কথা ভাবছ। নিজের রূপকথাগুলো মনে করছ মূল্যহীন, নিজেকে মুল্যহীন ভাবছ, মনে করছ তোমার সমস্ত কর্মকাণ্ডই অর্থহীন।'

'ধরে নাও আমি স্রেফ বড্ড বেশি মারকাস অরেলিয়াস আর এপিকটেটাস পড়ে ফেলেছি।'

বাম ভুরু উঁচু করল ও এবং খানিক পরে মাথা নাড়ল।

গ্লাসটা মুখের কাছে তুলে আনলাম আমি। পান করতে করতে অনুভব করলাম ওয়াইন আমার ভেতরের সমস্ত শূন্যতা ভরিয়ে দিচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# গভীর, গভীরতর

'তাহলে নিজেকে আঙ্কল হারম্যানের ছেলে ভাবছ তুমি,' বলল নিনা। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও, হাত ভাঁজ করে রেখেছে, অগ্নিশিখার দিকে ওর পিঠ।

মাথা দোলালাম আমি।

'প্রমাণগুলো কিঞ্চিৎ... দুর্বল।'

'মোটেও না,' বললাম আমি। 'নিউ ইয়র্কে আঙ্কল হারম্যানের অ্যাপার্টমেন্ট খালি করতে হয়েছিল আমাকে।'

পকেটে হাত ঢোকাল নিনা।

'আমাদের চিঠিগুলো পাবার আশা করেছিলাম, কিন্তু তার বদলে অন্য জিনিস পেয়েছি।'

বসে পড়ল নিনা। ডান পা পাছার নিচে ভাঁজ করে রাখল ও, তারপর আমার দিকে ফিরল। 'সত্যিকারের গল্প বলিয়ের মত করেই কাজটা করতে যাচ্ছ তুমি, তাই না? নাটকীয় বিরতি আর রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্স এসব মিলিয়ে।'

'ওরা লেখালেখি করেছে। ও আর সোফি।'

'তারপর?'

'পরস্পরকে ভালোবাসত ওরা।'

'আমি সে ব্যাপারে নিশ্চিত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে...

'না, কিছুই বোঝায় না তাতে, কিন্তু সবকিছু যদি মিলিয়ে দেখ...

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিনা। 'কিন্তু কখনওই নিশ্চিত করে জানতে পারবে না তুমি।'

'না।'

'যেমনটি আমিও কখনও জানতে পারব না যে যেলোই আমার বাবা কিনা।'

'না।'

'কী বিশ্রী অবস্থা।'

'এটা পারিবারিক জীবন, জিম কিন্তু আমাদের চেনা নয়।'

'কেমন বোধ করছ তুমি?'

BanglaBook.org

ভালই বোধ করছিলাম আমি। আগুন আমাকে উষ্ণ করে তোলার পর শরীরের জোড়াগুলো আবার কোমল হয়ে এসেছে আর আমার রক্ত তরল। সাতটা বাজতে চলেছে, খিদে-খিদে ভাব হচ্ছে আমার, কিন্তু কী খাওয়া উচিত ঠিক করতে পারছিলাম না। সেলারে নামারও কোনও ইচ্ছা ছিল না আমার। উষ্ণ চেয়ারটাতেই বসে থাকতে চাইলাম আমি, আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইলাম। আমাদের বন্দীদশা, যেনোর ব্যারিকেড কেটে এগোনোর হাত থেকে, ওর ফাঁদের ভেতরের ফাঁদ থেকে মুক্তি চাইছিলাম।

'একটা পারমেন্টিয়ার,' বললাম আমি।

'একটা কী?'

'মনে হয় আমাদের একটা পারমেন্টিয়ার বানানো দরকার।'

'শুনেছি আমি, কিন্তু জিনিসটা কী?'

ওকে বুঝিয়ে বললাম, কেএলএম ডিসি-টু *ইউইভারের* রেকর্ড ফ্লাইটের একজন পাইলটের নাম ছিল পারমেন্টিয়ার, ডিম ভাজি আর পনির পছন্দ করত সে, এ কারণেই তার নামে ডিশটার নাম রাখা হয়।

'*ইউইভার*,' বলল নিনা।

'স্টর্ক। স্টর্কের পুরনো প্রতিশব্দ। পারমেন্টিয়ার হচ্ছে ডাচ নীল আর্মস্ট্রং।'

কিচেনে চলে এলাম আমরা, আমি কফি বানানোর কাজ শুরু করে নিনাকে পাউডারড্ ডিম দিয়ে ডিম আর পাউডার্ড দুধ দিয়ে দুধ বানাতে দেখলাম। আগুনের ওপর একটা ফ্রাইং প্যান বসিয়ে উত্তপ্ত মাখনে হলদে জিনিসটা ঢেলে দিল ও। আমি ওকে কেএলএম-এর গর্ব *ইউইভার* সম্পর্কে, কেমন করে কমান্ডার কোয়েন ডার্ক পারমেন্টিয়ার আর তার লোকজন মেলবোর্নের উদ্দেশে রেসে অংশ নিয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ার কোথাও জরুরী অবতরণে বাধ্য হয়েছিল, সব বললাম। সেটা ছিল আলবারি নামের শহর যেখানে স্থানীয় মটররিস্টদের রেস ট্র্যাকে এসে লাইট দিয়ে পথ আলোকিত করে রাখার আহ্বান জানিয়ে টু-সিও রেডিও স্টেশনটা প্লেন আর ক্রুদের জীবন রক্ষা করেছিল। বললাম কেমন করে *ইউইভার* বাইবেলীয় মাত্রার প্লাবনের মাঝে ল্যান্ড করেছিল, কেমন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল তখন, তিনশো ফুটেরও কম দীর্ঘ একটা ট্র্যাকে এবং কেমন করে কয়েক শো দর্শক পরদিন সকালে কাদা থেকে উদ্ধার করেছিল প্লেনটাকে। প্লেনটাকে আবার আকাশে তোলার জন্যে যাত্রীদের ফেলে আসতে হয় পারমেন্টিয়ারকে। শেষ পর্যন্ত *ইউইভার* যখন মেলবোর্নে পৌঁছাল, হ্যান্ডিক্যাপ সেকশনে ফার্স্ট আর র‍্যাঙ্কিংয়ের সামগ্রিক লিস্টে দ্বিতীয় হয় ওটা। আলবারির মেয়র একটা মেডাল পেয়েছিলেন আর গোটা নেদারল্যান্ডস ছোট অস্ট্রেলিয় শহরে স্থাপন করা মনুমেন্ট নির্মাণে অংশ গ্রহণ করেছিল। ডাচ কনসাল জেনারেল ক্রুদের সাহায্যকারীদের উপহার দেয়ার জন্যে আলবারি এসেছিলেন।

'তো, পনির ওপরে দাও তুমি,' স্টোভের পাশে দাঁড়ানো নিনা বলল।

'হ্যাঁ, তারপর প্যানটা ঢেকে দিই, যাতে গলে যায় তা।'

BanglaBook.org

'কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসবে মনে কর?' কাউন্টারে রাখা রোজমেরি জারটা তুলে নিল ও, প্যানে ছিটাল খানিকটা।

'না।'

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল নিনা।

'না, আমার তেমন মনে হয় না। কেন? কারণ আমরা যে এখানে আছি, কেউ জানে না। বহুবছর ধরে খালি পড়ে ছিল বাড়িটা। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে সবচেয়ে জঘন্য ঠাণ্ডাটা কেটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এমনকি তারপরেও অনেক তুষার জমে আছে। খোঁড়াখুঁড়ি করার মত যথেষ্ট শক্তি আছে মনে না করা পর্যন্ত বেরুতে পারব না আমরা।'

প্যানটা স্টোভ থেকে নামিয়ে একটা প্লেটে পারমেন্টিয়ার রাখল ও। 'রুটি আর খুব বেশি নেই।'

'কাল আরও খানিকটা বেক করে নেয়া যাবে। আজ কয়দিন?'

'আজ তৃতীয় দিন। সোমবার দিন এসেছিলাম আমরা।'

'বুধবার। তৃতীয় দিন। মাঝামাঝি।'

প্লেট বের করল নিনা, আমি কফি ঢাললাম।

'বেশ অনেকক্ষণ ধরেই তুষার ঝরছে না আর,' বাইরে তাকিয়ে বলল নিনা।

'হয়ত আগামীকাল একবার বাইরে গিয়ে আশপাশে নজর বোলাতে পারব আমরা।'

বরফশীতল হল হয়ে লাইব্রেরিতে চলে এলাম আমরা। ধোঁয়া উঠছিল আমাদের প্লেট থেকে। মার্বল মেঝে কাঠের টুকরোয় ছেয়ে আছে। জুতোর নিচে ওগুলোর উপস্থিতি টের পাচ্ছি আমি।

খাওয়ার সময় আমি বললাম, 'মনে হয় সবার আগে আমি বেডরুমে যেতে চাইব ভেবেই ওই ঘরের দরজার উপরই বেশি নজর দিয়েছে সে।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছ সবকিছুই তোমার উদ্দেশ্যেই করা।'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

কফির হালকা তিক্ততা ভাজাডিম পনিরের সুবাস আমার মুখ আর নাসারন্ধ্র ভরিয়ে দিল। এই জিনিসটা খাওয়ার সবকটা উপলক্ষ্যের কথা ভাবলাম আমি, নিনা কীভাবে ডিমের ওপর রোজমেরি ছিটিয়েছিল আর সেটা এই পুরনো, প্রায় অপরিচিত ডিশটার নতুন করে স্বাদ নিতে দিয়েছে তাও ভাবলাম। ঠিক যেভাবে জীবন, আমার জীবনকে নতুন করে স্বাদ নিতে দিয়েছে ও।

'এসব তোমার বিরুদ্ধে করা বলে কেন মনে করছ তুমি?'

'বিরুদ্ধে? জানি না এসব আমার *বিরুদ্ধে* করা হয়েছে কিনা। যদি যেনো করে থাকে এটা, তাহলে হয়ত এটা অনেকটা...

'অনেকটা কি?'

BanglaBook.org

'তুমি কখনও *দ্য ওয়ে অভ আ পিলগ্রিমে*'র নাম শুনেছ?' মাথা নাড়ল নিনা। 'একটা বই। ওকে আমি *ফ্র্যানি অ্যান্ড যূই* ধার দিয়েছিলাম... '

'কাকে কি ধার দিয়েছিলে?'

'যেনোকে। সেলিঙ্গারের একটা বই, ভাই আর বোনকে নিয়ে লেখা দুটো নোভেলা। বোন, ফ্র্যানি গ্লাস ছোট বইটা পড়ছে, *দ্য ওয়ে অভ আ পিলগ্রিম*, আর সে কারণে এবং সে কাউকে ভালোবাসতে পারবে না ভেবে দ্বিধাপ্রস্ত হয়ে পড়ে। ওই বইটা একজন সাধারণ রাশিয়ান কৃষকের জেসাস প্রেয়ারের গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করার প্রয়াসের বর্ণনা। শিক্ষকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে সে এবং প্রার্থনা শেখে আর...

'জেসাস প্রেয়ারটা আবার কী?'

'নিউ টেস্টামেন্টের একটা লাইনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি। মনে হয় অনেকটা "জেসাস ক্রাইস্ট, আমাদের দয়া করো।" ধরনের কিছু, একটা লাইনই সারাদিন ধরে বারবার উচ্চারিত হয়, যতক্ষণ না শ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বয়ংক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ না তুমি তোমার গোটা শরীর দিয়ে ওটা বলছ।'

সন্দিহান দেখাল নিনাকে।

'প্রাচীন মিস্টিক্যাল টেকনিক এটা, পুনরাবৃত্তির ভেতর দিয়ে এক ধরনের আত্ম-সম্মোহন। যা হোক, *ফ্র্যানি অ্যান্ড যূই* পড়েছে যেনো এবং আমার বিশ্বাস ওই মারাত্মকরকম অদ্ভুত গ্লাস শিশুদের সঙ্গে জোরালভাবে মিশিয়ে ফেলেছে নিজেকে। আর ও যেমন অতীন্দ্রিয়তার দিকে মানে... ঝুঁকে ছিল, জেসাস প্রেয়ারটা ওর সামনেই ছিল।'

'তার সঙ্গে বাড়ি আর এসব ফাঁদের কী সম্পর্ক?'

বই ঠাসা দেয়ালগুলোর দিকে তাকালাম আমি। 'যেনো আত্মসমর্পণে বিশ্বাস করত। কেবল আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়েই, দমন নয়, কোনও কিছুর মূল সত্তাকে উপলব্ধি করতে পার তুমি।' সিগারেটের দিকে হাত বাড়ালাম আমি। মাথা নাড়ল নিনা। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছাদের দিকে ধোঁয়া ছাড়লাম। 'আত্মসমর্পণ হচ্ছে অতীন্দ্রিয়বাদীর ট্রেডমার্ক। যদি অতীন্দ্রিয়বাদীদের জীবনী পড়ো তুমি, সেইন্ট তেরেসা অভ অ্যাভিলা, সেইন্ট জন অভ দ্য ক্রস, লুরিয়া, ডি-লিওন, চ্যাসিডিক রেবেকস, দেখতে পাবে সব সময় একটা যাত্রা শুরু করেছেন ওঁরা, অর্থাৎ কিনা আধ্যাত্মিক যাত্রা, তারপর পথে হারিয়ে গেছেন, আবার ফেরার পথের খোঁজ পেয়েছেন, সাহায্যকারী পর্যটক আর পরিকল্পনায় বাধা দানকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে তাঁদের। এধরনের যাত্রায় ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটা ঘটনা আত্মসমর্পণের দিকে নিয়ে যাওয়া একটা প্রক্রিয়ার অংশ, আমরা যাকে মর্যাদা আর আত্ম-সচেতনতা বলি তাকে পেছনে ফেলে যাওয়ার প্রক্রিয়ার অংশ।'

'অন্য কথায়, তুমি যদি নর্দমায় নিজের বিষ্ঠার মধ্যে শুয়ে থাক, অবশেষে ঈশ্বরের দর্শন পাবে।'

BanglaBook.org

'ওরকম একটা কিছু। কিন্তু ততদিনে, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না তোমার। এবং সেটাই, যেনোকে বলেছিলাম আমি, এধরনের প্রয়াসের বিপদ। যদি দীর্ঘদিন নিজের ওপর নির্যাতন চালাও, মানসিক কিংবা শারীরিক, খুব বেশি কিছু বেছে নেয়ার থাকে না তোমার। আমার সবসময়ই মনে হয়েছে যে, ইতিমধ্যে লিম্বোতে আটকা পড়ে যাওয়া কারও কাছে চিৎকার করে সাহায্য চাওয়ার চেয়ে স্বর্গীয় সত্তাকে আলিঙ্গন করার জন্যে একজন স্বাস্থ্যবান, মুক্ত পুরুষের সিদ্ধান্ত ঢের বেশি অর্থপূর্ণ।'

'কফি?'

মাথা দোলালাম।

প্লেট স্তূপ করল নিনা, কফি মাগগুলোর হাতলে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গেল।

যেনোর আত্মসমর্পণের তত্ত্ব যদি সঠিক হয়ে থাকে, আমি মোটামুটি মাঝরাস্তায় পৌঁছে গেছি তার। সেদিন বিকেলে সেই পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম আমি যার দিকে গভীর থেকে ওপরে তাকিয়ে ছিলাম, আর একটা আকাঙ্ক্ষা বোধ করেছি এতদিন পর্যন্ত জোরালভাবে অস্বীকার করে আসছিলাম যা। একটা ঘর, নিজস্ব একটা জায়গা যেখানে স্বস্তি বোধ করতে পারব আমি। এমন এক ইচ্ছা, আমার গোটা জীবন ধারার বিপরীত। নিনা আর আমি যখন মিলিত হয়েছি, নিজেকে ওর হাতে তুলে দিয়েছি আমি। ওকে আমার স্নানের যোগার করতে দিয়েছি, গা ধুতে দিয়েছি, মুছতে দিয়েছি। ষাট বছর বয়স আমার, কিন্তু আজ সকাল পর্যন্তও আমার গোটা জীবনে স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা, আর স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রাধান্য ছিল। আমি যখনই অসুস্থ হয়েছি, কেউ দেখতে পাবে না এমন একটা কোণে গিয়ে ঢুকে পড়েছি আর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। কোনও সেবা-টেবা নয়। একা ছিলাম আমি, একা থাকতেই স্বস্তি বোধ করেছি। কাউকে চাই নি আমি। এমনকি কাউকে চাইবার কথা ভাবিও নি। আমি ছিলাম সাহায্যকারী, অসহায়জন নয়। নিনার সঙ্গে... ও কি আমাকে ভালোবেসেছে, নাকি আমি ওকে ভালোবেসেছি, নাকি দুটোই, আর সেকারণেই কি নিজেকে ওর হাতে তুলে দিতে পেরেছি? নাকি এটা কোনও গভীরে জেনেটিক কোডের খেলা যা কোনও তরুণীকে একজন বয়স্ক লোককে সেবা করতে বাধ্য করে?

কেন, নাথান, প্রশ্ন করলাম আমি, একে ভালোবাসা বলে বিশ্বাস করতে পারছ না? তোমার কোনও নিশ্চয়তা নেই বলে? কেবল অনিশ্চিত হতে পারে এমন কিছু সম্পর্কে নিশ্চয়তা চাও তুমি?

আমি প্রেমিক নই, ভাবলাম। নিনার কথাগুলো মনে পড়ল আমার: 'মেয়ে পটাতে ওস্তাদ ছিল আঙ্কল হারম্যান।' অ্যান্টিথিসিস হিসাবে বোঝাতে চেয়েছিল ও। তুমি, এন, বলতে চেয়েছিল ও, তা নও।

হারম্যান ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে মলিকে দুঃখ দেব আমি। 'কোনও সন্দেহ নেই এতে,' বলেছিল ও। 'আর আরেকটা কথা বলছি আমি তোমাকে: যত মেয়ের সঙ্গে জানাশোনা হবে সবাইকেই দুঃখ দেবে তুমি।'

BanglaBook.org

আমি মেয়েদের ভালোবাসতে অক্ষম? মেয়েদের নাকি, সাধারণভাবেই সব মানুষকেই? যদি তাই হয়, কেন?

হারম্যান একবার আমার একটা রূপকথার সমালোচনা করেছিল, কারণ ওটার বিকাশ নেই বলে মনে হয়েছিল ওর। 'মিলারের মেয়ের প্রেমে পড়েছে কাই আর মিলারের মেয়েও ওকে ভালোবাসে, কিন্তু একদিন কাইয়ের ভালোবাসা হারিয়ে গেল। বরাবরের মত তরুণী স্ত্রীর দিকে তাকাত সে, কিন্তু তার চুল যেন খড়ের মত, চোখজোড়া ম্লান ধূসর নুড়িপাথর, আর তার চামড়া, আধোয়া লিনেন। কাই জানত যে এসব সত্যি নয়, কিন্তু তাকে এভাবেই দেখেছে সে। ভালোবাসার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে তাই। এভাবে শুরু হয়েছিল গল্পটা, এই অংশটুকু জোরে পড়ার পর চেঁচিয়ে উঠল হারম্যান। 'এসব কী অর্থহীন কথাবার্তা? একটা মাত্র বাক্যেই ভালোবাসার শুরু আর শেষ। বিকাশটা কোথায়,' আমার জবাবটা অবশ্য তৈরিই ছিল, কিন্তু এখন, প্রথমবারের মত আমি ভাবতে শুরু করলাম ব্যাপারটা কেমন করে আমার নিজের জীবনে কাজ করেছে। কেমন করে প্রেমে পড়েছি আমি, কার সঙ্গে এবং কেমন করে ভালোবাসা হারিয়েছি? ষাট, ভাবলাম আমি। উঠে দাঁড়ালাম, তারপর আগুন দেয়ার মত উপযুক্ত কাঠের খোঁজে স্তূপে তল্লাশি চালালাম। ষাট বছর বয়স এবং জীবনে প্রথমবারের মত দুনিয়ার বাকি অংশের সঙ্গে নিজের কাজ কারবার নিয়ে ভাবছি আমি। অনেক দেরী হয়ে গেছে। এরই মধ্য ঘটে গেছে সবকিছু।

মলিকে ভালোবেসেছিলাম আমি, কিন্তু কোনও মহান প্রেম ছিল না সেটা। হারম্যান ঠিকই বলেছিল। ওকে অসুখীই করেছি আমি। বাড়ি আসত ও, আবার চলে যেত, তারপর আবার আসত এবং প্রত্যেকবার দরজার নবে হাত রেখে দাঁড়িয়েও থাকত ও, ওর নুয়ে থাকা কাঁধের ভঙ্গিতে অনিশ্চয়তার ছাপ দেখতে পেতাম আমি। ও চিন্তা করত: আমি বেরিয়ে যাবার পর কি করে সে? আমি কে সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই ওর ছিল না। আমি ভেবেছিলাম জানার মত কিছু নেই। আমাকে ও যেমন করে দেখছে সেটাই আমি। কিংবা সেরকমই ভেবেছিলাম আমি। কিন্তু রাতে, যখন অন্ধকারে পরস্পরকে খুঁজে পেতাম আমরা, রাতে আমাকে চিনতে পারত ও, কিন্তু ওকে আমি চিনতাম না। যে চুলের প্রেমে পড়েছিলাম আমি, আমার মুখের উপরে এসে পড়ত তা, আমি ওর চুলে চোখ দাবাতাম, চোখ বন্ধ করে ভাবতাম: কে ও, আমার সঙ্গে এমন করতে পারছে? যখন আমি আসতাম, আমাকে জড়িয়ে ধরত ওর দুহাত, আমার শরীরে চেপে ধরত নিজেকে। আমাকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করার জন্যে, নিজের মাঝে, ওপরে এবং চারপাশে, তখন নিশ্চিত হত ও আমাকে চিনত– আর আমি অনিশ্চিত হয়ে পড়তাম, নিজেকেই চিনতাম না আমি। আর যখন ওর দেহাভ্যন্তরে নিঃশেষ হয়ে যেতাম, আমার আত্মবিশ্বাস মিলিয়ে যেত। আমাকে ভেঙে ফেলেছে ও, ইঁটের পর ইঁট খসিয়ে, আর কী ঘটছিল বুঝতে পারি নি আমি।

একদিন সকালে, বিশাল ব্যাগ নিয়ে ও রিহার্সালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবার পর আমি আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করে ট্যাক্সি ডাকলাম। লন্ডনের মানুষ আর গাড়ির

বিশাল স্রোতের ভেতর হিথ্রোর দিকে এগোলাম আর সারাটা পথ, পয়তাল্লিশ মিনিট দীর্ঘ, ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম আমি, কিছুই মনে হয় নি আমার। কিছুই ভাবি নি আমি। কিছুই টের পাই নি। আরও অর্ধদিবস পরে, অন্য একটা ট্যাক্সি আমাকে 'হিল'-এ আমার দিকে চেয়ে থাকা বিরাট পাথুরে বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয়ার পরেই কেবল নিজের স্যুটকেস নামিয়ে রেখেছিলাম। আগেই বিদায় হয়ে গিয়েছিল ট্যাক্সিটা। ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম আমি, আমার পেছনে জঙ্গল, সামনে পাথুরে সিঁড়িঘর আর ভারি সবুজ দরজা, হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছি তারপর। ঘাসের ওপর মাথা আর চোখের ওপর হাত রেখে ধরণীর উদ্দেশে আর্তনাদ করেছি।

যেনোকে ঘৃণা করে নিনা, বলেছে ও, কিন্তু সেদিন নিজের প্রতি যেমন গভীর ঘৃণা বোধ করেছিলাম আমি, যেনোর প্রতি ওর অনুভূতি কখনওই অতটা গভীর হতে পারবে না। দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছি আমি, কবাট খুলে ভেতরে ঢুকেছি, যন্ত্রের মত, এমন একটা মেকানিজম যেটা নড়াচড়া করা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে না। আর আমার মনে তখন প্রলাপের মত একটা দৃশ্যই বারবার দেখা দিয়ে যাচ্ছিল: শূন্য লিভিংরুম, শূন্য কিচেন, শূন্য বেডরুমের বাড়ি ফিরে এসেছে মলি। দোতলায় উঠে এলাম আমি, হলওয়ে বরাবর এগিয়ে নিজের বেডরুমের দরজা খুললাম, বিছানার ওপর নামিয়ে রাখলাম ব্যাগটা। এবং ওকে চিৎকার করে উঠতে দেখলাম আমি। ওর চোখজোড়া... এতই স্পষ্ট ছিল দৃশ্যটা যে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছি আমি, যাতে ওর চোখ দেখতে না হয় মহাসাগরের সুদূর ওপারে।

রুমে আমি আমার শেভিং ব্রাশ ভিজিয়ে গালে ফেনা তুললাম, এক গামলা গরম পানিভর্তি গামলায় ডোবালাম রেযরটা। এদিকে, বাষ্প জমে ওঠা আয়নায়, এঘরে ওঘরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে মলি। ড্রয়ারের পর ড্রয়ার খুলছে, আমার জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছে না, কেচেন টেবিলটা দেখল, বুককেস দেখল, ফোনের পাশে খুঁজল, কিন্তু কোনও চিরকুট দেখল না, এমনকি কিঞ্চিৎ নোংরা অ্যাশট্রেয় সিগারেটের বাটও নয় যে আভাস দেবে: আমি ওখানে ছিলাম, কিন্তু এখন নেই।

এক টিন হ্যারিকট বীনস আর দুটো ঠাণ্ডা ভদকা খেলাম আমি। মলি মুখ ধুয়ে থিয়েটারে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। বোতল হাতে লাইব্রেরিতে চলে এলাম, আরেক গ্লাস ঢেলে নিলাম। হার্থটা ঠাণ্ডা, শূন্য বিবর। গ্লাস শেষ করে আবার উঠে দাঁড়ালাম, বইয়ের দেয়ালে দেয়ালে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলাম। বসলাম আবার। পান করলাম, উঠে পড়লাম, পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে আবার ঢালব বলে বোতলের দিকে পা বাড়ালাম। মলির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি কোরাসে। ওর লাল চুলে স্পট লাইটের কড়া বীম পড়েছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম আমি। মাঝপথে হোঁচট খেলাম একবার, নেমে এলাম খানিকটা, কাজটা আবার করতে হচ্ছে বলে বেশ হাস্যকর লাগল। বাথরুমে দীর্ঘ সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। জোর করে সিরিয়াস হবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু যখনই নিজের চেহারার দিকে তাকালাম, পেট ফেটে হাসি আসতে লাগল।

BanglaBook.org

মাঝরাতে আমার পিলে চমকে দেবার জন্যে ফোন করল হারম্যান। ম্যানহাটানে ওর সঙ্গে আছে মলি। 'নিজেকে প্রশ্ন করার সময় হয়েছে তোমার,' ফোনে গর্জে উঠল সে, 'আরও কাউকে শিকারে পরিণত করার আগেই, *কেন* কারও প্রেমে পড় তুমি!' কণ্ঠস্বরটা আমার দপদপ করতে থাকা মাথায় প্রতিধ্বনি তুলে চলল, স্বর্গোদ্যানের প্রবেশ পথে একটা জ্বলন্ত তরবারির কথা চিন্তা না করে থাকতে পারলাম না আমি।

দুদিনের কম সময় পর, আবার ফোন করল আঙ্কল হারম্যান। কাটাকাটা কথা বলল ও। এক বিশাল এস্টেট এইজেন্টের কাছ থেকে নিউ ইয়র্কে পাঠানো হয়েছে একটা চিঠি, বাড়িটা কেনার ব্যাপারে ওরা আগ্রহী। দেখবার জন্যে কাউকে পাঠাতে চায় ওরা। বিক্রি করার ইচ্ছা নেই ওর, বলল ও, তবে এইজেন্ট কত দাম হাঁকে জানতে চায়। আমি যেহেতু এমনিতেই আছি এখানে, দুঃখ ভোলার জন্যে (কথাটা বলার সময় নাক সিঁটকাল ও), লোকটাকে যেন গ্রহণ করি। এতে করে আমার মন ঘটনাপ্রবাহ থেকে সরে যাবে। সংক্ষিপ্ত, শুকনো একটা হাসি দিয়ে ফোন ছেড়ে দিল ও।

এস্টেট এইজেন্ট একজন মহিলা, সে যখন এসে পৌঁছুল, ওই মুহূর্তে এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সূর্যটা আমি ভেবেছিলাম যে আঙ্কল হারম্যান মহাবিশ্বের প্রভুর কাছে আবেদন জানিয়েছে যেন আমাকে দেখিয়ে দেন তিনি আমার 'দুঃখ' আসলে কত তুচ্ছ। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বাইসাইক্‌লে চেপে বনের দিকে উধাও হয়ে যেতে দেখলাম আমি মিসেস স্যান্ডার্সকে, তারপর বাড়ির সামনের মাঠটা অতিক্রম করলাম, নিচের দিকে নেমে যাওয়া পথে উঠে এলাম। বসন্তের তুঙ্গ সময় চলছে তখন। বনটা সবে জীবন্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সারা শীত জুড়ে লুকিয়ে থাকা সুবাসকে মুক্তি দিয়েছে সূর্য; কাঠ, পচা পাতা আর সদ্য গজানো ঘাস মে-মাসের গোড়ার দিকের মত গন্ধ বিলোচ্ছিল। আমার অনেক ওপরে, গাছের মগডালে, পাখিরা পরস্পরকে যার যার বাড়ির খবর দিচ্ছে, বলছে কেমন ভাল বাবা-মা ওরা। বন থেকে লাফিয়ে বের হয়ে এসেছে খরগোশের দল, পথের মাঝখানে থেমে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে, যেন বামে নাকি ডানে যাবে বোঝার চেষ্টা করছে, তারপর আবার হারিয়ে যাচ্ছে গাছপালার মাঝে।

কয়েক মিনিট ধরে হেঁটে বেড়ানোর পর এক তরুণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। গাঢ় নীল একটা ব্লেযার ছিল ওর পরনে, দেখেই বুঝতে পারলাম বেশ গরম ওটা। ভিজে গাঢ় হয়ে ওঠা কয়েক গোছা দীর্ঘ মধু-রঙ চুল পড়েছিল কপালের ওপর। ভদ্রোচিতভাবে মাথা নুইয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে যাব, এমন সময় আমাকে থামাল সে।

'আমি... ' হাতে ধরে কার্ডটার দিকে একনজর তাকাল সে, 'হল্যান্ডার হাউসের খোঁজ করছি।' চোখ তুলে তাকাল আবার। 'চেন তুমি?'

'আমার সঙ্গে এস।'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল তার। 'তার প্রয়োজন হবে না। কোনদিকে যেতে হবে বলতে পারবে?'

BanglaBook.org

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে তার সামনে বিছিয়ে থাকা পথটা দেখিয়ে দিলাম। চট করে মাথা দুলিয়ে দ্রুত চলে গেল সে। তার গমনপথের দিকে চেয়ে রইলাম আমি, গাঢ় জ্যাকেটের পেছনটা মৃদু তালে দুলছিল।

আমি যখন বাড়ি ফিরে এলাম, বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল সে। দরজার দিকে পিঠ। আমার আকস্মিক আগমনে স্পষ্টতই চমকে উঠল সে। আবার ধীর পদক্ষেপে আগে বাড়াটাও তাকে খুব একটা শান্ত রাখতে পারল না।

'ওরা বাড়ি আছে বলে মনে হচ্ছে না,' উত্তেজিত শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

'না,' বললাম আমি। এন, ভাবলাম, বেচারিকে দুর্দশা থেকে উদ্ধার কর।

'আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, বোধ হয় ভুলে গেছে ওরা।'

'কেন?'

শঙ্কিত চেহারায় আমার দিকে তাকাল সে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম আমি। কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল সে, প্রায় দরজা ছুঁই-ছুঁই করতে লাগল তার পিঠ। যেকোনও মুহূর্তে, ভাবলাম আমি, বাবাকে ডাকার ভয় দেখাবে সে। আমি যখন ঠিক তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, মৃদু আর্তনাদ করে উঠল সে। তালায় চাবি ঢোকালাম আমি, মেয়েটাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনলাম। একটু দুলে উঠল সে। মৃদু হেসে যতটা সম্ভব আশ্বাস-ভরা দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে। একটা ছিপছিপে হাত বাড়িয়ে দিল সে, 'অ্যানেলিস টার বর্গ।'

'মিস টার বর্গ। নাথান হল্যান্ডার। তুমিই তাহলে বাড়িটা কিনতে চাইছ?'

স্বস্তির সঙ্গে হেসে উঠল সে।

'ভেতরে এস।' আমি ঘুরে ওর আগে ঘরে ঢুকলাম। কবাটটা পুরোপুরি খোলার সময় ভাবলাম: এ আমি করছি কী?

হলে মুহূর্তের জন্যে থামলাম আমরা। মুখটা নড়ে উঠল তার। এখানেই তার কথা শুরু করার কথা। আমি যদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যহত না করতাম, যদি স্বাভাবিক খদ্দেরের মত নার্ভাস আর বিক্রির জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠতাম, আবার উত্তজনায় নিশ্চুপ, সুন্দরী ব্লন্ডি এস্টেট এইজেন্টের কারণে আমার অহঙ্কার পুলকিত হয়ে উঠত, হয়ত সে ছোট বক্তৃতাটা ঝেড়ে দিত যেটা নিয়ে সকালে কর্মচারীরা আলোচনায় মিলিত হয়েছিল। 'অবশ্যই বাড়িটা বিরাট, মিস্টার হল্যান্ডার। ঐতিহ্যবাহী একটা বাড়ি। কিন্তু বিক্রি করাটা কষ্টকর মনে হচ্ছে। বিরাট মেইনটেন্যান্স খরচ। খুব সহজে আসা যায় না।'

কিন্তু কিছুই বলল না সে।

'এদিককারই মানুষ তুমি?'

মাথা দোলাল সে।

পথ দেখিয়ে লাইব্রেরিতে নিয়ে এলাম তাকে। জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে নিচু সুর্যের আলো। মৃদু আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বইয়ের দেয়ালগুলো। তার জ্যাকেটটা নিলাম আমি।

BanglaBook.org

'সাধারণত বড় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি না আমি,' বলল সে।

জ্যাকেটটা একটা আর্মচেয়ারের ওপর রেখে রিডিং টেবিলের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলাম ওকে। স্ববিস্ময়ে আশপাশে চোখ বোলাল সে। রুম ছেড়ে বেরিয়ে এলাম আমি, সেলার থেকে এক বোতল গিউয়াটয্ট্রামিনার নিয়ে এলাম। কিচেনে গ্লাস ধোয়ার সময় মুহূর্তের জন্যে বসন্তের ঘাসের দিকে তাকালাম আমি। মেয়েটাকে অপেক্ষায় রেখেছি আমি, ভাবলাম। কেন?

আমি ফিরে এলাম যখন, সোজা সামনের দিকে চোখ রেখে আগে শুরু করার প্রয়াস পাওয়া কথোপকথন শুরু করল।

'অ্যানেলিস, ওরা বলল, এটা তোমার জন্যে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম বুঝি শেষ পর্যন্ত আমাকে প্রমোশন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা, কিন্তু তারপর তোমার নাম দেখতে পেলাম।' কর্কস্ক্রুটা বোতলে সেঁধিয়ে টান দিলাম। 'তোমার একটা... নির্দিষ্ট...

'নাম...

মাথা দোলাল সে।

আমি এগিয়ে গিয়ে অ্যাশট্রে নিলাম, ম্যান্টেলপিসের ওপর ছিল ওটা। 'আমি সিগারেট খেলে অসুবিধে নেই তো?'

মাথা নাড়ল সে।

'আমার নাম,' আমি বসার পর বললাম আমি। 'সেটা কী ধরনের নাম হতে পারে?'

'তুমি সেই কবি নও?'

মাথা নাড়লাম আমি।

'ওহ্, আমি ভেবেছিলাম...

'না।'

সিগারেট খেতে খেতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। বিশাল টেবিলে আমার উল্টোদিকে বসে আছে সে। আমাদের মাঝখানে পড়েছিল কিছু বই, একটা খালি কফি মাগ, এঁটো ভর্তি একটা প্লেট, আমার নোটপ্যাড আর একটা কাগজের স্তূপ, ওটার ওপর ডিলিশন ভর্তি টেক্সট। অ্যানেলিস টার বর্গ। মেয়েটাকে দেখে মনে হয়েছে যেন বড্ড খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সে, অল্পবয়সী মেয়ে পুরুষের জগতে এমন একটা পেশা বেছে নিয়েছে যারা মেয়েটাকে নিজের জীবিকা গুরুত্বের সঙ্গে নেয়ায় বিস্মিত। মেয়েটার চুলের ভেতর রোদ পড়ে গাঢ় সোনালি একটা আভা সৃষ্টি করেছে। আমার উদ্দেশে হাসল সে, পুরুষ্টু দুটি ঠোঁট, হালকা লাল রঙ দেয়া, হাসি মিলিয়ে যেতেই যেন ফুলে উঠেছে বলে মনে হল।

'মিস টার বর্গ,' কণ্ঠস্বরে আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে সচেতন, বললাম আমি, 'ঠিক কি নির্দেশ পেয়েছ তুমি?'

'এক্সিকিউজ মি?'

BanglaBook.org

'বলেছি...

'তেমন কিছু তোমাকে বলে দেব কেন ভাবছ তুমি?'

হাত বাড়িয়ে বোতল নিয়ে আমাদের গ্লাস ভরে নিলাম আমি। একটা গ্লাস ওর দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেরটা তুলে নিলাম। হলদে ওয়াইনে ঘাস আর গুল্মের তীব্র গন্ধ পাওয়া গেল। সুবাসটাকে আমার নাক ভরিয়ে দিয়ে মাথায় পৌঁছতে দিলাম আমি। বসন্ত, প্রায় গ্রীষ্ম।

'সবকিছু নির্ভর করছে কেউ কোনটা বেছে নিচ্ছে তার ওপর,' বললাম আমি। 'তোমাকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। কারণ স্পষ্টতই, নির্দিষ্ট একটা "নাম" আছে আমার। সুন্দরী মেয়ে তেলেসমাতি দেখাতে পারে– একথাই ভেবেছে তোমার কলিগরা?'

মাথা নাড়ল সে।

'না?'

'না।' উজ্জ্বল চুলে হাত চালাল সে। 'আমি দুঃখিত। তোমার নামের ব্যাপারে কথাটা বলা উচিত হয় নি আমার।'

'স্রেফ তোমার শেষ সীমাটুকু শোনাও আমাকে।'

'না।'

'চমৎকার,' বললাম আমি। 'তাহলে বলো কতদূর পর্যন্ত যেতে ইচ্ছুক তুমি।'

জবাব দিল না সে।

আমি বাঁকানো ভুরুর নিচ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আমার গ্লাস ওঠালাম। নিজের গ্লাসের স্টেম ধরল সে। টোস্ট করে খেলাম আমরা।

'আমি খোলাখুলি নিগোশিয়েট করতে চাই,' বললাম আমি। 'ঘোরপ্যাঁচ আমার পছন্দ নয়। চল্লিশ পাওয়ার জন্যে পঁয়ত্রিশের প্রস্তাব দেয়ার পক্ষপাতি নই। আমরা কি ঘুরে দেখব?'

আমরা উঠে লাইব্রেরি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

'ফাইভ-ফিফটি,' হলে এসে বলল সে।

'ফাইভ...

মাথা নাড়ল সে। 'এর চেয়ে বেশি পারব না আমরা।'

আমি মাথা দোলালাম। 'তাহলে তোমার অ্যাসোসিয়েটরা আমাকে ওদের পেনশন প্ল্যান হিসাবে ব্যবহার করবে বলে ঠিক করেছে?'

মেঝেয় মৃদু শব্দ তুলল তার জুতোর হীল।

'আমি যা জানি বলেছি তোমাকে। আর কি জানতে চাও? যাতে ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে?'

সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম আমরা। আমার চোখের দিকে তার চোখ। কমনীয়, সযত্নে রাঙানো ঠোঁট। ওর চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পছন্দ হল আমার। শেষ কবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম আমি? ভাবলাম। ঈশ্বর, সে তো কয়েক যুগ আগে। প্লাবনের আগে। বহু বহু আগে।

BanglaBook.org

'এই কোম্পানির সঙ্গে কতদিন ধরে আছ তুমি?'

'তিন বছর।'

'প্রমোশন পেতে কতদিন লাগে?'

আমাদের দুজনের মাঝখানে শীতলতার একটা প্রাচীর খাড়া হয়ে গেল। উঠে হান্টিং রুমে চলে এলাম আমি।

'সিক্স-ফিফটি,' বললাম আমি। 'আমরা একে অন্যকে নাম ধরে ডাকলেই তো পারি?'

মেয়েটার সঙ্গে ঠিক আচরণ করছি না, ভাবলাম আমি। ওর সঙ্গে ভাল আচরণ করতে চাচ্ছি না।

একের পর এক দরজা খুলে দিলাম আমি। কিচেন আর বাগানের জিনিসপত্র রাখার শেডসহ লনটা দেখালাম ওকে। স্কালারিজ, চিলেকোঠা, গেস্টরুমগুলো–মহান সফর।

হান্টিং রুমে ক্যানপি সরিয়ে ওকে বিছানায় বসার ইঙ্গিত করলাম আমি। মাথা নাড়ল সে।

'সারাদিন অমন উঁচু হীল পরে তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।'

অনেকটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। সামনাসামনি মুখ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, নীরব সংঘর্ষে রত দুটো জানোয়ার। তারপর বসল সে।

'তুমি জান এর বেশি যেতে পারব না আমি,' বলল সে।

'কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছ তুমি?'

মুখ হাঁ হয়ে গেল তার, আস্তে করে মাথা নাড়ল সে।

'তোমাকে চেনা চেনা লাগছে।'

'জেসাস।' হাতের ওপর ভর দিয়ে এলিয়ে পড়ল সে, ক্যানপির দিকে মুখ। বুঝতে পারছিলাম সে ক্লান্ত, আমাকে নিয়ে সম্ভবত, পাজোড়া ভেতর দিকে বাঁকানো, কাঁধজোড়া একটু বাঁকা হয়েছিল। একটা জিনিস টোকা দিয়ে গেল মাথায়, আঠার বছর বয়সী একটা মেয়ের অস্থির একটা ইমেজ।

'দ্য পার্ক স্কুল।'

'কবে গ্র্যাজুয়েশন করেছ?'

'আমার বিয়ে হয়েছে কিনা, বাচ্চাকাচ্চা আছে কিনা, কোম্পানির গাড়ি চালাই কিনা, এসবও জানতে চাইবে নাকি... এত কৌতূহলী কেন তুমি?'

শ্রাগ করলাম।

'ফাইভ-ফিফটি,' বলল সে।

একটা সিগারেট সাধলাম তাকে। সোজা হয়ে বসল সে। আঙুলের নখ দিয়ে চিমটি দিয়ে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে নিল।

'একই স্কুলে পড়েছি আমরা,' বললাম আমি।

রুমের উল্টোদিকে, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, উইন্ডোসিটে বসে পড়লাম। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম কেন ওকে আমাদের একই

BanglaBook.org

স্কুলে যাবার কথা বলেছি। কেউ কষে চড় না লাগানো পর্যন্ত, ভাবলাম, অন্য মানুষে পরিণত না হওয়া অবধি চালিয়ে যাব আমি।

'এটা বিক্রি করে দিলে,' জিজ্ঞেস করল সে, 'কি করবে তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকালাম। 'আমার কখনও ঘরের প্রয়োজন পড়ে নি। আমি একজন পর্যটক।'

'কেন?'

মেয়েটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি, একটা জবাব ভেবে বের করার চেষ্টা করলাম। ওর প্রশ্ন আমাকে বিস্মিত করেছে। কেন? দ্য লোনলি ম্যান নামের একটা সুইডিশ আর্ট ফিল্মের আমার নিজস্ব ভার্শনের একটা দৃশ্যে অভিনয় করছিলাম আমি, কিন্তু ওই একটা শব্দই আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল যে জঙ্গলটা আসলে কার্ডবোর্ড, রুমগুলো রঙ লাগানো কাঠের প্যানেল, চেয়ারগুলো নিছক নকল।

'জানি না,' বললাম আমি। 'হয়ত আমি এমনই।'

উইন্ডোসিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। বিছানা ছাড়ল সে।

'বয়স কত তোমার? চল্লিশের কাছাকাছি?'

'অমন কিছুই হবে।'

'কিসের অপেক্ষা করছ তুমি?'

'অপেক্ষা করছি?' বললাম আমি।

'তেমনই মনে হচ্ছে।'

অপেক্ষা করছি, ভাবলাম আমি, ঠিক বলেছে সে: অপেক্ষা করছি। কিন্তু কিসের জন্যে?

'আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

মাথা দোলাল সে।

'আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে তুমি?'

হেসে উঠল সে। 'আমি বিবাহিতা,' বলল।

'তো?'

আরও কিছুক্ষণ বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়ালাম আমরা, আলোচনার দাবী রাখে এমন প্রসঙ্গগুলো এড়িয়ে গেলাম (কেন ওর সঙ্গে খেতে চেয়েছি আমি? কোন প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য? আমাকেই 'সেই কবি' ভেবেছিল কেন সে? আর কেন আমি বলেছি যে আমি সে নই?) এবং বিদায় জানাতে যাচ্ছে এমন দুজন মানুষের মত এক রুম থেকে আরেক রুমের দিকে এগিয়ে চললাম।

'আমাকে যেতে হবে,' অবশেষে বলল সে।

টেবিলের পাশে লাইব্রেরিতে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। বোতলটা অর্ধেক খালি। গ্লাসের গায়ে আমাদের হাতের ছাপগুলোকে প্রায় অপরাধীর মত লাগছিল। গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেছে সূর্য। গোধূলিতে মেয়েটার চেহারা চকের দাগের

BanglaBook.org

মত দেখাল। আমি বোতলটা নিয়ে ঢাললাম। মুখ খুলল সে। আমি আমার গ্লাস ওঠালাম, ওরটা ও, এবং পান করলাম, চিন্তিতভাবে। গ্লাস রেখে জানালার দিকে তাকালাম আমি। মাথার ভেতর রক্তের দাপাদাপি চলছে। আমি যখন হাত বাড়িয়ে দিলাম, ঠিক যেমন আশা করেছিলাম মোলায়েম লাগল ওর চুল।

'আমি বিবাহিতা।'

'হ্যাঁ।'

কাছ থেকে ওর চেহারাটা একটা চারকোল স্কেচ: চোখজোড়া ঝাপসা দ্বিমাত্রিক চেহারার ওপর গাঢ় ছোপের মত। ওর গোল ঠোঁটজোড়া দেখলাম আমি। সামনে ঝুঁকে চুমু খেলাম ওকে।

'হা ঈশ্বর,' বলে উঠল সে। ঝট করে সরে গেল, মুখের কাছে তুলে এনেছে হাতের পেছনটা। চোখজোড়া বিস্ফারিত।

গোধূলি ভারি আর ধূসর হয়ে এল। যদিও ঠিক ওর পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি, চেহারা ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিলাম না বললেই চলে। কিন্তু ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছিলাম, দ্রুত, বিক্ষুব্ধ।

হাত নামিয়ে নিচের দিকে তাকাল সে। তারপর মুখ তুলল। গভীর শ্বাস টানল। ওর চুমুটা যেন দীর্ঘ মরুযাত্রা শেষে মরুদ্যানের দেখা পাওয়া কারও মত ছিল।

নিনা, কোথায় গেল নিনা? অন্তত আধ ঘণ্টা ধরে এখানে বসে কী ঘটেছে এবং কেন তা নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখে চলেছি। আরও কফি আনবে বলে গিয়েছিল নিনা। লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম আমি, ম্যান্টলপিসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মোমবাতিটা খাবলা মেরে তুলে নিলাম, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলাম লাইব্রেরি ছেড়ে।

কেউ কেউ কিচেনে। কাউন্টারে পড়ে আছে আমাদের মাগগুলো, ওগুলোর পাশে কফি পটটা। মোমবাতিটা নামিয়ে রেখে ধাতু স্পর্শ করলাম আমি। ঠাণ্ডা। দৌড়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে হান্টিং রুমে এলাম। কেউ নেই। হান্টিং রুম ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম। বাম দিকে। আমার রুম। শূন্য। সবই অন্ধকার এবং অন্ধকারে পায়ের নিচে কাঠের মচমচ শব্দ; ভেঙে ফেলা কাবার্ড থেকে খসে পড়া বেল্টে আর কব্জায় হোঁচট খেতে লাগলাম। নিচে নেমে সোজা সেলারে। সেলার থেকে কিচেনের দরজায় এবং হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে কুয়াশাময় রাতে। তুষার, তুষার, তুষার। অক্ষত তুষার। সামনের দরজা। চৌকাঠে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম আমি, সিঁড়ির ওপর তরঙ্গায়িত তুষারের আস্তরণের দিকে তাকালাম। কেউ আসে নি বা যায় নি। হলের মাঝখানে, সিঁড়ির গায়ের কাছে, আমার পায়ের কাপড় জমে গেছে, নিঃশ্বাস যেন আলোকিত মেঘ, ওর নাম ধরে ডাকলাম আমি। না, ডাকি নি, চিৎকার করেছি। কাপড়ের টুকরোর মত ছিঁড়ে গেল নৈঃশব্দ। দেয়াল থেকে, সিলিং থেকে, মেঝে থেকে, ঠিকরে এল ওর নাম, শূন্য রুমগুলো প্রতিধ্বনি তুলল, বরফশীতল উইন্ডো পেন থেকে বাড়ি খেয়ে ফেরত এল এবং হারিয়ে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। শেষ

BanglaBook.org

শব্দটাও যখন মরে গেল, আরও একবার সারা বাড়িময় সরব হয়ে উঠল নীরবতা। নিনা চলে গেছে। এবার কোনও রকম চিহ্ন না রেখেই চলে গেছে ও।

অপরাধী মনে হল নিজেকে। প্রথমবার ও যখন পালিয়ে গিয়েছিল, কারণটা জানতাম না আমি (আর ও আমাকে বলেও নি, স্রেফ ধরে নিয়েছিলাম ভয় পেয়েছে বলে আবার সভ্য জগতে ফিরে যেতে চেয়েছে, কিন্তু, এখন বুঝতে পারছি, হাস্যকর ব্যাখ্যা ছিল সেটা; কেন গোপনে চলে যেতে চাইবে ও? কোনও কারণই ছিল না তার), কিন্তু এবার ওর চলে যাবার কারণটা বের করা আমার জন্যে কঠিন হল না। আমার কাছ থেকে পালাচ্ছে ও।

জ্বলন্ত স্টোভের সামনে কিচেনে দাঁড়িয়ে রেডিওর নব ঘোরাতে লাগলাম আমি। স্পিকার থেকে সুরের ধীর একটা নকশা গড়িয়ে এল। খানিক বাদেই ভায়োলিনের শব্দের মেঘ থেকে বেরিয়ে এল বিলি হলিডের কণ্ঠ। জীবনের শেষ দিকে রেকর্ড করা একটা গান ওর এটা, একটা পুরনো প্রতীক্ষা ওর বিধ্বস্ত কণ্ঠে এমন আবেগময় শোনাল যে একটা আঘাতের মত লাগল আমার কাছে। গানের কথাগুলো 'প্রেমিক'কে অনুভব করে না, মোটেই না, বলছে এমন এক নারীর কথা: 'কেবল যখন তুষার ঝরে কিংবা যখন কাউকে তোমার নাম ধরে ডাকতে শুনি, তখন করি।'

বাড়ির ভেতর, বারান্দা আর সামনের দরজার পেছনের সিঁড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছি আমি, কিন্তু কেবল এখন জ্বলন্ত অ্যাগার সামনে ঠাণ্ডা কী জিনিস সত্যি সত্যি টের পেলাম। আমার হাড়ের ওপরের বরফ মজ্জা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। পায়ের আঙুল থেকে একটা শিহরণ ছড়িয়ে পড়তেই বাঁকা হয়ে গেল আমার পিঠ। ঠকঠক কাঁপতে শুরু করল হাতদুটো। ঈশ্বর, নিনা, ভাবলাম আমি। এবং তারপরেই অশ্রু সংবরণ করার জন্যে দাঁতে দাঁত চাপলাম: আমি তোমাকে ভালোবাসি, কল্পনার চেয়েও বেশি ভালোবাসি তোমাকে। মোমবাতির শিখার দিকে তাকিয়ে ওটাকে থামানোর প্রয়াস পেলাম। বমি করে দিলাম তারপর। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে গভীর শ্বাস টানলাম। আমার ভেতর নানান কণ্ঠস্বর। একটা বলছে: ষাট? তোমার বয়স ষাট? আর প্রেমের জন্যে কাঁদছ তুমি? অন্য একটা ফিসফিস করে বলে উঠল: এটা আসলে দুঃখ, হারানো সময়ের জন্যে দুঃখ। আরও একটা বলল: যেতেদাওবয়েযেতেদাওকেবলএইএকবারসমস্তকিছুকে... আমার চোখ জলে ভরে উঠল। তারপর নাক ঘেঁষে উপচে নামতে শুরু করল, ঠোঁটের ওপর দিয়ে চিবুক হয়ে গলা বেয়ে নেমে গেল।

'দিস ইজ রেডিও ইস্ট, চব্বিশ ঘণ্টা টানা অনুষ্ঠান। এবার আবহাওয়া বার্তা নিয়ে আসছে রোনাল্ড জংসমা।' জোরাল এবং পরিষ্কার শোনা গেল ঘোষকের কণ্ঠস্বর।

'রোনাল্ড, কী অবস্থা? কুয়াশার অবসান চোখে পড়ছে নাকি তোমার?'

BanglaBook.org

'মনে হয় না, জোকেম। এখনও পুবালি হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সেই সাইবেরিয়া থেকে। রাশিয়া আর আমাদের মাঝখানের সব জায়গায় হিমঠাণ্ডা পড়ছে। পোল্যান্ডে রাতের তাপমাত্রা শূন্যের চল্লিশ ডিগ্রিরও নিচে নেমে গেছে আর...

'একেই বলে ঠাণ্ডা!'

'হ্যাঁ। হা হা। তা যা বলেছ। অবশ্য আমাদের অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে না। আজ রাতে তাপমাত্রা শূন্যের পঁচিশ ডিগ্রির মত নিচে নামতে পারে বলে আশা করছি। আমরা উত্তর উপকূলের কাছে খানিকটা উষ্ণ। আগামীকাল ধীরে ধীরে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে পনের ডিগ্রিতে উঠে আসতে দেখব আমরা, তবে আপাতত ওটাই হতে যাচ্ছে সর্বোচ্চ অবস্থা।'

'স্কেটারদের জন্যে দারুণ খবর! তোমার কি মনে হয়, রোনাল্ড, এবছর ইলেভেন সিটি ম্যারাথন হবার কোনও সম্ভাবনা আছে?'

'বরফই যদি একমাত্র শর্ত হয়, আমি বলব হ্যাঁ, কিন্তু আমি যেমন বুঝি, আজ সন্ধ্যায় আয়োজকরা মিলিত হয়েছিলেন, ওরা তুষারপাত নিয়ে বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। এখন আকাশ পরিষ্কার, আরও তুষারপাতের সম্ভাবনাও ক্ষীণ, কিন্তু গত কয়েকদিনে প্রচুর তুষার ঝরেছে, বরফের অবস্থা খুব ভাল হয় নি তাতে।'

'তুষারপাত তাহলে থেমেছে?'

'তেমনই মনে হচ্ছে। কিন্তু কুয়াশা এগিয়ে আসছে, সেটাও স্কেটারদের জন্যে ভাল না। আজ রাত এবং আগামীকাল ভোরের দিকে ঘন, খুবই ঘন হয়ে উঠবে তা...

ডায়াল ঘোরালাম আমি। কুয়াশা জল হয়ে পাহাড়ের দিকে আসতে আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে, কিন্তু নিনা যদি গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেও থাকে, বিপজ্জনক হয়ে উঠবে ওর যাত্রাটা।

যদি আদৌ গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছায়।

ঠাণ্ডা কফির পটটা শেষ করলাম আমি, ফিল্টার নেড়ে দিলাম, তারপর দরজা খুলে তুষারে ভরে ফেললাম বাকেটটা। ফিল্টারে কফি ঢালার সময় পটটা স্টোভে চাপিয়ে দিলাম এবং তুষার গলে পানি হয়ে হিসহিস করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়তে লাগল। পায়চারি করতে লাগলাম আমি। ওকে অনুসরণ করতে হবে। ওকে অনুসরণ করতে পারি নি। কিন্তু যদি ও না পারে... আমি হয়ত পারব... ওকে ভালোবেসেছি আমি। ও...

পারকুলেটরের উতরানো পানি উপচাতে শুরু করল। কাঁচ ঝাঁদামি হয়ে গেছে, মৃদু গরগর শব্দ শোনা যাচ্ছে। জানালা দিয়ে চুঁইয়ে আসা হাওয়ায় নড়ছে মোমবাতির শিখা।

'বরফের স্বপ্নের মত ঠাণ্ডা।'

আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আঙ্কল চেইম, বুদবুদ ওঠা পটের দিকে চেয়ে আছে ও।

'পুরনো ডাচ শীত, নাঙ্কল।'

BanglaBook.org

'বাহ্।'

'ম্যাগনাস কই?'

'ম্যাগনাস কই? ও কোথায় সেটা আমি কেমন করে জানব? কেউ কখনও জানতে পারে নি। কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফিরে আসার বা বেরিয়ে যাবার পথের খোঁজ করছে।' পকেট থেকে কিছু একটা বের করল সে। ছোট একটা ওঅচমেকার'স লুপে। একবার ওটা নিয়ে নড়াচাড়া করতে দেখেছিলাম ওকে। বহুদিন আগে। তখন ফুরফুরে মেজাজে ছিল সে। গত কয়েক বছরে ওকে ভারি গাম্ভীর্যের দীর্ঘ পথে ক্লান্তিকর পদক্ষেপে এগোতে দেখেছি।

'নাঙ্কল?' মুখ তুলে তাকাল সে, লুপেটা তার ডান চোখে। 'ম্যাগনাস কোথায় ছিল?' ভুরু নাচাল সে, ছোট কপার সিলিন্ডারটা লুফে নিল। 'কোথায়?'

'এখানে আসার আগে?' পকেটে হাত ঢুকিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল সে। আমি কফি ঢাললাম, ওর সামনে মাগ নামিয়ে রাখার পর সবিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল। 'আমরা পান করি না, নাথান।'

মাথা দোলালাম আমি।

আমি ওর সামনে বসার পর দীর্ঘ সময় আমার দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ো মানুষটা। ওর চোখে ভয় আর কৃতজ্ঞতার মত একটা কিছু ছিল।

'ম্যাগনাস,' বললাম আমি। 'কোথায় ছিল সে?'

হাড় জিরজিরে কাঁধ ঝাঁকাল আঙ্কল চেইম।

'নাঙ্কল। ম্যাগনাস আর তুমি কয়েকশো বছর ধরে বেকেশিয়ান আধা-ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ, অথচ কখনও তাকে জিজ্ঞেস কর নি....

'জিজ্ঞেস করেছি কিনা? হ্যাঁ। জবাব পেয়েছি? না।' নাকচ করার ভঙ্গি করতে দুটো হাতই ব্যবহার করল সে। 'ম্যাগনাস,' বলল ও। চিন্তার ছাপ পড়ল তার চেহারায়। 'ছোট থাকতে,' বলল সে। 'আমার চোখের আলো ছিল।' মাথা তুলে আমার ওপর স্থির করল তার দৃষ্টি। 'আলো, বলছি তোমাকে। আমাদের কাছে এসেছিল ও, ফ্রিয়েডি, শান্তি হোক ওর, আর আমার কাছে। সারাদিন। আমার পাশে ওঅর্কবেঞ্চে বসে থাকত। চুপচাপ ছেলে। আর একটা স্মৃতি, ওহ্! কী একটা স্মৃতি। একটা স্ক্রু কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। কোনটা কার। ওকে ভালোবেসেছিল ফ্রিয়েডি ' মাথা নিচু করে ধূমায়িত মাগের ভেতর তাকাল সে। 'কিন্তু তারপর এল শ্লিয়েলনিকি।'

'আর ম্যাগনাস চলে গেল।' ফ্রিয়েডি ইতিহাসের তরবারি অনুভব করার পর। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ছোট বাড়িটা ভস্মীভূত আর বিরাট লিথুয়ানিয়ান জঙ্গলে আঙ্কল চেইম একটা গাছে ঝোলার পর, একটা কুকুর আর বেশ্যার মাঝখানে। পরে পরে পরে।

'কোথায় ও?'

'ও?' আমি আমার গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড-আঙ্কলের দিকে তাকালাম। 'ও,' বললাম আমি, 'চলে গেছে।'

BanglaBook.org

পাল্টা তাকিয়ে থাকল সে।

'আর তুমি যেমন জান না ম্যাগনাস কোথায় ছিল, আমিও জানি না ও কোথায় গেছে। ও চলে গেছে।'

'বয়স্কাউটদের একটা পরিবার।'

'দ্বিতীয়-সারির বয়স্কাউটদের পরিবার, নাঙ্কল। একজন একুশ বছর ধরে পথেই কাটিয়েছে। আরেকজন দুবার হারিয়ে গেছে তুষারে। আর আমি এমনকি যেনো সম্পর্কে কথাই বলতে চাচ্ছি না।'

'হারম্যান,' বলল সে, 'ভাল বয়স্কাউট ছিল।'

কফিতে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম আমি। 'দুর্দান্ত বয়স্কাউট। খালি দেখ বাড়িতে কী বয়ে এনেছে ও?'

আমার পেছনে এসে হাজির হয়েছিল ম্যাগনাস। বুঝতে পারছিলাম আমি, কারণ আঙ্কল চেইম একটা ভুরু নাচিয়ে আমার মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়েছে।

'কফি খাও তুমি?'

মাথা নাড়ল আঙ্কল চেইম। 'আমাকে এক কাপ ঢেলে দিয়েছে নাথান।'

'আমি পান করি না,' বলল ম্যাগনাস।'

'জানে ও,' বলল আঙ্কল চেইম। 'পঞ্চাশ বছর পরে ও জানে না বলে মনে কর?'

'সব জানি আমি।' ধোঁয়ার মেঘের ভেতর দিয়ে বললাম আমি। 'প্রশ্ন কর।'

দাঁত বের করে হাসল ম্যাগনাস।

'১৬৪৮ সাল থেকে, কিংবা আরও আগে থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত। আমি জানি।'

ম্যাগনাসের চেহারায় সন্দেহের ছাপ দেখা দিল।

'কফি?'

যন্ত্রের মত মাথা দোলাল সে। উঠে দাঁড়ালাম আমি, আমার মাগটা তুলে নিয়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার এবং ওর কফি ঢাললাম আমি, চেইমের সঙ্গে ওর শব্দহীন কথোপকথন শুনতে পেলাম।

'চিনি? দুধ?'

'হ্যাঁ, প্লিজ,' বলল ম্যাগনাস।

নীরবতা নেমে এল। কাউন্টারের ওপর থেকে মোমবাতিটা এনে টেবিলে রাখলাম আমি। 'বসো, ম্যাগনাস। একটুক্ষণ থাক।'

টেবিলটাকে চক্কর মেরে আঙ্কল চেইমের পাশে বসে পড়ল সে। মাগটা ঠোঁটে ছোঁয়ালাম আমি। কালো কফির সুবাস এঁকেবেঁকে ওপর দিকে উঠে এল। খেলাম আমি। চিনির মিষ্টতা, কফির মসৃণ তেতো স্বাদ। মিষ্টি এবং তেতো। সামনে বসা লোক দুটোর দিকে তাকালাম।

'পঞ্চাশ বছর। এখন আমার বয়স ষাট। তোমার চেয়ে ছোট হতে পারি, কিন্তু আমি আর এখন তোমাদের বাচ্চা নই। এখন প্রশ্ন করার সময় হয়েছে।'

কিছু বলতে চাইল ম্যাগনাস, কিন্তু আগেই কথা বলল আঙ্কল চেইম। 'করো।'

BanglaBook.org

সিগারেটটা নিবিয়ে ফেললাম আমি। 'ও কি পাগল ছিল নাকি জিনিয়াস?'

পুরোপুরি তাল হারিয়ে ফেলল ওরা। 'কে?' জিজ্ঞেস করল আঙ্কল চেইম। 'যেনো?'

আমি মাথা নাড়লাম। 'প্রশ্নটা ম্যাগনাসের জন্যে।'

চোখ ফিরিয়ে নিল ম্যাগনাস। কফির দিকে এগিয়ে এল তার হাত, কিন্তু মাগ পর্যন্ত আসার আগেই থেমে গেল।

'সে যে একটা ফ্রড ছিল জানত সে, নাকি নিজের গল্পেই বিশ্বাস করত?'

'কে?' চেঁচিয়ে উঠল আঙ্কল চেইম। 'কে!'

'তুমি ওকে বিশ্বাস করেছিল?'

'নাথান। কার কথা বলছ তুমি?'

'ম্যাগনাস?'

'আমি ওকে বিশ্বাস করেছিলাম,' বলল ম্যাগনাস। কণ্ঠনালী দিয়ে আওয়াজ বের করে আনতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। 'আমি আর অন্যরা।'

'অন্য অনেকে,' বললাম আমি।

একটা উন্মত্ত ওয়েদারভেনের মত চেয়ারে উসখুস করছিল আঙ্কল চেইম।

'আর তুমি ওর পেছন পেছন গিয়েছিলে,' বললাম আমি।

মাথা দোলাল ম্যাগনাস। ধূমায়িত কফির দিকে তাকাল সে।

'ওর পিছে... পিছে...

'শ্যাব্বেটাই যেভি,' বললাম আমি।

কাজ আর কারণ হচ্ছে আঁকাবাঁকা পথ, ইতিহাসের মেরামতকারী। সময় গুবড়ে পোকার মত হামাগুড়ি মেরে এগোয়, গোবরের চাকটাকে উল্টে দেয়ার প্রয়াশে: নুড়ি পাথর আটকে থাকে আর বালিকণা, আর ক্রমশ ভারি হয়ে উঠতে থাকে চাকটা আর গুবড়ে পোকার গতি আরও শ্লথ হয়ে আসে। সময়ের ভার আছে।

ইউরোপের অন্ধকার সমাধি প্রান্তরের ভেতর দিয়ে পিঠে কাঠের ক্লকমেকার'স চেস্ট ঝুলিয়ে, পায়ে জীর্ণ লিনেন হোস জড়িয়ে আর বার্চের বাকলের জুতো পরে এগোল ম্যাগনাস লেভাই। কোথায় যাচ্ছে, জানা নেই ওর। এ নিয়ে চিন্তাও করে নি। আঙ্কল চেইমের ভস্মীভূত জিনিসপত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে যখন চেস্টটা পেয়েছিল ও, পিঠে তুলে নিয়েছে ওটা, যেন সময়ের পরবর্তী ভারবাহী সে-ই হবে, একেবারেই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার এটা। কোনও দিক নির্দেশনা ছিল? অনুসরণ করার মত পথ ছিল কোনও? কোনও ধারণাই ছিল না তার। সব রাস্তাই, ভাবল ম্যাগনাস, একই, এবং একটা অন্যটার দিকে এগিয়ে গেছে। ঘড়ি-নির্মাতার মন নিয়ে ম্যাগনাস ভেবেছে: মধ্যস্থান আর সমাপ্তিসহ জীবন একটা সূচনা। নিজেকে মাঝখানে আবিষ্কার করেছে ও এখন, এবং ওকে এগিয়ে যেতে হবে, কারণ

BanglaBook.org

পথচলাই হচ্ছে মানুষের নিয়তি, তার কোনও উপায় নেই, যদিও সে জানে কখনও গন্তব্যে পৌঁছাবে না সে।

এবং ম্যাগনাস যখন লিথ্যুয়ানিয়ান জঙ্গল ছেড়ে যাবার উদ্দেশ্যে একবার বাম দিকের পথ আরেকবার ডানের পথ বেছে নিচ্ছে, অন্য একজনও রওনা দেয়ার যোগাড় করছিল। সেও নিজেকে জীবনের মধ্য পর্যায়ে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু ম্যাগনাস যেখানে খোদ যাত্রার কথাই ভাবছিল, কারণ তার কোনও লক্ষ্য ছিল না; অন্য পর্যটকের একটা লক্ষ্য ছিল, অন্য কিছু নয়। তার জন্যে যাত্রাটা ছিল যেখানে যেতে চায় সেখানে পৌঁছানোর একটা উপায় মাত্র।

অন্য পর্যটকের নাম ছিল শ্যাব্বেটাই যেভি। এক দরিদ্র মুরগীপালক মরডেকাইয়ের ছেলে সে। টার্কিশ-ভেনেশিয়ান যুদ্ধের সময় শক্তিশালী ইংরেজ বণিকের দল যখন কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল আর স্যালোনিকা ত্যাগ করে স্নিরনায় থিতু হয় তখন সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল সে। মরডেকাই মুরগী জবাই করে জীবিকা নির্বাহ করত, কিন্তু ইংরেজদের আগমনের পরপরই এইজেন্ট হিসাবে তাকে নিয়োগ দেয় ওরা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উত্থান-পতন বোঝার মত প্রতিভাধর বলে প্রমাণিত হয় সে; এবং অচিরেই স্নিরনার অন্যতম নব্য ধনীতে পরিণত হয়। এ কারণে মরডেকাই তার ছেলেকে মহান র‍্যাবাইদের কাছে তালমুদ আর তোরাহ্ শিক্ষার জন্যে পাঠাতে পেরেছিল।

১৬২৬ সালে জন্ম হয় শ্যাব্বেটাইয়ের, শোক পালনের ভয়ঙ্কর সেই দিনে, জুডাইজমে যা নাইন্থ অভ অ্যাভ নামে পরিচিত, যেদিন, বহু আগে, মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। সাব্বাথের দিন ছিল সেটা, এবং সে আমলে প্রায়ই যেমনটা ঘটত, সেভাবেই নাম রাখা হয় ছেলেটার। অল্প বয়স থেকেই ছেলেটা অদ্ভুত জন্মদিনের সঙ্গে একটা বন্ধন অনুভব করত, আর মেসিয়াহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণীঅলা বুড়োদের গল্পের সঙ্গেও যে সাবাথের দিনই, নাইন্থ অভ অ্যাভে, জন্ম হবে তার, ওসব তার কাছে তার বাবার ধন ভাণ্ডারে জমে ওঠা বিস্ময়কর সোনার মতই বাস্তব ছিল।

কাব্বালার মত অন্য কিছু পড়তে এত পছন্দ করত না ছেলেটা। একটা বই ছিল তার কাছে অন্য সমস্ত বই থেকে মূল্যবান: *যোহার, দ্য বুক অভ স্প্লেন্ডর*। অন্যরা যেখানে টেক্সট পাঠ করে বিভিন্ন ব্যাখ্যার তুলনা আর জটিল অনুচ্ছেদে আলোচনা করেই সন্তুষ্ট থাকত, মরডেকাইয়ের ছেলে সেখানে বাণীর মূল জগতে প্রবেশ করেছিল এবং কাব্বালার মাঝেই কাব্বালার অনুসন্ধান করেছে। পর্যটক ছিল সে, বস্তুর মূলের মূল, গভীর থেকে গভীরতরের সন্ধানে ছিল সে। বেশিরভাগ কাব্বালিস্টের মতই সময় সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না তার। মহান অতীন্দ্রিয়বাদীরা যেমন এক রাতেই গোটা মরুভূমি ঢুঁড়ে বেড়াতেন, উন্মত্ত নদী অতিক্রম করে যেতেন আর দামাস্কাস থেকে সাফেদ পর্যন্ত যাত্রা করতেন, শ্যাব্বেটাইও *যোহারের* বাণীর বনভূমিতে ঘুরে বেড়াত। তার কাছে সময় এক স্থানে শুরু হয়ে আরেক জায়গায় শেষ হয়েছে, এমন কিছু ছিল না। সময় হচ্ছে জঙ্গল।

BanglaBook.org

ওখানে উন্মুক্ত স্থান আছে, আছে পথ, কোনওটা আগাছায় ছাওয়া, কোনওটা প্রশস্ত রৌদ্রজ্জ্বল। ১৬২৬ থেকে ১৬৮৮ পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পথে হাঁটতে পারত সে। ১৬৬৬ সালে বেরিয়ে আসত, ওক গাছের মাঝখানে একটা প্রান্তরে এবং আগাছার ভেতর দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে ১৬৪৮ সালের হ্রদে চলে যেত।

উপোস করেছে সে, প্রার্থনা করেছে, নিজেকে শক্তিশালী এবং দুর্বল করে তুলেছে, মহান কাব্বালিস্টরা যেখানে একবার পৌঁছেছিলেন: ঈশ্বরের সত্তার ছায়াতলে, সেখানে পৌঁছবার জন্যে যে কোনও কিছু।

পুরোপুরি সাবালক হয়ে ওঠার আগেই গোটা স্মিরনায় শ্যাব্বেটাইয়ের নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল। কেবল তার নামই নয়। সুদর্শন ছিল সে। মোহনীয় ছিল তার কণ্ঠস্বর। কেউ কেউ দাবী করেছে যে তার শরীর থেকে একটা স্বর্গীয় সুবাস উৎসারিত হত।

আঠার বছর বয়সে শ্যাব্বেটাইকে র‍্যাবাইয়ের মর্যাদা দেয়া হয়।

যদিও সবাইকে মুগ্ধ করতে পারত সে, তাকে মুগ্ধ করার মত কেউ ছিল না। তার প্রথম-আয়োজিত-বিয়েটা মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হয়। দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সে, অল্পদিন পরেই অনুষ্ঠিত হয় তা। কোনও সম্পর্কই পূর্ণতা পায় নি।

এদিকে কাব্বালার গাছপালার অরণ্যের আরও গভীরে ঢুকে পড়েছিল শ্যাব্বেটাই।

একদিন, ইয়োম কিপ্পুরে, স্মিরনার সিনাগগে ইহুদি সমাজের গণ্যমান্য আর কম মান্য লোকজনের সমাবেশে ঈশ্বরের অনুচ্চারণীয় নামটা উচ্চারণ করে বসল সে।

সেটা ছিল ১৬৪৮। *যোহার* অনুযায়ী নাজাত লাভের বছর। কাব্বালিস্টদের মতে মেসিয়াহ্‌র জন্ম-বেদনার বছর। সে বছরই কণ্ঠস্বর শুনতে শুরু করল শ্যাব্বেটাই।

নাম উচ্চারণ করার অপরাধে স্মিরনার র‍্যাবাইরা উনচল্লিশটা দোররার সাজা দিয়েছিল তাকে। বিচলিত হয় নি শ্যাব্বেটাই। আউট-ল ঘোষণা করা হল তাকে, কিন্তু স্মিরনাতেই রয়ে গেল সে। তারপর একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, যেটা তাকে জানাল যে সে-ই ইসরায়েলের ত্রাণকর্তা, প্রকৃত নাজাতদাতা, একমাত্র ব্যক্তি যে মুক্তি দিতে পারে। পয়গম্বর এলিজাহ্‌ আবির্ভূত হলেন এবং তাকে মেসিয়াহ্‌ ঘোষণা করলেন। তরুণ র‍্যাবাইয়ের যথোপযুক্ত শাস্তি দাবী করতে শুরু করল জনগণ, কেউ কেউ এমনকি মৃত্যুদণ্ডও চাইল। কিন্তু অপরিবর্তনীয় কিছু করার জন্যে তৈরি ছিল না কেউ।

নতুন মেসিয়াহ্‌ জন্মস্থান ছেড়ে স্যালোনিকায় চলে গেল। ওখানে তার আগমনের অল্পদিন পরেই নগরীর র‍্যাবাই আর ধনী লোকদের বিরাট ভূঁড়িভোজ করাল সে। মিষ্টতার নদীর মত যখন মদের স্রোত বয়ে গেল আর টেবিলগুলো ঢেকে গেল বিচিত্র খাবারে, তোরাহ্‌ স্ক্রল আনতে বলল শ্যাব্বেটাই এবং বিস্মিত অতিথিদের উপস্থিতিতে ঈশ্বরের কন্যা তোরাহ্‌র সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল।

স্যালোনিকা ত্যাগে বাধ্য করা হল তাকে। প্রায় দশ বছর ঘুরে বেড়াল সে, ১৬৫৮ সালে কনস্ট্যান্টিনোপলে পৌঁছাল। একটা দোলনায় বাচ্চার পোশাক পরানো

BanglaBook.org

একটা বড়সড় মাছ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে লাগল সে। নগরীর র‍্যাবাইরা তাকে ডেকে পাঠাল। ওদের বক্তব্য শুনল শ্যাব্বেটাই, কিন্তু তাদের কথা কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। ইসরায়েল, ঘোষণা দিল সে, মীন রাশির অধীনে মুক্তি অর্জন করবে। আরও একবার ঊনচল্লিশ দোররা শাস্তি দেয়া হল তাকে, আরও একবার আউট-ল ঘোষণা করা হল।

প্যারাডক্সের মাধ্যমে কথা বলতে শুরু করল শ্যাব্বেটাই। যিনি নিষিদ্ধকে অনুমোদন দিয়েছেন তাঁর প্রশংসা করল সে।

তারপর একটা স্ক্রল আবির্ভূত হল। আব্রাহাম ইয়াচিনি নামে কনস্ট্যান্টিনোপলের এক বিখ্যাত কাব্বালিস্ট একটা গুহায় পেয়েছিল ওটা। বহু প্রাচীন একটা টেক্সট ওটা, বলল সে, এবং শ্যাব্বেটাইকে বিশাল ড্রাগনের হত্যাকারী, সর্পের বিরুদ্ধে বিজয়ী হিসাবে বর্ণনা করেছে ওটা। সেই প্রকৃত অবতার, ঈশ্বরের সিংহাসনে আসীন হবে, তার রাজত্ব চিরস্থায়ী হবে। একক মুক্তিদাতা সে।

স্মিরনায় ফিরে এল শ্যাব্বেটাই এবং সেখান থেকে প্যালেস্টাইনে গেল। যাবার পথে, মিশরে, রাফায়েল জোসেফ হালেভাই নামে এক ধনী অতীন্দ্রিয়বাদী এবং দাতা স্বাগত জানাল তাকে। রোজ রাতে পঞ্চাশজন কাব্বালিস্টকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাত সে, চমৎকার পোশাকের নিচে স্যাকক্লথ পরত, শোকের স্মারক হিসাবে, কারণ করুণার যুগ এখনও আসে নি। অচিরেই শ্যাব্বেটাই আদর্শে অনুপ্রাণিত হল সে এবং মোসিয়াহ্‌কে বিপুল অর্থ উপহার দিল। পবিত্র ভূমিতে পৌঁছে দরিদ্রদের মাঝে টাকাটা বিলিয়ে দেয় শ্যাব্বেটাই।

শুকনো খড়ের আগুনের মত ছিল তার নামটা। পাকা ভূট্টা ক্ষেতের ঘাসফড়িংয়ের মত ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠল তার অনুসারীর সংখ্যা।

গাযায় নাথান লেভাই নামে একজন কাব্বালিস্ট ক্লেয়ারভয়েন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় শ্যাব্বেটাইয়ের, অচিরেই সে তার সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হয়। মেসিয়াহ্‌র কণ্ঠ আর পায়ে পরিণত হয়ে শ্যাব্বেটাইকে রাজা ঘোষণা করে এবং তার প্রচারণা করে দুনিয়াব্যাপী ঘুরে বেড়ায় সে।

সময় গড়িয়ে যায়। সময় কচ্ছপের মত। ১৬৬৬ সাল এগিয়ে আসছিল। মেসিয়াহ্‌র স্ত্রী নিজেকে প্রকাশ করল।

তার নাম সারাহ্‌। অন্ততপক্ষে: ও নামেই নিজের পরিচয় দিয়েছে সে। পোল্যান্ডের এক ইহুদি কবরস্থানে পাওয়া যায় তাকে, কেবল একটা শার্ট গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ষোল বছর বয়স ছিল তার, এমন সুন্দরী যে তার পাশে সূর্যকে ম্লান চাঁদের মত দেখাত। নয় বছর ধরে মেয়েদের একটা মঠে আটকে রাখা হয়েছিল তাকে, তারপর একদিন তার মৃত বাবার আত্মা হাজির হয়ে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল তাকে। সেমিটারিতে উদ্ধারকারীদের আহত দেহ দেখিয়েছে সে। বাবা তাকে কনভেন্টের জানালা দিয়ে বের করে আনার সময় এত শক্ত করে ধরে রেখেছিল যে ওর মাংসে নখের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

আমস্টারডামে নিয়ে যাওয়া হয় সারাহ্‌কে। ওখানে যারা শুনতে চেয়েছে তাদের উদ্দেশে সে বলেছে মেসিয়ানিক রাজাকে বিয়ে করাই তার জন্যে নির্ধারিত হয়ে আছে। পাপাচারের গুজব আর কেচ্ছার চিহ্ন পেছনে ফেলে ইটালিতে চলে যায় সে। বেশ্যার মত ছিল তার চালচলন। তার কারণ, বলল সে, নিজেকে মেসিয়াহ্‌র হাতে তুলে দেয়ার আগে জীবন পরিপূর্ণভাবে যাপন করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে তাকে।

তের বছর ধরে ঘুরে বেড়ানোর পর একদিন বিকেলে, শীতে কাতর ও ক্লান্ত ম্যাগনাস আপ্লস্‌ বেয়ে নামতে শুরু করল এবং অস্তাচলগামী সূর্যের মরা আলোয় ইটালিকে বিছিয়ে থাকতে দেখল সামনে। একা নয় সে। পর্বতমালার উদ্দেশে এগোনোর সময় একই দিকে এগিয়ে যাওয়া পর্যটকদের সঙ্গ কামনা করেছিল সে। চারজন ছিল ওরা, আরও তিনজন যোগ দিয়েছে তখন ওদের সঙ্গে। ফ্রান্স থেকে রোমে যাচ্ছিল ওরাও।

লিয়ন ছেড়ে আসার পর থেকেই ম্যাগনাস আর একজন জার্মান মঙ্ক, লুক্কায় নিজের অর্ডারে ফিরে যাচ্ছিল সে, পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়েছে। লিয়ন ছেড়ে বেশ কয়েক মাইল দূরে আসার পর মঙ্ক মন্ট ভেন্টঅস-এর দেখা পাওয়ার আগে পর্যন্ত নীরব যাত্রা ছিল ওটা, আচমকা পরিচিত জিনিস দেখার আওয়াজ বেরিয়ে এল তার ঠোঁট দিয়ে। ব্রাদার অ্যানসেল্ম তার ছড়ি ফেলে দিয়ে কি যেন বলল বুঝতে পারল না ম্যাগনাস।

'মনস ভেন্টোসাস,' কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বতচূড়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলল মঙ্ক।

ম্যাগনাস ধরে নিল ওটাই পাহাড়টার নাম হবে। কাঁধ ঝাঁকাল সে, ক্লকমেকার'স চেস্টটা টিকটিক আর সুরেলা ধ্বনি করে উঠল। আগে বাড়তে চাইল সে, কিন্তু ওকে পিছু ডাকল ব্রাদার।

ম্যাগনাস কি কখনও মহান কবি পেট্রার্কের নাম শুনেছে?

ম্যাগনাস পড়তে জানে– তোরাহ্‌র হিব্রু ভাষ্য, যদিও খুব ভাল করে নয়– কিন্তু কবিতা ছিল তার কাছে অচেনা। ওর চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী মঙ্ক ইশারায় হাঁটতে বলল ওকে। এবং এগোনোর সময় ওকে পেট্রার্ক এবং জগৎ থেকে তার নিজেকে মুক্ত করার সংগ্রাম, লরার জন্যে তার প্রেম এবং মনস ভেন্টোসাস মাউন্টেন অভ দ্য উইন্ডস-এ ফরাসিরা যাকে বলে মন্ট ভেন্টোঅস-এর দিকে তার যাত্রার কাহিনী শোনাল ওকে। ক্রমান্বয়ে পাহাড়ের কাছে চলে এল ওরা, ইতিমধ্যে কিনারার দিকে ভাঁজ হতে শুরু করেছে ল্যান্ডস্কেপ। অ্যানসেল্ম ব্যাখ্যা করল কেমন করে পেট্রার্কের হাতে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটেছে।

তের বছর ধরে চলার ওপর ছিল ম্যাগনাস, প্রায় সারাক্ষণই একাকী পথ চলেছে, আর এখন একজন মঙ্কের সঙ্গে যাচ্ছে ও যে কিনা কবিতা আর আধুনিক যুগের কথা বলছে ওকে। অরণ্য থেকে এসেছে ম্যাগনাস, যেখানে বাইসন ঘুরে বেড়ায় আর শীতকালগুলো যেখানে এত বেশি ঠাণ্ডা যে লোকে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাবার পথেই জমে বরফ হয়ে যায়, যে জগতে ঈশ্বরকে দূরদেশ আর ফরেস্টারদের

BanglaBook.org

ভাষায় সম্বোধন করা হয়, ভেষজ সংগ্রহকারী আর ট্যানাররা স্বর্গীয় কিছুর আকাঙ্ক্ষায় থাকে। এক অভিজাত জনের ছেলে অ্যানসেল্ম। তার মা, ভূস্বামীর ধর্ষণের শিকার একজন বর্গাচাষীর স্ত্রী। ম্যাগনাস যখন জানতে চাইল কেমন করে মঙ্ক বা সত্যি বলতে কি তার মা জানল যে আসল বাবাটি কে, তখন নিজের টিকালো নাকের দিকে ইঙ্গিত করল বুড়ো, ভয়ঙ্কর রকম বাঁকানো ডগাটা ব্রীজ থেকে যেন ঝাঁপ দিয়ে নেমে এসেছে, কেমন যেন থ্যাবড়া করে দিয়েছে ওর চেহারাটা। 'দ্য হ্যাগনঅ নোজ,' বলল ব্রাদার। হঠাৎ করে নিজের বুড়ো আঙুলের কথা ভাবল ম্যাগনাস, আঙ্কল চেইমের বুড়ো আঙুলও একই রকম।

সাত বছর বয়সে অ্যানসেল্মকে তার বাবার সহকারী হিসাবে হ্যাগনঅ এস্টেটে কাজ করার জন্যে নিয়োগ করা হয়। রোজ সকালে অভিজাত লোকটিকে পানির গামলা এগিয়ে দিতে হত ওকে এবং তার ধোয়ার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। এরপর তাকে পোশাক পরতে সাহায্য করত সে। কাজটা শেষ হয়ে যাবার পর মনিবের টেবিলের কাছে অপেক্ষা করতে হত তাকে। ওরা ছিল ভূসম্পত্তির মালিক, তাকে জানাল অ্যানসেল্ম, আর বিরাট বাড়িটার যেটা কিনা দুর্গের চেয়ে বরং সুরক্ষিত খামারবাড়ির মত ছিল, জীবনধারায় সূক্ষ্মতার অভাব ছিল যার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মনেস্টারিতে মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে। নাশতায় থাকত গ্রুয়েল আর আগের দিনের ঠাণ্ডা মাংস, পানি মেশানো বিয়র দিয়ে গেলা হত ওগুলো। কিন্তু বিরাট বাড়িটার আসলে যা ছিল, কিন্তু এস্টেটের কৃষকদের ছিল না, সেটা হল একজন টিচার। সে কেবল মালিকের বৈধ সন্তানদেরই শিক্ষা দিত না, জারজদেরও দিত। ওভাবেই অ্যানসেল্ম ল্যাটিন আর অ্যাস্ট্রনোমি পড়তে ও লিখতে শিখেছিল। বার বছর বয়সে যখন তাকে মনাস্টারিতে পাঠানো হল, প্রিন্টিং রুমে কাজ করার জন্যে প্রস্তুত ছিল সে।

এবং এগিয়ে চলল ওরা, অরণ্য, পাহাড় এবং উপত্যকা পেরিয়ে গেল আর মঙ্ক মনেস্টারিতে তার প্রথম কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার কথা জানাল ঘড়ি-নির্মাতাকে, কেমন করে ক্ষেতে কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল তাকে এবং একদিন ব্রাদার ফ্রান্সেস্কো, লাইব্রেরি ও প্রিন্টিং রুমের দায়িত্বে ছিল সে, দেখতে পেল নবীশটি ঘণ্টা সম্পর্কে একটা বই পড়ছে। এক সপ্তাহ পরে তাকে প্রিন্টিং প্রেসের ভারি ক্র্যাঙ্ক ঘোরানোর অনুমতি দেয়া হল, শাদা কাগজ এনে ছাপানোর পর সরবরাহ করাও। দীর্ঘদিন শিক্ষানবীশ থাকতে হয় নি তাকে, কারণ মাস্টার ফ্রান্সেস্কো বেশি বেশি কাজ করতে দিল তাকে যতদিন না তরুণ, কারণ ততদিনে তরুণ হয়ে গেছে সে, কেবল মঙ্কই নয়, একজন সফল প্রিন্টারেও পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ওরা নিজেরাই নিজেদের অলঙ্কার বানাত, ম্যাগনাসকে বলল সে, কোটি কেউ এমন জনপ্রিয় ছিল যে সেক্যুলার প্রিন্টাররা পর্যন্ত কিনতে আসত।

ওরা মাউন্টেন অভ দ্য উইন্ডস পাশ কাটিয়ে আরও দক্ষিণে মার্সেইয়ের দিকে এগোল। এখানে কয়েক দিন থাকতে হবে ওদের, তারপর ওখান থেকে স্যাভয়ের

BanglaBook.org

পথ ধরবে ওরা। তুরিনে রয়ে যাবে ম্যাগনাস, আর অ্যানসেল্ম চলে যাবে লুকায়। প্রথমদিনের শেষে একটা জরাজীর্ণ পথের ধারের ইনে বসেছিল ওরা। আবহাওয়া ছিল কোমল, জানালাগুলো খোলা ছিল তাই। সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল ওটা, কেননা দাউদাউ করে জ্বলছিল কিচেনের আগুন, ভেতরটা ছিল উত্তপ্ত আর ধোঁয়াটে। এক মাগ হালকা বিয়র পান করছিল ম্যাগনাস। মঙ্কের সামনে ছিল এক জাগ ওয়াইন। দ্রুত রাত নেমে এল, দক্ষিণে যেমন হয়ে থাকে। ইনের দেয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের বেঞ্চে বসে লোক দুটো নীলচে কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, একটা দুটো করে তারা জ্বলে উঠছিল কেবল, আর ছোট ছোট বাদুরের দল মখমলের মত সন্ধ্যার আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

'চুপচাপ ধরনের মানুষ তুমি, লিথ্যুয়ানিয়ান বনের ম্যাগনাস,' বলল অ্যানসেল্ম।

'তোমার চেয়ে চুপচাপ নই, অ্যানসেল্ম ভ্যান হ্যাগনঅ,' জবাব দিয়েছিল ম্যাগনাস।

মঙ্কের চেহারায় দরাজ একটা হাসি দেখা দিয়েছিল। 'যদি তুমি বলতে চাও পেট্রার্ক আর পেইন্টিং সম্পর্কে আমার কথাবার্তা তোমার নীরবতার মতই, তাহলে ঠিক আছে। আমাদের হয়ত বরং বলা উচিত ছিল তুমি আমার চেয়ে বাচাল। তুরিনে কেন এসেছ তুমি?'

'আমি একজন ঘড়ি-নির্মাতা,' বলল ম্যাগনাস।

'জানি।'

'স্যাভয়ের ঘড়ি দেখতে চাই আমি।'

'ওগুলো খুব অসাধারণ বুঝে উঠতে পারি নি আমি।'

বিয়রে চুমুক দিল ম্যাগনাস।

'সবাইকে ভয় পেয়ো না, সহযাত্রী আমার। যদিও কথাটা হয়ত বিশ্বাস করবে না তুমি, জগতে এমন লোকজনও আছে যারা তোমাদের মত মানুষদের ঘায়েল করার তালে *থাকে* না।'

গাঢ় মাগের ভেতরে তাকাল ম্যাগনাস, ম্লান আলোয় দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না।

'আমি জানি তুমি কে। এও জানি তোমার পরিচয় সম্পর্কে চুপচাপ থাকার কারণও আছে। কিন্তু ঘরে পৌঁছার আগে আরও কত পথ হাঁটতে হবে বলে মনে করছ তুমি?'

'হয়ত চিরদিন।'

মাথা নেড়েছিল মঙ্ক। 'তাহলে, নিজেকেই চারণ ইহুদি ভাবছ তুমি, ম্যাগনাস?'

চোখ বন্ধ করে ঘড়ির কথা ভাবল ম্যাগনাস, এমন একটা টাইমপিসের কথা কল্পনা করল যেটা সমস্ত সময়, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, শতাব্দী, গোটা সৃষ্টির কথা বলবে, একটা টাইমপিস, যেটা তার সম্পূর্ণতায় হয়ে উঠবে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত কিছু, সব ঘড়ির সেরা ঘড়ি।

'একটা কথা বলি তোমাকে। আমার ভাইদের মাঝে অনেকে আছে যারা তোমার বই পড়ে প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছে। আমাদের অনেকেই জানে যে তুমিই ছিলে শুরু।

BanglaBook.org

সন্দেহ নেই যে এমন লোকও আছে যারা বলবে যে তুমিই শেষ। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে তুমি এবং তোমার লোকজন এই জগতের পেট্রার্ক। একটা নতুন, উন্নত পথ খুঁজছ তুমি। কিন্তু ঘুরে বেড়ানো অব্যাহত রাখলে সেটা তুমি পাবে বলে আমার মনে হয় না। একদিন তোমাকে মনস্থির করে থিতু হতে হবে। সব সময় অন্যের বাড়িতে বাস করেছে, এমন কারও পরামর্শ শোন।'

পরদিন, মরা সকালের রোদে, মার্সেইয়ের পথ ধরে ওরা। জনৈক কৃষক খানিকটা পথ তার ওয়্যাগনে ছলাৎ ছলাৎ করা ব্যারেলের মাঝখানে উঠিয়ে এগিয়ে দিল ওদের, যার ফলে প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে আগেই মার্সেইমুখী বড় রাস্তায় উঠতে পারল ওরা।

নগরীতে এসে পর্যটকদের একটা দল সংগঠিত করার দায়িত্ব নিল অ্যানসেল্ম। এক ব্যাগ দলিল দস্তাবেজ নিয়ে প্যাভিয়াগামী দুজন লোকের দেখা পেল সে। রুটি আর ওয়াইন কিনে পথে নেমে পড়ল ওরা। নীরব চারজন। আগন্তুক দুজন এসেছিল পারপিগন্যান থেকে, দুর্বোধ্য এক ভাষায় কথা বলছিল ওরা। সহজ যাতায়াত যোগ্য উপকূলীয় পথ বেছে নিল ওরা। টুলনের কাছে এক বিচিত্র দৃশ্য ধরা দিল ওদের চোখে। বাঁক ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা, ঢাল বেয়ে উঠছে, হঠাৎ দেখল রাস্তার মাঝখানে একটা অবয়ব শুয়ে আছে। দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওটার পাশে। ওদের একজনের হাত ভাঁজ করে রাখা, মেঝেয় শায়িত অবয়বের দিকে নিরাসক্ত চেহারায় তাকিয়ে আছে। অন্যজন কথা বলছে, কোনও সাফল্য ছাড়াই, কারণ প্রথমজন বা জমিনে শায়িত জনের কেউই ওর কথা শুনছে বলে মনে হল না। কাছাকাছি যাবার পর কথা শুনে ম্যাগনাস বুঝতে পারল ওরা ইহুদি। দ্বিতীয় লোকটা অদ্ভুত আঞ্চলিক টানে ঈদ্দিশ ভাষায় কথা বলছিল, কিন্তু তার কথা বুঝতে কোনওই সমস্যা হল না ম্যাগনাসের। নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর পায়ে এগোল সে। তারপরই দেখতে পেল একজন মহিলা, এক তরুণী, শুয়ে আছে ওখানে। কথা চালিয়ে যাওয়া লোকটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ভূমধ্যসাগরীয় নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

'আমরা কোনও সাহায্যে আসতে পারি? জেন্টলমেন? মিস্ট্রেস?' কথা বলল অ্যানসেল্ম। কপাল মুছল সে, নীলচে ধূসর চোখে পালা করে লোক দুজনকে দেখে তারপর তাকাল মেয়েটার দিকে। মেয়েটা সুন্দরী: গায়ের রঙ একেবারে খাঁটি মোমের মত, মাথার চুল চিকচিকে কোঁকড়া লাল একটা থোকা, শাদা রিবন দিয়ে পেছনে বাঁধা, পুরুষ্টু ঠোঁট আর চোখজোড়া কালো, জেটের মত চকচক করছে, ডাগর এবং উজ্জ্বল। মঙ্কের দিকে তাকাল না সে।

'গুড ব্রাদার,' হাত আড়াআড়িভাবে বেঁধে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকা লোকটা বলল, 'আমস্টারডাম থেকে আসছি আমরা এবং এই তরুণীকে রোম পর্যন্ত সঙ্গ দিচ্ছি, কিন্তু মনে হচ্ছে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তরুণী মিস্ট্রেস। তোমরা কোনও সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।' নিখুঁত জার্মানে কথা বলল সে, ম্যাগনাসের চেয়ে ঢের নির্ভুল।

BanglaBook.org

'মহিলা যদি হাঁটতে না চায়, হাঁটবে না সে,' বলল অ্যানসেল্ম । 'আর হ্যাঁ, আমরাও তোমাদের সাহায্য করতে পারব না, কারণ উচিত না হলেও আমাদেরও হাঁটতে হবে।'

পারপিগন্যানের লোক দুটো গাঢ় ভুরুর নিচ থেকে মেয়েটার দিকে তাকাল। একজন অপরজনকে একটা কিছু বলল। দুজনই তারপর হাসতে শুরু করে দিল।

অ্যানসেল্মের সঙ্গে কথা বলা লোকটা চোখ রাঙিয়ে তাকাল ওদের দিকে, তারপর ফিরল সঙ্গীর দিকে। 'চলো,' বলল সে। 'আমরা এদের সঙ্গে টুলন পর্যন্ত যাই। আমি নিশ্চিত যে প্রয়োজন বোধ করলে কনেটিও আমাদের অনুসরণ করবে।'

'কনে? কিন্তু জেন্টলমেন, নিশ্চয়ই অল্পবয়সী কনেকে ফেলে রেখে চলে যাবে না তোমরা?' বলে উঠল অ্যানসেল্ম।

লোকটা হাসল। 'এমন একজনের কনে সে যে এখনও জানেই না যে সে-ই বর। ও যদি নিজের সর্বজ্ঞতা দিয়ে ওই লোকটিকেই বিয়ে করেছে বলে দেখে থাকে, নিশ্চয়ই আবার কখন হাঁটা শুরু করতে হবে সেটাও বুঝতে পারবে।'

হাসল অ্যানসেল্ম।

দলটা আগে বাড়ল। ওদের জুতোর গোড়ালির ঘায়ে ধুলো উড়ে আবার থিতিয়ে এল। সবার পেছনে ছিল ম্যাগনাস, মেয়েটা কি যেন বলছে, শুনতে পেল সে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল।

'ডগফেসেস,' পোলিশে বলল মেয়েটা। গলা চড়ায় নি সে। গালির চেয়ে বরং মন্তব্যই ছিল ওটা। হাসল ম্যাগনাস: 'ডগফেসেস? শূ-লেসেস।' রিমঝিম শব্দে হেসে উঠল মেয়েটা। লাফ দিয়ে উঠে কাপড় থেকে ধূলি ঝাড়ল সে। ওরা মুখোমুখি দাঁড়ানোর পর, মেয়েটার চোখে এমন কিছু ছিল প্রায় কুঁকড়ে যাবার অবস্থা হল ম্যাগনাসের।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি, *প্যান?*'

'আমাকে "স্যার" বলতে হবে না। টুরিনে যাচ্ছি আমি। কোত্থেকে আসছ তুমি?'

'মৃতের কাছ থেকে।'

যদিও কথাটা বলার সময় হাসল সে, ম্যাগনাসের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

'চলো,' বলল মেয়েটা। 'ডগফেসরা দূরে সরে যাচ্ছে।' দূরের ধুলোর মেঘের দিকে স্বচ্ছন্দ পায়ে এগোতে শুরু করল সে। তাকে অনুসরণ করল ম্যাগনাস, প্রথমে দ্বিধান্বিতভাবে, তারপর দ্রুতপায়ে। সামনে এগিয়ে যাওয়া ক্ষিপ্ত তরুণ দেহটাকে দেখতে দেখতে তার মাঝে অনুভূতি জাগল যে এসবের কোনওটাই বাস্তব নয়।

BanglaBook.org

নিজের কফি শেষ করেছি আমি, আঙ্কল চেইম আর ম্যাগনাসের কফি ঠাণ্ডা হতে দেখেছি; তারপর ম্যাগনাস যখন অন্ধকার কিচেন জানালার দিকে দৃষ্টি ফেরাল, স্টোভে লাকড়ি দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি আমি। আমাদের কেউই কথা বলে নি। কাঠের গুড়িগুলো কালো ইস্পাতের মুখে স্তূপ করলাম আমি, অগ্নিশিখা মরে আসতে

দেখলাম। সশব্দে দরজাটা আটকে দেয়ার পর দাউদাউ করে আবার জ্বলতে শুরু করল ওটা। কফি মাগগুলো নিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখলাম।

'ওয়াইন, জেন্টলমেন। নাকি আমার বলা উচিত: *প্যানি?* শুদ্ধ বহুবচন কি এটাই?'

মাথা নাড়ল আঙ্কল চেইম, ওয়াইন প্রয়োজন নেই বলার জন্যে নয়, বরং গোটা ইউরোপে ঘুরে বেড়ানোর ম্যাগনাসের ভাষ্যের জবাবে।

সেলারে একটা মোমবাতি হাতে র‍্যাকগুলো পাশ কাটিয়ে এগোলাম আমি। যদিও গত কদিনে আমি আর নিনা বেশ কয়েকটা বোতল সাবাড় করে ফেলেছি, কিন্তু আঙ্কল হারম্যানের ওয়াইনের মওজুদে আঁচড়ও কাটতে পারি নি। আমার কাঙ্ক্ষিত হট ব্রিয়ন না পাওয়া পর্যন্ত খোঁজ চালিয়ে গেলাম আমি। '৭৮ সালের জিনিস ওটা, আমার যতদূর মনে পড়ে, অসাধারণ একটা বছর ছিল সেটা। এটা শেষ করতে করতে কেবল আমার কানের ডগাই লাল হয়ে উঠবে না, দুনিয়াটাও আমার চোখে আরও আনন্দময় জায়গা হয়ে দেখা দেবে।

কিচেন টেবিলে সাবধানে কর্কস্ক্রুটা ওটার গলায় ঢোকালাম আমি।

'কাজটা,' বলল আঙ্কল চেইম, 'ঘড়ি-নির্মাতার কায়দায় কর তুমি।'

হাসলাম আমি। 'এটা *একটা* ঘড়ি, নাঙ্কল। একমাত্র ঘড়ি যেটা সময় জানায় না বরং ধরে রাখে।'

গ্লাস ভর্তি করে চুমুক দিলাম আমি। মাটি, ঘাস আর চকোলেটের গন্ধ। এখনও ঠাণ্ডাই আছে ওয়াইনটা, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না। আরও দুটো গ্লাস সাজিয়ে ওয়াইন ঢাললাম আমি।

'অপচয়,' বলল আঙ্কল চেইম।

'জানি,' বললাম আমি। 'কিন্তু আমি এভাবেই চাই। এলিজাহ্'র কাপের কথা ভাব।'

মুখ কোঁচকাল আঙ্কল চেইম।

সেডারের আমার প্রিয় অংশ ওটা, পেস্যাচের প্রথম রাতে যখন ঈজিপ্ট থেকে এক্সোডাসের ঘটনাকে প্রতীকতায় ফেঁপে ওঠা খাবারের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়: অনুপস্থিত কারও জন্যে– পয়গম্বর এলিজাহ্– একটা কাপ পূর্ণ করা। হাজার হাজার বছরের নির্বাসিত জীবনে, সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদিরা সেই কাপ ভরা অব্যাহত রেখেছে। কখনওই সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে নি যে এলিজাহ্ ফিরে এসে নিজের ভাগ নেবেন– কিন্তু কে বলতে পারে? ঠিক সেই রাতের মত, দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখা হয়, যাতে কেউ এদিক দিয়ে যাবার সময় আমাদের সঙ্গে ফারাওয়ের ঈজিপ্ট থেকে মুক্তির স্বাধীনতা উদ্‌যাপনে যোগ দিতে পারে।

বহু বছর আগে, তখনও ছোট ছিলাম আমি, যখন সবাই বেঁচে ছিল, সোফি আর ইম্যানুয়েল ছিল একসঙ্গে, এলিজাহ্‌র কাপ সেডারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। আমাদের পরিবারের একমাত্র আমিই হয়ত ব্যাপারটাকে একেবারে স্বাভাবিক ধরে

BanglaBook.org

নিতাম যদি এলিজাহ্ হাজির হয়ে পান করতেন। কিন্তু একমাত্র আমিই প্রত্যেক রাতে দুজন মৃত মানুষের হাতে হাত রেখে ছায়াদের রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি।

নিনার চিন্তা আমার মনে একটুকরো কাগজের মত জেগে উঠল যেটা কিনা আগুনে ছুড়ে দেয়ার পর উড়তে উড়তে অগ্নিশিখার ওপর গিয়ে পড়ে আগুন লেগে পুড়তে পুড়তে মচমচে ছাই হয়ে আবার দুলতে দুলতে নেমে আসে। কোথায় থাকতে পারে ও? গাড়ি পর্যন্ত যেতে পেরেছে ও, যদি পেরে থাকে, বরফের স্তূপ থেকে বের করে আনতে পেরেছে ওটাকে? অর্থহীন ভাবনা। ভেজা কুকুরের পশম ঝাড়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম আমি।

আঙ্কল চেইমের দিকে তাকাচ্ছে না ম্যাগনাস। এমন ভাব করছে আঙ্কল চেইম যেন তার ভাইপোর বসে থাকার জায়গাটারই অস্তিত্ব নেই।

'তো,' আবার বসার সময় বললাম আমি, 'তুমি শ্যাব্বেটাই যেভির স্ত্রীর সঙ্গে ইটালি গিয়েছিলে?'

মাথা দোলাল ম্যাগনাস।

'এবং সেখান থেকে কায়রো?'

মুখ তুলে তাকাল আঙ্কল চেইম। 'কীভাবে। আমি সবকিছু জানি না কেন? তুমি জান?'

'বই, নাঙ্কল। যেভিকে নিয়ে অনেক বই আছে। ওর বেখাপ্পা লাইব্রেরিতে আস্ত একটা কালেকশনই ছিল।'

নাক সিঁটকাল সে।

সারাহ্ ছিল একটা নষ্টা মেয়ে। তার আসল পরিচয় কেউ জানতে পারে নি, সে কোত্থেকে এসেছে কিংবা কেন এসব কর্মকাণ্ড করেছে। তার মনে যে কী ছিল সেটা একটা রহস্য।

সেদিন সন্ধ্যায় একটা কোচিং ইনে পৌঁছল ওরা। একটা বড়সড় রুম ভাড়া করল, মেঝেয় খড়ের বিছানা আর কলার বীমে ঝুলন্ত ধোঁয়া ওঠা অয়েল ল্যাম্প। নিচের তলায় আগুনের ওপর ঝোলান একটা ধূমায়িত পট, ওই পট থেকে ওদের খাবার জন্যে একটা কিছু দেয়া হল। শেলফিশে ভরা লালচে বাদামি স্যুপ। যদিও ম্যাগনাস বিগত কয়েক বছরে খাবার সম্পর্কিত আইনকানুন বাঁকাতে শিখে গিয়েছিল, কিন্তু ঘন ব্রথে ভাসমান ভূতুড়ে চোখঅলা খোসাঅলা চিড়িয়াগুলো দেখা সহ্যের অতিরিক্ত ছিল তার জন্যে। ভেড়ার দুধ থেকে বানানো এক টুকরো পনির আর টেবিলে পেতে দেয়া ভারি ধূসর রুটিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখল সে।

যেন কয়েকদিন কিছুই খায় নি এমনভাবে খেল সারাহ্। যখন সে মুখ তুলে ম্যাগনাসের দিকে তাকাল, তার মুখটাকে একটা লালচে দাগ, অশ্লীল নিষ্ঠুর ক্ষতের মত দেখাল। বাটি থেকে একটা ফীলার্ড চিড়িয়া ধরে ওটার পিঠ ভাঙল সে, দাঁত

BanglaBook.org

বাসিয়ে দিল তাতে, ম্যাগনাসের ওপর থেকে নজর সরাল না, তার দাঁতগুলো শাদা এবং নগ্ন, ঠোঁটগুলো চর্বিতে চকচক করছিল। তারপর ওয়াইনের জাগটা টেনে নিল সে, কানায় কানায় ভর্তি করে নিল নিজের গ্লাস, তারপর এক চুমুকেই সাবাড় করে ফেলল। চোখ সরিয়ে নিয়ে ইনকীপারের দিকে তাকাল ম্যাগনাস। একজন চাকরকে বকাঝকা করছিল সে। একটা পা তার পায়ের ভেতর দিক দিয়ে ওপরে উঠে এল কাফ পর্যন্ত। জমে গেল সে। চড়া গলায় অ্যানসেল্মের সঙ্গে কথা বলছিল সারাহ্। পা-টা তার হাঁটুর ওপর উঠে এল। অবস্থান বদলানোর চেষ্টা করল ও, কিন্তু বেঞ্চে তেমন জায়গা নেই। পায়ের আঙুলগুলো ওর ডান ঊরুর ভেতর দিক দিয়ে এগোল। পুরুষাঙ্গের ফুলে ওঠা টের পেল ও। রুটিটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে একটা টুকরো ছিঁড়ে নিল সারাহ্। কামড় দিয়ে চিবোতে লাগল। পা-টা ওর কুঁচকিতে স্থির হল।

সোজা হয়ে বসল ম্যাগনাস। দুপায়ের মাঝখানে কোমল পায়ের চাপ অনুভব করছে ও, আঙুলগুলো বাঁকা হচ্ছে, আবার সোজা হচ্ছে। ওর মাথাটা যেন বাকি শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে বলে মনে হল। আশপাশে নজর বোলাচ্ছে, বিয়র খাচ্ছে, এমনভাবে সবকিছু গেঁথে নিচ্ছে যেন কোনও কিছুই কখনও মুছে যেতে না পারে। নীচে, পায়ের আঙুলগুলো কুঁচকির নিচে চলে গেল। পায়ুপথ আর অণ্ডকোষের মাঝখানের জায়গাটায় চাপ দিল। কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে মিলিত হয় নি সে। জানে যেকোনও রকম প্রত্যাশাই ভুল হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু এমনকিছু ছিল তার দূরতম কল্পনারও অতীত। এত অল্প বয়সী মেয়ে। কেমন করে সে জানল যে সে... সশব্দে কেশে উঠল ও। পা-টা পিছিয়ে এসে দুপায়ের মাঝখানে স্থির হল। অঙ্গে রক্তের দপদপানি টের পেল ম্যাগনাস। কুড়োলের হাতলের মত হয়ে গেছে। কাঠিন্যে ব্যথা করছে। একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মনে। সিলিংয়ের দিকে তাকাল সে। কলার বীমে বসে আছে একটা টরটয়েজশেল বেড়াল। সামনের থাবাদুটো একসঙ্গে করে কর্তৃত্বপূর্ণ চেহারায় নিচের লোকজনের দিকে তাকিয়ে আছে ওটা।

ইনকীপার এসে প্লেট সরিয়ে নিয়ে যাবার পর ওয়াইনের একটা নতুন জাগ আর ম্যাগনাসের জন্যে আরও বিয়র রেখে গেল। পা-টা পিছলে সরে গেল। একটা গামলার ওপর মুখ ধুয়ে নিল সারাহ্। যখন সে মুখ তুলে তাকাল, তার চামড়ায় বিন্দু বিন্দু জল, সহসা, সন্দেহ যদি থেকেও থাকে দূর হয়ে গেল, নিশ্চিত জানা হয়ে গেল মেয়েটার পায়ের স্পর্শই পেয়েছিল ও। পানির গামলাটা উঁচিয়ে মুখ ডুবিয়ে দিল ও।

সেরাতে আর্চচিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল ওর। রুমের অন্যপাশে, যেখানে সারাহ্র জন্যে একটা বিছানা পাতা হয়েছিল, বাঁকানো একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার কণ্ঠস্বর অন্ধকার চিরে দিচ্ছে। ম্যাগনাস একাই চমকে ঘুম থেকে জেগে ওঠে নি। ও যখন তার বিছানার পাশে গিয়ে হাজির হল, অ্যানসেল্ম আর ডাচম্যানও দৌড়ে এসে হাজির হল। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পারপিগন্যানের লোকদুটোর একজন। ন্যাংটো সে, ট্রাউজার্স দিয়ে লজ্জা আড়াল করার প্রয়াস পাচ্ছে। ট্রাউজার্সের একটা পায়া আঁকড়ে ধরে আছে সারাহ্, টানছে ওটা, জোরে খিস্তি করছে।

BanglaBook.org

ট্রাউজার্স ধরে হ্যাঁচকা টানে ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল অ্যানসেল্ম। 'কী হয়েছে?'

ওর উদ্দেশে ঈদ্দিশ ভাষায় চেঁচামেচি শুরু করে দিল সারাহ্। ম্যাগনাসের দিকে ফিরল অ্যানসেল্ম।

পারপিগন্যানের লোকটা ওর সঙ্গে শোয়ার চেষ্টা করেছে, অনুবাদ করল ও। কিন্তু ও জেগে উঠে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে তাকে।

লোকটার দিকে তাকাল অ্যানসেল্ম। দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করতে করতে পোশাক পরতে শুরু করেছে সে। ফরাসি ভাষায় কি যেন বলল মঙ্ক। তখনও জোর গলায় খিস্তি করে চলেছে সারাহ্। 'হারামজাদা! নিজেকে সেরা মনে করেছ? তোমার মত নরম পনিরের টুকরোর চেয়ে আমি বরং তিনজন ফার্মহ্যান্ডকে বেছে নেব!' দাঁত বের করে হাসল ম্যাগনাস। অ্যানসেল্ম আর পারগিপন্যানের লোকদুটো– অন্যজন এসে যোগ দিয়েছিল ওদের সঙ্গে– ফ্রেঞ্চে দীর্ঘ কথোপকথন করল। তারপর আবার ম্যাগনাসের দিকে ফিরল মঙ্ক। 'এখানে থাকতে পারবে না ওরা। কিন্তু ওরা রুম ছেড়ে যেতে অস্বীকার করছে। ফ্রেঞ্চ লোকদুটো অহংকারী। ইনকীপারকে ডাকছি আমি।' প্রতিবাদ করল ডাচম্যানরা কিন্তু অ্যানসেল্ম অটল। দপদপ পা ফেলে হলওয়েতে চলে এল সে। সিঁড়ি বেয়ে গটগট করে তার নেমে যাবার শব্দ পেল ওরা।

ডাচম্যানদের একজন, আগে যে অ্যানসেল্মের সঙ্গে কথা বলেছিল, ম্যাগনাসের দিকে ফিরল। ঈদ্দিশ ভাষায় কথা বলল সে। 'ওর বেলায় সব সময়ই এরকম হচ্ছে। আমরা যেখানেই গেছি সেখানেই বিপদ দেখা দিয়েছে। সে যেন বুঝতে পারছে না আমাদেরও কিছু অধিকার আছে এবং কোনও বেইলিফই কখনও তার কথা বিশ্বাস করবে না।'

মাথা দোলাল ম্যাগনাস। জানে কিসের কথা বোঝাচ্ছে ডাচম্যান এবং পারগিপন্যান থেকে আগত লোকটা কেন গোঁয়ার্তুমি করছে। তাকে কেবল কর্তৃপক্ষকে খবর দিলেই চলবে, তাহলেই সারাহ্, তার এসকর্টরা এবং সম্ভবত ম্যাগনাসকেও জেলে পুরে দেয়া হবে। এবং জীবিত অবস্থায় সেখান থেকে বেরুতে পারাটাও হবে ভাগ্যের ব্যাপার।

গম্ভীর রুক্ষ মেজাজের ইনকীপারকে নিয়ে ফিরে এল অ্যানসেল্ম। অতিথিদের একজন টুলন থেকে সংবাদ পেয়ে চলে গেছে। খালি হওয়া রুমটা ছোটখাট, অনেকটা গ্যারাটের মত। সারাহ্ ওখানে শুতে পারবে।

'একা নয়,' বলল অ্যানসেল্ম। 'এমন একটা জায়গায় তরুণী নববধূকে একাকী শুতে দেয়া যায় না।' ম্যাগনাসের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওর সঙ্গে যাচ্ছ তুমি। তোমাদের একজন ও, ধরে নিচ্ছি আমি।' সহযাত্রীদের দিকে তাকাল সে। এতক্ষণ নীরব থাকা ডাচম্যানকে ধাক্কা দিল তার সঙ্গী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে শুরু করল।

আধঘণ্টা পর, ওদের তিনজনকে সরিয়ে আনা হল। রুমটা আসলেই একটা গ্যারাট, কিন্তু মেঝেয় টাটকা খড় ছড়ানো, ওপরে হর্স ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। ছাদে ছোট

BanglaBook.org

একটা জানালা খোলা রয়েছে। তারা আর চাঁদের আলো দেখতে পেল ম্যাগনাস। চেস্টটা নামিয়ে রেখে নিজের ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে ঢুকে পড়ল। মাথার নিচে হাত রেখে ওখানে রাতের আকাশের দিকে চোখ রেখে শুয়ে রইল। ক্ষণে ক্ষণে ল্যাভেন্ডারের সুবাস ধেয়ে আসছে। ঘুমোতে সমস্যা হল তার, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তলিয়ে গেল অতলে। যেন শূন্যে উঠে যাচ্ছে সে, হালকা থেকে হালকা হয়ে যাচ্ছে ওর শরীর... ।

যখন চোখ মেলে তাকাল, সারাহ্ দাঁড়িয়ে আছে একেবারে মাথার কাছে। একেবারে ইভের মত নগ্ন। মুখ খুলল ম্যাগনাস, কিন্তু কোনও কথা উচ্চারণ করার আগেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সারাহ্। কোলের ওপর মেয়েটার নিতম্বের চাপ অনুভব করল সে। ওর মুখের ওপর একটা হাত চাপা দিয়ে টেনে ব্ল্যাঙ্কেট খসানো শুরু করে দিল মেয়েটা। তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল ম্যাগনাস। তার স্তন খাঁমচে ধরল। গুঙিয়ে উঠল সে। ম্যাগনাসের গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে এল, কিন্তু হাতের তালুর চাপ দিয়ে ওকে চুপ করিয়ে দিল সে। যেন সময় বদলে যাচ্ছে। যেমনটা হওয়া উচিত তার চেয়েও দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। আচমকা মেয়েটার হাতের ছোঁয়া পেল সে, তার অঙ্গটিকে ধরে উঁচু করেছে, হাত বোলাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই উত্থান ঘটল ওর।

গ্যারাটে নিকষ কালো অন্ধকার। অচিরেই ম্যাগনাস ভুলে গেল কোথায় আছে ও এবং কেমন করে জড়াজড়ি অবস্থায় আছে ওরা। মাথার ওপর খোলা জানালা ঝিকমিকি তারা আর ধীরে উত্থিত হওয়া একটা লিঙ্গ না দেখা পর্যন্ত বুঝতে পারল না নিজের অবস্থান। সংক্ষিপ্ত একটা মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হল বুঝি ওটা ওরই, কিন্তু আবছা শাদা দণ্ডটা কাছে আসতেই টের পেল ওটা অন্য কারও। ওর ওপর চেপে বসেছে সারাহ্, জাপ্টে ধরে ঘোড়ার মত করে হাঁকাচ্ছে ওকে। মেয়েটার কুঞ্চিত চেহারা, খোলা মুখ আর বন্ধ চোখ দেখতে পেল ও। কাঁধের দুপাশে মেয়েটার হাঁটুর উপস্থিতি টের পেল। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ও। তারপর নড়েচড়ে আরও সামনে এগোল হাঁটুজোড়া। মহাবিশ্বের প্রভু, উদ্ধার কর আমাকে। ক্ষমা কর। চোখ তুলে তাকাল ম্যাগনাস। ছাদের জানালা দিয়ে আসা ফিকে আলোর বিপরীতে কেবল একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ও। সারাহ্র পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে ওর ভেতরে প্রবেশ করার প্রয়াস পেল, কিন্তু মেয়েটা পেছনটা নাড়ানোয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল ও। ক্ষণে ক্ষণে মেয়েটার উঁচু নিচু করতে থাকা চুলভর্তি মাথা, কালো অবয়বের কোলে, দেখার চেষ্টা করল। তিনটা দেহ একটির মত নড়ছে, একটা মেশিন, একটা টইমপিস যেটার দাঁতগুলো শক্ত করে একটা আরেকটার সঙ্গে আটকানো এবং সম্মিলিতভাবে একটা ছন্দ সৃষ্টি করেছে। তারপর অন্য লোকটা পিছিয়ে গেল। ম্যাগনাসের পাশে হর্স-ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর শুয়ে পড়ল সে, নড়েচড়ে নিজেকে সারাহ্র নিচে নিয়ে এল। 'না,' বলল মেয়েটা। তাকে টেনে নিচে নামাল লোকটা। সারাহ্র ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ম্যাগনাস। কেবল তখনই ম্যাগনাস বুঝতে পারল কী ঘটছে। অন্য লোকটা মেয়েটার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং সামনে থেকে মিলিত হয়েছে। সদোমের ব্যাভিচার করছে ম্যাগনাস।

BanglaBook.org

বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ম্যাগনাস, কিন্তু থামতে পারল না। পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল ওর। একটু নড়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না ও। নিজের পেটের ওপর মেয়েটার নিতম্ব আর নিজের পায়ে অপর লোকটার পায়ের স্পর্শ টের পাচ্ছে। হঠাৎ বিস্ফোরিত হল ও। অবশেষে যখন ও শিথিল হয়ে পিছলে বেরিয়ে এল, সারাহ্ লোকটার ওপর থেকে সরে এসে ঘুরল, জোড়ার পাশেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ম্যাগনাস এবং দেখল সারাহ্র গোল গোল চোখ।

কায়রোয় রাফায়েল জোসেফ হ্যালাভির বাড়িতে নিজের নববধূ পৌঁছার খবর পৌঁছুল শ্যাব্বেটাইয়ের কানে। মেয়েটাকে তার কাছে নিয়ে আসার হুকুম দিল সে। অনুসারীরা খুশি হল না। মেয়েটা নষ্টা বলে কথিত এবং যেকোনও আগন্তুককেই দেহ দিয়ে থাকে সে। অর্গিসেরও গুঞ্জন রয়েছে যার কাছে রোমানদের বাড়াবাড়িকেও তুচ্ছ মনে হয়। শ্যাব্বেটাইয়ের মাঝে জুডাইজেমের আলো দেখা এক হতাশ তরুণ র‍্যাবাই সাহস সঞ্চয় করে জানতে চাইল নিজেকে কেন যে একটা বেশ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চাইছে, যে কিনা নিজের দেহকে বাজারের মত করে ব্যবহার করতে দেয়। শ্যাব্বেটাই জবাব দিল যে পয়গম্বর হোসা যদি একটা বেশ্যাকে বিয়ে করতে পারে, সে কেন তবে একই কাজ করতে পারবে না?

সারাহ্ আর ডাচম্যানদের সঙ্গে রোম পর্যন্ত গিয়েছিল ম্যাগনাস। টুরিনের কাছে অ্যানসেল্মকে বিদায় জানায় ও। মঙ্ক ওকে ওর সঙ্গের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে সীমাহীন ঘুরে বেড়ানোর বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছে। সারাহ্ আর ডাচম্যানের সঙ্গে ম্যাগনাসের সেই অন্ধকার রাত কাটানো সম্পর্কে কিছুই জানত না সে, তো তার সৎ পরামর্শ গ্লানির সঙ্গেই গ্রহণ করেছে ম্যাগনাস।

শ্যাব্বেটাইয়ের হুকুম যখন পৌঁছুল তখনও রোমে ওদের অবস্থান বেশিদিনের হয় নি। যথেষ্ট সফর হয়েছে এবং নিজেদের দায়িত্ব পূরণ হয়েছে মনে করে মেয়েটাকে ম্যাগনাসের হাওলা করে দিয়েছিল ডাচম্যানরা। ঈজিপ্ট পর্যন্ত মেয়েটাকে সঙ্গ দেবে ও। এক ব্যাগ স্বর্ণমুদ্রা আর মেসিয়াহ্র জন্যে একটা চিঠি ওকে দিল ওরা। এই প্রথমবারের মত শ্যাব্বেটাইয়ের নাম শুনতে পেল ম্যাগনাস।

আমার কিচেন টেবিলের চারপাশে বসে আছি আমরা, ম্যাগনাস, গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড আঙ্কল চেইম আর আমি; তিনজনই তাকিয়ে আছি বনের দিকে। আঙ্কল চেইম মাথা নাড়ল, গত এক ঘণ্টা ধরেই বারবার এমন করছে সে; ম্যাগনাস নড়ছেই না বলা চলে।

'ভেবিছিলাম আলোকনের পথে আছি আমি,' বলল সে। 'সেরাতের পর আর কখনও স্পর্শ করি নি তাকে। ভেবেছিলাম এটাই মাংসের পাপের বিরুদ্ধে আমার বিজয়। আমাকে যদি মেসিয়াহ্র সামনে দাঁড়াতে হয়, তিনি বুঝতে পারবেন।'

'বিজয়,' বললাম আমি। গ্লাস পূর্ণ করে নিলাম। 'একরাতেই মানুষের জানা সবরকম যৌন সম্ভাবনার স্বাদ পেয়েছ তুমি। যদি ওটাকে গভীরতা ভেবে থাক,

BanglaBook.org

ঠিকই ভেবেছ: অবস্থা এর চেয়ে খারাপ হতেই পারে না। যা হোক, সমস্যাটা কী? নিজেকে তোমার হাতে তুলে দেয়া একটা মেয়েকে ভোগ করেছ তুমি। এখানে কোনও ক্ষতি নেই।'

হাত নেড়ে আমার কথা নাকচ করে দিল ম্যাগনাস। 'আজকাল,' বলল সে। 'আজকাল, কথাটা সত্যি হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে কোনও ভালোবাসা ছিল না, আর অতীতের ঘটনা এটা। তোমাদের কালে এ ধরনের ঘটনায় কোনও সমস্যাই হবে না তোমার, কিন্তু আমি...

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আঙ্কল চেইম।

এধরনের ঘটনায় কোনও সমস্যাই হবে না আমার, বলেছে ম্যাগনাস। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আমি নিনার... উপহার... গ্রহণ করেছি... হ্যাঁ, উপহার, যেন গরম একটা আলু আমার হাতে ঠেসে দেয়া হয়েছে। আমার গোটা জীবন, ষাটটি বছর, ওর কারণে ঝাঁকি খেয়েছে।

'ম্যাগনাস, আমারও সমস্যা হবে। একটা সমস্যা হয়েছে। যেভাবেই হোক, আমরা যেন প্রেম ভালোবাসার চেয়ে টাকা বা জিনিস নেয়াটাকে সহজ মনে করি। যদি তা ভালোবাসা হয় আর কি।'

নিনা যা বাড়িয়ে দিয়েছিল– ভালোবাসা ছিল তা। কিন্তু ও চলে গেল কেন?

'লিলিথ।'

'ওর দিকে তাকালাম আমি আর ম্যাগনাস।'

অনেক অনেক দিন আগে, মহাবিশ্বের প্রভু যখন প্রথম মানুষটিকে সৃষ্টি করেন, তার জন্যে একজন নারীও সৃষ্টি করেছিলেন তিনি, কারণ তিনি বলেছেন: 'মানুষের জন্যে একা থাকা ঠিক নয়।' নারীটিকে খোদ অ্যাডামের মতই মাটি দিয়ে সৃষ্টি করলেন, এবং নাম দিলেন লিলিথ, রাতের রমণী। কিন্তু মহিলা অ্যাডামের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করলেন না। যখন তিনি তার সঙ্গে শয়ন করতে চাইলেন মহিলা বললেন: 'আমি তোমার নিচে শোব না।' দুঃখ পেলেন অ্যাডাম: 'আমি তোমার স্বামী। উপরেই আমার স্থান।' খেপে গেলেন লিলিথ। 'আমরা সমান,' বললেন তিনি। 'আমাদের দুজনকেই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' কিন্তু অ্যাডাম শুনতে রাজি হলেন না। ফলে লিলিথ এতটাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যে অনির্বচনীয় নাম উচ্চারণ করে হাওয়ায় ভেসে গেলেন। অ্যাডাম তাঁর স্রষ্টাকে ডাকলেন। 'মহাবিশ্বের প্রভু' বললেন তিনি। 'আমার জন্যে আপনার সৃষ্ট নারী পালিয়ে গেছে।' তাকে ফিরিয়ে আনতে তিনজন দেবদূত পাঠালেন ঈশ্বর। অ্যাডামের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'যদি ফিরে আসতে রাজি হয় তো ভাল। যদি না হয়, তাকে অবশ্যই প্রতিবছর একশোজন সন্তানকে মরতে দিতে হবে।'

মাঝসাগরে লিলিথের নাগাল পেল দেবদূতেরা, যে সাগরের প্রবল স্রোতে মিশরীয়দের সমাহিত হওয়া নিয়তি নির্ধারিত ছিল। ঈশ্বর কী বলেছেন তাঁকে জানাল ওরা, কিন্তু ফিরে আসতে রাজি হলেন না তিনি। দেবদূতরা বলল, 'আমরা তোমাকে

BanglaBook.org

সাগরে ডুবিয়ে মারব।' 'ছেড়ে দাও আমায়!' চিৎকার করে উঠলেন লিলিথ। আর মহাবিশ্বের প্রভুর নির্দেশে তাকে ছেড়ে দিল দেবদূতেরা।

যেনো'র *যোহার* অনুযায়ী, যে গ্রন্থটি শ্যাব্বেটাই খুবই বেশি পছন্দ করত, লিলিথের কানে ছটি দুল ছিল এবং প্রাচ্যের সমস্ত রত্নরাজি ছিল তাঁর গলায়। পার্পল রোব ছিল তাঁর পরনে। তবে মুখটাই খোদ প্রলোভন বলে কথিত আছে, আর জিভ তরবারির মত ধারাল, কণ্ঠস্বর সবচেয়ে সেরা তেলের মত মসৃণ, ঠোঁটজোড়া গোলাপের মত লাল আর জগতের সমস্ত মিষ্টতায় ভরা।

কেবল অ্যাডামই পেতে চান নি তাঁকে। একদিন মহাবিশ্বের প্রভু তাঁর আপন স্ত্রীকে বিদায় দিয়ে লিলিথকে বসালেন তাঁর জায়গায়। র‍্যাবাই শিম'ন বার ইয়োহাইয়ের মতে, এটাই ঈশ্বরের, রাজার উপাসনা করার মূল কারণ। যেন তিনি আপন রাজপদের কথা স্মরণ রাখেন এবং আসল স্ত্রীকে স্বীকৃতি দেন এবং যেন তিনি তাঁর কাছে ফিরে আসেন।

লিলিথ, বলেছে আঙ্কল চেইম।

'নাঙ্কল,' বললাম আমি। 'লিলিথ একটা গল্প। সারাহ্ বাস্তব। হয়ত সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, কিংবা হয়ত সম্পূর্ণ সুস্থ; কিন্তু কিছুতেই সে দানোয় পরিণত হওয়া কোনও বিবলিক্যাল ফেমে ফেটালে হতে পারে না।'

বোতল থেকে অবশিষ্ট কয়েক ফোঁটা পানীয় ঢেলে নিলাম আমি। প্রায় মাঝরাত এখন, কিন্তু সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি আমি। আমার পেছনে পড়ে থাকা দিন রাতের ভেতর ঢুকে পড়েছে আর অবস্থা দেখে এখন মনে হচ্ছে, রাত আর আসবে না। আমি হয়ত গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড আঙ্কল চেইম আর কাজিন ম্যাগনাসের সঙ্গে এই টেবিলেই ভোরের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত বসে থাকব আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের ছেঁড়া সুতোগুলো জোড়া লাগানোর প্রয়াসে।

গ্লাস নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম আমি। স্টোভটা এখনও জ্বলছে, কিন্তু আরও কয়েক টুকরো কাঠ ছুড়ে দিলাম আমি। তারপর নতুন এক বোতল ওয়াইন আর এক বাক্স ক্র্যাকার্স আনব বলে সেলারে অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

যখন ওপরে উঠে এলাম, যার যার চেয়ারে বসে আছে ম্যাগনাস আর আঙ্কল চেইম, জমাট বাঁধা। আমি বোতলটা টেবিলে নামিয়ে রাখার আগে নড়ল না ওরা।

'অ্যাই।'

এক পাশ দিয়ে তাকাল ম্যাগনাস।

'ছুরিটা পাচ্ছি না আমি।'

'ছুরি?'

'পনির কাটার জন্যে সবসময় যে ছুরিটা ব্যবহার করি। ব্লকে থাকার কথা ওটার।'

'হয়ত ওই কাপড়ের নিচে আছে?'

'ম্যাগনাস, অনেক বড় ছুরি ওটা।' আমি মোটামুটি এক ফুট আন্দাজ দূরত্বে হাত ধরলাম। 'ওটা ব্লকেরই ছুরি। শেষ ওটা দেখেছি... মনে করতে পারছি না।' ঠাণ্ডা,

BanglaBook.org

ঠাণ্ডা লাগল আমার, চেষ্টা করলাম, ভাবলাম। কথাবার্তা ভুলে যাচ্ছি আমি, জিনিসপত্র খোয়াচ্ছি, এমনকি এইমাত্র ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলোও মনে করতে পারছি না। একটা প্লেট বের করলাম আমি, ব্লক থেকে আরেকটা ছুরি, তারপর বসলাম টেবিলে।

'খিদে,' বলল চেইম।

'তোমার, নাঙ্কল?'

মাথা নাড়ল সে।

'আমার। হ্যাঁ। সবসময় রাতে। শুতে যাবার আগে কয়েকটা ক্র্যাকার কিংবা একটা স্যান্ডউইচ। তুমি জান সেটা।'

মাথা দোলাল সে। প্রায়ই ওরা রাতের বেলা বিছানায় বসা অবস্থায় পেয়েছে আমাকে, আমার হাঁটু উঁচানো, কোলে একটা বই, আর বইয়ের নিচে পেট আর উরুর মাঝখানে আটকে রাখা একটা প্লেট। বোতলটা খুললাম আমি। আমার প্রত্যাশার চেয়েও ভাল আছে হঅট ব্রিয়ন। এই আবহাওয়ায় অন্য যেকোনও ফ্রেঞ্চ ওয়াইনের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল হত। সেজন্যেই আমি একটা পুরনো রিয়োজা একটা মার্কিস ডি ম্যাসেরা, গ্র্যান রিজার্ভা, ১৯৮৪ বেছে নিয়েছি।

'এখনই শুতে যাচ্ছ না তুমি,' বলল ম্যাগনাস। 'তুমি কি চাও যে আমি...

'প্লিজ। ঠাণ্ডা শূন্য খাটে ঘুমোনোর চিন্তাটা সহ্য করতে পাচ্ছি না। তাছাড়া তোমার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে ব্যাকুল হয়ে আছি।'

কৃশ হাসল সে।

কায়রোর বিয়ের অনুষ্ঠানটা ছিল তুলনারহিত। আফ্রিকা থেকে এল সোনা, ইরাক থেকে রূপা, চীন থেকে রেশমী কাপড় আর সিরিয়ার দামাস্ক। টাটকা ক্রীমে তরতাজা ফিগস্। ছাগলের চোখের মত বড় আকারের জলপাই আর পলিশ করা কাঠের মত চকচকে রুটির মিলস্টোন। পারসিয়া থেকে এল অলমন্ড, টার্কি থেকে ঘন লাল ওয়াইন। মেলায় আসা কোনও বালকের মত ঘুরে বেড়াল ম্যাগনাস। এত ঐশ্বর্য কখনও দেখে নি ও। খাঁটি রেশমের কাপড় পরা লোকজন। চোখে কোহ্ল লাগানো নারী। নিজেকে ওর রাজপ্রাসাদে আগত গেঁয়ো বাম্পকিনের মত মনে হল। রাফায়েল জোসেফের বাড়িতে আসার পর আর একবারও সারাহ্‌কে দেখে নি ও। তার বর ধন্যবাদ জানিয়েছে আর বাড়ির মালিক নিজে টেবিলে স্বাগত জানিয়েছে ওকে, কিন্তু স্বয়ং মেসিয়াহ্ বিদায় নিয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে আর তার দেখা পেল না ও। খাড়া নাক তার, ভারি চোখের পাতা। ওপরের ঠোঁট ঢেকে রেখেছে নেমে আসা গোঁফ। আকর্ষণীয় পুরুষ, সন্দেহ নেই, শ্যাব্বেটাই যেভি। তবু সবাই আত্মশ্লাঘাপূর্ণ তরুণটির প্রতি এমন মুগ্ধ কেন বুঝে উঠতে পারল না ম্যাগনাস। ওরা খেল, পান করল। বিয়ের সার্টিফিকেট সশব্দে পাঠ করা হল।

BanglaBook.org

শ্যাব্বেটাই তার পায়ের নিচে গ্লাস ভাঙল। তারপর, অতিথিদের উদ্দেশে ভাষণ দিল সে। সেই মুহূর্তেই ম্যাগনাস বুঝল লোকে কেন তাকে ত্রাতা হিসাবে দেখছে।

'মিষ্টি কণ্ঠস্বর,' বলল সে। 'তোষামুদে নয়, আবার সাপের কণ্ঠস্বরও নয়। না, মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর। তোমার কানে আসে এবং তোমাকে আলিঙ্গন করে দোলাতে থাকে। শ্যাব্বেটাই কথা বলল, বইয়ের ভাষায় কথা বলে সে। চোখ বন্ধ করে শুনলে তোমার মনে হবে যেন কেউ পড়ে শোনাচ্ছে তোমাকে।'

এবং ম্যাগনাসও নিজেকে শ্যাব্বেটাইয়ের বক্তব্যে আন্দোলিত হতে দিল। আসন্ন সময় সম্পর্কে তার ভবিষ্যদ্বাণী শুনল ও, শুনল অতীতের কথাও এবং ধীরে ধীরে, কিন্তু অপ্রতিরোধ্য গতিতে আকৃষ্ট হল।

বিয়ের আগে আগে জীবন যেন স্থবির হয়ে গেল, কিন্তু এক সপ্তাহ্‌র কম সময়ের মধ্যে সময় তার আপন গতি গ্রহণ করল এবং ঝড়ের বেগে বয়ে চলল। শ্যাব্বেটাই তার ডাক্তারের ছেলেকে সারাহ্‌র সঙ্গে ঘুমোতে বলল। তিনজন কুমারীকে আনাল সে, এদের সঙ্গে তিনদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর ফিরে এল আবার, স্পর্শহীন অবস্থায় যার যার ঘরে ফিরিয়ে দিল ওদের। দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করল সে, ইতিমধ্যেই যে অন্যকারও হবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সময়, ম্যাগনাস জানে, আসলে বদলে যায় নি, সূর্য আগের চেয়ে দ্রুত উদয়ও হচ্ছিল না বা ধীরে অস্তও যাচ্ছিল না। দিনগুলো আগের মতই দীর্ঘ আর রাতগুলো ছোটই রয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছিল যেন গোটা জগতটা বয়ে চলেছে, যেন জীবনটা একটা নদী, ছোট একটা ঝর্না হিসাবে যার সূচনা ঘটেছিল, আর এখন সেটা একটা পাহাড়চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘূর্ণি তুলে দুকূল ছাপিয়ে, গাছপালা উপড়ে দিয়ে ছুটে চলেছে।

কায়রো, স্মিরনা, কনস্ট্যান্টিনোপল এবং গাযায় নারী-পুরুষ আর শিশুরা তাদের দিব্য দর্শনের কথা প্রচার করে চলছিল। আমস্টারডাম, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ওয়ার-শ আর রোম গণক আর পয়গম্বরে ভরে উঠল। রাস্তায় রাস্তায় ঘেয়ো কুকুরের মত ছুটে বেড়াতে লাগল লোকে, শ্যাব্বেটাইয়ের পবিত্রতার জয়গান গাইতে গিয়ে ফেনা তুলে ফেলল মুখে। হাটবাজার ফাঁকা হয়ে গেল, জমিন পড়ে রইল পিঙ্গল হয়ে, বিশাল সব বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল যেন ওগুলো ধসে পড়া ছাপরার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কেউ কেউ তাদের মৃত স্বজনদের লাশ কবর থেকে তুলে পবিত্র ভূমিতে আনানোর ব্যবস্থা করল, যাতে করে ওদের আত্মাকে শেষ বিচারের দিন প্রত্যক্ষ করার জন্যে মাটির নিচ দিয়ে মাউন্ট অভ অলিভস-এ আসতে না হয়। কিছু কিছু খ্রিশ্চান ইহুদি ধর্মে দীক্ষা নিল, অন্যরা আত্মবিশ্বাসহীন ইহুদিদের মাঝে আকস্মিক আত্ম-সচেতনতার উন্মেষ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। স্কটল্যান্ডের উপকূলের কাছে সিল্কের পাল আর হিব্রু পতাকা অলা জাহাজ দেখা যেতে লাগল। দশটি হারানো গোত্র, বলল লোকে, কিংবদন্তীর স্যামব্যাটিয়ন নদী পার হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নাইন্থ অভ অ্যাভকে উৎসবের দিন হিসাবে ঘোষণা করে উপবাস প্রথা রহিত করল শ্যাব্বেটাই। মেয়েদের তোরাহ্‌ পাঠ করার অনুমতি দিল সে। বিরোধীদের মৃত্যু-ভয় দেখাল আর অনুসারীদের র‍্যাবাইনেটে পদ-পদবী দিয়ে শান্ত করল।

BanglaBook.org

১৬৬৬ সাল, নাজাতের বছর এগিয়ে আসছে। কনস্ট্যান্টিনোপলের উদ্দেশে যাত্রা করল শ্যাব্বেটাই। ম্যাগনাসও যাত্রা করল তার সঙ্গে, ওর চেস্টটা ঘড়ি আর হাতের কাছের যন্ত্রাংশে ভর্তি ছিল। মেসিয়াহ্‌র ঘড়ি-নির্মাতায় পরিণত হয়েছিল ও। সময়ের দিকে খেয়াল রাখত। যখন সময় বলে আর কিছুই থাকবে না, যখন ঘণ্টা, দিন, মাস আর বছর তাদের সব অর্থ হারিয়ে ফেলবে সেই সময় আসতে আর খুব দেরি নেই।

কিন্তু মাটিতে পা রাখার আগেই গ্রেপ্তার হয়ে গেল শ্যাব্বেটাই এবং তিনদিন পর প্রধান উযিরের সামনে হাজির করা হল তাকে। লোকটা সফররত মেসিয়াহ্‌কে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গোটা কয়েক ঘুসি মেরে কারাগারে নিক্ষেপ করল। কয়েক মাস পর অ্যাবিডসে স্থানান্তরিত করা হল তাকে। ওখানে অবশিষ্ট সফরসঙ্গীদের নিয়ে সারাহ্‌ মিলিত হল তার সঙ্গে। অচিরেই অনুসারী আর তীর্থযাত্রীতে গিজগিজ করতে শুরু করল কনস্ট্যান্টিনোপলের পথঘাট। গোটা নগরীতে ঘুরে বেড়াল ম্যাগনাস আর ইহুদিদের সদিচ্ছার ওপর বেঁচে রইল। যারা ওকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে খাওয়াল। ঘড়ির জনপ্রিয়তা ছিল না ওখানে, অন্য কোনও কাজও জানা ছিল না ওর।

এদিকে, পোল্যান্ডে এক লোক আবির্ভূত হল, একজন মেসিয়াহ্‌র আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করল সে, কিন্তু শ্যাব্বেটাইয়ের নাম উচ্চারণ করল না। বন্দী ত্রাতা তাকে সংবাদ পাঠাল। নেহেমিয়াহ্‌ কোহেন তার নাম। তিনদিন এবং তিনরাত বাহাসে লিপ্ত রইল ওরা। আবার যখন বেরিয়ে এল কোহেন তখন শ্যাব্বেটাইয়ের দাবীতে আস্থা জন্মায় নি তার। এটা স্মিরনার মেসিয়াহ্‌কে ক্ষিপ্ত করে তুলল এবং সহসা কোহেনের জীবন হয়ে পড়ল মূল্যহীন। অ্যাবিডস থেকে পালিয়ে গেল সে, ইসলাম গ্রহণ করে টার্কিশ কর্তৃপক্ষকে শ্যাব্বেটাইয়ের মিথ্যা মেসিয়াহ্‌গিরির কথা জানিয়ে দিল। বন্দীকে ডেকে পাঠালেন সুলতান এবং একটা প্রস্তাব দিলেন তাকে: হয় নিপীড়নের শিকার হয়ে তাকে মেসিয়াহ্‌ দাবী প্রমাণ করতে হবে আর নয়ত ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। নাথান লেভাই তার গুরুকে প্রথমটি বেছে নেয়ার জন্যে অনুনয় বিনয় করল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধায় ভোগে নি শ্যাব্বেটাই। ইসলামে দীক্ষা নেয় সে এবং ধর্মান্তরিত হবার চিহ্ন হিসাবে শাদা পাগড়ি আর সবুজ জোব্বা দেয়া হয় তাকে; এবং মেহমেদ এফেন্দি নামে রাজকীয় দ্বাররক্ষী হিসাবে নিয়োগ পায় সে। ধর্মান্তরিত হল সারাহ্‌ও। সুলতানের কাছ থেকে পাওয়া মোটা অঙ্কের ভাতায় জীবন কাটাতে লাগল দম্পতি।

এক বিরাট বিভ্রান্তির সময় দেখা দিল। অনেকের কাছেই যেন প্রলয় সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হতে লাগল। ওরা ওদের স্বর্বস্ব উপেক্ষা করেছে কিংবা বিক্রি করে দিয়েছে, বন্ধুদের ত্যাগ করেছে, আত্মীয় পরিজনদের সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু অনুসারীদের ক্ষুদ্র একটা দল তখনও শ্যাব্বেটাইয়ের ওপর আস্থাশীল ছিল। ভণ্ড মেসিয়াহ্‌ দেখা করল ওদের সঙ্গে– ওদের ধর্মান্তরিত করার জন্যে, সুলতানকে তাই বলেছিল সে– কিন্তু এক কাব্বালিস্ট আলোচনায় রত অবস্থায় ধরা পড়ে গেল সে। টার্কি সরকার আলবেনিয়ায় নির্বাসন দেয় তাকে, সেখানে ইয়োম

BanglaBook.org

কিপ্পুরের দিনে, কনস্ট্যান্টিনোপলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার নয় বছর পর নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যায় সে।

ত্রাণকর্তার ভিন্ন ধর্মে দীক্ষা নেয়ার বহুদিন পর এসব ব্যাপার জানতে পেরেছিল ম্যাগনাস। একদিন সকালে ঘটনাক্রমে সিনাগগে উপস্থিত ছিল সে। নর্দমায় ভাসমান কর্কের মত জমায়েতের ভেতর দিয়ে উঁচু নিচু হয়ে এগোনোর সময় শুনতে পেল শ্যাব্বেটাইয়ের নাম ধরে কে যেন খিস্তিখেউর করছে। লোকটি কথা বলছিল তার কথা জবাব দিতে ঘুরে দাঁড়াবে সে, এমন সময় ধর্মান্তরিত হবার কথাটা শুনল।

সহসা যেন সময়াভাব দেখা দিল। সমস্ত ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেল। চারপাশের কণ্ঠস্বরের গুঞ্জন, বিমাহকে ঘিরে ছোটাছুটি করতে থাকা বাচ্চাদের চেঁচামেচি, ল্যাটিসের পেছনে গুঞ্জনরত মহিলাদের ফিসফিসানি, সমস্ত কিছু হারিয়ে গেল পশ্চাদভূমিতে; তার জায়গা দখল করল এক বিরাট নৈঃশব্দ। শূন্যতার নৈঃশব্দ ছিল তা। অনুভব করতে পারছিল ও। দেখতে পাচ্ছিল। যত বড় সম্ভব চোখ মেলে নৈঃশব্দের অভ্যন্তরে দৃষ্টি চালাল ও। তারপর উল্টে পড়ে গেল।

'তারপর?'

'তারপর জ্ঞান ফিরে পেলাম আমি,' বলল ম্যাগনাস। 'পরিচিত কয়েকজন মিলে ওদের সঙ্গে নিয়ে গেল আমাকে। আমার কাহিনী শুনল ওরা, খাবার আর ড্রিঙ্ক দিল। আমি আবার সবল হয়ে ওঠার পর সমুদ্র পেরুনোর খরচ দিল আমাকে। বাকি পথ পায়ে হেঁটেছি আমি।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা ধরালাম আমি। নিনা চলে যাওয়ায় এখন আর হিসাব করে খেতে হচ্ছে না আমাকে। মানে এরই মধ্যে বেশিরভাগই ধোঁয়া করে ফেলেছি আমি। আরও দীর্ঘ সময় যদি থাকতে হয়, হারম্যান রেখে গেছে এমন পুরনো হাতে বানানো সিগারেটের খোঁজে নামতে হবে আমাকে।

'তাহলে কেবল তার কণ্ঠস্বরই তোমাকে তার অনুসরণে প্ররোচিত করেছিল, ম্যাগনাস?'

মাথা দোলাল সে।

ব্যাপারটা কল্পনা করা আমার পক্ষে কঠিন। নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল তার কথাবার্তায়।

'কিন্তু সারাহ্‌র সঙ্গে প্রথমে রোম তারপর সেখান থেকে ক্যায়রো গিয়েছিলে কেন?'

শ্রাগ করল সে। 'কোথায় গেছি না গেছি কি আসে যায় তাতে?'

কর্কটা জোর করে আবার ওয়াইনের বোতলে ঠেসে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'শুতে যাচ্ছ?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'কফি বানাতে যাচ্ছি। জেগে থাকার জন্যে একটা কিছু দরকার।'

BanglaBook.org

'নাঙ্কল,' বলল ম্যাগনাস। আমি কফি পটটা ধুয়ে ওটা তুষারে ভরার জন্যে পেছন দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। 'চেইম?'

ফিল্টার থেকে কফির গুঁড়ো ঝেড়ে বের করতে করতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি। টেবিলের ওপর দিয়ে প্রায় শুয়ে পড়েছে ম্যাগনাস, আঙ্কল চেইমের দিকে বাড়ানো তার হাত।

'কী ব্যাপার?'

'জবাব দিচ্ছে না ও।'

'হয়ত তোমার সফরের কথা ভাবছে, ম্যগনাস।'

চার স্কুপ কফি। কড়া দুই কাপ।

'নাথান?'

'হুম?'

'ও। আঙ্কল চেইম...

চরকির মত ঘুরলাম আমি। আঙ্কল চেইমের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ম্যাগনাস, তার ডান হাত বুড়ো মানুষটার শীর্ণ বাম কাঁধের ওপর রাখা। 'কি?'

'ও মারা গেছে।'

'ও তো কয়েকশো বছর ধরে মৃত। সমস্যা কোথায়?'

'না, ও চলে গেছে। দেখ।'

আবছা হয়ে গেছে আঙ্কল চেইম। এখানে এবং এখানে নয়-এর মাঝামাঝি কোথাও আছে ও। একটা পেন্সিলের ড্রয়িং মুছে ফেলা হচ্ছে।

'নাঙ্কল।' নিজের কণ্ঠে শঙ্কা টের পেলাম আমি।

মুখ তুলে তাকাল বুড়ো, ঝাপসা কাঠামো থেকে একটা হাসি বেরিয়ে এল, এমন হাসি বহু বছর দেখি নি তার মুখে।

'আমাদের সঙ্গে থাক, আঙ্কল চেইম। এখনই নয়।'

মাথা নাড়ল সে। 'দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি। সময় শেষ।' বহু দূর থেকে ভেসে এল ওর গলার আওয়াজ। 'অনেক কিছু ঘটে গেছে। অনেককিছু... ম্যাগনাসের দিকে ফিরল ও। 'বহু সময় গড়িয়ে গেছে। শান্তি। ঘুম।'

'নাঙ্কল...

সোজা হয়ে বসে নিদ্রালু চোখে আমাদের দিকে তাকাল সে। প্রায় কাচের মতই স্বচ্ছ হয়ে গেছে। 'শেষবার, মনে হচ্ছে। এবার। আর নয়। সব বলেছি। কিছু যায় আসে না... ' ওর ভুরুর হালকা রেখা যেন বিস্ময়ে নেচে উঠল। মোটেই না। সিগারেটের ধোঁয়ার মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ও। ম্যাগনাসের হাতখানা আরও কয়েক মুহূর্ত তার অস্তিত্বহীন আঙ্কলের কাঁধে পড়ে রইল। তারপর হাতটা নামিয়ে বিষণ্ন চোখে আমার দিকে তাকাল সে। মাথা নাড়লাম আমি, কিন্তু কী বলা উচিত বুঝতে পারলাম না।

দীর্ঘ সময় ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, যেখানে একসময় গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড আঙ্কল চেইম ছিল আর এখন হাওয়া এবং অনুপস্থিতি ছাড়া

BanglaBook.org

আর কিছুই নেই। ইশারায় ম্যাগনাসকে বসতে বললাম আমি। কফি স্টোভে চাপিয়ে উতরানোর অপেক্ষায় রইলাম, তারপর মাগটা ভরে নিলাম। চকচকে কালো তরলের ওপর খানিকটা সিনামন ছিটিয়ে দিলাম। নিনার চুলের কথা মনে করিয়ে দিল ওটা।

'এবার কি?' বলল ম্যাগনাস।

কোনও ধারণাই ছিল না আমার। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি এখানে আছি আবার নেইও। সময়গুলো সব জট পাকিয়ে গেছে, যাদের এখানে থাকার কথা নয়, তারা আছে; যাদের এখানে থাকা উচিত ছিল, তারা নেই।

'রিপ ভ্যান উইঙ্কলের গল্পটা জান তুমি, ম্যাগনাস?'

একটু চিন্তা করে মাথা নাড়ল সে।

আমি ওকে বললাম, ডাচম্যানকে নিয়ে সেই আমেরিকান রূপকথাটি, লোকটা ঘুমিয়ে পড়ার বিশ বছর পর অচেনা এক জগতে জেগে উঠেছিল যেখানে কেউ চেনে না ওকে, চেনে না জগৎ। 'ঠিক,' বললাম আমি, 'ওরকমই লাগছে আমার।'

'আমারও অমন হবে বলে মনে কর তুমি... মানে... আঙ্কল চেইমের মত?'

'হয়ত। এটা স্রেফ মানবীয়।'

বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল সে। তারপর পরিষ্কার হয়ে গেল তার চেহারা। হাসল সে। 'সারারাত জেগে থাকবে নাকি তুমি?'

'আমি এখনও ক্লান্ত হই নি।'

'নিনা কোথায় আসলেই জান না তুমি?'

'বাড়ি ফিরে গেছে, মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ম্যাগনাস, কেন?'

নীরব রইল সে। 'কেন?' খানিক বাদে জিজ্ঞেস করল।

গরম কফিতে চুমুক দিলাম আমি। সিনামনের গন্ধ মাথা ঘুরিয়ে দিল আমার। 'আমি জানি না। যদি জানতাম, ওর গোপন কথার চাবি পেয়ে যেতাম আমি।'

'আমিও জানতাম না কেন সারাহ্... কিন্তু সেটা আলাদা কথা।'

'নাও হতে পারে। আঙ্কল চেইমের জবাবটাই সবচেয়ে সরল। লিলিথ। কিন্তু আমি ওতে বিশ্বাস করি না। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয় আমরা, তুমি, আঙ্কল হারম্যান, ম্যান্নি, যেনো আর আমি, হল্যান্ডার পুরুষরা, মেয়েদের ব্যাপারে প্রথম কথাটাই জানি না।'

মাথা নাড়ল ম্যাগনাস।

'না, আমি আসলে এটাও বিশ্বাস করি না। তাছাড়াঃ নিনা মাত্র বলেছে মেয়েদের পটাতে ওস্তাদ ছিল আঙ্কল হারম্যান। এমনকি হতে পারে যে তুমি আর আমি দুজনই এমনই একটা মুহূর্তের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যখন এমন চেনা মানুষ কতখানি অচেনা হয়ে উঠতে পারে সেটা সবচেয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল?'

মৃদু দুলল ম্যাগনাসের মাথাটা।

আমার মাগ খালি করে উঠে দাঁড়ালাম আমি, ড্রেইনিং বোর্ডের ওপর রাখলাম ওটা। 'ওপরে যাচ্ছি আমি।'

BanglaBook.org

'ওপরে? আমি তো ভেবেছি হান্টিং রুমে ঘুমিয়েছ তোমরা।'

'তা ঘুমিয়েছি। চিলেকোঠায় যাচ্ছি আমি।'

পান শেষে কোনও বোতলের মত অভিব্যক্তি হল ম্যাগনাসের। 'কেন?' একটু বাদে জিজ্ঞেস করল সে। 'কী খুঁজছ তুমি?'

'কোনও ধারণা নেই।' একটা নতুন মোমবাতি বের করে জ্বালালাম, আরও দুটো ঢোকালাম পকেটে। 'মনে হয় এটাই উপযুক্ত সময়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাগনাস।

'শোন,' বললাম আমি। 'তিনদিন, প্রায় চারদিন আগে, নিচের তলায় শুরু করেছিলাম আমরা। কুড়োল চালিয়ে ওপরে উঠেছি। এখন, আজ বিকেলে আমরা যে রুমে ছিলাম সেটার দেয়ালের একটা ফোকর গলে চিলেকোঠার সিঁড়িতে যেতে পারব আমরা।'

'দেয়ালের গায়ে ফোকর?'

'কাঠের দেয়াল ওগুলো। ফাঁদ পেতে যাতে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, সেজন্যে একটা ফোকর বানাতে হয়েছে ওকে। কিন্তু বেয়ে নিচে নেমে আসতে পারে নি। তার মানে...

'ওপরে আছে সে।'

মাথা দোলালাম আমি।

'ছাদ দিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

'পালিয়ে যাবে?'

'চলে গেছে।'

'ম্যাগনাস, এ বাড়িতে সবকিছুই সম্ভব, কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চিত: আসলে কী ঘটেছে যদি আদৌ জানতে চাই আমি, আমাকে ওপরে যেতেই হবে।'

'যেনো কি ওখানে ছিল?'

'প্রথম দিন। কেবল প্রথম দিন।'

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল ম্যাগনাস। তারপর বলল, 'আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# পঞ্চম পর্ব

# আগন্তুক

ঝিঁঝিপোকা, কিংবা ঘাসফড়িং, অথবা গুবড়ে পোকারা, ঈশ্বর জানেন কী নাম ওগুলোর, ঘনিয়ে আসা গোধূলিতে বেপরোয়াভাবে ডেকে চলেছে, কিন্তু সূর্যটা ডুবেই চলেছে, ঢলে পড়ছে ভূমধ্যসাগরীয় অন্তহীনতার সঙ্গে, অন্ধকার নেমে এসেছে এখন, আকাশটা নীল, কিন্তু একটুও হাওয়া নেই। আমার সূচনার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমি। মরুভূমিতে, ভিন্ন এক মরুভুমিতে প্রথম আলো দেখলাম, দিনের আলো নয়, আসল আলো; এক মরুভূমিতে ঘনিয়ে আসবে অন্ধকার। আমার জীবনের আলো, আমার জীবনের অন্ধকার। মরুভূমির বালুময় জমিনে।

লম্বা হয়ে থাকা একটা শরীর। পাহাড়ের চূড়ায় প্রমিথিউস। ক্লান্ত এক বৃদ্ধের পুরনো দেহ শুইয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও মারা যায় নি, এমন একটা বিছানায় যেটার চাদরগুলো... রাতের... বালির মত গর্তে ভরা... রাত নেমে এসেছে।

আজ বিকেলে রুমের বালি ঝাড়ু দিয়ে বের করেছি আমি। নিজের আড়ষ্টতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারে নি এমন কারও মত করে ধীর আনাড়ী ভঙ্গিতে ঝাড়ু চালানোর সময় সহসা ভেবেছি, আমিও ঠিক আমার বাড়ি আর বাগিচার মত। একটু একটু করে গ্রাস করে নিয়েছে মরুভূমি। কেবল ঝাড়ু দিয়ে গেছি আমি, বইয়ের ধুলো ঝেড়েছি, ফোকরে জমা পাউডারের মত বালি মুছেছি, কিন্তু বয়স বাড়ছে আমার, শিথিল হয়ে যাচ্ছি, আর বালি আগের মতই ধীর, নির্বিকার গতিতে উড়ে বেড়িয়েছে। প্রত্যেকদিন মেঝে পরিষ্কার হতে আগের চেয়ে বেশি সময় নিচ্ছে আর আমিও রুমের কোণে ঝাড়ুটা ফেলে রাখতে বেশি বেশি প্রলুব্ধ বোধ করছি, বালি আসতেই থাকবে, চিন্তাটা মাথায় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছি আমি। বালি, আমাকে গ্রহণ কর, তোমার কাছেই ফিরে যাব আমি।

নোঙর-ছেঁড়ার মত, নিজেকে অমনভাবেই দেখলাম আমি, তখন ওখানে, এমন কেউ যে উপস্থিত আছে কিন্তু কখনও অংশ নেয় নি। নোঙর-ছেঁড়া তখন এবং এখন। এখানেই আমার বসবাস, অন্য যেকোনও জায়গার চেয়ে আমার জন্যে বেশি মানানসই জমিন। তা যদি কেবল আশ্রয়ও হয়। এবং আমি বাসিন্দা। অনেক দেরি করে এসেছি আমি; এবং রয়ে গেছি, যদিও বেঁচে থাকার বয়স পেরিয়ে গিয়েছি।

BanglaBook.org

তাপ। তাপ।

আর যেসব জিনিস জন্মায় ওখানে। আমি কি কখনও সে ধরনের মানুষ হতে পারব যে কমলা খেতে চাইলে সোজা বাগানে গিয়ে একটা পেড়ে নিলেই হবে, এমন ধারণার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে? আমি কি তেমন মানুষ যে রাতে ঘুমুতে পারে, যদি শব্দ শুনতে পাই যেটা শুধু ফিল্ম থেকেই আসে জানা থাকে?

কথাটা সত্যি নয়। আমি ওদের চিনতাম। কিন্তু বহুদিন আগে। এক মরুভূমিতে। গুবরে পোকা, বা ঘাসফড়িং, কিংবা ঝিঁঝিপোকার গুঞ্জন, কিংবা যে নামেই ডাকা হোক ওদের, রাতের শীতল পরিবেশে রোদে শুকানো কাঠের কুঁচকে আসার কটকট শব্দ। কিন্তু বহুদিন আগে, অনেকদিন আগে। আহ্।

অন্য কোনও সময়ের চেয়ে সূচনার ঢের কাছে। আমার বয়স যখন ত্রিশ বছর, আমার জীবনের সত্য ঘটনাগুলো জানতাম আমি: এখানে জন্ম নিয়েছি, বড় হয়েছি এখানে, ছোট বেলার অসুস্থতা, ছুটির দিনের বেড়ানো, স্কুল, বন্ধুবান্ধব, বাবা-মা... কিন্তু আমার অস্পষ্টতম ইমেজ... যা একটা বিরাট বিবরে থাকে... জীবনের ভেতর... ধারা... আর এখন, বাহু আর হাড়ের একটা বস্তা (প্রচুর হাড়, রক্ত তেমন বেশি নয়) আর ব্যাপারটা যেন এমন আমি একই সঙ্গে দুজায়গায় অবস্থান করছি, এখানে এবং ওখানে, তখন ও এখন। সময়ের মাঝে এক নোঙর-ছেঁড়া। বাড়ি, জাহাজ, মরুভূমি (অন্যটি), মা, বাবা, আমার বোন আর যেনোর কথা মনে আছে আমার, বিশেষ করে যেনো; আর এককালে আমি যার গন্ধ নিতে পারতাম, স্বাদ নিতাম, অনুভব করতাম, এখনও তেমনি গন্ধ নিতে পারি, স্বাদ নিতে পারি, অনুভব করতে পারি।

আহ্।

'শালোম, মিস্টার হল্যান্ডার। এখানে অন্ধকারে শুয়ে আছ কেন?'

'রেইসেল, শানামাইট...

'চুক-চুক। মনে হচ্ছে যেন রাজা ডেভিড তুমি, তোমাকে উষ্ণ করে তোলার জন্যে অল্প বয়সী কোনও পরিচারিকার অপেক্ষা করছ?'

'হ্যাঁ। তাপ। যথেষ্ট হয়েছে, তোমাকে ধন্যবাদ। আমার প্রয়োজন শীতলতা। আমাকে, এই দেশকে, গোটা এই দুনিয়াকে ধুয়ে দেয়ার জন্যে টাটকা বৃষ্টির ধারা। এমন একটা বৃষ্টি যা হতচ্ছাড়া সমস্ত বালিকে কাদা বানিয়ে ফেলবে যাতে তা পাঁচ মিনিটের চেয়ে বেশি সময় এক জায়গায় থাকে। প্রভু! আমাদের ছাদে আটকে দাও একে, আমাদের রাস্তা ডোবাতে দাও, যেন উড়ে এসে আমার বাড়িতে ঢুকে পড়া বন্ধ হয়, আমার বইগুলোকে হাঙ্গেরিয়ান প্যাস্ট্রি না বানাতে পারে। আর কিছু চাই না আমি।'

বাগানে যাবার স্লাইডিং ডোরের পাশের ছোট ল্যাম্পটা জ্বালল ও, বেসিন আর ডিস্টিল্ড ওয়টরের বোতলের খোঁজে হেঁটে বেড়াল রুমে। সামনে ঝুঁকে পড়ল ও, ল্যাম্পের আলো আগুন ধরিয়ে দিল ওর চুলে। জ্বলজ্বল করছে... জ্বলন্ত ঝোপের মত। ধাতুর গায়ে গ্লাসের টোকা খাওয়ার শব্দ পেলাম। যা খুঁজছিল পেয়েছে ও।

BanglaBook.org

এবার এগিয়ে এসে আমার খাটের কিনারে বসল ও, শানামাইট। ওপর ঝুঁকে পড়ে আমার মাথার ওপরের সুইচে চাপ দিল।

'দাঁড়াও, রেইসেল। আর একটুক্ষণ।' চোখ সরু করে উঠলাম আমি, দেয়ালে ঠেস দিলাম আমার বালিশটা, তারপর খুব ধীরে চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকতে দিলাম। 'গোলাপের মত ফুটেছ তুমি।'

'মিস্টার হল্যান্ডার, মাঝেমাঝে মনে হয় নিজেকে সত্যিই রাজা ডেভিড মনে কর তুমি।'

তারুণ্য স্বাস্থ্য আর শক্তির অন্তস্থ আভা রয়েছে ওর। নরম মনে হচ্ছে ওর চামড়া, প্রাণবন্ত হয়ে আছে চোখজোড়া। টাটকা দুধ দিয়ে বানানো হয়েছে ওকে।

'আমার নাম জান তুমি? "মিস্টার হল্যান্ডার" ছাড়া, যে নামে ডেকে চলেছ তুমি?'

সিরিঞ্জ ধুলো ও, অ্যাপ্রন থেকে অ্যালকোহল বের করে আনল আর বিছানার পাশের টেবিল এক টুকরো তুলো।

'জান?'

না, জানে না ও। কেমন করে জানবে? আমি একজন মাত্র। আমাকে যারা চিনত সবাই চলে গেছে। উঁচু করা সুইয়ের মাথার ওপর দিয়ে আলোর একটা রেখা ছুটে গেল, সিরিঞ্জ থেকে বাতাসের বুদবুদ অদৃশ্য হল।

'দাঁড়াও, রেইসেল। আরেকটু।'

অবশেষে আমার দিকে মুখ ফেরাল ও, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আলোর ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে নজর বোলাল ওর চোখ, আলোয় ঝিঁকিয়ে উঠল, স্থির হল আমার মুখের ওপর। পঁচিশ বা তিরিশ হতে পারে মেয়েটির বয়স, গভীর শেকড়অলা কোমল গাছটার বয়স। জমিনে আমাদের ঢের গভীরের জলের স্পর্শ পায় ও, পান করে। ওর ভেতর দিয়ে ওপরে উঠে আসে তা, চেহারার ফুলের কাছে। (রাজা ডেভিড? না, ব্যর্থ সামিস্ট। ওর মুখের ফুলে?)

'এক গ্লাস ঠাণ্ডা বিয়রের জন্যে খুন করতে পারি আমি। বড়, ঠাণ্ডা এক গ্লাস বিয়র।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ও।

'জানি, জানি।'

আরেকটু।

'নাথান,' বলল ও।

'হ্যাঁ।'

'ওটাই তোমার নাম। নাথান হল্যান্ডার।'

'জানি সেটা। কিন্তু আরেকটা নাম আছে আমার, গোপন নাম।'

'নাম ছাড়াও আরও বহু গোপন বিষয় আছে তোমার।'

'ও, হ্যাঁ। অসংখ্য গোপন বিষয়। এখন গোপন ঠাঁট ছাড়া আর কোনও মূল্য নেই।'

BanglaBook.org

কিছু বলল না ও। এখানে যারা জন্ম নিয়েছে প্রচুর বালিরাশির মাঝে, এই সন্দেহময় আশ্রয়ে, কঠিন আর ইস্পাতের মত ওরা। তরুণদের হাঁটতে দেখেছি আমি। কাঁধগুলো যেন... কাঁধ। বন্দুক। এখানে ওরা যেসব জিনিস বানায় কি নামে ডাকে ওগুলোকে? সদম্ভে ঘুরে বেড়ায় পা ফাঁক করে... জানি না আমি কী পছন্দ করতাম, ইস্ট ইউরোপিয়ান গেটোর শৃলিমেল নাকি এইসব তরুণ শিকারী। জানি, জানি। আর কোনও উপায় নেই।

আমি সৃষ্টির কাহিনীতে বিশ্বাসী একজন ইভোল্যুশনিস্ট। সেজন্যেই এদেশের বর্তমান হাল নিয়ে এত উদ্বিগ্ন আমি। আত্মরক্ষার জন্যে যে থাবার বিকাশ ঘটিয়েছে সে থাবাঅলা জানোয়ার হিসাবেই বেঁচে থাকবে। এটাই ইভোল্যুশন। সৃষ্টির কাহিনী হচ্ছে শরীরের বিরুদ্ধে সংস্কৃতির বিজয়। জেনেসিস হচ্ছেঃ থাবা নামিয়ে মনকে বিশ্বাস করা। এখানেই উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়েছ তুমি।

এবার তাহলে।

মাথা পেছনে নাও। আমার বাহুর ওপর ওর ঠাণ্ডা আঙুল... আহ্... সূচটা। কোমল ছোঁয়া আর... আলোর বৃত্তে নড়ল ওর হাতদুটো, এগিয়ে গেল বালিশের দিকে, আমার মাথার দুপাশে, ক্রমশ দীর্ঘতর এবং ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওগুলো। দীর্ঘ বাহুতে বাম হাত, ডান বাহুতে সবুজ হাত, প্রায় কাছাকাছি। দেয়ালের গায়ের চারটা তীর্যক চৌকো খোপ মিলিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল। ছাদের গায়ে ছুটে গেল একটা লিযার্ড, কাঠের দেয়াল ককিয়ে উঠল। সবুজ ডান হাত আর বাম হাত যখন এক হল, দেখা গেল ঘড়ির মুখে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে মিকিমাউস, উঠে দাঁড়ালাম আমি। ট্রাউজারস, শার্ট, মোজা। জুতো। সানগ্লাস। সুইস আর্মি নাইফ, ক্যাপ।

'আমরা কি চলে যাচ্ছি?'

তুমি।

'স্মৃতির গলিপথে সফর? এবার কোথায়, কেইন?'

'কে...

অন্ধকার যেন পানির ওপর তেলের মত। বইছে যেন... যেন সময় প্রবাহিত হচ্ছে।

'আলোর দিকে? সিঁড়ি বেয়ে ওপরে? সিঁড়ি বেয়ে নিচে?'

সিঁড়ি? আহ, হ্যাঁ।

'মিস্টার হল্যান্ডার?'

শানামাইট।

'বাতিটা কি নিভিয়ে দেব?'

'হুম।'

রুমটাকে দুভাগ করে দিল ওর হাত। অন্ধকার থেকে আলোকে বিচ্ছিন্ন করল ও।

এখন কিছু নেই। কখনও ছিল না।

BanglaBook.org

'কাজ করছে ওটা?'

'একই সময়ে সব জায়গায় আছি আমি।'

'আরেকটু থাকছি আমি। তুমি না ঘুমানো পর্যন্ত। শেলফ থেকে বই নিতে পারি?'

অন্ধকার এত কালো। না। যেখানে বসে ও পড়ছে, একটা শ্যাফটের মত। পিছলে বেরিয়ে আসছে। চেয়ার।

'বেরিয়ে আসতে পারছ না?'

'কোনদিক দিয়ে?'

'যদি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে থাক। চেয়ারের পায়ের ভেতর দিয়ে গুড়ি মেরে বেরিয়ে আসতে পারবে না?'

'ম্যাগনাস। কাজিন। আমার বয়স ষাট। বেদিশা ঈলের মত পায়ার জটলার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরোতে দেখতে পাচ্ছ আমাকে?'

পা ছাড়া আর কিছু না। কাঠে পরিণত হওয়া এক বিশাল দানব, সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠায় জবুথুবু হয়ে আছে শীতনিদ্রার জন্যে। চেয়ারের আসন দিয়ে বানানো মেরুদণ্ড, বাঁকা কাঠের কশেরুকা, থাবার মত মেহগনির পায়া। একটা ওল্টানো ধাঁধা। সবকিছু ওল্টানো। ওপর দিকে, কিন্তু গভীরের উদ্দেশে যাত্রা।

ঠাণ্ডার স্পষ্টতা।

সিঁড়ি ঘরের অন্ধকারের দিকে জ্বলন্ত ল্যান্টার্নটা ঠেলে দিলাম আমি। ইঁদুরের মত ছুটে পালাল ছায়ারা। নিচের তলায়, চিলেকোঠার দরজার সামনের চারটে চেয়ারের পায়া জট পাকিয়ে আছে। সিঁড়ির মাথা পরিষ্কার। সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি, আলো উঁচু করলাম, উঠতে শুরু করলাম তারপর।

'কী আছে ওখানে?' অন্ধকারে আচমকা হাজির হওয়া ম্যাগনাস জানতে চাইল।

'আমি... নিজে গিয়ে দেখে এস না কেন? তোমার তো আর ব্যারিকেড আর দরজায় সমস্যা হবার কথা নয়।'

মাথা নাড়ল সে। 'পারব না। আমরা একই সময়ে থাকতে পারব না।'

'সেটা কি কোনও সমস্যা? আঙ্কল চেইমকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখেছি আমি, ইতিহাসের মাঝে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর তুমি এখন আমাকে বলছ সময় ওল্টাপাল্টা করে দেবে বলে আগে যেতে পারবে না?'

মাথা দোলাল সে। 'অ্যানাক্রোনিজম খুব খারাপ নয়। কিন্তু আগামী ঘটনাপ্রবাহকে কিছুতেই ডিস্টার্ব করা যাবে না।'

'ম্যাগনাস,' বললাম আমি। 'এই পরিবারটি বরাবর একাজটাই করে এসেছে।'

ঠাণ্ডা গ্যাসলাইট অন্ধকারকে পর্দার মত ভেদ করে গেল। 'জন্ম নেয়ার মত লাগছে।'

বিস্ময়ে ফাঁকা অভিব্যক্তি নিয়ে আমার দিকে তাকাল ম্যাগনাস।

চিলেকোঠার অভ্যন্তর। র‍্যাফটার আর বীম। মেঝের সমান উচ্চতায় আমার মাথা। ল্যাম্পটা একপাশে ধরে রাখলাম আমি। হিম ঠাণ্ডা, সরাসরি প্রাগৈতিহাসিক

BanglaBook.org

যুগ থেকে ধেঁয়ে আসা শীতলতা। বিশাল রুমটার মাঝখানে, গোটা বাড়িটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সমান জায়গাটা, পড়ে আছে টাওয়ারের ধ্বংসবশেষ। সম্ভবত তুষারের চাপে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে ওটা, ভেঙে পড়েছে ছাদের ভেতর দিয়ে। তুষারের একটা স্তূপ ছাড়া টুকরো কাঠ, ভাঙা কাঁচের টুকরো, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মেঝেয় পা রাখলাম আমি। কম্পিত অল্প কয়েক পদক্ষেপে ধ্বংসস্তূপের উদ্দেশে।

'মহাবিশ্বের প্রভু,' বলল ম্যাগনাস।

আমার গলা আড়ষ্ট হয়ে এল। স্তূপটার ওপর কিছু একটা চকচক করছে। একটা হ্যান্ড ড্রিল আর একটা ছোট পুলি। বুঝতে পারলাম না আমি। এখানে কেন? কারও ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি। পিয়ানোর জন্যে। বালির বস্তাটা ঝোলানোর জন্যে। কিন্তু কেন...

'কেন?' হাত ছড়িয়ে দিল ম্যাগনাস। কোটরাগত চোখে দূরবর্তী একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ল্যাম্প উঁচু করলাম আমি। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে ওখানে নিনা। দুধের মত শাদা। আমার খুঁজে না পাওয়া ছুরিটা উৎসর্গের তরবারির মত পড়ে আছে ওর কোলে।

'নিনা...

'মিস্টার হল্যান্ডার? ম... নাথান?'

সহস্রগুন বর্ধিত আলোর মত আলো।

'মিস্টার হল্যান্ডার। সব ঠিক আছে তো?'

'রেইসেল।'

'*রিবোনো শেল ওলাম...*

মনে হচ্ছে যেন আমার হাত আর পা আমার নয়, যেন ভিন্ন দিকে ভেসে যাচ্ছে ওগুলো। ভেসে তীরে উঠে আসা কাঠের টুকরোর মত।

আমার ওপর ঝুঁকে আছে রেইসেল। ল্যাম্পের আলো ঝিলিক মারছে ওর চেহারায়।

'*রিবোনো শেল ওলাম* বলেছ নাকি তুমি?'

মাথা নাড়ল ও।

'আমি শুনেছি।'

'আমি ভয় পেয়েছি।'

'মহাবিশ্বের প্রভু। আমরা সব সময় একথাই বলে থাকি।'

'আমরা কারা?'

'আমার পরিবার। হল্যান্ডার। সব সময় একথা বলি আমরা। ক্ষতি হবে মনে করি নি। আর ঈশ্বর জানেন আমরা... একটু অরেঞ্জ জুস পাওয়া যাবে?'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ও। ওর চেহারা ঝাপসা, ডুবন্ত কোনও মহিলার চেহারা। হাত আর বাহু তরঙ্গ। ঠাণ্ডা এক গ্লাস বিয়ার। পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলবিন্দু জমে ওঠা একটা গ্লাস। তিক্ত একটা মাথা মুখ ভর্তি করে মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এবং তারপর...

BanglaBook.org

'এই তো। তোমাকে বসতে সাহায্য করছি আমি।'

যখন ওপর আর নিচের পার্থক্য চিন্তা করতে হচ্ছে তোমাকে তখন উঠে বসাটা যে কত কষ্টকর বলার নয়।

'খাও।'

'না। তোমার বলার কথা: *ট্রিঙ্ক, মেইন কাইন্ড*।'

আহ্, সেই হাসি। হাসি দেখলেই মজে যাও, না। হারম্যান সবসময় একথাই বলত। 'তুমি বড় বেশি ভাল। হাসি দেখলেই মজে যাও তুমি।' আমার মুখে ওর ধরা গ্লাস থেকে পান করলাম আমি।

'কেন, রেইসেল?'

'চিৎকার করে উঠেছ তুমি।'

'মরফিনের স্বপ্ন।'

'কিন্তু এত যন্ত্রণা।'

'সত্যিকারের যন্ত্রণা নয়। আমার ভেতর মরুভূমি নয়। মনে করার যন্ত্রণা। কতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছিলাম আমি?'

ব্লাউজের বাটনহোল থেকে ঝুলন্ত ঘড়িটার দিকে তাকাল ও। 'দুঘণ্টা।'

'এরই মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে প্রভাব?'

মাথা দোলাল ও। দোলানো আর নাড়ার মাঝামাঝি।

'আর পাওয়া যাবে না?'

এবার মাথাটা নড়ছে ওর।

'রেফ্রিজারেটরে বিয়র আছে। একটু এনে দেবে আমাকে?'

শ্বাস টানল ও।

'রেইসেল?'

'তোমার জন্যে ক্ষতিকর।'

মহাবিশ্বের প্রভু, শক্তি থাকলে হেসে কুটিকুটি হয়ে যেতাম আমি। 'আমাকে দেখ। আমাকে এখন আর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ঈশ্বর। জীবনে প্রথমবারের মত সিগারেট আর মদ খেতে পারছি আমি। পরিণামের গুলি মারো। বিপদ কেটে গেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, বিছানার ধ্বংসস্তূপের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর চলে গেল কিচেনে। যখন ফিরে এল, হাতে একটা বোতল আর লেমোনেড গ্লাস। 'এরকম বোতল কখনও দেখি নি আমি।'

'এক ভক্তের দেয়া। গ্রলশ্খ্। বিয়রটা যেখান থেকে এসেছে সেই এলাকায় আমার আঙ্কল হারম্যানের একটা বাড়ি ছিল। ক্ল্যাম্পটা খুলতে হবে তোমাকে।'

বড় গ্লাসটায় ঘূর্ণি উঠল। ফেনা ফেঁপে উঠে কিনারা উপচে পড়তে শুরু করল। বারের গন্ধ। লূস-এ জানালার পেছনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি পার্কলাআনের দিকে। গাছপালা। ঘটাং ঘটাং শব্দে বাঁক ঘুরে আসছে নাম্বার ফাইভ। নানান কণ্ঠের গুঞ্জনের ওঠানামা।

BanglaBook.org

'বসো, রেইসেল। তুমি খাবে না কিছু?'

'চা বানিয়ে নিচ্ছি আমি।'

কেন এখানে এসেছি আমি? যে দেশ সবসময়ই উষ্ণ, এমনকি শীতকালেও। যে দেশে পাহাড়গুলো একেবারে শুকনো খটখটে, বাদামি। যে দেশে আমি কিছুই না। মরতে আসা আরও অসংখ্য বুড়ো হারামজাদার একজন। অতীত আর ইতিহাসহীন একজন মানুষ। এই আশ্রয়টি নির্মাণে সাহায্য করে নি যে, কিন্তু প্রবল ঝড় শুরু হবার পর আশ্রয়ের খোঁজ করেছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে ওগুলো, ক্যাকটাস ফুলগুলো। আমরা অন্তর্মুখী সতর্ক গেটো-বাসী। কিংবা তাই ভাবছে ওরা। যখন ওরাও ছিল তা। গেটো-বাসী। না, অন্তর্মুখী আর সতর্ক নয়। ঈশ্বর, না। ওরা চেতানো বুক আর ঝুলন্ত বল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অ্যাড্রেনালিন আর টেস্টোসটেরোনের প্রাচুর্য। কিন্তু তার পরেও। একটা ইহুদি স্যাংচুয়ারী। একমাত্র যেখানে থাকতে পারি আমি। একমাত্র জায়গা যেখানে পরিবারবিহীন কেউ নিজ বাড়ির অনুভূতি পেতে পারে, সোফি আর ম্যান্নি, আর হারম্যান আর যোয়ে আর যেল্ডায় ভরপুর একটা দেশ।

যেনো?

কোথায় তুমি, বাছা? কোথায় গেছ তুমি। প্রায় পোয়া শতাব্দী ধরে নেই। এক বিরাট ফোকর, পঞ্চাশ বছর গভীর। কেন?

নিনারা?

না।

একটু একটু করে আমার বল ফিরে এল। হাত-পায়ের কাদা-কাদা অনুভূতিটা চলে গেল। আমার মাথাটা প্রসারিত এবং পরিষ্কার হয়ে উঠল। সম্ভবত এতক্ষণে রাত নেমে এসেছে, দিনের যে অংশটুকুতে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় থাকি আমি। সব সময়: রাতের বেলায় জগৎ উন্মুক্ত হয় আর আমার অনুভূতিগুলো তরতাজা আর সজাগ হয়ে ওঠে। এমনকি এখনও শুয়ে থাকা অবস্থায়, মরফিনের ভাটা-লাগা স্রোতে, জগতের সজীব হয়ে ওঠা টের পাচ্ছি আমি।

বিয়রের জন্যেও হতে পারে সেটা।

'কী পড়ছ তুমি?' ও ফিরে এসে আমার খাটের পাশে বসার পর জানতে চাইলাম আমি। একটা পেপার ন্যাপকিনে গ্লাস জড়িয়ে রেখেছে সে, গরম তরলে ফুঁ দিচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও বুককেসের কাছের চেয়ারটার দিকে, যেন কী পড়ছে বলার আগে জেনে নেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কোথায় বসে পড়ছে, কোন বইটা ধরা আছে হাতে।

*'আ ট্রাভেলার ইন টাইম: দ্য লাইফ অভ হারম্যান হেসান্ডার।'*

'আমার লেখা পড়ছ তুমি?'

ক্ষণিকের দ্বিধা ওর চোখে, তার মাথা দোলাল ও।

'গুড,' এখানে ভাল কী আছে না নেই বললাম আমি। 'আমাকে সর্বশেষ গুজবটা শোনাও।'

BanglaBook.org

জ্বলজ্বল করে উঠল ওর চোখজোড়া। 'কিচেনে মারপিট করছে ওরা।'

'নতুন খবর আর কি আছে?'

'না, ব্যাপারটা সিরিয়াস। একজন ফালাশা কৃক আছে ওখানে, ওকে তাড়াতে চাইছে ওরা, কারণ তার *এইডস্* থাকার ভয় পাচ্ছে।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'কিন্তু আসলে নেই?'

'না, কিন্তু ওরা বলছে ফালাশাদের মধ্যে এদের সংখ্যা বেশি।'

'*এইডস্* থাকলে কি হবে? ওদের কি ধারণা খাবারের ওপর রক্ত ঝরাবে সে?'

চায়ে চুমুক দিল ও।

একটা দ্রুত, নিচু হোপ হোপ শব্দ এগিয়ে এল কাছে। দক্ষিণ থেকে আসছে ওটা, আমাদের মাথার ওপরে রজ্রধ্বনি, উত্তরে উধাও হয়ে গেল।

'গুড গ্রিফ।'

'হেলিকপ্টার,' বলে রেইসেল। 'বর্ডারের দিকে যাচ্ছে।'

'কোন বর্ডার?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'দেশটা তো বর্ডার ছাড়া আর কিছুই না।'

'যদি কখনও শান্তি নেমে আসে অত অত সৈন্য কী করবে তখন?'

'দেশটা আসলে পছন্দ নয় তোমার, তাই না?'

'তোমার পছন্দ?'

মাথা দোলাল ও। 'এটাকে আমি ভালোবাসি।'

'একটা দেশকে ভালোবাসো তুমি, রেইসেল? এক টুকরো জমিকে যেটার চারদিকে কেউ একজন সীমানা একে একটা ফ্ল্যাগ পুঁতে দিয়েছে? কোনও মানুষের জন্যে তুলে রাখ তোমার ভালোবাসা।'

'আমাদের যদি এতই ঘৃণা করো তাহলে কেন এসেছিলে এখানে?'

আহ্। আমার দিকে তাকিয়ে নেই ও। রুমের সামনের জানালার অন্ধকার শূন্যতায় নড়াচড়া করছে ওর দৃষ্টি। 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি না।'

প্রবল বেগে মাথা দোলাল ও।

'না। আমি ঘৃণা করি মিথ। আমি ঘৃণা করি সেই ইহুদিটিকে যে বেড়ে উঠে দায়িত্ব নিয়েছে। আমি সবার জন্য এক দেশের মিথকে ঘৃণা করি, আসলে যা অল্প কজন মানুষের রাষ্ট্রমাত্র। আমি ঘৃণা করি আলিয়াহ্‌র মিথ। কেন আমাদের সবাইকে একই দেশে থাকতে হবে? বাকি দুনিয়া যেন সহজে আমাদের খোঁজ পায়? কেন আমাদের সবার সঙ্গে থাকা আর একে অন্যকে বিয়ে করার ব্যাপারটা এত জরুরি? আমি বিশেষ করে অনুসারীরাই সবসময় ঠিক, এই মিথকে ঘৃণা করি।'

'কোন অনুসারীরা?'

'সব অনুসারী? তবে বিশেষ করে যারা ঈশ্বর অনুসরণ করে। *ভার্সখওয়াটযে* আমেরিকান যারা মিশ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছে, চিজবার্গার আর কোক খেয়ে, অতীত কিংবা ইতিহাসের গতিধারা সম্পর্কে কিছুই না জেনে বড় হওয়ার পর এদেশে এসে

BanglaBook.org

এখন কালো স্যুট পরে ঘুরে বেড়ায়, রাস্তাঘাটে অবরোধ সৃষ্টি করে আর মিশ্র বিয়েতে বাদ সাধে... '

হাঁপাচ্ছি আমি। যেন প্রবল খাটুনি যাচ্ছে।

রেইসেল নীরব। দীর্ঘ সময় পর ও বলল, 'এখানে কেন এসেছিলে তুমি?'

'কারণ আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।'

বুড়ো এখন। আয়ুতে সবাইকে, সমস্ত কিছুকে হারিয়ে দিয়েছি। ভূত ছাড়া। সে বিদায় নিয়েছে যে। সে কি... কোথায়? কখন? কীভাবে?

একটা ফোকর। না, শূন্যতা। আহহহ।

লাশের মত ঠাণ্ডা। ওর পেট নড়ছে।

'ম্যাগনাস! ল্যান্টার্নটা ধরো... '

বিষণ্ন চেহারায় মাথা নাড়ল সে।

'জেসাস।' ল্যান্টার্নটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ওর দেহের নিচে হাত গলিয়ে দিলাম আমি। ঠাণ্ডা যেন মানুষের ওজন কমিয়ে দেয়। মেঝেয় শব্দ তুলে গড়িয়ে পড়ল ছুরিটা।

'ম্যাগনাস, ঈশ্বরের দোহাই। আলো ছাড়া ওকে নিচে নিতে পারব না আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে, হাতের তালু ওপর দিকে তোলা।

'ম্যাগনাস, প্লিজ। ম্যাগনাস। একা পারব না আমি। তোমাকে লাগবে। সাহায্য কর আমাকে।'

'না, নাথান। বিশ্বাস করো আমায়। হাঁট, *মেইন কাইন্ড*।'

চোখ বুজলাম আমি। টলমল পায়ে সিঁড়ির দিকে এগোলাম।

একই সময়ে ওপরে আর নিচে। এখনও চোখ বন্ধ, কিন্তু সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি আমি, একেবারে আঁশ পর্যন্ত। প্রত্যেক পদক্ষেপে ছোট হয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেক ধাপে বড় হয়ে উঠছে সিঁড়ি। পাহাড়ের মত গভীর, গহ্বরের মত উঁচু... এত ঠাণ্ডা যে তোমার নিঃশ্বাস টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ছে। কোথায়? কোটযক? বিয়ালিস্টক?

শেডের পিছনে যেখানটায় সেদিন বিকেলে একটা বিরাট ট্রাক পার্ক করে রেখেছিল ওরা, একটা আর্ক ল্যাম্প থেকে উজ্জ্বল আলো ঝলমল করছিল। একটা বাড়ির পেছনে রাখা রাবিশবীনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে ক্রেট আর কিট ব্যাগ বোঝাই করতে দেখলাম।

ম্যান্নি চলে যাবার ঠিক আগে, দীর্ঘ সময় ধরে ফিসফিস করে আলাপ করেছিল সোফি আর ও। তারপর আমাদের চুমু খেয়েছে, যোয়ে, বেন্ড, আমাকে, যেনোকে, তারপর বেরিয়ে গেছে। হলওয়ের কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে ওর হোঁচট খাওয়া পায়ের আওয়াজ পেয়েছি আমরা। তারপর দরজা।

'বাবা যাচ্ছে কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'একটা ট্রিপে,' বলল সোফি, 'তবে কালই ফিরে আসবে।'

কিন্তু আগে কখনও কোনও ট্রিপে যায় নি ও। আমরা হিল-এ থাকতে শুরু করার পর আমাদের কেউই কখনও দূরে যায় নি। আর অন্যরাও ট্রিপে যাচ্ছে কেন? কেউ

BanglaBook.org

কেউ আগেই চলে গেছে, বাকিরা সেরাতে যাচ্ছিল। আমি সেরকমই শুনেছিলাম। সেরাতে ট্রিনিটির উদ্দেশে ছেড়ে যাচ্ছিল বাসগুলো। ট্রিনিটিটা কী?

আগের দিন সকাল-সন্ধ্যা কাজ করেছে ও, বাড়ি ফিরে আসার পর টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়ে। সোফি ওকে জাগিয়ে টার আর উষ্ণ কাঠের গন্ধঅলা বেডরুমে নিয়ে গেছে, শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়। ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে পা টিপে টিপে কিচেনে ফিরে এসেছে।

'আমি ভাবলাম বুঝি আলুর ওপরই ঘুমে ঢলে পড়বে ও,' টিপ্পনি কাটল যোয়ে।

মৃদু হাসল সোফি। 'গলা নামিয়ে কথা বলো,' বলল ও। 'যাবার আগে বিশ্রাম নেয়া দরকার ওর।'

'কোথায় যাচ্ছে ও?' জিজ্ঞেস কলল যেল্ডা।

'যাচ্ছে এক জায়গায়,' বলল সোফি।

'আমি ভেবেছিলাম "এক জায়গাটা" এখানেই,' বললাম আমি।

শেষ কয়েকটা ব্যাগ ট্রাকে তুলে দেয়া হল। টারপুলিনটা ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে পরখ করে দেখল সৈন্যরা, ব্যাক-ফ্ল্যাপটা বাঁধল তারপর। ওদের একজন ব্রেস্ট পকেট থেকে সিগারেট বের করে অন্যদের সাধল। সমবেত হল ওরা। আগুন হাত বদল করল।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ট্রাকের কাছের লোকগুলো চোখ তুলে তাকাল। কিছু বলল ওদের একজন। অন্ধকারে ভেসে উঠল তিনটা আলোক বিন্দু এবং তার ওপরে, একটা টুকরো মেঘের আড়ালে চাঁদের ফিকে দুধের মত আভা, একটা দুটো তারা। থপ একটা শব্দ শুনতে পেলাম আমি। খিস্তি করল কেউ একজন। ট্রাক ছাড়িয়ে তাকাল লোকগুলো, তারপর সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

আমার হাতের আঙুলের সমান মোটা রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে ক্যানভাস, কিন্তু রশি ঢুকানোর 'কমপর আই'গুলো এত ফারাকে বসানো যে ফ্ল্যাপের একটা অংশ আলগা করা আমার জন্যে সহজ হয়ে গেল। চাঁদের আলোর একটা রশ্মি ক্রেট আর কিট ব্যাগুগুলোর আকৃতি স্পষ্ট করে তুলল। টেইল গেইটে কোনওমতে উঠে গড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি, নরম কিছুর ওপর। কথোপকথনরত পুরুষদের চাপা কণ্ঠস্বর। ক্যানভাসে টান পড়ল। গজগজ করে উঠল কেউ একজন, 'ধেত্তের পরের বার ফ্ল্যাপ আটকানোর সময় ঠিকমত করো কাজটা, ঠিকাছে। নাও... টান!' ক্যানভাসের গায়ে দড়ি ঘঁষা খাওয়ার জোরাল শব্দ। আরও দুর্বোধ্য শব্দ। একটা কণ্ঠস্বর। এবং আরও একটা। ট্রাকের দরজা খুলে গেল। অন্য দরজাটাও। এঞ্জিন স্টার্ট নিল।

'সময়,' বলেছিল হারম্যান, 'তিন উপায়ে মাপা যেতে পারে। যাকে বলে "রোটেশনাল টাইম" সেটা রয়েছে, মানে, এক ভোর দিবসে পৃথিবীর একবার ঘুরতে যে সময় লাগে। তারপর আছে চাঁদ আর গ্রহগুলোর চলাচলের ভিত্তিতে ডিনামিকাল টাইম। এবং অ্যাটমিক টাইম, যেখানে অ্যাটমের ঘূর্ণন হচ্ছে ঘড়ির টিকটিক।

BanglaBook.org

আসলে, এন, আমরা যেমন করে সময়কে জানি আর ব্যবহার করি, তার কোনও অস্তিত্ব নেই। আমরা মনে করি সময়ের একটা দিক আছে, সামনের দিকে যায় তা, অতীত থেকে বর্তমানে। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। সময় দুটো নির্দিষ্ট মুহূর্তের মাঝের দূরত্ব মাপে। প্রশ্ন: সময় কি অপ্রতিসাম্য? কেন আমরা গাছ "না পড়ছে" বিশ্বাস না করে বিশ্বাস করি যে একটা গাছ পড়ছে? কেন আমাদের মনে হয় যে অতীতের ঘটনাবলীর ভবিষ্যতের ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু উল্টোটি নয়? চিন্তা করে দেখ। তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি। পানিতে একটা পাথর ছুড়ে মার। পাথরটা যেখানে পানি স্পর্শ করছে সেখান থেকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে ঢেউ। আগে পাথর, তারপর ঢেউ। যদি ব্যাপারটা উল্টে দেয়া হয়, চেপে আসা ঢেউ পানির ভেতর থেকে ছুড়ে দিচ্ছে একটা পাথর! অদ্ভুত শোনাচ্ছে? ব্যাকওয়ার্ডে প্লে করা পুকুরে পাথর ছুড়ে দেয়ার ফিল্মের কথা চিন্তা কর। এইমাত্র যা বললাম ঠিক তাই দেখব আমরা: সবেগে চেপে আসা ঘনায়মান ঢেউ পানির ভেতর থেকে পাথরটা ছুড়ে দিয়েছে। আমাদের জগতের কেউ কখনও এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নি, কিন্তু কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস, এটা সম্ভব। সময়ের কোনও দিক নেই। এমনকি এমনও হতে পারে যে এমন একটা গ্রহ আছে যেখানে এখানকার মত মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমামের দিকে যায় না এনট্রপি, শৃঙ্খলা থেকে কোলাহলের দিকে নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। সেই গ্রহের বাসিন্দাদের জন্যে আমাদের ভবিষ্যৎ হবে ওদের অতীত আর আমাদের অতীত ওদের ভবিষ্যৎ।'

'মারা যায় নি ও।'

'না। কিন্তু দেখে মড়ার মত লাগছে।'

আগুন একেবারে নিভে গেছে। হান্টিং রুমে কোনও সেলারের নীরব শীতলতা ঝুলে আছে। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হার্থের আগুন উস্কে দিলাম আমি।

'নিনা।'

একটা মোমের পুতুল। ওর ত্বকের কোমল, শীতল দীপ্তি, বর্ণহীন দুই ঠোঁট। জুতোজোড়া টেনে খুলে ঝটকা মেরে চাদর সরিয়ে ওর ওপর শুয়ে পড়লাম আমি। ওর শরীর থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডায় ডুবে গেলাম। ওর মুখে ছুড়ে দেয়া আমার নিঃশ্বাস জমাট হাওয়ার মত ফিরে আসছে।

'এনট্রপি সম্পর্কে ওই চিঠিটা তোমাকে লিখেছিলাম আমি,' বলেছিল হারম্যান, 'এমন এক সময়ে যখন ওই ধারণাটির সামাজিক শাখা বিস্তারের ব্যাপারটা কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে সেসম্পর্কে সঠিক ধারণাই ছিল না আমার। এর অনিবার্যতার বিষয়টি। অপরিবর্তনীয়তার ব্যাপারটা। আমি তখনও ওই প্রক্রিয়াটা জানতাম না, ন্যূনতম থেকে সর্বোচ্চ এনট্রপিতে যাবার অপরিবর্তনীয় উপায়, কেবল বাস্তব ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয়। বিজ্ঞানীরা মনে করছে তত্ত্বগতভাবে বলা যায়, পাল্টা-প্রক্রিয়া বলেও একটা ব্যাপার *আছে*। তুমি যদি দুটো তরল পদার্থ ঝাঁকিয়ে মিশিয়ে ফেল ওগুলো পুরোপুরি মিশে যায়, তাহলে সর্বোচ্চ এনট্রপি পেয়ে যাও তুমি,

BanglaBook.org

তাহলে, তত্ত্বগতভাবে, ওগুলোকে আবার বিচ্ছিন্ন করতে পারা উচিত তোমার, ওগুলোকে আদি অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া, কিংবা ন্যূনতম এনট্রপিতে। অনু-অনু করে। সেই নীরবতার সাহায্যে যেটা করতে চেয়েছিল যেনো... মাঝে মাঝে কথাটা ভাবি আমি, নীরবতাকে একটা ফর্ম হিসাবে বেছে নিয়ে এনট্রপি ঠেকানোর আশা করেছিল ও। কাজ না করলে আর শক্তি যোগ করেছ না তুমি। ভারসাম্যাবস্থা টিকে থাকবে, চিরকাল।'

'নিনা। ওঠো, নিনা।'

'ব্যাপারটা কি?'

'রেইসেল। তুমি এখনও আছ ওখানে।'

'স্বপ্ন?'

'কেবল স্বপ্নই অবশিষ্ট আছে আর।'

নিজেকে টেনে তুললাম আমি। স্ট্রিটলাইটবিহীন কোনও জায়গায় কালো রাত্রি। জানালাগুলো গর্ত। যখন দরজা গলে বেরিয়ে এলাম, এলোমেলো পায়ে, না: দীর্ঘ পদক্ষেপে এবং বামে ঘুরলাম এগোলাম বাঙালোগুলোর মাঝখানের আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলো দিয়ে, মাত্র মিনিট পাঁচেক লম্বাপদক্ষেপেএলোমেলো পায়ে হেঁটে এগোতে হল আমাকে, তারপরই দেখলাম গ্যালিলি পাহাড় ঢেউ তুলে চলে গেছে সেই সিরিয়া অবধি। বাদামী। সবুজ। এবং গ্রীষ্মের ধুলোর মত শুকনো। প্রথম যখন এখানে বেড়াতে এসেছিলাম আমি, যেখানে 'জীবনের সন্ধিক্ষণ' কাটিয়েছে সোফি, আমি পাশ কাটিয়ে ছিলাম... না, আবার বলতে দাও আমাকে। একটা ভাড়া করা গাড়িতে চেপে টেল আভিভ থেকে উপকূলীয় পথ ধরে নেটানিয়ায় আসি আবার। আরও উত্তরে হ্যাডারা, এবং তারপর ডানে কান্ট্রিসাইডে। যতদূর চোখ যায় কেবল ফল-গাছ। আমার পাশে থেকে ইঙ্গিত করেছিল হারম্যান। 'এটা,' বলে সে, 'এক সময় বিরান আর ঊষর ছিল।' ডান দিকে নাযারেথ রেখে আরও উত্তরে। গাছ, গাছ আর গাছ। 'আমরা এত নিউরোটিক কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'এমনি এমনি একটা গাছ লাগাতে পারি না আমরা। একে অতুলনীয় সৌন্দর্যের গোটা একটা বনই হতে হবে। আর চাঁদা-তোলার ব্যাপারটা? আরেকটা নতুন বন, আরেকটা পার্ক। যেন আমাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এর ওপর!'

'তোমাকে একটা মিদ্রাশ শোনাচ্ছি আমি,' বলল হারম্যান।

'তুমি?'

মাথা দোলাল সে। 'এক লোক তার বাড়ি লাগোয়া এক খণ্ড জমিতে কাজ করছিল। গভীর একটা গর্ত খুঁড়ল সে। দলবলসহ ঘোড়া হাঁকিয়ে হাজির হলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। পাকা-দাড়ি বুড়োকে ফাটা, শুকনো মাটির ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে আলেকজান্ডার তার দলকে থামার নির্দেশ দিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে বললেন, "বুড়ো, কী করছ তুমি?" "প্রভু আমার" বলল লোকটা, "একটা খেজুর গাছ লাগাচ্ছি।" সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালেন সম্রাট। "কিন্তু এগাছে ফল ধরতে

BanglaBook.org

ধরতে তুমি তো মরে ভূত হয়ে যাবে!" জোরে হাসল লোকটা। "আমি এখানে না থাকতে পারি," বলল সে, "কিন্তু আমার নাতি থাকবে।" আবার ঘোড়ায় চাপলেন সম্রাট, লোকটা তার গাছ লাগানো শেষ করে আরও একবার দৈনন্দিন কাজে নিমগ্ন হল। বহু বছর পর, দীর্ঘ এক যুদ্ধের শেষে আবার ওই পথ দিয়ে যাচ্ছেন সম্রাট। তার আসার আগেই আগমনের সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। চমৎকার একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক বুড়ো মানুষ। তার নাতি, প্রায় সাবালক, চকচকে খেজুর ভর্তি একটা ঝুড়ি ধরে আছে। "প্রভু আমার!" চিৎকার করে বলল দাদা, "বহু বছর আগে আপনি এদিক দিয়ে যাবার সময় যে গাছটা লাগিয়েছিলাম আমি সেই গাছের এই খেজুরগুলো কি আপনাকে উপহার দিতে পারি?" সম্রাট ঝুড়িটা কাছে আনিয়ে একটা খেজুর তুলে নিলেন। "একজন প্রাজ্ঞ মানুষ তুমি," বলল সে। "কেবল দিনের কথাই নয় আগামীর কথাও চিন্তা করেছ তুমি। তুমি সৌভাগ্যবানও। একটা গাছ লাগিয়ে ওটাকে বেড়ে উঠতে দেখেছ, এবং এখন ওটার ফলের স্বাদও উপভোগ করতে পারছ।" এরপর তিনি তার এক লোককে ইশারা করলেন খেজুরগুলো একটা বস্তায় ভরে ঝুড়িটা সোনায় ভরে দেয়ার জন্যে।'

ধূলিধূসরিত পথে টায়ারের নিচে গুড়িয়ে যাচ্ছে নুড়ি পাথর, ধীর গতিতে উপরে উঠছি। বামে, একটা পথে। বেথ কেশার।

'ঠিকাছে, হারম্যান। মানুষ উত্তরপুরুষের জন্যে গাছ লগায়। এটা একটা উপমা। পরে যারা আসবে তাদের জন্যে আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। আমার জানা ছিল না যে মিদ্রাশে এতটা দখল আছে তোমার।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'গল্পের বাকিটুকু জান তুমি,' বললাম আমি।

'বাকি আবার কী?'

'বুড়োর পড়শী ব্যাপারটা দেখে দৌড়ে গিয়ে বৌকে জানাল। "মোটামাথা!" চেঁচিয়ে উঠল মহিলা। "ধরো, ওই ঝুড়িটা খেজুরে ভর্তি করে ওদের পিছু নাও। এখুনি!" কথামতই করল লোকটা এবং কিছুক্ষণ পর সম্রাট ও তাঁর দলবলের নাগাল পেল। লোকটা খেজুর বাড়িয়ে দেয়ার পর, শাদা ঘোড়ার পিঠ থেকে তাকালেন আলেকজান্ডার, মাথা দোলালেন। "সৈন্যরা," প্রহরীদের উদ্দেশে বললেন তিনি, "এই লোকটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ঝুড়িটা খালি না হওয়া পর্যন্ত খেজুর মারতে থাক।"'

চারপাশে শাঁসাল সবুজে ঘেরা একটা ছোট ফাঁকা জায়গায় এসে গাড়ি থামল। মাথা নাড়ল হারম্যান। 'তোমার মধ্যে সিরিয়াস বলে কিছু নেই,' বলল সে।

'হারম্যান, এটা *সিরিয়াস*। ভাল কথা, আরও আছে।'

'মহাবিশ্বের প্রভু,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল হারম্যান।

'লোকটা বাড়ি ফিরে এল। কী হয়েছে জানতে চাইল তার স্ত্রী, কারণ টলমল করছিল সে, খেজুরের রসে মাখামাখি হয়ে ছিল তার শরীর। মুখ খিস্তি করতে

BanglaBook.org

করতে বলল সে। "ওহ্, চুপ কর," বলে উঠল তার স্ত্রী। "খেজুরগুলো পাকা ছিল বলে বরং শোকর কর।"

আলোর ভেতর দিয়ে এগোল রেইসেল। এক গ্লাস পানি নিয়ে এল ও।

'আমি বরং আরেকটা বিয়রই নেব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

'শোন, বাছা। মরফিনে কোনও কাজ হচ্ছে? আমি যদি এখানকার বদলে ইউরোপে থাকতাম, একটা ফোর-পোস্টার খাটে পাশে এক বোতল শ্যাম্পেইন নিয়ে শুয়ে থাকতে পারতাম। জীবনের শেষ দিনগুলো বই, ওয়াইন আর বড় বড় দামি সিগারের মাঝে পার করে দিতাম। কী করার চেষ্টা করছ তুমি, আমার আয়ু বাড়াতে চাইছ?'

গ্লাস নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'ঝামেলাবাজ জঘন্য বুড়ো?' পেছন থেকে জোর গলায় বললাম ওকে। 'একথাই কি ভাবতে শুনলাম তোমাকে।'

স্যুইং-টপ বোতল নিয়ে যখন ফিরে এল ও, মুখে হাসি ওর।

'ধেত্তের, ঠিক একথাই *ভেবেছ* তুমি! লজ্জা হওয়া উচিত তোমার।'

গ্লাসে উঁচু হতে লাগল বিয়র, তৃষ্ণা বেড়ে উঠল আমার পেটে।

'এই বিয়র যেখানে বানানো হয় সেখানেই বড় হয়েছি আমি।' আহহহ। 'ওখানে আর রটারড্যাম শহরে। আর নিউ ইয়র্কে, কিন্তু খুব লম্বা সময় নয়। আর নিউ মেক্সিকোর এক পাহাড়-চূড়ায়। আমি প্রলাপ বকছি মনে হচ্ছে তোমার?'

মাথা নাড়ল ও, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যভাবে না।

'প্রলাপ বকছি না আমি। কিংবা হয়ত বকছি, কিন্তু কথাটা সত্যি। এটাই আমি: যে টিলাকে ওরা পাহাড় বলে, হল্যান্ডের নিউ ইয়র্ক, আমেরিকার রটারড্যাম আর যে পাহাড়কে ওরা টিলা বলে। বইটা সম্পর্কে কি ধারণা তোমার?'

ওর দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

'আমার বই। যেটা পড়ছিলে তুমি।'

মাথা দোলায় ও। 'ঠিক বলতে পারব না। এটা কি উপন্যাস?'

'পড়ে তাই মনে হয়। কিন্তু ওটা আমার আঙ্কল হারম্যানের গল্প। তার জীবনী।'

'সত্যি সত্যি ওকে নিয়ে নয়।'

'না। তবে ওকে নিয়েই হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওটা শেষ হয়েছে যারা নেই তাদের নিয়ে। বইয়ের বেলায় এমন ঘটতে পারে।'

চোখ বন্ধ করলাম আমি। এখানে, এই মরুভূমিতে নিজের মাঝে একটা মরুভূমি নিয়ে আছি আমি, এবং এই বিরান জায়গাটা আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে স্টেপি রাইটিং কেমন ছিল। যখনই আমি কোনও রূপকথা লিখতে শুরু করেছি, যেন একটা সমতল প্রান্তরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি। যতদূর চোখ যায় কেবল শূন্যতা। মানচিত্রহীন, অপরিচিত অঞ্চল। তারপর কোমর বেঁধে সমতলে পা রাখতাম আমি, শুরু করতাম অস্তিত্বহীনতার ভেতর দিয়ে যাত্রা। প্রতিটি পদক্ষেপে অচেনা আরও পরিচিত হয়ে উঠত, স্থান করে নিত মানচিত্রে। গাছপালা, ঝোপঝাড়, নদী, ঘেসো

BanglaBook.org

টিলার খোঁজ করতাম আমি। সমতলের ওপর আমাকে পথ দেখাবে এমন ল্যান্ডমার্ক। সেটা ছিল লেখা: কম্পাস বা ম্যাপ ছাড়াই আবিষ্কারের অভিযাত্রা। একটা গল্প মনে পড়েছে আমার... কে বলেছিল... ম্যাগনাস। একবার আমাকে এক প্রান্তরের ওপর দিয়ে যাত্রার গল্প শুনিয়েছিল সে। মাটিতে ঘুমিয়েছিল এক লোক, ছোট পুকুরে মুখ ডোবানো অবস্থায় জেগে ওঠে সে।

'আরে, এ যে দেখছি একটা বাচ্চা ছেলে।' ফ্ল্যাশলাইটের চোখ রাঙানি।

'জেসাস ক্রাইস্ট। হতচ্ছাড়া টেইলগেইট আটকেছিল কে? ঠিকাছে, বাডি, বেরিয়ে এস। নাও, আমার হাত ধরো। সমস্যাটা কী?'

'কোনও কুত্তার বা... মিস্টার ফিনম্যান। জেস... সরি। একটা স্টোঅ্যাওয়ে স্যার। বাচ্চা একটা ছেলে।'

'অ্যাই, ছেলে। কে তুমি?'

'নাথান হল্যান্ডার, মিস্টার ফিনম্যান।'

'সোফি হল্যান্ডারের ছেলে?'

'পনের মিনিট, স্যার।'

'এসো, প্যাল। তোমরা কেউ বসকে দেখেছ?'

'জেনারেল গ্রুভস? বেসে ফিরে গেছে।'

'না, আসল বস। অপেনহেইমার।'

'আগেই ওখানে আছে।'

'বাদ দাও, পরে করলেও চলবে। চলো, যাওয়া যাক।'

মাটি ভেজা। পানি ভেঙে একটা ট্রাকের দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। মিস্টার ফিনম্যান দরজা খুলল। আমাকে সামনের সিটে তুলে দিল সে। আমার পাশে বসার পর বলল, 'শোন, ছেলে। আসলে এ জায়গায় আসা উচিত হয় নি তোমার। সুতরাং আমরা এখন যা করব সেটা হচ্ছে, নিচু হয়ে শুয়ে থাকব। ওরা সিগন্যাল দিলে এখানে ট্রাকেই রয়ে যাব আমরা। তারপর কী ঘটে দেখা যাবে।'

'বৃষ্টি হচ্ছিল?'

'হুম? হ্যাঁ। বজ্রঝড়। এখানে কী হচ্ছে জান তুমি?'

আমি মাথা নাড়লাম।

শূন্যতার উদ্দেশে হাসতে হাসতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। 'একটা বোমা ওটা। একটা যুদ্ধ চলছে, জান তো?'

'হ্যাঁ।'

'যুদ্ধের জন্যে একটা বোমা। যদি কাজ হয়, যুদ্ধটা দুদিনেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বোমাটা বিরাট। সুতরাং আমি যা বলছি তাই করো। শোন, ওই যে সাইরেন বাজছে।'

আমার কাঁধে তার হাত। ভারি নয়। ছোটখাট মানুষের হাত।

শাদার চেয়েও শাদা। ট্রাকের মেঝেয় শুয়ে আছি আমি আর মিস্টার ফিনম্যান। পিঙ্গল ফুটকি। 'তুমি ঠিকাছ? এখানে এস।' শাদা বদলে হলুদ হল, তারপর কমলা,

BanglaBook.org

মেঘ হল। সহস্র বজ্রঝড়ের মত গুরুগুরু গর্জন। আলোবিহীন জায়গা নেই কোনও। আমার পাশে নড়ে উঠল মিস্টার ফিনম্যান। 'আরেকটু ক্ষণ। শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে।' এক ভয়াল হ্যারিকেন তীক্ষ্ণ শব্দ তুলল আমাদের চারপাশে। কাঁপতে লাগলাম আমরা, দুললাম। তীক্ষ্ণ শিস আর দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ হল। ট্রাকের গায়ে বাড়ি মারল কি যেন। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল মিস্টার ফিনম্যান। পাশ ফিরে হাসল সে। 'আমার কথাই ঠিক ছিল। একটা উইন্ডশীল্ডই যথেষ্ট। আসছ?' দরজা খুলে আমি পিছলে তার পাশে নেমে দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। আমরা ট্রাকের পাশে দাঁড়ানোর পর হাত তুলে আমার হাতের নিচ দিয়ে ধরল আমাকে। 'চলে যাও তুমি।'

আলো অন্ধকার হয়ে এল। যেন পৃথিবীটাকে একটা তাঁবু দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। বহুদূর, সমস্তকিছুই কালো আর সেই কালোর মাঝে দেখা যাচ্ছে এক বিশাল ধোঁয়া আর ধুলোর ঘূর্ণি আর পাক খাওয়া পিঙ্গল মেঘ।

'অ্যাই ডিক, কি পেলে ওখানে?'

'একটা স্টোঅ্যাওয়ে ছিল আমাদের সঙ্গে। আমার কাছেই ছিল সে। আমার মনে হয় না ওকে খুঁজে পেলে খুশি হত গ্রুভস্ ।'

সামনে ঝুঁকে আমার চেহারার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল এক লোক। 'এখানে কেমন করে এলে তুমি?'

'ট্রাকের পেছনে করে, স্যার।'

'শেষ ক্রুর সঙ্গে। সৈন্যরা।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বলল সে। 'সৈন্যরা। গ্রুভস্ অন্তত আমাদের দোষ দিতে পারবে না।'

আমার কাঁধে হাত রেখে পরিচয় জানতে চাইল সে।

'নাথান হল্যান্ডার,' বললাম তাকে।

'হল্যান্ডার। ড্রিল ম্যান।' নিচের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'বাবাকে নিয়ে তোমার গর্ব করা উচিত, মাই বয়। দারুণ কাজ দেখিয়েছে ও।' দূর সমতলের নীল-পিঙ্গল-কালো ব্যাঙের ছাতাটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'কাজ হয়েছে!'

হল্যান্ডার? নাথান?'

'রেইসেল?'

'রেইসেল?'

'রেইসেল। নাথান? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? শুনতে পেলে নড়ো।'

নড়ব। কেমন করে। যদি আগের দিন হয় এটা, কেমন করে নড়ব আমি? যদি এখন হয়ে থাকে, কেন?

'নাথান। চোখ পিটপিট করত পারবে?'

কঠিন কাজ। ডানচোখের পাতাটা তোল তুমি। কোথায় এর শুরু? গালের ওপরে। না, আরও উঁচুতে। ওখানে। ওঠাও, আর তারপর...

BanglaBook.org

'নাথান, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'নিনা?'

'মিস্টার হল্যান্ডার, আমার কথা বুঝতে পারছ?'

চোখের পাতা ওঠাও, তারপর চেষ্টা করো... '

'খুব ভাল। অন্য চোখটাও খুলতে পারবে?'

হচ্ছেটা কী? হ্যাঁ। নিচু শাদা একটা সিলিং। একটা... বোতল টাইপের কিছু।

'নাথান।' আমার কপালের ওপর হাত। দারুণ, এবার আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি।

'মিস, কিছু মনে করো না? মিস্টার হল্যান্ডার, ছোট্ট একটা পরীক্ষা করতে যাচ্ছি আমি। কোনও কিছু টের পেলে দয়া করে চোখ পিটপিট করো?'

নাথান হল্যান্ডার এবং তার পিটপিট-করা-চোখ। এ আবার কী?

'কি...

'কথা বলতে পারে ও।'

'মিস্টার হল্যান্ডার?'

'কি। ব্যাপার। এটা।'

'একটা হসপিটালে আছ তুমি। হাইপোথারমিয়ায় ভুগছ তুমি।'

বড্ড ক্লান্ত।

'আউ'

'খুব ভাল।'

'ভাল? আমার পায়ে বাড়ি মারাটা?'

'আউ।'

'এবারও কাজ হয়েছে।'

'কি।'

আমার মুখের ঠিক ওপরে নিনার চেহারা। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমাকে ওভাবে আঘাত করতে থাকলে অসম্ভব। ঈশ্বর, বড্ড ক্লান্ত।

কয়েক যুগ ধরে ঘুমিয়ে ছিলে তুমি।'

চোখ খোলার পর সবার আগে নিনার চেহারাটাই দেখলাম আমি। সত্যিকারের উদ্বিগ্ন কারও মতই আমার দিকে প্রফুল্ল চেহারা নিয়ে তাকাল ও।

'কেমন বোধ করছ তুমি?'

'হুম। বুঝতে পারছি না।'

'ডাক্তাররা বলছে দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে তুমি।'

'কি হয়েছিল?'

BanglaBook.org

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। যেন গলা দিয়ে পাথর তুলে আনার মত ব্যাপার।

'জমে মরতে বসেছিলে প্রায়। কিন্তু সময়মতই তোমাকে খুঁজে পেয়েছিল ওরা।'

'ওরা? আমি?'

একটা কিছু বলতে চাইলাম আমি, কিন্তু আরও একটা বোল্ডার উগড়ে দিতে পারলাম না। চোখ বন্ধ করে ঘুমে তলিয়ে যেতে শুরু করলাম। একটা অন্ধকার বিবরে হোঁচট খেয়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে যেনোকে পেলাম আমি, পোয়া শতাব্দী আগে যেমন করে হারম্যানের বাগানে শোয়া অবস্থায় ছিল ও, আলোর ফুটকি সারা শরীরে, চোখজোড়া বন্ধ, শাদা চামড়ার পটভূমিতে দীর্ঘ চোখের পাঁপড়ি।

প্রায় দুসপ্তাহ্ পরে আবার উঠে বসতে পারলাম আমি। একজন নার্স হুইল চেয়ারে করে ডে-রুমে নিয়ে আসে আমাকে, ওখানে বসে থাকি আমি, চেয়ে চেয়ে দেখি ছাদের ওপাশে সীসের মত আকাশটাকে। সাধারণত সন্ধ্যার গোড়ার দিকে আসে নিনা। কথা বলতে এখনও কষ্ট হয়, তো আমি স্রেফ গল্প শুনে যাই।

আঙ্কল হারম্যানের বাড়িতে আমাদের অবস্থানের চতুর্থ দিন সকালে পাহাড়মুখী রাস্তাটা সাফ করার কাজ শুরু করেছিল ওরা। হল্যান্ডার হাউসে মানুষ-জন আছে মনে করে নয়, বরং গাড়ির ভেতরে কেউ তুষার ঝড়ের মাঝে আটকা পড়ে আছে কিনা দেখার জন্যে। ওরা কখনওই বাড়ির ভেতরে তল্লাশি চালাতে যেত না– সেদিন সন্ধ্যায় স্নো-প্লাউ সরিয়ে শহরের পথ ধরার যোগাড় করছিল ওরা– যদি না শাদার ভেতর থেকে আবির্ভূত হত নিনা। আঙ্কল হারম্যানের বিচিত্র পোশাক ছিল ওর পরনে, একবার অস্ট্রিয়া থেকে কেনা তার হাইকিং বুটসহ। রেসকিউ টিমের লোকগুলো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ও যখন বলল যে, বাড়ি থেকে আসছে এবং গাড়ি উদ্ধার করে ফিরে যাবে যাতে করে আঙ্কলসহ টিলা থেকে নেমে যেতে পারে, ওদের একজন বলল চিন্তাটা ভুলে যেতে পারে ও। টিলার পাদদেশে গাড়িটা পেয়েছে ওরা, একটা প্লাউ উল্টে দিয়েছে ওটাকে। লোকগুলো ঘুরে ওর সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল।

ওরা ভেতরে যাবার পর আমাকে খুঁজে পেতে দীর্ঘ সময় লেগেছে ওদের। টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষের পেছনে চিলেকোঠায় পড়েছিলাম আমি। নিনা যখন আমার কপালে হাত রাখে পায়ের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলা তুষারের মতই ঠাণ্ডা মেরেছিলাম আমি। ছাদ গলে ঝরে পড়েছিল ওগুলো। আমাকে ব্ল্যাঙ্কেটে জড়িয়ে একটা স্নো প্লাউতে করে দ্রুত বেগে ছুটেছে ওরা। নিচে পৌঁছার পর একটা সাধারণ গাড়িতে করে হাসপাতালে। যাবার পথে মুখে-শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখে নিনা।

প্রায় তিন সপ্তাহ্ হসপিটালে ছিলাম আমি। ওরা আমাকে ছাড়পত্র দেয়ার পর আমস্টারডামে নিয়ে যায় নিনা। দীর্ঘ একটা যাত্রা ছিল সেটা, এখন আর শাদা হয়ে

BanglaBook.org

নেই এমন প্রান্তরের ওপর দিয়ে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম আমি, কিন্তু কালচে মাঠ আর ফ্যাকাশে সবুজ সীমানার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছিলাম না। আমার মাথার ভেতর তখনও তুষারপাত চলছিল।

ওর বাড়িতে পৌঁছে সোজা ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলাম আমি। দুদিন পরে যখন জেগে উঠলাম, ক্ষুধার্ত আর অস্থির হয়ে ছিলাম। তখন সন্ধ্যা। প্রায় গোটা সময়টা আমার বিছানার পাশে বসেছিল নিনা।

আমি পরিষ্কার হয়ে কাপড় পরে নেয়ার পর কফি আর স্যান্ডউইচ বানাল ও। একটা বিরাট ফুলের নকশা তোলা সোফায় বসে খেলাম আমি। ওর বাড়িতে ওটা ছিল আমার প্রথম আগমন। ওখানে বসে থাকার সময় আমার মনে হল ওর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না আমি। ওর এমন একটা বাড়ি থাকবে বলে ভেবেছিলাম কি আমি? রুটি চিবোতে চিবোতে কফিতে চুমুক দিয়ে চললাম, নিরিবিলি পরিবেশের ওপর ফিরে চলল আমার দৃষ্টি। চকচকে ম্লান কাঠের মেঝে। ফুলে ভর্তি সবুজ গ্লাস-ভাস অলা বিরাট কাঠের টেবিল। দুটো সোফা, ফুলের নকশাঅলাটায় বসে ছিলাম আমি, আর জানালার পাশে একটা জাঁকাল লাল সোফা। পেইন্টিংস, সবই বর্ণাঢ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট, আর হার্থের কালো বিবর।

কফি শেষ করার পর মাগটা যখন খালি প্লেটের ওপর নামিয়ে রাখলাম আমি, সিগারেটের খোঁজে পকেট হাতড়ালাম। উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাতে নতুন একটা প্যাকেট দিল নিনা। গোটা সময়টায় একটা কথাও বলে নি ও। সেলোফেন ছিঁড়ে ফেললাম আমি। আমাকে আগুন দিল নিনা। কয়েক সপ্তাহ্ পরের প্রথম ধোঁয়াটা হাতুড়ির মত আঘাত করল আমায়। কেশে উঠলাম। উঠে দাঁড়াল নিনা, নতুন করে কফি এনে দিল।

'এবার কথা বলা যাবে?'

মাথা দোলালাম আমি।

'তোমার প্ল্যান কি?'

'অন্য কোথাও শুরু করা যাক।'

ভুরু কোঁচকাল ও।

'বৈচিত্র্যের খাতিরে এসো সূচনা থেকেই শুরু করা যাক। এক এক করে।'

মলিন আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। আমার ভেতরে কি যেন তোলপাড় করছে, টের পেলাম আমি।

'কাজটা কেন করেছ তুমি?'

ফাঁকা চোখে আমার দিকে তাকাল ও। 'কি করেছি?'

চোখ বন্ধ করলাম আমি। 'বাড়িটা, নিনা। ফাঁদগুলো। পালিয়ে যাওয়া। সমস্ত কিছু।'

'তোমার ধারণা...

'আমি জানি।'

BanglaBook.org

ঢোক গিলল ও, যেন গলায় জ্যান্ত মাছ আটকে গেছে ওর।

'কাজটা যেনোর নয়। প্রায় তিরিশ বছর আগে মারা গেছে যেনো।' ওর অদৃশ্য হয়ে যাবার পর এই প্রথম জাগল উপলব্ধিটা।

মুখ খুলল ও।

'যদি এখনও বেঁচে থাকত ও... কেন? আমাকে ঘৃণা করত না ও। তুমি ওকে যতটা ঘৃণা কর, আমাকে অতটা ঘৃণা করত না ও। সেলারটা বছর খানেক আগে বোঝাই করা হয়েছিল। তোমার কাছে চাবি ছিল, একটা গাড়ি আছে তোমার। অন্য আর কে হতে যাবে, নিনা?'

'আমি নিজে কফির প্যাকেটের গায়ে তারিখগুলো দেখিয়েছিলাম তোমাকে,' বলল ও। কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল ওর।

'কারও জন্যে ফাঁদ পাততে চাইলে আমিও ঠিক একাজটাই করতাম।'

মাথা নাড়ল ও, নাড়ানো আর থামাল না।

'আমি যা বুঝতে পারছি না সেটা হল এত বেশি মজুদ করতে গেলে কেন তুমি। পরিকল্পনাটা কি ছিল? যেন কয়েক মাস ওখানে থাকি আমি? যেন একটা ফাঁদে পড়ে মারা যাই আর *তুমি* রয়ে যাও ওখানে?'

লম্বা করে শ্বাস টানল ও। 'কেন, নাথান?'

'তুমিই বলো আমায়,' বললাম আমি। 'বলো।'

'তোমাকে আমি ঘৃণা করি মনে করো?' চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে ওর। চোখের চারপাশে ছোট ছোট কম্পন দেখা যাচ্ছে। 'আমি তোমার সঙ্গে ঘুমিয়েছি।'

আমি মাথা বাউ করলাম। 'চলে গিয়েছিলে কেন?' মেঝের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলাম আমি

'সাহায্য আনতে চেয়েছিলাম।' গোঙানির সুরে বলল ও।

'প্রথম বার।'

উঠে দাঁড়াল ও, ঝট করে চারপাশে চোখ বোলাল। আবার বসে পড়ল তারপর। 'ওখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিলাম,' বলল ও। 'গাড়ি আনতে।'

'তুমি জানতে গাড়িটাকে কখনওই ঢাল বেয়ে ওঠানো যেত না, এমনকি নিচে নেয়াও যেত না হয়ত। তুষারের ঢিবিগুলোর মাঝে একসঙ্গে হেঁটেছি আমরা। এরপর ওখানে তুমি গাড়ি চালাতে পারবে, এটা কেউ ভাবতে যাবে না।'

'তোমাকে হারিয়ে ফেলছি আমি।'

'কি?'

সোজা আমাকে ভেদ করে তাকাল ও। 'এরই মধ্যে যেনোকে হারিয়েছি আমি। এবার তোমাকে হারাচ্ছি।'

যেন ঘরের ভেতরেই বৃষ্টি হচ্ছিল।

'সোজাসুজি কেন বলছ না যে আমাকে ভালোবাস না তুমি? আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি চাও।'

BanglaBook.org

'এর চেয়ে ভাল আর হয় না,' বললাম আমি। 'তোমার সঙ্গে থাকার চেয়ে অন্য কিছুকেই এত বেশি পছন্দ করব না আমি।' গলার ভেতরের কথার টুকরোগুলোকে চেপে ধরলাম আমি। যখন কথা বললাম, কর্কশ শোনাল আমার কণ্ঠ। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'নাথান,' দু-পা এক করে কোলের ওপর হাত রেখে বসেছিল ও। কাঁদছিল।

'কেন, নিনা?'

'আমি করি নি কাজটা।' এমনভাবে কথা বলল যেন কণ্ঠস্বরটা ওর নয়।

'নিনা, কাজটা যেনোর নয়। চিলোকোঠায় গিয়েছিলাম আমি।' ওই। ওকেই দেখেছিলাম আমি। মাথা নিচু করে দৃশ্যটা মনে আনার প্রয়াস পেলাম আমি। কাগজের শত শাদা চেহারা নিয়ে কোলের ওপর ছুরিটা নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল ও। মেঝের মাঝখানে তুষার, কাঠ আর কাঁচের স্তূপ। আর বরফের মত ঠাণ্ডা। ওখানে বসেছিল ও। ওকে বয়ে নিচে নিয়ে এসেছিলাম আমি। অথচ রেসকিউ টিমের সঙ্গে ছিল ও। লিলিথ, বলেছিল আঙ্কল চেইম। তার চেহারা দেখা দিল। দারুণ ক্লান্ত দেখাল তাকে। চোখের নিচে কালি জমেছে। চেহারায় বলিরেখা আর ভাঁজ। ও লিলিথ নয়, বলল চেইম। ম্যাগনাসের গলার আওয়াজ পেলাম। 'বিয়ালিস্টকে ছিলাম আমি। ঠাণ্ডায় জমে মরতে দেখেছি এক লোককে। ঠাণ্ডায় জমে মরার সময় উল্টাপাল্টা কাজ করে মানুষ, কেউ কেউ তো গায়ের জামা কাপড়ও ছিঁড়ে ফেলে।'

চোখ তুলে তাকিয়ে নিনাকে দেখলাম আমি। মূর্তির মত লাগছে ওকে। আবোলতাবোল দেখছিলাম কি আমি? আমার গরম লেগেছিল। কিব্বুটযে বাঙালোয় একটা খাটে শুয়েছিলাম আমি, ইসরায়েলে যাবার পর ওই খাটে ঘুমিয়েছিল সোফি। মরে যাচ্ছি ভেবেছিলাম। নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না প্রায়। না, পনিরটা, পালিয়ে গিয়েছিল ও। আমাকে শাস্তি দাও। নিনাকে শাস্তি দাও, বলেছিল ও। কেন ওকে আমার শাস্তি দিতে হবে যদি না মনে করে থাকে যে...

'তোমার ধারণা যেনোকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি?'

কুঁকড়ে গেল ও।

'তোমার ধারণা দোষটা আমার ছিল?'

বাম দিকে মাথা ঘোরাল ও।

'নিনা!'

যখন উঠে দাঁড়াল, ভিন্ন কেউ হয়ে গেল ও। কাঁধজোড়া ঝুলে পড়েছে, এপাশ-ওপাশ নড়ছে ওর মাথা। খাঁচায় বন্দী ক্ষিপ্ত শিকারি জানোয়ার।

ওকে ভালোবেসেছিলাম, ভাবলাম আমি।

'আর কারও পক্ষে কাজটা করা সম্ভব ছিল না। আমার আসার কথা জানত না মিসেস স্যান্ডার্স। হারম্যান মারা গেছে। যেনো মারা গেছে, তাও অর্ধেক জীবনকাল আগে। যোয়ে, যেল্ডা...

BanglaBook.org

'মারা যায় নি।'

'কে?'

'যেনো বেঁচে আছে।'

ও অদৃশ্য হয়ে যাবার পর একথাই বলেছিল ওরা। নীরব সিদ্ধ-পুরুষের নীরব অনুসারীরা সেই শেডে কয়েক সপ্তাহ ধরে জমায়েত অব্যাহত রেখেছিল। যেনো বেঁচে আছে, চিৎকার করেছে ওরা। বিশ্বাস করে না কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা চালিয়ে যাওয়া লোকদের মত শুনিয়েছে ওদের কথা।

কিন্তু মারা গেছে ও। এমন দীর্ঘদিন কেউ নিখোঁজ থাকার পর আচমকা আবার হাজির হয় না।

ও নিখোঁজ হবার কয়েকদিন পরে পুলিসে ফোন করেছিলাম আমি।

'একদম স্বাভাবিক বলে কি বোঝাতে চাইছ?' শেষ পর্যন্ত ফোনে ডিটেকটিভের নাগাল পাবার পর সে যখন আমাকে আশ্বাস দিল যে উদ্বিগ্ন হবার কোনওই কারণ নেই, এটা একদম স্বাভাবিক যে... 'কেমন করে,' আমি জিজ্ঞেস করি, 'একজন মানুষ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে?'

'এধরনের ঘটনা কতবার ঘটে বলতে পার, মিস্টার হল্যান্ডার।'

'কোনও ধারণা নেই, তবে মনে হচ্ছে আমাকে বলবে তুমি।'

'বছরে তিনশো বার,' লাইনের অপর প্রান্তের কণ্ঠটা বলল। 'যাদের আর কখনও দেখা মেলে না তাদের কথা বলছি আমি। বছরে তিনশো জন। সপ্তাহে ছয়জন। অসাধারণ কোনও ব্যাপার নয়। বাইরে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছ, এমন ঘটনা বছরে প্রায় পনেরশোটা। ওই তিনশোজন বাদে, আবার ফিরে আসে ওরা, কোনওনা কোনওভাবে।'

কিন্তু ও ফেরে নি। যেকোনও কিছুই ঘটে থাকতে পারে। কোনও জঙ্গলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে মাথায় বাড়ি খেতে পারে। গোপন কোনও জায়গায় আত্মহত্যা করে থাকতে পারে। পানিতে ডুবে যেতে পারে।

'মারা গেছে,' বললাম আমি। 'তিরিশ বছর ধরে মরে ভূত হয়ে আছে।' প্রত্যেক শব্দ কষ্ট দিচ্ছিল আমায়। এর আগে আর কখনওই এত জোরালভাবে মনে হয় নি আমার, এত গভীরভাবে উপলব্ধি করি নি যে ও চলে গেছে, আর কখনওই ফিরে আসবে না।

রুমের ভেতর পায়চারি করে বেড়াতে লাগল নিনা, সামনে-পেছনে, সামনে-পেছনে।

আরেকটা সিগারেট ধরালাম আমি। আগেরটার অবশিষ্টাংশ এখনও পুড়ছে অ্যাশট্রেতে। 'বসো,' বললাম আমি।

থেমে সন্দিহান দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ও।

'বসো।'

বসল ও।

'কথা বল।'

BanglaBook.org

মুখ খুলল ওর। আওয়াজ এল তারপর। মৃদু, প্রায় জান্তব ফোঁপানি। ওর উল্টোদিকে বসলাম আমি, আগে কোনওদিন দেখি নি এমন কারও দিকে তাকিয়ে আছি বলে মনে হচ্ছিল। ও নিনা নয়। নিনা উজ্জ্বল, তীব্র, সিনিক্যাল আর হালকা। কোনও তরুণের মত চটপটে, দানবীর মত শক্তিশালী ও।

'নিজেকে সামলে নাও, নিনা! কথা বল!'

ওর মুখ দিয়ে লালা ঝরল। জ্যাকেটটা ধরে টানল ও। উঠে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলাম আমি। 'নিনা।' নিজের হাতে তুলে নিলাম ওর হাতজোড়া। 'আমার কথা শোন। মারাত্মক কিছু ঘটে নি। এখনও সব কিছু ঠিক করা সম্ভব। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই কথা বলতে হবে।'

আচমকা চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি, কপালের পেছনে দপদপ একটা অনুভূতি। আমার ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছে ও, কেশরের মত চুলগুলো। আমার গলা চেপে ধরেছে ওর হাত। 'নিনা... ' ওর মুখের দিকে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখল না ওর চোখ। ওর দৃষ্টির ভেতর দিয়ে এক অদ্ভুত বাতাস খেলে যাচ্ছে। এত প্রবল দপদপানি চলছে মাথার ভেতর, আমি ভাবলাম বুঝি ফেটে যাবে, বাতাসে লাথি হাঁকিয়ে চলল আমার পাজোড়া।

'এন... '

আমার আঙুলের ডগা থেকে শক্তি বেরিয়ে গেল। হাত থেকে কব্জি আর বাহু হয়ে মৃত্যুর হামা দিয়ে এগিয়ে আসা টের পেলাম।

'বেজন্মা যেনো,' ইস্পাতের মত কঠিন ওর কণ্ঠস্বর। গজগজ করে কি যেন বলল ও, বুঝতে পারলাম না।

ফুসফুসে জোরে বাতাস ঢুকছে, টের পেলাম। মেঝের ওপর মাথাটা চেপে ধরে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বাম হাঁটু উঁচু করলাম। সামনের দিকে ছুটে গেল ও, গড়িয়ে রুমের আরেক দিকে চলে গেল।

'শিট...

চার হাত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম আমি। গভীর ডুব থেকে ভেসে ওঠা কোনও সাঁতারুর মত হাঁপাচ্ছি। টেবিলের নিচে আধ-শোয়া অবস্থায় পড়ে আছে নিনা। ফ্লাওয়ার ভাসটা উল্টে গেছে, টেবিল থেকে সশব্দে ফোঁটায় ফোঁটায় মেঝেয় পড়ছে পানি। হামাগুড়ি দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম, ওর গোড়ালি আঁকড়ে ধরলাম, টেনে নিয়ে এলাম রুমের মাঝখানে। পা ছুড়ল ও, মোচড়াচ্ছে। ও যখন চিৎ হয়ে শুয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল, সপাটে হাতের পিঠ দিয়ে ওর মাথার এক পাশে আঘাত হানলাম, আহত পাখির মত রুমের আরেক প্রান্তে উড়ে গেল ও। আনুমানিক ছয় ফুট দূরে একটা সাইডবোর্ডের সঙ্গে টক্কর খেয়ে জ্ঞান হারাল। টেনে নিজেকে ওর কাছে নিয়ে এলাম, ওর মাথা আর কান পরখ করলাম। রক্ত নেই। স্থির শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে, স্বাভাবিক। ওর মাথাটা কোলে নিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসলাম আমি। ওর চুলের জলপ্রপাতে হাত বোলাতে বোলাতে, লাল কোঁকড়া চুলের

BanglaBook.org

ফাঁক দিয়ে ওর গালের আভা অনুভব করতে করতে, টেবিলের পাশে জমা পানিটুকুর দিকে তাকিয়ে বসে থাকার সময়, মেঝেয় জ্বলন্ত সিগারেটটা দেখতে দেখতে, এরই মধ্যে পার্কোয়েটে একটা কালো গর্ত বানিয়েছে ওটা, আমার ভেতরের সমস্ত কিছু পিছলে যেতে শুরু করল। আমার ভেতরে এমন প্রবল ঘূর্ণি চলছিল যে মাথাটা দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেল। বুম, বুম বুম। মনে হল সমস্ত কিছু খসে পড়ছে, যেন আমি কোনও দালান, বছরের পর বছর ধরে ধসে পড়ছিল যেটা, এবং এখন সামান্য ভূমিকম্পেই শুকনো রুটির মত গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

নিনাকে যখন ফুলের-নকশা-তোলা সোফায় শোয়ালাম ততক্ষণে জানালাগুলো অন্ধকার হয়ে এসেছে। গড়িয়ে কাত হয়ে শুল ও, মুখে বুড়ো আঙুল ঢোকাল। ঠোঁটের মাঝখানে সিগারেট নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে দুহাত ভাঁজ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর কোটটা গায়ে চাপালাম, তুলে নিলাম আমার ট্রাভেলিং ব্যাগ, বেরিয়ে এলাম দরজা দিয়ে।

বাইরে বাতাস শান্ত। স্ট্রিটল্যাম্পগুলোর আলো ঝিলিক মারছে অ্যাসফল্টে, রূপার মত চকচক করছে ট্র্যামরেইল। একটা ট্যাক্সি ডাকলাম আমি। জীবনে প্রথমবারের মত কাঠখোট্টা ড্রাইভার পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। দক্ষিণ আমস্টারডামের রাস্তা দিয়ে নীরবে গাড়ি হাঁকিয়ে এগোল সে, রিং রোডে বাঁক নিল, তারপর অ্যাক্সেলারেটরে পা দাবাল। অচিরেই শিপলের মাথার ওপর আলোর পাহাড় দেখতে পেলাম আমি।

প্লেনে, হল্যান্ডের ক্ষুদে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকার সময় ভাবলাম: কাজটা আদৌ ও করেছে কিনা জানি না আমি, যদিও অন্য কোনও সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে পারছি না। মেঘের ভেতর দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম আমরা, অন্ধকার ঢেকে রেখেছে পৃথিবীটাকে। এই যে আমি, ভাবলাম, হারম্যানই আমার বাবা কিনা সত্যি করে জানি না। জানি না যেনোর কি হয়েছে। ভালোবাসার মেয়েটিকে ছেড়ে এসেছি আমি, কারণ আমি আসলে জানতাম না... ওখানে, আকাশের বহু ওপরে, চলার পথে, যেমনটি সারা জীবন ছিলাম আমি, চলার উপর, যাতে কোনওদিন আমাকে পৌঁছুতে না হয়, আচমকা নিজেকে শ্লোমো মিনস্কির কোলে বসে থাকতে দেখলাম, এক হাঁটুর ওপর আমি, অন্য হাঁটুতে রেইসেলে, আমাদের চারপাশে কালো কফি আর শুকনো কাপড়ের গন্ধ এবং ভাবলাম: আমি একজন স্টোঅ্যাওয়ে। একা এসেছি, একাই চলে যাব।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org